পাষ্টর এস. এ. পলাশ (এম.টিএইচ)

সম্পাদিত

অধ্যয়নের গভীরতায়

অ-প্রধান ভাববাদীদের পুস্তকসমূহ

(The Twelve)

In-depth Study of Minor Prophets

(হোশেয় পুস্তক - মালাখি পুস্তক)

ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC) ও বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশন ইন বাংলাদেশ (BACIB)

In-depth Study of Minor Prophets (The Twelve)
অধ্যয়নের গভীরতায় অ-প্রধান ভাববাদীদের পুস্তকসমূহ

Bible Text: New Carey Version (NCV)
Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries and open Internet sources

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Tyndale Life Application Study Bible (NIV)
- Bible Dictionary in Bengali, published by BACIB, 2018
- Anusandhan Kitabul Mokaddos, published by BACIB, 2018
- Open Internet Sources

Research, Study, Translation, Edit and Rewriting: Pastor Shamsul Alam Polash, M.R.E *(Grand Rapids Baptist Seminary)*; M. Th *(Trinity Theological Collage, Singapore)*

Graphics design and Maps: Ruth Salome

This 'In-depth Study Minor Prophets' has been developed and printed under the partnership program with DCB Foundation, USA.

Price: BDT 400.00
US$ 6.00

Published by:
International Bible Church (IBC) and Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01714075742; bacib123@yahoo.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের দুটি কথা	৯
অ-প্রধান ভাববাদীদের পুস্তকগুলোর ভূমিকা ও একটি সার্বিক পর্যালোচনা	১১
ভাববাদী হোশেয় পুস্তক	
ভূমিকা:	
লেখক ও শিরোনাম	৩৫
সময়কাল	৩৫
বিষয়বস্তু	৩৫
উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য ও পটভূমি	৩৬
মূল বিষয়সমূহ	৩৭
প্রধান বিষয়সমূহ	৩৮
মূল শব্দসমূহ:	৩৮
পরিত্রাণের ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার	৩৮
সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ	৩৮
ভাববাদী হোশেয়ের সময়কার মধ্য প্রাচ্য	৩৯
ভাববাদী হোশেয়ের সময়কার ইস্রায়েল ও যিহূদা রাজ্য	৩৯
কেন হোশেয়কে এত গুরুত্বপূর্ণ ভাববাদী মনে করা হয়?	৩৯
পুস্তকটির সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয়	৪০
প্রধান পদ	৪০
প্রধান প্রধান লোক	৪০
পুস্তকটির রূপরেখা	৪০
হোশেয় পুস্তকের চার্ট	৪১
হোশেয় পুস্তকে বিচার এবং পরিত্রাণের চক্র	৪১
আত্মিক অবিশ্বস্ততা	৪২
ভাববাদী হোশেয়ের স্ত্রী ‘গোমর’	৪৩
হোশেয় : বিশ্বস্ততা ও অবিশ্বস্ততার প্রতীক	৪৫
পবিত্র বাইবেলের গুরুত্বপূর্ণ ও অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ভাববাদীরা কারা?	৪৬
অধ্যায় হিসেবে হোশেয়ের পুস্তক	৪৭
গোমর ও হোশেয় থেকে যে বার্তা পাওয়া যায়	৪৭
ভাববাদী হোশেয় পুস্তকের মজার তথ্যাবলী	৪৮
ভাববাদী হোশেয়ের পুস্তক ও এই যুগের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক	৪৯
অধ্যয়ন নোট সহ হোশেয় পুস্তকের ও প্রতিটি অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ ও অধ্যয়ন প্রশ্নসমূহ	৫১ - ৯৯
যোয়েল ভাববাদীর পুস্তক	
ভূমিকা:	
লেখক ও শিরোনাম	১০১
সময়কাল	১০১
বিষয়বস্তু	১০১
উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য ও পটভূমি	১০২
মূল বিষয়বস্তুসমূহ	১০২
পরিত্রাণের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ	১০৪
পটভূমি ও বিন্যাস	১০৪
সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ	১০৬
প্রধান পদ	১০৬
প্রধান প্রধান স্থান	১০৭
পুস্তকটির রূপরেখা	১০৭
যোয়েল ১ ও ২ অধ্যায়ের মধ্যকার সম্পর্ক	১০৭
ভাববাদী যোয়েলের পুস্তকের রূপরেখার চার্ট	১০৮
যোয়েল পুস্তকের চিত্র	১০৯
যোয়েল – সদাপ্রভুর দিন	১১০
ভাববাদী যোয়েলের বিষয়ে মজার	

বিষয়	পৃষ্ঠা
তথ্য	১১১
ভাববাদী যোয়েল পুস্তক ও এই যুগের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক	১১২
অধ্যয়ন নোট সহ যোয়েল পুস্তকের ও প্রতিটি অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ ও অধ্যয়ন প্রশ্নসমূহ	১১৪ - ১৩২
আমোষ ভাববাদীর পুস্তক	
ভূমিকা:	
লেখক ও শিরোনাম	১৩৩
সময়কাল	১৩৩
বিষয়বস্তু	১৩৩
উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য এবং পটভূমি	১৩৩
পুস্তকটির কাঠামো	১৩৫
সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ	১৩৬
পরিত্রাণের ইতিহাসের সার-সংক্ষেপ	১৩৬
প্রধান বিষয়বস্তু	১৩৭
আমোষের সময় ইস্রায়েল ও যিহূদা	১৩৭
প্রধান পদ	১৩৭
প্রধান প্রধান লোক	১৩৭
প্রধান প্রধান স্থান	১৩৮
পুস্তকটির রূপরেখা	১৩৮
ভাববাদী আমোষের দর্শন	১৩৮
আমোষ : জাতিগুলোর বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী	১৩৯
ভাববাদী আমোষের পুস্তকে চার্ট ১	১৪০
ভাববাদী আমোষ পুস্তকের চার্ট ২	১৪০
ভাববাদী আমোষ পুস্তকের চার্ট ৩	১৪১
ভাববাদী আমোষের সময়কাল	১৪২
আমোষ : সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে বিচার	১৪২
পবিত্র বাইবেলে উল্লেখিত ভূমিকম্প বিষয়ক ইতিহাস	১৪৩
আমোষ ৯:১১	১৪৩
পবিত্র বাইবেলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ: ভাববাদী আমোষ	১৪৪
ভাববাদী আমোষের বিষয়ে মজার তথ্য	১৪৫
ভাববাদী আমোষের পুস্তক ও এই যুগের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক	১৪৬
অধ্যয়ন নোট সহ আমোষ পুস্তকের ও প্রতিটি অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ ও অধ্যয়ন প্রশ্নসমূহ	১৪৮ - ১৮৬
ওবদিয় ভাববাদীর পুস্তক	
ভূমিকা:	
লেখক ও শিরোনাম	১৮৭
সময়কাল	১৮৭
বিষয়বস্তু	১৮৭
উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য এবং পটভূমি	১৮৭
প্রধান বিষয়বস্তু	১৮৮
পরিত্রাণের ইতিহাসের সার-সংক্ষেপ	১৮৯
ওবদিয় পুস্তকের বিন্যাস	১৮৯
প্রধান পদ	১৮৯
প্রধান প্রধান লোক	১৮৯
প্রধান প্রধান স্থান	১৮৯
পুস্তকটির রূপরেখা	১৮৯
ভাববাদী ওবদিয়ের চার্ট ১	১৯০
অন্যান্য ভাববাদীদের ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে ওবদিয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর তুলনা	১৯০
ইদোমের বিষয়ে ওবদিয় পুস্তক চার্ট ২	১৯১
ভাববাদী ওবদিয় পুস্তকের বিষয়ে মজার তথ্য	১৯২
ভাববাদী ওবদিয়ের পুস্তক ও এই যুগের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক	১৯৩
অধ্যয়ন নোট সহ ওবদিয় পুস্তকের	১৯৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
ও প্রতিটি অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ ও	-
অধ্যয়ন প্রশ্নসমূহ	২০০
যোনা ভাববাদীর পুস্তক	
ভূমিকা:	
লেখক ও শিরোনাম	২০১
বিষয়বস্তু	২০১
উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য এবং পটভূমি	২০১
পুস্তকটির ধরন	২০২
মূল বিষয়বস্তুসমূহ	২০৩
পরিত্রাণের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ	২০৪
সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ	২০৪
যোনা পুস্তকের বিন্যাস	২০৫
প্রধান পদ	২০৫
প্রধান প্রধান লোক	২০৫
প্রধান প্রধান স্থান	২০৫
পুস্তকটির রূপরেখা	২০৫
ভাববাদী যোনার পুস্তকের চার্ট ১	২০৬
বিষয়বস্তু অনুসারে ভাববাদী যোনা পুস্তকের চার্ট ২	২০৬
ভাববাদী যোনা পুস্তকের চার্ট ৩	২০৭
যোনার পুস্তকে আশ্চর্য কাজসমূহ	২০৭
ভাববাদী যোনার যোনা পুস্তকটিকে যেভাবে দেখা হয়–	২০৮
দৃশ্যপটে ভাববাদী যোনা	২০৮
পুরাতন নিয়মের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ: ভাববাদী যোনা	২০৯
ভাববাদী যোনার বিষয়ে কিছু মজার তথ্য	২১০
ভাববাদী যোনার পুস্তক ও এই যুগের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক	১১১
অধ্যয়ন নোট সহ যোনা পুস্তকের ও	২১৩
প্রতিটি অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ ও	-
অধ্যয়ন প্রশ্নসমূহ	২২৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
মীখা ভাববাদীর পুস্তক	
ভূমিকা:	
লেখক ও শিরোনাম	২২৭
সময়কাল	২২৭
বিষয়বস্তু	২২৭
উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য এবং পটভূমি	২২৮
মূল বিষয়বস্তুসমূহ	২২৮
পরিত্রাণের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ	২২৯
সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ	২২৯
মীখা ভাববাদীর সমকালীন মধ্যপ্রাচ্য	২৩০
প্রধান পদ	২৩০
প্রধান প্রধান লোক	২৩০
প্রধান প্রধান স্থান	২৩০
পুস্তকটির রূপরেখা	২৩০
ভাববাদী মীখা পুস্তকের চার্ট ১	২৩১
ভাববাদী মীখার পুস্তক চার্ট ২	২৩১
ভাববাদী মীখা পুস্তকের চার্ট ৩	২৩২
মীখার পুস্তকে ঈশ্বরের রায় ও অভিযাগ	২৩৩
ইস্রায়েল রাজ্য ও এর রাজগণ	২৩৪
ভাববাদী মীখার পুস্তকের পটভূমি	২৩৫
ভাববাদী মীখার চরিত্র	২৩৫
মীখা ভাববাদীর বিষয়ে মজার তথ্য	২৩৬
ভাববাদী মীখার পুস্তক ও এই যুগের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক	২৩৭
অধ্যয়ন নোট সহ মীখা পুস্তকের ও	২৩৯
প্রতিটি অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ ও	-
অধ্যয়ন প্রশ্নসমূহ	২৬২
নহূম ভাববাদীর পুস্তক	
ভূমিকা:	
লেখক ও শিরোনাম	২৬৩
সময়কাল	২৬৩
বিষয়বস্তু	২৬৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য এবং পটভূমি	২৬৩
প্রধান বিষয়বস্তুসমূহ	২৬৪
পরিত্রাণের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ	২৬৫
সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ	২৬৫
নহূমের সময়কার মধ্যপ্রাচ্য	২৬৫
প্রধান পদ	২৬৬
প্রধান স্থান	২৬৬
পুস্তকটির রূপরেখা	২৬৬
নহূমের বিশেষ গুণাবলী	২৬৬
নহূম পুস্তকের চার্ট ১	২৬৭
নহূম পুস্তকের চার্ট ২	২৬৭
নীনবীর বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী	২৬৮
নহূম: নীনবীর ধ্বংস	২৬৭
নহূমের সময় সারণী	২৬৯
নহূম ভাববাদীর বিষয়ে মজার তথ্য	২৭০
ভাববাদী নহূম পুস্তক ও এই যুগের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক	২৭১
অধ্যয়ন নোট সহ নহূম পুস্তকের ও প্রতিটি অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ ও অধ্যয়ন প্রশ্নসমূহ	২৭৩ - ২৮৩
হবক্কুক ভাববাদীর পুস্তক	
ভূমিকা:	
লেখক ও শিরোনাম	২৮৫
সময়কাল	২৮৫
বিষয়বস্তু	২৮৬
উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য ও পটভূমি	২৮৬
প্রধান বিষয়বস্তুসমূহ	২৮৭
পরিত্রাণের ইতিহাসের সার-সংক্ষেপ	২৮৭
সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ	২৮৭
ভাববাদী হবক্কুকের সমকালীন মধ্যপ্রাচ্য	২৮৮
প্রধান পদ	২৮৮
প্রধান প্রধান লোক	২৮৮
প্রধান স্থান	২৮৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
পুস্তকটির রূপরেখা	২৮৮
একজন ধর্মতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে পুস্তকটির প্রধান বিষয়	২৮৮
হবক্কুক পুস্তকের চার্ট ১	২৮৯
হবক্কুক পুস্তকের চার্ট ২	২৯০
হবক্কুক পুস্তকের চার্ট ৩	২৯১
ঐতিহাসিক সময়কাল	২৯১
হবক্কুক : বাবিলের ধ্বংস	২৯২
ভাববাদী হবক্কুকের বিষয়ে মজার তথ্য	২৯৩
ভাববাদী হবক্কুক পুস্তক ও এই যুগের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক	২৯৪
অধ্যয়ন নোট সহ হবক্কুক	২৯৬
পুস্তকের ও প্রতিটি অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ ও অধ্যয়ন প্রশ্নসমূহ	- ৩১০
সফনিয় ভাববাদীর পুস্তক	
ভূমিকা:	
সময়কাল	৩১১
মূল বিষয়	৩১১
উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য এবং পটভূমি	৩১২
মূল বিষয়বস্তুসমূহ	৩১২
পরিত্রাণের ইতিহাসের সার-সংক্ষেপ	৩১৩
সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ	৩১৩
পুস্তকটির সাহিত্য বিষয়ক রূপরেখা ও পরিকল্পনা:	৩১৩
সফনিয় পুস্তকের সমসাময়িক মধ্যপ্রাচ্য	৩১৩
প্রধান পদ	৩১৪
প্রধান প্রধান স্থান	৩১৪
পুস্তকটির রূপরেখা	৩১৪
সফনিয় পুস্তকের চার্চ ১	৩১৪
সফনিয় পুস্তকের চার্ট ২	৩১৫
সফনিয়ের সময় সারণী	৩১৬
যিহূদা রাজ্য ও এর রাজগণ	৩১৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভাববাদী সফনিয়ের বিষয়ে মজার তথ্য	৩১৮
ভাববাদী সফনিয়ের পুস্তক ও এই যুগের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক	৩১৯
অধ্যয়ন নোট সহ সফনিয় পুস্তকের ও প্রতিটি অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ ও অধ্যয়ন প্রশ্নসমূহ	৩২১ - ৩৩২
হগয় ভাববাদীর পুস্তক	
ভূমিকা:	
লেখক ও শিরোনাম	৩৩৩
সময়কাল	৩৩৩
হগয় পুস্তকে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর সময়কাল	৩৩৩
বিষয়বস্তু	৩৩৩
উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য ও পটভূমি	৩৩৪
মূল বিষয়বস্তুসমূহ	৩৩৫
পরিত্রাণের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ	৩৩৫
সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ	৩৩৫
হগয় পুস্তকের সমসাময়িক যিরূশালেম	৩৩৫
প্রধান পদ	৩৩৫
প্রধান প্রধান লোক	৩৩৫
প্রধান প্রধান স্থান	৩৩৫
পুস্তকটির রূপরেখা	৩৩৬
হগয়ের পুস্তকটিকে আপনার মত করে বিবেচনা করুন	৩৩৬
ভাববাদী হগয়ের পুস্তকের চার্ট ১	৩৩৭
ভাববাদী হগয়ের পুস্তকের চার্ট ২	৩৩৭
ভাববাদী হগয় পুস্তকের চার্ট ৩	৩৩৮
হগয় পুস্তকের বার্তাসমূহ	৩৩৯
হগয়ের কাল নির্ঘন্ট	৩৪০
ভাববাদী হগয় পুস্তকের বিষয়ে মজার তথ্য	৩৪১
ভাববাদী হগয়ের পুস্তক ও এই যুগের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক	৩৪২
অধ্যয়ন নোট সহ হগয় পুস্তকের ও প্রতিটি অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ ও অধ্যয়ন প্রশ্নসমূহ	৩৪৪ - ৩৫৪
সখরিয় ভাববাদীর পুস্তক	
ভূমিকা:	
লেখক ও শিরোনাম	৩৫৫
বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য এবং উপলক্ষ্য	৩৫৫
প্রধান বিষয়বস্তুসমূহ	৩৫৭
পরিত্রাণের ইতিহাসের সার-সংক্ষেপ	৩৫৭
সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ	৩৫৮
সখরিয় পুস্তকের সমসাময়িক মধ্য প্রাচ্য	৩৫৮
সখরিয় পুস্তকের সমসাময়িক পলেষ্টীয় দেশ	৩৫৮
প্রধান পদ	৩৫৯
প্রধান প্রধান লোক	৩৫৯
প্রধান প্রধান স্থান	৩৫৯
পুস্তকটির রূপরেখা	৩৫৯
ভাববাদী সখরিয় পুস্তকের চার্ট ১	৩৫৯
অধ্যায় ভিত্তিক ভাববাদী সখরিয়ের পুস্তক	৩৬০
সখরিয় ভাববাদীর দর্শনগুলো	৩৬০
সখরিয় ভাববাদী পুস্তকের সার্বিক চিত্র	৩৬১
নতুন নিয়মে সখরিয় থেকে উদ্ধৃতি ও পরোক্ষ উল্লেখ	৩৬২
ভাববাদী সখরিয়ের বিষয়ে মজার তথ্যাবলী	৩৬৩
ভাববাদী সখরিয়ের পুস্তক ও এই যুগের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক	৩৬৪
অধ্যয়ন নোট সহ সখরিয় পুস্তকের ও প্রতিটি অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ ও অধ্যয়ন প্রশ্নসমূহ	৩৬৬ - ৪০৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
মালাখি ভাববাদীর পুস্তক	
ভূমিকাঃ	
লেখক ও শিরোনাম	৪০৭
সময়কাল	৪০৭
বিষয়বস্তু	৪০৮
উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য ও পটভূমি	৪০৮
পরিত্রাণের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ	৪০৯
মূল বিষয়বস্তু	৪০৯
সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ	৪০৯
মালাখি পুস্তকের বিন্যাস	৪০৯
প্রধান পদ	৪১০
প্রধান প্রধান লোক	৪১০
প্রধান প্রধান স্থান	৪১০
পুস্তকটির রূপরেখা	৪১০
মালাখি পুস্তকের চার্ট ১	৪১০
পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের যে সব নাম প্রকাশিত হয়েছে	৪১১
মালাখির পুস্তকের চার্ট ২	৪১২
দশমাংশ দেওয়ার রীতি	৪১৩
ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য নবায়নের জন্য অনুপ্রাণিত হতে মালাখির আহ্বানের ছয়টি দিক	৪১৪
মালাখি পুস্তকের চার্ট ৩	৪১৫
অধ্যায় অনুসারে মালাখি পুস্তকের চিত্র	৪১৬
মালাখি পুস্তকের ঐতিহাসিক ঘটনার চার্ট	৪১৭
ভাববাদী মালাখি পুস্তকের বিষয়ে কিছু মজার তথ্য	৪১৮
ভাববাদী মালাখির পুস্তক ও এই যুগের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক	৪১৯
অধ্যয়ন নোট সহ মালাখি পুস্তকের ও প্রতিটি অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ ও অধ্যয়ন প্রশ্নসমূহ	৪২১ - ৪৩৪
ভাববাদী মালাখির পরবর্তী চারশো বছরের নীরব সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ঘটনাবলী	৪৩৫
পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যবর্তী সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী	৪৪৫

প্রকাশকের দুটি কথা

বাংলাদেশের খ্রীষ্টিয় সমাজের লোকদের হাতে আমরা পবিত্র বাইবেলের নানা রকম অধ্যয়ন পুস্তক তুলে দেবার জন্য নিরিবিচ্ছিন্ন কাজ করে চলছি। সেই কথা ভেবেই আমরা এই সিরিজের প্রথম "অধ্যয়নের গভীরতায় গীতসংহিতা" নামক বইটি আমাদের খ্রীষ্টিয় সমাজের জন্য প্রকাশ করতে সমর্থ হই। এর পর থেকে "অধ্যয়নের গভীরতায় পঞ্চপুস্তক", "অধ্যয়নের গভীরতায় প্রধান ভাববাদীদের পুস্তক" অধ্যায়নের গভীরতায় সুসমাচার সমূহ ও প্রেরিত পুস্তক" প্রকাশ করেছি। এবার আমরা "অধ্যয়নের গভীরতায় অ-প্রধান ভাববাদীদের পুস্তকটি" প্রকাশ করলাম। আশা করি পবিত্র বাইবেশের শিক্ষক, পালক, প্রচারক ও বাইবেলের ছাত্র-ছাত্রীরা, যারা বাংলার বিভিন্ন শহর ও গ্রাম-গঞ্জের বিভিন্ন স্থানে সুসমাচারের পরিচর্যা করছেন তারা এবং যারা ব্যক্তিগত ভাবে পবিত্র বাইবেলের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে চান তারা এই পুস্তকগুলো থেকে অনেক উপকৃত হবেন।

এই সমস্ত পুস্তক প্রস্তুত করতে গিয়ে আমরা গবেষণামূলক মন নিয়ে আমাদের হাতের সামনে যে সব অধ্যয়নমূলক পুস্তক বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ছিল তার প্রায় সবটুকুই ব্যবহার করেছি। এই পুস্তকটিতে শাস্ত্র হিসাবে আমরা বাচিব প্রকাশিত পবিত্র বাইবেলের 'নিউ কেরী ভার্সন' অনুবাদটি ব্যবহার করেছি। আমরা অধ্যয়নের নানা রকম বিষয়গুলো সহজবোধ্য করতে চেষ্টা করেছি যেন সাধারণ জ্ঞান-পিপাসু লোকেরাও পবিত্র শাস্ত্রের সঠিক অর্থ বুঝতে সমর্থ হয়।

এই পুস্তকগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন একজন পাঠক খুব সহজেই এটি ব্যবহার করতে পারেন। পুস্তকটি প্রস্তুত করতে গিয়ে আমরা পুস্তকগুলোর ভূমিকা, বিষয়বস্তু, ক্রস রেফারেন্স, নোট ও শব্দ ও শব্দগুচ্ছের অর্থ ও ব্যাখ্যা ও প্রতিটি অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ ও অধ্যায়ের প্রশ্নসমূহ ইত্যাদি বিষয় দিয়ে সাজিয়েছি। বিশেষ করে পুস্তকগুলোর বিষয়বস্তু, অন্যান্য পুস্তকের সঙ্গে এর সম্পর্ক, এর লেখক, লেখার সম্ভাব্য সময় ও স্থান, প্রধান পদ, প্রধান লোক, স্থান ও পুস্তকটির রূপরেখা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া বাইবেলের যে সব প্রধান চরিত্র রয়েছে আমরা তাদের জীবন আলোকপাত করে তাদের কাছ থেকে আমরা কি কি শিখতে পারি তা সহজবোধ্য করে এই পুস্তকে সাজানো হয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি পাঠক এই পুস্তকগুলো থেকে পবিত্র বাইবেলের অনেক জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন এবং মণ্ডলীর সেবাকর্মে ও মণ্ডলী স্থাপনে আরও ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারবেন। পরিশেষে যারা এই পুস্তকটি প্রস্তুত করতে আমাদেরকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন তাদের সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। মঙ্গলময় ঈশ্বর সদাপ্রভু তাদের সকলকে নিরন্তর মঙ্গল দান করুন।

ধন্যবাদান্তে,
পাষ্টর এস. এ. পলাশ (এম, টিএইচ)
চেয়ারম্যান, আই.বি.সি ট্রাষ্ট
সাধারণ সম্পাদক, বাচিব

অ-প্রধান ভাববাদীদের পুস্তকগুলোর ভূমিকা ও একটি সার্বিক পর্যালোচনা

পবিত্র বাইবেলের এই বারোটি পুস্তকের সাধারণ শিরোনাম হল "অ-প্রধান ভাববাদীদের পুস্তক"। এই উপাধির উৎপত্তি অগাস্টিনের সময়ে, চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে, কিন্তু তারা কেবলমাত্র এই বিষয়ে যিশাইয়, যিরমিয় এবং যিহিষ্কেলের (যাদেরকে "প্রধান ভাববাদী" বলা হয়) পুস্তকের চেয়ে অনেক ছোট পুস্তক বলে এই নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। পুরাতন ও নতুন নিয়মের সময়ে পুরাতন নিয়মকে "আইন-কানুনের পুস্তক ও ভাববাদীদের পুস্তক ও লেখাগুলো" বলা হত। এই শিরোনামটি পুরাতন নিয়মকে তার বিভাজনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিল, কিন্তু এতে আইন-কানুন, ভাববাদী এবং লেখাগুলোও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা একটি ২৪-পুস্তকের বিভাগ গঠন করেছিল।

অবশেষে, ভাববাদীগণ ইস্রায়েলের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এমন একটি জাতি হিসাবে এর উৎস খুঁজে পেয়েছিল যার মাধ্যমে সমস্ত জাতি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতে পারে। যখন ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের ব্যবস্থা বা আইন-কানুন দিয়েছিলেন, তখন তিনি তাদের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যদি তারা বাধ্য হয়, তবে তারা সমস্ত জাতির মধ্যে তারা "পুরোহিতদের রাজ্য এবং পবিত্র জাতি" হওয়ার উদ্দেশ্যে "ঈশ্বরের নিজের সম্পত্তি" হয়ে উঠবে (তুলনা করুন যাত্রা ১৯:৫-৬ পদের সঙ্গে দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৬-৮)। কিন্তু তারা যদি জাতিগণের পথ অনুসারে চলে, তাহলে এই উদ্দেশ্য সফল হবে না। মোশির মৃত্যুর ঠিক আগে প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশের প্রস্তুতির সময়ে জাতিগণ ভবিষ্যৎ বা ঐশ্বরিক ইচ্ছাকে বোঝার জন্য যেসব অবৈধ ও পৈশাচিক পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল, তাকে 'মন্ত্রতন্ত্র' বলা হয়। কিন্তু ঈশ্বর সেই মন্ত্রতন্ত্রকে মোশির (দ্বিতীয় বিবরণ) মাধ্যমে ঈশ্বর নিন্দা করেছিলেন ও তা নিষিদ্ধ করা করেছিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:৯-১৪)। তা হলে ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা কীভাবে জানা যেত? কিভাবে সত্য ও বৈধ উপায়ে যা দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁর লোকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে? এর উত্তর দ্বিতীয় বিবরণের পরবর্তী পদগুলোতে প্রকাশ করা হয়েছে (১৮:১৫-২২)।

> "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য থেকে, তোমার ভাইদের মধ্য থেকে, তোমার জন্য আমার মত এক জন ভাববাদী উৎপন্ন করবেন। তাঁর কথা তোমাদের অবশ্যই শুনতে হবে। কেননা হোরেবে সমাজের দিনে তুমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে এই প্রার্থনাই তো করেছিলে, যথা, আমি যেন আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কথা পুনর্বার শুনতে ও এই মহান আগুন আর দেখতে না পাই, পাছে আমার মৃত্যু হয়। তখন সদাপ্রভু আমাকে বললেন, ওরা ভালই বলেছে। আমি ওদের জন্য ওদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার মত এক জন ভাববাদী উৎপন্ন করবো ও তাঁর মুখে আমার বাক্য দেব; আর আমি তাঁকে যা যা আদেশ করবো, তা তিনি ওদেরকে বলবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যেসব বাক্য বলবেন, আমার সেই কথা যদি কেউ না শোনে, তবে আমি সেই লোককে দায়ী করবো। কিন্তু আমি যে বাক্য বলতে আদেশ করি নি, আমার নামে যে কোন ভাববাদী দুঃসাহসপূর্বক তা বলে, কিম্বা অন্য দেবতাদের নামে যে

> কেউ কথা বলে, সেই ভাববাদীকে মরতে হবে। আর তুমি যদি মনে মনে বল, সদাপ্রভু যে বাক্য বলেন নি, তা আমরা কিভাবে জানবো? তবে শোন, কোন ভাববাদী সদাপ্রভুর নামে কথা বললে যদি সেই বাক্য পরে সিদ্ধ না হয় ও তার ফল উপস্থিত না হয়, তবে সেই বাক্য সদাপ্রভু বলেন নি; ঐ ভাববাদী দুঃসাহস করে তা বলেছে। তুমি তাকে ভয় করো না।"

এই পদগুলোর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশের বাইবেলীয় উৎপত্তি এবং ভাববাদীগণের পদের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। আসলে ইস্রায়েলের ভাববাদীদের উৎপত্তি কনান দেশের বা অন্যান্য নিকট প্রাচ্যের সংস্কৃতিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু এটি নিজেই কনান দেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনুশীলনের বিরুদ্ধে ইস্রায়েলকে রক্ষা করার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এ ছাড়া, অব্রাহামীয় চুক্তিতে বলা হয়েছে, জাতিগণ যেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে, তাই তিনি তাদের নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি ও সতর্কবাণী দিয়েছিলেন (দেখুন আদি ১২:১-৩)। দ্বিতীয় বিবরণ ২৮-৩০ অধ্যায়ে ইস্রায়েলীয়দের জন্য আশীর্বাদ এবং অভিশাপের মধ্য দিয়েও ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে। বাধ্যতার জন্য আশীর্বাদ পাবে এবং যদি অবাধ্য হয়, তবে তাদের উপর অভিশাপ পড়বে। তাহলে ভাববাদীরা কীভাবে ঈশ্বরীয় পরিকল্পনায় যুক্ত হল? তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে এসে বলতো, "যেহেতু তুমি চুক্তি ভঙ্গ করেছ, কিন্তু চুক্তির অভিশাপ তোমার উপর পড়েছে, অথবা তোমার উপর পড়তে চলেছে।" অন্য কথায়, এটা ঘটেছে ঠিক যেমন ঈশ্বর তোমাদের দ্বিতীয় বিবরণ ২৮-৩০ অধ্যায়ে সতর্ক করেছিলেন। ভাববাদীদের বার্তাগুলো পুরাতন নিয়ম বোঝার আলোকে এই পটভূমিতে বিচার করে দেখতে হবে।

কিন্তু ভাববাদীরা শুধু সর্বনাশ ও বিষণ্নতা ঘোষণা করেন নি। তাঁরা পরিত্রাণ এবং গৌরব আসার বার্তাও ঘোষণা করেছিলেন। মনে রাখবেন, ঈশ্বর সমস্ত সান্ত্বনা এবং অনুগ্রহের অপরিবর্তনীয় এবং চিরন্তন ঈশ্বর, তাই ভাববাদীরা সাধারণত সর্বনাশ এবং হতাশার বার্তা দিতেন বটে, কিন্তু এর সাথে তারা তাদের আশা দেওয়ার জন্য সুড়ঙ্গের শেষে আলোর বিষয়েও লোকদের বলতেন (যিশাইয় ১২:১-২; ৪০:১-২)। শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলো ঈশ্বরের লোকেদের জীবনে ঈশ্বরের সার্বভৌম কাজের মাধ্যমে পূর্ণ হবে। কখনও কখনও এই পরিত্রাণের বার্তাগুলো এত পরিস্কার ছিল যে, দর্শনের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করা হয়েছে (যেমন দানিয়েল ৯ অধ্যায় এবং ৭০তম সপ্তাহ)। অন্য সময় তাঁরা কেবল অব্রাহাম ও দায়ূদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেগুলো তাঁরা নিজেদের জন্য দাবি করতেন এবং ঈশ্বরের গৌরব ঘোষণা করতেন যা ২ শমূয়েল ৭:১২-১৬-এর দায়ূদের সঙ্গে কৃত চুক্তিতে দেওয়া হয়েছিল।

ভাববাদীদের লেখার সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো

যখন আমরা ভাববাদীদের লেখাগুলো অধ্যয়ন করি তখন আমরা দেখি যে, তাদের সবার

অ-প্রধান ভাববাদীদের পুস্তকগুলোর ভূমিকা ও একটি সার্বিক পর্যালোচনা

মৌলিক উপাদান প্রায় একই: (১) জাতিগণের পাপের কারণে আসন্ন বিচারের সতর্কবাণী; (২) পাপের বর্ণনা; (৩) আসন্ন বিচারের বর্ণনা; (৪) অনুতাপ করার আহ্বান; এবং (৪) ভবিষ্যতের মুক্তির প্রতিশ্রুতি।

আপনি যদি একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পুস্তকের রূপরেখা তৈরি করতে চান, তাহলে আপনি কীভাবে চিনতে পারবেন যে, একটি বিশেষ বিষয় কোথায় শুরু হয় এবং কোথায় শেষ হয়? তারা "সদাপ্রভু বলেন" এর মতো একটি প্রারম্ভিক বা সমাপ্তি সূত্র ব্যবহার করেছেন... তারপরে তারা একই শব্দ বা বাক্যাংশ দিয়ে একটি বিভাগ শুরু করেন এবং শেষ করেন। তারা বেশ কয়েকটি সাধারণ সাহিত্যিক গঠন ব্যবহার করেছেন:

১. বিচার সম্পর্কীত বক্তৃতা যার মধ্যে দুটি অংশ রয়েছে: (ক) প্রথম অংশ– অভিযোগ; (খ) দ্বিতীয় অংশ– বিচার

২. একটি ধিক্ ভবিষ্যদ্বাণী– বিচারের বক্তৃতার মতো, কেবল মাত্র এটি "ধিক্..." দিয়ে শুরু হয়।

৩. অনুতাপের জন্য উপদেশ ও আহ্বান– প্রেরণাসহ আবেদন (প্রতিশ্রুতি ও বা হুমকির আকারে) নিয়ে গঠিত (আমোষ ৫:৪-৬; যোয়েল ২:১২-১৪)।

৪. পরিত্রাণের ঘোষণা– প্রায়শই একটি বিলাপ করার মত পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে এবং প্রভুর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে মুক্তি পাওয়ার উপর মনোনিবেশ করে (আমোষ ৯:১১-১২)।

৫. উদ্ধারের ভবিষ্যদ্বাণী– উপদেশ দেওয়া "ভয় করো না" (যিশাইয় ৪১:৮-১৬)।

৬. পরিত্রাণের ছবি– একটি বর্ণনা, যা প্রায়শই আদর্শায়িত এবং অতিশায়িত ভাষায়, তাঁর লোকেদের উপর ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ আশীর্বাদের বর্ণনা দেখা যায় (আমোষ ৯:১৩)।

পবিত্র বাইবেলের পুস্তকগুলোর ধারাবাহিকতা

পবিত্র বাইবেল অনুসারে অ-প্রধান ভাববাদীদের পুস্তকগুলোর ক্রম এই রকম: ১. হোশেয়, ২. যোয়েল, ৩. আমোষ, ৪. ওবদিয়, ৫. যোনা, ৬. মীখা, ৭. নহূম, ৮. হবক্কুক, ৯. সফনিয়, ১০. হগয়, ১১. সখরিয়, ১২. মালাখি।

নির্বাসন ও ইস্রায়েল ও যিহূদার রাজ্য অনুসারে পুস্তকগুলোর বিভাগ

ইস্রায়েলে যে সব ভাববাদী ছিলেন: আনুমানিক তারিখ (খ্রীষ্টপূর্ব)

যোনা (৮৫০-৭৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

আমোষ (৭৬৫-৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

হোশেয় (৭৫৫-৭১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

যিহূদায় যেসব ভাববাদী ছিলেন তাঁরা হলেনঃ

ওবদিয় (৮৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

যোয়েল (৮৩৫-৭৯৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

মীখা (৭৪০-৬৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

নহূম (৬৩০-৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

হবক্কুক (৬০৬-৬০৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

সফনিয় (৬২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

বারোজন ভাববাদীদের পুস্তকগুলোর ভূমিকা

বারোজন ভাববাদীর পুস্তকে ইস্রায়েলের জীবনের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটিই অবস্থাতেই তার নিজস্ব চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই ভাববাদীদের ঐক্যবদ্ধ বিষয় হল এই যে, ঈশ্বরের উপাসনার কাজ এবং দৈনন্দিন জীবনের কাজের মধ্যে কোনও বিভাজন নেই। ব্যক্তিগত কল্যাণ ও সাধারণ কল্যাণের মধ্যে কোন বিভাজন নেই। ইস্রায়েলের লোকেরা বিভিন্ন মাত্রায় তাদের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত বা অবিশ্বস্ত হয়েছে এবং ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বস্ততার মাত্রা তাদের উপাসনার মধ্য দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে যে, তারা কতটুকু বিশ্বস্ত বা অবিশ্বস্ত। ঈশ্বরের চুক্তির প্রতি মানুষের বিশ্বস্ততা বা বিশ্বস্ততার অভাব কেবল আধ্যাত্মিক পরিবেশেই নয়, দেশ সহ সামাজিক ও শারীরিক পরিবেশেও প্রতিফলিত হয়েছে। মানুষের বিশ্বস্ততার মাত্রা তাদের জীবন ও কাজের নৈতিকতাতেও দৃশ্যমান, যা পরবর্তীতে তাদের শ্রমের ফলস্বরূপ তাদের জীবনে সমৃদ্ধি বা দারিদ্র্যতা নিয়ে এসেছে। স্বল্প মেয়াদে দুষ্টরা সমৃদ্ধ হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের শাস্তি এবং অন্যায় কাজের স্বাভাবিক পরিণতি উভয়ই শেষ পর্যন্ত দারিদ্র্যতা নিয়ে আসে এবং অন্যায়কারীদের হতাশার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু যখন মানুষ ও তাদের সমাজ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত হয়, তখন ঈশ্বর তাদের এক সমন্বিত আধ্যাত্মিক-নৈতিক-পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির জন্য আশীর্বাদ করেন।

পুরাতন নিয়মের এই শেষ বারোটি পুস্তক সাধারণত খ্রীষ্টিয় ঐতিহ্যে অ-প্রধান ভাববাদী হিসাবে উল্লেখ করা হয়। হিব্রু ঐতিহ্যে এই পুস্তকগুলো "বারোজনের পুস্তক" নামে একটি মাত্র স্ক্রোল-এ রয়েছে। এটি চিন্তা এবং মূল বিষয়ের সমন্বয়ের অগ্রগতির সাথে এক ধরণের সংকলন গঠন করেছে। এই সংকলনের অপরিহার্য পটভূমি হল ঈশ্বর তাঁর লোকদের সাথে যে চুক্তি করেছেন, সেই চুক্তি লঙ্ঘনের গল্প, ইস্রায়েলকে শাস্তি দেওয়া বা শাসন করার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়া এবং ইস্রায়েল জাতি ও সমাজকে ধীরে ধীরে পুনঃস্থাপনের দিকে নিয়ে আসা।

এই হিসাবে, বারো জনের প্রথম ছয়টি পুস্তকের মধ্যে পাঁচটি– হোশেয়, যোয়েল, আমোষ, ওবদিয়, মীখা– ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন এবং জগতের ঘটনা, এই উভয়ের উপর ইস্রায়েলীয়দের পাপের প্রভাব ও এর প্রতিফলন প্রকাশ করা হয়েছে। এরপর পরবর্তী তিনটি পুস্তক– নহূম, হবক্কুক, সফনিয়, আবার ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তি ও জগৎ, এই উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, পাপের জন্য বিচারের শাস্তির বিষয়ে কথা বলে। শেষ তিনটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পুস্তক– হগয়, সখরিয়, মালাখি– ইস্রায়েলের পুনঃস্থাপনের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে, আবারও চুক্তি নতুনীকরণ এবং বিশ্বে ইস্রায়েলের অবস্থান আংশিক পুনঃস্থাপনের বিষয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। পরিশেষে, যোনা একটি বিশেষ ঘটনা। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ইস্রায়েলকে মোটেই উদ্বিগ্ন করে না, বরং অযিহূদী রাজ্য নীনবীর সাথে সম্পর্কিত। এর অবস্থান এবং এর রচনা উভয়ই নির্ভরযোগ্যভাবে এর তারিখ নির্ণয় করা কঠিন।

বারোজন ভাববাদীর পুস্তকের ঐতিহাসিক পটভূমি

ইস্রায়েল ও যিহূদার ভাববাদীদের পটভূমি এবং এর লেখার তারিখ নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। ভাববাদীদের প্রধান বিষয় এবং তাদের লেখার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনার জন্য পুস্তকগুলোর যে ভূমিকা দেওয়া হয়েছে তা দেখুন। বারোজন ভাববাদীর ব্যাপারে, আসুন আমরা একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেখি। ভাববাদীদের প্রথম দলের মধ্যে, একটি ব্যাপক ঐকমত্য রয়েছে: হোশেয়, আমোষ এবং মীখা। এসব ভাববাদীগণ খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে ছিলেন। ততদিনে, ইস্রায়েল ও যিহূদা দায়ূদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল এবং তারপর শলোমনের পরে তাঁর ছেলের সময় থেকে যিহূদা (দক্ষিণের রাজ্য) ও ইস্রায়েল (উত্তরের রাজ্য) নামে দুইটি রাজ্যে দেশে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। মীখা দক্ষিণের একজন ভাববাদী ছিলেন; আমোষ উত্তরের রাজ্যের বিষয়ে কথা বলা একজন দক্ষিণ রাজ্যের লোক ছিলেন; এবং হোশেয় উত্তরের রাজ্যের লোক ও সেই রাজ্যের বিষয়ে কথা বলছিলেন।

খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী শুরু হওয়ার সাথে সাথে উত্তর ও দক্ষিণ উভয় রাজ্যই শলোমনের সময় থেকে অভূতপূর্ব সীমানার সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা উপভোগ করছিল। কিন্তু যারা ভবিষ্যৎ দেখতে পান তাদের জন্য আকাশে মেঘ জড়ো হচ্ছিল, যেমন আমাদের ভাববাদীগণ। অভ্যন্তরীণভাবে, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও অনিশ্চিত হয়ে ওঠে কারণ রাজবংশীয় সংগ্রাম শাসক শ্রেণীকে ব্যস্ত রাখতো। বাহ্যিকভাবে এই অঞ্চলে একটি পরাশক্তি হিসাবে আসিরিয়ার ধীরে ধীরে পুনরায় উত্থান উভয় রাজ্যের জন্য ক্রমবর্ধমান হুমকি হয়ে উঠছিল। বস্তুত, উত্তরের রাজ্য ইস্রায়েলকে প্রায় ৭২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আসিরিয়ার সেনাবাহিনী কার্যকরভাবে নির্মূল করেছিল। এটি আর কখনও রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে পুনরায় আবির্ভূত হয়নি, যদিও এর অস্তিত্বের চিহ্নগুলো আজ পর্যন্ত শমরীয় পরিচয়ে রয়ে গেছে (২ রাজাবলি ১৭:১-১৮)। ভাববাদীগণ ইস্রায়েলের লোকদের এবং যিহূদার লোকদের উপর দোষারোপ করেছেন তাদের প্রতিমাপূজা করার জন্য, সদাপ্রভু ঈশ্বরের উপাসনা পরিত্যাগ করার জন্য এবং আইন-কানুনের বা মোশির ব্যবস্থার নৈতিক প্রয়োজনীয়তা লঙ্ঘনের জন্য। এই ব্যর্থতা

সত্ত্বেও, লোকেরা সদাপ্রভু ঈশ্বরের সাথে তাঁর লোক হওয়ার চুক্তির কারণে নিরাপত্তার মিথ্যা অনুভূতিতে নিজেকে প্রলুব্ধ করে রাখতো।

রাজা হিষ্কিয়ের অধীনে যিহূদা রাজ্য কোনভাবে আসিরিয়ার হুমকি (২ রাজাবলি ১৯) থেকে বেঁচে যায়, কিন্তু বাবিল সাম্রাজ্যের উত্থানে আরও বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় (২ রাজাবলি ২১)। দুর্ভাগ্যবশত, আসিরিয়দের কাছ থেকে বেঁচে যাওয়ার পর যিহূদার লোকেরা তাদের প্রতিমাপূজা এবং নৈতিকতা লঙ্ঘনের জন্য অনুতপ্ত হয় নি। ৫৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাবিলীয়দের হাতে তাদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। এর পরিণামের ফলে যিহূদার সামাজিক অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে যায় এবং বাবিলীয় সাম্রাজ্যে নির্বাসনে যিহূদার নেতাদের নির্বাসিত করা হয় (২ রাজাবলি ২৪-২৫ অধ্যায়)। ভাববাদীরা এই পরাজয়কে ঈশ্বরের শাস্তির প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। বারোজন ভাববাদীদের মধ্যে নহূম, হবক্কুক এবং সফনিয় পুস্তকে এই বিষয়টিকে সবচেয়ে তীক্ষ্ণভাবে লেখা হয়েছে। যিরমিয় ও যিহিষ্কেলের পুস্তকে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা অ-প্রধান ভাববাদীদের পুস্তকে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

পারস্যের রাজা মহান কোরস বাবিলকে পরাজিত করেন এবং তাদের আধিপত্য ধ্বংস করে এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পারস্য নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, সম্রাট যিহূদী জনগণকে তাদের দেশে ফিরে যাওয়ার এবং সম্ভবত আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, তাদের মন্দির এবং অন্যান্য মূল প্রতিষ্ঠান (ইষ্রা ১ অধ্যায়) পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দেন। মনে হয়, পারস্য সাম্রাজ্যের আনন্দে এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল। ইস্রায়েলের ইতিহাসের এই পর্যায়ে ভাববাদী হগয়, সখরিয় ও মালাখি তাদের কাজ করেছিলেন।

সংক্ষেপে, বারোজন ভাববাদীদের পুস্তক ঈশ্বরের লোকেদের জীবনে বিভিন্ন পটভূমির পরিস্থিতি নিয়ে রচিত। তদনুসারে, এটি বিভিন্ন দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত করে আর তাদের বিশ্বাস তাদের কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা দরকার হয়ে পড়ে।

নির্বাসনের আগে বিশ্বাস ও কাজ– হোশেয়, আমোষ, ওবদিয়, যোয়েল, মীখা

নির্বাসনের আগে বিশ্বাস ও কাজ– হোশেয়, আমোষ, ওবদিয়, যোয়েল, মীখা অষ্টম খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সক্রিয় ছিলেন যখন তাদের দেশ বিকশিত হয়েছিল, কিন্তু তাদের অর্থনীতি হ্রাস পাচ্ছিল। ক্ষমতা এবং সম্পদ উচ্চস্তরে কুক্ষিগত হতে থাকে এবং সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। খাদ্যের ক্রমবর্ধমান শহুরে চাহিদা পূরণের উপায় হিসেবে শস্য সংগ্রহের প্রবণতার কিছু প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়। এতে ইস্রায়েলীয়দের জীবনে জীবিকার প্রয়োজনে চাষের ঝুঁকি হ্রাস করার অস্থিতিশীল প্রভাব পড়েছিল। কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপাদনের বার্ষিক তারতম্যের জন্য সরাবরাহ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে এবং একইভাবে শহরগুলোতে খাদ্য সরবরাহে খামখেয়ালিপনার শিকার হয় (আমোষ ৪:৬-৯)। এই সময়ের ভাববাদীরা যখন কথা বলতে শুরু করেছেন, তখন বিলাসবহুল বিল্ডিং প্রকল্প এবং আঞ্চলিক সম্প্রসারণের গৌরবের দিনগুলো অতীত হয়ে গেছে। এই ধরনের পরিস্থিতি তাদের ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া ব্যক্তিদের দুর্নীতি বৃদ্ধি পায় এবং সম্পদ হ্রাস পায় এবং ধনী ও দরিদ্রের

মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান চোখে পড়ে। এর ফলে, এই সময়ে ঈশ্বরের ভাববাদীদের অনেক কিছু বলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ঈশ্বর পরিবর্তন দাবি করেন (হোশেয় ১:১-৯, মীখা ২:১-৫)

ঈশ্বর ইস্রায়েলের দুর্নীতির দায় সামগ্রিকভাবে লোকদের উপর চাপিয়ে দেন। তারা ঈশ্বরের চুক্তি বা নিয়ম পরিত্যাগ করেছে। এতে ঈশ্বরের সাথে তাদের যে যোগাযোগ তা ভঙ্গ করেছে এবং ঈশ্বরের আইন-কানুনের ন্যায়সঙ্গত সামাজিক কাঠামো ভঙ্গ করেছে। এর ফলে তাদের মধ্যে দুর্নীতির প্রসার ঘটেছে এবং অর্থনৈতিক পতন ঘটেছে। "বেশ্যা" শব্দটি দিয়ে ভাববাদীরা প্রায়শই ইস্রায়েলের সঙ্গে করা ঈশ্বরীয় চুক্তি ভঙ্গ করে অন্য দেবতাদের পেছনে যাওয়াকে বর্ণনা করতেন (যেমন, যিরমিয় ৩:২, যিহিষ্কেল ২৩:৭)। পরিস্থিতিকে নাটকীয় করার জন্য, ঈশ্বর রূপকটিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেন এবং ভাববাদী হোশেয়কে আদেশ দেন "নিজের জন্য একজন বেশ্যাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে এবং সেই স্ত্রীর গর্ভে সন্তান ধারণ করতে, কারণ দেশটি সদাপ্রভুকে ত্যাগ করে বেশ্যার কাজ করছে (হোশেয় ১:২)। হোশেয় ঈশ্বরের আদেশ মেনে চলেন এবং গোমর নামে একজন স্ত্রীলোককে বিয়ে করেন, যে আপাতদৃষ্টিতে প্রয়োজনীয়তার সাথে খাপ খায়, এবং তার গর্ভে তিনটি সন্তান হয় (হোশেয় ১:৩)। আমাদের কল্পনা করতে বাকি থাকে না যে, পরিবার তৈরি করা এবং "বেশ্যার স্ত্রীর" সন্তানদের বড় করা কেমন ছিল!

যদিও ভাববাদীরা পতিতাবৃত্তি এবং ব্যভিচারের চিত্র ব্যবহার করে, ঈশ্বর ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যৌন অনৈতিকতা নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্নীতির অভিযোগ করছেন।

> "ধিক্ তাদেরকে, যারা নিজ নিজ বিছানায় অধর্ম কল্পনা ও কুকর্ম স্থির করে! তারা রাত প্রভাত হওয়ামাত্র তা সাধন করে, কেননা তা তাদের ক্ষমতার অধীন। তারা ভূমির প্রতি লোভ করে সবলে তা কেড়ে নেয় এবং ঘরের প্রতিও লোভ করে তা হরণ করে; এভাবে তারা পুরুষ ও তার ঘরের প্রতি, মানুষের ও তার পৈতৃক অধিকারের প্রতি দৌরাত্ম্য করে।" (মীখা ২:১-২)

এটি হোশেয়ের পারিবারিক পরিস্থিতিকে তাদের জন্য একটি নাটকীয় উদাহরণ করে তোলে যারা আজ দুর্নীতিগ্রস্ত বা অসম্পূর্ণ কর্মক্ষেত্রে কাজ করে। ঈশ্বর ইচ্ছাকৃতভাবে হোশেয়কে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত এবং কঠিন পারিবারিক পরিস্থিতিতে রেখেছিলেন। এটা কি হতে পারে যে, ঈশ্বর আজও ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং কঠিন কর্মক্ষেত্রে রাখেন? যদিও আমরা সম্মানজনক পেশায় একজন সম্মানিত নিয়োগকর্তার সাথে একটি আরামদায়ক চাকরি চাইতে পারি, সম্ভবত আমরা নৈতিকভাবে আপোষমুক্ত জায়গায় কাজ করে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অনেক বেশি অর্জন করতে পারি। আপনি যদি দুর্নীতিকে ঘৃণা করেন, তাহলে আপনি কি একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থানে আইনজীবী হিসাবে বা মাফিয়া-অধ্যুষিত শহরে বিল্ডিং ইন্সপেক্টর হিসাবে কাজ করে এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আরও কিছু করতে পারেন? এর কোন সহজ উত্তর নেই, কিন্তু হোশেয়কে ঈশ্বরের আহ্বান থেকে বোঝা যায় যে, আমাদের হাত

পরিষ্কার রাখার চেয়ে পৃথিবীতে পার্থক্য গড়ে তোলা ঈশ্বরের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ঈশ্বর পরিবর্তন সম্ভব করে তোলেন (হোশেয় ১৪:১-৯, আমোষ ৯:১১-১৫, মীখা ৪:১-৫, ওবদিয় ২১)

যে ঈশ্বর পরিবর্তনের দাবি করেন, তিনিও পরিবর্তন সম্ভব করার প্রতিশ্রুতি দেন। "আমি যখন আমার লোকদের বন্দীদশা ফিরাই, আমি যখন ইস্রায়েলকে সুস্থ করতে চাই, তখন ভিতরে চোর প্রবেশ করে, বাইরে দস্যুদল লুট করে" (হোশেয় ৬:১১-৭:১)। বারোজন ভাববাদী একটি মৌলিক আশাবাদ বহন করেন যে, ঈশ্বর বিশ্বে সক্রিয় আছেন, যাতে তাদের অবস্থা আরও ভালভাবে পরিবর্তন করা যায়। দুষ্টদের আপাত বিজয় সত্ত্বেও, ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত দায়িত্বে আছেন এবং "রাজ্য প্রভুর হবে" তা তারা ভালভাবে বিশ্বাস করতেন (ওবদিয় ২১)। লোকেরা যে বিপর্যয় নিয়ে আসছে তা সত্ত্বেও ঈশ্বর প্রথম থেকেই জীবন ও কাজের মঙ্গল ভাব ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করছেন। "তিনি দয়ালু ও করুণাময়, ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে মহান" (যোয়েল ২:১৩)। যোয়েল, হোশেয় এবং আমোষের পুস্তক থেকে এটা স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, এখানে বিষয়গুলোকে অর্থনৈতিক পরিভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন (হোশেয় শেষ ভবিষ্যদ্বাণী; আমোষ ৯:১১-১৫)।

> "এভাবে খামারগুলো শস্যে পরিপূর্ণ হবে, আঙ্গুর-রস ও তেলে কুণ্ডগুলো উথলে উঠবে ... তোমরা প্রচুর খাদ্য ভোজন করে তৃপ্ত হবে; এবং তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা করবে, যিনি তোমাদের প্রতি আশ্চর্য ব্যবহার করেছেন; আর আমার লোকেরা কখনও লজ্জিত হবে না" (যোয়েল ২:২৪, ২৬)।
>
> "যারা (ইস্রায়েল) তাঁর ছায়াতলে বাস করে, তারা ফিরে আসবে, শস্যের মত সঞ্জীবিত হবে, আঙ্গুরলতার মত ফুটবে, লেবাননীয় আঙ্গুর-রসের মত তার সুখ্যাতি হবে" (হোশেয় ১৪:৭)।
>
> "আর আমি আমার লোক ইস্রায়েলের বন্দীদশা ফিরাব; তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরগুলো নির্মাণ করে সেখানে বাস করবে, আঙ্গুর-ক্ষেত প্রস্তুত করে তার রস পান করবে এবং বাগান প্রস্তুত করে তার ফল ভোগ করবে" (আমোষ ৯:১৪)।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক কষ্টের সময়ে তাঁর লোকেদের প্রতি ঈশ্বরের কথা হল, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হল শান্তি, ন্যায়বিচার এবং সমৃদ্ধি পুনরুদ্ধার করা, যদি লোকেরা তাঁর সঙ্গে করা চুক্তি মেনে চলে। তিনি যে উপায়গুলো ব্যবহার করবেন তা হল তাঁর লোকদের কাজ।

অন্যায় কাজের জন্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়বদ্ধতা (মীখা ১:১-৭; ৩:১-২; ৫:১০-১৫)

ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সত্ত্বেও কাজের দায়বদ্ধতা মানুষের পাপ কাজের উপরই নির্ভরশীল। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কেসটি হল সেইগুলো এমন পাপের কাজ, যে পাপ-কাজগুলো উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছে। মীখা পতিতাবৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন, সম্ভবত এই ক্ষেত্রে মন্দির-

বেশ্যা হিসবে যে পতিতাবৃত্তি চালু ছিল সেই কথা বলা হয়েছে এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এর থেকে যে মজুরি তারা পায় তা পুড়িয়ে ফেলা হবে (মীখা ১:৭)। এর একটি সোজা প্রয়োগ হবে পতিতাবৃত্তিকে বৈধ পেশা হিসাবে অস্বীকার করা, এমনকি যদিও তাদের জন্য এটি একটি পছন্দের ব্যপারও হয়– তাদের নিজেদের বা তাদের পরিবারের জন্য অন্য কোনও উপায় নেই, তবুও। আরও কিছু কাজ আছে যা প্রশ্ন তোলে, এই কাজটি কি আদৌ করা উচিত? আমরা সবাই বিভিন্ন উদাহরণের কথা ভাবতে পারি, সন্দেহ নেই এবং খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা এমন কাজ খোঁজার কাজ করবে যা অন্যদের এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের উপকার করে।

কিন্তু মীখা শুধু ব্যক্তির বিষয়ে নয়, সামগ্রিকভাবে ইস্রায়েলের বিষয়ে কথা বলছেন। তিনি এই সমাজের সমালোচনা করে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় অবস্থা পতিতাবৃত্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রশ্নটি এই নয় যে, "পতিতা হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করা কি গ্রহণযোগ্য," কিন্তু প্রশ্ন হল "যে কেউ অপমানজনক বা ক্ষতিকারক কাজ করার প্রয়োজনীয়তা দূর করতে সমাজকে কীভাবে পরিবর্তন করতে হবে?" মীখা তাদের কথা বলেন না, যারা খারাপ কাজ করতে বাধ্য হন, কিন্তু সমাজের সংস্কারে ব্যর্থ নেতাদের কথা বলেছেন। তাঁর কথাগুলো তীক্ষ্ণ। "আর আমি বললাম, শোন, হে যাকোবের প্রধানবর্গ ও ইস্রায়েল-কুলের শাসনকর্তারা ন্যায়বিচার সম্বন্ধে জানা কি তোমাদের উচিত নয়? তোমরা সৎকর্ম ঘৃণা করছো ও দুষ্কর্ম ভালবাসছ, লোকদের শরীর থেকে চামড়া ও অস্থি থেকে মাংস ছাড়িয়ে নিচ্ছ" (মীখা ৩:১-২)।

আমাদের সমাজ মীখার সমাজ থেকে আলাদা এবং প্রাচীন ইস্রায়েলকে ঈশ্বর যে নির্দিষ্ট প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা আজ ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নয়। মীখার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কথাগুলো তাঁর সময়কালে আচার-আনুষ্ঠানিক পতিতাবৃত্তি এবং প্রতিমা পূজার ধমর্কে প্রতিফলিত করে। ঈশ্বর ধর্মকর্মকে কেন্দ্র করে সামাজিক নির্যাতন বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। "এবং আমি তোমার মধ্য থেকে তোমার খোদাই-করা মূর্তি ও তোমার স্তম্ভগুলো ধ্বংস করবো; তুমি আর তোমার হাতের তৈরি বস্তুর কাছে প্রণিপাত করবে না। আর আমি তোমার মধ্য থেকে তোমার আশেরা-মূর্তিগুলো উৎপাটন করবো ও তোমার নগরগুলো বিনষ্ট করবো" (মীখা ৫:১৩-১৪)। আমাদের দিনে, আমাদের ঈশ্বরের প্রজ্ঞা প্রয়োজন বর্তমান সামাজিক কারণগুলো কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করার জন্য যা পাপপূর্ণ এবং অত্যাচারী কাজের দিকে পরিচালিত করে। একই সঙ্গে, ইস্রায়েলের ভাববাদীদের মতো, ইচ্ছাকৃতভাবে যারা পাপপূর্ণ কাজে জড়িত তাদের অনুতপ্ত হওয়ার জন্য আমাদের তাদেরকে আহ্বান করতে হবে। "উত্তমের চেষ্টা কর, মন্দের নয়, যেন বাঁচতে পার; তাতে সদাপ্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর, তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যেমন তোমরা বলে থাক" (আমোষ ৫:১৪)।

অন্যায়ভাবে কাজ করা (হোশেয় ৪:১-১০; যোয়েল ২:২৮-২৯)

ভাববাদীরা যখন পতিতাবৃত্তির কথা বলেন তখন তারা খুব কমই কেবল সেই নির্দিষ্ট কাজের লাইন নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। সাধারণত তারা এটিকে অন্যায়ের রূপক হিসেবেও ব্যবহার

করছেন, সেই রূপকের আসল অর্থ হল ঈশ্বরের চুক্তির প্রতি অবিশ্বস্ততা (হোশেয় ৪:৭-১০)। মজুরি অন্যায়ভাবে উপার্জন করা যেতে পারে, কিন্তু আমোষ সেই ব্যবসায়ীদের অভিযুক্ত করেছেন যারা দুর্বল ভোক্তাদের কাছ থেকে মুনাফা অর্জনের জন্য নিম্নমানের পণ্য, মিথ্যা ওজন এবং অন্যান্য প্রতারণামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে। তারা নিজেদেরকে বলে, "তোমরা বলে থাক, 'অমাবস্যা কখন গত হবে? আমরা শস্য বিক্রি করতে চাই। বিশ্রামবার কখন গত হবে? আমরা গমের ব্যবসা করতে চাই। ঐফা ক্ষুদ্র ও শেকল ভারী করবো, আর ছলনার দাঁড়িপাল্লা দ্বারা ঠকাব; রূপা দিয়ে দীনহীনদেরকে ও এক জোড়া জুতা দিয়ে দরিদ্রকে ক্রয় করবো এবং গমের ছাঁট বিক্রি করবো" (আমোষ ৮:৫-৬)।

জীবিকা নির্বাহের বৈধ উপায়গুলো যেভাবে সম্পাদন করা হয় তা যদি সঠিকভাবে সম্পাদন করা না হয়, তবে তা অন্যায় হয়ে যেতে পারে। আমাদের কাজ যদি ঈশ্বরের অধীনে এক ধরনের সেবা হয়, তবে আমরা অবৈধ উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করতে পারি না। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যাতে কাজের শ্রেণীবিন্যাস কল্পনা না করা যায়। ভাববাদীদের দাবি এই নয় যে, কিছু ধরনের কাজ অন্য কাজের চেয়ে বেশি ঈশ্বরীয়, কিন্তু সমস্ত ধরণের কাজ অবশ্যই পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাজ হিসাবে করতে হবে। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন, "আর সেই সময়ে আমি দাস-দাসীদের উপরে আমার আত্মা সেচন করবো" (যোয়েল ২:২৯)।

ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের মধ্যে রয়েছে কাজ ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার (আমোষ ৮:১-৬, মীখা ৬:১-১৬)

কর্মক্ষেত্রে ন্যায়বিচার কেবল একটি স্বতন্ত্র বিষয় নয়। মানুষের এটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রয়েছে যে, সমাজের প্রত্যেকের জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের সরাবরাহ রয়েছে। আমোষ এই বিষয়ে অন্যায়ের জন্য ইস্রায়েলের সমালোচনা করেছেন, শস্য সংগ্রহ করার আইনের ভিত্তিতে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে তাদের দোষারোপ করেছেন। শস্য সংগ্রহ-কারীরা শস্য কাটার পরে একটি ক্ষেতে রয়ে যাওয়া শস্যগুলো সাধারণত গরীব লোকেরা তুলো নেয়। ইস্রায়েলের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তি অনুযায়ী, কৃষকদের তাদের নিজেদেরকে ঐ ফেলে যাওয়া শস্যগুলো সংগ্রহ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি, বরং দরিদ্র মানুষদের (আক্ষরিক অর্থে "বিধবা ও অনাথ") নিজেদের ভরণপোষণের উপায় হিসাবে তাদের সংগ্রহ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল (দ্বিতীয় বিবরণ ২৪:১৯)। এটি সামাজিক কল্যাণের একটি প্রাথমিক রূপরেখা তৈরি করা হয়েছিল, দরিদ্রদের ভিক্ষা করার, চুরি করার বা ক্ষুধার্ত না হয়ে কাজ করার (ক্ষেত থেকে শস্য কুড়াবার) একটি সুযোগ তৈরি করার উপর ভিত্তি করে। সম্পদের অভাব, আর্থ-সামাজিক বিশৃঙ্খলা, বৈষম্য, অক্ষমতা বা অন্যান্য কারণে শ্রম বাজারে অংশ নিতে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্যও কাজে মর্যাদার সাথে অংশ নেওয়ার একটি উপায় হল শস্য কুড়ানো। ঈশ্বর শুধু চান না যে, প্রত্যেকের চাহিদা পূরণ করা হোক, তিনি প্রত্যেককে তাদের চাহিদা এবং অন্যদের চাহিদা পূরণের জন্য কাজ করার মর্যাদা দিতে চান।

আমোষ অভিযোগ করেছেন যে, ঈশ্বরের এই বিধান লঙ্ঘন করা হচ্ছে। কৃষকরা তাদের ক্ষেতে গরীবদের জন্য শস্য রেখে যাচ্ছে না (মীখা ৭:১-২)। বরং তারা দরিদ্রদের কাছে খারাপ শস্যগুলো বিক্রি করার প্রস্তাব দেয়– যা সাধারণত শস্য মাড়াই করার জায়গায় পড়ে থাকে। আমোষ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, "রূপা দিয়ে দীনহীনদেরকে ও এক জোড়া জুতা দিয়ে দরিদ্রকে ক্রয় করবো এবং গমের ছাঁট বিক্রি করবো" (আমোষ ৮:৬)। আমোষ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে, তারা বিশ্রামবার শেষ হওয়ার জন্য অস্থিরভাবে অপেক্ষা করে, যাতে তারা এই সস্তা, ভেজাল খাদ্য পণ্যটি তাদের কাছে বিক্রি করতে পারে যাদের অন্য কোন বিকল্প নেই (আমোষ ৮:৫)। উপরন্তু, তারা এমনকি যারা ভাল শস্য কিনতে পারে তাদেরও ঠকাচ্ছে, যেমনটি বাজারে দেখতে পাওয়া যায়। মীখা অন্যায় বাণিজ্যের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের রায় ঘোষণা করেন। সদাপ্রভু বলেন, "দুষ্টতার নিক্তিতে ও ছলনার বাট্‌খারায় আমি কি বিশুদ্ধ হব? সেখানকার ধনবান লোকেরা দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ ও সেই স্থানের অধিবাসীরা মিথ্যা কথা বলেছে, তাদের জিহ্বা প্রবঞ্চনার কথা বলে।" (মীখা ৬:১১, ১২)

এটি আমাদের স্পষ্টভাবে বলে যে, ন্যায়বিচার কেবল ফৌজদারি আইন এবং রাজনৈতিক অভিব্যক্তির বিষয় নয়, অর্থনৈতিক সুযোগ ও সুরক্ষার বিষয়ও বটে। পরিবারের চাহিদা পূরণের জন্য কাজ করার সুযোগ যে কোন লোকের জন্যই অপরিহার্য। অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার সম্বন্ধে মীখার বিখ্যাত ঘোষণার একটি অপরিহার্য উপাদান মাত্র ১টি পদের মধ্য দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে: "বস্তুতঃ ন্যায্য আচরণ, দয়ায় অনুরাগ ও নম্রভাবে তোমার ঈশ্বরের সঙ্গে চলাচল, এছাড়া সদাপ্রভু তোমার কাছে আর কিসের অনুসন্ধান করেন?" (মীখা ৬:৮)। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের প্রয়োজন এবং তাঁর সঙ্গে চলার দৈনন্দিন বিষয় হিসেবে লোকদেরকে দয়া করা ভালবাসতে এবং এককভাবে এবং সামাজিকভাবে অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করার আহ্বান জানানো হয়েছে এবং এর জন্য কাজ করতে বলা হয়েছে।

কাজ ও উপাসনা (মীখা ৬:৬-৮; আমোষ ৫:২১-২৪; হোশেয় ৪:১-১০)

ভাববাদীরা দেখিয়েছেন যে, ন্যায়বিচার কেবল একটি ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় নয়। ন্যায়বিচারের জন্য মীখার আহ্বান ৬:৮ পদের এই পর্যবেক্ষণ থেকে অনুসৃত হয় যে, বেশী বেশী ধর্মীয় উৎসর্গের চেয়ে ন্যায়বিচার ভাল (মীখা ৬:৬-৭)। হোশেয় এবং আমোষ এই বিষয়টি বেশ বড় করে দেখেছেন। ধর্ম পালন এবং নৈতিক কাজের মধ্যে যে সংযোগ রয়েছে এবং সেই সংযোগ যারা বিচ্ছিন্ন করার জন্য কাজ করে আমোষ তাদের নিন্দা করেছেন।

> "আমি তোমাদের উৎসবগুলো ঘৃণা করি, অগ্রাহ্য করি, আমি তোমাদের পর্বদিনগুলো আমি সহ্য করতে পারি না। তোমরা আমার কাছে পোড়ানো-উৎসর্গ ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করলে আমি তা গ্রাহ্য করবো না এবং তোমাদের পুষ্ট পশুর মঙ্গল-উৎসর্গদানেও দৃষ্টিপাত করবো না। আমার কাছ থেকে তোমার সঙ্গীতের শোরগোল

> দূর কর, আমি তোমার নেবল-যন্ত্রের বাদ্য শোনব না। কিন্তু বিচার জলের মত প্রবাহিত হোক, ধার্মিকতা চিরপ্রবহমাণ স্রোতের মত বয়ে যাক।" (আমোষ ৫:২১-২৪)

ভাববাদী হোশেয় আমাদেরকে আধ্যাত্মিকভাবে ভূমিষ্ঠ হওয়া এবং ভাল কাজ করার মধ্যে একটি সংযোগের গভীরে নিয়ে যান। ঈশ্বরের অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে সরাসরি ভাল কাজ উদ্ভূত হয়ে ঈশ্বরের কাছে থাকা এবং এর বিপরীতে মন্দ কাজ করে আমাদের ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে দূরে থাকবার বিষয়টির উপর তিনি জোর দিয়েছেন।

> "হে ইস্রায়েল-সন্তানেরা, তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য শোন, কেননা দেশ-নিবাসীদের সঙ্গে সদাপ্রভুর ঝগড়া আছে, কারণ দেশে বিশ্বস্ততা নেই, দয়া নেই, ঈশ্বরের জ্ঞানও নেই। শপথ, মিথ্যা কথা, হত্যা, চুরি ও ব্যভিচার চলছে, লোকেরা দৌরাত্ম্য করে এবং রক্তপাতের উপরে রক্তপাত হয়। এজন্য দেশ শোকাকুল হবে এবং মাঠের পশু ও আকাশের পাখিসহ দেশনিবাসীরা সকলে ম্লান হবে, আর সমুদ্রের সমস্ত মাছও মরে যাবে। .... জ্ঞানের অভাবের দরুন আমার লোকেরা বিনষ্ট হচ্ছে; তুমি তো জ্ঞান অগ্রাহ্য করেছ, এজন্য আমিও তোমাকে নিতান্ত অগ্রাহ্য করলাম, তুমি আর আমার পুরোহিত থাকবে না; তুমি তোমার ঈশ্বরের ব্যবস্থা ভুলে গেছ, আমিও তোমার সন্তানদেরকে ভুলে যাব।" (হোশেয় ৪:১-৩, ৬)

এটি একটি স্মারক যে, কাজের জগৎ একটি শূন্যস্থানে বিদ্যমান নয়, আর তা বাকি জীবন থেকেও পৃথক নয়। আমরা যদি ঈশ্বরের সঙ্গে কৃত চুক্তি অনুসারে আমাদের মূল্যবোধ ও অগ্রাধিকারকে ভিত্তি না করি, তাহলে আমাদের জীবন ও কাজ নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে অসংলগ্ন হবে। যদি আমরা আমাদের কাজে ঈশ্বরকে খুশি না করি, তাহলে আমরা আমাদের উপাসনায় তাঁকে খুশি করতে পারি না।

সম্পদের কারণে উদাসীনতা (আমোষ ৩:৯-১৫, ৬:১-৭)

ভাববাদীরা তাদের সমালোচনা করেন যাদের সম্পদ তাদের সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে না, এবং যারা তাদের প্রতিবেশীদের জন্য কোনও দায়িত্ব পালন করে না। আমোষ যখন অলস ধনীদের বিরুদ্ধে অন্যায়, সহিংসতা এবং ডাকাতির অভিযোগ করে বলেন যে, এই বর্ধিত সম্পদকে তারা কিভাবে নিপীড়নের জন্য ব্যবহার করেন (আমোষ ৩:১০)। ঈশ্বর এই ধরনের লোকদের সম্পদের দ্রুত সমাপ্তি ঘটাবেন। সদাপ্রভু বলেন, "আমি শীতকালের ও গ্রীষ্মকালের বাড়িকে আঘাত করবো; হাতির দাতের বাড়িগুলো নষ্ট হবে এবং অনেক বাড়ি ধ্বংস হবে" (আমোষ ৩:১৫)। আমোষ "যারা সিয়োনে নিশ্চিন্ত বাস করছে" (আমোষ ৬:১) তাদের বিলাসিতার বিরুদ্ধে কথা বলেন। তারা প্রথমে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তিনি লক্ষ্য করেন "তারা হাতির দাঁতের বিছানায় শয়ন করে" (আমোষ ৬:৪) এবং "নেবল-যন্ত্রের বাদ্যে উচ্চস্বরে গান করে" (আমোষ ৬:৫)। যখন ঈশ্বর ইস্রায়েলকে শাস্তি দেবেন, তখন তারা "প্রথমে নির্বাসনে যাবে" (আমোষ ৬:৭)।

আশ্চর্যজনকভাবে যাদের সম্পদ আছে তাদের বিরুদ্ধে আজ একই ধরনের অভিযোগ শোনা যায়, কিন্তু কোন ভাল উদ্দেশ্যে এই সম্পদ তারা ব্যবহার করে না। এটি কোন ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন, এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা তাদের সম্পদ ব্যবহার করে অন্যদের দুর্বলতা কাজে লাগায়, বরং তাদের সম্পদ মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা উচিত ছিল। অনেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী আছেন– সম্ভবত তারা পাশ্চাত্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ– অন্ততঃ তাদের কাজের পরিবেশে কল্যাণের এই কথাগুলো মনে রেখে সামাজিক সাম্যতার জন্য কাজ করতে কিছু ক্ষমতা রাখে। ভাববাদীদের কথাগুলো আমাদের চারপাশের লোকেদের কর্ম-জগৎ ও সম্পদ কীভাবে অন্যদের সেবা করে বা সেবা করতে ব্যর্থ হয়, তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়।

নির্বাসনের সময় বিশ্বাস ও কাজ– নহূম, হবক্কুক, সফনিয়

নহূম, হবক্কুক এবং সফনিয় সেই সময়কালে সক্রিয় ছিলেন যখন দক্ষিণের রাজ্য (যিহূদা) দ্রুত পতন হতে শুরু করেছিল। ক্রমবর্ধমান বাবিল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অসংগতি এবং বাহ্যিক চাপের ফলে যিহূদা বাবিলের একটি পুতুল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। এর কিছুদিন পরেই, একটি কু-পরামর্শের কারণে যিহূদা খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৭ সালে বাবিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং এর ফলে বাবিলীয়দের কাছ থেকে শাস্তি নেমে আসে, যার ফলে যিহূদা রাজ্যের পতন ঘটে, এবং যিহূদার অভিজাত লোকদের বাবিল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে নির্বাসিত করা হয় (২ রাজাবলি ২৪-২৫)। নির্বাসনে, ইস্রায়েলের জনগণকে তাদের প্রধান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মন্দির, যাজকত্ব এমনকি দেশ থেকে দূরে থাকার সময় কীভাবে বিশ্বস্ত থাকতে হয়, তা নির্ধারণ করতে হয়েছিল। আমরা যেমন দেখেছি, প্রথম ছয়টি পুস্তক যদি লোকদের পাপের প্রভাব সম্বন্ধে হয়, তবে এই তিনটি– নহূম, হবক্কুক এবং সফনিয় পুস্তকে এই সময়ের পাপের ফলস্বরূপ শাস্তির বিষয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

ঈশ্বরের শাস্তিদানকারী হাত কাজ করছে (নহূম ১:১-১২; হবক্কুক ৩:১-১৯; সফনিয় ১:১-১৩)

ভাববাদী নহুমের প্রধান অবদান হল এটা পরিষ্কার করা যে, ঈশ্বরের শাস্তি হিসাবে রাজ-নৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় দিয়ে ইস্রায়েলকে শাসন করা। "সদাপ্রভু এই কথা বলেন, ... হে যিহূদা, আমি তোমাকে নত করেছি" (নহূম ১:১২)। হবক্কুক এবং সফনিয় ঘোষণা করেন যে, ঈশ্বরের শাস্তির একটা অপরিহার্য অংশ হল, মানুষের পর্যাপ্ত জীবিকা নির্বাহের ক্ষমতা হ্রাস করা।

> "যদিও ডুমুর গাছ পুষ্পিত হবে না, আঙ্গুরলতায় ফুল ধরবে না, জলপাই গাছ ফলদানে ব্যর্থ হবে, ও ক্ষেতে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হবে না, খোঁয়াড় থেকে মেষপাল উচ্ছিন্ন হবে, গোয়ালে গরু থাকবে না।" (হবক্কুক ৩:১৭)

ব্যভিচারমূলক কাজ (হবক্কুক ২:১-২০; সফনিয় ১:১৪-১৮)

শাস্তি লোকদের নিজদের কারণেই নেমে আসে। লোকেরা অবিশ্বস্তভাবে কাজ করছে, পাথর, কাঠ এবং ধাতুর ভাল উপকরণ দিয়ে প্রতিমা তৈরি করেছে। যে কাজের ফলে প্রতিমা তৈরি হয় তার কোনও মূল্য নেই, উপকরণগুলো যতই ব্যয়বহুল হোক বা যত ভালভাবে তৈরি হোক না কেন তা ধ্বংস হবে। "খোদাই-করা মূর্তিতে উপকার কি যে, তার নির্মাতা তা ক্ষোদাই করে? ছাঁচে ঢালা মূর্তি ও মিথ্যার শিক্ষকেই বা উপকার কি যে, নিজের নির্মিত বস্তুর নির্মাতা তাতে বিশ্বাস করে নির্বাক মূর্তি তৈরি করে" (হবক্কুক ২:১৮)? যেমন সফনিয় বলেছেন, "তাদের রূপা বা তাদের সোনা তাদেরকে উদ্ধার করতে পারবে না" (সফনিয় ১: ১৮)।

আমাদের কাজ করার সময় বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের প্রশংসা করা কোনও অপার্থিব বিষয় নয়। এটা আমাদের কাজে ঈশ্বরের অগ্রাধিকারকে প্রথমে রাখার কাজ। হবক্কুক মনে করিয়ে দেন যে, "কিন্তু সদাপ্রভু তাঁর পবিত্র মন্দিরে আছেন; সমস্ত পৃথিবী তাঁর সম্মুখে নীরব থাক" (হবক্কুক ২:২০)। এই নীরবতা কেবল একটি ধর্মীয় পর্যবেক্ষণ নয়, বরং আমাদের নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ভয় এবং অনুপ্রেরণাগুলোকে চুপ করিয়ে দেওয়া, যাতে ঈশ্বরের চুক্তির অগ্রাধিকারগুলো আমাদের অগ্রাধিকার হয়ে উঠতে পারে।

> "তারা সকলে কি তার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত কথা ও তার বিষয়ে পরিহাসজনক প্রবাদ উত্থাপন করবে না? লোকে বলবে, 'ধিক্ তাকে, যে পরধনে বর্দ্ধিষ্ণু হয়– কত দিন হবে?– আর যে বন্ধক দ্রব্যের ভারে ভারী হয়।' যারা তোমাকে দংশন করবে, তারা কি হঠাৎ উঠবে না? যারা তোমাকে সঞ্চালন করবে, তারা কি শীঘ্র জাগবে না? তখন তুমি তাদের লুণ্ঠিত বস্তু হবে।" (হবক্কুক ২:৬-৭)

যারা রিয়েল এস্টেটে তাদের অসৎ লাভ জমা করে তা এমন একটি ঘটনা বলে দেখা যায় যা সব যুগে ধ্রুবক বলে মনে হয়– এইভাবে তারা নিজেদের জন্য ফাঁদ সৃষ্টি করে এবং তাতেই তাদের সর্বনাশ হয়।

> "ধিক তাকে যে তার কুলের জন্য অন্যায় লাভ সংগ্রহ করে, যেন উঁচুতে বাসা করতে পারে, যেন অমঙ্গলের হাত থেকে উদ্ধার পেতে পারে। অনেক জাতিকে উচ্ছিন্ন করাতে তুমি তোমার কুলের লজ্জাজনক মন্ত্রণা করেছ ও তোমার প্রাণের বিরুদ্ধে পাপ করেছ। কেননা দেয়ালের মধ্য থেকে পাথর কাঁদবে ও কাঠের মধ্য থেকে কড়ি-বরগা তার উত্তর দেবে।" (হবক্কুক ২:৯-১১)

যারা অন্যের দুর্বলতাকে কাজে লাগায় তারাও নিজেদের উপর বিচার নিয়ে আসে

"ধিক্ তাকে, যে তার প্রতিবেশীকে পান করায়; তুমি ভাণ্ডে তোমার বিষ মিশিয়ে থাক, আবার তাকে মাতাল করে থাক, যেন তুমি তাদের উলঙ্গতা দেখতে পাও। তুমি সম্মানের পরিবর্তে অপমানেই পরিপূর্ণ হয়েছ; তুমিও পান করে উলঙ্গ হও; সদাপ্রভুর ডান হাতের

পানপাত্র তোমার দিকে ফিরান যাবে ও তোমার গৌরবের উপরে জঘন্য লজ্জা উপস্থিত হবে" (হবক্কুক ২:১৫-১৬)। যে কাজ অন্যদের উপর অত্যাচার করে বা সুবিধা নেয় তা শেষ পর্যন্ত তার নিজের পতন ঘটায়।

আজ আমরা আক্ষরিক অর্থে মূল্যবান উপকরণ দিয়ে প্রতিমা তৈরি করছি না বটে যার কাছে আমরা মাথা নত করি। কিন্তু আমরা যদি মনে করি যে, আমরা আমাদের নিজেদের উদ্ধার বা পরিত্রাণ করতে সক্ষম তাহলে আমাদের কাজও প্রতিমা হয়ে যেতে পারে। প্রতিমাপূজার সারমর্ম হল, "নিজের নির্মিত বস্তুর নির্মাতা তাতে বিশ্বাস করে নির্বাক মূর্তি তৈরি করে" (হবক্কুক ২:১৮)। ঈশ্বরের উপর আস্থা না রেখে আমরা আমাদের হাতের কাজের উপর আস্থা রাখি। আমরা যদি ক্ষমতা এবং প্রভাবের জন্য উচ্চাভিলাষী হয়ে আমরা আমাদের প্রজ্ঞা, দক্ষতা এবং নেতৃত্ব, ব্যবহার করি, তবে তা এক ধরণের প্রতিমাপূজা হয়ে দাঁড়ায়। এর বিপরীতে, যদি আমাদের ক্ষমতা ও প্রভাব অন্যদের জীবনে সেবা নিয়ে আসে ও তা ঈশ্বরের প্রশংসার জন্য হয় তাহলে আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা হল আমাদের বিশ্বস্ততার একটি রূপ। সাফল্যের প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া যদি আত্ম-অভিনন্দনের জন্য হয়, তবে আমরা প্রতিমাপূজা অনুশীলন করছি। যদি আমাদের প্রতিক্রিয়া কৃতজ্ঞতা হয়, তাহলে আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করছি। ব্যর্থতার জন্য আমাদের প্রতিক্রিয়া যদি হতাশা হয়, তাহলে আমরা প্রতিমার ফাঁপাভাব অনুভব করছি, কিন্তু যদি আমাদের প্রতিক্রিয়া অধ্যবসায় হয়, তাহলে আমরা ঈশ্বরের শক্তি অনুভব করছি।

দুঃখ-কষ্টের মাঝে বিশ্বস্ততা (হবক্কুক ২:১; সফনিয় ২:১-৪)

নির্বাসনে কর্মক্ষেত্রে আরেকটি গতিশীলতা রয়েছে। নহূম, হবক্কুক এবং সফনিয় শাস্তির ওপর জোর দেওয়া সত্ত্বেও, এই সময়ের মধ্যে কীভাবে ঈশ্বরের বিশ্বস্ত সেবায় কাজ করতে হয় তা ইস্রায়েলীয়রা পুনরায় শিখতে শুরু করে। এটি সম্পূর্ণরূপে ধর্মতাত্ত্বিক দিক থেকে যিরমিয় ও বিলাপ এবং দানিয়েল পুস্তকে প্রকাশ পেলেও এখানে বারোজন ভাববাদীর পুস্তকেও এই বিষয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এর মূল বিষয় হল নির্বাসনের হতভাগ্য পরিস্থিতিতেও বিশ্বস্ত থাকা সম্ভব। আমরা যেখানেই থাকি না কেন এবং যত কষ্টেই থাকি না কেন আমরা ধার্মিক ও নম্র হওয়ার উপায় খুঁজে পেতে পারি।

> "হে দেশস্থ সমস্ত নম্র লোক, তাঁর শাসন পালন করেছ যে তোমরা, তোমরা সদাপ্রভুর খোঁজ কর, ধর্মের অনুশীলন কর, নম্রতার অনুশীলন কর; হয় তো সদাপ্রভুর ক্রোধের দিনে তোমরা গুপ্তস্থানে রক্ষা পাবে।" (সফনিয় ২:৩)

কাজের কোনও আদর্শ জায়গা নেই। ঈশ্বরের লোকেদের কাছে সব সময়ই কর্মপরিবেশ গভীরভাবে চ্যালেঞ্জিং একটি বিষয়। কাজের জায়গায় সব ধরণের উপায়ে আপস করা হয়, অন্যরা আরও জাগতিক উপায়ে শত্রুতা করে থাকে। কিন্তু কঠিন কাজের জায়গাগুলোতেও আমরা হয়তো ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের বিশ্বস্ত সাক্ষী হতে পারি। আমাদের উপস্থিতির মান এবং আমাদের কাজের মান দিয়ে উভয়ক্ষেত্রেই আমরা যে ঈশ্বেরের লোক তার পরিচয় বহন

করতে পারি। হবক্কুক আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, আমাদের কাজ যতই নিষ্ফল মনে হোক না কেন, ঈশ্বর আমাদের কাজে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন, যদিও শ্রমের সবচেয়ে খারাপ অবস্থাতেও আমরা অবস্থান করি।

"যদিও ডুমুর গাছ পুষ্পিত হবে না, আঙ্গুরলতায় ফুল ধরবে না, জলপাই গাছ ফলদানে ব্যর্থ হবে, ও ক্ষেতে খাদ্যদ্রব্য উপন্ন হবে না, খোঁয়াড় থেকে মেষপাল উচ্ছিন্ন হবে, গোয়ালে গরু থাকবে না; তবু আমি সদাপ্রভুতে আনন্দ করবো, আমার ত্রাণেশ্বরে উল্লসিত হবো। প্রভু সদাপ্রভু আমার বল, তিনি আমার চরণ হরিণীর চরণের মত করেন, তিনি আমার উচ্চস্থলীগুলো দিয়ে আমাকে চলাচল করাবেন" (হবক্কুক ৩:১৭-১৯)। ১৯ পদ থেকে বোঝা যায়, কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও ভাল কাজ করা সম্ভব, কারণ "প্রভুই আমার শক্তি।" বিশ্বস্ততা কেবল স্থায়ী কষ্টের বিষয় নয়, এমনকি সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিকেও আমরা যে কোনও উপায়ে আরও ভাল করে তুলতে পারি।

নির্বাসনের পর বিশ্বস্ত কাজ– হগয়, সখরিয়, মালাখি

নির্বাসন শেষ হওয়ার পর, ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির দেশে যিহূদী সুশীল সমাজ এবং ধর্মীয় জীবন পুনঃস্থাপন করা হয়। যিরূশালেম এবং তার মন্দির যিহূদী সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় অবকাঠামো সব পুনর্নির্মিত হয়েছিল।

সামাজিক মূলধনের প্রয়োজনীয়তা (হগয় ১:১-২:১৯)

কর্মক্ষেত্রে আমরা যে চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হই তার মধ্যে একটি হল সমাজের চেয়ে নিজেকে এবং পরিবারকে এগিয়ে রাখার প্রলোভন। ভাববাদী হগয় এই চ্যালেঞ্জের একটি উজ্জ্বল চিত্র আঁকেন। তিনি যিহূদী সমাজের কেন্দ্রবিন্দু যে মন্দির তা পুনর্নির্মাণে সম্পদ ব্যবহার করার অবহেলা বিষয়ে কথা বলেন। তিনি তাদের নিজস্ব বাড়ি-ঘর পুনর্নির্মাণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা লোকদের মুখোমুখি হন। "এটা কি তোমাদের নিজ নিজ ছাদযুক্ত বাড়িতে বাস করার সময়? এই গৃহ তো উৎসন্ন রয়েছে" (হগয় ১:৪)? তিনি বলেছেন যে, সামাজিক মূলধনে বিনিয়োগের এই ব্যর্থতা আসলে তাদের বংশধর উৎপাদন হ্রাস করছে।

> "তোমরা অনেক বীজ বপন করেও অল্প সঞ্চয় করছো, আহার করেও তৃপ্ত হচ্ছ না, পান করেও তৃপ্ত হচ্ছ না, কাপড়-চোপড় পরেও উষ্ণ হচ্ছ না এবং বেতনজীবী লোক ছেঁড়া থলিতে বেতন রাখে।" (হগয় ১:৬)
>
> "পরে সদাপ্রভু শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল নামক যিহূদার শাসনকর্তার আত্মাকে ও যিহোষাদকের পুত্র মহাপুরোহিত যিহোশূয়ের আত্মাকে এবং লোকদের সমস্ত অবশিষ্টাংশের আত্মাকে উত্তেজিত করলেন; তাঁরা এসে নিজেদের ঈশ্বর বাহিনীগণের সদাপ্রভুর গৃহে কাজ করতে লাগল। এই কাজ রাজা দারিয়াবসের দ্বিতীয় বছরের ষষ্ঠ মাসের চব্বিশ দিনের দিন শুরু হল।" (হগয় ১:১৪-১৫)

সামাজিক মূলধনে বিনিয়োগ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, "মানুষের নিজের নির্মিত" বলে কিছু নেই। যদিও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা প্রচুর সম্পদ তৈরি করতে পারে, কিন্তু আমরা প্রত্যেকে সম্পদ এবং সামাজিক অবকাঠামোর উপর নির্ভর করি, যা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর থেকেই হয়ে থাকে। আয়োজকদের প্রভু বলেন, "আমি এই গৃহ প্রতাপে পরিপূর্ণ করবো, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। রূপা আমারই, সোনাও আমারই, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন" (হগয় ২:৭-৮)। সমৃদ্ধি কেবল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার বিষয় নয়, বরং ঈশ্বরের চুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি সম্প্রদায়ের বিশ্বস্ততার বিষয়। "এই গৃহের আগের প্রতাপের চেয়ে এর পরের প্রতাপ অনেক বেশি হবে, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন; আর এই স্থানে আমি শান্তি নিয়ে আসব, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন" (হগয় ২:৯)।

আমরা যদি মনে করি যে, ঈশ্বর এবং তাঁর লোকদের সমাজের জন্য সময় দেবার আগে আমাদের অবশ্যই নিজেদের জন্য যোগানের ব্যবস্থা করতে হবে, তবে তা কতই না বোকামি হবে! সত্য হল, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া এবং তাঁর লোকদের পারস্পরিক সহযোগীতা ছাড়া আমরা নিজেদের জন্য কোনরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি না। দশমাংশের পিছনে এটি ছিল একই ধারণা। এটা ফসলের ১০% উৎসর্গ করা নয়, বরং ঈশ্বরের সৃষ্টির বিস্ময়কর ফলনের ১০০% আশীর্বাদের ফল হল এই দশমাংশের ব্যবস্থা।

আমাদের নিজের দিনে, এটি আমাদের জীবনের অমূর্ত দিকগুলোতে সম্পদ রাখার গুরুত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। আবাসন, খাদ্য, অটোমোবাইল এবং অন্যান্য শারীরিক প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ঈশ্বর যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করেন যেন আমরা শিল্প, সঙ্গীত, শিক্ষা, প্রকৃতি, বিনোদন এবং আত্মার পরিচর্যার যোগানও বহন করতে পারি। যারা শিল্পকলা বা মানবিক বা অবসর খাতে কাজ করেন, বা পার্ক এবং খেলার মাঠ এবং থিয়েটার তৈরির জন্য অর্থ রাখেন, তারা সেই জগতে প্রতিটি অবদান রাখার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরীয় সমাজের কাঠমিস্ত্রী হিসাবে কাজ করার স্বপ্ন দেখেন।

এটি আরও ইঙ্গিত দেয় যে, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের কর্ম-জগতে ক্ষমতায়নের জন্য চার্চ এবং চার্চের জন্য বিনিয়োগ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মণ্ডলীর উপাসনা নিজেই জটিলভাবে ভাল কাজ করার সাথে যুক্ত, যেমন আমরা দেখেছি, এবং সম্ভবত এটি আমাদের কেবল ব্যক্তিগত ভক্তি হিসাবে নয়, ভাল কাজের জন্য মণ্ডলীর উপাসনায় জড়িত হওয়া উচিত। উপরন্তু, খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায় অর্থনৈতিক, নাগরিক এবং সামাজিক কল্যাণের জন্য চার্চ একটি শক্তিশালী শক্তি হতে পারে যদি চার্চ অর্থনৈতিক, সামাজিক, একাডেমিক, চিকিৎসা, বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য বিষয়ে আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক শক্তি বহন করা শিখতে পারে।

কাজ, উপাসনা ও পরিবেশ (হগয় ১:১-২:১৯; সখরিয় ৭:৮-১৪)

হগয় মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণকে পরিবেশের অবস্থার সাথে সংযুক্ত করে। হগয় মন্দিরের ধ্বংস হয়ে পড়ে থাকা অবস্থাকে পোড়ো জমির এবং এর ফসলের সাথে তুলনা করে "মানুষ ও প্রাণী এবং তাদের সমস্ত শ্রম" ও সুস্থতা ধ্বংসের মুখে পড়েছে বলে

মনে করেছেন (হগয় ১:১১)। একটি ভাল মন্দিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকদের ধর্মীয় বিশ্বস্ততা বা অবিশ্বস্ততার প্রতীক হয়ে উঠে। তাই উপাসনা, আর্থ-সামাজিক স্বাস্থ্য, পরিবেশের মধ্যে একটি ত্রিমুখী যোগসূত্র রয়েছে। যখন শারীরিক পরিবেশে রোগ থাকে, যে পরিবেশের উপর আমরা নির্ভরশীল, তখন মানব সমাজে রোগ থাকে, এবং একটি অস্বাস্থ্যকর সমাজের অন্যতম চিহ্ন হল পরিবেশকে রোগাক্রান্ত করে তোলা।

একটি জনগোষ্ঠী যেভাবে উপাসনা করে দেশের যত্ন নেয় এবং যারা দেশে বাস করে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যেও একটি যোগসূত্র রয়েছে। ভাববাদীরা আমাদের এই শিক্ষাটি পুনরায় শিখতে আহ্বান করেন যে, আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তার সৃষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁকে ভালবাসা পৃথিবী এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে শান্তির একটি যোগবন্ধ সৃষ্টি করে। হগয় দেখিয়ে দিয়েছেন যে, দেশে যে খরা চলছে এবং মন্দির ধ্বংস হয়ে পড়ে রয়েছে এই দুই অবস্থার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

সত্য ও আন্তরিক উপাসনা দেশে শান্তি ও আশীর্বাদ সূচনা করে। "বিনতি করি, আজকের দিন থেকে এবং এর পরেও আলোচনা কর, নবম মাসের চব্বিশ দিনের দিন থেকে, সদাপ্রভুর মন্দিরের ভিত্তিমূল স্থাপনের দিন থেকে, আলোচনা কর। গোলায় কি কিছু বীজ অবশিষ্ট আছে? আর আঙ্গুর, ডুমুর, ডালিম এবং জলপাইগাছও ফলে নি। কিন্তু আজ থেকে আমি আশীর্বাদ করবো" (হগয় ২:১৮-১৯)।

সখরিয়ও মানুষের পাপ ও ভূমি ধ্বংস হয়ে পড়ে থাকার মধ্যে একটা যোগসূত্র টেনে আনেন। যারা ক্ষমতায় আছে তারা "বিধবা, অনাথ, দরিদ্রদের উপর অত্যাচার করে, এবং আপন ভাইয়ের অনিষ্ট চিন্তা করে" (সখরিয় ৭:১০)। "তারা নিজ নিজ অন্তঃকরণ হীরার মত কঠিন করতো, যেন ব্যবস্থার কথার শুনতে না হয়" (সখরিয় ৭:১২)। এর ফলে পরিবেশ অবনমিত হয়ে পড়ে এবং এভাবে একটি মনোরম দেশকে নির্জন ভূমিতে পরিণত করা হয় (সখরিয় ৭:১৪)। আসলে ভাববাদী যোয়েল নির্বাসনের অনেক আগে থেকেই এই অবক্ষয়ের সূচনা লক্ষ্য করেছিলেন, "আঙ্গুরলতা শুকিয়ে গেছে ও ডুমুর গাছ ম্লান হয়েছে, ডালিম, খেজুর, আপেল ও ক্ষেতের সমস্ত গাছ শুকিয়ে গেছে, বস্তুতঃ লোকদের মধ্যেকার আনন্দ শুকিয়ে গেছে" (যোয়েল ১:১২)।

পরিবেশের কল্যাণে কাজ ও কাজের পদ্ধতির গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে, যদি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা বারোজন ভাববাদীর দর্শন অনুযায়ী তাদের কাজ করে থাকে, তাহলে আমরা এই গ্রহ এবং যারা এতে বাস করে তাদের উপর একটি উপকারী প্রভাব ফেলতে পারি। বিশ্বস্ত লোকদের পরিবেশগত জরুরি দায়িত্ব হল, কীভাবে তাদের কাজকে ভিত্তি করে ঈশ্বরের উপাসনা করা যায়, তা ভালভাবে শিখতে পারা।

অশুচিতা সম্পর্কে হগয়ের দীর্ঘ ভবিষ্যদ্বাণী (হগয় ২:১০-১৯), অশুচিতা এবং দেশের স্বাস্থ্যের মধ্যে একটি যোগসূত্র নির্দেশ করে। ঈশ্বর অভিযোগ করেন যে, মানুষের অপবিত্রতার কারণে তাদের হাতের প্রতিটি কাজ দিয়ে তারা সেখানে যা করে তা অশুচি হিসাবে গণ্য হয় (হগয় ২:১৪)। এটি উপাসনা এবং পরিবেশের স্বাস্থ্যের মধ্যে আরও

সাধারণ সংযোগের একটি অংশ। এর একটি সম্ভাব্য প্রয়োগ হল একটি বিশুদ্ধ পরিবেশ মানে এমন একটি পরিবেশ যাকে ঈশ্বর কল্যাণের দায়িত্ব দিয়েছেন।

তদনুসারে, যদি ধ্বংস হয়ে পড়ে থাকা দেশ ও তার ভূমি ভাববাদীদের বারোটি পুস্তকে প্রকাশিত লোকদের অপরাধের জন্য ঈশ্বরের শাস্তির অংশ বলে বিবেচিত হয়, তবে উৎপাদনশীল ভূমি সেই ধ্বংস হয়ে পড়ে থাকা ভূমির পুনরুদ্ধারেরই অংশ। সত্যিই, বেশ ভিন্ন পরিস্থিতিতে, ইস্রায়েলীয় সমৃদ্ধির সময়ের মতো সখরিয়েরও একই দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে: লোকেরা যে ডুমুর গাছ রোপণ করেছিল তার নীচে বসে থাকার সময় সুস্থতা অনুভব করে। "সেদিন তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিবেশীকে আঙ্গুরলতা ও ডুমুর গাছের তলে নিমন্ত্রণ করবে" (সখরিয় ৩:১০)। ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি লাভ করার মধ্যে রয়েছে ঈশ্বর যে পৃথিবী তৈরি করেছেন তার যত্ন নেওয়া। উৎপাদনশীল জমি যেন ফল দেয় অবশ্যই এর জন্য কাজ করতে হবে। তাই কাজের জগৎ প্রাচুর্যের জীবনের উপলব্ধির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

পাপ এবং আশা উভয়ই কাজে উপস্থিত থাকে (মালাখি ১:১-৪:৬)

এমনকি পুনঃস্থাপনের সময়ও, মানুষের পাপ কখনই দূরে থাকে নি। পুনঃস্থাপনের সময়কার ভাববাদীদের মধ্যে তৃতীয় ভাববাদী মালাখি অভিযোগ করেছেন যে, কিছু লোক শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে প্রতারণা করে (মালাখি ৩:৫)। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, এই ধরনের লোকেরা যা উৎসর্গ করে তার মধ্য দিয়ে সমাজে মন্দতা ছড়ায় (মালাখি ১:৮-১৯) এবং মন্দিরের উপাসনাকেও দূষিত করে, এবং এর ফলে পরিবেশও অবনমিত হয় (মালাখি ৩:১১)।

তবুও ভাববাদীদের আশা রয়ে গেছে এবং তাদের কাজ এই আশার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। এই আশার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি মন্দিরের ধর্মীয়/সামাজিক অবকাঠামো পুনঃস্থাপনের প্রতিশ্রুতি "দেখ, আমি আমার দূতকে প্রেরণ করবো, সে আমার আগে পথ প্রস্তুত করবে; এবং তোমরা যে প্রভুর খোঁজ করছো, তিনি অকস্মাৎ তাঁর মন্দিরে আসবেন; নিয়মের সেই দূত, যাঁতে তোমাদের প্রীতি, দেখ, তিনি আসছেন, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন" (মালাখি ৩:১)। এর মধ্যে রয়েছে পরিবেশ পুনরুদ্ধারের পরিস্থিতি এগিয়ে যায়, "আমি পঙ্গপালকে তিরস্কার করব" (মালাখি ৩:১১)। তারপর ঈশ্বর এই প্রতিশ্রুতি দেন, "তোমরা প্রীতিজনক দেশ হবে" (মালাখি ৩:১২)। মানুষ তাদের কাজকর্ম দিয়ে নৈতিকভাবে এগিয়ে যায় (মালাখি ৩:১৪, ১৮), এবং এর ফলে অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে "তাদের ভূমিতে শষ্যের উৎপাদন হয়" এবং "ক্ষেতে আঙ্গুর লতা প্রকাশ পায়" (মালাখি ৩:১১)।

যোনা ও সমস্ত জাতির জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ

ভূমিকাতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, যোনা বারোজন ভাববাদীর মধ্যে একজন যিনি দেশ

থেকে বিদেশে গিয়েছিলেন। তাঁর এই কাহিনী ইস্রায়েল দেশের মধ্যে হয় নি। পুস্তকটির মধ্যে তাঁর কাজের সময়ের কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। এতে কোন ভবিষ্যদ্বাণী নেই, এবং যাদের কাছে ভাববাদীকে পাঠানো হয়েছে তাদের উপর নয়, বরং তার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও, এটা অন্যান্য ভাববাদীদের মতই এই কথা প্রকাশ করে যে, ঈশ্বর পৃথিবীতে সক্রিয় (যোনা ১:২, ১৭; ২:১০), এবং তা উপাসনা, আর্থ-সামাজিক স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ এই তিনটি বিষয়ে মধ্যে একটি গভীর সংযোগ স্থাপন করে। যখন নাবিকরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে এবং তাঁর কথা মেনে চলে, তখন সমুদ্র শান্ত হয় এবং ঈশ্বর নাবিক ও যোনার কল্যাণের ব্যবস্থা করেন।

যোনা যখন সঠিক উপাসনায় ফিরে আসেন, তখন প্রভু পরিবেশকে তার সঠিক ক্রমে ফিরিয়ে দেন– সমুদ্রে মাছ, শুকনো ভূমিতে মানুষ (যোনা ২:৭-১০)। যখন নীনবীর লোকেরা প্রভুর দিকে প্রতি ফিরে আসে তখন প্রাণী ও মানুষ একসাথে মিলেমিশে থাকে এবং আর্থ-সামাজিক অব্যবস্থাগুলো বন্ধ হয়ে যায় (যোনা ৩:৪-১০)। যোনা পুস্তকের বিন্যাস বাকি এগারজন ভাববাদীর পুস্তক থেকে আলাদা, কিন্তু তাঁর ধর্মতত্ত্ব নয়। যোনার পুস্তকের অনন্য অবদান হল: ১) ভাববাদীর আহ্বান ও তাঁর প্রতিক্রিয়ার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা; এবং ২) এই স্বীকৃতি যে, ঈশ্বর ইস্রায়েলকে অন্য জাতির বিরুদ্ধে আশীর্বাদ করার জন্য কাজ করছেন না, বরং ইস্রায়েলের মাধ্যমে অন্যান্য জাতিকে আশীর্বাদ করার জন্য কাজ করছেন।

যোনার আহ্বান ও তাঁর প্রতিক্রিয়া (যোনা ১:১-১৭)

বারোজন ভাববাদীর মত, যোনার পুস্তকটিও শুরু হয় ঈশ্বরের কাছ থেকে ভাববাদীর প্রতি আহ্বান দিয়ে (যোনা ১:১-২)। কিন্তু যোনা অন্য ভাববাদীদের মতো নয়, বরং যোনা ঈশ্বরের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বোকার মতো, বিদেশে যাবার জন্য অন্য একটি জাহাজে উঠেন (যোনা ১:৩) এবং তিনি প্রভুর উপস্থিতি থেকে পালানোর চেষ্টা করেন। তাঁর এই পালানোর প্রচেষ্টা কেবল তাঁকে নয়, তাঁর জাহাজের সঙ্গীদেরও বিপদে ফেলে, কারণ আমরা বারোজন ভাববাদীদের পুস্তক জুড়ে দেখেছি যে, সেখানে ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গের বাস্তব পরিণতি রয়েছে এবং তাদের নেতাদের ক্রিয়াকলাপ সর্বদা তার লোকদেরকে প্রভাবিত করে। এর ফলে ঈশ্বর ঝড় পাঠান। প্রথমত, এটি সমুদ্রের বাণিজ্যিক সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দেয়, কারণ তারা জাহাজটি হালকা করার জন্য সমস্ত মালপত্র সমুদ্রে ফেলে দিতে বাধ্য হয় (যোনা ১:৫)। অবশেষে এটি তাদের জীবনকে হুমকির মুখে ফেলে (যোনা ১:১১)। যোনা যখন নিজেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার প্রস্তাব দেন– যা নাবিকরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নেয়– তখনই ঝড় কমে যায় এবং জাহাজের লোকদের বিপদ কমে যায় (যোনা ১:১২-১৫)।

ঈশ্বরের কাছ থেকে আহ্বান পাওয়ার উদ্দেশ্য হল অন্য লোকেদের সেবা করা। যোনার আহ্বান ছিল নীনবীর উপকারের জন্য। যখন তিনি ঈশ্বরের নির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করেন, তখন কেবল যাদের সেবা করার জন্য ডাকা হয়েছিল তারা শুধু পচে যায় না, বরং তার চারপাশের লোকেরাও কষ্ট ভোগ করে। যদি আমরা স্বীকার করি যে, আমাদের কাজের মধ্য

দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করার জন্য আমাদের সবাইকে ডাকা হয়েছে– যা সম্ভবত যোনার কাজ থেকে আলাদা, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়– তাহলে আমরা স্বীকার করি যে, আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করতে ব্যর্থ হলে আমাদের লোকেরাও কষ্টের মধ্যে বাস করবে।

আমাদেরকে দত্ত ঈশ্বরের দান ও প্রতিভা যত শক্তিশালী হবে, আমরা আমাদের কাজে ঈশ্বরের নির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করলে আমরা তত বেশি ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারি। নিঃসন্দেহে আমরা সবাই এমন লোকদের কথা মনে করতে পারি যাদের অসাধারণ ক্ষমতার জন্য ব্যবসা-বানিজ্য, সরকার, সমাজ, বিজ্ঞান, ধর্ম এবং বাকি সমস্ত ক্ষেত্রে বড় ক্ষতি হয়েছিল। তারা যে ভাল কাজ করতে পারত, এবং মন্দতা এড়াতে যদি তারা প্রথমে প্রভুর উপাসনা ও তাঁর সেবায় তাদের দক্ষতা প্রকাশ করতে পারতো তবে কল্পনা করুন কতই না মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসতে পারতো। আমাদের দানগুলো তুলনায় নগন্য বলে মনে হতে পারে, তবুও কল্পনা করুন যে, আমরা কী ভাল করতে পারি এবং যদি আমরা সারা জীবন ধরে ঈশ্বরের সেবায় আমাদের কাজ করি, তবে আমরা কতই না মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসতে পারি!

সমস্ত জাতির জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ (যোনা ১:১৬, ৩:১-৪:২)

যোনা ঈশ্বরের আহ্বান অমান্য করেন কারণ তিনি ইস্রায়েলের শত্রু, আসিরিয় জাতি এবং এর রাজধানী শহর নীনবী শহরকে আশীর্বাদ করার ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে আপত্তি করেন, এবং যখন তিনি শেষ পর্যন্ত নমনীয় হন এবং তাঁর মিশন সফল হয়, তখন তিনি তাদের প্রতি ঈশ্বর যে করুণা করেন তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন (যোনা ৪:১-২)। এটা বোধগম্য, কারণ সময়ের সাথে সাথে আসিরিয়রা উত্তরের ইস্রায়েল রাজ্য জয় করে নিয়েছে (২ রাজাবলি ১৭:৬)। যোনাকে এমন লোকদের আশীর্বাদ করার জন্য পাঠানো হচ্ছে যাদেরকে তিনি ঘৃণা করেন। তা সত্ত্বেও, এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা। আপাতদৃষ্টিতে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হল ইস্রায়েলের লোকদের ব্যবহার করে সমস্ত জাতিকে আশীর্বাদ করা, আশীর্বাদ শুধু ইস্রায়েলের নিজের জন্য নয় (যিরমিয় ২৯ অধ্যায় দেখুন)।

ঈশ্বরের আশীর্বাদ সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন বালতি নয়, বরং একটি উপচে পড়া ফোয়ারা। প্রভু বলেন, "তোমরা এতে আমার পরীক্ষা কর, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, আমি আকাশের দরজাগুলো মুক্ত করে তোমাদের প্রতি অপরিমেয় আশীর্বাদ বর্ষণ করি কি না" (মালাখি ৩:১০)। প্রতিযোগিতা, সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা প্রায়শই কর্মক্ষেত্রে এমন অনেক বিষয়ের মুখোমুখি হই, সেখানে আমাদের জন্য ঈশ্বরের মিশন সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সৃজনশীলতা এবং উৎপাদনশীলতা, সামাজিক সম্প্রীতির মাধ্যমে এক দুর্দান্ত রূপান্তর নিয়ে আসে।

যদিও যোনা প্রথমে তার শত্রুদের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদে অংশ নিতে অস্বীকার করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা তার অবাধ্যতাকে কাটিয়ে ওঠে। অবশেষে তিনি নীনবীকে সতর্ক করেন এবং হতাশ হয়ে তারা তাঁর বার্তায় আবেগের সাথে সাড়া

দেয়। "বড়-ছোট সবাই" (যোনা ৩:৫), রাজা ও তাঁর অভিজাত লোকদের থেকে শুরু করে রাস্তায় থাকা লোকেরা, ও তাদের পালের পশুগুলোও এই বার্তায় সাড়া দেয় (যোনা ৩:৮)।

"তখন নীনবী শহরের লোকেরা ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস করলো" (যোনা ৩:৫) এবং "তখন ঈশ্বর তাদের কাজ, তারা যে নিজ নিজ কুপথ থেকে বিমুখ হল, তা দেখলেন, আর তাদের যে অমঙ্গল করবেন বলেছিলেন, সেই বিষয়ে অনুশোচনা করলেন; তা করলেন না" (যোনা ৩:১০)। এটা যোনার জন্য হতাশাজনক কারণ ঈশ্বর তাকে যে কাজের জন্য ডেকেছিলেন তার ফলাফল ইতিবাচক হোক তা তিনি চান নি। তিনি তাদের জন্য ক্ষমা নয়, শাস্তি চেয়েছেন। তিনি তাঁর নিজের কাজের ফলাফল কঠোরভাবে বিচার করেন (যোনা ৪:৫) এবং অন্যদের আনন্দ থেকে তিনি নিজেই বাদ পড়েন। আমরাও কি তাই করি? যখন আমরা আমাদের কাজের তাৎপর্য এবং সাফল্যের আপাত অভাব নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করি, তখন আমরা কি ভুলে যাচ্ছি যে, একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের কাজের প্রকৃত মূল্য দেখতে পাচ্ছেন?

তবুও ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের মুহূর্তগুলো যোনার ও তাঁর চারপাশের লোকদের জন্য আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে। জাহাজে তিনি স্বীকার করেন, "আমি স্বর্গের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উপাসনা করি" (যোনা ১:৯), এবং তাঁর জাহাজের সঙ্গীদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন। ফলে তারা ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং তা ছাড়া, তারা প্রভুর অনুসারী হয়ে ওঠে। "তখন সেই লোকেরা সদাপ্রভুকে ভীষণ ভয় করতে লাগল; আর তারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করলো এবং নানা মানত করলো" (যোনা ১:১৬)।

যদি আমরা স্বীকার করি যে, ঈশ্বরের সেবায় আমরা আমাদের নিজেদের অবাধ্যতা, বিরক্তি, শিথিলতা, ভয়, স্বার্থপরতা বা অন্যান্য কারণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি, তাহলে যোনার অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য উৎসাহজনক হতে পারে। এখানে আমাদের একজন ভাববাদী আছেন যিনি আমাদের চেয়েও বিশ্বস্ত সেবায় আরও বেশি ব্যর্থ হয়েছিলেন। তবুও যোনার ত্রুটিপূর্ণ সেবার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর মিশনের পূর্ণতা অর্জন করেন। ঈশ্বরের শক্তিতে আমাদের দুর্বল সেবা ঈশ্বরের ইচ্ছামতো সমস্ত কিছু অর্জন করতে পারে।

যারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয় তাদের জন্য ঈশ্বরের যত্ন (যোনা ১:৩,১২-১৪, ১৭; ২:১০; ৪:৩-৮)

যোনার অভিজ্ঞতার আলোকে, আমরা হয়তো ভয় করতে পারি যে, ঈশ্বরের আহ্বান আমাদেরকে দুর্যোগ ও কষ্টের দিকে নিয়ে যাবে। ঈশ্বর আমাদের একেবারেই যত্ন নেবেন না এই কথা চিন্তা করা কি সহজ হবে না? এটা ঠিক যে, ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য বড় ত্যাগ ও কষ্টের প্রয়োজন হতে পারে।

কিন্তু যোনার ক্ষেত্রে, ঈশ্বরের আহ্বানে নয় বরং যোনার অবাধ্যতা থেকে কষ্টের উদ্ভব হয়। জাহাজডুবি এবং বড় মাছের পেটে সমুদ্রে তিন দিনের সমাধি সরাসরি ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে পালানোর প্রচেষ্টা থেকে উদ্ভূত হয়। পরে সূর্যের তাপের সংস্পর্শে আসা এবং তার হতাশা প্রায় আত্মহত্যার পর্যায়ে চলে যাওয়া (যোনা ৪:৩-৮) ঈশ্বরের দ্বারা আরোপিত কষ্ট

নয়। এসব কষ্ট এসেছে কারণ যোনা জানতেন যে, ঈশ্বর "কৃপাময় ও স্নেহশীল ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর ও অটল প্রেমে মহান এবং অমঙ্গলের বিষয়ে অনুশোচনাকারী" (যোনা ৪:২)। তিনি এই কল্যাণময় ঈশ্বরের আশীর্বাদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন।

সত্য হল এই যে, ঈশ্বর যোনার যত্ন ও সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সর্বদা কাজ করেছেন। ঈশ্বর মানুষকে তার প্রতি সহানুভূতির দিকে চালিত করেন– যেমন, যখন নাবিকরা যোনার প্রস্তাব গ্রহণ না করে জাহাজটিকে ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে (যোনা ১:১২-১৪)। যোনাকে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর একটি মাছ পাঠান (যোনা ১:১৭) এবং তারপর মাছের সাথে কথা বলে যোনাকে শুকনো ভূমিতে ফিরিয়ে আনতে বলেন (যোনা ২:১০)। ঈশ্বর সদাপ্রভু নীনবীর শত্রু জনগোষ্ঠীর মধ্যে যোনাকে অনুগ্রহ করেন। তারা তাঁর সঙ্গে সম্মানের সাথে ব্যবহার করে এবং তাঁর বার্তায় মন দেয়। ঈশ্বর তাঁর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনের সময়ে নীনবীতে যোনাকে ছায়া ও আশ্রয় প্রদান করেন (যোনা ৪:৫-৬)।

যোনার ঘটনা যদি কোন উদাহরণ হয়, তাহলে আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে অন্যদের সেবা করার জন্য ঈশ্বরের আহ্বান আমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য এসেছে বলে ভাববার কোন প্রয়োজন নেই। অন্যথায় এ রকম আশা করা অনেক সময় অঙ্কের খাতায় শূণ্যই দেখতে পাওয়া যায়। যোনার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করার সময় তিনি যে অসাধারণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তা দেখে কল্পনা করুন যে, যোনা যদি প্রথম থেকেই এই আহ্বান গ্রহণ করতেন, তাহলে তিনি কী আশীর্বাদ পেতে পারতেন। কল্পনা করুন যদি যোনা ঈশ্বরের আহ্বান হিসাবে কাজ করতেন তবে প্রকৃতি, ছায়া, সমুদ্র, নীনবীর পরিবেশ তার জন্য কত বড় আশীর্বাদ হতে পারত। এমনকি যোনা নিজের উপর যেভাবে জোর করেছেন তাতে দেখতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বরের সেবা করার আহ্বান তাঁর জীবনে আশীর্বাদের কারণ হতে পারতো।

উপসংহার

বারোজন ভাববাদীর পুস্তকগুলো ইস্রায়েলের জীবনে বিভিন্ন সময় ও পরিস্থিতির জন্য তাদের কাজের উপর একটি ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসে। সর্বদা এই পুস্তকগুলোতে দেখতে পাওয়া যে, ঈশ্বর জগতে কাজ করছেন, তাঁর লোকদের জন্য সর্বোত্তম জিনিসগুলো আশীর্বাদ হিসাবে দিতে প্রস্তুত, যদি তারা কেবল তাঁর সঙ্গে কৃত চুক্তি বজায় রাখে। নির্বাসনের আগে, ভাববাদীরা ইস্রায়েলের অভিজাতদের তাদের ক্ষমতার ব্যবহার এবং উপাসনায় তাদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করে। তাদের মূল বিষয় ছিল, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার না থাকলে কোন উপাসনাই ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, কারণ ঈশ্বর উপাসনার কাজে এবং দৈনন্দিন জীবনের কাজের মধ্যে বিভাজনকে স্বীকৃতি দেন না। তিনি স্বীকার করেন না যে, কেউ সাধারণ কল্যাণের জন্য কাজ না করে এবং সমাজের দরিদ্রতম এবং সবচেয়ে দুর্বল লোকদের জন্য কিছুই না করে সমৃদ্ধ হতে পারে।

ইস্রায়েলের ঈশ্বরের আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে ও তাঁর উপাসনা করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে

জাতীয় জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে এবং বাবিলে নির্বাসনের দিকে পরিচালিত করে। নির্বাসনের সময়, ভাববাদীরা কেন তারা ব্যর্থ হয়েছে তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য কথা বলতেন, তখন তারা এটি আবিষ্কার করে যে, এমনকি খারাপ সময়েও তারা বিশ্বস্ত থাকার সুযোগ পেয়েছে। আবার, তাদের বিশ্বস্ততা তাদের কাজের মধ্যে যতটা দেখা যায়, ততটাই তাদের উপাসনার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। যারা কেবল স্বার্থের জন্য কাজ করে তারা প্রতিমার উপাসনাকারীদের চেয়ে ভাল নয়। প্রকৃতপক্ষে, কাজ এবং এর ফলে যে সম্পদ আহোরণ করে তা শুধু নিজেদের জন্য ব্যবহার করাও এক রকম প্রতিমাপূজা। কিন্তু যারা ঈশ্বরের চুক্তি অনুসারে ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করে, তারা দেখবে যে, সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতেও ঈশ্বর তাদের কাজে উপস্থিত আছেন, তা তাদের জীবনে আনন্দ ও ফলপ্রসূতা নিয়ে আসেন।

নির্বাসন থেকে ফিরে আসার পর, ভাববাদীরা ইস্রায়েলকে চ্যালেঞ্জ জানায় যে, তারা দেশে নিজেদের পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার সাথে সাথে ঈশ্বরের অগ্রাধিকার বজায় রাখতে হবে এবং পতিত অবস্থা থেকে দেশটি পুনর্নির্মাণ করতে হবে। আরও একবার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ন্যায়সঙ্গত বাণিজ্য, সরকার যা সাধারণ কল্যাণের ব্যবস্থা করে, এবং অন্যদের সেবায় কাজ করে তা প্রকৃত উপাসনার ভিত্তি গঠন করে। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টিতে যে শান্তি ও কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা করেন, তার জন্য ঈশ্বর ঈশ্বরে বিশ্বাসী লোকদের সহযোগিতার জন্য আহ্বান করেন।

প্রাচীন ইস্রায়েলের মতো আজও আমাদের প্রতি এই আহ্বান। পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলো একের পর এক সাজানো আছে যা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরাও মেনে চলেন, নতুন নিয়মের আগে বারোজন ভাববাদীর পুস্তকগুলোতে শেষ কথা রয়েছে। এভাবে সেই ভাববাদীরা যীশুর দিকে ইঙ্গিত করেন, যিনি মানুষের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাববাদীদের আশা পূরণ করতে এসেছিলেন এবং তা করতে গিয়ে ঈশ্বর সখরিয়কে দেওয়া প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়িত করেন, "বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, আমার নগরগুলো পুনর্বার মঙ্গলে পরিপূর্ণ হবে" (সখরিয় ১:১৭)।

অধ্যয়নের গভীরতায়

ভাববাদী হোশেয়ের পুস্তক

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

প্রথম পদ– "বেরির ছেলে হোশেয়ের কাছে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হল," এটি পুরাতন নিয়মের অন্যান্য ভাববাদীদের মত হোশেয়কে লেখক হিসেবে সনাক্ত করেছে। এই নামের একই নমুনা অনুসরণ করে পুস্তকের নামকরণ করা হয় (তুলনা করুন যোয়েল ১:১; মীখা ১:১; সফনিয় ১:১; মালাখি ১:১)। আদিপুস্তক ২৬:৩৪ পদে বলা হয়েছে যে, বেরি হল হিট্টীয় নাম। সম্ভবত বর্তমান কালে পবিত্র শাস্ত্র থেকে সন্তানদের নামকরণ করার মত এটি ছিল প্রচলিত রীতির প্রদর্শন। যেহেতু হোশেয় ১-৩ অধ্যায় থেকে হোশেয় ৪-১৪ অধ্যায় সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন, তাই সমগ্র পুস্তকটির উপরে হোশেয়ের লেখকত্ব নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু এটি অনাবশ্যক। শেষোক্ত অংশটিতে তাঁর লোকদের প্রতি ঈশ্বরের করুণার অপরিহার্য বার্তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রয়োগ করা হয়েছে, যদিও এতে বিভিন্ন সাহিত্য বিষয়ক রীতির প্রয়োগ করা হয়েছে।

সময়কাল

সাধারণত পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের তাঁদের পরিচর্যা কাজের তারিখ ঐ সময় রাজত্বকারী রাজাদের রাজত্বের সময়ের সঙ্গে যুক্ত করা হত। হোশেয়ের সময়ে যিহূদার রাজা ছিলেন উষিয়, যোথম, আহস এবং হিষ্কিয়। ইস্রায়েলের রাজা ছিলেন (হোশেয় পুস্তকে উত্তরের রাজ্যকে "ইফ্রয়িম" নামেও অভিহিত করা হয়েছে (৪:১৭ পদ)। ইস্রায়েলের রাজা যোয়াশের ছেলে যারবিয়াম। যারবিয়ামের রাজত্বের শেষ বছর ছিল ৭৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। অপর দিকে হিষ্কিয়ের রাজত্বের শেষ বছর ছিল ৬৪৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। তাই হোশেয়ের পরিচর্যা-কাজ এই সময়ের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল। ভাববাদীর পক্ষে পরিচর্যা-কাজ এত দীর্ঘ সময় ধরে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না (৬৬ বছর); কিন্তু ৩৫ বছর প্রচার-কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, তিনি অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পরে পরিচর্যা-কাজ করেন। ইস্রায়েলের ইতিহাসে পূর্বের বন্দীদশার জন্য এই সময়টি ছিল অত্যন্ত গোলযোগপূর্ণ এবং কঠিন সময়।

বিষয়বস্তু

হোশেয় পরিবার ও স্বভাব থেকে উপমা দিয়ে ইস্রায়েলের অবিশ্বস্ততার বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। ইস্রায়েল ছিল এই রকম: বিশৃঙ্খল স্ত্রী, উদাসীন মা, অবৈধ সন্তান, অকৃতজ্ঞ পুত্র, একগুঁয়ে বকনা বাছুর, নির্বোধ ঘুঘু, অতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আঙ্গুর গাছ এবং মরুভূমিতে উৎপন্ন হয়েছে এমন আঙ্গুর। তথাপি ইস্রায়েলের অবাধ্যতা এবং অবিশ্বস্ততা ঈশ্বরের পরিত্রাণের ভালবাসা থেকে সরে যাওয়া যথেষ্ট ছিল না যা মানুষের কল্পনা শক্তির বাইরে।

ভূমিকা

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য ও পটভূমি

হোশেয় পুস্তকের উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য ও পটভূমি একটির পর একটি যুক্ত হয়ে কাজ করেছে। এই সব খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পরে বাল-দেবতা বিষয়ক বিভিন্ন দিক এবং ভাববাদী হোশেয়ের চিন্তা ধারার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর পরবর্তী সময় নতুন আসিরিয়দের রাজা ৩য় তিগ্লৎ পিলেষরের (৭৪৫-৭২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) উত্থানের সাক্ষ্য রয়েছে। তিনি বিভিন্ন দক্ষ রাজাদের অনুসরণ করেছিলেন যারা একশত বছরের অধিক কাল ধরে সমগ্র প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের (পরবর্তী এতে মিসর অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল) উপর আসিরিয়া আধিপত্য বিস্তার করেছিল। বিশেষ করে ভাববাদী হোশেয়ের জীবন কালে পলেষ্টিয়া এবং এর আশেপাশের রাজ্যসমূহে আসিরিয়দের সৈন্যদের কমপক্ষে ছয় বার অপ্রতিরোধ্যভাবে হঠাৎ আক্রমণের ঘটনা হোশেয়ের কাছে ছিল প্রাসঙ্গিক বিষয়। বিজয় এবং নির্বাসন এই পুস্তকের অন্তর্গত সময়ের ফল ছিল অত্যন্ত ভীতিকর। বহু বছর ধরে ইস্রায়েলের উপরে ঝুলে থাকা ভয় (বিশেষ করে উত্তর রাজ্য) এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক বিপ্লব ও পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। ৩০ বছরের মধ্যে জাতির ছয় জন রাজা ষড়যন্ত্র এবং সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে তাদের সময় পার করেছিল। সখরিয় (৭৫৩ খ্রী.পূ.) মাত্র ছয় মাস ক্ষমতায় থাকার পর খুন হয়েছিলেন। অন্যায় ভাবে ক্ষমতা দখলকারী শল্লুম এক মাস পর গুপ্ত ঘাতক কর্তৃক খুন হন। এর পরবর্তী রাজা মনহেম (৭৫২-৭৪২ খ্রী.পূ.) তিগ্লৎ পিলেষরকে দুঃসহ কর প্রদান করার কারণে কোন রকমে প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তাঁর পুত্র পকহিয় (৭৪২-৭৪০ খ্রী.পূ.) মাত্র দুই বছর রাজত্ব করার পর সেনাপতি পেকহ (৭৪০-৭৩২ খ্রী.পূ.) তাঁকে হত্যা করে। পরবর্তী সময়ে পেকহ হোশেয় কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিল। আসিরিয়দের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ দক্ষিণ রাজ্যের ধ্বংস ডেকে নিয়ে এসেছিল (৭৩২-৭২২ খ্রী.পূ.)।

এই বিশৃঙ্খলতা পূর্ণ ৩০ বছর সময়ে অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ব্যর্থতা সর্বনাশা ঘটনার পুনরাবৃত্তির প্রমাণ করে। এই সময়ের ঘটনাগুলো হোশেয়ের মধ্যে প্রভাব ফেলে, যার প্রধান শ্রোতারা ছিল ইফ্রয়িম (ইস্রায়েলের উত্তর রাজ্য), যার কথা এই পুস্তকে ৩৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে। এই সময়ের ঘটনাগুলো যেভাবে হোশেয়কে প্রভাবিত করেছিল এতে ঠিক কোন সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বিষয় তার চিন্তার মধ্যে ছিল সেই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া খুব কঠিন। যদিও এখানে বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে, কিন্তু এখানে মতৈক্যের অভাব আছে। তবে বিস্তারিতভাবে বিষয়গুলো পাঠকদের উপলব্ধি করার অক্ষমতা ভাববাদীর বাণীকে নিষ্প্রভ করে নি। তিনি যে বিষয়টি অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা হল, ঈশ্বরের কাছে ইস্রায়েলের ফিরে আসার বিষয়টি দেখা।

হোশেয়ের প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল বাল-দেবতার পূজা– স্বধর্ম ত্যাগ, যা ইস্রায়েলের জন্য উভয় সঙ্কটের কারণ ছিল বলে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। অরাম বা সিরিয়ায় ও পলেষ্টিয়দের দেশে আবহাওয়া দেবতা হিসেবে বাল-দেবতার পূজা করা হত। এই দেবতা কৃষি ও উর্বরতা, বৃষ্টিপাত ও উৎপাদনশীলতাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাই বাল-দেবতার পূজা ছিল অপরিসীম। কোন কোন অঞ্চলে বিভিন্ন মন্দিরে বাল-দেবতা বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যেমন বাল-পিয়োর (৯:১০) এবং বাল-গাদ (যিহোশূয় ১১:

১৭)। আর এখান থেকেই কখনো কখনো বাল-দেবতাকে বহু বচন হিসেবেও দেখানো হয়েছে (বিচার ২:১১; ৩:৭; ৮:৩৩)। যদিও এখানে এই ধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু ভাববাদীর বাণীর মধ্যে বাল-দেবতার পূজা সম্পর্কিত প্রধান ধারণা পাওয়া যায়: মানবীয় যৌনতার প্রতি ধর্মের আবেদন (তুলনা করুন যিশাইয় ৫৭:৩-১০)। অপর দিকে এমন মাতলামি, পাশবিকতা, মানুষ বলি দেওয়া, অঙ্গ ছেদন করা এবং রক্ত সম্পর্কীয় ব্যক্তির সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা– এই পুস্তকে দেখা যায়। কিন্তু হোশেয় বুঝেছিলেন যে, যৌনতার প্রতি বাল-দেবতার পূজার আবেদন ধর্মীয় আচারে আনুষ্ঠানিকভাবে বেশ্যাবৃত্তির প্রবর্তন করেছে।

এক একটি অযিহূদী মন্দিরে এত ব্যাপক যৌন সংসর্গ খুব সম্ভবত অনুকরণপ্রবণ জাদুর মত কাজ করেছিল। এই সব মন্দিরে এই প্রত্যাশায় বাল-দেবতার উদ্দেশে যৌন সংসর্গ করা হত যেন উপাসনাকারীদের উৎপাদন করতে সক্ষম বীজ ও উত্তম শস্যের জন্য বৃষ্টি প্রদান করার ব্যাপারে দেবতা তাদের প্রতি মনোযোগ দেয়। এই যৌন সংসর্গ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বেশ্যাবৃত্তিকে স্থান করে দিয়েছিল (৪:১৪)। যখন কোন পূজারী বেশ্যাবৃত্তিকে বেছে নেয় সে পূজার সময় মিনতি করে বলে, "আমি মিনতি করে প্রার্থনা করছি যাতে বাল-দেবতা আপনাকে ও আমাকে অনুগ্রহ করে।" উপাসনার অংশ হিসেবে মন্দিরে খাওয়া-দাওয়া এবং মদ্যপান করা হত। হোশেয় তাঁর জ্ঞান দ্বারা যা বুঝেছিলেন তা ছিল খুব জোরালো। আর তা হল, ঈশ্বরের লোকেরা সদাপ্রভুর সঙ্গে অবশ্যই পুনর্মিলিত হবে। এই বিষয়ে ইস্রায়েলের অতীতকে মনে করিয়ে দেবার জন্য হোশেয় তাদের কাছে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইস্রায়েল জাতি বাল-দেবতার পূজা করার কাজে নিজেদেরকে ব্যাপৃত রেখেছিল। বাল-দেবতার পূজার দ্বারা তারা যে কেবল দশ আজ্ঞার প্রথম আদেশটি অমান্য করেছিল তা নয় (যাত্রা ২০:৩), কিন্তু এটি ছিল সেই ঘনিষ্ঠ এবং স্নেহময় সম্পর্কের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, যা ঈশ্বর তাঁর লোকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই জন্য মূর্তিপূজাকে আত্মিক ব্যভিচার রূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এটি সদাপ্রভু এবং ইস্রায়েলের মধ্যে বিবাহের চুক্তি অগ্রাহ্য করার মত (যাত্রা ৩৪:১১-১৬; লেবীয় ১৭:৭; ২০:৪-৬; দ্বি.বি. ৩১:১৬)। ভাববাদী অসন্তোষের বাণী দিয়ে সদাপ্রভুর আসন্ন শাস্তির ঘোষণা দেন, যা একগুঁয়ে স্ত্রীর চরম অকৃতজ্ঞতার জন্য জমা হয়ে আছে। সদাপ্রভু তাঁর লোকদের জন্য যে শাস্তি দিতে চান সেটিই চূড়ান্ত ছিল না। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন যেন তারা তাদের ব্যভিচারের সমস্ত কার্যকলাপ ত্যাগ করে এবং এমন একজনের কাছে ফিরে আসে যিনি তাদের প্রথমে ভালবেসেছিলেন এবং যা তাদের জন্য সবচেয়ে মঙ্গলজনক তা যথার্থভাবে তাদের প্রদান করতে সমর্থ।

মূল বিষয়বস্তু

১. হোশেয় বারবার পঞ্চপুস্তক থেকে উল্লেখ করেছেন, যা ঈশ্বরের সঙ্গে ইস্রায়েলের সম্পর্কের ভিত্তি (১:১০; ২:৯-১০, ১৮; ৪:৩; ৬:৭, ৯; ৭:১০; ৮:৪-৬; ৯:৬-১০, ১৪; ১০:৯-১০; ১১:১-৪, ৮; ১২:২-৫, ৯-১০, ১২-১৩; ১৩:৪-৬, ১৫)।

২. "আমি" উত্তম পুরুষ হিসেবে ঈশ্বরের এই উক্তি দিয়ে হোশেয় ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, যা

পুস্তকে প্রায় একশ বার উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. হোশেয়ের ব্যক্তিগত জীবন চরিত দিয়ে সদাপ্রভুর সহানুভূতির দৃষ্টান্ত প্রকাশ করা হয়েছে (১-৩)।

৪. বিচ্ছিন্ন অবস্থা বা নির্বাসন, যা ইস্রায়েলের উপরে নেমে আসছে, এর অর্থ হল পুনরুদ্ধার বা পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ (১:৬-৭; ২:১৪-২৩; ৩:১-৩; ৫:৬–৬:৩; ১১:৮-১১; ১২:৯)।

প্রধান বিষয়সমূহ

ভাববাদী হোশেয় ইস্রায়েলের উত্তরের রাজ্যে প্রায় ৪০ বছর সময় ধরে ঈশ্বরের বাক্য সেখানকার মানুষের কাছে তুলে ধরেন। ভাববাদী হোশেয়ের প্রচার যিহূদার ৪ জন রাজার (উষিয়-হিষ্কিয়) রাজত্বকাল এবং ইস্রায়েলের ৬ জন রাজার (সখরিয় - হোশেয়) রাজত্বকাল জুড়ে চলেছিল। হোশেয় উত্তরের আমোষ ভাববাদী এবং দক্ষিণের যিশাইয় ও মীখা ভাববাদীর সমসাময়িক ছিলেন। অন্য যে কোন ভাববাদীর চেয়ে হোশেয়ের ব্যক্তিগত জীবনের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রচারিত বার্তা অপেক্ষাকৃত বেশি প্রতিফলিত হয়। এক জন ব্যভিচারিণী স্ত্রী (গোমর) ও এক জন বিশ্বস্ত স্বামীর (হোশেয়) মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল জাতির আত্মিক ব্যভিচার উপস্থাপিত হয়েছে।

মূল শব্দসমূহঃ

বেশ্যাবৃত্তি, সেই দিন, ভালাবাসা, ঈশ্বর, হোশেয়, শেষের দিনগুলোতে, জ্ঞান, ব্যবস্থা, ফিরে আসা, অন্যায় (পাপ), আমি করবো, আমার কাছ থেকে, আমার (সদাপ্রভুর) বিরুদ্ধে, যিহূদা, ইস্রায়েল, ইফ্রয়িম।

পরিত্রাণের ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার

সদাপ্রভু ইস্রায়েলের যোয়াল নিজের উপরে নিয়েছেন এবং কখনো তাদের উপরে তা চাপিয়ে দেন নি। এমন কি উত্তরের রাজ্যের চরম অবিশ্বস্ততা সত্ত্বেও তিনি তাদের উপর কোন ভার চাপিয়ে দেন নি। ভয়ানক শাস্তি প্রদান করার মাধ্যমে তিনি ইস্রায়েলকে তার অবিশ্বস্ততা থেকে পরিষ্কৃত করবেন। সদাপ্রভুর দিকে উত্তর রাজ্যের ফিরে আসার ফলে লোকেরা নিশ্চয়ই দায়ূদের গৃহের দিকে ফিরবে (৩:৫), যা তারা পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ খ্রীষ্টের সময়ে করবে।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

পুস্তকের সামগ্রিক চিত্র হল ভবিষ্যদ্বাণী এবং পুস্তকের অধিকাংশই শেষ বিচারের ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা পূর্ণ হয়ে আছে, যেখানে পরিত্রাণ সম্পর্কে খুব অল্পই দৈববাণী করা হয়েছে। এর প্রধান সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রহসন বা বিদ্রূপ (এক্ষেত্রে তা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং তিক্ত)। কার্যত সমগ্র পুস্তকটি কাব্যিক ঢংয়ে সাজানো হয়েছে। সমগ্র পুস্তকের আইনগত এবং বিচারিক অভিযোগ ছিল এমনই যে, ঈশ্বর যেন তাঁর চুক্তির লোকদের বিরুদ্ধে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ উপস্থিত করছেন।

কবিতার সুস্পষ্টতা এবং অলংকারপূর্ণ ভাষা হল পুস্তকের আকর্ষণীয় বিষয়, উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় ঈশ্বরের লোকেরা হল অবাধ্য বাছুর বা বুনো আঙ্গুর। যদিও কেবল প্রথম তিনটি অধ্যায়ে ব্যর্থতা এবং হোশেয় ও গোমরের মধ্যে পুনঃস্থাপিত বিবাহ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু আইন-কানুনের রূপক উপমা হিসেবে অবিশ্বস্ত স্ত্রীর সম্পর্কে সমগ্র পুস্তকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। অভিযোগের বিশাল তালিকা যা ঈশ্বর ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে এনেছেন তা

ঈশ্বরের কৃত অভিযোগের রূপক অর্থে অব্যহতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বার বার ঘটে যাওয়া বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে:

(১) কাজের প্রকাশিত তালিকা এবং মনোভাব যা ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করেছিল;
(২) লোকেরা যারা ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করেছে, তারা তাঁর কাছ থেকে যা গ্রহণ করতে পারে বলে প্রত্যাশা করছে তার বর্ণনা, এবং,
(৩) সেই সমস্ত লোকদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা এবং অনুগ্রহের প্রমাণ বা সাক্ষ্য যা সেই সমস্ত লোকেরা পাওয়ার জন্য যোগ্য ছিল না।

ভাববাদী হোশেয়ের সময়কার মধ্য প্রাচ্য
৭৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

আসিরিয়া সাম্রাজ্যের কাছে শমরীয়ার পতনের সময় দশ বছর ধরে হোশেয় ইস্রায়েল এবং যিহূদার কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। উত্থান ঘটা এই প্রাচীন সাম্রাজ্য যারবিয়াম এবং অসরিয় রাজার রাজত্বের সময় থেকে প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবল প্রতাপের সঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর শেষে সাম্রাজ্যের ক্ষমতা হ্রাস পায়। আসিরিয়া অবশেষে ঊর থেকে আরারট এবং আরারট থেকে মিসর পর্যন্ত প্রায় সমগ্র মধ্য প্রাচ্য দখল করেছিল।

ভাববাদী হোশেয়ের সময়কার ইস্রায়েল ও যিহূদা রাজ্য
৭৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

ইস্রায়েল এবং যিহূদা রাজ্যে ঘোরতর রাজ-নৈতিক অস্থিরতার সময়ে ভাববাদী হোশেয় ভবিষ্যদ্বাণী ও পরিচর্যা-কাজ করেছিলেন। তাঁর প্রচারের প্রথম ভাগে ২য় যারবিয়ামের মাধ্যমে পুনঃজাগরণের সংক্ষিপ্ত সময়ের সাক্ষ্য দেন, যিনি ইস্রায়েলের পক্ষে সিরিয়ার পুণ্যবান লোককে বন্দী করেন। দুই দশকের মধ্যে যিহূদা ইস্রায়েল ও সিরিয়া আক্রমণ করে, কিন্তু আসিরিয়া পর্যায়ক্রমে ইস্রায়েল আক্রমণ করে এবং গালীল ও গিলিয়দ দখল করে। ৭২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে চূড়ান্তভাবে আসিরিয়া শমরীয়া দখল করে এবং ইস্রায়েলের অন্যান্য অঞ্চল দখল করে তা নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করে।

কেন হোশেয়কে এত গুরুত্বপূর্ণ ভাববাদী মনে করা হয়?

অন্য যে কোন ভাববাদীর চেয়ে হোশেয় তাঁর বার্তাকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সাথে আরও বেশি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করেছিলেন। তিনি এক জন স্ত্রীলোককে বিয়ে করেছিলেন ও জানতেন যে, পরবর্তীতে সে এক সময় তাঁর বিশ্বাস ভঙ্গ করবে। আর তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের নাম রাখার মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলের বিচার বিষয়ক বার্তা উপস্থাপন করেছিলেন। পারিবারিক জীবন থেকেই হোশেয়ের ভাববাদীক প্রচার শুরু হয়েছিল। আর এর ফলশ্রুতি হিসেবে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে ব্যক্ত অনুশোচনা, মুক্তি ও পুনরুদ্ধারের ঘটনাচক্র এবং এমনকি তাঁর বিয়েও (হোশেয় ১:২; ৩:১-৩) আমাদের জীবনের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়। আর সত্যিকারের মানুষের জীবনে লক্ষ্যণীয় এই অনুক্রমটি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে, বাস্তব জীবনের সাথে কোন সম্পর্ক ছাড়াই বিমূর্ত বিবৃতির সংগ্রহ হিসেবে শাস্ত্রের অবস্থান অনেক দূরে। কিন্তু বিষয়টি তা নয়, বরং ওগুলো তাদের মত করে আমাদের প্রতিদিনের জীবনে কাজ করে যায় এবং যে বিষয়গুলো আমাদের কাজ ও সম্পর্ককে প্রভাবিত করে, সেগুলোর উপর মন্তব্য তুলে ধরে।

ভূমিকা

পুস্তকটির সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয়ঃ
বিচার ও পুনরুদ্ধারের পাঁচটি চক্রের চারপাশে সুবিন্যস্ত ভাববাদী হোশেয়ের পুস্তকটি এর স্বচ্ছ বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি ঘটায় এভাবেঃ যদিও ঈশ্বর পাপের শাস্তি দেবেন, কিন্তু তিনি সব সময় তাঁর লোকদেরকে নিজের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। যদিও ইস্রায়েল জাতি তাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের দেয়া দিক-নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে নিজেদের বিষয়ে বেশি আগ্রহ বোধ করে, তারপরও ইস্রায়েলের প্রতি তাঁর ভালবাসা স্বচ্ছ আলোর মত যা তাদের প্রতিমাপূজা ও অন্যায়ের আধারের মাঝেও প্রতিফলিত হবে (হোশেয় ১৪:৪)।

পুরো পুস্তকটা জুড়ে ভাববাদী হোশেয় ঐ সব লোকদেরকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন, যারা সদাপ্রভুর কাছ থেকে সরে গিয়ে, অন্য দেব-দেবতাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল (হোশেয় ৪:১২-১৩)। প্রতিমাপূজার প্রতি তাদের ঝোঁকের দ্বারা বোঝানো হয়েছিল যে, ইস্রায়েলীয়রা এমনভাবে জীবন কাটাচ্ছিল যেন তারা ঈশ্বরের লোক নয়। আর যদিও ঈশ্বর সেই কথা ভাববাদী হোশেয়ের তৃতীয় সন্তান লো-অম্মির জন্মের মধ্য দিয়ে তাদেরকে বলেছিলেন। তবে চূড়ান্ত ও ব্যক্তিগত সম্বোধন "আমার ছেলে" ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁর একগুঁয়ে লোকদেরকে বর্ণনা করে, তিনি তাদেরকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি অবশেষে তাদের সাথে তাঁর সম্পর্ককে আবারও পুনরুদ্ধার করবেন (হোশেয় ১:৯-১০; ১১:১)।

প্রধান পদঃ "পরে সদাপ্রভু আমাকে বললেন, তুমি পুনরায় গিয়ে প্রেমিকের প্রিয়া অথচ ব্যভিচারিণী এক জন স্ত্রীকে প্রেম কর; যেমন সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানদেরকে প্রেম করেন, যদিও তারা অন্য দেবতাদের প্রতি ফিরে থাকে এবং আঙ্গুরের পিঠা প্রেম করে" (৩:১)।

প্রধান প্রধান লোকঃ হোশেয়, গোমর ও তাঁর ছেলেমেয়েরা।

প্রধান প্রধান স্থানঃ উত্তরের রাজ্য ইস্রায়েল, শমরীয়া, ইফ্রয়িম।

পুস্তকটির রূপরেখাঃ

১) হোশেয়ের ছেলেমেয়েদের নামের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলকে বাতিল ঘোষণা করা (১:১-৯ পদ)।

২) ইস্রায়েলের শাস্তি ও পুনঃস্থাপনের শপথ (১:১০–২:২৩ পদ)।

৩) হোশেয়ের স্ত্রীর মুক্তি হল ইস্রায়েলের ফিরে আসবার ছবি (৩ অধ্যায়)।

৪) ঈশ্বরের লোকদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের অভিযোগ (৪–১০ অধ্যায়)।

৫) ঈশ্বরের ক্রোধের মধ্যেও তাঁর দয়া (১১–১৩ অধ্যায়)।

৬) মন পরিবর্তন করে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করবার জন্য ইস্রায়েলদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ করা (১৪ অধ্যায়)।

হোশেয় পুস্তকের চার্ট

হোশেয় ইস্রায়েলে (উত্তরের রাজ্য) ৭৫৩-৭১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ভাববাদী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

সেই সময়কার অবস্থা	ইস্রায়েলের শেষ ছয় রাজা ছিলেন বিশেষভাবে মন্দ প্রকৃতির; তারা ভারী কর বা খাজনা বসিয়েছিল, গরীবদের উপর নিপীড়ন করতো, মূর্তি পূজা করতো এবং ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করাকে সমর্থন করতো। ইস্রায়েল সেই সময় আসিরিয়দের অধীনে ছিল এবং তাদেরকে কর দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। এতে তাদের অবশিষ্ট সম্পদসমূহ শেষ হয়ে গিয়েছিল।
মূল বার্তা	ইস্রায়েলের লোকেরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছিল, যেভাবে একজন ব্যভিচারিণী মহিলা তার স্বামীর বিরুদ্ধে পাপ করে। ঈশ্বরকে এবং স্বদেশীদেরকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করার জন্য যারা জীবিত ছিল তাদের উপর বিচারদন্ড নেমে আসা নিশ্চিত ছিল। ৭২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইস্রায়েল আসিরিয়দের কাছে পতিত হয়ে তাদের অধীনতা স্বীকার করেছিল।
বার্তার গুরুত্ব	যখন আমরা পাপ করি তখন ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক বিচ্ছেদ করি এবং তাঁর প্রতি আমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করি। আমাদের সবাইকে পাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে জবাব দিতে হবে, কিন্তু যারা ঈশ্বরের ক্ষমার খোঁজ করে তাদেরকে অনন্ত বিচার থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।
সমসাময়িক ভাববাদীগণ	যোনা (৭৯৩-৭৫৩ খ্রীষ্টপূর্ব), আমোষ (৭৬০-৭৫০ খ্রীষ্টপূর্ব), মীখা (৭৪২-৬৮৭ খ্রীষ্টপূর্ব), যিশাইয় (৭৪০-৬৮১ খ্রীষ্টপূর্ব)

হোশেয় পুস্তকে বিচার এবং পরিত্রাণের চক্র

বিচার	১:২-৯; ২:২-১৩; ৪:১-৫:১৪; ৬:৪-১১:৭; ১১:১২-১৩:১৬
পরিত্রাণ/উদ্ধার	১:১০-২:১; ২:১৪-৩:৫; ৫:১৫-৬:৩; ১১:৮-১১; ১৪:১-৯

ঈশ্বর বিচার করার প্রতিজ্ঞা করেছেন, কিন্তু দয়া করারও প্রতিজ্ঞা করেছেন। এখানে আপনি দেখতে পারবেন হোশেয় পুস্তকে বিচারের বা পরিত্রাণের চক্র। বিচারের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো প্রতিনিয়ত ক্ষমার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ দ্বারা অনুসৃত।

আত্মিক অবিশ্বস্ততা

আত্মিক ব্যভিচার এবং শারীরিক ব্যভিচার অনেক ভাবে একই প্রকৃতির এবং উভয়ই বিপদজনক। ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রতি হতাশ হয়েছিলেন কারণ তারা তাঁর বিরুদ্ধে আত্মিক ব্যভিচার করেছিল, যেভাবে হোশেয়ের বিরুদ্ধে গোমর দৈহিকভাবে ব্যভিচার করেছিল।

সমান্তরাল	বিপদ
আত্মিক ব্যভিচার এবং শারীরিক ব্যভিচার উভয়ই ঈশ্বরের আইনের বিরুদ্ধে।	যখন আমরা কি করছি তা পুরোপুরি জেনে শুনেই ঈশ্বরের আইন ভঙ্গ করি, তখন আমাদের হৃদয় পাপের বিষয়ে কঠিন হয়ে যায় এবং ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়।
আত্মিক ব্যভিচার এবং দৈহিক ব্যভিচার উভয়ই হতাশা এবং অতৃপ্তির মধ্য দিয়ে শুরু হয়– বিদ্যমান সম্পর্কে বাস্তবে অথবা চিন্তায়।	ঈশ্বর হতাশ করে, এই অনুভূতি আপনাকে তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারে। হতাশা এবং অতৃপ্তির অনুভূতি হচ্ছে স্বাভাবিক এবং যখন তা সহ্য করা হয় তখন তা চলে যাবে।
আত্মিক ব্যভিচার এবং শারীরিক ব্যভিচার উভয়ই শুরু হয় যখন একে অন্যের প্রতি নিবেদনের কোন বিষয় আমাদের মধ্য থেকে চলে যায়।	ভালবাসা থেকে আমাদের বিমুখ হওয়া হচ্ছে আমাদের অন্ধ করার প্রথম ধাপ যা আমাদেরকে পাপের দিকে নিয়ে যায়।
আত্মিক ব্যভিচার এবং দৈহিক ব্যভিচার উভয়ই অবনতির মধ্য দিয়ে যায়। এটি সাধারণত ঝোঁকের বশে কোন সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে হয় না।	প্রক্রিয়াটি বিপদজনক কারণ আপনি সবসময় এটি অনুধাবন করতে পারবেন না যতক্ষণ না অনেক দেরী হয়ে যায়।
আত্মিক ব্যভিচার এবং দৈহিক ব্যভিচার উভয়ই এই কল্পনা তৈরি করে যে, নতুন যে ভালবাসার জিনিস তা আপনার জন্য কি করতে পারে।	নতুন সম্পর্ক কি করতে পারে সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের কল্পনা অবাস্তব প্রত্যাশার জন্ম দেয় এবং বিদ্যমান এবং ভবিষ্যত সম্পর্কের ক্ষেত্রে শুধুই হতাশার দিকে নিয়ে যায়।

ভাববাদী হোশেয়ের স্ত্রী 'গোমর'

গোমর নামের অর্থ, সম্পূর্ণ, নিঃশেষিত। সে দিব্লায়িমের কন্যা, ভাববাদী হোশেয়ের স্ত্রী (হোশেয় ১:৩)। গোমর এমন একটি যুবতী মেয়ে ছিল যে সেই সময়ে কুখ্যাত ছিল। আমরা জানি না ভাববাদী হোশেয়ের সময়ে সে ইতিমধ্যেই একজন বেশ্যা ছিল নাকি একজন সুন্দরী যৌবনবতী কন্যা ছিল যার ঘরে মন বসতো না। তবে সে একজন দীর্ঘ সময়ের সম্পর্ক স্থাপনকারী মেয়ে হিসাবে অর্থাৎ বিয়ের কণে হিসাবে ঘর-সংসারের জন্য বিপদজনক ছিল। ভাববাদী হোশেয় যখন বেশ্যা হিসাবে তার সঙ্গে মিলিত হবার পরিবর্তে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল সে তখন খুবই বিস্মিত হয়েছিল। সেই সময়ে সংস্কৃতির ঐতিহ্য অনুসারে তার পিতা দিব্লায়িম ও হোশেয় এই বিয়ের ব্যবস্থা পাকাপাকি করেছিলেন, গোমরের কোন মতামত না নিয়েই। তার পিতা হয়তো তার কাঁধ থেকে ঝেরে ফেলে দিয়ে দুর্নাম থেকে বাঁচার জন্য উৎগ্রীব ছিল।

হোশেয় গোমরকে ভালবেসেছিলেন। খুব সম্ভবত গোমরের মন তার স্বামীর প্রতি দোটানায় ভরা ছিল। দৃশ্যত বিয়ের পর গোমরের জীবনে কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল কিন্তু তবুও সেটা বিশৃঙ্খল ছিল। সে তিনবার সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিল এবং দুই ছেলে ও এক মেয়ের জন্ম দিয়েছিল। হোশেয় নিশ্চিত ছিলেন না যে, এই সন্তান তাঁর নাকি অন্য পুরুষের কিন্তু তিনি তাঁর বলেই দাবী করেছিলেন ও তাদের নামকরণ ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারেই হয়েছিল।

ইস্রায়েল সম্বন্ধে ঈশ্বরের ঘোষণা ছিল হোশেয়ের বিবাহিত জীবনে গোমরের অবিশ্বস্ততার ছবি। তাদের তৃতীয় সন্তানের জন্মের কিছু সময় পর, গোমর আবারও বেশ্যার জীবনে ফিরে যায়। হোশেয় আবারও তাকে সেখান থেকে ক্রয় করে ফিরিয়ে আনেন। ভাববাদী তাকে বিশ্বস্ত থাকার জন্য অনুরোধ করেন।

গোমর এসব সত্ত্বেও কি অনুভব করেছিল? ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে ভাববাদী হোশেয় কিভাবে প্রকাশ করেছিলেন যে, সে আবারও অবিশ্বস্ত হবে? হোশেয়ের আত্ম-উৎসর্গমূলক বিশ্বস্ততার বিপরীতে গোমর কিভাবে সাড়া দিয়েছিল? এসব কথা আমাদের কাছে প্রকাশ করা হয় নি। হোশেয় যখন তাকে মুক্ত করলেন, তারপর আর তার কথা উল্লেখ করা হয় নি। এই পুস্তকের শেষ বারের মত তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে নীরব আশার বাণী দিয়ে। যদি সে হোশেয়ের ভালবাসার প্রতি সাড়া দেয় তবে তাদের বিবাহিত জীবন আবার একত্রে গড়া হবে।

সম্ভবত গোমরের সেদিন যে অনুভূতি ছিল আজ আমাদের অনুভূতিও সেই রকম। আমরাও যখন ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ত হয়ে পরি, ঈশ্বর তখনও আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসায় অটল থাকেন ও বিশ্বস্ত থাকেন। গোমরের অবিশ্বস্ততা সত্ত্বেও যেমন তাকে ভালবেসে মুক্ত করা হয়েছিল আজও ঈশ্বর আমাদের মত পাপী মানুষকে ভালবেসে কাছে ডেকে নেন ও তাঁর

পুত্রের রক্তে আমাদের মুক্ত করেন।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- যদিও অতীতে তার জীবনে অনেক লজ্জাপূর্ণ কাজ ছিল কিন্তু তার স্বামীর আত্ম-উৎসর্গমূলক কাজের জন্য ভবিষ্যতে বিশ্বস্ত জীবনের আশা আছে।

তাঁর জীবনে যে সব ভুল দেখা যায়:

- যদিও সে মা হয়েছিল তবুও একটি বাছ-বিচারহীন জীবন-ধারা তার মধ্যে গঠিত হয়েছিল এবং সেই কারণে সে মা হিসাবে তার দায়িত্ব পালন করতে পারে নি।
- সে বেশ্যার দাসত্বের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছিল।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- অবিশ্বস্ততা আমাদের সততার জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে কিন্তু আমাদের ব্যর্থতা সত্ত্বেও আমাদেরকে ভালবাসতে অন্যকে থামাতে পারে না।
- যদিও আমরা আমাদের শক্তি ও সামর্থ জানি ও আমাদের স্বভাব পাপের দিকে বাঁকানো দেখতে পাই তবুও ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের প্রতি উন্মুক্ত রয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** ইস্রায়েলে
- **কাজ:** স্ত্রী, বেশ্যা
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: দিব্লায়িম, স্বামী: হোশেয়, ছেলে: যিষ্রিয়েল, লো-অম্মি, মেয়ে: লো-রুহামা

মূল পদ: "সদাপ্রভু যখন প্রথমে হোশেয়ের সঙ্গে কথা বলেন, তখন সদাপ্রভু হোশেয়কে বললেন, তুমি যাও, ব্যভিচারী স্ত্রী ও ব্যভিচারের সন্তানদের গ্রহণ কর, কেননা এই দেশ সদাপ্রভুর কাছ থেকে সরে যাওয়ায় ভয়ানক ব্যভিচার করছে" (হোশেয় ১:২)।

গোমরের কথা হোশেয় ১:১-৩:৫ পদে উল্লেখ করা হয়েছে।

হোশেয় : বিশ্বস্ততা ও অবিশ্বস্ততার প্রতীক

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">ব্যক্তিগত</td><td colspan="3">জাতিগত</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">অবিশ্বস্ত সঙ্গীনীর কষ্টভোগ</td><td colspan="3">অবিশ্বস্ত লোকদের দুর্ভোগ</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">⇒ বিয়ে
⇒ ছেলেমেয়ে
⇒ বিচ্ছেদ
⇒ পুনর্মিলন

অধ্যায়: ১-৩</td><td colspan="3">♦ ঈশ্বরের বাক্যের ধারাবাহিক ঘোষণা লোকদের পাপ এবং ঈশ্বরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
♦ স্ত্রীর অবিশ্বস্ততা সত্ত্বেও তার প্রতি
♦ ভাববাদী হোশেয়ের বিশ্বস্ত থাকার মত করে উপস্থাপিত বার্তার ধরণ

অধ্যায়: ৪-১৪</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">অবিশ্বস্ত স্ত্রী ও বিশ্বস্ত স্বামী</td><td colspan="3">অবিশ্বস্ত জাতি ও বিশ্বস্ত ঈশ্বর</td></tr>
<tr><td></td><td>ঈশ্বর: “তুমি গিয়ে এক জন ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোককে বিয়ে কর এবং তার ব্যভিচারের সন্তানদেরকে গ্রহণ কর।” (হোশেয় ১:২)</td><td>ঈশ্বর: “যদিও তোমার স্ত্রী অন্য লোকের সাথে ব্যভিচার করছে, তবুও তুমি গিয়ে তাকে আবার ভালবাস।” (হোশেয় ৩:১)</td><td>জাতি অপরাধী, কিন্তু ঈশ্বর পবিত্র।</td><td>জাতির বিচারের প্রয়োজন এবং ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ।</td><td>জাতির আশা রয়েছে এবং ঈশ্বর স্নেহশীল।</td></tr>
<tr><td>বিষয়বস্তু</td><td colspan="5">ঈশ্বরের অবিশ্বস্ত লোকদের প্রতি তাঁর বিশ্বস্ত ভালবাসা</td></tr>
<tr><td>মূল পদগুলো</td><td colspan="5">হোশেয় ২:১৯-২০; ৩:১; ১১:১-১২</td></tr>
<tr><td>হোশেয় পুস্তকে খ্রীষ্ট</td><td colspan="5">মিসর থেকে ইস্রায়েল জাতির যাত্রা (হোশেয় ১১:১) বিষয়ক হোশেয়ের বিবরণে উল্লেখিত মিশরে লুকানো সেই সন্তান হিসেবে খ্রীষ্টকে “ডাকা হচ্ছে”– এই বিষয়ে আরও দেখুন মথি ২:১৫ পদ। ভাববাদী হোশেয়ের দ্বারা গোমরকে ব্যভিচারের দায় থেকে মুক্ত করার মধ্য দিয়ে, খ্রীষ্টকে পাপী মানবজাতির স্নেহশীল ও বিশ্বস্ত মুক্তিদাতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।</td></tr>
</table>

পবিত্র বাইবেলের গুরুত্বপূর্ণ ও অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ভাববাদীরা কারা?

পবিত্র বাইবেলের গুরুত্বপূর্ণ ও অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ভাববাদী কথাটি এমন একটি সহজ উপায়কে নির্দেশ করে, যার দ্বারা পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের পুস্তকগুলোকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। আর সেই অনুসারে, গুরুত্বপূর্ণ ভাববাদীরা হলেন– যিশাইয়, যিরমিয়, যিহিষ্কেল, ও দানিয়েল। অন্য দিকে, অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ভাববাদীরা হলেন– হোশেয়, যোয়েল, আমোষ, ওবদিয়, যোনা, মীখা, নহূম, হবক্কূক, সফনিয়, হগয়, সখরিয় ও মালাখি। তবে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ভাববাদীদেরকে কখনো কখনো 'বারোজন' বলেও ডাকা হয়।

আর এই গুরুত্বপূর্ণ ভাববাদীদেরকে "গুরুত্বপূর্ণ" বলার কারণ হলো তাদের পুস্তকগুলো বড় হয়ে থাকে, ওগুলোতে লেখার পরিসর থাকে অনেক বেশি এবং কখনো কখনো পরোক্ষভাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। অন্য দিকে, কম গুরুত্বপূর্ণ ভাববাদীদেরকে "কম গুরুত্বপূর্ণ" বলার কারণ হলো তাদের পুস্তকগুলো ছোট হয়ে থাকে (যদিও হোশেয় ও সখরিয় পুস্তক দুইটি দানিয়েলের পুস্তকটির মতই বড়) এবং লেখাগুলো থাকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে। তবে কম গুরুত্বপূর্ণ কথাটির দ্বারা এটি বোঝায় না যে, তারা আত্মিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভাববাদীদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম অনুপ্রাণিত হয়েছেন। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ভাববাদীদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাববাদীদের কাছে বেশি প্রকাশ করার বিষয়ে ঈশ্বরের পছন্দনীয়তার সাধারণ একটি দিক।

খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের পাঠের জন্য যে পবিত্র বাইবেল, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও কম গুরুত্বপূর্ণ– এই দুই ধরণের ভাববাদীদের পুস্তকগুলোই সব চেয়ে কম জনপ্রিয়। সংগৃহীত ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রায়ই ব্যবহৃত অস্বাভাবিক ভাববাদীয় ভাষা ও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এমন অপরিবর্তনীয় সতর্কতা এবং দোষারোপের বিষয়গুলো সবার বোধগম্য। তবে যাহোক না কেন, এখনও গুরুত্বপূর্ণ ও অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ভাববাদীদের পুস্তকগুলোতে এখনও পাঠ করার মত অনেক মূল্যবান বিষয় রয়েছে। আমরা যিশাইয় ও মীখার পুস্তকে খ্রীষ্টের জন্মের বিষয় পাঠ করি। আমরা যিশাইয়ের পুস্তকটিতে খ্রীষ্টের আত্মত্যাগমূলক প্রায়শ্চিত্তের বিষয়ে শিক্ষা লাভ করি। আমরা যিহিষ্কেল, দানিয়েল ও সখরিয়ের পুস্তকে খ্রীষ্টের ফিরে আসার কথা দেখতে পাই। সব গুরুত্বপূর্ণ ও অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ভাববাদীদের পুস্তকগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের পবিত্রতা, ক্রোধ, অনুগ্রহ ও দয়ার কথা জানতে পারি– এই কারণে ওগুলো আমাদের মনযোগ ও পাঠের সব চেয়ে মূল্যবান বিষয়।

অধ্যায় হিসাবে হোশেয়ের পুস্তক					
মূল বিষয়	বেশ্যাবৃত্তি ও ভাববাদী হোশেয়ের সময়ের প্রত্যাশা				
পুস্তকটির অধ্যায় ভিত্তিক অংশগুলো	গোমরের নৈতিকতা বিষয়ক পাপ ১-৩	ইস্রায়েল জাতির পাপ ৪-৬	ইস্রায়েলের বিশ্বব্যপী পাপ ৭-৮	ইস্রায়েলকে ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা ৯-১১	ইস্রায়েলের নতুনীকরণের প্রতিজ্ঞা ১২-১৪
বিষয়	দৈহিক ব্যভিচার	আত্মিক পাপ			
	ব্যক্তিগত দুঃখভোগ	জাতিগত পাপ			
অবস্থান	ইস্রায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য				
সময়কাল	প্রায় ৪৫ বছর (খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫৫-৭১০ সাল)				
লেখক	ভাববাদী হোশেয়				

গোমর ও হোশেয় থেকে যে বার্তা পাওয়া যায়		
হোশেয়ের বিয়ে	হোশেয়ের বার্তা	
গোমরের অবিশ্বস্ততা গোমরের আত্মসংযম গোমরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা	অবিশ্বস্ততা 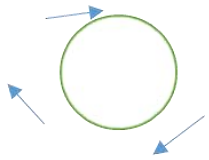 পুনঃপ্রতিষ্ঠা আত্মসংযম	চূড়ান্ত পুনঃপ্রতিষ্ঠা
অধ্যায়: ১-৩	অধ্যায়: ৪-১৩	অধ্যায়: ১৪

ভাববাদী হোশেয় পুস্তকের মজার তথ্যাবলী

হোশেয় নামের অর্থ: "পরিত্রাণ"
লেখক: হোশেয়
পুস্তকটি লেখার সময়কাল: রাজা হিষ্কিয়ের রাজত্বকালের প্রাথমিক অবস্থায়
পবিত্র বাইবেলে পুস্তকটির অবস্থান:

- পবিত্র বাইবেলের ২৮তম পুস্তক
- পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের ২৮তম পুস্তক
- ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক ১৭টি পুস্তকের মধ্যে ৬ষ্ঠ (যিশাইয়-মালাখি)
- অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ১২ জন ভাববাদীদের মধ্যে ১ম (হোশেয়-মালাখি)
- পুস্তকটির পরে পবিত্র বাইবেলে আরও ৩৮টি পুস্তক রয়েছে

পুস্তকটির মোট অধ্যায় সংখ্যা: ১৪টি
পুস্তকটির মোট পদ সংখ্যা: ১৯৭টি
পুস্তকটির মোট শব্দ সংখ্যা: ৫,১৭৫টি
হোশেয়ের পুস্তকটির বিষয়ে পর্যবেক্ষণ:

- ভাববাদী হোশেয় ইস্রায়েলের অর্থাৎ উত্তর দিকের রাজ্যে প্রচার কাজ করেন।
- ইফ্রয়িম উত্তর দিকের রাজ্যের সবচেয়ে বড় বংশ– তবে কখনো কখনো এটিকে ইফ্রয়িম রাজ্যও বলা হয়ে থাকে।
- খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ৭৫৫-৭১০ সাল পর্যন্ত সব মিলিয়ে ভাববাদী হোশেয়ের পরিচর্যার জীবনের সময়কাল ছিল প্রায় ৪৫ বছর।
- 'হোশেয়' পুস্তকটি হোশেয়ের ভাববাদীক প্রচারের প্রায় ৪০ বছর সময়কালকে তুলে ধরে।

ভাববাদী হোশেয়ের প্রচারের বিস্তৃতি ঘটেছিল:

- যিহূদার চার রাজার রাজত্বকালে (উষিয়-হিষ্কিয়)।
- ইস্রায়েলের ছয় রাজার রাজত্বকালে (সখরিয় - হোশেয়)।

ভাববাদী হোশেয় ছিলেন:

- বেরির ছেলে (হোশেয় ১:১)
- গোমরের স্বামী (হোশেয় ১:৩)
- ভাববাদী হোশেয়ের কথা পবিত্র বাইবেলের আর কোথাও উল্লেখ করা হয় নি।
- হোশেয়ের বয়স তাঁর সমসাময়িক ভাববাদী আমোষের চেয়ে কম ছিল।

হোশেয় দক্ষিণের রাজ্যের যে দুই জন ভাববাদীর সমসাময়িক ছিলেন, তাঁরা হলেন:
(১) ভাববাদী যিশাইয় ও (২) ভাববাদী মীখা

- **ভাববাদী হোশেয় ইস্রায়েলের পাপের বিষয়ে ১৫০টি বিবৃতি তুলে ধরেন। আর এই বিবৃতি-গুলোর অর্ধেকের বেশি প্রতিমাপূজার পাপ বিষয়ক।**
- **রূপক ও অসংখ্য উপমার ব্যবহারের মাধ্যমে ইস্রায়েলকে তিরস্কার করা হয়েছে: তাদের যে জন্য তিরস্কার করা হয়েছে–**

- মিথ্যা বলা - হত্যাকান্ড - অনান্তরিকতা
- অকৃতজ্ঞতা - প্রতিমাপূজা - উচ্চাকাঙ্খার জন্য

- **পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের যে কোন ভাববাদীর চেয়ে হোশেয়ের ব্যক্তিগত জীবন ও অভিঙ্গতার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর উপস্থাপিত বার্তায়।**
- ♦ এক জন ব্যভিচারী স্ত্রীলোক (গোমর) ও এক জন বিশ্বস্ত স্বামী (হোশেয়)।
- ♦ নিজের স্বামীকে রেখে গোমরের অন্য পুরুষের পিছনে ছুটে বেড়ায়– দৈহিক ব্যভিচার।
- ♦ ঈশ্বর রেখে ইস্রায়েলের অন্য দেব-দেবতাদের পিছনে ছুটে বেড়ান– আত্মিক ব্যভিচার।

ইস্রায়েলের কাছে চিহ্ন হিসেবে ঈশ্বর হোশেয় ও গোমরের তিন ছেলেমেয়ের নাম দিয়েছিলেন।

◊ যিষ্রিয়েল- "ঈশ্বর তাড়িয়ে দেন।"
◊ লো-রুহামা-"দয়ার পাত্র নয়।"
◊ লো-অম্মি- "আমার লোক নয়।"

হোশেয় পুস্তকটতে যে চারটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে:

◊ অধ্যায় ৪-৭– ঈশ্বর পবিত্র।
◊ অধ্যায় ৮-১০– ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ।
◊ অধ্যায় ১১-১৪–ঈশ্বর স্নেহপরায়ণ ও দয়ালু।

"জ্ঞানের অভাবে আমার লোকেরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।" হোশেয় ৪:৬

ভাববাদী হোশেয়ের পুস্তক ও এই যুগের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক

হোশেয় ১:১ পদ ভাববাদী তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পরিচর্যার সময় যে সব রাজারা শাসন করছিলেন তাঁদের চিহ্নিত করেছিলেন। প্রথম চারজন রাজা ছিলেন উষিয়, যোথাম, আহস ও হিষ্কিয়। তাঁরা ৭৯০ থেকে ৬৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলের যিহূদার উপর রাজত্ব করেছিলেন। এরপর দ্বিতীয় যারবিয়াম ৭৮২ থেকে ৭৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ইস্রায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য শাসন করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, হোশেয় খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর (৭৫৫-৭১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) মধ্য থেকে শেষ পর্যন্ত বাস করেছেন। তিনি যে ভাববাদী যিশাইয় ও মীখার সমসাময়িক ছিলেন তা বুঝতে পারা যায়।

হোশেয়া তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সতর্কবাণীর প্রথম অংশটি ছিল যেহূর কুলের দ্বিতীয় যারবিয়ামের বংশধরের বিষয়ে, যারা শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে (হোশেয় ১:৪; ২ রাজা ১৫:৮-১২)। যারবিয়ামের বংশধরদের বিরুদ্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী হোশেয়ের সন্তানদের জন্মের সঙ্গে জড়িত ছিল বলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, তিনি উত্তরের রাজ্যে অর্থাৎ ইস্রায়েলে বাস করতেন, যেখানে তাঁর সন্তানদের নাম সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে।

হোশেয় পুস্তক কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

অন্য যে কোন ভাববাদীর চেয়ে হোশেয় তাঁর বার্তাকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করেছেন। একজন ব্যভিচারীণী স্ত্রীলোককে বিয়ে করে তিনি জানতেন যে, শেষ পর্যন্ত সে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং তিনি তাঁর সন্তানদের এমন নাম রাখেন যার মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, ঈশ্বর ইস্রায়েলের উপর বিচারের বার্তা প্রেরণ করেছেন। হোশের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক শব্দগুলো তাঁর পরিবারের জীবন থেকে বেরিয়ে এসেছে। হোশেয়ের ভবিষ্যদ্বাণীতে অনুতাপ, মুক্তি ও পুনঃস্থাপনের একটি চক্র স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়, এমনকি তাঁর বিবাহও এই চক্রের মধ্যে আছে (হোশেয় ১:২; ৩:১-৩), যা আমাদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রয়েছে। এই চক্রটি প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনে নিজেকে যুক্ত করে, আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, পবিত্র শাস্ত্র বাস্তব জীবনের সাথে কোনও সম্পর্ক ছাড়া কোন বিমূর্ত বিবৃতি নয়। প্রকৃতপক্ষে তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত, আমাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ এবং সম্পর্ককে তা দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

এই পুস্তকে বড় ধারণাটি কি?

বিচার ও পুনঃস্থাপনের প্রায় পাঁচটি চক্রের কাঠামো, হোশেয়ের পুস্তকটি তার পুনরাবৃত্তিমূলক মূল বিষয়টি স্পষ্ট করে– যদিও ঈশ্বর পাপীদের উপর বিচার ও শস্তি নিয়ে আসবেন, তবুও তিনি সর্বদা তাঁর লোকদেরকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনবেন। ইস্রায়েলের প্রতি, এমন একটি জাতির প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে, যারা তাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের

নির্দেশের চেয়ে নিজেদের প্রতি বেশি আগ্রহী ছিল। তারা তাদের প্রতিমাপূজা এবং অন্যায়ের অন্ধকারের ডুবে গেলেও ঈশ্বরের ভালবাসা তাদের জন্য স্পষ্টভাবে জ্বলজ্বল করে (হোশেয় ১৪:৪)।

পুরো পুস্তক জুড়ে হোশেয় ইস্রায়েল জাতি সদাপ্রভুর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য দেবতাদের দিকে ফিরে যাওয়ার ছবি প্রকাশ করেছেন (৪:১২-৩; ৮:৫-৬)। প্রতিমাপূজার এই প্রবণতার অর্থ ছিল যে, তারা এমন ভাবে জীবন-যাপন করতো যেন ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের লোকই নয়। ঈশ্বর যদিও হোশেয়ের তৃতীয় সন্তান লো-আম্মির জন্মের মাধ্যমে তাদের যতটা বলেছিলেন, তিনি তাদের আরও মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করবেন। তিনি তাঁর বিপথগামী লোকদের (১:৯-১০; ১১:১) বর্ণনা করার জন্য এই পুস্তকে পারিবারিক অন্তরঙ্গ ও ব্যক্তিগত ভাষা ব্যবহার করেছেন।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করবো?

আপনি কি জানেন যে, ঈশ্বরের পরিত্রাণকারী শক্তি, যা এখন তাঁর পুত্র প্রভু যীশুর মাধ্যমে আমাদের দেওয়া হয়েছে তা আমরা ব্যবহার করতে পারি? যদি তাই হয়, ঈশ্বরের মুক্তিপ্রাপ্ত সন্তান হিসেবে, আপনি কি আপনার জীবনে যারা একসময় আপনার বিচারের অধীনে ছিল, তাদের "মুক্ত করেছেন" বা ক্ষমা প্রদান করেছেন? হোশেয় পুস্তকটি কেবল ঈশ্বরকে পিছনে ফেলে আসা লোকদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার উদাহরণই দেয় না, বরং এটি আমাদের দেখায় যে, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে ক্ষমা এবং পুনরুদ্ধার কেমন। হোশেয় পুস্তকটি ব্যাখ্যা করে যে, কেউ আমাদের ক্ষমার বাইরে নয় কারণ ঈশ্বরের ক্ষমা প্রার্থনার বাইরে কেউ বাস করে না। অবশ্যই, ঈশ্বর তাদের উপর বিচার নিয়ে আসেন যারা তাঁর কাছ থেকে ফিরে যায়, কিন্তু হোশেয়ের নিজের বিবাহের ঘটনার মধ্য দিয়ে দেখায় যে, পুনরুদ্ধারের শক্তিশালী কাজ আমাদের জীবনে ঈশ্বরভক্তি নিয়ে আসে, এবং যারা ঈশ্বরের অনুসন্ধান করে তাদের জন্য একটি উচ্চ ধারণা প্রকাশ করে। এর মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও তাঁর ভালবাসা প্রভু যীশুর মধ্য দিয়ে কিভাবে জগতের মধ্যে কাজ করছে।

হোশেয় : ১ অধ্যায়

১ [১] যিহূদার রাজা উষিয়, যোথম, আহস ও হিষ্কিয়ের সময়ে এবং যোয়াশের পুত্র
ইস্রায়েলের রাজা যারবিয়ামের সময়ে সদাপ্রভুর এই বাক্য বেরির পুত্র হোশেয়ের কাছে
উপস্থিত হল।

হোশেয়ের বিয়ে ও পরিবার

[২] সদাপ্রভু যখন প্রথমে হোশেয়ের সঙ্গে কথা বলেন, তখন সদাপ্রভু হোশেয়কে
বললেন, তুমি যাও, ব্যভিচারী স্ত্রী ও ব্যভিচারের সন্তানদের গ্রহণ কর, কেননা এই দেশ
সদাপ্রভুর কাছ থেকে সরে যাওয়ায় ভয়ানক ব্যভিচার করছে। [৩] তাতে তিনি গিয়ে
দিব্‌লায়িমের কন্যা গোমরকে গ্রহণ করলেন, আর সেই স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে তাঁর জন্য পুত্র
প্রসব করলো।

[৪] তখন সদাপ্রভু তাঁকে বললেন, তুমি ওর নাম যিষ্রিয়েল রাখ, কেননা অল্পদিন পরে
আমি যেহূর কুলকে যিষ্রিয়েলের রক্তপাতের ফল ভোগ করাব এবং ইস্রায়েল-কুলের রাজ্য
শেষ করবো। [৫] আর সেদিন আমি যিষ্রিয়েল-উপত্যকাতে ইস্রায়েলের ধনুক ভেঙ্গে ফেলব।

[১:১] দেখুন যিরি ১:২; [১:১] দেখুন ২ রাজা ১৪:২১; [১:১] দেখুন ১ বংশা ৩:১২; [১:১] দেখুন ১ বংশা ৩:১৩; [১:১] দেখুন ১ বংশা ৩:১৩; [১:১] যিশা ১:১; মীখা ১:১; [১:১] দেখুন ২ রাজা ১৩:১৩; [১:১] আমোষ ১:১; [১:২] দেখুন যিরি ৩:১; হোশেয় ২:২, ৫; ৩:১; [১:২] দ্বি:বি ৩১:১৬; যিরি ৩:১৪; যিহি ২৩:৩-২১; হোশেয় ৫:৩; [১:৩] পদ ৬; [১:৪] পদ ১১; দেখুন ১ শমূ ২৯:১; ১ রাজা ১৮:৪৫; ২ রাজা ১০:১-১৪; হোশেয় ২:২২; [১:৫] দেখুন যিহো ১৫:৫৬; দেখুন ১

১:১ সদাপ্রভুর বাক্য। যিরমিয় (১:২, ৪), যিহিস্কেল (১:৩), যোয়েল (১:১), যোনা (১:১; ৩:১), মীখা (১:১), সফনিয় (১:১), হগয় (১:১, ৩; ২:১, ১০, ২০), সখরিয় (১:১, ৭; ৯:১; ১২:১) এবং মালাখি (১:১), তাদের মত একই ভাবে ভাববাদীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হোশেয় নামের অর্থ "উদ্ধার"। *উষিয়।* রাজত্বকাল ৭৯২-৭৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ; তিনি অসরিয় নামেও পরিচিত (২ রাজা ১৪:২১ পদ দেখুন)। *যোথম।* ৯৬০-৯৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। *আহস।* ৭৩৫-৭১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। *হিষ্কিয়।* ৭২৯-৬৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। কেউ কেউ একই সময় রাজত্ব করেন, আহস এবং হিষ্কিয়ের শাসনকালও দীর্ঘ ছিল (যিশা ৩৬:১ পদ ও নোট দেখুন)। *যারবিয়াম।* রাজা দ্বিতীয় যারবিয়াম, ৭৯৩-৭৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। হোশেয় ছিলেন ভাববাদী যিশাইয়, ভাববাদী আমোষ এবং ভাববাদী মীখার সমসাময়িক। তাদের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম পদে একই রকম মিল দেখতে পাওয়া যায়।

১:২ ব্যভিচারী স্ত্রী গ্রহণ কর। দেখুন ভূমিকা: মূল বিষয়বস্তুসমূহ। *অবিশ্বস্ততা।* একটি মহা পাপ যা সদাপ্রভু ভাববাদী হোশেয়ের মাধ্যমে ইস্রায়েলকে অভিযুক্ত করেছেন (যাত্রা ৩৪:১৫ পদ ও নোট দেখুন)।

১:৩ গোমর। এই পুস্তকের বাইরে কোথাও এই নামের উল্লেখ নেই। *তাতে।* ৬ পদ এবং ৯ পদে এই শব্দটি বর্জন করার দ্বারা বুঝায় যে, গোমরের পরের দুই সন্তানের পিতা হোশেয় নন।

১:৪ যিষ্রিয়েল। এই শব্দের অর্থ হল "ঈশ্বর ছড়িয়ে আছেন," শাসনকারী রাজবংশের উপরে নেমে আসা শাস্তির কথা জোরালো ঘোষণা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে (১১ পদ দেখুন এবং নোট দেখুন; ২:২)। ২য় যারবিয়াম ছিলেন যেহূর রাজবংশ (৮৪১-৮১৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। যা আহাবের পুত্র যোরামকে হত্যার মাধ্যমে যিষ্রিয়েলে স্থাপিত হয়েছিল (২ রাজা ৯:১৪-২৯; এছাড়া দেখুন ১ রাজা ১৯:১৬-১৭ পদ ও নোট)। যেহূর রাজবংশের সমাপ্তি ঘটে ৭৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সখরিয়ের হত্যার মাধ্যমে (২ রাজা ১৫:৮-১০)।

১:৫ ইস্রায়েলের ধনুক। দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ

৬ পরে সেই স্ত্রী পুনর্বার গর্ভধারণ করে কন্যা প্রসব করলো; তাতে সদাপ্রভু হোশেয়কে
বললেন, তুমি তার নাম লো-রুহামা [অনুকম্পিতা নয়] রাখ, কেননা আমি ইস্রায়েল-কুলের
প্রতি আর অনুকম্পা করবো না, কোনক্রমে তাদের পাপ ক্ষমা করবো না। ৭ কিন্তু যিহূদা-
কুলের প্রতি অনুকম্পা করবো এবং তাদেরকে তাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু পরিত্রাণ করবেন; ধনুক
বা খড়্গ বা যুদ্ধ বা ঘোড়া বা ঘোড়সওয়ার দ্বারা পরিত্রাণ করবো না।
৮ পরে সে লো-রুহামাকে স্তন্যপান ত্যাগ করিয়ে গর্ভবতী হল এবং একটি পুত্র প্রসব
করলো। ৯ তখন সদাপ্রভু বললেন, তুমি তার নাম লো-অম্মি [আমার লোক নয়] রাখ;
কেননা তোমরা আমার লোক নও এবং আমিও তোমাদের পক্ষ হব না।

ইস্রায়েলের পুনঃস্থাপন

১০ কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানদের সংখ্যা সমুদ্রের সেই বালুকণার মত হবে, যা পরিমাণ ও
গণনা করা যায় না। আর এই কথা যে স্থানে তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমরা আমার
লোক নও,' সেই স্থানে তাদেরকে বলা যাবে, 'জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান।' ১১ আর যিহূদার ও

শমূ ২৯:১; ২ রাজা ১৫:২৯; [১:৬] পদ ৩; [১:৬] পদ ৮; হোশেয় ২:২৩; [১:৬] হোশেয় ২:৪; [১:৭] দেখুন গীত ৪৪:৬; [১:৭] সখ ৪:৬; [১:৮] দেখুন পদ ৬; [১:৯] পদ ১০; দেখুন যিহি ১১:১৯-২০; ১পিতর ২:১০; [১:১০] দেখুন আদি ২২:১৭; দেখুন যিরি ৩৩:২২; [১:১০] দেখুন যিহো ৩:১০; দেখুন পদ ৯; হোশেয় ২:২৩; রোমীয় ৯:২৬; [১:১১] দেখুন

শমরীয়া অবরোধ করার পর তা দখলের মাধ্যমে ইস্রায়েলের সামরিক ক্ষমতা ৯২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় (২ রাজা ১৭:৫-৬ পদ দেখুন এবং নোট দেখুন)। *যিষ্রিয়েল উপত্যকা।* এটি মগিদ্দোর পূর্বে অবস্থিত। এটি পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার একমাত্র পথ ছিল, ইস্রায়েলের পথিকদের উত্তর থেকে দক্ষিণে যাওয়ার পথ ছিল এবং এই জন্য প্রাচীনকালে এটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র।

১:৬ লো-রুহামা। এই নাম ভালবাসার বিপরীত অবস্থাকে উপস্থাপন করে (অনুকম্পা) যা ঈশ্বর অতীতে ইস্রায়েলের প্রতি প্রদর্শন করেছিলেন (দেখুন যাত্রা ৩৩:১৯; দ্বি.বি. ৭:৬-৮ পদ ও নোট)। কিন্তু পরবর্তী সময় যা আবার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে (২:২৩ পদ দেখুন)।

১:৭ কিন্তু। ১০ পদ ও নোট দেখুন। *যিহূদা ... আমি উদ্ধার করবো।* ঈশ্বরের লোকেরা আসিরিয়দের কাছ থেকে সদাপ্রভুর দ্বারা ৭২২-৭২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবং পুনর্বার ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে উদ্ধার পায় (দেখুন ২ রাজা ১৯:৩২-৩৬)।

১:৯ লো-অম্মি। এই নাম সদাপ্রভু ও ইস্রায়েলের মধ্যে চুক্তির সম্পর্ক ভঙ্গ করার অর্থকে বোঝায় (যাত্রা ৬:৭; যিরমিয় ৭:২৩ পদ ও নোট দেখুন), যা পরবর্তী সময় পুনরায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে (১০; ২:১, ২৩; এই অংশের নোট দেখুন)। প্রথম সন্তান থেকে দ্বিতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে আরও কঠিন অবস্থা ঘটবে বলে সতর্কবাণী করা হয়েছে।

১:১০ দেখুন রোমীয় ৯:২৩; ১ পিতর ২:১০ পদে এর উল্লেখ রয়েছে (এই অংশের নোট দেখুন) এবং এটি অযিহূদীদের উদ্দেশে প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু শাস্তির ভীতি প্রদর্শন (৪-৬, ৯ পদ) কেবল মাত্র সাময়িক এবং আশীর্বাদের সময় চলে আসবে। *সমুদ্রের বালুকনা।* অব্রাহাম ও যাকোবের প্রতি যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল তা দেখুন (আদি ২২:১৭; ৩২:১২; তুলনা করুন যিরমিয় ৩৩:২২ পদ ও নোট; ইব্রীয় ১১:১২ পদ)। *জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান।* ব্যভিচারের সন্তানের সঙ্গে তুলনা করুন (২:৪; তুলনা করুন ১:২ পদ)। *জীবন্ত ঈশ্বর।* দেবতাদের সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে– কারণ তারা কেউ ঈশ্বর নয় (দ্বি.বি. ৩২:১৭ পদ দেখুন)।

হোশেয় : ১ অধ্যায়

ইস্রায়েলের লোকেরা একসঙ্গে সংগৃহীত হবে এবং নিজেদের উপর এক জন শাসনকর্তা নিযুক্ত করবে এবং সেই দেশ থেকে যাত্রা করবে; কেননা যিষ্রিয়েলের দিন মহৎ হবে।

যিশা ১১:১২, ১৩; [১:১১] যিরি ২৩:৫-৮; ৩০:৯; [১:১১] দেখুন যিহি ৩৭:১৫-২৮; [১:১১] দেখুন পদ ৪।

১:১১ একত্রে সংগৃহীত হবে। ইস্রায়েল এবং যিহূদা পুনরায় একটি জাতিতে পরিণত হবে। *সেই দেশ থেকে।* সম্ভবত যে দেশে তারা বন্দীদশায় ছিল (তুলনা করুন যাত্রা ১:১০ পদ)। অন্য আরেকটি ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মাটি থেকে বের হয়ে আসা চারা গাছের মত তাদের উত্থান ঘটবে। *যিষ্রিয়েল।* এখানে "ঈশ্বর ছড়িয়ে আছেন," এই কথা (৪ পদ দেখুন ও নোট দেখুন) বপন অথবা রোপন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, প্রথম সন্তানের নামের অর্থের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করেছে (২:২১-২৩ পদ দেখুন এবং নোট দেখুন)।

হোশেয় ১ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ ও প্রশ্নসমূহ

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়–

একটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলের দশটি বংশের লজ্জাজনক ব্যভিচারকে উপস্থাপন করা হয়েছে (হোশেয় ১:১-৭)। আর অযিহূদীদেরকে আহ্বান এবং মশীহের অধীনে ইস্রায়েল ও যিহূদিয়ার ঐক্যবদ্ধকরণকে তুলে ধরা হয়েছে (হোশেয় ১:৮-১১)। পুস্তকটিতে বেরির ছেলে হোশেয়ের কাছে উপস্থাপিত ভাববাণীর অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে এবং প্রতীকী কর্মকান্ডের দ্বারা এই অধ্যায়টি বিশেষত ইস্রায়েলের আত্মিকতার অবক্ষয়কে তুলে ধরা হয়েছে।

সার-সংক্ষেপঃ

হোশেয়কে গোমর নামে এক জন ব্যভিচারী স্ত্রীলোককে বিয়ে করতে বলা হয় যেন তিনি হোশেয়কে সন্তান উপহার দিতে পারেন। আর গোমরের গর্ভে তিন জন সন্তান জন্ম নেয়। তাদের দ্বারা ইস্রায়েলের উত্তরাংশের দশটি বংশের সমন্বয়ে গঠিত এমন তিনটি অংশকে নির্দেশ করা হয়েছে, যারা নির্বাসনে গিয়ে হারিয়ে যেতে বসেছে– তবে যিহূদা-বংশের লোকেরা এই নির্বাসন ও কষ্টভোগ থেকে সুনিশ্চিতভাবে অব্যহতি পায়। "গোমর" নামটির দ্বারা নির্বাসিত ইস্রায়েলীয়দের সাথে ঐ সব জাতিদের সংশ্লিষ্টতাকে নির্দেশ করা হয়েছে, যারা যেফতের ছেলে গোমরের তিন ছেলের বংশধর। গোমর ও হোশেয়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছিলেন– যিষ্রিয়েল ["যাঁকে ঈশ্বর বিচ্ছিন্ন করবেন"], লো-রুহামা ["যাঁর প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হয় নি"] এবং "লো-অম্মি" ["আমার লোক নয়"]।

এক্ষেত্রে ঈশ্বরের আশীর্বাদের দুইটি দিক রয়েছে: ১) এরা ছিলেন ইস্রায়েল দেশে বসবাসরত ঐ সব লোক, যাদের আচার-ব্যবহার শর্তসাপেক্ষ ছিল, এবং ২) এরা ছিলেন তারা, যারা শর্তাধীন নয়, এমন অগণিত ও শক্তিশালী লোকের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতি। আর ঐ আশীর্বাদ, যা নিঃশর্তভাবে পূর্ণ হয়েছিল, তা হারিয়ে যাওয়া দশটি বংশকে সুসভ্য ও

মানবিকভাবে সমৃদ্ধ হতে সক্ষম করে তুলেছিল। যিহূদার লোকেরা অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়েছিল বটে, তবে ক্ষমতার জোরে নয়। ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, এমন একটি সময় আসছে, যখন লো-অম্মিকে "জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান" বলে ডাকা হবে। তারা সংখ্যায় অগণিত হবে। তারা যিহূদার সাথে একত্রিত হয়ে ফিরে আসবে। যিষ্রিয়েল তাঁর নামের বিকল্প ব্যাখ্যা তুলে ধরবে কারণ সংগৃহীত হওয়ার দিক থেকে সেটি হবে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ সময়।

হোশেয় ১ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. হোশেয় কে ছিলেন? (হোশেয় ১:১)

২. কখন ঈশ্বর ভাববাদী হোশেয়ের সাথে কথা বলেছিলেন? (হোশেয় ১:১)

৩. এই পদগুলোর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর হোশেয়কে কি করতে বলেছিলেন? (হোশেয় ১:২; ২:১)

৪. ভাববাদী হোশেয়ের পরিবারের প্রতীকী অর্থ কি ছিল? (হোশেয় ১:২; ২:১)

পাপ, শাস্তি ও মুক্তি

২ [১] তোমরা নিজেদের ভাইদেরকে অম্মি [আমার লোক] ও নিজেদের বোনদেরকে রুহামা [অনুকম্পিতা] বল।

[২] তোমরা ঝগড়া কর, তোমাদের মায়ের সঙ্গে ঝগড়া কর, কেননা সে আমার স্ত্রী নয় এবং আমিও তার স্বামী নই; সে তার দৃষ্টি থেকে তার পতিতাবৃত্তি এবং তার স্তনযুগলের মধ্য থেকে তার ব্যভিচার দূর করুক। [৩] নতুবা আমি তাকে বিবস্ত্রা করবো, সে জন্মদিনে যেমন ছিল, তেমনি করে তাকে রাখবো এবং তাকে মরুভূমির সমান ও মরুভূমির মত করবো, তৃষ্ণা দ্বারা হত্যা করবো। [৪] আর তার সন্তানদেরকে অনুকম্পা করবো না, কারণ

[২:১] পদ ২৩; ১পিতর ২:১০; [২:২] পদ ৫; দেখুন যিশা ৫০:১; দেখুন হোশেয় ১:২; ৪:৫; [২:২] দেখুন যিশা ১:২১; দেখুন যিহি ২৩:৪৫; [২:৩] দেখুন যিহি ১৬:৩৭; [২:৩] যিহি ১৬:৪, ২২; [২:৩] যিশা ৩২:১৩-১৪; [২:৪] দেখুন যিহি ৮:১৮; হোশেয় ১:৬; [২:৪] হোশেয় ৫:৭;

২:১ আমার লোক ... আমার অনুকম্পিতা। ভাববাদী হোশেয়ের সন্তানদের নামের সঙ্গে নেতিবাচক (লো = নয়; ১:৬, ৯ পদ ও নোট দেখুন) যে অর্থ যুক্ত হয়েছিল তা বাদ দেওয়া হয়েছে।

২:২ ঈশ্বর হোশেয়ের সন্তানদের সঙ্গে গোমর ও ইস্রায়েলদের মধ্যে সাদৃশ্য সম্পর্কে কথা বলেছেন। *আমার স্ত্রী নয়।* অবিশ্বস্ততার জন্য বিবাহ ভেঙ্গে যায়, বিয়ে বিচ্ছেদ নয় কিন্তু পুনর্মিলনের জন্য আকাঙ্ক্ষী হল।

২:৩ সাধারণত একজন স্বামী তার স্ত্রীর ভরণ পোষণ দিয়ে থাকে, অর্থাৎ তার পোশাকেরও সংস্থান করে থাকে (দেখুন যাত্রা ২১:১০; যিহি ১৬:১০ পদ) এবং এখানে তার অবিশ্বস্ততা প্রকাশ পেয়েছে (দেখুন যিরমিয় ১৩:২৬; যিহি ১৬:৩৯ পদ)। *বিবস্ত্র।* ইস্রায়েলের মত, যখন

তারা ব্যভিচারের সন্তান। [৫] বাস্তবিক তাদের মা ব্যভিচার করেছে, তাদের গর্ভধারিণী লজ্জার কাজ করেছে; কেননা সে বলতো, আমি আমার প্রেমিকদের পিছনে পিছনে গমন করবো, তারাই আমাকে খাদ্য ও জল, মেষের লোম ও মসীনা, তেল ও পানীয় দ্রব্য দেয়। [৬] এজন্য দেখ, আমি কাঁটা দ্বারা তার পথ রোধ করবো ও তার চারদিকে প্রাচীর গাঁথব, তাতে সে তার পথের সন্ধান পাবে না। [৭] সে তার প্রেমিকদের পিছনে পিছনে দৌড়ে যাবে, কিন্তু তাদের নাগাল পাবে না; সে তাদের খোঁজ করবে, কিন্তু সন্ধান পাবে না। তখন সে বলবে, আমি ফিরে আমার প্রথম স্বামীর কাছে যাব; কেননা এখনকার চেয়ে তখন আমার পক্ষে মঙ্গল ছিল। [৮] সে তো বুঝত না যে, আমিই তাকে সেই শস্য, আঙ্গুর-রস ও তেল দিতাম এবং তার রূপা ও সোনার বৃদ্ধি করতাম– যা তারা বালদেবের জন্য ব্যবহার করেছে।

[৯] অতএব আমি শস্যের সময়ে আমার শস্য ও আঙ্গুর-রসের ঋতুতে আমার আঙ্গুর-রস ফিরিয়ে নেব এবং যা তার লজ্জা নিবারণ করতো, আমার সেই মেষের লোম ও মসীনা তুলে

[২:৫] দেখুন যিরি ৩:৬; দেখুন হোশেয় ১:২; [২:৫] যিরি ৪৪:১৭-১৮; [২:৬] দেখুন ইয়োব ৩:২৩; দেখুন ১৯:৮; দেখুন বিলাপ ৩:৯; [২:৭] হোশেয় ৫:১৩; [২:৭] দেখুন যিশা ৫৪:৫; [২:৭] যিরি ২:২; দেখুন ৩:১; [২:৭] দেখুন যিহি ১৬:৮; [২:৮] দেখুন যিশা ১:৩; [২:৮] দেখুন গণনা ১৮:১২; [২:৮] দেখুন দ্বি:বি ৮:১৮; [২:৮] পদ ১৩; যিহি ১৬:১৫-১৯; হোশেয় ৮:৪; [২:৯] হোশেয় ৮:৭; [২:৯] হোশেয় ৯:২;

সদাপ্রভু তাকে মিসরে দাসত্ব করা অবস্থায় খুঁজে পেয়েছিলেন এবং যখন তার কিছুই ছিল না (তুলনা করুন যিহি ১৬:৪-৮; নহূম ৩:৫)।

২:৪ ব্যভিচারের সন্তান। পদ ১:২ দেখুন ও নোট দেখুন। এই কথাটি "জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান" কথার সঙ্গে বৈসাদৃশ্য প্রকাশ করে (১:১০; তুলনা করুন ১১:১ পদ)।

২:৫ পিছন পিছনে গমন। হোশেয়ের স্ত্রী অন্য পুরুষদের দিকে ছুটে চলছিল (দেখুন পদ ১৩; যিরমিয় ৩:২; যিহি ১৬:৩৩-৩৪)। *প্রেমিকদের।* দেখুন পদ ৭, ১০। এটি কনানীয় দেবতাদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে (বাল-দেবতা), সাধারণত যাদের পূজা করা হত উর্বর কৃষি জমি পাওয়ার আশায় (যাত্রা ৩৪:১৫ পদ ও নোট দেখুন)। *তারাই আমাকে আমার খাদ্য ও পানীয় দেয়।* ইউগেরিটিক টেক্সট বলে যে, শস্য এবং বৃষ্টি বাল-দেবতা দেয়। *ভেড়ার লোম ... মসীনা ... তেল ... পানীয় দ্রব্য।* ইস্রায়েল দেশের কৃষিজাত পণ্য। ইস্রায়েল তার আশীর্বাদের প্রকৃত উৎস সম্পর্কে জানে না।

২:৬ আমি কাঁটা দ্বারা তার পথ রোধ করব ... তার চারদিকে প্রাচীর গাঁথব। ইস্রায়েল মৃত্যু দ্বারা আরও বেশি শাস্তি পাবে (দ্বি.বি. ২২:২১; যিহি ১৬:৩৭-৪০; ২৩:৪৭; নহূম ৩:৫-৭); সদাপ্রভু তাকে বিচ্ছিন্ন করবেন।

২:৭ খোঁজ করবে। দেখুন ৫:৬, ১৫ পদ (খোঁজ করা)। *সন্ধান পাবে না।* ৫:৬ পদ দেখুন ও নোট দেখুন। *ফিরে যাওয়া।* হিব্রু ভাষায় সচরাচর এই শব্দটি "অনুতাপ" হিসেবে অর্থ প্রকাশ করে। *আমার স্বামী।* সদাপ্রভু ঈশ্বর।

২:৮ সে বুঝতো না। কনানীয়দের মধ্যে বসবাস করার সময় ইস্রায়েলরা বাল-দেবতার কাছে শস্য, নতুন আঙ্গুর-রস ও তেল উৎসর্গ করেছে (দেখুন ৭:১৩; যোয়েল ১:১০; হগয় ১:১১ পদ ও নোট)। *রূপা ও সোনা।* মূর্তি তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হত (দেখুন ৮:৪; ১৩:২ পদ)। *বাল-দেবতা।* কনানীয় দেবতা, কনানীয়রা বিশ্বাস করতো যে এই দেবতা আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং শস্যের ফলন, প্রাণী ও মানুষের বংশ বৃদ্ধি করে (বিচার ২:৩ পদ দেখুন ও নোট দেখুন)।

২:৯ ফিরিয়ে নেব। ভূমির ফল এবং ভেড়ার পাল তুলে নেওয়ার দ্বারা এই সকল আশীর্বাদের প্রকৃত উৎস কি তা সদাপ্রভু জ্ঞাত করবেন।

নেব। [১০] এখন আমি তার প্রেমিকদের সাক্ষাতে তার ভ্রষ্টতা প্রকাশ করবো; কেউ তাকে আমার হাত থেকে উদ্ধার করবে না। [১১] আর আমি তার সমস্ত আমোদ, তার উৎসব, অমাবস্যা, বিশ্রামবার ও ঈদগুলো বন্ধ করে দেব। [১২] আর আমি তার আঙ্গুরলতা ও সমস্ত ডুমুর গাছ বিনষ্ট করবো, যার বিষয়ে সে বলেছে, 'এই সব আমার পুরস্কার, আমার প্রেমিকেরা তা আমাকে দিয়েছে'; কিন্তু আমি এসব অরণ্যে পরিণত করবো, আর মাঠের পশুগুলো সেসব খেয়ে ফেলবে। [১৩] আর আমি বাল-দেবতাদের সময়ের প্রতিফল তাকে ভোগ করাব, যাদের উদ্দেশে সে ধূপ জ্বালাত ও আংটি ও গহনা-গাঁটি নিজেকে সাজিয়ে প্রেমিকদের পিছনে গমন করতো এবং আমাকে ভুলে থাকতো, সদাপ্রভু এই কথা বলেন।

[১৪] অতএব দেখ, আমি তাকে প্ররোচিত করে মরুভূমিতে আনবো, আর চিত্ততোষক কথা বলবো। [১৫] আর আমি সে স্থান থেকে তার আঙ্গুর-ক্ষেত এবং আশাদ্বার বলে আখোর উপত্যকা তাকে দেব; এবং সে সেখানে সাড়া দেবে, যেমন যৌবনকালে, যেমন মিসর থেকে

[২:১০] যিহি ২৩:১০; [২:১০] যিরি ১৩:২৬; [২:১০] দেখুন যিহি ১৬:৩৭; [২:১১] যিরি ৭:৩৪; [২:১১] দেখুন যিশা ২৪:৮; [২:১১] দেখুন যিশা ১:১৪; যিরি ১৬:৯; হোশেয় ৩:৪; ৯:৫; আমোষ ৫:২১; ৮:১০; [২:১২] দেখুন যিশা ৭:২৩; দেখুন যিরি ৮:১৩; [২:১২] দেখুন যিরি ৫:১৭; [২:১২] দেখুন যিরি ৩:১; [২:১২] দেখুন যিশা ৫:৬; [২:১২] হোশেয় ৫:৭; ১৩:৮; [২:১৩] যিশা ৬৫:৭; [২:১৩] পদ ৮; দেখুন যিরি ৭:৯; হোশেয় ১১:২; [২:১৩] দেখুন যিহি ১৬:১৭; দেখুন ২৩:৪০; [২:১৩] হোশেয় ৪:১৩; [২:১৩] হোশেয় ৪:৬; ৮:১৪; ১৩:৬; [২:১৩] দেখুন যিরি ৪৪:১৭; হোশেয় ১৩:১; [২:১৪] দেখুন যিহি ১৯:১৩; [২:১৫] দেখুন যিহো ৭:২৪, ২৬; [২:১৫] যাত্রা ১৫:১-১৮; [২:১৫] দেখুন যিরি ২:২; দেখুন

২:১০ তার ভ্রষ্টতা প্রকাশ পাবে। লোকদের সামনে অবিশ্বস্ত স্ত্রীর লজ্জা প্রকাশ পাবে (বিলাপ ১:৮; যিহি ১৬:৩৭; ২৩:২৯)। *কেউ তাকে উদ্ধার করবে না।* বাল-দেবতার কোন ক্ষমতা নেই।

২:১১ সমস্ত আমোদ, তার উৎসব ... বন্ধ করব। বন্দীদশায় থাকার এই সমস্ত আনন্দপূর্ণ কালগুলো হবে কেবলই স্মৃতি। *বাৎসরিক উৎসবসমূহ।* দেখুন যাত্রা ২৩:১৪-১৭; দ্বি.বি. ১৬:১৬ পদ ও নোট। *অমাবস্যা।* ২ রাজা ৪:২৩; যিশা ১:১৪; আমোষ ৮:৫ পদ ও নোট দেখুন। *বিশ্রামবার।* দেখুন যাত্রা ২০:৮-১১।

২:১২ প্রেমিকদের কাছ থেকে পাওয়া বেতন। পতিতার বেতন (দেখুন পদ ৫; ৯:১; দ্বি.বি. ২৩:১৮; যিহি ১৬:৩৩; মীখা ১:৭)। ইস্রায়েল তার উৎপাদিত কৃষিজাত ফসল মিথ্যা দেবতার কাছে প্রদান করে সদাপ্রভুর চেয়ে সে আরও বেশি উপাসনা করেছে (দেখুন দ্বি.বি. ১১:১৩-১৪)।

২:১৩ সময়। উৎসবের সময়। *বাল-দেবতাদের।* দেখুন পদ ১৭; ১১:২। ভাববাদী হোশেয় এখানে বহুবচন ব্যবহার করে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, স্থানীয় অনেক মন্দিরে মূর্তি ছিল (বিচার ২:১১-১৩ পদ ও নোট দেখুন; যিরমিয় ২:২৩, ২৮ পদ ও নোট দেখুন; ৯:১৪)। *পিছনে গমন।* *পদ ৫* ও নোট দেখুন। *ভুলে থাকত।* ভাববাদী হোশেয়ের পুস্তকের (পদ ২০ ও নোট দেখুন) "স্বীকার করে নেওয়ার" বিপরীত (১৩:৪-৬ পদ দেখুন এবং ১৩:৬ পদ ও নোট দেখুন; এছাড়া যিশা ১২:৯ পদ ও নোট দেখুন)।

২:১৪ মরুভূমিতে। দ্বিতীয় বাগদানের জন্য (পদ ১৯-২০ দেখুন)। এটি অতীতে ইস্রায়েলের মরুভূমিতে ভ্রমণের সময়, কনান দেশে বাল-দেবতার দ্বারা আকর্ষিত হওয়ার পূর্বের বিষয় সম্পর্কে বলেছে। *চিত্ততোষক কথা।* পুনরায় আশ্বাস প্রদান, উৎসাহ, সান্ত্বনা (তুলনা করুন আদি ৩৪:৩; রূত ২:১৩; যিশা ৪০:২)। বিচারের মধ্যে ঈশ্বর অব্যাহতভাবে ভালবাসা দেখিয়ে যান।

২:১৫ আখোর উপত্যকা। যিরীহোর কাছে (দেখুন যিহোশূয় ৭:২৪, ২৬; যিশা ৬৫:১০)।

বের হয়ে আসার দিনে করেছিল।

১৬ আর সদাপ্রভু বলেন, সেই দিনে সে আমাকে 'ঈশী' [আমার স্বামী] বলে সম্বোধন
করবে; কিন্তু 'বালী' [আমার নাথ] বলে আর সম্বোধন করবে না। ১৭ কারণ আমি তার মুখ
থেকে বালদেবদের নাম দূর করবো, তাদের নাম নিয়ে তাদের আর স্মরণ করা হবে না।
১৮ আর সেদিন আমি লোকদের জন্য মাঠের পশু, আকাশের পাখি ও ভূমির সরীসৃপ-গুলোর
সঙ্গে নিয়ম করবো; এবং ধনুক, খড়্গ ও যুদ্ধের সাজ-পোশাক ভেঙ্গে দেশের মধ্য থেকে দূর
করে দেব ও তাদেরকে নিশ্চিন্তে শয়ন করাব। ১৯ আর আমি চিরকালের জন্য তোমাকে
বাগ্‌দান করবো; হ্যাঁ, ধার্মিকতা, ন্যায়বিচার, অটল প্রেম ও বহুবিধ করুণায় তোমাকে
বাগ্‌দান করবো। ২০ আমি বিশ্বস্ততায় তোমাকে বাগ্‌দান করবো, তাতে তুমি সদাপ্রভুকে
জানবে।

যিহি ১৬:২২; [২:১৫] দেখুন যিহি ২৮:২৬; হোশেয় ১২:৯; [২:১৬] দেখুন যিশা ৫৪:৫; [২:১৭] যাত্রা ২৩:১৩; গীত ১৬:৪; [২:১৭] দেখুন যিহো ২৩:৭; সখ ১৩:২; [২:১৮] দেখুন ইয়োব ৫:২২; [২:১৮] দেখুন গীত ৪৬:৯; দেখুন যিশা ২:৪; সখ ৯:১০; [২:১৮] দেখুন ইয়োব ৫:২৩; দেখুন যিরি ২৩:৬; যিহি ৩৪:২৫; [২:১৯] দেখুন যিশা ৬২:৪; ২করি ১১:২; [২:১৯] দেখুন যিশা ১:২৭; [২:১৯] দেখুন যিশা ৫৪:৮; [২:২০] যিরি ৩১:৩৪; হোশেয় ৪:১; ৬:৬; ১৩:৪; [২:২০] দেখুন যিহি ১৬:৮;

যেভাবে ভাববাদী তার সন্তানদের নামের অর্থ বিপরীত করেছেন ঠিক একই রকম আখোরের অর্থ যখন ঈশ্বর প্রতিজ্ঞাত দেশে তাঁর লোকদের প্রথম বিচার করেন– নতুন সুযোগের নিদর্শনের জন্য।

২:১৬-১৭ স্বামী ... নাথ ... বালদেবদের। কথার দ্বারা অভিনয়। স্বামীর দুটি শব্দ, একটি (নাথ) বাল-দেবতার নামের একই অর্থ প্রকাশ করে (১৬ পদের নোট দেখুন)। বাল-দেবতার পূজার বিরুদ্ধে এমন মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হবে যে, হিব্রুতে "নাথ" শব্দটি সদাপ্রভুর ক্ষেত্রে কোন ক্রমেই ব্যবহার করা যাবে না।

২:১৮ নিয়ম করব। দেখুন ৬:৭; ৮:১ পদ। মাঠের পশু, ১২ পদের ধ্বংসের মাধ্যম, একই ভাবে পাখি এবং সরীসৃপ আর ভীতিকর জীবন কাটাবে না। শান্তির চিত্রের মধ্যে যুক্ত আছে প্রকৃতি এবং ইতিহাস (যিশা ১১:৬-৯ পদ ও নোট দেখুন; ৬৫:২৫)। *ধনুক, খড়্গ এবং যুদ্ধক্ষেত্র।* ১:৫, ৭ পদ দেখুন। যুদ্ধ শেষ হয়েছে। *দেশ।* ইস্রায়েল (দেখুন ১:২; ৪:১, ৩; ৯:৩ পদ দেখুন এবং নোট দেখুন; ১০:১)। *নিশ্চিন্তে শয়ন করবে।* দেখুন যিরমিয় ৩৩:১৬; যিহি ৩৪:২৪-২৮ পদ।

২:১৯ ধার্মিকতা। দেখুন ১০:১২; গীত ৪:১; যিরমিয় ২৩:৬ পদ ও নোট দেখুন। *ন্যায় বিচার।* আমোষ ৫:২৪ পদ দেখুন ও নোট দেখুন। *অটল প্রেম।* দেখুন ৪:১; ৬:৪ পদ; ১০:১২ পদ ও নোট। *বহুবিধ করুণা।* করুণা তুলে নিয়ে ঈশ্বর যে হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন এটি তার বিপরীত (১:৬ পদ দেখুন ও নোট দেখুন)। লো-রুহামা নামের অর্থ "করুণার পাত্র নয়," "অনুকম্পিতা নয়" (তুলনা করুন গীত ৫১:১; ১০৩:৩-১৪)।

২:২০ বিশ্বস্ততা। নির্ভরযোগ্যতা (দেখুন দ্বি.বি. ৩২:৪; গীত ৮৮:১১)। *স্বীকার করা।* হিব্রু ভাষায় এই শব্দ ঘনিষ্ঠ যৌন সম্পর্ক বোঝাতে ব্যবহার করা হয় (আদি ১৯:৮; গণনা ৩১:১৮-১৮, ৩৫ [একত্রে শয়ন]) কিন্তু এটি চুক্তির অংশীদারের কার্যকর স্বীকৃতির বিষয়টিকেও বোঝায় (৬:৩ পদ ও নোট দেখুন; ৮:২; ১৩:৪ পদ দেখুন)।

[২১] আবার সদাপ্রভু বলেন, সেই দিনে আমি উত্তর দেব; আমি আকাশকে উত্তর দেব,
আকাশ ভূতলকে উত্তর দেবে; [২২] ভূতল শস্য, আঙ্গুর-রস ও তেলকে উত্তর দেবে এবং এসব
যিষ্রিয়েলকে উত্তর দেবে। [২৩] আমি নিজের জন্য তাকে দেশে রোপণ করবো, যে
'অনুকম্পিতা নয়,' তাকে অনুকম্পা করবো এবং যে 'আমার লোক নয়,' তাকে বলবো, তুমি
আমার লোক এবং সে বলবে, তুমি আমার ঈশ্বর।

[২:২১] যিশা ৫৫:১০; সখ ৮:১২; মালা ৩:১০-১১; [২:২২] দেখুন যিরি ৩১:১২; হোশেয় ১৪:৭; যোয়েল ২:১৯; [২:২২] দেখুন যিহি ৩৬:২৯-৩০; দেখুন হোশেয় ১:৪; [২:২৩] দেখুন যিরি ৩১:২৭; [২:২৩] দেখুন হোশেয় ১:৬; [২:২৩] দেখুন পদ ১; দেখুন যিশা ১৯:২৫; দেখুন হোশেয় ১:১০; [২:২৩] দেখুন যিরি ২৯:১২; রোমীয় ৯:২৫; ১পিতর ২:১০।

২:২১ সাড়া। স্ত্রীলোকটি (ইস্রায়েল জাতি) স্বামীর শাস্তি প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছিল (পদ ১৫ দেখুন); এখন ঈশ্বরের তার নতুন আচরণে সাড়া প্রদান করছেন। ভূমিও আসন্ন উৎপাদনশীলতার দ্বারা উত্তর দেবে (২১, ২২ পদ দেখুন)।

২:২২ যিষ্রিয়েল। এখান "ঈশ্বরের রোপণ" অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে (২৩ পদ দেখুন; এছাড়া দেখুন ১:৪, ১১ পদ ও নোট)। সন্তানদের নামের দ্বারা ভয়ের যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছিল তা এখন আশীর্বাদের দিকে ফিরেছে (১:১০ পদ দেখুন ও নোট দেখুন)। নিয়মের সম্পর্কের বর্ণনার মৌলিক উক্তি ছিল "আমি তোমাদের ঈশ্বর হব এবং তোমার আমার লোক হবে" (যির ৭:২৩; যাত্রা ৬:৭ পদ দেখুন ও নোট দেখুন; সখ ৮:৮)।

২:২৩ আমার লোক ... আমার ঈশ্বর। ২২ পদ দেখুন ও নোট দেখুন। *তুমি আমার ঈশ্বর।* লোকেরা ঈশ্বরের দয়াশীলতার প্রতি সাড়া দিল। এই পদের আংশিক রোমীয় ৯:২৫-২৬ পদে উদ্ধৃত করা হয়েছে (এই অংশের নোট দেখুন), ১ পিতর ২:১০ পদ এবং মণ্ডলীতে অযিহূদীদের আগমনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে।

হোশেয় ২ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়–

লোকদের ব্যভিচার (হোশেয় ২:১-৫), তাদের বিরুদ্ধে বিচার (হোশেয় ২:৬-১৩), এবং তাদের পুনর্মিলনে ঈশ্বরের অঙ্গীকার (হোশেয় ২:১৪-২৩)।

সার-সংক্ষেপ

হোশেয় হলেন এক জন ভাববাদী, যাঁকে ঈশ্বর তাঁর লোকদের কাছে মন পরিবর্তনের বার্তা তুলে ধরতে ব্যবহার করেছেন। গোমরের সাথে হোশেয়ের বিয়ের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর (যিনি যিহূদীদের কাছে 'যিহোবা' নামেও পরিচিত) তাঁর লোকদের জন্য অপরিসীম ভালবাসা প্রকাশ করেন এবং নিজেকে সেই স্বামীর সাথে তুলনা করেন, যাঁর স্ত্রী ব্যভিচারিণী হয়েছে। যিহূদার লোকদেরকে বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন তারা হারিয়ে যাওয়া দশটি বংশকে তাদের আত্মীয়-স্বজন হিসেবে মেনে নেয়। আর এই দশটি বংশের মধ্যে যারা ধার্মিক, তাদেরকে অনুরোধ করা হয়েছে যেন তারা "মা" অর্থে তাদের সমন্বিত জনগোষ্ঠীকে

তিরস্কার করে। আমরা নিজেদেরকে আমাদের লোকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি না। কারণ তাদের ও আমাদের নিজেদের আচার-ব্যবহারের উপর আমাদের "বৈধ্যতা" নির্ভর করে। হারিয়ে যাওয়া সেই দশটি বংশ প্রচুর ধন-সম্পত্তি ও বস্তুগত সমৃদ্ধি উপভোগ করবে, তবে অধার্মিকতা ও ব্যভিচারের জন্য তার অধিকাংশই নষ্ট হয়ে যাবে। তারা "বাল-দেবতার" উপাসনা করবে। এই কারণে ইস্রায়েলীয়দেরকে প্রলোভন দেখিয়ে "প্রান্তরে" নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানে তারা সংশোধিত হয়ে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাথে পুনরায় মিলিত হবে।

হোশেয় ২ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. হোশেয় গোমরের বিষয়ে কি উপলব্ধি করেছিলেন? (হোশেয় ২:২-১৩)

২. ভাববাদী হোশেয়ের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ইস্রায়েলকে কি বলেছিলেন? (হোশেয় ২:২-১৩)

৩. ঈশ্বর ইস্রায়েলকে তাঁর নিজের কাছে ফিরে পেতে কি পরিকল্পনা করেছিলেন? (হোশেয় ২:১৪-১৫)

৪. কি নামে নতুন ইস্রায়েল প্রান্তরে সদাপ্রভুকে সম্বোধন করবে বলা হয়েছিল? (হোশেয় ২:১৬)

৫. ঈশ্বর কি নিষেধ করবেন বলে বলা হয়েছিল? (হোশেয় ২:১৭)

৬. ১৮ পদে যেভাবে উল্লেখ রয়েছে, সেভাবে ইস্রায়েল দেশে ফিরলে ঈশ্বর কি করবেন বলেছিলেন? (হোশেয় ২:১৮)

৭. সদাপ্রভু ও ইস্রায়েলের মাঝে স্থাপিত নতুন সম্পর্কের দ্বারা কি চিহ্নিত হবে বলা হয়েছিল? (হোশেয় ২:১৯-২৩)

স্ত্রীর সঙ্গে হোশেয়ের মিলন

৩ [১] পরে সদাপ্রভু আমাকে বললেন, তুমি পুনরায় গিয়ে প্রেমিকের প্রিয়া অথচ ব্যভিচারিণী এক জন স্ত্রীকে প্রেম কর; যেমন সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানদেরকে প্রেম

[৩:১] দেখুন হোশেয় ১:২;

৩:১ আমাকে বললেন। ৩ অধ্যায়টি উত্তম পুরুষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, ১ অধ্যায়টি প্রথম পুরুষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। *তুমি পুনরায় গিয়ে ... তোমার স্ত্রীকে প্রেম কর।* অবিশ্বস্ত গোমরের জন্য ভাববাদী হোশেয়ের ভালবাসা ছিল অবিশ্বস্ত ইস্রায়েল জাতির প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার দৃষ্টান্ত। ইস্রায়েলের জন্য ঈশ্বরের ভালবাসা হল (১১:১ পদ দেখুন এবং নোট দেখুন; ১৪:৪) হোশেয় পুস্তকের মূল বিষয়বস্তু। *অন্য দেবতাদের।* যাত্রা ২০:৩; দ্বি.বি. ৩১:২০। *আঙ্গুরের পিঠা।* ফসল কাটার জন্য বাল-দেবতার কাছে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উৎসর্গ।

করেন, যদিও তারা অন্য দেবতাদের প্রতি ফিরে থাকে এবং আঙ্গুরের পিঠা ভালবাসে।
২ তাতে আমি পনের রূপার মুদ্রা দিয়ে এবং এক হোমর যব ও অর্ধেক হোমর যব দিয়ে
তাকে নিজের জন্য ক্রয় করলাম। ৩ আর আমি তাকে বললাম, 'তুমি অনেক দিন পর্যন্ত
আমার জন্য বসে থাকবে, ব্যভিচার করবে না ও কোন পুরুষের স্ত্রী হবে না; এবং আমিও
তোমার প্রতি তেমনি ব্যবহার করবো।' ৪ কেননা ইস্রায়েল-সন্তানেরা রাজাহীন,
শাসনকর্তাহীন, উৎসর্গহীন, স্তম্ভহীন, এফোদ বা মূর্তিহীন হয়ে অনেক দিন পর্যন্ত বসে
থাকবে। ৫ পরে ইস্রায়েল-সন্তানেরা ফিরে আসবে, নিজেদের ঈশ্বর সদাপ্রভু ও নিজেদের
রাজা দায়ূদের খোঁজ করবে এবং পরবর্তীকালে সভয়ে সদাপ্রভু ও তাঁর মঙ্গল-ভাবের আশ্রয়
নেবে।

[৩:১] দেখুন ২ শমূ ৬:১৯; [৩:৪] হোশেয় ১৩:১১; [৩:৪] দানি ১১:৩১; দেখুন হোশেয় ২:১১; [৩:৪] হোশেয় ১০:১; [৩:৪] দেখুন যাত্রা ২৫:৭; [৩:৪] বিচার ১৭:৫-৬; ১৮:১৪-১৭; দেখুন বিলাপ ২:৯; সখ ১০:২; [৩:৫] দেখুন দ্বি:বি ৪:২৯; দেখুন যিশা ৯:১৩; দেখুন ১০:২০; হোশেয় ৫:১৫; মীখা ৪:১-২; [৩:৫] দেখুন ১ শমূ ১৩:১৪; [৩:৫] দেখুন গীত ১৮:৪৫; [৩:৫] দেখুন দ্বি:বি ৪:৩০; দেখুন যিরি ৫০:৪-৫; হোশেয় ১১:১০।

৩:২ গোমর স্পষ্টত একজন দাসীতে পরিণত হয়েছিল এবং ভাববাদী হোশেয় তাকে মূল্য দিয়ে ক্রয় করে ফিরিয়ে আনেন। *পনের শেকল।* দাসদের প্রচলিত মূল্যের অর্ধেক (যাত্রা ২১:৩২ পদ দেখুন ও নোট দেখুন) অথবা স্ত্রীলোকদের মানতের অর্ধেক হোমর (লেবীয় ২৭:৪ পদ দেখুন)। এতে প্রকাশ পায় যে, তার মূল্যের অর্ধেক টাকায় (রৌপ্য) পরিশোধ করা হয়েছে এবং ত্রিশ শেকলের সর্বমোট মূল্যের অর্ধেক যব প্রদান করে পরিশোধ করা হয়েছে।

৩:৩-৫ বন্দীদশা এবং প্রত্যাবর্তনের চিত্র।

৩:৩ বসে থাকবে। একাকী বাস করার সময়ের ইঙ্গিত করা হয়েছে (২:৬ পদ দেখুন এবং নোট দেখুন), ইস্রায়েলের বন্দীদশার সঙ্গে তুলনীয়। *অনেক দিন।* চিরকাল নয়। "পরে" (পদ ৫) হবে ভবিষ্যৎ (দেখুন যিরমিয় ২৯:১১ পদ)।

৩:৪ রাজা। দেখুন ১:৪; ৫:১; ৮:৪, ১০; ১০:১৫; ১৩:১০-১১ পদ। *শাসনকর্তা।* দেখুন ৭:৩, ৫; ৮:৪; ১৩:১০ পদ। *উৎসর্গ বিহীন।* দেখুন ৬:৬; ৮:১১, ১৩ পদ। *পবিত্র স্তম্ভ।* দেখুন ১০:১-২; ১ রাজা ১৪:২৩ পদ ও নোট; ২ রাজা ১৭:১০; মীখা ৫:১৩ পদ। *এফোদ।* এখানে মূর্তির সাদৃশ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে (দেখুন বিচার ৮:২৭; ১৭:৫ পদ ও নোট)। *পারিবারিক দেবমূর্তি।* দেখুন আদি ৩১:১৯, ৩০, ৩৪ পদ; এর সাথে ৩১:১৯ পদ ও নোট দেখুন।

৩:৫ ফিরে আস। হোশেয় পুস্তকে ব্যবহৃত মৌলিক শব্দ (দেখুন ২:৭ [ফিরে যাব]; ৫:৪; ৬:১; ৭:১০; ১১:৫; ১২:৬; ১৪:১-২)। *খোঁজ করবে।* ইস্রায়েলের খোঁজ করবে (৫:১৫ পদ ও নোট দেখুন) যা তার বর্তমানের বিদ্রোহের বিপরীত (৭:১০)। *সদাপ্রভু তাদের ঈশ্বর।* দেখুন ১২:৯; ১৩:৪; যিরমিয় ৫০:৪। *দায়ূদ তাদের রাজা।* দায়ূদের রাজবংশ থেকে মশীহ-রাজা আসবেন (যির ৩০:৯; যিহি ৩৪:২৪ পদ ও নোট দেখুন)। রাজা শলোমনের মৃত্যুর পর (উত্তর রাজ্য) দায়ূদের রাজবংশের রাজাগণ মন্দতাপূর্ণ জীবন-যাপন করতেন। *তার মঙ্গলভাব।* আঙ্গুরলতা, ডুমুর গাছ, যা বিনষ্ট হয়েছে (২:১২) এবং ঈশ্বরের সমস্ত দান তুলে নেওয়া হয়েছে (তুলনা করুন যিরমিয় ৩১:১২-১৪)। *শেষ কালে।* হিব্রুতে এই শব্দগুচ্ছ ১৩ বার উল্লেখ করা হয়েছে, কখনো কখনো ভবিষ্যৎ অর্থে বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে (ভবিষ্যতে, আদি ৪৯:১); কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে, অধিকাংশ সময় মশীহের যুগ সম্পর্কে বলা হয়েছে ("তারপরে," যোয়েল ২:২৮; তুলনা করুন প্রেরিত ২:১৭; ইব্রীয় ১:২)।

হোশেয় ৩ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়–

ইস্রায়েলের বর্তমান বিচ্ছিন্ন অবস্থা, ও পরবর্তীকালে বাবিলের নির্বাসন থেকে ফিরে আসার প্রতীকী চিত্রই হল এই অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। এখানে আমরা হোশেয়কে ভাববাদী হিসেবে এমন এক নতুন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে দেখতে পাই, যা উদার মনোভাবের পরিচয়কে তুলে ধরে এবং যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর এক নতুন ব্যবস্থার অধীনে ইস্রায়েলকে আবারও আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন।

সার-সংক্ষেপ

ভাববাদী হোশেয়কে বলা হল যেন তিনি এক জন স্ত্রীলোককে নিয়ে, তাকে আদর্শ জীবনসঙ্গীর মত ভালবাসেন। তবে যাহোক না কেন, ইস্রায়েলীয়রা যেভাবে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাথে ব্যভিচারের (প্রতিমাপূজা) দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, সেভাবে এই স্ত্রীলোকটি তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। আর ইস্রায়েলীয়দের বাবিলে নির্বাসনে থাকাকালীন– তারা সত্যিকার অর্থে আর কোন প্রতিমার পূজা করবে না, অথবা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রয়োজনীয় উপাসনা করা থেকে বিরতে থাকবে বলে, তাদের জীবনে এক সুদীর্ঘ ঘটনাবহুল অধ্যায় প্রকাশ পাবে। আর এটি আমাদের সময়ে কম-বেশি ঘটমান সাধারণ ঘটনার একটি দিককে তুলে ধরে। তারপর শেষ সময়ে, তারা ফিরবে, ইস্রায়েলের ঈশ্বর ও রাজা দায়ূদের বংশধর মশীহকে খুঁজবে এবং যিরূশালেমের মন্দিরে ঈশ্বরের উপাসনা করবে।

হোশেয় ৩ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. সদাপ্রভু ঈশ্বর ভাববাদী হোশেয়কে কি আদেশ দিয়েছিলেন? (হোশেয় ৩:১)

২. কিভাবে ভাববাদী হোশেয় সদাপ্রভু ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন? (হোশেয় ৩:২ -৩)

৩. গোমরের সুদীর্ঘ পরীক্ষণের বিষয়ে কি বর্ণনা করা হয়েছিল? (হোশেয় ৩:৪)

৪. ইস্রায়েলের বিচ্ছিন্ন থাকার সময় পার হওয়ার পরে, কি ঘটবে বলা হয়েছিল? (হোশেয় ৩:৫)

হোশেয় : ৪ অধ্যায়

ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ

৪ [১] হে ইস্রায়েল-সন্তানেরা, তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য শোন, কেননা দেশ-নিবাসীদের
সঙ্গে সদাপ্রভুর ঝগড়া আছে, কারণ দেশে বিশ্বস্ততা নেই, দয়া নেই, ঈশ্বরের জ্ঞানও
নেই। [২] শপথ, মিথ্যা কথা, বধ, চুরি ও ব্যভিচার চলছে, লোকেরা দৌরাত্ম্য করে এবং
রক্তপাতের উপরে রক্তপাত হয়। [৩] এজন্য দেশ শোকাকুল হবে এবং মাঠের পশু ও
আকাশের পাখিসহ দেশনিবাসীরা সকলে ম্লান হবে, আর সমুদ্রের সমস্ত মাছও মরে যাবে।
[৪] তবুও কেউ ঝগড়া না করুক ও কেউ অনুযোগ না করুক; কারণ তোমার জাতি
পুরোহিতের সঙ্গে বিবাদকারী লোকদের মত। [৫] আর তুমি দিনে হোঁচট খাবে ও ভাববাদী

[৪:১] দেখুন ইয়োব ১০:২; দেখুন যিরি ২:৯; [৪:১] যোয়েল ১:২, ১৪; [৪:১] দেখুন উপদে ২৪:২; [৪:১] দেখুন উপদে ১০:২১; দেখুন যিশা ১:৩; যিরি ৭:২৮; দেখুন হোশেয় ২:২০; [৪:১] দেখুন যিরি ৫১:৫; [৪:২] যিশা ৫৯:৩; হোশেয় ৭:৩; ১০:৪; ১১:১২; [৪:২] হোশেয় ৫:২; ৬:৯; [৪:২] হোশেয় ৭:১; [৪:২] দেখুন যিরি ৯:২; [৪:২] দেখুন ২ রাজা ২১:১৬; দেখুন যিশা ১:১৫; দেখুন যিহি ২২:২, ৯; হোশেয় ৫:২; ১০:১৩; [৪:৩] দেখুন যিরি ৪:২৮; [৪:৩] দেখুন যিশা ১৫:৬; দেখুন ৩৩:৯; [৪:৩] দেখুন যিরি ৪:২৫; দেখুন ৯:১০; দেখুন যিহি ৩৮:২০; সফ ১:৩; [৪:৪] দ্বি:বি ১৭:১২; দেখুন যিহি ৩:২৬; [৪:৫] দেখুন যিহি ৭:১৯; দেখুন ১৪:৭; [৪:৫] দেখুন হোশেয় ২:২;

৪:১ বাক্য শোন। যিরমিয় ২:৪ পদ দেখুন এবং নোট দেখুন। *অভিযোগ।* সদাপ্রভুর প্রতিনিধির মত, হোশেয় অবিশ্বস্ত, আইন-কানুন ভঙ্গকারী ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসেছেন (তুলনা করুন পদ ৪; ১২:২; যিশা ৩:১৩; যিরমিয় ২:৯; মীখা ৬:২)। *বিশ্বস্ততা।* সদাপ্রভুর আইন-কানুনের প্রতি (২:২০ পদ ও নোট দেখুন) বাধ্যতা (যিহোশূয় ২৪:১৪) এবং অন্যদের সঙ্গে যথার্থ আচরণ (তুলনা করুন হিতোপদেশ ৩:৩)। *দয়া।* দেখুন ২:১৯; ১০:১২। *ঈশ্বরের জ্ঞান।* দেখুন ২:২০; ৬:৩ পদ ও নোট।

৪:২ অত্যাচার ... ব্যভিচার। এই সব পাপ দশ আজ্ঞার বিভিন্ন আদেশের (যির ৭:৯ পদের সঙ্গে মিল রয়েছে) সুস্পষ্ট লঙ্ঘন (যাত্রা ২০:১৩-১৬ পদ দেখুন এবং ২০:১-২ পদ ও নোট দেখুন)। *রক্তপাত।* এর সঙ্গে রয়েছে (১) খুন (দেখুন ৬:৮-৯); (২) রাজা ২য় যারবিয়ামের পরবর্তী সময়ের গুপ্তহত্যা, যখন তিন জন রাজা এক বছরে রাজত্ব করেছিলেন (২ রাজা ১৫:১০-১৪ পদ), এবং (৩) মানুষকে উৎসর্গ করা (গীত ১০৬:৩৮; যিহি ১৬:২০-২১; ২৩:৩৭)। যেখানে ঈশ্বরের জ্ঞান নেই (পদ ১) সেখানে ন্যায়পরায়ণতা ও সততা অন্তর্হিত হয়ে যায়।

৪:৩ দেশ শুষ্ক হবে। মানুষের পাপে পৃথিবীর সকল জীবন্ত প্রাণীর উপর ঈশ্বরের দণ্ডের ফল (উদাহরণস্বরূপ দেখুন যিশা ২৪:৩-৬; যিরমিয় ৪:২৩-২৮)। *ম্লান হবে।* দেখুন যিশা ১৯:৮; যিরমিয় ১৪:২; ১৫:৯; যোয়েল ১:১০।

৪:৪ পুরোহিতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, যাদের দায়িত্ব ছিল ঈশ্বরের আইন-কানুনের রক্ষা করার এবং ধর্মীয় নির্দেশনাদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করার (দেখুন লেবীয় ১০:১১; দ্বি.বি. ৩১:৯-১৩; ৩৩:১০; ২ বংশা ১৭:৮-৯; ইষ্রা ৭:৬; ১০; যিরমিয় ১৮:১৮; যিহি ৭:২৬ পদ দেখুন এবং নোট দেখুন; সফনিয় ৩:৪; হগয় ২:১১; মালাখি ২:৭-৯)। হোশেয় পুরোহিতদের সতর্ক করে বলেছিলেন যেন তারা জাতিদের উপর ঈশ্বরের দণ্ড নেমে আসার জন্য লোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ না আনেন, কারণ তারা নিজেরাই ছিলেন দোষী এবং লোকেরা তাদের উপরেই অভিযোগ আনতে পারে– যেভাবে হোশেয় অভিযোগ এনেছেন (দেখুন পদ ৯; তুলনা করুন যিশা ২৮:৭; যিরমিয় ২:২৬; ৪:৯; ২৩:১১)।

৪:৫ হোঁচট। দুর্দশার অভিজ্ঞতা লাভ করবে (৫:৫ পদ দেখুন)। *ভাববাদী।* দেখুন মীখা ২:৬, ১১; ৩:৫-৭। *তোমার মা।* জাতি (দেখুন

রাতের বেলায় তোমার সঙ্গে হোঁচট খাবে এবং আমি তোমার মাকে বিনাশ করবো।
৬ জ্ঞানের অভাবের দরুন আমার লোকেরা বিনষ্ট হচ্ছে; তুমি তো জ্ঞান অগ্রাহ্য করেছ,
এজন্য আমিও তোমাকে নিতান্ত অগ্রাহ্য করলাম, তুমি আর আমার পুরোহিত থাকবে না;
তুমি তোমার ঈশ্বরের ব্যবস্থা ভুলে গেছ, আমিও তোমার সন্তানদেরকে ভুলে যাব।
৭ তারা যত বেশি বৃদ্ধি পেত, আমার বিরুদ্ধে তত বেশি পাপ করতো; আমি তাদের
সম্মান অপমানে পরিণত করবো। ৮ এরা আমার লোকদের পাপের দ্বারা জীবিকা অর্জন
করে, আর এরা তাদের অপরাধের প্রতি নিজেদের অন্তর নিবদ্ধ করে। ৯ ঘটবে এই, যেমন
লোক তেমনি পুরোহিত; আমি তাদের প্রত্যেকের কর্মপথ অনুযায়ী দণ্ড দেব ও প্রত্যেকের
কাজের প্রতিফল দেব। ১০ তারা ভোজন করবে, অথচ তৃপ্ত হবে না; ব্যভিচার করবে, অথচ
বহুবংশ হবে না; কেননা তারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করেছে।

ইস্রায়েলের ব্যভিচার

১১ ব্যভিচার, মদ ও নতুন আঙ্গুর-রস, এসব বুদ্ধি হরণ করে। ১২ আমার লোকেরা
নিজেদের কাঠের টুকরার সাথে পরামর্শ করে ও তাদের লাঠি তাদেরকে দৈববাণী দেয়;

[৪:৬] দেখুন উপদে ১০:২১; দেখুন যিশা ১:৩; দেখুন হোশেয় ২:১৩; মালা ২:৭-৮; [৪:৬] হোশেয় ৮:১, ১২; [৪:৭] হবক ২:১৬; [৪:৭] হোশেয় ৯:১১; ১০:১, ৬; ১৩:৬; [৪:৮] দেখুন যিশা ৫৬:১১; হোশেয় ১৪:১; মীখা ৩:১১; [৪:৯] দেখুন যিশা ২৪:২; [৪:৯] যিরি ৫:৩১; হোশেয় ৮:১৩; ৯:৯, ১৫; ১০:১০; ১২:২; [৪:১০] দেখুন লেবীয় ২৬:২৬; দেখুন যিশা ৫৫:২; মীখা ৬:১৪; [৪:১০] দেখুন যিহি ২২:৯; [৪:১০] হোশেয় ৭:১৪; ৯:১৭; [৪:১১] পদ ১৪; হোশেয় ৫:৪; [৪:১১] দেখুন লেবীয় ১০:৯; দেখুন ১ শমূ ২৫:৩৬; [৪:১১] দেখুন উপদে ২০:১; [৪:১২] যিরি ২:২৭; [৪:১২] হবক ২:১৯; [৪:১২] দেখুন গণনা ১৫:৩৯; [৪:১২] দেখুন যিশা ৪৪:২০; [৪:১২] দেখুন গীত ৭৩:২৭;

২:২,৫; যিশা ৫০:১ পদ)।

৪:৬ আমার লোকেরা। ইস্রায়েল (দেখুন পদ ৮, ১২; ২:১, ২৩; ৬:১১; ১১:৭; মীখা ৬:৩, ৫)। *জ্ঞানের অভাবের দরুন বিনষ্ট হচ্ছে।* লোকদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দিতে পুরোহিতদের ব্যর্থ হওয়ার আংশিক কারণ। *জ্ঞান অগ্রাহ্য করেছ ... অগ্রাহ্য করলাম।* তোমার ঈশ্বরের আইন-কানুন। ইস্রায়েল জাতির জীবনের উৎস (দ্বি.বি. ৩০:২০ পদ ও নোট দেখুন), যা পুরোহিতদের বিশ্বস্তভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

৪:৭ তাদের মহিমান্বিত ঈশ্বর। গীত ১০৬:২০ পদ ও নোট দেখুন।

৪:৮ পাপ দ্বারা জীবিকা অর্জন করে। পুরোহিতরা উৎসর্গের মাংস খেয়ে ফেলতেন (যিশা ২:১৩-১৭ পদ দেখুন ও নোট দেখুন)। পাপ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার বদলে বরং তারা পাপ দ্বারা অব্যাহত ভাবে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করতেন (৮:১৩ পদ ও নোট দেখুন)।

৪:৯ যেমন লোক, তেমনি পুরোহিত। কোন রকম ওজর-আপত্তি ছাড়া সকলেই তাদের পাপের জন্য শাস্তি পাবে।

৪:১০ তারা ভোজন করবে, অথচ তৃপ্ত হবে না। শাস্তি (নিষ্ফল অভিশাপ, হগয় ১:৬ পদ দেখুন ও নোট দেখুন)। এই শাস্তিই তাদের পাপের জন্য যথার্থ। *ব্যভিচার।* দেখুন পদ ১২, ১৮; ২:৪; ৬:১০; ৯:১; বিচার ২:১৭ পদ দেখুন ও নোট দেখুন; গীত ১০৬:৩৯। নিজেদের ঈশ্বরের কাছে নিজেদের সমর্পণ করার বদলে তারা ব্যভিচারের কাছে নিজেদের সমর্পণ করেছে (পদ ১১-১৫; আদি ২০:৯ পদ ও নোট দেখুন; যাত্রা ৩৪:১৫; গীত ৭৩:২৭)।

৪:১১ পুরানো আঙ্গুর রস। দেখুন ৭:৫। *নতুন।* দেখুন ২:৮-৯, ২২; ৭:১৪; ৯:২ পদ দেখুন।

৪:১২ কাঠের টুকরা। দেবতাদের প্রতিমূর্তি (দেখুন যিরমিয় ২:২৭; ১০:৮; হবক্ ২:১৯)।

কারণ ব্যভিচারের আত্মা তাদেরকে ভ্রান্ত করেছে, আর তারা নিজেদের ঈশ্বরের অধীনতা ছেড়ে ব্যভিচার করছে। [১৩] তারা পর্বতশৃঙ্গের উপরে উৎসর্গ করে এবং উপপর্বতের উপরে অলোন, লিব্‌নী ও এলা গাছের তলে ধূপ জ্বালায়, কেননা তার ছায়া উত্তম। এজন্য তোমাদের কন্যারা পতিতা হয় ও তোমাদের পুত্রবধূরা ব্যভিচার করে। [১৪] তোমাদের কন্যারা পতিতা হলে এবং পুত্রবধূরা ব্যভিচার করলে আমি তাদের দণ্ড দেব না, কেননা লোকেরা নিজেরাও পতিতাদের সঙ্গে গুপ্ত স্থানে যায় ও গণিকাদের সঙ্গে উৎসর্গ করে; এই নির্বোধ জাতি নিপাতিত হবে।

[১৫] হে ইস্রায়েল, তুমি যদিও ব্যভিচারী হও, তবুও যিহূদা দণ্ডনীয় না হোক; হ্যাঁ, তোমরা

[৪:১৩] দেখুন যিশা ১:২৯; [৪:১৩] দেখুন যিরি ৩:৬; হোশেয় ১০:৮; ১১:২; [৪:১৩] যিরি ২:২০; আমোষ ৭:১৭; [৪:১৩] হোশেয় ২:১৩; [৪:১৪] দেখুন পদ ১১; [৪:১৪] দেখুন আদি ৩৮:২১; হোশেয় ৯:১০; [৪:১৪] দেখুন উপদে ১০:২১; [৪:১৪] পদ ১৯; [৪:১৫] হোশেয় ৯:১৫; ১২:১১; আমোষ ৪:৪; ৫:৫; [৪:১৫] দেখুন যিহো ৭:২; দেখুন হোশেয় ৫:৮; [৪:১৫] দেখুন যিরি ৪:২;

ব্যভিচারের আত্মা। দেখুন ৫:৪। হিব্রু বাগ-ধারায় প্রায়ই "আত্মা" শব্দটি দিয়ে অভ্যন্তরীণ অর্থে বোঝানো হয়ে থাকে।

৪:১৩ পর্বতশৃঙ্গ। সাধারণত মূর্তিপূজার বেদির জন্য এই স্থান বেছে নেওয়া হত (দেখুন ১০:৮; দ্বি.বি. ১২:২; ১ রাজা ৩:২ পদ দেখুন ও নোট দেখুন; যিরমিয় ২:২০; ৩:৬)। ইউগারিট থেকে পাওয়া মাটির ফলক থেকে জানা যায় যে, উচ্চস্থলীতে কনানীয়দের দ্বারা প্রচুর ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পাদিত হত। *অলোন ... এলা।* এই সমস্ত গাছ ছায়া দেওয়ার জন্য বিখ্যাত ছিল। *ব্যভিচার করে।* কনানীয়দের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে যৌন ক্রিয়াকলাপ অন্তর্ভূক্ত ছিল (পদ ১৪) যা তাদের নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে চালিত করেছিল (দৃষ্টান্তস্বরূপ গণনা ২৫:১-১৮ পদ দেখুন ও নোট দেখুন)।

৪:১৪ দণ্ড দেব না। স্ত্রীলোকদের অনৈতিক কাজের জন্য পুরুষরা তাদের শাস্তি দিত, কিন্তু তাদের ভণ্ডামিতে ঈশ্বরের কোন অংশ থাকত না। *পতিতা।* সাধারণ পতিতা (দেখুন আদি ৩৪:৩১; লেবীয় ২১:১৪; যিহি ১৬:৩১)। *মন্দির বেশ্যা।* মন্দিরের স্ত্রীলোকেরা যারা পুরুষদের জন্য যৌন ক্রিয়াকলাপের সঙ্গী ছিল, কারণ এটি ছিল তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অংশ (তুলনা করুন আদি ৩৮:২১ পদ ও নোট; এর সাথে দ্বি.বি. ২৩:১৮ পদের নোট দেখুন। *নির্বোধ।* ১৪:৯ পদের সঙ্গে এই পদের কিছুটা অমিল রয়েছে।

৪:১৫ ব্যভিচারী। কাজে নিজেকে সমর্পণ করা (আদি ২০:৯ পদ ও নোট দেখুন; যাত্রা ৩৪:১৫ পদ দেখুন)। *যিহূদা।* পরোক্ষভাবে সতর্ক বাণী দেওয়া হয়েছে (দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা ও সময়কাল)। *দোষী।* দেখুন ১০:২; ১৩:১। *পদার্পণ করো না।* সামগ্রিকভাবে ইস্রায়েল জাতিকে বলা হয়েছে। *গিল্‌গল।* যিরীহোর কাছাকাছি একটি স্থান (দেখুন ৯:১৫; ১২:১১; যিহোশূয় ৪:১৯; যিশা ১১:১৪ পদ দেখুন ও নোট দেখুন) যেখানে বনি-ইস্রায়েলরা ধর্মীয় উপাসনাগৃহ স্থাপন করেছিল। *বৈৎ-আবন।* বৈথেলের পরিবর্তে ব্যঙ্গাত্মক নাম। দুইটি প্রধান উপাসনা কেন্দ্রের মধ্যে একটি স্থাপন করেছিলেন রাজা প্রথম যারবিয়াম (দেখুন ১ রাজা ১২:২৯ পদ ও নোট)। *জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য।* সাধারণত শপথ করার সময় এই কথাটি বলা হত (আদি ৪২:১৫ পদ ও নোট দেখুন; বিচার ৮:১৯; রূত ৩:১৩; যিশা ১৪:৩৮; ২৬:১০, ১৬; যিরমিয় ৪:২; ৩৮:১৬ পদ)। সত্য ঈশ্বরের দিক থেকে এটি যথাযথ ছিল (দ্বি.বি. ৬:১৩; ১০:২০; তুলনা করুন যিহোশূয় ২৩:৭)– কিন্তু এখানে নিষেধ করা হয়েছে,

গিল্‌গলে পদার্পণ করো না, বৈৎ-আবনে উপস্থিত হয়ো না এবং 'জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য' বলে শপথ করো না। [১৬] কারণ স্বেচ্ছাচারিণী গাভীর মত ইস্রায়েল স্বেচ্ছাচারী হয়েছে; এখন প্রশস্ত ময়দানে যেমন মেষশাবককে, তেমনি সদাপ্রভু তাদেরকে চরাবেন। [১৭] ইফ্রয়িম মূর্তিগুলোর প্রতি আসক্ত; তাকে থাকতে দাও। [১৮] তাদের মদ্যপান শেষ হলে তারা অবিরত পতিতার কাছ গমন করে; তার নেতৃবর্গ অপমান অতিশয় ভালবাসে। [১৯] বায়ু তার পক্ষদ্বয়ে সেই জাতিকে তুলেছে, তাতে তারা নিজেদের উৎসর্গের বিষয়ে লজ্জিত হবে।

[৪:১৬] দেখুন যাত্রা ৩২:৯; [৪:১৬] দেখুন যিরি ৩১:১৮; [৪:১৬] যিশা ৫:১৭; ৭:২৫; [৪:১৯] হোশেয় ১২:১; ১৩:১৫; [৪:১৯] পদ ১৩-১৪; যিশা ১:২৯ ।

কারণ এটি এমন কপটভাবে তারা ব্যবহার করতো যেন ইস্রায়েল জাতি সত্যিই সদাপ্রভুকে সম্মান করছে (যির ৫:২ পদ ও নোট দেখুন)।

৪:১৬ স্বেচ্ছাচারী। দেখুন নহিমিয় ৯:২৯; সখ ৭:১১ পদ। *অবাধ্য বকনা বাছুর।* দেখুন যিরমিয় ২:২০; ৩১:১৮ পদ ও নোট। অবাধ্য ইস্রায়েল জাতির জন্য উপযুক্ত প্রতীক (হোশেয় ১০:১১; তুলনা করুন ১১:৪ পদ)।

৪:১৭ ইফ্রয়িম। ইস্রায়েলের অনেক বড় অংশ (৯:১১ পদ ও নোট দেখুন; ১৩:১), মোটামুটিভাবে যার নাম উত্তর রাজ্যে ব্যবহার করা হত। *মূর্তি।* সোনার বাছুর (৮:৫ পদ ও নোট দেখুন)। *তাকে থাকতে দাও।* সাহায্যের জন্য কিছুই করার নেই (২ শমূ ১৬:১১; ২ রাজা ২৩:১৮)।

৪:১৯ একটি ঘূর্ণি বাতাস তাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে। সাহিত্যের ভাষায় "বায়ু তাদের পক্ষদ্বয়ে সেই জাতিকে তুলেছে" কথাটি সম্ভবত শস্য মাড়াই প্রাঙ্গনের একটি রূপক অর্থ (দেখুন ১৩:৩; রূত ১:২২; গীত ১:৪ পদ ও নোট দেখুন) কারণ হঠাৎ করে উৎপীড়ন যা বন্দীদশা বয়ে আনতে পারে। যেহেতু হিব্রু শব্দ "বাতাস" এবং "আত্মা" দুটো অর্থই প্রকাশ করে, সে কারণে এখানে "ব্যভিচারের আত্মা" কথাটি অর্থবোধক হতে পারে। পদ ১২ ও নোট দেখুন। *লজ্জা।* তারা যে উপায়ে উৎসর্গ করতো তাতে তারা আশা করতো যে তারা সৌভাগ্যশালী হবে, কিন্তু তাদের মূর্তি পূজার জন্য ঈশ্বরের শাস্তি তাদেরকে অন্য জাতিদের মধ্যে লজ্জাস্বরূপ করেছিল (১০:৬ পদ দেখুন)।

হোশেয় ৪ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়–

লোকদের (হোশেয় ৪:১-৫) ও পুরোহিতদের (হোশেয় ৪:৬-১১) পাপের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের তিরস্কার ও বিচার করার ঘোষণা এবং ব্যভিচারের (মূর্তিপূজা) তিরস্কার ও যিহূদাকে সতর্ক করা (হোশেয় ৪:১২-১৯)।

সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে ভাববাদী হোশেয় ইস্রায়েলের রাজা যারবিয়ামের মৃত্যুর পরবর্তীতে দেশে বিরাজমান অরাজকতাপূর্ণ সময়ে লোকদের ও পুরোহিতদের করা পাপকে তিরস্কার

করেন। এই সময়ের পর থেকে রাজা অথবা তাঁর পরিবারের আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। আর হোশেয় ৪:২ পদে যে রক্তপাত ও সচরাচর লক্ষ্যণীয় অন্যান মন্দ দিকগুলোর কথা বলা হয়েছে– এগুলো গৃহযুদ্ধকে সুস্পষ্ট করে তোলে।

যৌনাচার, অত্যাচার ও সত্যকে অবহেলাই হল ইস্রায়েলের পতনের কারণ। স্বর্গের ঈশ্বর ইস্রায়েলের ধর্মীয় নেতাদেরকে তাদের নির্ধারিত কাজের জন্য বেছে নিয়েছেন এবং ইস্রায়েল কিভাবে আচরণ করবে– তা নির্ধারণ করা তাদের দায়িত্ব। পৌত্তলিক উৎস নির্ভর যে ধর্মীয় ধারণাগুলোর সাথে তারা সংযুক্ত থাকে, এমনকি সেগুলোর ক্ষেত্রেও এই দায়িত্ব প্রযোজ্য। যিহূদিয়াকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যেন সে ইফ্রয়িমের পথে না যায়। পাপ তার নিজের শাস্তি নিজেই নিয়ে আসে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাপের মাত্রা এমন পর্যায় পৌঁছায় যে, সে নিজেই নিজের শাস্তি হয়ে ওঠে।

হোশেয় ৪ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. ঈশ্বর ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ তুলেছিলেন? (হোশেয় ৪:১-২)

২. ইস্রায়েলের পাপের পরিণতি কি হবে বলা হয়েছিল? (হোশেয় ৪:৩)

৩. কিভাবে পুরোহিতরা ঈশ্বরের অভিযোগের শিকার হয়েছিল? (হোশেয় ৪:৪-১১)

৪. ঈশ্বরের লোকেরা কিভাবে পাপ করেছিল? (হোশেয় ৪:১১-১৪)

৫. ঈশ্বর যিহূদার উদ্দেশ্যে কি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন? (হোশেয় ৪:১৫)

৬. কোন্ বিষয়টি ইস্রায়েলের সুরক্ষার ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে বাধা প্রদান করেছিল? (হোশেয় ৪:১৬-১৯)

ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা

৫ [১] হে পুরোহিতবর্গ, এই কথা শোন; হে ইস্রায়েল-কুল, মনোযোগ দাও; হে রাজকুল, কান দাও, কারণ তোমাদেরই বিচার হচ্ছে; কেননা তোমরা মিস্পাতে ফাঁদস্বরূপ ও তাবোরে বিস্তৃত জালস্বরূপ হয়েছ। [২] অত্যাচারীরা হত্যাকাণ্ডের গভীরে নেমেছে, কিন্তু আমি

[৫:১] দেখুন ইয়োব ১০:২; [৫:১] হোশেয় ৬:৯; ৯:৮; [৫:১] দেখুন যিরি ৫:২৬; [৫:২] দেখুন হোশেয় ৪:২; [৫:২] হোশেয় ৯:১৫;

৫:১ পুরোহিতেরা ... ইস্রায়েল কুল ... রাজকুল। এই তিনটি দল সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা ন্যায় বিচার স্থাপনের জন্য সার্বিক ভাবে দায়ী ছিল, কিন্তু এই দায়িত্ব পালন করতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল। *ফাঁদ ... জাল।* জীবজন্তু এবং পাখি ধরার জন্য একটি পদ্ধতি, যারা আর্থিক এবং বৈধ পরিকল্পনায় অসহায় লোকদের কষ্ট দেবার কাজে ব্যবহার করার সুযোগ নেয় তাদের সম্পর্কে রূপক অর্থে এই কথাগুলো বলা হয়েছে (দেখুন ইয়োব ১৮:৮-

তাদের সকলকে শাস্তি দেব।

৩ আমি ইফ্রয়িমকে জানি, ইস্রায়েলও আমার অগোচর নয়; বস্তুতঃ হে ইফ্রয়িম, তুমি
এখন ব্যভিচার করেছ, ইস্রায়েল অশুচি হয়েছে। ৪ তাদের কাজগুলো তাদেরকে তাদের
ঈশ্বরের প্রতি ফিরে আসতে দেয় না, কেননা তাদের অন্তরে ব্যভিচারের আত্মা থাকে এবং
তারা সদাপ্রভুকে জানে না। ৫ আর ইস্রায়েলের অহংকার তার মুখের উপরে প্রমাণ দিচ্ছে,
এজন্য ইস্রায়েল ও ইফ্রয়িম নিজেদের অপরাধে হোঁচট খাবে এবং তাদের সঙ্গে যিহূদাও
হোঁচট খাবে। ৬ তারা নিজ নিজ গোমেষপাল নিয়ে সদাপ্রভুর খোঁজ করতে যাবে, কিন্তু তাঁর
উদ্দেশ পাবে না; তিনি তাদের কাছ থেকে চলে গেছেন। ৭ তারা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে
বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, কারণ বিজাতীয় সন্তান উৎপন্ন করেছে; এখন অমাবস্যা তাদেরকে
ও তাদের অধিকারকে গ্রাস করবে।

[৫:৩] আমোষ ৫:১২; [৫:৩] দেখুন যিহি ২৩:৭; দেখুন হোশেয় ১:২; ৬:১০; [৫:৪] হোশেয় ৭:১০; [৫:৪] দেখুন হোশেয় ৪:১১; [৫:৪] দেখুন যিরি ৪:২২; দেখুন হোশেয় ৪:৬; [৫:৫] দেখুন যিশা ৩:৯; দেখুন যিরি ২:১৯; হোশেয় ৭:১০; [৫:৫] দেখুন যিহি ১৪:৭; [৫:৫] হোশেয় ১৪:১; [৫:৬] মীখা ৬:৬-৭; [৫:৬] দেখুন উপদে ১:২৮; যিশা ১:১৫; যিহি ৮:৬; মালা ১:১০; [৫:৭] দেখুন যিশা ২৪:১৬; হোশেয় ৬:৭; [৫:৭] হোশেয় ২:৪; [৫:৭] যিশা ১:১৪; [৫:৭] দেখুন হোশেয় ২:১১-১২;

১০; গীত ১৪০:৫; হিতোপদেশ ২৯:৫-৬; বিলাপ ১:১৩)। *মিস্পা।* হতে পারে (১) মিস্পা যর্দনের পূর্বে গিলিয়দে অবস্থিত (আদি ৩১:৪৩-৪৯) অথবা (২) মিস্পা বিন্যামীনে অবস্থিত (১ শমূ ৭:৫ পদ দেখুন এবং নোট দেখুন)। *তাবোর।* যিষ্রিয়েল উপত্যকার দক্ষিণ উত্তর প্রান্তে অবস্থিত পর্বত। ঘটনাগুলো সুবিদিত করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে ইস্রায়েল জাতির দোষগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৫:২ শাস্তি। ঈশ্বর তাঁর লোকদের বিরুদ্ধে সংশোধনের জন্য যে কাজ করে থাকেন, সে সম্পর্কে ভাববাদীদের তাৎপর্যপূর্ণ কথা (দেখুন ১ শমূ ২৬:১৬; যিরমিয় ২:৩০; ৫:৩; ৭:২৮ পদ)।

৫:৩ ইফ্রয়িম। ৪:১৭ পদ ও নোট দেখুন। *ব্যভিচার।* ৪:১০ পদ ও নোট দেখুন।

৫:৪ তাদের কাজগুলো। দেখুন পদ ৪:৯; ৭:২; ৯:১৫; ১২:২। নাছোড়বান্দার মত পাপ করতে থাকলে মন পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না (যির ১৩:২৩; যোহন ৮:৩৪; রোমীয় ৬:৬, ১৬)। *ব্যভিচারের আত্মা।* ৪:১২ পদ দেখুন ও নোট দেখুন। *সদাপ্রভুকে জানে না।* দেখুন ৪:৬; ১ শমূ ১:৩ পদ দেখুন ও নোট দেখুন।

৫:৫ অহঙ্কার। সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে দুঃসাহসী বিদ্রোহ (দেখুন দ্বি.বি. ১:৪৩; ১ শমূ ১৫:২৩, নহিমিয় ৯:১৬; ইয়োব ৩৫:১২; গীত ১০:২; যিহি ১৬:৫৬-৫৭ পদ)। *প্রমাণ।* এই বিষয়ে ঈশ্বর তাঁর লোকদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন (পদ ৪:১ ও নোট দেখুন)। *হোঁচট। পদ* ৪:৫ ও নোট দেখুন।

৫:৬ সদাপ্রভুর খোঁজ করতে যাবে। প্রার্থনা ও উৎসর্গ সহ তাঁর কাছে যাবে (৩:৫ পদ দেখুন ও নোট দেখুন; আমোষ ৫:৪-৫)। *তাঁর উদ্দেশ পাবে না।* তারা যে অবস্থায় উৎসর্গ করে তা অর্থহীন। ২:৭ পদ দেখুন; তুলনা করুন যিশা ১:১০-১৫; আমোষ ৫:২১-২৪; মীখা ৬:৬-৮ পদ। ইস্রায়েল জাতি তখনই সদাপ্রভুকে "খুঁজে" পাবে যখন সে সম্পূর্ণভাবে মন পরিবর্তন করে সরল অন্তঃকরণে তাঁর কাছে ফিরে আসবে (দেখুন পদ ১৫; ৩:৫; দ্বি.বি. ৪:২৯-৩১; যিরমিয় ২৯:১৩)।

৫:৭ অবিশ্বস্ত। পদ ১:২ দেখুন ও নোট দেখুন। *অমাবস্যা।* সাধারণত উৎসব বা পর্বগুলো এ সময় উদযাপন করা হত (উদাহরণস্বরূপ দেখুন ২:১১; ১ শমূ ২০:৫ পদ ও নোট দেখুন; আমোষ ৮:৫; কল ২:১৬); কিন্তু এখন শাস্তির

৮ তোমরা গিবিয়াতে ভেরী বাজাও, রামাতে তুরীধ্বনি কর, বৈৎ-আবনে সিংহনাদ করে
বল, হে বিন্যামীন, তোমার পিছনে শত্রু। ৯ ভর্ৎসনার দিনে ইফ্রয়িম ধ্বংসস্থান হবে; যা
নিশ্চয় ঘটবে, তা-ই আমি ইস্রায়েল-বংশগুলোর মধ্যে ঘোষণা করেছি। ১০ যিহূদার
শাসনকর্তারা তাদের মত হয়েছে, যারা সীমার চিহ্ন স্থানান্তর করে; তাদের উপরে আমি
জলের মত আমার ক্রোধ ঢেলে দেব। ১১ ইফ্রয়িম নির্যাতিত ও বিচারে চুরমার হচ্ছে, কারণ
সে নিজের ইচ্ছায় মিথ্যা বিধানের অনুসারী হয়েছে। ১২ এজন্য আমি ইফ্রয়িমের পক্ষে
কীটস্বরূপ, যিহূদা-কুলের পক্ষে ক্ষয়স্বরূপ হয়েছি। ১৩ যখন ইফ্রয়িম নিজের রোগ ও যিহূদা
নিজের ক্ষত দেখতে পেল, তখন ইফ্রয়িম আসিরিয়া দেশর কাছে গমন করলো ও মহান
রাজার কাছে লোক পাঠাল; কিন্তু সে তোমাদেরকে সুস্থ করতে পারে না, তোমাদের ক্ষত
ভাল করতে পারবে না। ১৪ কারণ আমি ইফ্রয়িমের পক্ষে সিংহের মত ও যিহূদাকুলের পক্ষে
যুবা কেশরীর মত হব; আমি, আমিই বিদীর্ণ করে চলে যাব; আমি নিয়ে যাব, কেউ পরিত্রাণ

[৫:৮] দেখুন গণনা ১০:২; দেখুন যিরি ৪:২১; দেখুন যিহি ৩৩:৩; [৫:৮] বিচার ১৯:১২; হোশেয় ৯:৯; ১০:৯; [৫:৮] দেখুন যিশা ১০:২৯; [৫:৮] দেখুন যিহো ৭:২; হোশেয় ৪:১৫; ১০:৫; [৫:৯] দেখুন যিশা ৭:১৬; [৫:৯] যিশা ৩৭:৩; হোশেয় ৯:১১-১৭; [৫:৯] যিশা ৪৬:১০; সখ ১:৬; [৫:১০] দেখুন দ্বি:বি ১৯:১৪; [৫:১০] দেখুন যিহি ৭:৮; [৫:১১] হোশেয় ৯:১৬; মীখা ৬:১৬; [৫:১২] দেখুন ইয়োব ১৩:২৮; দেখুন যিশা ৫১:৮; [৫:১২] দেখুন ইয়োব ১৮:১৬; [৫:১৩] দেখুন যিশা ৭:১৬; [৫:১৩] দেখুন যিহি ২৩:৫; হোশেয় ৭:১১; ৮:৯; ১২:১; [৫:১৩] দেখুন বিলাপ ৫:৬; হোশেয় ৭:৮; ১০:৬; [৫:১৩] দেখুন যিশা ৩:৭; হোশেয় ১৪:৩; [৫:১৩] হোশেয় ২:৭; [৫:১৪] দেখুন ইয়োব ১০:১৬; দেখুন যিরি ৪:৭; আমোষ ৩:৪; [৫:১৪] হোশেয় ৬:১; [৫:১৪] দেখুন দ্বি:বি ৩২:৩৯; মীখা ৫:৮;

সময়। অথবা এর অর্থ হচ্ছে যে, তাদের শাস্তির জন্য এক মাসই যথেষ্ট।

৫:৮ কোন কোন ব্যাখ্যাকারী ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, অরামীয় (সিরীয়)– ইফ্রয়িমীয় (ইস্রায়েলীয়) যুদ্ধ ৪-৫ অধ্যায়ের পটভূমি গঠন করেছে। *তূরী।* ভেড়ার শিংয়ের তৈরি, এর শব্দের অর্থ সতর্ক বার্তা, অর্থাৎ সৈন্যেরা যে কাছে পৌঁছে গেছে এই সঙ্কেত (দেখুন ৮:১ যোয়েল ২:১ পদ ও নোট দেখুন; আমোষ ৩:৬ পদ দেখুন)। *গিবিয়া।* যিরূশালেমের দুই মাইল উত্তরে। *রামা।* গিবিয়ার উত্তরে অবস্থিত। *বৈৎ- আবন।* ৪:১৫ পদ ও নোট দেখুন। বিন্যামীন চালিত হয়েছে। সম্ভবত বিন্যামীনীয়দের যুদ্ধের চিৎকার।

৫:৯ ধ্বংসস্থান হবে। দেখুন যিরমিয় ২৫:১১, ৩৮ পদ।

৫:১০ সীমার চিহ্ন স্থানান্তর করে। যিহূদা ইস্রায়েলের রাজ্য দখল করে (১ রাজা ১৫:১৬-২২; দ্বি.বি. ১৯:১৪ পদ ও নোট দেখুন; ২৭:১৭; হিতোপদেশ ১৫:২৪ পদ ও নোট দেখুন; ২৩:১০; যিশা ৫:৮; মীখা ২:২)। *আমার ক্রোধ।* দেখুন ১৩:১১।

৫:১২ কীট ... ক্ষয়। উভয়ই সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয় (দেখুন ইয়োব ১৩:২৮ পদ)।

৫:১৩ রোগ ... ক্ষত। ক্ষত জাতীয় আঘাতের উপমা, যা যিহূদা এবং ইস্রায়েল তাদের শত্রুদের হাতে ভোগ করছিল (দেখুন যিশা ১:৫-৬; ১৭:১১; যিরমিয় ১৫:১৮; ৩০:১২-১৫ পদ দেখুন)। *আসিরিয়া দেশের দিকে ফেরা।* আসিরিয়া নথি বলে যে, ইস্রায়েলের রাজা মনহেম এবং হোশেয় রাজা ৩য় তিগলৎ পিলেষরকে কর প্রদান করতেন (তুলনা করুন ২ রাজা ১৫:১৯-২০; ১৭:৩ পদ)। *সুস্থ করতে পারে না।* মিত্ররা কোন উপকারে আসে নি।

৫:১৪ সিংহ। দেখুন ১৩:৭; আমোষ ১:২ পদ ও নোট দেখুন; ৩:৮। সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর প্রতিনিধিস্বরূপ মানুষকে ব্যবহার করতে পারেন (যিশা ১০:৫ পদ ও নোট দেখুন), কিন্তু তিনি ইস্রায়েল জাতির শাস্তির জন্য দায়ী, যার দায় এড়ানো সম্ভব নয় (দেখুন ৫:২৯; ৪২:২২;

করবে না। [১৫] আমি নিজের স্থানে ফিরে যাব, যে পর্যন্ত তারা দোষ স্বীকার না করে ও আমার উপস্থিতির খোঁজ না করে; সঙ্কটের সময়ে তারা সযত্নে আমার খোঁজ করবে।

[৫:১৫] দেখুন যিশা ১৮:৪; [৫:১৫] দেখুন লেবীয় ২৬:৪০; [৫:১৫] দেখুন গণনা ২১:৭; দেখুন গীত ২৪:৬; দেখুন হোশেয় ৩:৫; [৫:১৫] গীত ৫০:১৫; দেখুন যিরি ২:২৭; [৫:১৫] যিশা ৬৪:৯; দেখুন যিহি ২০:৪৩।

আমোষ ৯:১-৪)।

৫:১৫ আমার নিজের স্থানে ফিরে যাব। ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে এই ভয় দেখিয়েছেন যে, সে প্রকৃতভাবে মন পরিবর্তন না করা পর্যন্ত তিনি তাকে তার নৈরাশ্য থেকে মুক্ত করবেন না। এই ধারণাটি ভাববাদী হোশেয় পরবর্তী বক্তব্যের বিষয়বস্তুর জন্য পটভূমি তৈরি করেছে। *স্থান। পদ* ১৪ দেখুন।

হোশেয় ৫ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়–

ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের নেমে আসা বিচারের (হোশেয় ৫:১-৭) কারণে সৃষ্ট জনশূণ্যতার দ্বারা আতঙ্কিত করা (হোশেয় ৫:৮-১৫)।

সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলীয়দের মন পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত (হোশেয় ৫:১৫) অগণিত পাপের শাস্তি হিসেবে ইস্রায়েলের পুরোহিত, লোকজন ও অধ্যক্ষদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের যে বিচার, তা তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে চলমান অধ্যায়ের একটি বিষয় ১৬ অধ্যায়েও অব্যাহত রয়েছে।

দশটি বংশ দুষ্ট ও পাপী হয়ে উঠবে– যিহূদা ইফ্রয়িমকে অনুসরণ করার কারণে কষ্টভোগ করবে। তারা বিদেশী স্ত্রীলোকদের গর্ভে তাদের ঔরসজাত সন্তান জন্ম দিয়েছে, যা তাদেরকে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার পথে বাধা সৃষ্টি করবে। ইফ্রয়িম আসিরিয়দের দিকে সাহায্যের জন্য হাত বাড়ালেও, তা লাভে সক্ষম হবে না। অত্যাচারের কারণে যিহূদা প্রাথমিক অবস্থায় তার নিজের ধর্ম ও দেশে ফিরে এসে অন্য বংশগুলোর জন্য পথ তৈরি করবে।

হোশেয় ৫ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. এই পদগুলোতে কে ঈশ্বরের দ্বারা অভিযুক্ত অপরাধের ঘোষক ছিলেন? (হোশেয় ৫:১-৫)

২. ইস্রায়েলের অবিশ্বস্ততার কারণে ঈশ্বর কি প্রত্যাখান করবেন বলা হয়েছিল? (হোশেয় ৫:৬-৭)

৩. যুদ্ধের আওয়াজ কেন ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে শোনা যাবে? (হোশেয় ৫:৮-৯)

৪. যিহূদার বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কি অভিযোগ ছিল? (হোশেয় ৫:১০)

৫. ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচার প্রক্রিয়া কিভাবে ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল? (হোশেয় ৫:১১-১৪)

৬. ঈশ্বরের লোকদের উপর তাঁর বিচারের চরম পরিণতি কি ছিল? (হোশেয় ৫:১৫)

মন পরিবর্তনের জন্য ইস্রায়েলের আহ্বান

৬ [১] চল, আমরা সদাপ্রভুর কাছে ফিরে যাই, কারণ তিনিই বিদীর্ণ করেছেন, তিনি
আমাদেরকে সুস্থও করবেন; তিনি আঘাত করেছেন, তিনি আমাদের ক্ষত বেঁধেও
দেবেন। [২] দুই দিন পরে তিনি আমাদেরকে সঞ্জীবিত করবেন, তৃতীয় দিনে উঠাবেন, তাতে
আমরা তাঁর সাক্ষাতে বেঁচে থাকব। [৩] এসো, আমরা সদাপ্রভুকে জানি, তাঁকে জানবার জন্য
তাঁর পিছনে চলি; অরুণোদয়ের মত তাঁর উদয় নিশ্চিত; আর তিনি আমাদের কাছে বৃষ্টির
মত আসবেন, ভূমি-সেচনকারী শেষ বর্ষার মত আসবেন।

উৎসর্গ নয় কিন্তু অটল প্রেমই চাই

[৪] হে ইফ্রয়িম, তোমার জন্য আমি কি করবো? হে যিহূদা, তোমার জন্য কি করবো?

[৬:১] দেখুন যিশা ১০:২০; দেখুন ১৯:২২; [৬:১] দেখুন ইয়োব ১৬:৯; বিলাপ ৩:১১; হোশেয় ৫:১৪; [৬:১] দেখুন গণনা ১২:১৩; দেখুন যিরি ৩:২২; [৬:১] দেখুন দ্বি:বি ৩২:৩৯; দেখুন ইয়োব ৫:১৮; দেখুন যিরি ৩০:১৭; হোশেয় ১৪:৪; [৬:২] গীত ৩০:৫; দেখুন ৮০:১৮; [৬:২] দেখুন মথি ১৬:২১; [৬:২] দেখুন গীত ৭১:২০; [৬:৩] দেখুন ইয়োব ৪:৩; যোয়েল ২:২৩; [৬:৩] গীত ৭২:৬; হোশেয় ১১:১০; ১২:৬; [৬:৪] হোশেয় ১১:৮; [৬:৪] হোশেয় ৭:১; ১৩:৩;

৬:১ চল, আমরা সদাপ্রভুর কাছে ফিরে যাই। পাপ থেকে মন পরিবর্তনের জন্য এক যৎসামান্য আহ্বান (পদ ৪ দেখুন; ৫:১৩-১৫ পদে একই ধরনের কথা দেখা যায়), যেখানে ইস্রায়েল জাতি এ কথা স্বীকার করেছে যে, আসিরিয়া নয় (পদ ৫:১৩ তুলনা করুন), বরং সদাপ্রভু ঈশ্বরই হলেন সত্যিকার চিকিৎসক (তুলনা করুন ৭:১ পদ)।

৬:২ দুই দিন পরে ... তৃতীয় দিনে। খুব সংক্ষিপ্ত সময়। ইস্রায়েল জাতি মনে করেছিল ঈশ্বরের এই ক্রোধ অত্যন্ত ক্ষণকালের জন্য ঘটবে।

৬:৩ এসো, আমরা সদাপ্রভুকে জানি। হোশেয় ভাববাদীর পুস্তকের অন্যতম মূল একটি আলোচ্য বিষয় (দেখুন পদ ৬; ২:২০ পদ ও নোট; ৪:১, ৬; ৫:৪)। *বৃষ্টির মত ... ভূমি-সেচনকারী শেষ বর্ষার মত।* ইস্রায়েল জাতি বিশ্বাস করেছিল যে, যেভাবে মৌসুমী বৃষ্টি আসে ও ভূমি সজীব করে তোলে সেভাবে সদাপ্রভু আবার তাঁর অনুগ্রহ এই পৃথিবীতে সেচন করবেন ও তার আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনবেন।

৬:৪ তোমার জন্য আমি কি করবো? যিশাইয় ৫:৪ পদ দেখুন। ঈশ্বর ইস্রায়েলের অতিনাটকীয় অনুতাপের পেছনে মূল বিষয়টি দেখতে পেয়েছিলেন। *ইফ্রয়িম।* ৪:১৭ পদের নোট দেখুন। *যিহূদা।* দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা ও রচনার সময়কাল। *সাধুতা।* ২:১৯ পদ দেখুন;

তোমাদের সাধুতা তো সকাল বেলার মেঘের মত, শিশিরের মত, যা খুব ভোরে উড়ে যায়।
৫ এজন্য আমি ভাববাদীদের দ্বারা লোকদেরকে টুকরা টুকরা করেছি, আমার মুখের বাক্য
দ্বারা হত্যা করেছি; এবং আমার বিচার বিদ্যুতের মত বের হয়। ৬ কারণ আমি অটল প্রেমই
চাই, উৎসর্গ নয়; এবং পোড়ানো-উৎসর্গের চেয়ে ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান চাই। ৭ কিন্তু এরা
আদমে আমার নিয়ম লঙ্ঘন করেছে; ঐ স্থানে আমার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।
৮ গিলিয়দ দুর্বৃত্তদের নগর, তা রক্তে রঞ্জিত। ৯ যেমন দস্যুদল মানুষের অপেক্ষায় ঘাঁটি
বসিয়ে থাকে, তেমনি পুরোহিত সমাজ শিখিমে যাবার পথে হত্যা করে, হ্যাঁ, তারা কুকর্ম
করেছে। ১০ আমি ইস্রায়েলকুলে রোমাঞ্চকর ব্যাপার দেখেছি; ঐ স্থানে ইফ্রয়িমের
পতিতাবৃত্তি প্রচলিত, ইস্রায়েল অশুচি হয়েছে। ১১ আর হে যিহূদা, আমি যখন আমার

[৬:৫] যিরি ১:৯-১০; ৫:১৪; ২৩:২৯; [৬:৫] ইব ৪:১২; [৬:৬] দেখুন ১ শমূ ১৫:২২; দেখুন যিশা ১:১১; মথি ৯:১৩; ১২:৭; মার্ক ১২:৩৩; [৬:৬] দেখুন যিরি ৪:২২; দেখুন হোশেয় ২:২০; [৬:৬] দেখুন গীত ৪০:৬; মীখা ৬:৮; [৬:৭] দেখুন আদি ৯:১১; দেখুন যিরি ১১:১০; হোশেয় ৮:১; [৬:৭] দেখুন হোশেয় ৫:৭; [৬:৮] হোশেয় ১২:১১; [৬:৯] গীত ১০:৮; [৬:৯] দেখুন হোশেয় ৪:২; [৬:৯] যিরি ৫:৩০-৩১; ৭:৯-১০; দেখুন যিহি ২২:৯; দেখুন হোশেয় ৫:১; ৭:১; [৬:১০] দেখুন যিরি ৫:৩০; [৬:১০] দেখুন যিরি ২৩:১৪; দেখুন যিহি ২৩:৭; দেখুন হোশেয় ৫:৩;

এর সাথে দেখুন ৬ পদের নোট। *সকাল বেলার মেঘের মত, শিশিরের মত।* ক্ষণস্থায়ী বস্তু বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৬:৫ আমি ভাববাদীদের দ্বারা। ঈশ্বরের নিরূপিত বক্তা অর্থাৎ ভাববাদীগণ লোকদের উপরে সদাপ্রভুর বিচারের কথা ঘোষণা করেছেন (যির ১:৯; ১৫:১৯ পদ ও নোট দেখুন)।

৬:৬ অটল ভালবাসা। হিব্রু শব্দ *এসেদ*, যা দ্বারা সাধারণত বোঝানো হয়ে থাকে কোন ব্যক্তির প্রতিবেশীর প্রতি সঠিক আচরণ বা সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততাকে কিংবা উভয়ই– যা ঈশ্বর তাঁর লোকদের কাছ থেকে চেয়ে থাকেন। এখানে সম্ভবত দুটোর কথাই বলা হয়েছে। ৪ পদে একই হিব্রু শব্দের অর্থ করা হয়েছে "সাধুতা" (গীত ৬:৪ পদের নোট দেখুন)। *উৎসর্গ নয়।* ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততা বিহীন উৎসর্গ তাঁর কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় (১ শমূ ১৫:২২-২৩; যিশা ১:১১-১৫; যিরমিয় ৭:২১-২৩; আমোষ ৫:২১-২৪; মীখা ৬:৬-৮; মথি ৯:১৩; ১২:৭ পদ দেখুন)। *ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান চাই।* দেখুন পদ ৩; ২:২০ ও নোট।

৬:৭ **আদমে।** এখানে আদম বলতে সম্ভবত যর্দনের টেল আদ-দেমিয়েহ্ বোঝানো হয়েছে (দেখুন যিহোশূয় ৩:১৬ পদ এবং ৩:১৩, ১৫ পদের নোট), যা পদের দ্বিতীয় অংশে "ঐ স্থানে" কথাটির মধ্য দিয়ে বোঝা যায়। তবে আদম নামটি কোনভাবেই আদিপুস্তক পুস্তকের আদমকে নির্দেশ করে না। তৃতীয় আরেকটি ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে যে, এখানে আদম বলতে "মানুষ" বোঝানো হয়েছে। *আমার নিয়ম লঙ্ঘন করেছে।* দেখুন ৮:১; যিহোশূয় ৭:১১ পদ।

৬:৮ গিলিয়দ। দেখুন ১২:১১; বিচার ১০:১৭; ১২:৭ পদ। *তা রক্তে রঞ্জিত।* এখানে কি বোঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট নয়, তবে সম্ভবত হোশেয় বিচার ১২:১-৬ পদের ঘটনাগুলোকে প্রচ্ছন্নভাবে বোঝাতে চেয়েছেন, যেমন পকহিয়ের বিরুদ্ধে পেকহের বিদ্রোহ (২ রাজা ১৫:২৫ পদ দেখুন)।

৬:৯ হত্যা করে। এখানে সুনির্দিষ্টভাবে কোন ঘটনাটির কথা বলা হয়েছে তা জানা যায় না। *শিখিম।* আদি ৩৩:১৮ পদ ও নোট দেখুন।

৬:১০ পতিতাবৃত্তি। ৪:১০ পদ দেখুন।

হোশেয় : ৬ অধ্যায়

লোকদের বন্দীদশা ফিরাই, তখন তোমার জন্যও ফসল নিরূপিত।

[৬:১১] যিরি ৫১:৩৩; যোয়েল ৩:১৩; [৬:১১] দেখুন গীত ১২৬:১; সফ ২:৭।

৬:১১ ফসল নিরূপিত। এখানে প্রতীকী অর্থে ঈশ্বরের বিচার বোঝানো হয়েছে (দেখুন ৮:৭; ১০:১২-১৩; যিরমিয় ৫১:৩৩; মথি ১৩:৩০, ৩৯-৪২; প্রকা ১৪:১৫)। *বন্দীদশা ফিরাই।* এখানে অন্যভাবে "সুস্থতা" বোঝানো যেতে পারে (৭:১), এই কথাটির মধ্য দিয়ে দেশটির জরাগ্রস্ত ও ক্ষত-বিক্ষত দেহের সুস্থতা দানের কথা বোঝানো হয়েছে (যোয়েল ৩:১; সফ ৩:২০)।

হোশেয় ৬ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়–
মন পরিবর্তনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে (হোশেয় ৬:১-৩) এবং ইস্রায়েলের অস্থিরতা ও ব্যবস্থা লঙ্ঘন বিষয়ে কথা বলো হয়েছে (হোশেয় ৬:৪-১১)।

সার-সংক্ষেপ
এই অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে মন পরিবর্তনের জন্য উপদেশ (হোশেয় ৬:১-৩) এবং ইস্রায়েল ও যিহূদাকে এখনো তাদের পাপে লিপ্ত থাকার জন্য অভিযোগ (হোশেয় ৬:৪-১১) তুলে ধরা হয়েছে।
তৃতীয় মন্দির নির্মাণের সাথে তৃতীয় বারের মত মুক্তিই হবে চুড়ান্ত পরিণতি কারণ এরপর আর কোন দিনও নির্বাসনে যেতে হবে না। ধর্মীয় নেতাদেরকে অবশ্যই সত্যকে স্বীকার করবেন ও সম্মানিত হবেন। তখনও গিলিয়দ ও মনঃশির লোকদের সংহিংস হয়ে ওঠার প্রবণতা খুবই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। যিহূদার একটি অংশ ইস্রায়েল দেশে তাদের বাকী অংশের ও সব বংশগুলোর জন্য পথ প্রস্তুত করবে। যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য ইস্রায়েলীয় জাতিগুলোর ইস্রায়েল রাষ্ট্রকে সমর্থন করা উচিৎ এবং বিপরীতমুখী কর্মকান্ড যেভাবে চলে আসছে, সেভাবে আর না চলে, তার পরিবর্তে সমস্যা সমাধানের জন্য উৎসাহিত হওয়া উচিৎ।

হোশেয় ৬ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. একজন অনুতপ্ত ইস্রায়েলীয় কিভাবে সদাপ্রভু ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দেবেন বলা হয়েছিল? (হোশেয় ৬:১-৩)

২. সদাপ্রভু ঈশ্বর ইস্রায়েলকে কি উত্তর দিয়েছিলেন? (হোশেয় ৬:৪-১১)

৩. ঈশ্বর তাঁর লোকদের কাছ থেকে কি আশা করেছিলেন? (হোশেয় ৬:৬)

৪. সদাপ্রভু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ইস্রায়েলের অভিযোগগুলো কি ছিল? (হোশেয় ৬:১১; ৭:১৬)

ইস্রায়েলের পাপ

৭ [১] আমি যখন ইস্রায়েলকে সুস্থ করতে চাই, তখন ইফ্রয়িমের অপরাধ ও শমরিয়ার
দুষ্টতা প্রকাশ পায়; কারণ তারা প্রতারণার কাজ করে; ভিতরে চোর প্রবেশ করে,
বাইরে দস্যুদল লুট করে। [২] আর তাদের সমস্ত দুষ্টতা যে আমার স্মরণে আছে, এই কথা
তারা অন্তঃকরণে বিবেচনা করে না; এখন তাদের কাজগুলো তাদের ঘিরে ফেলেছে, আমার
দৃষ্টিগোচরে যেসব রয়েছে। [৩] তারা নিজেদের দুষ্টতা দ্বারা রাজাকে ও নিজেদের মিথ্যা কথা
দ্বারা কর্মকর্তাদেরকে আনন্দিত করে। [৪] তারা সকলে পতিতাগামী, রুটিওয়ালার উত্তপ্ত
তুন্দুরস্বরূপ; ময়দা ছানলে পর খামি ফেঁপে না ওঠা পর্যন্ত রুটিওয়ালা আগুন উস্কায় না।

[৭:১] দেখুন যিহি ২৪:১৩; দেখুন হোশেয় ৬:৪; [৭:১] পদ ১৩; [৭:১] দেখুন যাত্রা ২২:২; হোশেয় ৪:২; [৭:১] দেখুন হোশেয় ৬:৯; ১২:১; [৭:২] দেখুন যিরি ১৪:১০; দেখুন ৪৪:২১; দেখুন হোশেয় ৮:১৩; [৭:২] দেখুন ইয়োব ৩৫:১৫; হোশেয় ৯:১৫; [৭:২] যিরি ২:১৯; ৪:১৮; [৭:৩] যিরি ২৮:১-৪; দেখুন হোশেয় ৪:২; ১০:১৩; মীখা ৭:৩; [৭:৪] দেখুন যিরি ৯:২;

৭:১ সুস্থ। দেখুন পদ ৫:১৩; ৬:১; ১১:৩; ১৪:৪; যিরমিয় ৫১:৮-৯। *অপরাধ।* দেখুন ৪:৮; ৫:৫; ৮:১৩ পদ। *ইফ্রয়িম।* ৪:১৭ পদের নোট দেখুন। *প্রকাশ পায়।* ঈশ্বর তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে জানেন। *দুষ্টতা।* *পদ* ৩ দেখুন। *শমরিয়ার।* উত্তরের রাজ্যের আরেকটি নাম, যার রাজধানী ছিল শমরীয়া। অম্রি এটিকে ইস্রায়েলেল রাজধানী করেছিলেন (১ রাজা ১৬:২৪ পদ ও নোট দেখুন)। *প্রতারণা।* দেখুন যিরমিয় ৬:১৩; ৮:১০; সম্ভবত এখানে মিথ্যা অনুশোচনা এবং পরজাতীয়দের সাথে মিত্রতা স্থাপনের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ততার কথা বলা হয়েছে। *চোর।* ৪:২ পদ দেখুন। *দস্যুদল।* দেখুন পদ ৬:৯; আদি ৪৯:১৯; যিরমিয় ১৮:২২।

৭:২ গীত ৯০:৮ পদ ও নোট দেখুন। *আমার স্মরণে আছে।* সমস্ত কিছু ঈশ্বরের সম্মুখে উন্মুক্ত, কিন্তু দুষ্টেরা মনে করে ঈশ্বর তাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন না (গীত ১০:৬, ১১ ও নোট দেখুন)।

৭:৩ রাজাকে ... আনন্দিত করে। সম্ভবত এখানে কোন একটি প্রাসাদ বিদ্রোহের ঘটনার সাথে এই কথাটিকে সংযুক্ত করা হয়েছে (২ রাজা ১৫:৮-৩০ পদ দেখুন)। যখন এরা রাজা ও কর্মকর্তাদেরকে তোষামোদ করে তুষ্ট করছিল, তখন একই সময়ে তারা পেছন থেকে ছুরি মারা জন্য অস্ত্রে শাণ দিচ্ছিল (পদ ৬-৭; আরও দেখুন ৭ পদের নোট)। *মিথ্যা কথা।* দেখুন পদ ১১:১২; গীত ১০:৭ পদ ও নোট; নহূম ৩:১।

৭:৪ পতিতাগামী। ৪:১৫ পদের নোট দেখুন। *আগুন।* এখানে প্রতীকী অর্থে রাজনৈতিক উত্তপ্ত অবস্থা বোঝানো হয়েছে (পদ ৬-৭)। ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত না হওয়া অব্দি আগুন স্তিমিত রাখা হয়েছিল; এর পর তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। *রুটিওয়ালা।* সম্ভবত এখানে ষড়যন্ত্রকারীদের

৫ আমাদের রাজার উৎসবের দিনে কর্মকর্তারা অসুস্থ হওয়া পর্যন্ত আঙ্গুর-রসে উত্তপ্ত হল, সে
নিন্দুকদের সঙ্গে হাত মিলাল। ৬ কারণ তারা যখন ঘাঁটি বসায়, তখন তুন্দুরের মত
নিজেদের অন্তর প্রস্তুত করে, তাদের রুটিওয়ালা সমস্ত রাত ঘুমিয়ে থাকে, প্রাতঃকালে সেই
তুন্দুর যেন প্রচণ্ড আগুনে জ্বলে। ৭ তারা সকলে তুন্দুরের মত উত্তপ্ত এবং নিজেদের
শাসনকর্তাদের গ্রাস করে; তাদের সকল রাজাদের পতন হয়েছে; তাদের মধ্যে কেউই
আমাকে আহ্বান করে না।

৮ ইফ্রয়িম তো জাতিদের সঙ্গে মিশে গেছে; ইফ্রয়িম এক দিক পুড়ে যাওয়া পিঠার
মত। ৯ বিদেশীরা তার বল গ্রাস করেছে, কিন্তু সে তা জানে না; তার মাথার নানা জায়গায়
চুল পেকেছে; কিন্তু সে তাও জানে না। ১০ ইস্রায়েলের অহংকার তার মুখের উপরে প্রমাণ
দিচ্ছে; এমন হলেও তারা নিজেদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি ফেরে নি ও তাঁর খোঁজ করে নি।

জাতিদের উপর অর্থহীন নির্ভরতা

১১ হ্যাঁ, ইফ্রয়িম অবোধ কবুতরের মত হয়েছে, সে বুদ্ধিহীন, লোকেরা মিসরকে আহ্বান
করে, আসিরিয়া দেশ গমন করে। ১২ তারা যখন যাবে, আমি তাদের উপরে আমার জাল

[৭:৫] দেখুন যিশা ২৮:১, ৭; [৭:৫] দেখুন গীত ১:১; [৭:৬] গীত ২১:৯; [৭:৭] হোশেয় ১৩:১০; [৭:৭] পদ ১৬; দেখুন গীত ১৪:৪; দেখুন যিশা ৯:১৩; সফ ১:৬; [৭:৮] পদ ১১; গীত ১০৬:৩৫; দেখুন হোশেয় ৫:১৩; [৭:৯] যিশা ১:৭; হোশেয় ৮:৭; [৭:১০] হোশেয় ৫:৫; [৭:১০] হোশেয় ৫:৪; [৭:১০] পদ ১৪; দেখুন যিশা ৯:১৩; [৭:১১] দেখুন আদি ৮:৮; [৭:১১] পদ ১৬; হোশেয় ৯:৬; [৭:১১] দেখুন পদ ৮; দেখুন যিরি ২:১৮; দেখুন বিলাপ ৫:৬; হোশেয় ৯:৩;

নেতা বোঝানো হয়েছে।

৭:৫ আমাদের রাজার উৎসবের দিনে। সম্ভবত কোন অভিষেক অনুষ্ঠান বা জন্মদিন অনুষ্ঠান, যা উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মত্ত মদ্যপানের উৎসবে রূপ নিয়েছিল। রাজা এলা মদ্যপান করার কারণে মৃত্যুবরণ করেছিলেন (১ রাজা ১৬:৯ পদ ও নোট দেখুন)। *নিন্দুক।* দেখুন হিতোপদেশ ১:২২ পদ ও নোট। যিশাইয় (২৮:১-৮, ১৪) ইস্রায়েলকে তার মত্ততা ও তার নিন্দুকদের জন্য দোষারোপ করেছিলেন।

৭:৬ নির্দিষ্ট সময় না আসা পর্যন্ত এই ষড়যন্ত্রের কথা গোপন রাখা হয়েছিল।

৭:৭ শাসনকর্তা ... রাজা। ২০ বছরের মধ্যে মোট চার জন রাজাকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করা হয়েছিল, যার মধ্যে সখরিয় ও শল্লুমকে মাত্র সাত মাসের ব্যবধানে হত্যা করা হয়েছিল (২ রাজা ১৫:১০-১৪)। *তাদের মধ্যে কেউই আমাকে আহ্বান করে না।* এই লজ্জাজনক পরিস্থিতির কারণে।

৭:৮ জাতিদের সঙ্গে মিশে গেছে। পদ ১১ ও নোট দেখুন। *পিঠার মত।* এখানে প্রতীকী অর্থে বোকার মত সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করা বোঝানো হয়েছে। *এক দিক পুড়ে যাওয়া।* রুটিটি গরম পাথরের তাওয়ার উপরে রেখে সেঁকার কারণে (তুলনা করুন ১ রাজা ১৯:৬ পদ) নিচের দিকে বেশি পুড়ে গিয়েছিল এবং উপরের দিকে একদমই ভাজা হয় নি।

৭:৯ বিদেশীরা তার বল গ্রাস করেছে। আসিরিয়া (২ রাজা ১৫:১৯-২০) এবং মিসরের কাছে (পদ ১১) বশ্যতা স্বীকার করে কর দেওয়ার কারণে দেশটি অর্থনৈতিকভাবে প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়েছিল। *চুল পেকেছে।* অর্থাৎ সময়ের আগেই তার বয়স হয়েছিল, কিন্তু তারপরও সে বিপদের সম্ভাবনা জেনে সাবধান হয় নি।

৭:১০ ফেরে নি। দেখুন পদ ৩:৫; ৫:৪; আমোষ ৪:৬-১১। *খোঁজ করে নি।* দেখুন পদ ৩:৫; ৫:৬, ১৫ পদ ও নোট।

৭:১১ কবুতরের মত। দেখুন পদ ১১:১১ ও নোট, যেখানে ভিন্ন ধরনের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। এর সাথে গীত ৬৮:১৩ পদও দেখুন। *অবোধ।* যিরমিয় ৫:২১ পদ দেখুন। মনহেম

বিস্তার করবো; আকাশের পাখির মত তাদেরকে নামিয়ে আনবো; তাদের মণ্ডলী যেমন শুনেছে, তেমনি আমি তাদের শাস্তি দেব। ১৩ ধিক্ তাদেরকে! কেননা তারা আমার কাছ থেকে চলে গেছে; তাদের সর্বনাশ! কেননা তারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে; আমি তাদেরকে মুক্ত করতাম, কিন্তু তারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলেছে। ১৪ তারা অন্তঃকরণের সঙ্গে আমার কাছে কান্নাকাটি করে নি, কিন্তু নিজ নিজ বিছানায় হাহাকার করে; তারা শস্য ও আঙ্গুর-রসের জন্য একত্র হয় ও আমাকে ছেড়ে বিপথে গমন করে। ১৫ আমিই তো শিক্ষা দিয়ে তাদের বাহু সবল করেছি; তবুও তারা আমারই বিরুদ্ধে কুকল্পনা করে। ১৬ তারা ফিরে আসে বটে, কিন্তু যিনি ঊর্ধ্বস্থ, তাঁর প্রতি নয়; তারা বাকানো ধনুকের মত; তাদের কর্মকর্তারা নিজ নিজ জিহ্বার দুঃসাহসের জন্য খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে, এ-ই মিসর দেশে তাদের পক্ষে উপহাস।

১২:১; [৭:১২] দেখুন যিহি ১২:১৩; দেখুন ৩২:৩; [৭:১৩] হোশেয় ৯:১২; [৭:১৩] যিরি ১৪:১০; দেখুন যিহি ৩৪:৪-৬; হোশেয় ৯:১৭; [৭:১৩] পদ ১; যিরি ৫১:৯; মথি ২৩:৩৭; [৭:১৩] দেখুন গীত ১১৬:১১; [৭:১৪] যিরি ৩:১০; [৭:১৪] আমোষ ২:৮; [৭:১৪] দেখুন পদ ১০; দেখুন হোশেয় ৪:১০; ৯:১; ১৩:১৬; [৭:১৫] হোশেয় ১১:৩; [৭:১৫] গীত ২:১; দেখুন ১৪০:২; নহূম ১:৯, ১১; [৭:১৬] দেখুন পদ ৭; [৭:১৬] দেখুন গীত ৭৮:৯, ৫৭; [৭:১৬] মালা ৩:১৪; [৭:১৬] দেখুন যিহি ২৩:৩২; [৭:১৬] দেখুন পদ ১১; হোশেয় ৯:৩; ১১:৫।

আসিরিয়দের দিকে ফিরেছিলেন (২ রাজা ১৫:১৯-২০); হোশেয় আসিরিয়া ও মিসরের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন (২ রাজা ১৭:৩ -৪)।

৭:১২ আমার জাল। সদাপ্রভু ঈশ্বর স্বয়ং এখানে একজন শিকারী– জাতিগণ নয়– এবং এখানে ইস্রায়েল জাতিই শিকারে পরিণত হতে চলেছে।

৭:১৩ ধিক্! অনেক সময় বিচারের ঘোষণার সাথে এ ধরনের ধিক্কারমূলক বক্তব্য প্রকাশ করা হত (৯:১২ পদ ও নোট দেখুন)। *সর্বনাশ।* দেখুন পদ ৯:৬; যিশা ১৩:৬ পদ। *মুক্ত কর-তাম।* দেখুন ১৩:১৪ পদ; এছাড়া শব্দটি দিয়ে মিসর দেশ থেকে মুক্তি লাভের কথাও বোঝানো হয়ে থাকে (উদাহরণস্বরূপ দেখুন যাত্রা ৬:৬-৮ পদ ও নোট; মীখা ৬:৪)। *আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলেছে।* সম্ভবত সদাপ্রভুর বদলে অন্য দেবতাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে।

৭:১৪ কান্নাকাটি করে নি। যোয়েল ১:১৩ পদ দেখুন। *নিজ নিজ বিছানায় হাহাকার করে।* দেখুন লেবীয় ১৯:২৮; ২১:৫ পদ ও নোট। *শস্য ও আঙ্গুর-রসের জন্য।* দেখুন ২:৮, ২২; ৯:১-২ পদ।

৭:১৫ আমিই ... সবল করেছি। সন্তানের মত করে (১১:৩ পদ ও নোট দেখুন) কিংবা অধীনস্থ সৈন্যদলের মত করে। *তাদের বাহু সবল করেছি।* দেখুন যিহি ৩০:২৪-২৫।

৭:১৬ যিনি ঊর্ধ্বস্থ। দেখুন পদ ১১:৭; দ্বি.বি. ৩২:৮ পদ ও নোট। *বাকানো ধনুকের মত।* দেখুন গীত ৭৮:৫৭ পদ। ধনুক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল; ইস্রায়েল জাতি তাদের জন্য নিরূপিত সঠিক জীবন যাপন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। *তাদের পক্ষে উপহাস।* মিসর দেশ ইস্রায়েল জাতিকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং এতে করে তারা ঈশ্বরের ক্ষমতাকে উপহাস করতে পারে নি (দ্বি.বি. ৯:২৮ পদ দেখুন)। *মিসর।* দেখুন ৮:১৩; ১১:৫ পদ ও নোট। মিসর দেশে এত সংখ্যক মানুষের বন্দীদশায় যাওয়ার কোন নজির নেই। তবে কিছু কিছু বন্দী সেখানে গিয়েছিল (২ রাজা ২৩:৩৪; যিরমিয় ২২:১১-১৪) এবং অনেকে শরণার্থী হিসেবে সেখানে বাস করতে গিয়েছিল (২ রাজা ২৫:২৬; যির ৪২-৪৪)। মিসর থেকে ফিরে আসার দৃশ্যপট কল্পনা করা হয়েছে ১১:১১; যিশা ১১:১১; ২৭:১৩; সখ ১০:১০ পদে।

হোশেয় ৭ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়–

ইস্রায়েলের নানাবিধ পাপের কথা প্রকাশ করা হয়েছে (হোশেয় ৭:১-৭) এবং তাদের অজ্ঞানতা ও ভন্ডামি এখানে দারুনভাবে প্রকাশ পেয়েছে ও ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে এসেছে (হোশেয় ৭:৮-১৬)।

সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলের নানাবিধ পাপের জন্য তাকে দোষারোপ করার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে– যার ফলশ্রুতি হিসেবে ভন্ডামির জন্য তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের প্রচন্ড ক্রোধ নেমে এসেছে (হোশেয় ৭:১১-১৬)।

নেতৃত্বের মাঝে দুর্নীতি এবং সহিংসতা ও দস্যুবৃত্তির পরোক্ষ সমর্থন ইফ্রয়িমের পতন ঘটিয়েছে। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকা নেতাদের সমর্থকরা তাদের সাথে প্রতারণা করেছে। ইফ্রয়িম অযিহূদীদের মাঝে মিশে যাবে। সে তার শক্তিকে হারিয়ে ফেলবে, এবং যে বৈদেশিক মিত্রদেরকে সে এক সময় বিশ্বাস করতো, তাদের দ্বারা সে প্রতারিত হবে। বিভিন্ন ধরণের দুর্যোগের শিকার হওয়া সত্ত্বেও ইফ্রয়িম মন পরিবর্তন করবে না। দশটি বংশের নির্বাসন এবং কেন তাদেরকে সন্ধি ভিত্তিক মিসরীয়, সিদনীয় ও গোথিকের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তার সীমারেখা প্রদান করা হয়েছে।

হোশেয় ৭ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. ইস্রায়েলের রাজাদের প্রতি কি ঘটেছিল? (হোশেয় ৭:৬-৭)

২. ঈশ্বর ইফ্রয়িমকে কিসের সাথে তুলনা করেছিলেন? (হোশেয় ৭:৮)

৩. কাদের কাছে ইস্রায়েল সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়েছিল? (হোশেয় ৭:৮-১১)

৪. ঈশ্বর ইফ্রয়িমের উপর কি বিস্তার করবেন বলেছিলেন? (হোশেয় ৭:১২)

৫. ইফ্রয়িমের বাহুকে শক্তিশালী করতে পূর্বে ঈশ্বর যা করেছিলেন, সেই বিষয়ে তিনি কি বলেছিলেন? (হোশেয় ৭:১৫)

হোশেয় : ৮ অধ্যায়

ইস্রায়েলের ফলভোগ

৮ [১] তুমি তোমার মুখে তূরী স্থাপন কর। সে সদাপ্রভুর গৃহের উপরে ঈগল পাখির মত
আসছে, কেননা লোকেরা আমার নিয়ম লঙ্ঘন করেছে ও আমার বিরুদ্ধে অধর্ম
করেছে। [২] তারা আমার কাছে কান্নাকাটি করে বলবে, হে আমার ঈশ্বর, আমরা ইস্রায়েল,
তোমাকে জানি। [৩] ইস্রায়েল, যা ভাল, তা দূরে ফেলে দিয়েছে, শত্রু তার পিছনে পিছনে
দৌড়ে যাবে। [৪] তারাই রাজাদেরকে স্থাপন করেছে, আমা থেকে হয় নি; তারা
শাসনকর্তাদের নিযুক্ত করেছে, আমি তা জানি নি; তারা নিজেদের সোনা ও রূপা দ্বারা
নিজেদের জন্য মূর্তি তৈরি করেছে, যেন তারা উচ্ছিন্ন হয়। [৫] হে শমরিয়া, তিনি তোমার
বাছুরের মূর্তি দূরে ফেলে দিয়েছেন; ওদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠলো;
ওরা কত দেরিতে তারা বিশুদ্ধ হবে? [৬] কেননা ইস্রায়েলের লোকেরাই ঐ বাছুর তৈরি
করেছে; শিল্পকার তা গড়েছে, তা ঈশ্বর নয়; বাস্তবিক শমরিয়ার বাছুর খণ্ড-বিখণ্ড হবে।
[৭] কেননা তারা বায়ুরূপ বীজ বপন করে, ঝঞ্ঝারূপ শস্য কাটবে; তার ক্ষেতে শস্য নেই;

[৮:১] দেখুন গণনা ১০:২; দেখুন যিহি ৩৩:৩; [৮:১] দেখুন দ্বি:বি ২৮:৪৯; যিরি ৪:১৩; [৮:১] দেখুন যিরি ১১:১০; [৮:১] দেখুন হোশেয় ৪:৬; দেখুন ৬:৭; [৮:৩] দেখুন মথি ৭:২৩; তীত ১:১৬; [৮:৪] হোশেয় ১৩:১০; [৮:৪] দেখুন হোশেয় ২:৮; ১৩:১-২; [৮:৫] পদ ৬; হোশেয় ১০:৫; [৮:৫] যিরি ১৩:২৭; [৮:৬] দেখুন যিরি ১৬:২০; হোশেয় ১৪:৩; [৮:৬] দেখুন যাত্রা ৩২:৪; [৮:৬] দেখুন পদ ৫; [৮:৭] দেখুন ইয়োব ৪:৮; উপদে ২২:৮; যিশা ৬৬:১৫; হোশেয় ১০:১২-১৩; নহূম ১:৩; গালা ৬:৮; [৮:৭] দেখুন দ্বি:বি ২৮:৩৮; দেখুন যিশা ১৭:১১; হোশেয় ৯:১৬; [৮:৭] হোশেয় ২:৯; দেখুন ৭:৯;

৮:১ তূরী। ৫:৮ পদ ও নোট দেখুন। *তোমার মুখে।* অর্থাৎ ভাববাদী হোশেয়ের মুখে। *ঈগল পাখি।* কিংবা শকুন, যেখানে আসিরিয়দের কথা বোঝানো হচ্ছে। *সদাপ্রভুর গৃহ।* ইস্রায়েল দেশকে বোঝানো হয়েছে, মন্দির নয় (৯:১৫ পদ ও নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন যাত্রা ১৫:১৭ পদ)।

৮:২ তোমাকে জানি। দেখুন পদ ২:২০; ৬:৩ ও নোট; কিন্তু সদাপ্রভুর প্রতি তাদের উপাসনা মিশ্রিত ছিল পৌত্তলিক আচার ও রীতিনীতি দ্বারা, যা ৩-৬ পদে দেখা যায় (দেখুন আমোষ ২:৪, ৭-৮; ৩:১৪; ৫:২৬)।

৮:৩ শত্রু। আসিরিয়দের সৈন্যবাহিনী।

৮:৪ রাজাদেরকে স্থাপন করেছে। দ্বিতীয় যারবিয়ামের পরে ১৩ বছরে পাঁচজন রাজা ইস্রায়েল শাসন করেছেন (২ রাজা ১৫:৮-৩০), যার মধ্যে তিন জন পূর্ববর্তী শাসককে হত্যা করে সিংহাসনে বসেছিলেন (পদ ৭:৭ ও নোট দেখুন)।

৮:৫ শমরিয়া। ৭:১ পদের নোট দেখুন। *বাছুরের মূর্তি।* ১০:৫; ১৩:২ পদ দেখুন। প্রথম যারবিয়াম (৯৩০-৯০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) বৈথেলে ও দানে বাছুরের মূর্তি স্থাপন করেছিলেন এবং বলেছিলেন "এই তোমাদের দেবতা" (১ রাজা ১২:২৮-৩৩ পদ দেখুন ও ১২:২৮ পদের নোট দেখুন)।

৮:৬ শিল্পকার তা গড়েছে। এখানে প্রতিমাপূজা সম্পর্কে ভাববাদী উপহাসের ভঙ্গিতে কথা বলেছেন। এ ধরনের আরও কিছু বক্তব্য দেখুন যিশা ৪০:২০; ৪১:২২-২৪; ৪৪:৯-২০ পদে। এর সাথে দেখুন গীত ১১৫:৪-৮ পদ ও নোট। ইস্রায়েলের রাজাগণ (যাত্রা ৩২:৪) এবং প্রথম যারবিয়াম বলেছিলেন "এই তোমাদের দেবতা," কিন্তু ভাববাদী হোশেয় এখানে বলেছেন, "তা ঈশ্বর নয়"।

৮:৭ তারা বায়ুরূপ বীজ বপন করে। মন্দ কাজ সম্পর্কে বলা একটি প্রচলিত প্রবাদ বাক্য (১০:১৩; ইয়োব ৪:৮; গীত ১২৬:৫-৬;

চারা শস্য দেবে না; শস্য দিলেও বিদেশীরা তা গ্রাস করবে। ৮ ইস্রায়েলকে গ্রাস করা হল;
এখন তারা অপ্রীতিকর পাত্রের মত জাতিদের মধ্যে আছে। ৯ ওরা তো আসিরিয়া দেশ
গেল, সে এমন বুনো গাধা, যে একাকী থাকে; ইফ্রয়িম প্রেমিকদেরকে পণ দিয়েছে।
১০ যদিও তারা জাতিদের মধ্যে লোকদের পণ দেয়, তবুও আমি এখন এদেরকে একত্র
করবো; রাজা ও শাসনকর্তাদের বোঝার ভারে তারা ক্রমশ কুঁজো হয়ে পড়ছে।

১১ ইফ্রয়িম পাপের কাজ হিসেবে অনেক বেদি নির্মাণ করেছে, এজন্য বেদি সকল তার
পক্ষে পাপস্বরূপ হয়েছে। ১২ আমি তার জন্য আমার ব্যবস্থার দশ হাজার কথা লিখি; কিন্তু
সেসব বিজাতীয়রূপে গণ্য করা হয়। ১৩ তারা আমার উপহার-উৎসর্গ নিয়ে তার মাংস
উৎসর্গ করে ও তা খেয়ে ফেলে; সদাপ্রভু তাদেরকে গ্রাহ্য করেন না; এখন তিনি তাদের
অপরাধ স্মরণ করে তাদের পাপের প্রতিফল দেবেন, তারা মিসরে ফিরে যাবে।

[৮:৮] যিরি ৫১:৩৪; [৮:৮] যিরি ২২:২৮; [৮:৯] দেখুন যিরি ২:১৮; [৮:৯] দেখুন আদি ১৬:১২; [৮:৯] দেখুন যিরি ২২:২০; যিহি ২৩:৫; দেখুন হোশেয় ৫:১৩; [৮:১০] দেখুন যিহি ১৬:৩৭; দেখুন ২২:২০; [৮:১০] যিরি ৪২:২; [৮:১১] হোশেয় ১০:১; ১২:১১; [৮:১২] দেখুন পদ ১; [৮:১৩] দেখুন যিরি ৭:২১; [৮:১৩] দেখুন যিরি ৬:২০; হোশেয় ৯:৪; [৮:১৩] হোশেয় ৭:২; ৯:৯; আমোষ ৮:৭; [৮:১৩] দেখুন হোশেয় ৪:৯; [৮:১৩] হোশেয় ৯:৩, ৬;

হিতোপদেশ ১১:১৮; ২২:৮; ২ করি ৯:৬; গালা ৬:৭ পদ দেখুন)। ইস্রায়েল জাতি মূর্তিপূজার বীজ বুনেছিল এবং তারা ফসল হিসেবে আসিরিয়দের সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ দ্বারা আঘাত পেয়েছিল। *চারা শস্য দেবে না।* ভাববাদী হোশেয় হিব্রু ভাষায় প্রায় একই ধরনের উচ্চারণ এমন কয়েকটি শব্দ এখানে ব্যবহার করেছেন। *বিদেশীরাও।* আসিরিয়রা।

৮:৮ ইস্রায়েল জাতিকে ঈশ্বরের নিজ জাতির লোক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল (যাত্রা ১৯:৫; আমোষ ৩:২ পদ ও নোট দেখুন)। কিন্তু যেহেতু ইস্রায়েল জাতি অন্যান্য জাতির সাথে নিজেকে সংমিশ্রিত করেছিল, সেহেতু সে তার এই বিশেষ পরিচয় হারিয়ে ফেলেছিল এবং সে ঈশ্বরের কাছে হয়ে উঠেছিল এমন বস্তু যা "কেউ চায় না"।

৮:৯ এমন বন্য গাধা, যে একাকী থাকে। যিরমিয় ২:২৪ পদ ও নোট দেখুন। *ইফ্রয়িম।* ৪:১৭ পদের নোট দেখুন। *প্রেমিকদেরকে পণ দিয়েছে।* পতিতাবৃত্তির মূল্য (৯:১ পদ ও নোট দেখুন), যা আসিরিয়দের দেওয়া নিরাপত্তার মূল্য হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। ইস্রায়েলের রাজা মনহেম (২ রাজা ১৫:১৯) এবং হোশেয় (২ রাজা ১৭:৩) আসিরিয়দের রাজার কাছে কর প্রদান করেছিলেন।

৮:১০ যদিও ইস্রায়েল জাতি আসিরিয়দের কাছে কর প্রদান করেছিল, তথাপি তারা নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে নি, কারণ ঈশ্বর নিজে আসিরিয়দের রাজার মধ্য দিয়েই তাদের বিচার করেছিলেন (২:৮-১৩; ৭:১২ পদ ও নোট দেখুন)।

৮:১৩ তার মাংস উৎসর্গ করে। পদ ২ ও নোট দেখুন। *তা খেয়ে ফেলে।* কোন কোন উৎসর্গের মাংস অংশবিশেষ উৎসর্গদাতা ও পুরোহিতদের খাওয়ার জন্য আলাদা করে ফেলা হত (লেবীয় ৭:১১-১৮, ২৮-৩৬; দ্বি.বি. ১২:৭; যিরমিয় ৭:২১)। *সদাপ্রভু তাদেরকে গ্রাহ্য করেন না।* ৬:৬ পদ ও নোট দেখুন। *মিসর।* ইস্রায়েল জাতি মিসর ও আসিরিয়দের উপরে নির্ভর করেছিল, কিন্তু তাদেরকে আবারও "মিসরে" ফিরে যেতে হয়েছিল, অর্থাৎ আবারও একটি বিদেশী শক্তি, বিশেষত আসিরিয়দের অধীনে বন্দীত্ব বরণ করতে হয়েছিল (৯:৩ পদ দেখুন)। তবে এক্ষেত্রে ৭:১৬ পদের নোট

[১৪] কারণ ইস্রায়েল তার নির্মাতাকে ভুলে গেছে ও স্থানে স্থানে প্রাসাদ গেঁথেছে; এবং যিহূদা অনেক প্রাচীর-বেষ্টিত নগর প্রস্তুত করেছে; কিন্তু আমি তার নগরে নগরে আগুন পাঠাব, সে সেখানকার দুর্গগুলো গ্রাস করবে।

[৮:১৪] দেখুন দ্বি:বি ৩২:১৮; দেখুন যিশা ১৭:১০; দেখুন হোশেয় ২:১৩; [৮:১৪] দেখুন গীত ৯৫:৬; [৮:১৪] যিরি ৫:১৭; দেখুন ১৭:২৭; আমোষ ২:৫।

দেখুন।

৮:১৪ ইস্রায়েল তার নির্মাতাকে ভুলে গেছে। যা তার সমস্ত সমস্যার মূল কারণ (২:১৩ পদ ও নোট দেখুন; তুলনা করুন বিচার ২:১০ পদ)। *প্রাসাদ গেঁথেছে ... প্রাচীর-বেষ্টিত নগর প্রস্তুত করেছে।* ইস্রায়েল তার সৃষ্টিকর্তার উপরে নির্ভর করে নি, বরং সে সমস্ত বিষয়ে নিজের উপরেই নির্ভর করেছে। যিহূদা। দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা ও সময়কাল। *আগুন ... দুর্গগুলো গ্রাস করবে।* আমোষ ১:৪ পদ ও নোট দেখুন।

হোশেয় ৮ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়–

ইস্রায়েলীদের অধার্মিকতা (হোশেয় ৮:১-৪) ও প্রতিমাপূজার (হোশেয় ৮:৫-১০) জন্য ধ্বংসের দ্বারা ইস্রায়েল আতঙ্কিত এবং একই ধরণের পাপের জন্য আরও ভীতি প্রদর্শন করা (হোশেয় ৮:১১-১৪)।

সার-সংক্ষেপ

যিহূদী বিরোধী আক্রমণকে ঈগল পাখির দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। অধ্যায়টি যিহূদা দিয়ে শুরু হলেও, পরবর্তীতে দশটি বংশের দিকে মোড় নিয়েছে। যদিও অধ্যায়টির দ্বিতীয় শেষ পদটিতে এসে, আবারও যিহূদাকে ইঙ্গিত করলেও, সর্বশেষ পদটিতে এসে এটি আরও একটি বার ইস্রায়েল ও যিহূদাকে একত্রে নির্দেশ করে। প্রকৃতপক্ষে, উত্তরাঞ্চলীয় ইস্রায়েলীয়রা ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে ছেড়ে গিয়ে নিজেদের ধর্ম ও দুর্নীতিবাজ শাসকদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে। শমরিয়ার বাছুরের মূর্তি ভেঙ্গ টুকরো টুকরো করে ফেলা হবে এবং শমরীয়দের উপর দুর্যোগ নেমে আসবে। তাদেরকে আসিরিয়রা তাদেরকে নির্বাসনে পাঠাবে এবং তারা অযিহূদী জাতিগুলোর সাথে মিশে যাবে। আর অযিহূদীরা তাদেরকে পছন্দ করবে না এবং তারা তাদেরকে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেবে। তারা অযিহূদীদের মত হলেও, ঈশ্বর তাদেরকে ছেড়ে যাবেন না, তিনি তাদের উপর দয়া করবেন, তাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তাদেরকে একত্রিত করবেন। নির্বাসিত দেশে তাদেরকে "দ্বিতীয়" সুযোগটি দেয়া হবে। তারা মূর্তিপূজার প্রতি আসক্ত হবে কারণ তারা পাপ করার অনুমতি চায়। আর তাদের এই দাবীই তাদেরকে শেষ করে দেবে। তারা ঈশ্বরের বাক্যকে অবজ্ঞা করবে এবং মনে করবে যে, এটি বিদেশীদের জন্য বলা, তাদের জন্য নয়। যিহূদাও পাপ করবে ও

তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

হোশেয় ৮ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. ইস্রায়েল তার সোনা ও রূপা দিয়ে যা তৈরি করেছিলেন, সেই বিষয়ে ঈশ্বর কি বলেছিলেন? (হোশেয় ৮:৪-৬)

২. কি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, ঈশ্বর বলেছিলেন? (হোশেয় ৮:৬)

৩. পাপের অসংখ্য যজ্ঞবেদির কারণে ইফ্রয়িম কি হয়ে উঠেছিল? (হোশেয় ৮:১১)

৪. ঈশ্বরের লোকেরা ঈশ্বরকে ভুলে গিয়েছিল সেই বিষয়টি তারা উপলব্ধি করেছিল (হোশেয় ৮:১-১৪)

৯ [১] হে ইস্রায়েল, জাতিদের মত তুমি আনন্দ উল্লাসে ব্যস্ত থেকো না, কেননা তুমি তোমার ঈশ্বরকে ত্যাগ করে ব্যভিচার করছো, শস্যের প্রত্যেক খামারে পতিতার বেতন ভালবেসেছ। [২] খামার কিম্বা আঙ্গুরপেষণস্থান তাদের খাদ্য দেবে না; তারা নতুন আঙ্গুর-রস থেকে বঞ্চিত হবে। [৩] তারা সদাপ্রভুর দেশে বাস করবে না; কিন্তু ইফ্রয়িম মিসরে

[৯:১] যিশা ২২:১২-১৩; [৯:১] দেখুন গীত ৭৩:২৭; দেখুন যিশা ২৪:১৬; দেখুন হোশেয় ৭:১৪; ১০:৫; [৯:১] দেখুন আদি ৩০:১৫; [৯:২] যিশা ২৪:৭; হোশেয় ২:৯; যোয়েল ১:১০; [৯:৩] লেবীয় ২৫:২৩; [৯:৩] দেখুন হোশেয় ৭:১৬; দেখুন ৮:১৩; [৯:৩] যিহি ৪:১৩; দেখুন হোশেয় ৭:১১; ১০:৫; আমোষ ৭:১৭;

৯:১ এই পদটি এমন একটি অংশ শুরু করেছে যা সম্ভবত ফসল সংগ্রহের উৎসবের সময়ে বলা হয়ে থাকে, যেমন কুটির উৎসব (লেবীয় ২৩:৩৩-৪৩; দ্বি.বি. ১৬:১৩-১৫)। *ঈশ্বরকে ত্যাগ করে।* দেখুন পদ ১:২; ২:২-৫ ও নোট। *পতিতার বেতন ভালবেসেছ।* পদ ২:১২ ও নোট দেখুন; এখানে আক্ষরিকভাবে কথাটি নেওয়া যাবে না, কারণ এখানে আত্মিক ব্যভিচারের কথা বোঝানো হয়েছে (২:১২; যাত্রা ৩৪:১৫ পদ ও নোট দেখুন)। *শস্যের প্রত্যেক খামারে।* যেহেতু শস্য মাড়াই করার কাজে শুধুমাত্র পুরুষেরা কাজ করতো, তারা কাজের শেষ দিনে রাতের বেলায় আনন্দ উদযাপন করতো এবং সারা রাত জেগে থেকে শস্য পাহারা দিত (রূত ৩:২-৩ পদ ও নোট দেখুন); সে সময় পতিতাদের নিয়ে আসা হত তাদের আনন্দ দানের জন্য।

৯:৩ সদাপ্রভুর দেশে। প্রতিজ্ঞাত দেশ, যা সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর নিজের বলে দাবী করেছিলেন (লেবীয় ২৫:২৩; যিহোশূয় ২২:১৯ পদ ও নোট দেখুন; যিরমিয় ২:৭; যিহি ৩৮:১৬; যোয়েল ১:৬ পদ দেখুন)। *ইফ্রয়িম।* ৪:১৭ পদের নোট দেখুন। *মিসরে ... আসিরিয়া দেশে।* ইস্রায়েল জাতিকে এই হুমকিতে পড়তে হয়েছিল, যে দেশটির উপরে তারা এত নির্ভর করে থাকে সেখান থেকে তাদেরকে বন্দী করে অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া হবে, যেখানে উৎসর্গ করার মত কোন মন্দির নেই (পদ ৪; ৭:১৬; ৮:১৩ ও নোট দেখুন)। *অশুচি।* অন্য জাতির দেশ সাধারণত আইন-কানুন অনুসারে অশুচি বলে বিবেচিত হত (আমোষ ৭:১৭ পদ ও নোট দেখুন)। সেখানে যা কিছু ফলানো হত

ফিরে যাবে, আর তারা আসিরিয়া দেশে অশুচি দ্রব্য ভোজন করবে। [৪] তারা সদাপ্রভুর
উদ্দেশে আঙ্গুর-রস নিবেদন করবে না এবং তাদের উৎসর্গগুলো তাঁর তুষ্টিজনক হবে না;
তাদের পক্ষে সেসব শোককারীদের খাদ্যের সমান হবে; যারা তা ভোজন করবে, তারা
সকলে অশুচি হবে; বস্তুতঃ তাদের খাদ্য তাদেরই ক্ষুধা মিটাবার জন্য হবে, তা সদাপ্রভুর
গৃহে পৌঁছাবে না। [৫] পর্বের দিনে ও সদাপ্রভুর উৎসব-দিনে তোমরা কি করবে? [৬] কারণ
দেখ, তারা ধ্বংসস্থান থেকে পালিয়ে গেল, তবুও মিসর তাদেরকে একত্র করবে, মোফ
তাদেরকে কবর দেবে, তাদের রূপার মনোহর দ্রব্যগুলো বিছুটিগাছের অধিকার হবে, তাদের
সকল তাঁবুতে কাঁটাগাছ জন্মাবে। [৭] প্রতিফল দানের সময় উপস্থিত, দণ্ডের সময় উপস্থিত;
এই কথা ইস্রায়েল জানুক যে, তারা ভাবে 'ভাববাদী অজ্ঞান, আত্মাবিশিষ্ট লোক উন্মাদ';
এর কারণ হল তোমার অনেক অপরাধ ও অনেক বিদ্বেষ। [৮] ইফ্রয়িম আমার ঈশ্বরের সঙ্গে
প্রহরী ছিল; ভাববাদীদের সকল পথে রয়েছে ব্যাধের ফাঁদ, তার ঈশ্বরের গৃহে রয়েছে
বিদ্বেষ। [৯] তারা গিবিয়ার সময়ের মত অত্যন্ত ভ্রষ্ট হয়েছে; তিনি তাদের অপরাধ স্মরণ

[৯:৪] যোয়েল ১:৯, ১৩; ২:১৪; [৯:৪] দেখুন হোশেয় ৮:১৩; [৯:৪] দেখুন যিরি ১৬:৭; [৯:৪] দেখুন দ্বি:বি ২৬:১৪; হগয় ২:১৩-১৪; [৯:৪] দেখুন যিহি ৪:১৩-১৪; [৯:৫] যিশা ১০:৩; যিরি ৫:৩১; [৯:৫] দেখুন হোশেয় ২:১১; [৯:৬] দেখুন হোশেয় ৭:১১; দেখুন ৮:১৩; [৯:৬] দেখুন যিশা ১৯:১৩; [৯:৬] দেখুন যিরি ৪২:২২; [৯:৬] সফ ১:১১; [৯:৬] যিশা ৫:৬; হোশেয় ১০:৮; [৯:৭] যিশা ৩৪:৮; যিরি ১০:১৫; মীখা ৭:৪; লূক ২১:২২; [৯:৭] দেখুন ইয়োব ৩১:১৪; [৯:৭] যিরি ১৬:১৮; [৯:৭] দেখুন ১ শমূ ১০:১১; যিশা ৪৪:২৫; দেখুন বিলাপ ২:১৪; যিহি ১৪:৯-১০; [৯:৭] দেখুন যিরি ২৯:২৬; হোশেয় ১৪:১; [৯:৮] দেখুন হোশেয় ৫:১; [৯:৮] দেখুন যিহি ২২:২৬; [৯:৯] সফ ৩:৭; [৯:৯] বিচার ১৯:১৬-

---

সেগুলোও অশুচি ছিল, কারণ এই সমস্ত ফসল পৌত্তলিক দেবতাদের কাছে উৎসর্গ করা হত (পদ ২:৫ ও নোট দেখুন; যিহি ৪:১৩ পদ দেখুন)।

৯:৪ শোককারীদের খাদ্য। অশুচি খাদ্য, ঠিক যেমন যে বাড়িতে কারও মৃত্যু ঘটেছে সে বাড়ির সমস্ত খাবার অশুচি হয়ে যায় (গণনা ১৯:১৪ পদ ও নোট; দ্বি.বি. ২৬:১৪; যিরমিয় ১৬:৭ পদ দেখুন)। *যারা তা ভোজন করবে, তারা সকলে অশুচি হবে।* এমন কি যারা তা স্পর্শ করবে তারাও সকলে অশুচি হবে। *তা সদাপ্রভুর গৃহে পৌঁছাবে না।* বন্দীদশায় ইস্রায়েল জাতির নিজস্ব কোন স্থান ছিল না (এমনকি রাজা যারবিয়াম যে সমস্ত স্থান নির্মাণ করেছিলেন সেগুলোও নয়; ১ রাজা ১২:২৮-৩৩ পদ দেখুন) যেখানে তারা সদাপ্রভুর জন্য উৎসর্গ উৎসর্গ করতে পারে বা ধর্মীয় উৎসবগুলো পালন করতে পারে (পদ ৫)।

৯:৫ পর্বের দিনে ও সদাপ্রভুর উৎসব-দিনে। ২:১১ পদ ও নোট দেখুন।

৯:৬ মিসর। দেখুন ৭:১৬; ৮:১৩; ১১:৫ পদ ও নোট। *মোফ।* বর্তমান মেম্ফিস। নিম্নতর তথা উত্তর মিসরের রাজধানী। *বিছুটিগাছ ... কাঁটাগাছ।* তুলনা করুন ইদোমের বিরুদ্ধে প্রায় একই ধরনের একটি হুমকি (যিশা ৩৪:১৩)।

৯:৭ আত্মাবিশিষ্ট লোক। মীখা ৩:৮ পদ ও নোট দেখুন। *উন্মাদ।* ২ রাজা ৯:১১; যিরমিয় ২৯:২৬ পদ ও নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১ শমূ ২১:১৫।

৯:৮ প্রহরী। দেখুন যিহি ৩:১৭; হবক্ ২:১ পদ ও নোট। *ব্যাধের ফাঁদ ... বিদ্বেষ।* ইস্রায়েল জাতি এই প্রহরীদের প্রতি শুধুই বিদ্বেষ প্রকাশ করেছে, যারা প্রকৃত ভাববাদী এবং যাদেরকে ঈশ্বর আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে প্রেরণ করেছিলেন (দেখুন যিরমিয় ১:১৯; ১১:১৯; ১৫:১০; আমোষ ৭:১০-১৩)।

৯:৯ অত্যন্ত ভ্রষ্ট হয়েছে। যে সমস্ত ইস্রায়েলীয়রা স্বর্ণের তৈরি বাছুরের মূর্তির পূজা করেছিল তাদের সম্পর্কে এই কথা বলা হয়েছে (যাত্রা ৩২:৭ পদ ও নোট; দ্বি.বি. ৯:১২ পদ

করবেন, তাদের সকল পাপের প্রতিফল দেবেন। ১০ আমি মরুভূমিতে আঙ্গুর ফলের মত
ইস্রায়েলকে পেয়েছিলাম; আমি ডুমুর গাছের আগাম পাকা ফলের মত তোমাদের
পূর্বপুরুষদের দেখেছিলাম; কিন্তু তারা বাল-পিয়োরের কাছে গিয়ে সেই লজ্জাস্পদের
উদ্দেশে নিজেদের পৃথক করলো এবং নিজেরা সেই প্রেমের বস্তুর মত জঘন্য হয়ে পড়লো।
১১ ইফ্রয়িমের গৌরব পাখির মত উড়ে যাবে; না প্রসব, না গর্ভ, না গর্ভধারণ হবে; ১২ যদিও
তারা সন্তান-সন্ততি পালন করে, তবুও আমি তাদেরকে এমন নিঃসন্তান করবো যে, এক জন
মানুষও থাকবে না; আবার ধিক্ তাদের, যখন আমি তাদের পরিত্যাগ করি। ১৩ সোরকে
আমি যেমন দেখেছি, ইফ্রয়িমও সেই রকম সুন্দর স্থানে রোপিত; কিন্তু ইফ্রয়িম তার
সন্তানদেরকে বাইরে ঘাতকের কাছে নিয়ে যাবে। ১৪ হে সদাপ্রভু, তাদেরকে দাও; তুমি কি

৩০; দেখুন হোশেয় ৫:৮; [৯:৯] দেখুন হোশেয় ৮:১৩; [৯:৯] দেখুন হোশেয় ৪:৯; [৯:১০] দেখুন শলো ২:১৩; [৯:১০] দেখুন যিশা ২৮:৪; [৯:১০] গণনা ২৫:১-৫; গীত ১০৬:২৮-২৯; [৯:১০] যিরি ১১:১৩; দেখুন হোশেয় ৪:১৪; [৯:১১] দেখুন যিশা ১৭:৩; [৯:১১] দেখুন হোশেয় ৪:৭; ১০:৫; [৯:১১] পদ ১৪; [৯:১২] পদ ১৬; দেখুন যিহি ২৪:২১; [৯:১২] হোশেয় ৭:১৩; [৯:১২] দেখুন দ্বি:বি ৩১:১৭; [৯:১৩] দেখুন গীত ৭৮:৬৭; [৯:১৩] দেখুন যিহি ২৭:৩; [৯:১৩] দেখুন ইয়োব ১৫:২২; দেখুন বিলাপ ২:২২; [৯:১৪] পদ ১১; লূক ২৩:২৯;

দেখুন)। *গিবিয়ার সময়ের মত।* এখানে বিন্যামীনীয়দের পাপপূর্ণ আচরণের কথা বলা হচ্ছে, যার কথা বিচার ১৯-২১ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। *তিনি তাদের অপরাধ স্মরণ করবেন।* যে সমস্ত পাপের জন্য অনুতাপ ও মন পরিবর্তন করা হয় নি সেগুলোকে ঈশ্বর স্মরণ করবেন, সেই সাথে বিভিন্ন প্রজন্মের জমে থাকা পাপের তিনি স্মরণ করবেন (১৩:১২ পদ দেখুন)।

৯:১০ ইস্রায়েলকে পেয়েছিলাম ... তোমাদের পূর্বপুরুষদের দেখেছিলাম। ঈশ্বরের সাথে চুক্তির সম্পর্কের পটভূমি হিসেবে এখানে মরু প্রান্তরের প্রসঙ্গ নিয়ে আসা হয়েছে (২:১৪-১৫ পদ দেখুন ও ২:১৪ পদের নোট দেখুন; ১৩:৫; দ্বি.বি. ৩২:১০ পদ দেখুন)। *আঙ্গুর ফলের মত ... ডুমুর গাছের আগাম পাকা ফলের মত।* অত্যন্ত সজীব মৌসুমী ফলের কথা বলা হচ্ছে (দেখুন শলোমন ২:১৩; যিশা ২৮:৪; মীখা ৭:১)। এখানে যে চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে (মরুভূমিতে আঙ্গুর ফল এবং ডুমুর গাছের আগাম ফল) তা ইস্রায়েল জাতির প্রতি ঈশ্বরের অপরিমেয় ভালবাসাকে বোঝায়, যখন ইস্রায়েল জাতি নিজেকে সিনাই মরু প্রান্তরে ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদন করেছিল। *বাল-পিয়োর।* পিয়োর ছিল একটি পর্বত (গণনা ২৩:২৮)। বাল পিয়োর নামটি দিয়ে পিয়োর দেবতা বোঝানো হয়েছে (গণনা ২৫:১-৩) এবং এখানে তা বৈৎ পিয়োর বুঝিয়েছে, যার অর্থ "পিয়োরের বাসস্থান" (দেখুন দ্বি.বি. ৩:২৯ পদ ও নোট; ৪:৩, ৪৬; যিহোশূয় ১৩:২০)। ভাববাদী হোশেয় এখানে গণনা ২৫ অধ্যায়ের ঘটনার কথা বলছেন। *সেই লজ্জাস্পদের উদ্দেশে।* দেখুন বিচার ৬:৩২; যিরমিয় ২:২৬ পদ ও নোট। *জঘন্য হয়ে পড়লো। যিশা* ৫:২, ৪, ৭ পদ দেখুন।

৯:১১ ইফ্রয়িমের গৌরব। তার বিশাল জনসংখ্যা এবং প্রচুর সমৃদ্ধির কথা বোঝানো হয়েছে। তার পাপের সাথে এই শাস্তি মানানসই হয়েছে। ইফ্রয়িমের পতিতাবৃত্তি প্রকৃত কোন বৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হয় নি (৪:১০ পদ দেখুন; বিচার ২:১৭ পদ ও নোট দেখুন)। *পাখির মত উড়ে যাবে।* যা আর কখনো ফিরে আসবে না (হিতোপদেশ ২৩:৫ পদ দেখুন)।

৯:১২ ধিক্ তাদের। ৭:১৩ পদ ও নোট দেখুন।

৯:১৩ সোর। নগরটি প্রচুর ধন সম্পদ, মনোরম আবহাওয়া এবং সুরক্ষিত অবস্থানের জন্য বিখ্যাত ছিল (যিহি ২৭:৩-২৫ পদ দেখুন)।

৯:১৪ ভাববাদী হোশেয় ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা প্রকাশের জন্য এই অভিশাপ দেন নি,

দেবে? তাদেরকে সন্তান নষ্ট হয়ে যাওয়া জঠর ও শুকনো স্তন দাও। [১৫] গিল্‌গলে তাদের সমস্ত দুষ্টামি দেখা যায়, বস্তুতঃ সেখানে তাদের প্রতি আমার ঘৃণা জন্মেছিল; আমি তাদের কর্মকাণ্ডের দুষ্টতার জন্য আমার গৃহ থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দেব, আর ভালবাসব না, তাদের কর্মকর্তারা সকলে বিদ্রোহী। [১৬] ইফ্রয়িম আহত, তাদের মূল শুকিয়ে গেছে, তারা আর ফলবে না; যদিও তারা সন্তানের জন্ম দেয়, তবুও আমি তাদের প্রিয় গর্ভফল মেরে ফেলবো। [১৭] আমার ঈশ্বর তাদেরকে অগ্রাহ্য করবেন, কেননা তারা তাঁর বাক্য মানে নি; আর তারা জাতিদের মধ্যে ইতস্তত ভ্রমণ করবে।

[৯:১৫] দেখুন হোশেয় ৪:১৫; [৯:১৫] দেখুন হোশেয় ৭:২; [৯:১৫] দেখুন যিরি ১২:৮; [৯:১৫] দেখুন যিশা ১:২৩; দেখুন হোশেয় ৪:৯; ৫:২; [৯:১৬] দেখুন হোশেয় ৫:১১; [৯:১৬] দেখুন ইয়োব ১৫:৩২; দেখুন হোশেয় ৮:৭; [৯:১৬] দেখুন পদ ১২; [৯:১৭] দেখুন যিরি ৬:৩০; [৯:১৭] দেখুন হোশেয় ৪:১০; [৯:১৭] দেখুন দ্বি:বি ২৮:৬৫; দেখুন হোশেয় ৭:১৩।

বরং তিনি ইস্রায়েলের পাপের ফলস্বরূপ ঈশ্বরের আসন্ন শাস্তি ঘোষণা করেছেন।

৯:১৫ গিল্‌গল। ৪:১৫ পদ ও নোট দেখুন। *আমার গৃহ থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দেব।* যেভাবে অবিশ্বস্ত স্ত্রীকে তার স্বামী বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়, সেভাবে ইস্রায়েল জাতিকেও ঈশ্বরের গৃহ থেকে, অর্থাৎ তাঁর দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে (৮:১ পদ ও নোট দেখুন)। *আর ভালবাসব না।* তাদের পাপের কারণে। কিন্তু যখন তারা অনুশোচনা করে এবং সদাপ্রভুর কাছে ক্ষমা চায় (পদ ১৪:১-২ পদ ও নোট দেখুন), তখন তিনি আবার তাদেরকে অবাধ ভালবাসা দেন (১৪:৪ পদ দেখুন)।

৯:১৭ আমার ঈশ্বর। এখানে শুধুমাত্র ভাববাদী হোশেয়ের বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে, কারণ ঈশ্বর এখন ইস্রায়েলের ঈশ্বর ছিলেন না। *অগ্রাহ্য করবেন।* ৪:৬; ২ রাজা ১৭:২০ পদ দেখুন। *ইতস্তত ভ্রমণ করবে।* কয়িনের মত (আদি ৪:১২-১৬ পদ দেখুন)।

হোশেয় ৯ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়–

ইস্রায়েলের উপর আসন্ন দুর্দশা নেমে আসছে (হোশেয় ৯:১-৬), তাদের কষ্টকর সময় (হোশেয় ৯:৭-১০) ও ইস্রায়েলের বিচারের দিন এগিয়ে আসছে (হোশেয় ৯:১১-১৭)।

সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে ইস্রায়েলের পাপ, বিশেষত মূর্তিপূজার জন্য তাদের দুর্দশা ও বন্দীত্বের বিষয়ে ভাববাণী স্থান পেয়েছে। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ইস্রায়েল ব্যভিচারিণীর ভূমিকায় উপস্থিত হয়েছিল। তাই তাদের প্রতি ঈশ্বর তাঁর দয়ার হাত সরিয়ে নিয়েছিলেন বলে, ইফ্রয়িমকে মিসরে ফিরে যেতে হবে এবং আসিরিয়দের অশুচি খাবার খেতে হবে। উৎসর্গ হয়ে উঠবে শোকের রুটি, কারণ যারা তা খাবে তারা সবাই অপবিত্র হবে। গিবিয়ার সময়ে যেভাবে ঘটেছিল (দেখুন, বিচারকর্তৃগণ ১৯ অধ্যায়), সেভাবে মিসর ইস্রায়েলকে অসৎ বলে শাস্তি দিবে। ঈশ্বর

ইস্রায়েলের কাছে অনুর্বরতা ও শোকবহতা পাঠাবেন। আর ইফ্রয়িমের মূল শুকিয়ে যাবে এবং তারা জাতিগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াবে।

হোশেয় ৯ অধ্যায়ের উপর প্রশ্নাবলী

১. ইস্রায়েলের আনন্দ-উল্লাসের বিষয়ে ঈশ্বর বলেছিলেন? (হোশেয় ৯:১)

২. ইস্রায়েল যে জাতিগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াবে, সেই বিষয়ে ভাববাদী হোশেয় কি বলেছিলেন? (হোশেয় ৯:৩-৪)

৩. ইস্রায়েলের বিরুদ্ধতার শাস্তি কিভাবে দেয়া হয়েছিল? (হোশেয় ৯:১-৯)

৪. ইস্রায়েলের মূর্তিপূজার পরিণতি কি হয়েছিল? (হোশেয় ৯:১০-১৭)

ইস্রায়েলের পাপের দণ্ডভোগ

১০ [১] ইস্রায়েল ফলভারে সমৃদ্ধ একটি আঙ্গুরলতার মত, তার ফল ধরে; সে তার
ফলের আধিক্য অনুসারে অনেক বেদি তৈরি করেছে, নিজ দেশের উৎকর্ষ
অনুসারে বহু উৎকৃষ্ট স্তম্ভ নির্মাণ করেছে। [২] তাদের অন্তঃকরণ বিভক্ত; এখন তারা দোষী
প্রতিপন্ন হবে। তিনিই তাদের বেদি সব ধ্বংস করবেন, তাদের সমস্ত স্তম্ভই নষ্ট করবেন।
[৩] অবশ্য এখন তারা বলবে, আমাদের রাজা নেই, কারণ আমরা সদাপ্রভুকে ভয় করি না,
তবে রাজা আমাদের জন্য কি করতে পারে? [৪] তারা মিথ্যা কথা বলে, নিয়ম করার সময়
মিথ্যা শপথ করে; তাই মকদ্দমা ভূমির আলিস্থ বিষবৃক্ষের মত অঙ্কুরিত হয়। [৫] শমরিয়া-

[১০:১] দেখুন যিহি ১৫:২; [১০:১] দেখুন ১ রাজা ১৪:২৩; [১০:১] হোশেয় ১৩:১৫; [১০:১] হোশেয় ৩:৪; দেখুন ৪:৭; দেখুন ৮:১১; ১২:১১; [১০:২] ১ রাজা ১৮:২১; [১০:২] হোশেয় ১৩:১৬; [১০:২] পদ ৮; [১০:২] মীখা ৫:১৩; [১০:৪] দেখুন হোশেয় ৪:২; [১০:৪] দেখুন যিহি ১৭:১৯; আমোষ ৫:৭; [১০:৪] আমোষ ৬:১২; [১০:৫] দেখুন যাত্রা ৩২:৪; দেখুন যিশা ৪৪:১৭-২০; [১০:৫] পদ ৮; দেখুন হোশেয় ৫:৮; [১০:৫] দেখুন ২ রাজা ২৩:৫; সফ ১:৪; [১০:৫] দেখুন

১০:১ ইস্রায়েল। এখানে ইস্রায়েল জাতিকে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে এবং তার পূর্বপুরুষদের নাম ধরে সম্বোধন করা হয়েছে। *একটি আঙ্গুরলতার মত।* ইস্রায়েল জাতিকে প্রায়শই প্রতীকী অর্থে আঙ্গুরলতা বলে সম্বোধন করা হয়েছে (গীত ৮০:৮-১৬ পদ ও নোট দেখুন)। *ফলভারে সমৃদ্ধ।* সম্ভবত এখানে রাজা দ্বিতীয় যারবিয়ামের সময়কার সমৃদ্ধির কথা বোঝানো হয়েছে (৭৯৩-৭৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। *বহু উৎকৃষ্ট স্তম্ভ।* ৩:৪ পদ ও নোট দেখুন।

১০:২ তাদের অন্তঃকরণ বিভক্ত। যিরমিয় ১৭:৯ পদ ও নোট দেখুন। এর আগে ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চেয়েছিল, কিন্তু লোকেরা পৌত্তলিক দেবতাদের পূজা করে তাঁকে অপমানিত করেছে (৮:২ পদ ও নোট দেখুন)।

১০:৩ আমাদের রাজা নেই। আসিরিয়ার সৈন্যবাহিনী যখন ইস্রায়েল জাতিকে ধ্বংস করে দিয়ে যাবে তখন এমন অবস্থাই দাঁড়াবে।

১০:৪ তারা ... মিথ্যা শপথ করে। ইস্রায়েল জাতির শেষ রাজাগণ ছিলেন অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অন্যায়কারী।

১০:৫ শমরিয়া। ইস্রায়েলের রাজধানী (৭:১ পদের নোট দেখুন)। *বৈৎ-আবনের বাছুরের মূর্তি।* যে মূর্তিটি রাজা প্রথম যারবিয়াম বৈথেলে

নিবাসীরা বৈৎ-আবনের বাছুরের মূর্তির জন্য ভয় পাবে; কারণ তার লোকেরা তার জন্য শোকার্ত হবে এবং তার যে পুরোহিতেরা তার জন্য আনন্দ করতো, তারাও তার জন্য, তার গৌরবের জন্য শোকার্ত হবে, কারণ গৌরব তাকে ছেড়ে নির্বাসিত হবে। ৬ সেও বিবাদ-রাজ্যের উপঢৌকন দ্রব্য বলে আসিরিয়া দেশে নীত হবে; ইফ্রয়িম লজ্জা পাবে, ইস্রায়েল আপন মন্ত্রণায় লজ্জিত হবে। ৭ শমরিয়ার রাজা উচ্ছিন্ন হল, সে জলের উপরের ফেনার মত হল। ৮ ইস্রায়েলের পাপস্বরূপ আবনের উচ্চস্থলী-গুলোও বিনষ্ট হবে, তাদের বেদিগুলোর উপরে কাঁটা ও শেয়ালকাঁটা জন্মাবে; এবং তারা পর্বতমালাকে বলবে, আমাদেরকে ঢেকে রাখ ও উপপর্বতগুলোকে বলবে, আমাদের উপরে পড়।

৯ হে ইস্রায়েল, গিবিয়ার সময় থেকে তুমি পাপ করে আসছ; তোমার লোকেরা সেই স্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে; অন্যায়ী বংশের প্রতিকূলে কৃত যুদ্ধ কি গিবিয়াতে তাদেরকে ধরবে না? ১০ আমি যখন ইচ্ছা, তাদের শাস্তি দেব; আর তারা যখন তাদের দু'টি অপরাধ-রূপ জোয়ালিতে আবদ্ধ রয়েছে, তখন তাদের বিপক্ষে জাতিদের সংগৃহীত হবে। ১১ আর ইফ্রয়িম এমন শিক্ষিতা গাভীস্বরূপ, যে শস্য মাড়াই করতে প্রেম করে, কিন্তু আমি তার সুন্দর ঘাড়ে হস্তক্ষেপ করেছি, আমি ইফ্রয়িমের উপরে এক জন আরোহীকে বসাব; যিহূদা হাল টানবে, যাকোব তার ঢেলা ভাঙ্গবে। ১২ তোমরা নিজেদের জন্য ধার্মিকতার বীজ বপন কর, অটল প্রেম অনুযায়ী শস্য কাট, নিজেদের জন্য পতিত ভূমি চাষ কর; কেননা সদাপ্রভুর খোঁজ

বিচার ১৮:১৭-১৮; দেখুন হোশেয় ৮:৫; দেখুন ৯:১, ৩, ১১; [১০:৬] দেখুন ২ রাজা ১৬:৭; হোশেয় ১১:৫; [১০:৬] দেখুন বিচার ৩:১৫; [১০:৬] দেখুন হোশেয় ৫:১৩; [১০:৬] যিশা ৩০:৩; দেখুন হোশেয় ৪:৭; [১০:৬] যিরি ৪৮:১৩; [১০:৭] পদ ১৫; হোশেয় ১৩:১১; [১০:৮] দেখুন যিহি ৬:৬; [১০:৮] দেখুন পদ ৫; ১ রাজা ১২:২৮-৩০; দেখুন হোশেয় ৪:১৩; [১০:৮] দেখুন হোশেয় ৯:৬; [১০:৮] পদ ২; দেখুন যিশা ৩২:১৩; [১০:৮] দেখুন ইয়োব ৩০:৬; আমোষ ৩:১৪-১৫; [১০:৮] আমোষ ৭:৯; লূক ২৩:৩০; প্রকা ৬:১৬; [১০:৯] দেখুন হোশেয় ৫:৮; [১০:৯] দেখুন যিহো ৭:১১; [১০:১০] দেখুন যিহি ৫:১৩; দেখুন হোশেয় ৪:৯; [১০:১১] দেখুন যিরি ১৫:১২; দেখুন ৩১:১৮; [১০:১২] দেখুন উপদে ১১:১; [১০:১২] দেখুন উপদে ১১:১৮; যাকোব ৩:১৮; [১০:১২] যিরি ৪:৩; [১০:১২] দেখুন যিশা ১৯:২২; হোশেয় ১২:৬; [১০:১২] দেখুন যিশা ৪৫:৮;

স্থাপন করেছিলেন (৮:৫ পদ ও নোট দেখুন)।

১০:৬ বিবাদ-রাজ্যের উপঢৌকন দ্রব্য। ৫:১৩ পদ ও নোট দেখুন। *ইফ্রয়িম।* ৪:১৭ পদের নোট দেখুন।

১০:৮ উচ্চস্থলী। ৪:১৩-১৪ পদ দেখুন এবং ৪:১৩ পদের নোট দেখুন। *আমাদেরকে ঢেকে রাখ ... আমাদের উপরে পড়।* হতাশায় নিমজ্জিত কণ্ঠস্বর; যা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট উদ্ধৃত করেছিলেন (লূক ২২:৩০ পদ ও নোট দেখুন) এবং যা প্রকাশিত ৬:১৬ পদে প্রচ্ছন্নভাবে উঠে এসেছে।

১০:৯ গিবিয়া। ৯:৯ পদ ও নোট দেখুন। গিবিয়া যেমন যুদ্ধে আক্রান্ত হয়েছে, তেমনি ইস্রায়েলও যুদ্ধ ও বন্দীত্ব দ্বারা আক্রান্ত হবে।

১০:১১ শিক্ষিতা গাভীস্বরূপ। এই পদের আগ পর্যন্ত ইফ্রয়িমকে (তথা ইস্রায়েল) দেখানো হয়েছে কম বয়সী বাছুর হিসেবে যা শস্য মাড়াই করার সময়ই তা খেয়ে ফেলতে থাকে। কিন্তু এখন ঈশ্বর ইস্রায়েলকে (এখানে ইফ্রয়িম ও যাকোব দুটো নামেই সম্বোধন করা হয়েছে) এবং যিহূদাকে জোয়ালে আবদ্ধ হয়ে চাষ করা ও ঢেলা ভাঙ্গার মত ভারী কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে– যা আসিরিয়া ও বাবিলীয় বন্দীদশার একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। *যিহূদা।* দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা ও সময়কাল।

১০:১২ অটল প্রেম অনুযায়ী শস্য কাট। যদি ইস্রায়েল জাতি যা ন্যায্য সেই কাজই শুধু করতো (এখানে "অটল প্রেম" কথাটির জন্য

করার সময় আছে, যে পর্যন্ত তিনি এসে তোমাদের উপর ধার্মিকতা না বর্ষান। [১৩] তোমরা দুষ্টতারূপ চাষ করেছ, অধর্মরূপ শস্য কেটেছ, মিথ্যার ফল ভোজন করেছ; কারণ তুমি নিজের পথে, নিজের বীরদের উপর নির্ভর করেছ। [১৪] এজন্য তোমার লোকবৃন্দের বিরুদ্ধে কোলাহল উঠবে; তোমার দৃঢ় দুর্গগুলোর সর্বনাশ হবে; যেমন যুদ্ধের দিনে শল্‌মন বৈৎ-অর্বেলের সর্বনাশ করেছিল; মা ও বালকদেরকে আছাড় মেরে খণ্ড খণ্ড করা হয়েছিল। [১৫] তোমাদের মহাদুষ্টতার দরুন বৈথেল তোমাদের প্রতি তা ঘটাবে; অরুণোদয় কালে ইস্রায়েলের রাজা উচ্ছিন্ন হবে।

[১০:১৩] দেখুন ইয়োব ৪:৮; দেখুন হোশেয় ৭:৩; ১১:১২; গালা ৬:৭-৮; [১০:১৩] দেখুন উপদে ১১:১৮; দেখুন হোশেয় ৮:৭; [১০:১৩] গীত ৩৩:১৬; [১০:১৪] দেখুন যিশা ১৭:৩; মীখা ৫:১১; [১০:১৪] দেখুন ২ রাজা ১৭:৩; [১০:১৪] দেখুন যিশা ১৩:১৬; হোশেয় ১৩:১৬; [১০:১৫] দেখুন পদ ৭।

হিব্রু শব্দ "এসেদ" ব্যবহার করা হয়েছে; ৬:৬ পদের নোট দেখুন), তাহলে ঈশ্বর অবশ্যই তাকে আশীর্বাদ করতেন। নিজেদের জন্য পতিত ভূমি চাষ কর। অর্থাৎ আর চুপ করে বসে থেকো না, বরং অনুতাপ কর, নতুন করে নিজেকে ফলবন্ত করে তোল। *ধার্মিকতা।* ঈশ্বর তাঁর আইন-কানুনের প্রতিজ্ঞাত আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি সমস্ত ধার্মিকতার অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন, যারা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে।

১০:১৩ মিথ্যার ফল। ইস্রায়েল জাতি মিথ্যের মাঝে বসবাস করছিল এবং তার পুরো জীবন জুড়েই ছিল মিথ্যা (দেখুন পদ ৪; ৭:৩; ১১:১২; ১২:১; তুলনা করুন ১ যোহন ১:৬)।

১০:১৪ শল্‌মন বৈৎ-অর্বেলের সর্বনাশ করেছিল। এই ঘটনাটির কথা অন্য কোথাও জানা যায় না। তবে হতে পারে শল্‌মন নামটি হচ্ছে আসিরিয়দের রাজা পঞ্চম শালমানেসার এর নামের সংক্ষিপ্ত রূপ, যিনি ৭২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে শমরিয়া অবরোধ করেছিলেন (২ রাজা ১৭:৩-৫)। যেটাই হোক না কেন প্রাচীনকালের যুদ্ধে সাধারণ মানুষের উপরে অত্যাচার নির্যাতন ছিল খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয় (৯:১৩; ১৩:১৬; দেখুন গীত ১৩৭:৯ পদ ও নোট)।

১০:১৫ বৈথেল। পদ ৮ দেখুন; ১২:৪ পদ ও নোট দেখুন।

হোশেয় ১০ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়–

ইস্রায়েলের মূর্তিপূজার জন্য তাদের উপর ভয়ানক শাস্তি নেমে আসবে (হোশেয় ১০:১-৮) এবং তাদের মন পরিবর্তনের জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে (হোশেয় ১০:১০-১৫)।

সার-সংক্ষেপ

ইস্রায়েলের বংশগুলোর মধ্যকার বিভাজন তাদের উপর দুর্যোগ নিয়ে এসেছে। বৈৎ-এল ও বৈৎ-আবনের সোনার বাছুরের মূর্তিপূজারীরা ইফ্রয়িমকে কলুষিত করবে এবং এই কলুষতা ভয়ানক শাস্তির কারণ হবে। এক সময় বিন্যামীনের গিবিয়াতে বসবাসকারী সমকামীরা দানবের মত করেছে। অগণিত বিদেশীরা ইফ্রয়িমের দুর্বলতা বুঝতে পেরে তাকে আক্রমণ

করবে। কিন্তু যাই হোক না কেন, ঈশ্বর দয়াবান– তাই যদি আমরা অনুতপ্ত হই ও মন পরিবর্তন করি, তবে তিনি আমাদের উপর দয়া করবেন ও আমাদেরকে মুক্ত করবেন।

হোশেয় ১০ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. ধর্মের বিষয়ে বিত্তশালী ইস্রায়েলীয়দের মনে কি ছিল? (হোশেয় ১০:১-৮)

২. ঈশ্বরের লোকদের বিরুদ্ধে তাঁর বিচার কতটা কঠিন ছিল? (হোশেয় ১০:৯-১৫)

৩. মনপরিবর্তন ও আশীর্বাদের সম্ভাব্যতাকে কেন ঈশ্বর প্রতিরোধ করে আসছিলেন? (হোশেয় ১০:১২)

ইস্রায়েলের পাপ সত্ত্বেও তার প্রতি ঈশ্বরের স্নেহ

১১ [১] ইস্রায়েলের বাল্যকালে আমি তাকে ভালবাসতাম এবং মিসর থেকে আমার
পুত্রকে ডেকে আনলাম। [২] তারা লোকদেরকে ডাকলে লোকেরা দৃষ্টিপথ থেকে
দূরে গেল, বাল দেবতাদের উদ্দেশে উৎসর্গ করলো এবং মূর্তিগুলোর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাল।
[৩] আমিই তো ইফ্রয়িমকে হাঁটতে শিখিয়েছিলাম, আমি তাদেরকে কোলে নিতাম; কিন্তু আমি
যে তাদেরকে সুস্থ করলাম, তা তারা বুঝল না। [৪] আমি মানুষের দয়ার বন্ধনী দ্বারা

[১১:১] দেখুন যিরি ২:২; দেখুন যিহি ১৬:২২; [১১:১] দেখুন দ্বি:বি ৪:৩৭; [১১:১] দেখুন যাত্রা ৪:২২; হোশেয় ১২:৯, ১৩; ১৩:৪; মথি ২:১৫; [১১:২] পদ ৭; [১১:২] দেখুন হোশেয় ২:১৩; [১১:২] দেখুন ২ রাজা ১৭:১৫; যিশা ৬৫:৭; দেখুন যিরি ১৮:১৫; দেখুন হোশেয় ৪:১৩; ১৩:১; [১১:৩] দেখুন দ্বি:বি ১:৩১; দেখুন ৩২:১১; হোশেয় ৭:১৫; [১১:৩]

১১:১ তৃতীয়বারের মত ইতিহাস রোমন্থন করা হচ্ছে (৯:১০; ১০:৯ পদ দেখুন) যেখানে বলা হচ্ছে কীভাবে ইস্রায়েল জাতিকে মিসর থেকে বের করে আনা হল, তাদেরকে মরু প্রান্তরের মধ্য দিয়ে যাত্রা করানো হল (তুলনা করুন ১২:৯; ১৩:৪ পদ) এবং একটি নতুন জাতির জন্ম দেওয়া হল। সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রতি ইস্রায়েল জাতির প্রতিক্রিয়া এখন প্রকাশ করা হচ্ছে বিপথগামী পুত্রের আদলে, ব্যভিচারিণী স্ত্রীর আদলে নয় (অধ্যায় ১-৩ দেখুন)। এখানে ইস্রায়েলকে সম্বোধন করা হচ্ছে ঈশ্বরের "পুত্র বা সন্তান" হিসেবে। অন্যান্য স্থানে এ ধরনের সম্বোধন সম্পর্কে জানতে দেখুন যাত্রা ৪:২২-২৩ পদ ও নোট; যিশা ১:২, ৪ পদ। ইস্রায়েল জাতির পিতা হিসেবে ঈশ্বরকে জানতে দেখুন দ্বি.বি. ৩২:৬; যিশা ৬৩:১৬; ৬৪:৮ পদ। ভাববাদী হোশেয় ইস্রায়েল জাতিকে নির্বাচনের পেছনে ঈশ্বরের ভালবাসাকেই সবচেয়ে বড় বলে মনে করেছিলেন (৩:১ পদ ও নোট দেখুন)। মিসর দেশ থেকে বালক যীশু খ্রীষ্টের ফিরে আসাকে মথি দেখেছিলেন মিসর দেশ থেকে ইস্রায়েল জাতির প্রত্যাবর্তনের প্রতীক হিসেবে (মথি ২:১৫ ও নোট দেখুন)।

১১:২ বাল-দেবতাদের উদ্দেশে। ২:১৩ পদ ও নোট দেখুন। *মূর্তিগুলোর উদ্দেশে।* দ্বি.বি. ৭:২৫ পদ দেখুন।

১১:৩ ইফ্রয়িম। ৪:১৭ পদ ও নোট দেখুন। *হাঁটতে শিখিয়েছিলাম।* একজন পিতা তার ছেলেকে হাঁটতে শেখাচ্ছে এমন দৃশ্য পুরাতন নিয়মে অত্যন্ত আদরণীয় হিসেবে প্রকাশ

তাদেরকে আকর্ষণ করতাম, প্রেমের দড়ি দিয়েই করতাম, আর আমি তাদের পক্ষে সেই লোকদের মত ছিলাম, যারা ঘাড় থেকে জোয়াল উঠিয়ে নেয় এবং আমি তাদেরকে খাবার দিতাম।

৫ সে মিসর দেশে ফিরে যাবে না, কিন্তু আসিরিয়াই তার রাজা হবে, কেননা তারা ফিরে আসতে অসম্মত হল। ৬ আর তাদের নগরগুলোর উপরে খড়্গ পড়বে, তাদের অর্গলগুলোকে সংহার করবে, লোকদেরকে গ্রাস করবে, এর কারণ তাদের নিজের মন্ত্রণাগুলো। ৭ আমার লোকেরা আমার কাছ থেকে ফিরে গিয়ে বিপথগমনের দিকে ঝুঁকে; যিনি ঊর্ধ্বস্থ, তাঁর কাছে আহূত হলেও কেউই তাঁর মহিমা স্বীকার করে না।

৮ হে ইফ্রয়িম, আমি কিভাবে তোমাকে ত্যাগ করবো? হে ইস্রায়েল, কিভাবে তোমাকে পরের হাতে তুলে দেব? কিভাবে তোমাকে অদ্‌মার মত করবো? কিভাবে তোমাকে সবোয়িমের মত রাখবো? আমার অন্তঃকরণ ব্যাকুল হচ্ছে, আমার করুণাসমষ্টি একসঙ্গে প্রজ্বলিত হচ্ছে। ৯ আমি আমার প্রচণ্ড ক্রোধ সফল করবো না, ইফ্রয়িমের সর্বনাশ করতে ফিরব না, কেননা আমি ঈশ্বর, মানুষ নই; আমি তোমার মধ্যবর্তী পবিত্রতম, কোপে

দেখুন যাত্রা ১৫:২৬; যিরি ৩০:১৭; [১১:৪] যিরি ৩১:২-৩; [১১:৪] যাত্রা ১৬:৩২; গীত ৭৮:২৫; [১১:৪] যিরি ৩১:২০; [১১:৫] দেখুন হোশেয় ৭:১৬; [১১:৫] দেখুন হোশেয় ১০:৬; [১১:৫] দেখুন যাত্রা ১৩:১৭; [১১:৬] হোশেয় ১৩:১৬; [১১:৬] দেখুন বিলাপ ২:৯; [১১:৭] দেখুন যিশা ২৬:১০; [১১:৭] পদ ২; যিরি ৩:৬-৭; ৮:৫; [১১:৮] দেখুন যিরি ৭:২৯; [১১:৮] হোশেয় ৬:৪; [১১:৮] দেখুন আদি ১৪:৮; দেখুন বিলাপ ৩:৩২; [১১:৮] দেখুন ১ রাজা ৩:২৬; দেখুন গীত ২৫:৬; [১১:৮] দেখুন যিহি ৩৩:১১; আমোষ ৭:৩; [১১:৯] দ্বি:বি ১৩:১৭; দেখুন যিরি ১৮:৮; দেখুন ৩০:১১; [১১:৯]

পেয়েছে। *তা তারা বুঝল না।* ২:৫-৮ পদ দেখুন ও ২:৮ পদের নোট দেখুন। তাদেরকে সুস্থ করলাম। ৫:১৩; ৬:১ পদ ও নোট; ৭:১ পদ দেখুন।

১১:৪ দৃশ্যপটটি এখানে কিছুটা অস্পষ্ট, তবে সম্ভবত এখানে দেখানো হচ্ছে কীভাবে একজন চাষী তার খামারের পশুর সাথে যত্নশীল আচরণ করে থাকেন। আরেকটি ব্যাখ্যা অনুসারে এখানে পিতা ও পুত্রের সম্পর্ককেই দেখানো হয়েছে। *আমি তাদেরকে খাবার দিতাম।* ঈশ্বর তাঁর জাতির লোকদেরকে মরু প্রান্তরে অলৌকিক-ভাবে খাবার যুগিয়েছিলেন (যাত্রা ১৬ অধ্যায়; দ্বি.বি. ৮:১৬ পদ দেখুন)।

১১:৫ মিসর ... আসিরিয়া। ৮:১৩; ৯:৩ পদ ও নোট দেখুন। ১-৪ পদের স্নেহপূর্ণ কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হয়েছে হুমকিতে, যা ঘোষণা করছে মিসর ও আসিরিয়ায় ইস্রায়েল জাতির বন্দীদশার কথা, যাদের সাথে ইস্রায়েল মিত্রতা স্থাপন করেছিল। এটি অত্যন্ত পরিহাসের বিষয় যে, এক সময় যে জাতিকে মিসর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছিল তাদেরকে আবারও অবাধ্যতার কারণে মিসরীয়দের হাতে বন্দীত্ব বরণের জন্য তুলে দেওয়া হবে।

১১:৭ যিনি ঊর্ধ্বস্থ। ৭:১৬ পদ ও নোট দেখুন।

১১:৮ অবাধ্য পুত্রকে পাথর মারার রীতি ছিল (দ্বি.বি. ২১:১৮-২১), কিন্তু সদাপ্রভু ঈশ্বরের স্নেহের কারণে তাঁর ক্রোধ চাপা পড়ে গিয়েছিল এবং তিনি ইফ্রয়িমকে (ইস্রায়েল) এ ধরনের শাস্তি দিতে সম্মত হন নি। *অদ্‌মার মত ... সবোয়িমের মত।* সমভূমির নগরী (আদি ১০:১৯ পদ ও নোট ১৪:২, ৮ দেখুন), সদোম ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর এই দুটো নগরীও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল (আদি ১৯:২৪-২৫; দ্বি.বি. ২৯:২৩; যিরমিয় ৪৯:১৮) এবং এর মধ্য দিয়ে পূর্ণ ধ্বংসকার্য বোঝানো হয়ে থাকে (আমোষ ৪:১১ পদ ও নোট দেখুন)।

১১:৯ আমি ঈশ্বর, মানুষ নই। ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে এ পর্যন্ত যে ভালবাসা দেখিয়েছেন তা

উপস্থিত হব না। [১০] তারা সদাপ্রভুর পিছনে চলবে; তিনি সিংহের মত গর্জন করবেন; হ্যাঁ, তিনি আহ্বান করবেন, আর পশ্চিম দিক থেকে সন্তানেরা কাঁপতে কাঁপতে আসবে। [১১] তারা মিসর থেকে চটকপাখির মত, আসিরিয়া দেশ থেকে কবুতরের মত কাঁপতে কাঁপতে আসবে; আর আমি তাদের বাড়িতে তাদেরকে বাস করাব, সদাপ্রভু এই কথা বলেন।

বিলাপ ৩:২২; মালা ৩:৬; [১১:৯] দেখুন গণনা ২৩:১৯; [১১:৯] দেখুন ২ রাজা ১৯:২২; দেখুন যিশা ৩১:১; [১১:১০] দেখুন যিশা ৪২:১৩; [১১:১০] দেখুন যিশা ৩১:৪; [১১:১০] দেখুন গীত ১৮:৪৫; [১১:১০] দেখুন হোশেয় ৩:৫; দেখুন ৬:১-৩; [১১:১১] দেখুন যিশা ১১:১১; [১১:১১] দেখুন আদি ৮:৮; [১১:১১] দেখুন যিহি ২৮:২৬; দেখুন ৩৪:২৫-২৮;

থেকে তিনি বিরত থাকবেন না (পদ ১-৪; ১ শমূ ১৫:২৯; মালাখি ৩:৬ পদ দেখুন) ইস্রায়েল জাতিকে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তাকে ধ্বংস করা ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল না। *আমি তোমার মধ্যবর্তী পবিত্রতম।* হোশেয় পুস্তকের এই অধ্যায়টির এই পদে এবং ১২ পদে ঈশ্বরের পবিত্রতা স্বয়ং ঈশ্বর নিজেই প্রকাশ করছেন (যাত্রা ৩:৫; লেবীয় ১১:৪৪ পদের নোট দেখুন)।

১১:১০ বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সিংহের মত গর্জন করবেন। এখন আর তাঁর মুখে বিপদের কথা ঘোষণা করা হচ্ছে না (তুলনা করুন ৫:১৪; ১৩:৭ পদ)। এখন ঈশ্বরের গর্জনের অর্থ হচ্ছে বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার পরিষ্কার চিহ্ন। *পশ্চিম দিক থেকে।* ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ ও উপকূল।

১১:১১ মিসর থেকে ... আসিরিয়া। ৭:১৬ পদ ও নোট; ৯:৩ পদ দেখুন। *চটকপাখির মত ... কবুতরের মত।* এখানে ফিরে আসার দ্রুততার কথা বোঝানো হয়েছে (তুলনা করুন যিশা ৬০:৮ পদ) এবং এখানে নেতিবাচক অর্থে বা উপহাসের ভঙ্গিতে বোঝানো হয় নি, কারণ এর আগে একটি অবোধ কবুতরের তুলনামূলক প্রতীকী চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছিল (৭:১১)।

হোশেয় ১১ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়–

ইস্রায়েলের জন্য বিবেচনা করা হয়েছে। তাদের অকৃতজ্ঞতা (হোশেয় ১১:১-৭) সত্ত্বেও তাদের জন্য ঈশ্বরের মমতা প্রকাশ করা হয়েছে। যদিও তারা শাস্তি পাবে তবুও তাদের পুনঃস্থাপনের প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করা হয়েছে (হোশেয় ১১:৮-১২)।

সার-সংক্ষেপঃ

অধ্যায়টিতে বেরির ছেলে ভাববাদী হোশেয়ের কাছে উপস্থাপিত ভাববাণী রয়েছে– যার প্রতিপাদ্য বিষয় হল ঈশ্বরের পূর্বেকার উপকার ও ইস্রায়েলের অকৃতজ্ঞতার পরিণতি হিসেবে নেমে আসা শাস্তি সত্ত্বেও তাদেরকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি।

যোষেফ তাঁর অর্ধ-মিসরীয় জন্মগত বৈশিষ্ট্য ধরে রাখবে। ইফ্রয়িম ও মনঃশির মা মিসর থেকে এসেছিলেন। তাই তারা বাল-দেবতার উপাসনা করবে। ঈশ্বর তাদেরকে সেভাবে

লালন-পালন করে বড় করেছিলেন যেভাবে কেউ তার নিজের সন্তানের যত্ন নেয়, কিন্তু তারা এখনো তাঁকে প্রত্যাখান করছে। হারিয়ে যাওয়া দশটি বংশ অনুতপ্ত হয়ে, মন পরিবর্তন করবে এবং পশ্চিম দিক থেকে ইস্রায়েল দেশে ফিরে আসবে। ইফ্রয়িম যদিও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে প্রত্যাখান করবে, কিন্তু যিহূদা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে।

হোশেয় ১১ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বর কিভাবে তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করেছিলেন? (হোশেয় ১১:১-৪)

২. কেন ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের দয়া পেতে ব্যর্থ হয়েছিল? (হোশেয় ১১:৫-৭)

৩. ঈশ্বর কিভাবে দেখিয়েছিলেন যে, ভালবাসা ও ন্যায়পরয়ণতার মাঝে পড়ে তাঁর হৃদয় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল? (হোশেয় ১১:৮-১১)

৪. ঈশ্বর তাঁর অবাধ্য লোকদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়ার বিষয়ে কি বলেছিলেন? (হোশেয় ১১:১২-১৩

১২ [১] ইফ্রয়িম বাতাস খায় ও পূর্বীয় বায়ুর পিছনে দৌড়ে যায়; সে সমস্ত দিন মিথ্যা
কথা ও দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি করে, তারা আসিরিয়া দেশের সঙ্গে নিয়ম স্থির করেছে এবং
মিসরে জলপাই তেল পাঠিয়েছে।

ইস্রায়েলের অবাধ্যতার দীর্ঘ ইতিহাস

[২] আর যিহূদার সঙ্গে সদাপ্রভুর ঝগড়া আছে, তিনি যাকোবকে তার পথ অনুসারে দণ্ড
দেবেন, তার কার্যানুযায়ী প্রতিফল দেবেন।

[১২:১] দেখুন গীত ৭৮:৬৭; [১২:১] দেখুন আদি ৪১:৬; দেখুন যিহি ১৭:১০; [১২:১] দেখুন হোশেয় ৪:১৯; দেখুন ৭:১; [১২:১] হোশেয় ৫:১৩; দেখুন ৭:১১; [১২:১] দেখুন ২ রাজা ১৭:৪; [১২:২] দেখুন ইয়োব ১০:২; মীখা ৬:২; [১২:২]

১২:১ মিথ্যা কথা ও অত্যাচার। ১০:১৩ পদ ও নোট দেখুন। *যিহূদা।* দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা ও সময়কাল। ইস্রায়েলের অবাধ্যতার দীর্ঘ ইতিহাস। যিরমিয় ২:৩১ পদ দেখুন। আরও দেখুন ১১:৯ ও নোট। *ইফ্রয়িম।* ৪:১৭ পদের নোট দেখুন। *বায়ু।* ৮:৭; উপদেশক ১:১৪ পদ দেখুন। *পূর্বীয় বায়ু।* দেখুন ১৩:১৫; ইয়োব ১৫:২ পদ দেখুন; যিরমিয় ১৮:১৭। বায়ুর পেছনে তাড়া করার অর্থ হচ্ছে ইস্রায়েল জাতির নিষ্ফল বৈদেশিক নীতি, যার উপর ভিত্তি করে তারা মিসরের সাথে সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করেছে (২ রাজা ১৭:৪; যিশা ৩০:৬-৭) এবং আসিরিয়দের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে (৫:১৩; ৭:১১; ৮:৯ পদ ও নোট; ২ রাজা ১৭:৩ পদ দেখুন)।

১২:২ পথ অনুসারে দণ্ড দেবেন। ৪:১ পদ ও নোট দেখুন। *যিহূদা।* দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা ও সময়কাল। *যাকোব।* অর্থাৎ ইস্রায়েল (পদ ১০:১১ দেখুন)। তবে সদাপ্রভু ঈশ্বর এখানে দুটো রাজ্যের কথাই বুঝিয়েছেন, অর্থাৎ পিতা যাকোবের সকল সন্তানকেই বুঝিয়েছেন। ইস্রায়েল ও যিহূদা উভয়েই মিথ্যা ও মন্দতার দিক থেকে তাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল।

৩ জরায়ুর মধ্যে সে আপন ভাইয়ের পাদমূল ধরেছিল,
আর বয়সকালে ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।
৪ হ্যাঁ, সে স্বর্গদূতের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছিল;
সে তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে বিনতি করেছিল;
সে বৈথেল তাঁকে পেয়েছিলে,
তিনি সেখানে আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন।
৫ সদাপ্রভু বাহিনীগণের ঈশ্বর;
সদাপ্রভু তাঁর স্মরণীয় নাম।
৬ অতএব তুমি তোমার ঈশ্বরের কাছে ফিরে এসো, দয়া ও ন্যায়বিচার রক্ষা কর; প্রতিদিন তোমার ঈশ্বরের অপেক্ষায় থাক।

৭ সে ব্যবসায়ী, তার হাতে ছলনার নিক্তি, সে ঠকাতে ভালবাসে। ৮ আর ইফ্রয়িম বলেছে, আমি তো ঐশ্বর্যবান হলাম, নিজের জন্য সংস্থান করলাম, আমার সমস্ত শ্রমে এমন

আমোষ ২:৪; [১২:২] দেখুন যাত্রা ৩২:৩৪; [১২:২] দেখুন হোশেয় ৪:৯; দেখুন ৯:১৫; [১২:৩] আদি ২৫:২৬; [১২:৩] আদি ৩২:২৪-২৯; [১২:৪] দেখুন আদি ১২:৮; দেখুন ৩৫:১৫; [১২:৫] দেখুন যাত্রা ৩:১৫; [১২:৬] দেখুন যিশা ১৯:২২; যিরি ৪:১; যোয়েল ২:১২; [১২:৬] দেখুন গীত ১০৬:৩; দেখুন যিরি ২২:৩; [১২:৬] দেখুন যিহি ১৮:৩০; হোশেয় ৬:১-৩; ১০:১২; মীখা ৭:৭; [১২:৭] দেখুন লেবীয় ১৯:৩৬; আমোষ ৮:৫; [১২:৮] দেখুন যিহি ২৮:৫; [১২:৮] গীত ৬২:১০; প্রকা ৩:১৭;

১২:৩ জরায়ুর মধ্যে। আদি ২৫:২৬; ২৭:৩৬ পদ ও নোট দেখুন। আপন ভাইয়ের পাদমূল ধরেছিল। এখানে দেখানো হচ্ছে ঈশ্বরের নিয়মের অধীন লোকেরা পিতা যাকোবের অভিজ্ঞতা অনুভব করতে সক্ষম হয়েছে এবং তারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে চাইছে, যেভাবে যাকোবকে বৈথেলে ডেকে আনা হয়েছিল (আদি ৩৫:১-১৫)।

১২:৪ স্বর্গদূতদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছিল। দেখুন আদি ৩২:২২-২৮ পদ এবং ৩২:২৮ পদের নোট। *বৈথেল।* আদি ২৮:১২-১৯ পদ দেখুন এবং ২৮:১৯; ৩৫:১-১৫ পদের নোট দেখুন। ভাববাদী হোশেয়ের সময়ে বৈথেল ছিল উত্তরের রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজকীয় ও পবিত্র স্থান (তুলনা করুন আমোষ ৭:১৩)।

১২:৬ দয়া। অর্থাৎ ভালবাসা বা অনুগ্রহ; হিব্রু শব্দ এসেদ; ৬:৬ পদ ও নোট দেখুন। *ন্যায়বিচার।* আমোষ ৫:২৫; মীখা ৬:৮ পদ ও নোট দেখুন।

১২:৭ ব্যবসায়ী। ভাববাদী হোশেয় যেভাবে ২ পদে যাকোব নামের অর্থ নিয়ে শব্দের চমৎকার ব্যবহার করেছিলেন, সেভাবে এখানেও কনান নামটি নিয়ে তিনি বিশেষভাবে প্রয়োগ করেছেন (হিব্রু ভাষায় "ব্যবসায়ী" শব্দটির উচ্চারণ অনেকটা কনান নামটির মত শোনায়), যাতে এর মধ্য দিয়ে বোঝানো যায় যে, ইস্রায়েলের লোকেরা কনানীয়দের চেয়ে কোন অংশে ভাল নয় (সখ ১৪:২১ পদের নোট দেখুন)। *ছলনার নিক্তি।* লেবীয় ১৯:৩৫; হিতোপদেশ ১১:১ পদ ও নোট দেখুন।

১২:৮ আমি তো ঐশ্বর্যবান হলাম। ঐশ্বর্য মানুষের মধ্যে নিজের প্রতি পূর্ণ নির্ভরতা তৈরি করে (তুলনা করুন ১০:১৩; দ্বি.বি. ৩২:১৫-১৮; লূক ১২:১৯; প্রকা ৩:১৭ পদ দেখুন)। *এমন কোন অপরাধ পাওয়া যাবে না।* একজন অসৎ ব্যবসায়ীর মত ইফ্রয়িম (তথা ইস্রায়েল) তার শঠতা থাকা সত্ত্বেও নিজেকে সাধু প্রমাণ করতে চেয়েছিল (১০:১৩ পদ ও নোট) এবং ভেবেছিল তা কেউ কখনো জানতে পারবে না।

কোন অপরাধ পাওয়া যাবে না, যাতে পাপ হয়। [৯] কিন্তু আমিই মিসর দেশ থেকে তোমার
ঈশ্বর সদাপ্রভু; আমি নির্দিষ্ট পর্বের দিনের মত তোমাকে পুনর্বার তাঁবুতে বাস করাব।
[১০] আর আমি ভাববাদীদের কাছে কথা বলেছি, আমি দর্শনের বৃদ্ধি করেছি ও ভাববাদীদের
দ্বারা দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছি। [১১] গিলিয়দ কি অধর্মময়? তারা অসার মাত্র; গিল্‌গলে তারা
ষাঁড় উৎসর্গ করে; আবার তাদের বেদি সকল ক্ষেতের আলিতে অবস্থিত পাথরের স্তূপের
ন্যায়। [১২] আর যাকোব অরাম দেশে পালিয়ে গিয়েছিল; ইস্রায়েল স্ত্রী পাবার জন্য দাস্যকর্ম
ও স্ত্রীর পাবার জন্য পশুপালকের কাজ করেছিল। [১৩] সদাপ্রভু এক জন ভাববাদী দ্বারা
ইস্রায়েলকে মিসর থেকে এনেছিলেন, আর এক জন ভাববাদী দ্বারা সে পালিত হয়েছিল।

[১২:৯] লেবীয় ২৩:৪৩; দেখুন হোশেয় ২:১৫; দেখুন ১১:১; [১২:৯] দেখুন যিহি ৮:১৭; [১২:১০] দেখুন বিচার ১৪:১২; দেখুন যিহি ২০:৪৯; [১২:১০] ২ রাজা ১৭:১৩; যিরি ৭:২৫; [১২:১১] দেখুন হোশেয় ৬:৮; [১২:১১] দেখুন হোশেয় ৪:১৫; [১২:১১] দেখুন হোশেয় ৮:১১; [১২:১২] আদি ২৮:৫; [১২:১২] দেখুন আদি ২৯:১৮; [১২:১৩] দেখুন হোশেয় ১১:১; [১২:১৩] যাত্রা ১৩:৩; ১৪:১৯-২২; যিশা ৬৩:১১-১৪;

১২:৯ আমিই মিসর দেশ থেকে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু। দেখুন ১৩:৪; যাত্রা ২০:২ পদ ও নোট। *তাঁম্বু।* এখানে বহু আগে মরু প্রান্তরে যাত্রার কথা স্মরণ করা হচ্ছে (তুলনা করুন ২:১৪-১৫)। *নির্দিষ্ট পর্বের দিন।* সম্ভবত আইন -কানুনে উল্লেখিত কুটির-পর্ব (লেবীয় ২৩:৩৩-৪৩ পদ দেখুন এবং ২৩:৪২ পদের নোট দেখুন), যার সাথে যুক্ত হয়েছে মরু প্রান্তরে যাত্রা।

১২:১০ আমি ভাববাদীদের কাছে কথা বলেছি। দেখুন ৬:৫; আমোষ ২:১১ পদ ও নোট; হবক্ ১:১। এখানে খুব প্রচ্ছন্ন সতর্কবাণী প্রদান করা হয়েছে। *দর্শন।* অর্থাৎ স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ (গণনা ১২:৬-৮ পদ ও নোট; আমোষ ১:১ পদ দেখুন)। *দৃষ্টান্ত।* ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত সাবধান বাণী (দেখুন ২ শমূ ১২:১-৪; গীত ৭৮:২; যিশা ৫:১-৭; যিহি ১৭:২; ২৪:৩)।

১২:১১ গিলিয়দ কি অধর্মময়? দেখুন ৬:৮-৯ পদ ও নোট। ৭৩৪-৭৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে আসিরিয়া গিলিয়দকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে ফেলে (২ রাজা ১৫:২৯)। *গিল্‌গল।* ৪:১৫ পদ ও নোট দেখুন। হিব্রু ভাষায় গিল্‌গল এবং স্তূপ (হিব্রু গল্লীম) শব্দ দুটির মধ্যে উচ্চারণগত মিল রয়েছে। বেদিগুলো কোন সুরক্ষার নিশ্চয়তা তো দেবেই না, উল্টো সেগুলোকেই ধ্বংস করে ফেলা হবে। *সকল ক্ষেতের আলিতে।* ইস্রায়েলের কৃষকেরা তাদের চাষ করা জমির সীমানায় পাথরের টুকরো ও অন্যান্য ফেলনা বস্তু দিয়ে আইল নির্ধারণ করে দিত।

১২:১২ যাকোব এষৌর কাছ থেকে পালিয়ে পদ্দন অরামে চলে গিয়েছিলেন (আদি ২৮:২, ৫ পদ দেখুন)। সেখানে তিনি তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য সাত বছর করে দাসত্ব করেছিলেন (আদি ২৯:২০-২৮) এবং এর পর তিনি আরও ছয় বছর লাবনের পশু পালনকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন (আদি ৩০:৩১; ৩১:৪১)।

১২:১৩ ভাববাদী। মোশি (তুলনা করুন গণনা ১২:৬-৮; দ্বি.বি. ১৮:১৫; ৩৪:১০ পদ)। ভাববাদী দ্বারা সে পালিত হয়েছিল। যেভাবে যাকোব লাবনের পশুদের পালন করেছিলেন, সেভাবে সদাপ্রভু ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে মরুভূমিতে তার যাত্রার সময় প্রতিপালন করেছেন। ভাববাদীদের প্রতি ইস্রায়েল জাতির বর্তমান অবজ্ঞাসূচক আচরণের বিপরীতে মোশির নেতৃত্ব যেন এক চরম বৈপরীত্যের উদাহরণ (তুলনা করুন ৪:৫; ৬:৫; ৯:৭ পদ)।

১২:১৪ ইফ্রয়িম তাঁকে অতিশয় অসন্তুষ্ট করেছে। তাকে সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও। *তার রক্ত তারই উপরে থাকবে।* তুলনা করুন ১:৪; ৪:২; ৫:২; ৬:৮। এর মধ্য দিয়ে

[১৪] ইফ্রয়িম তাঁকে অতিশয় অসন্তুষ্ট করেছে; এজন্য তার রক্ত তারই উপরে থাকবে, আর তার প্রভু তার উপহাস তাকে ফিরিয়ে দেবেন।

[১২:১৪] দেখুন যিহি ১৮:১৩; [১২:১৪] দানি ১১:১৮। ১৩;

অন্যদের প্রতি সহিংস আচরণ এবং নরহত্যার কথা বলা হয়েছে (১৩:২ পদ ও নোট দেখুন)। লেবীয় ২০:১১-২৭ পদের মত আরও কয়েকটি স্থানে বলা হয়েছে, যে খুন করে খুনের দায় তার উপরেই বর্তায়। এখানে ভাববাদী অতীতে মানুষকে রক্ষার জন্য স্বর্গীয় হস্তক্ষেপের সাথে এখানে বর্ণিত মানুষের উপরে আনীত স্বর্গীয় বিচারের তুলনাধর্মী বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। *তাকে ফিরিয়ে দেবেন।* যিশা ৬৫:৭ পদ দেখুন।

হোশেয় ১২ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়–

যিহূদা ও ইস্রায়েলকে তাদের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ দয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে (হোশেয় ১২:১-৬) এবং ইস্রায়েলের মধ্যে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে তা নানা ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে (হোশেয় ১২:৭-১৪)।

সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়টির ভবিষ্যদ্বাণীর অনুসারে আসিরিয়দের সাথে সম্পন্ন চুক্তি লঙ্ঘন করে ইস্রায়েল যখন মিসরের রাজার কাছে সাহায্যের জন্য হাত বাড়াবে (হোশেয় ১২:১)।

সন্ধির জন্য মিসর এবং আসিরিয়দের কাছে গিয়ে ইফ্রয়িম একটি ভুল করে কারণ এটি দুর্যোগের মধ্য দিয়ে শেষ হবে। ইফ্রয়িম একাকী তার সব প্রতিদ্বন্দীকে দমন করবে বলে মনে করা হয়েছিল। কাঙ্খিত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে, সেই লক্ষ্য পূর্ণ করতে তাকে ঈশ্বরের যে সুরক্ষা দেয়া হয়েছিল এবং যে বিশেষ প্রতিভায় সে সমৃদ্ধ হয়েছিল, ঈশ্বরের কাছ থেকে সরে গিয়েছিল বলে তা ভুল পথে চালিত করা হয়। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের স্বভাব ও আইন-কানুনের বৈধতা নিয়ে ইফ্রয়িম যিহূদার সাথে বিবাদ করে। ইফ্রয়িম এক জন ধূর্ত ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছে। যখন ইফ্রয়িম ফিরবে, তখন সে তাঁবুতে বাস করবে। ইফ্রয়িমের সাথে "অরাম" নামটির উৎপত্তিগত সংযোগ রয়েছে, কারণ এটি সিদীয়দেরকে নির্দেশ করে। তারা হবে মেষপাল ও গবাদি পশুর রক্ষক। তাই ভাববাণী তথা ঈশ্বরের বাক্যকে ফিরিয়ে আনা হবে এবং ইফ্রয়িমকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য এক জন ভাববাদী উপস্থিত হবেন।

হোশেয় ১২ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. ৩-৬ পদের মধ্যে ঈশ্বর ইতিহাস থেকে কি শিক্ষা তুলে ধরেছিলেন? (হোশেয় ১২:৩-৬)

২. ১২-১৩ পদের মধ্যে ঈশ্বর ইতিহাস থেকে কি শিক্ষা তুলে ধরেছিলেন? (হোশেয় ১২:১২-১৩)

হোশেয় : ১৩ অধ্যায়

ইস্রায়েলের পাপ ও শেষ বিচার

১৩ [১] ইফ্রয়িম কথা বললে লোকের ত্রাস জন্মাত, ইস্রায়েল দেশে সে উন্নত হয়েছিল,
কিন্তু বালের বিষয়ে দোষী হওয়াতে সে মারা গেল। [২] আর এখন তারা
উত্তরোত্তর আরও পাপ করছে, তারা নিজেদের জন্য নিজেদের রূপা দ্বারা ছাঁচে ঢালা মূর্তি ও
নিজেদের বুদ্ধি অনুযায়ী মূর্তি তৈরি করেছে; সে সমস্তই শিল্পকারদের কর্মমাত্র; তাদেরই
বিষয়ে ওরা বলে, যেসব লোক উৎসর্গ করে, তারা বাছুরগুলোকে চুম্বন করুক! [৩] এজন্য
তারা সকাল বেলার মেঘের মত, খুব ভোরে অন্তর্হিত শিশিরের মত, ঘূর্ণিবাতাস দ্বারা খামার
থেকে বাতাসে উড়ে যাওয়া ভূসির মত ও জানালা থেকে বের হওয়া ধোঁয়ার মত হবে।
[৪] তবুও আমিই মিসর দেশ থেকে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু; আমাকে ছাড়া আর কোন ঈশ্বরকে
তুমি জানবে না এবং আমি ছাড়া তোমার আর কোন ত্রাণকর্তা নেই। [৫] আমিই মরুভূমিতে,
ভীষণ শুকনা দেশে, তোমাকে দেখাশুনা করেছিলাম। [৬] চরাণির স্থান পেয়ে তারা তৃপ্ত হল,
তৃপ্ত হয়ে অহংকারী হল, এজন্য তারা আমাকে ভুলে গেছে। [৭] এজন্য আমি তাদের পক্ষে
সিংহের মত হলাম, চিতাবাঘের মত আমি পথের পাশে অপেক্ষায় থাকব। [৮] আমি বাচ্চা

[১৩:১] বিচার ১২:১; [১৩:১] দেখুন বিচার ৮:১; [১৩:১] দেখুন হোশেয় ১১:২; [১৩:২] যিরি ৪৪:৮; [১৩:২] দেখুন যিশা ৪৬:৬; দেখুন যিরি ১০:৪; [১৩:২] হোশেয় ১৪:৩; [১৩:২] ১ রাজা ১৯:১৮; [১৩:২] দেখুন যিশা ৪৪:১৭-২০; দেখুন হোশেয় ৮:৪; [১৩:৩] দেখুন হোশেয় ৬:৪; [১৩:৩] দেখুন ইয়োব ১৩:২৫; গীত ১:৪; দেখুন যিশা ১৭:১৩; [১৩:৩] দানি ২:৩৫; [১৩:৩] গীত ৬৮:২; [১৩:৪] দেখুন যিরি ২:৬; দেখুন হোশেয় ১২:৯; [১৩:৪] দেখুন হোশেয় ২:২০; [১৩:৪] দেখুন যাত্রা ২০:৩; [১৩:৪] দেখুন দ্বি:বি ২৮:২৯; গীত ১৮:৪৬; যিশা ৪৩:১১; ৪৫:২১-২২; [১৩:৫] দেখুন দ্বি:বি ১:১৯; [১৩:৬] দেখুন যিহি ২৮:৫; [১৩:৬] দেখুন দ্বি:বি ৩২:১৮; দেখুন যিশা ১৭:১০; [১৩:৬] দ্বি:বি ৩২:১২-১৫; দেখুন উপদে ৩০:৭-৯; দেখুন যিরি ৫:৭; দেখুন হোশেয় ২:১৩; দেখুন ৪:৭; [১৩:৭] দেখুন ইয়োব ১০:১৬; দেখুন যিরি ৪:৭; [১৩:৮]

১৩:১ ইফ্রয়িম কথা বললে। যাকোবের আশীর্বাদ অনুসারে (আদি ৪৮:১০-২০) ইফ্রয়িম অত্যন্ত শক্তিশালী একটি গোষ্ঠী হয়ে উঠেছিল (বিচার ৮:১-৩; ১২:১-৬; ১ শমূ ১:১-৪), যার থেকে এসেছিল যিহোশূয়ের মত যোগ্য নেতা (গণনা ১৩:৮, ১৬;; যিহোশূয় ২৪:২৯-৩০) এবং রাজা যারবিয়াম (১ রাজা ১১:২৬; ১২:২০ পদ দেখুন)। *ইফ্রয়িম।* ৪:১৭ পদের নোট দেখুন। *ইস্রায়েল।* ১২টি গোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে। *মারা গেল।* পাপের বেতন ছিল মৃত্যু (তুলনা করুন রোমীয় ৬:২৩) এবং জাতিটি তার শেষ অবস্থায় উপনীত হয়েছিল।

১৩:২ মূর্তি। দেখুন ৪:১২; ৮:৫-৬ পদ ও নোট; ১১:২। *যেসব লোক উৎসর্গ করে।* দেখুন লেবীয় ১৮:২১; ২ রাজা ১৬:১৩; ১৭:১৭; ২৩:১০; যিরমিয় ৭:৩১ পদ ও নোট; যিহি ২০:২৬; মীখা ৬:৭। *চুম্বন করুক!* এখানে সম্মান প্রদর্শনের কথা বোঝানো হয়েছে (গীত ২:১২ পদ ও নোট দেখুন)। *বাছুরগুলো।* দেখুন ৮:৫ পদ ও নোট; ১০:৫ পদ।

১৩:৩ "সকাল বেলার মেঘ" এবং "শিশির" (৬:৪ পদ দেখুন), "ভূসি" (গীত ১:৪ পদ ও নোট; ৩৫:৫; যিশা ১৭:১৩; ২৯:৫; সফ ২:২ পদ দেখুন) এবং "ধোঁয়া" (গীত ৩৭:২০; ৬৮:২; যিশা ৫১:৬) হচ্ছে ইফ্রয়িমের প্রতীকী রূপ, যা খুব শীঘ্র জাতিদের মধ্য থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

১৩:৪ আমিই মিসর দেশ থেকে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু। দেখুন পদ ১২:৯; যাত্রা ২০:২ পদ ও নোট। এর সাথে তুলনা করুন যারবিয়ামের ঘোষণা, "এই তোমাদের দেবতা" (১ রাজা ১২:২৮)। *আর কোন ঈশ্বরকে তুমি জানবে না।* ২:২০; ৬:৩ পদ ও নোট দেখুন।

১৩:৫ মরুভূমি। ২:১৪; ৯:১০ পদ ও নোট দেখুন।

১৩:৬ তৃপ্ত হল। দেখুন দ্বি.বি. ৬:১০-১২ পদ ও নোট; ৮:১১, ১৪, ১৯; ৩২:১৮ পদ।

১৩:৭-৮ সদাপ্রভু ঈশ্বরকে এর আগে একজন

চুরি হয়ে যাওয়া ভল্লুকীর মত তাদের সম্মুখীন হব, তাদের বক্ষ বিদীর্ণ করবো, সেই স্থানে সিংহীর মত তাদেরকে গ্রাস করবো; বনপশু তাদেরকে খণ্ড খণ্ড করবে।

৯ হে ইস্রায়েল, এটাই তোমার সর্বনাশ যে, তুমি আমার বিপক্ষ, নিজের সহায়ের বিপক্ষ। ১০ বল দেখি, তোমার রাজা কোথায়, যে তোমার সকল নগরে তোমাকে রক্ষা করবে? তোমার বিচারকর্তৃগণই বা কোথায়? তুমি তো বলতে, আমাকে রাজা ও শাসনকর্তাদের দাও। ১১ আমি ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাকে রাজা দিয়েছি, আর কুপিত হয়ে তাকে হরণ করেছি। ১২ ইফ্রয়িমের অপরাধ বোচ্‌কাতে বন্ধ, তার পাপ সঞ্চিত আছে। ১৩ প্রসবকারিণী স্ত্রীর মত যন্ত্রণা তাকে ধরবে; সে অবোধ সন্তান, উপযুক্ত সময়ে প্রসব-দ্বারে উপস্থিত হয় না।

১৪ পাতালের হাত থেকে আমি তাদের উদ্ধার করবো, মৃত্যু থেকে আমি তাদের মুক্ত করবো। হে মৃত্যু, তোমার মহামারী সকল কোথায়? হে পাতাল, তোমার সংহার কোথায়?

---

২ শমূ ১৭:৮; [১৩:৮] দেখুন ১ শমূ ১৭:৩৪; গীত ১৭:১২; [১৩:৮] গীত ৫০:২২; দেখুন বিলাপ ৩:১০; দেখুন হোশেয় ২:১২; [১৩:৯] যিরি ২:১৭-১৯; [১৩:৯] দেখুন দ্বি:বি ৩৩:২৯; [১৩:১০] ২ রাজা ১৭:৪; হোশেয় ৭:৭; [১৩:১০] ১ শমূ ৮:৬; হোশেয় ৮:৪; [১৩:১১] দেখুন গণনা ১১:২০; [১৩:১১] দেখুন যিহো ২৪:২০; দেখুন ১ শমূ ১৩:১৪; দেখুন ১ রাজা ১৪:১০; হোশেয় ৩:৪; দেখুন ১০:৭; [১৩:১২] দেখুন দ্বি:বি ৩২:৩৪; [১৩:১৩] যিশা ১৩:৮; মীখা ৪:৯-১০; [১৩:১৩] ২ রাজা ১৯:৩; [১৩:১৩] যিশা ৬৬:৯; [১৩:১৪] দেখুন গীত ১৬:১০; ৪৯:১৫; দেখুন যিহি ৩৭:১২-১৩; [১৩:১৪] দেখুন

মেষপালক হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছিল (৪:১৬), যিনি এখন হিংস্র পশুর মত তার পশুপালকে ছিন্নভিন্ন করবেন।

১৩:৭ সিংহ। ৫:১৪ পদ ও নোট দেখুন। *চিতাবাঘ।* দেখুন যিরমিয় ৫:৬; প্রকা ১৩:২।

১৩:৮ বাচ্চা চুরি হয়ে যাওয়া ভল্লুকীর মত। ২ শমূ ১৭:৮; হিতোপদেশ ১৭:১২ পদ ও নোট দেখুন।

১৩:৯ সহায়। দেখুন গীত ১০:১৪; ৩০:১০; ৫৪:৪ পদ।

১৩:১০ তোমার রাজা কোথায় ...? সাহায্য শুধুমাত্র সদাপ্রভুর কাছ থেকে আসে (গীত ১২১:২), রাজাদের কাছ থেকে নয়। ভাববাদী এখানে তাঁর সময়কার অভ্যুত্থান ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কথা বলছেন (দেখুন পদ ৭:৭; ৮:৪ ও নোট)। *আমাকে রাজা ও শাসনকর্তাদের দাও।* যদিও ভাববাদী শমূয়েলের সময়ে ইস্রায়েলের সমস্ত মানুষেরা একজন রাজা চেয়েছিল (১ শমূ ৮:৫ পদ ও নোট দেখুন), এখানে শুধুমাত্র উত্তরের রাজ্যের কথা বলা হচ্ছে। ইস্রায়েল জাতি দায়ূদের বংশের রাজাদের তুলনায় রাজা প্রথম যারবিয়ামকে নির্বাচন করেছিল (১ রাজা ১২:২০)।

১৩:১১ এখানে ইস্রায়েলের উত্তর রাজ্যের রাজাদের কথা বলা হচ্ছে।

১৩:১২ দেখুন পদ ৯:৯ ও নোট; ইয়োব ১৪:১৭। *তার পাপ সঞ্চিত আছে।* দেখুন পদ ৭:২ ও নোট; দ্বি.বি. ৩২:৩৪।

১৩:১৩ প্রসবকারিণী স্ত্রীর মত যন্ত্রণা। তাদের অসহায় পরিস্থিতির সাথে একমাত্র প্রসবকারিণী নারীর যন্ত্রণাকেই মেলানো সম্ভব ছিল (যিশা ১৩:৮ পদ ও নোট; ২১:৩; যিরমিয় ১৩:২১; মীখা ৪:৯-১০; মথি ২৪:৮ পদ দেখুন) যারা চেষ্টা করেও সন্তানটিকে প্রসব করতে ব্যর্থ হয় (২ রাজা ১৯:৩) এবং এর ফলশ্রুতিতে মৃত্যুবরণ করে।

১৩:১৪ আমি তাদের মুক্ত করবো। মৃত্যু থেকে উদ্ধার লাভের জন্য একটি প্রতিজ্ঞা। *হে মৃত্যু, তোমার মহামারী সকল কোথায়?* জাতিগণের মৃত্যুকে এখানে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (পদ ১ ও নোট দেখুন)। পৌল এই অংশটিকে পুনরুত্থানের জন্য উপযোগী বলে উল্লেখ করেছেন (১ করি ১৫:৫৫)। *পাতাল।* "পাতাল" (হিব্রু শিয়োল) সম্পর্কে আরও

অনুশোচনা আমার দৃষ্টি থেকে গুপ্ত থাকবে। [১৫] যদিও ইফ্রয়িম ভাইদের মধ্যে ফলবান হয়,
তবুও একটি পূর্বীয় বায়ু আসবে, সদাপ্রভুর শ্বাস মরুভূমি থেকে উঠে আসবে; তাতে তার
ফোয়ারা শুকনো হবে ও তার উৎস শুকিয়ে যাবে। ঐ ব্যক্তি তার সমস্ত মনোরম পাত্রের
ভাণ্ডার লুট করবে। [১৬] শমরিয়া দণ্ড পাবে, কারণ সে তার ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারিণী হয়েছে,
তারা খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে, তাদের শিশুদেরকে আছড়ে খণ্ড খণ্ড করা যাবে, তাদের
গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের উদর বিদীর্ণ করা যাবে।

যিশা ২৫:৮; [১৩:১৪] ১করি ১৫:৫৫; [১৩:১৫] দেখুন হোশেয় ১০:১; [১৩:১৫] দেখুন ইয়োব ১:১৯; দেখুন যিহি ১৯:১২; দেখুন হোশেয় ৪:১৯; [১৩:১৫] দেখুন যিরি ৫১:৩৬; [১৩:১৫] যিরি ২০:৫; [১৩:১৬] ২ রাজা ১৭:৫; [১৩:১৬] হোশেয় ১০:২; [১৩:১৬] দেখুন হোশেয় ৭:১৪; [১৩:১৬] হোশেয় ১১:৬; [১৩:১৬] দেখুন ২ রাজা ৮:১২; দেখুন হোশেয় ১০:১৪; [১৩:১৬] ২ রাজা ১৫:১৬; যিশা ১৩:১৬; আমোষ ১:১৩:১৪;

জানতে দেখুন ইয়োব ৩:১৩-১৯; যিশা ১৪:৯-১০; এর সাথে আদি ৩৭:৩৫ পদের নোট দেখুন।

১৩:১৫ ফলবান। ইফ্রয়িম নামটির হিব্রু উচ্চারণের সাথে মিলিয়ে এই শব্দটি এখানে বলা হয়েছে। *পূর্বীয় বায়ু।* যে বাতাস খরা নিয়ে আসে (১২:১; আদি ৪১:৭ পদ ও নোট; ইয়োব ১:১৯; যিশা ২৭:৮; যিরমিয় ৪:১১; ১৩:২৪; ১৮:১৭) এখানে আসিরিয়দের একটি প্রতীক উপস্থাপন করা হয়েছে, যাকে ঈশ্বর নিজে নিযুক্ত করেছেন (যিশা ১০:৫ পদ ও নোট দেখুন)। আসিরিয়া ৭৩৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে উত্তর রাজ্য আক্রমণ করেছিল, এরপর ৭২২-৭২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং এর লোকেরা বন্দীদশায় যায়। *তার সমস্ত মনোরম পাত্রের ভাণ্ডার।* নহূম ২:৯ পদ দেখুন।

১৩:১৬ শমরিয়া। ৭:১ পদ ও নোট; ৮:৫-৬; ১০:৫, ৭ পদ দেখুন; এখানে উত্তর রাজ্য বোঝানো হয়েছে। *ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারিণী হয়েছে।* দেখুন গীত ৫:১০; যিশা ১:২ পদ ও নোট; যিহি ২০:৮, ১৩, ২১। *শিশুদেরকে ... গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের।* নারী ও শিশুদের উপরে অত্যাচার ও নির্যাতন সম্পর্কে আরও দেখুন ১০:১৪; গীত ১৩৭:৯ পদ ও নোট।

হোশেয় ১৩ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়–

ঈশ্বরের অনুগ্রহ অপব্যবহারের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে (হোশেয় ১৩:১-৮) এবং এরপর তাঁর দয়ার প্রতিশ্রুতিও ঘোষণা করা হয়েছে (হোশেয় ১৩:৯-১৬)।

সার-সংক্ষেপ

ঈশ্বর কখনো ইস্রায়েলকে আশীর্বাদ করেন নি, যখন তারা বাল দেবতার পূজা করতো– তবে তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করলেও, তারা থেমে থাকে নি। বিষয়টি হবে যেন সকালের মেঘ ও ভোরের শিশিরের মিলিয়ে যাওয়ার মত বিষয়। সিংহের মত করে সদাপ্রভু ইস্রায়েলকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলবেন। কেবল সদাপ্রভুই ইস্রায়েলের রাজা– তিনি ছাড়া রাজা হিসেবে আর কেইবা আছে? সন্তান প্রসবকারী স্ত্রীলোকের মত যন্ত্রণা ইফ্রয়িমের উপর নেমে আসবে। আর অন্যদিকে, শুষ্কতা ও অনুর্বরতার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

হোশেয় ১৩ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. ইস্রায়েল কি ধরণের ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল? (হোশেয় ১৩:১-১৬)

২. ঈশ্বরের অবাধ্য লোকদেরকে তাঁর দেয়া কঠোর শাস্তির বিষয়ে তিনি কি বলেছিলেন? (হোশেয় ১৩:১৬)

সদাপ্রভুর কাছে ফিরে আসার আহ্বান

১৪ [১] হে ইস্রায়েল, তুমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে ফিরে এসো; কেননা তুমি
নিজের অপরাধে হোঁচট খেয়েছ। [২] তোমরা বক্তব্য প্রস্তুত করে সদাপ্রভুর কাছে
ফিরে এসো; তাঁকে বল, সমস্ত অপরাধ হরণ কর; যা উত্তম, তা গ্রহণ কর; তাতে আমরা
ষাঁড় উৎসর্গের মত করে নিজ নিজ ওষ্ঠাধর দিয়ে তোমার প্রশংসা করবো। [৩] আসিরিয়া
আমাদের পরিত্রাণ করবে না, আমরা ঘোড়ায় আরোহণ করবো না এবং নিজেদের হাতের
কাছের আর কোন বস্তুকে আর কখনও বলবো না, 'আমাদের ঈশ্বর।' কেননা তোমারই
কাছে অনাথ লোকেরা করুণা পায়।

[৪] আমি তাদের বিপথগমনের প্রতিকার করবো, আমি স্বেচ্ছায় তাদেরকে প্রেম করবো;
কেননা তার প্রতি আমার আর কোন ক্রোধ নেই। [৫] আমি ইস্রায়েলের পক্ষে শিশিরের মত

[১৪:১] দেখুন যিশা ১৯:২২; দেখুন যিরি ৩:১২; [১৪:১] দেখুন হোশেয় ৪:৮; [১৪:১] দেখুন হোশেয় ৫:৫; দেখুন ৯:৭; [১৪:২] দেখুন যাত্রা ৩৪:৯; [১৪:২] গীত ৫১:১৬-১৭; মীখা ৭:১৮-১৯; [১৪:২] ইব ১৩:১৫; [১৪:৩] দেখুন হোশেয় ৫:১৩; [১৪:৩] গীত ৩৩:১৭; দেখুন যিশা ৩১:১; মীখা ৫:১০; [১৪:৩] হোশেয় ৮:৬; [১৪:৩] পদ ৮; হোশেয় ১৩:২; [১৪:৩] গীত ১০:১৪; ৬৮:৫; যিরি ৪৯:১১; [১৪:৪] দেখুন যিশা ৩০:২৬; দেখুন হোশেয় ৬:১; [১৪:৪] দেখুন যিরি ২:১৯; [১৪:৪] দেখুন যিশা ৫৫:১; যিরি ৩১:২০; সফ ৩:১৭; [১৪:৪] দেখুন ইয়োব ১৩:১৬; [১৪:৫] দেখুন আদি

১৪:১ ফিরে এসো। মন পরিবর্তনের জন্য আরেকটি আবেদন (১০:১২; ১২:৬)। এখানে বলা হয়েছে লোকদেরকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে অনুতাপ ও মন পরিবর্তন করতে হবে, যা ৬ অধ্যায়ের দৃশ্যপটের বিপরীত, নতুবা তারা ৪-৮ পদে বর্ণিত সদাপ্রভু ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ ও দয়া লাভ করতে পারবে না (তুলনা করুন গীত ১৩০:৭-৮; যিশা ৫৫:৬-৭)।

১৪:২ বক্তব্য প্রস্তুত করে। কেউই খালি হাতে সদাপ্রভুর সামনে আসবে না (যাত্রা ২৩:১৫; ৩৪:২০ পদ দেখুন), কিন্তু শুধুমাত্র পশু উৎসর্গ যথেষ্ট হবে না। একমাত্র প্রকৃত আন্তরিক অনুতাপই গ্রহণযোগ্য হবে। *নিজ নিজ ওষ্ঠাধর দিয়ে।* যেভাবে ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ উৎসর্গ উৎসর্গ করা হয় (দেখুন ইব্রীয় ১৩:১৫ পদ)।

১৪:৩ নিজেদের হাতের কাছের আর কোন বস্তু। অর্থাৎ দেবতাদের মূর্তি (পদ ৮; ১৩:২ ও নোট দেখুন)। *অনাথ লোকেরা।* অনুতাপকারী ইস্রায়েল (দেখুন গীত ১০:১৪; ৬৮:৫; বিলাপ ৫:৩)। *করুণা পায়।* এর সাথে তুলনা করুন লো-রুহামাহ্ শিশুটির নাম (১:৬ পদ ও নোট দেখুন; এর সাথে ২:১, ২৩ পদ দেখুন)।

১৪:৪ প্রতিকার করবো। ১১:৩ পদ ও নোট দেখুন। *বিপথগমন।* ১১:৭ পদ দেখুন। *আমি স্বেচ্ছায় তাদেরকে প্রেম করবো।* এর অর্থ হচ্ছে কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা থেকে নয়, বরং সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় তিনি তাদেরকে ভালবাসবেন (তুলনা করুন ৯:১৫ পদ ও নোট।

হব; সে লিলি ফুলের মত ফুটবে, আর লেবাননের মত মূল বাঁধবে। ৬ তার তরুশাখাগুলো
ছড়িয়ে যাবে, জলপাই গাছের মত তার শোভা এবং লেবাননের মত তার সৌরভ হবে।
৭ যারা তার ছায়াতলে বাস করে, তারা ফিরে আসবে, শস্যের মত সঞ্জীবিত হবে,
আঙ্গুরলতার মত ফুটবে, লেবাননীয় আঙ্গুর-রসের মত তার সুখ্যাতি হবে। ৮ হে ইফ্রয়িম,
মূর্তিগুলোর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? আমি উত্তর দিয়েছি, আর তার প্রতি দৃষ্টি রাখবো; আমি
সতেজ দেবদারুর মত; আমার কাছ থেকেই তোমার বিশ্বস্ততা আসে।

৯ জ্ঞানবান কে? সে এসব বুঝবে;
বুদ্ধিমান কে? সে এসব জানবে;
কেননা সদাপ্রভুর সমস্ত পথ সরল
এবং ধার্মিকেরা সেসব পথে চলে,
কিন্তু অধর্মাচারীরা সেসব পথে হোঁচট খায়।

২৭:২৮; দেখুন যিশা ১৮:৪; [১৪:৫] দেখুন শলো ২:১; [১৪:৫] যিশা ৩৫:২; [১৪:৫] ইয়োব ২৯:১৯; [১৪:৬] গীত ৫২:৮; দেখুন যিরি ১১:১৬; [১৪:৬] দেখুন গীত ৯২:১২; দেখুন শলো ৪:১১; [১৪:৭] গীত ৯১:১-৪; [১৪:৭] দেখুন আদি ৪০:১০; [১৪:৭] দেখুন হোশেয় ২:২২; [১৪:৭] দেখুন যিহি ১৭:২৩; [১৪:৮] দেখুন পদ ৩; [১৪:৮] দেখুন যিশা ৩৭:২৪; [১৪:৯] দেখুন গীত ১০৭:৪৩; [১৪:৯] দেখুন উপদে ১০:২৯; দেখুন যিশা ১:২৮; দানি ১২:১০; [১৪:৯] গীত ১১১:৭-৮; সফ ৩:৫; প্রেরিত ১৩:১০; [১৪:৯] যিশা ২৬:৭।

প্রেম। ৩:১; ১১:১ পদ ও নোট দেখুন। *তার প্রতি আমার আর কোন ক্রোধ নেই।* এর সাথে তুলনা করুন ঈশ্বরের প্রলয়ঙ্কারী ক্রোধের (পদ ৮:৫ দেখুন)।

১৪:৫ শিশিরের মত। শিশির এখানে ক্ষণস্থায়ী বস্তু হিসেবে প্রকাশ পায় নি (তুলনা করুন ৬:৪; ১৩:৩ পদ) বরং তা ঈশ্বরের দয়া হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে (দ্বি.বি. ৩৩:১৩; মীখা ৫:৭ পদ ও নোট দেখুন)। *লেবাননের মত মূল বাঁধবে।* লেবাননের এরস গাছের কথা বলা হচ্ছে। বিচার ৯:১৫; ১ রাজা ৫:৬; যিশা ৯:১০ পদ দেখুন। *লেবানন।* গীত ৮০:৮-১১; ১০৪:১৬-১৮ পদ ও নোট দেখুন।

১৪:৭ ছায়াতলে। নিরাপত্তা (দেখুন বিচার ৯:১৫ পদ ও নোট; শলোমন ২:৩; যিহি ৩১:৬ পদ)। *আঙ্গুরলতার মত ফুটবে।* দেখুন ১০:১; গীত ৮০:৮-৬ পদ ও নোট।

১৪:৮ ইফ্রয়িম। দেখুন ৪:১৭ পদ ও নোট। *সতেজ দেবদারু।* পুরাতন নিয়মের শুধুমাত্র এই পদে ঈশ্বরকে কোন গাছের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এই রূপক চিত্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন যিহি ৩১:৩-৭; দানি ৪:১২ পদ। *সতেজ।* ইফ্রয়িম ("ফলবান"; আদি ৪১:৫২ পদ ও নোট দেখুন) সদাপ্রভুর কাছ থেকে তার সমৃদ্ধি লাভ করেছিল (তুলনা করুন পদ ২:৮)।

১৪:৯ সদাপ্রভুর সমস্ত পথ। দেখুন গীত ১৮:২১; ২৫:৪ পদ ও নোট। ভাববাদী হোশেয় প্রত্যেক পাঠককে সরল পথে হাঁটা অথবা হোঁচট খাওয়ার মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন (তুলনা করুন ৪:৫; ৫:৫ পদ)– অর্থাৎ বাধ্যতা বা বিদ্রোহ। *সরল।* গীত ১১৯:১২১ পদের নোট দেখুন।

হোশেয় ১৪ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়–

অনুতপ্ত হয়ে মন পরিবর্তনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে (হোশেয় ১৪:১-৩); প্রতিশ্রুত আশীর্বাদ, বিশেষ সান্ত্বনাদায়ক সুখবর উপস্থাপন (হোশেয় ১৪:৪-৮) এবং ধার্মিক ও দুষ্টের জন্য ঈশ্বরের সঠিক পথের কথা বলা হয়েছে (হোশেয় ১৪:৯)

সার-সংক্ষেপ

অধ্যায়টিতে দেখা যায় যে, আসিরিয়া যে ইস্রায়েলকে রক্ষা করতে পারবে না, তাদের তা স্বীকার করে, অনুতপ্ত হয়ে মন পরিবর্তন করার মাধ্যমে সদাপ্রভুর কাছে ফিরে আসা উচিৎ। ঈশ্বর তাদের বিপথগামীতার অবসান ঘটাবেন, তিনি তাদের কাছে হবেন যেন সিক্ত শিশির, যা তাদেরকে লিলি ফুল ও আংগুর-লতার মত করে বাড়িয়ে তুলবে। ইস্রায়েলের সৌন্দর্য হবে জলপাই গাছের মত। নতুন ইস্রায়েল প্রতিমার কাছ থেকে তাদের মুখ ফিরিয়ে নেবে। কারণ সদাপ্রভুর পথই সঠিক– ধার্মিকরাই সেই পথে চলে এবং দুষ্টরা তাতে হোঁচট খায়।

হোশেয় ১৪ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. বিচারের আগুন কিভাবে ইস্রায়েল এড়াতে পারবে? (হোশেয় ১৪:১-৩)

২. যিহূদীদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার বিষয়ে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা কি ছিল? (হোশেয় ১৪:৪-৬)

৩. কিভাবে সদাপ্রভু তাঁর লোকদের সুরক্ষা ও সমৃদ্ধশালী করবেন বলেছিলেন? (হোশেয় ১৪:৭-৮)

৪. ভাববাদী হোশেয়ের উল্লেখিত সর্বশেষ উপদেশমূলক বাণী কি ছিল? (হোশেয় ১৪:৯)

৫. ভাববাদী হোশেয় লোকদের কাছে কি চূড়ান্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন? (হোশেয় ১৪:৯)

অধ্যয়নের গভীরতায়

যোয়েল ভাববাদীর পুস্তক

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

"পথূয়েলের ছেলে যোয়েল", যার নামের অর্থ "যিহোবাই হলেন ঈশ্বর," পবিত্র শাস্ত্র থেকেই এর শিরোনাম দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং পুস্তকটি থেকে যা জানা যায় এর চেয়ে যোয়েল সম্পর্কে আর বেশি কিছু জানা যায় না। যিহূদা সম্পর্কে তাঁর উল্লেখ (৩:১, ৬, ৮, ১৮, ১৯, ২০) এবং যিরূশালেম (২:৩২; ৩:১, ৬, ১৬, ১৭, ২০), পুরোহিত ও ঈশ্বরের গৃহ উভয়ের কার্যক্রম বিষয়ে তাঁর জ্ঞান (১:৯, ১৩-১৪, ১৬; ২:১৪-১৭) ইঙ্গিত দেয় যে, তিনি যিহূদার লোক, এমন কি তিনি যিরূশালেমের অধিবাসীও হতে পারেন। পুরোহিতদের সম্পর্কে (১:৯, ১৩; ২:১৭) এবং বৃদ্ধ নেতাদের সম্পর্কে উল্লেখ (১:২, ১৪; ২:১৬)– সম্ভবত এই দুই দলের মধ্যে কোন একটি দলের সদস্য হিসেবে তাঁকে গণ্য করা হয়।

সময়কাল

যোয়েল পুস্তকের রচনার সময়কাল এভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দী থেকে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে পুস্তকটি রচনা করা হয়েছে। যেহেতু এই তারিখের ব্যাপারে কোন ঐক্য মতে পৌঁছানো সম্ভব হয় নি, তাই অধিকাংশ পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, এই পুস্তকটি লেখা হয়েছিল বন্দীদশার পরে (৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। আর এই ধারণার কারণ ছিল: (১) বন্দীদশার ঘটনাটিকে অতীতের ঘটনা হিসেবে দেখানো হয়েছে (৩:২-৩); (২) যিরূশালেমে জয় করা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে (৩:১৭); (৩) কোন রাজার বিষয়ে উল্লেখ করা হয় নি; (৪) ঐ সময় হোশেয় এবং আমোষ মূর্তিপূজা এবং এ ধরনের কাজের বিরুদ্ধে কোন প্রকার নিন্দা সূচক বাণী দেন নি, কিন্তু তখন ঈশ্বরের গৃহ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল; (৫) বাবিল বিজয়ের সময় যিহূদার প্রতি আচরণের দ্বারা ইদোমের প্রতি রাগ প্রকাশের সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে (যোয়েল ৩:১৯; ওবদিয় ১-২১ পদ)।

বিষয়বস্তু

যোয়েল পুস্তকের প্রধান বিষয়বস্তু হল, "সদাপ্রভুর দিন"। সব জাতিরা (৩:২-৩) এবং ইস্রায়েল জাতি (১:১৫; ২:১-২) এই শাস্তি ভোগ করেছিল। যাহোক, অনুতাপ ও মন পরিবর্তনের কারণে সদাপ্রভুর দিন পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা নির্বাপিত হয় নি (২:১২ -১৪)। সদাপ্রভুর চুক্তির বিশ্বস্ততার প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অপরিমেয় প্রতিজ্ঞা এবং রক্ষার মধ্য দিয়ে (২:২৩-২৬; ৩:১); তাঁর লোকদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতিই হল এর প্রমাণ (২:২৭; ৩:১৭, ২১)। এটি হল খ্রীষ্টের মহা প্রতিজ্ঞা "আমার আত্মা" এর সংক্ষিপ্ত সার, যা সকল মানুষের উপরে সেচিত হবে (২:২৮, ২৯; এর সাথে তুলনা করুন প্রেরিত ২:১৭-২১)।

ভূমিকা

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য ও পটভূমি

ভাববাদী যোয়েল জাতির সঙ্কটকালে যিহূদা এবং যিরূশালেমে নিবাসী সকলকে বিলাপ করার জন্য এবং ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার জন্য আহ্বান করেছেন। এই সঙ্কট তরান্বিত হওয়ার প্রথম দৃষ্টান্ত ছিল পঙ্গপালের আক্রমণ, যা আঙ্গুরলতা (১:৫, ৭, ১২) এবং শস্য (১:১০) উভয়কেই ধ্বংস করেছে। আর এই জন্য ঈশ্বরের গৃহে উপহার উৎসর্গ করার সামর্থ্যের জন্য ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল (১:৯, ১৩, ১৬)। এই পটভূমি দিয়ে যোয়েল সম্ভবত জাতির অন্য দুঃখদায়ক ঘটনায় ঈশ্বরের লোকদের চলমান জীবনে বিলাপ করার মত পরিচর্যা কাজ করেছেন।

মূল বিষয়বস্তুসমূহ

১. *সদাপ্রভুর দিন।* এটি হল যোয়েল পুস্তকের প্রধান বিষয়। এর প্রকৃত হিব্রু অভিব্যক্তির অনূদিত প্রকাশভঙ্গি হচ্ছে "সদাপ্রভুর দিন", যা যোয়েল পুস্তকে পাঁচ বার দেখা যায় (১:১৫; ২:১, ১১, ৩১; ৩:১৪) এবং অন্য সাত ভাববাদীর পুস্তকে ১৩ বার এটি দেখতে পাওয়া যায় (যিশা ১৩:৬, ৯; যিরমিয় ৪৬:১০; যিহিস্কেল ১৩:৫; ৩০:৩; আমোষ ৫:১৮-২০; ওবদিয় ১৫; সফনিয় ১:৭, ১৪); মালাখি ৪:৫; আমোষ ৫:১৮-২০ পদ দেখুন এবং নোট দেখুন)। ভাববাদীদের পুস্তকের সাহিত্যের সর্বত্র "দিন" কথাটি অন্য ভাবে উল্লেখ করার বিষয়টিকেও ভাববাদী যোয়েল একই ভাবে ব্যবহার করেছেন (যোয়েল ২:২; ৩:১, ১৮)। যোয়েল পুস্তকে উল্লিখিত "দিন" কথাটি কেবল মাত্র জাতিদের উপর বিচার করার চূড়ান্ত দিন হিসেবে উল্লেখ করেন নি (৩:২), কিন্তু এটি ছিল অতীত ও ভবিষ্যত উভয় ক্ষেত্রে ইস্রায়েলের উপর ঈশ্বরের চলমান বিচার (১:১৫; ২:২, ১১) এবং অন্য সব জাতিদের ও ইস্রায়েলের মধ্যে মধ্যস্থতাস্বরূপ (৩:১-২, ১২, ১৪, ১৬)। উভয় ক্ষেত্রে সদাপ্রভুর দিন কথাটি সেই সময় সম্পর্কে নির্দেশ করে যখন এই পরিস্থিতি বিবেচনায় সদাপ্রভুর উপস্থিতিতে বিচার সম্পন্ন হবে এবং লোকেরা হয় সদাপ্রভুর বিপদ থেকে মুক্তি পাবে নতুন আশীর্বাদ লাভ করবে (১:১৫ পদ দেখুন এবং নোটও দেখুন) তাই যদিও জাতিদের ধ্বংসের দিন ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু এটি ঈশ্বরের লোকদের পরিত্রাণের সময়ের কাজ সম্পর্কেও ঘোষণা করেছে; বিচারের বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে ঈশ্বর হবেন আশ্রয়স্থান (৩:১৫-১৬)।

২. *মন পরিবর্তন।* যদি সমস্ত লোক ঈশ্বরের কাছে এসে শোক প্রকাশ করে, বিলাপ করে ও কান্নাকাটি করে (১:১৩-২০) এবং ঈশ্বরের দিকে তাকায়– কিন্তু তা কেবল মাত্র বাহ্যিক আচার ব্যবহার দিয়ে নয়, কিন্তু সমস্ত লোকেরা যেন তাদের আচরণে আন্তরিক হয় (২:১২-১৩)– তাহলে বিচার নিবারিত হতে পারে। কিন্তু সদাপ্রভু লোকদের কাজের দ্বারা আবদ্ধ নন (২:১৪); ধ্বংস করার জন্য পঙ্গপাল পাঠানো (১:১৫) কিংবা তা স্থগিত রাখার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের অধিকারে রয়েছে; ঠিক যেভাবে সৈন্যরা তাঁর আদেশ পালন করে (২:১১)।

৩. *সদাপ্রভু তাদের মধ্যবর্তী।* এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, লোকদের জীবন্ত বিশ্বাস এবং মন পরিবর্তনের প্রয়োজন, কারণ সদাপ্রভু তাঁর আইন-কানুন রক্ষা করার স্বভাব প্রকাশ করতে বিচার করা থেকে ফিরে আশীর্বাদ করবেন (২:১৩; ১৮-২৬; ৩:১৮)। তাঁর লোকদের মধ্যে বাস করার তাঁর প্রতিজ্ঞার

পরিকল্পনা কেবল মাত্র যোয়েলের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তা নয় (২:২৭; ৩:১৭, ২১), কিন্তু সমগ্র পুরাতন নিয়ম জুড়েই তা প্রকাশ পেয়েছে (নহূম ৩৫:৩৪; দ্বি.বি. ৬:১৫; ৭:২১; যিশা ১২:৬; হোশেয় ১১:৯; সফনিয় ৩:১৫, ১৭; হগয় ২:৫; সখরিয় ২:১০-১১; ৮:৩)। পঙ্গপালেরা যে সমস্ত শষ্য খেয়ে ফেলেছে ঈশ্বর কর্তৃক তা ফিরিয়ে দেওয়া (২:২৭), ভেঙ্গে টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ার মত ইস্রায়েলকে তাঁর রক্ষার ব্যবস্থা (৩:১৬-১৭), এই উভয় বিষয়ে রয়েছে একই লক্ষ্য: উপসংহারে এই বিষয় উল্লেখ করার মাধ্যমে যোয়েল পুস্তকের গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা।

৪. সদাপ্রভুর দিন, অনুতাপ এবং ঈশ্বর তাঁর নিজের লোকদের মধ্যে বাস করেন– এই বিষয়গুলোর সঙ্গে "ভবিষ্যতে সমস্ত লোকদের উপরে আত্মা ঢেলে দেওয়া প্রতিজ্ঞা" এক বিন্দুতে মিলিত হয়েছে (২:২৮-৩২)। সদাপ্রভুর দিনের বিচার (২:৩০-৩১; এর সাথে তুলনা করুন ২:১০; ৩:১৫) এবং রক্ষার ঘোষণার সঙ্গে আত্মা ঢেলে দেওয়ার বিষয়টি যুক্ত রয়েছে (২: ৩২)। যারা পরিত্রাণ পেয়েছে এবং সদাপ্রভুর নামে ডাকবে (২:৩২) তাদের এই বিষয়টি সঙ্গে তাদের অনুতাপ সম্পর্কযুক্ত। শেষে নির্দিষ্ট সীমার বাইরে জাতি, বর্ণ, বিভিন্ন শ্রেণীর সমাজের লোক (২:২৮-২৯) নারী কিংবা পুরুষকে আত্মা প্রদান করা হল ঈশ্বর তাদের মধ্যে বাস করার চূড়ান্ত প্রমাণ (যিশা ৬৩:১১; এর সাথে দেখুন হগয় ২: ৫)। ধ্বংসকারী পঙ্গপাল এবং অনাবৃষ্টি বা শুষ্কতা (১:১-২৩) এবং সদাপ্রভুর সৈন্যদের প্রচণ্ড আক্রমণ (২:১-১১) পাঠকদের কাছে গুরুতর প্রশ্ন তুলে ধরেছে। পণ্ডিতদের দেওয়া তাদের কিছু মতামতের রূপরেখা নিচের তালিকায় দেওয়া হল:

যেহেতু এই সব মতামতের প্রত্যেকটি নিয়ে গুরুতর বিতর্ক রয়েছে, তাই তৃতীয় মতের জন্য পুস্তকের মূল বিষয়বস্তুর সাহায্য নেওয়া উপযুক্ত হবে।

সদাপ্রভুর দিনে (২:১১) তাঁর সৈন্যদের আগমনের বর্ণনা করতে গিয়ে যোয়েল পঙ্গপালের উৎপাতের চমকপ্রদ উপমার সঙ্গে সৈন্যদলের উপমা ব্যবহার করেছেন (২:৪-৯)। ১ অধ্যায়ের ক্রিয়াপদটি হল জোরালো আদেশ সূচক এবং অতীতকাল নির্দেশক। এতে অতীতের ঘটনার উপর ভিত্তি করে লোকদের কাজ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। ২ অধ্যায়ের ক্রিয়াপদের অসম্পূর্ণ এবং আদেশ সূচক এর ধরন– এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, যদিও বিচার খুব কাছে এসে গেছে, তথাপি ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার এখনো সুযোগ রয়েছে। ১:১৫-২০ পদে উল্লিখিত বিলাপটি পঙ্গপালের দ্বারা যে ক্ষতি হয়েছে তার সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত, যেহেতু ২:১৭ পদের প্রার্থনা পঙ্গপালের ধ্বংসের কাজের উপর কেন্দ্রিভূত ছিল না, কিন্তু বিদেশী শাসনের ফলে ঈশ্বরের লোকদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়ার ভয়ের উপরে কেন্দ্রিভূত ছিল। পুরাতন নিয়মে উত্তর দেশীয় সৈন্য বলতে শত্রুদের বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে (২:২০ পদ দেখুন এবং নোট দেখুন)। কিন্তু এটি অত্যন্ত বিরল বিষয় হবে যদি এটি পঙ্গপালের ঝাঁকের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়। ৩:১-২১ পদে জাতিদের বিচার সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা পাওয়া যাবে, যদি ঘটনা প্রসঙ্গ অনুক্রমে ২ অধ্যায়ে সৈন্যদের ভয় এবং চরম বিরোধের সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকে। এই সমস্ত এবং অন্যান্য কারণ সমূহ ৩য় মতকে বেছে নেবার জন্য সাহায্য করবে।

পরিত্রাণের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ

ঈশ্বর তাঁর প্রাচীন লোকদের ভালবাসা এবং দয়ার মাধ্যমে কাছে ডেকেছেন। তিনি তাদেরকে তাঁর মাধ্যম হওয়ার জন্য সংরক্ষিত করেছিলেন, যাদের মধ্য দিয়ে তিনি সমস্ত জাতির লোকদের উপর তাঁর আত্মা ঢেলে দিতে পারেন (২:২৮-৩২) এবং যারা তাদের ধ্বংস করতে চায় তাদের হাত থেকে তিনি তাদের রক্ষা করতে পারেন (অধ্যায় ৩)। তিনি তাদের সমস্ত বিষয়ে তত্ত্বাবধান করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর লোকেরা যেন কেবল শোক করতে গিয়ে তাদের কাপড় না ছেড়ে, কিন্তু তাদের অন্তর যেন ছেড়ে (২:১২-১৪), যাতে তারা সমস্ত অন্তর দিয়ে তাঁকে ভালবাসা করতে পারে।

পটভূমি ও বিন্যাস

ভাববাদী যোয়েলের বইটির সময়কাল নির্ধারণ করা অসম্ভব। খ্রীষ্টপূর্ব নবম ও তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যবর্তী ৬০০ বছরের যে সময়ের বিস্তৃতি তার কোন এক সময় বইটি লেখা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। তাই সাধারণভাবে বলা যায় যে, সদাপ্রভুর বাক্য পথূয়েলের ছেলে যোয়েলের কাছে উপস্থিত হয়েছিল (যোয়েল ১:১)। তাই এই বাক্য আমাদের কাছে ভাববাদী যোয়েলের চেয়ে সদাপ্রভুর বিষয়ে অনেক বেশি কথা তুলে ধরে। যাহোক, ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়ে ভাববাদী যোয়েলের সময়কার লোকদের সাথে ও তাঁর জাতির লোকদের সাথে কথা বলেন। আর তিনি এতো সক্রিয়ভাবে কথা বলেছিলেন যে, লোকেরা ভাববাদীর বার্তায় সাড়া দিয়েছিল এবং এই বিষয়ে পুস্তকটির লেখনী তার পাঠকদের খুবই স্বচ্ছ ধারণা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।

কিভাবে ভাববাদী যোয়েল সদাপ্রভুর বাক্য পেয়েছিলেন– এটি একটি উন্মুক্ত প্রশ্নবোধক বিষয় হিসেবে রয়েছে। এই বিষয়ে পাওয়া ইঙ্গিতগুলো হলো এই যে, তিনি যিরূশালেমের মন্দিরের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাই সদাপ্রভুর বাক্য সম্ভবত: শ্রবণযোগ্যভাবে, অথবা দর্শনযোগ্যভাবে, অথবা শ্রবণ ও দর্শনের সমন্বয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিল। পুস্তকটির প্রারম্ভিক হিব্রু পদটি পড়া হয় এভাবে, 'ভাববাদী যোয়েলের কাছে সদাপ্রভুর যে বাক্য উপস্থিত হয়েছিল', তা তাঁর বাস্তবিক বিষয় হয়ে উঠেছিল এবং তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, তাঁর যে বার্তা, তা যথার্থতা ও অধিকার সমন্বিত ঈশ্বরেরই বাক্য।

এটি বিভিন্নভাবে ঐশ্বরিক একটি বিষয় এই দৃষ্টিকোন থেকে যে, পুস্তকটি সুনির্দিষ্ট কোন অবস্থানে বিশেষ কোন ব্যক্তির জীবদ্দশার সময়কাল ও পদাঙ্ককে নির্দেশ করবে। আর যেসব ঘটনার বর্ণনা এতে রয়েছে, তা এক বারে ও একই সময়ে খুবই নজিরবিহীন ও অসাময়িক দিক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। তাই ভাববাদী যোয়েলের বার্তা যে কোন পরিস্থিতি ও যে কোন প্রজন্মের কাছে প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়।

বিষয়বস্তু ও প্রাসঙ্গিকতা

'যোয়েল' নামের পুস্তকটির মূল দিকটি হলো দুঃস্বপ্নের মত পঙ্গপালের আক্রমণের এক ধ্বংসাত্মক অভিজ্ঞতা (যোয়েল ১:২-২: ১১)। আর এটি এমনই এক অভিজ্ঞতা, যার মাধ্যমে ঈশ্বরের লোকদের জন্য সব ধরণের ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্ন উঠে আসে: কেন এটি আমাদের প্রতি ঘটছে? কি কারণে এটি

ঘটেছে? এটির বিষয়ে ঈশ্বর কি করছেন? ঈশ্বর আমাদেরকে কি বলছেন? আমরা এমন কোন কিছু করতে পারি, যা দিয়ে আমরা বর্তমান বিপর্যয়কে থামাতে পারি এবং প্রতিরোধ করতে পারি যেন আবারও একই ঘটনা না ঘটে? প্রাচীন নিকটপ্রাচ্য বা মধ্যপ্রাচ্যে পুস্তকটিকে কেন্দ্র করে এই সব ধরণের প্রশ্নের কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না। আর এই বিষয়গুলো আমাদের নিজেদের ও যে কোন দেশের লোকদের, যে কোন সময়ের প্রাকৃতিক অথবা অন্য যে কোন বিপর্যয়ের জন্য প্রযোজ্য।

এটি বলা ভাল যে, ঈশ্বর এই ধরণের কোন সঙ্কট ও দুঃখদায়ক ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট নন। যদি আমরা লিখি যে, ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির বাইরে এবং তাঁর সৃষ্টি করা পৃথিবীর বিশেষ অপ্রীতিকর ও অগ্রহণযোগ্য দিকগুলোর বাইরে– তবে আমরা কোন প্রকার প্রত্যাশা ও দিকনির্দশনা ছাড়াই শেষ পর্যন্ত, এই অর্থহীন বিশ্বব্রহ্মান্ডে হারিয়ে যাব। এই ধরণের দুঃস্বপ্নের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি উপায়ের কথা ভাববাদী যোয়েল তুলে ধরেছিলেন– কারণ খুবই সুবিদিত বিষয় হিসেবে, সদাপ্রভু সব লোকদের উপর তাঁর আত্মা ঢেলে দেয়ার প্রতিজ্ঞা করেন (যোয়েল ২:২৮)। আর যে কেউ সদাপ্রভুর নাম ধরে ডাকবে, সে রক্ষা পাবে (যোয়েল ২:৩২)। ঈশ্বরের বিচার সম্পন্ন হওয়ার পরে, তাঁর আশীর্বাদ তাদের মাঝে তাঁর উপস্থিতি হয়ে বিরাজ করবে (যোয়েল ৩:১৭-১৮, ২০-২১)– তবে বিষয়গুলো খুবই মারাত্মক এবং প্রয়োজনীয় সময় খুবই কম।

ভাববাদী যোয়েলের ধর্মতত্ত্ব খুবই শক্তিশালী ও ব্যাপক। কারণ তিনি পুরোপুরি মানবিক আকারে ঈশ্বরের হাতকে দেখতে সক্ষম হন এবং সব মানবিক বিষয়ে ঈশ্বরের ব্যক্তিগত ও সরাসরি সংশ্লিষ্টতা নিয়ে কথা বলেন (যোয়েল ২:১১, ১৮-২৭; ৩:১-৮)। তিনি সম্ভবত এমন একটি প্রসঙ্গ ও একটি সংস্কৃতিকে লক্ষ্য করে তাঁর বক্তৃতা তুলে ধরছিলেন, যেখানে ঈশ্বরের কর্মকান্ড নিয়ে সাদামাঠা ভাষায় কথা বলা খুবই স্বাভাবিক বিষয় ছিল। যাহোক, ভাববাদী যোয়েলের সময়কার ইস্রায়েল জাতির বৈষয়িক সম্পৃক্তি আমাদের প্রজন্মের চেয়ে কম ছিল না। বর্তমান বিষয়গুলোতে ঈশ্বরের সরাসরি ও ব্যক্তিগত সংশ্লিষ্টতা নিয়ে কথা বলার মত সাহস তাঁর ছিল। আর তিনিই নিশ্চিত করেছিলেন যে, জাতির এই সঙ্কটে কেবল তিনিই ঈশ্বরের দেশে বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে উত্তর পেয়েছিলেন: যে উত্তরটি সমসাময়িক জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীত এবং এমন জ্ঞান লাভ করেছিলেন, যেন তা বর্তমান পৃথিবীর কোন বিষয়।

এই ধরণের শক্তিশালী ও ব্যাপক ধর্মতত্ত্বের কাছে ফিরে আসার এটিই কি সময়? যদি তাঁর বিশেষ কিছু পরিস্থিতির উপর তুলে ধরা ব্যাখ্যা আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন হয়, তবে এর বিকল্প কি? সাদামাঠাভাবে তুলে ধরা হলে বলা যায়: যদি ঈশ্বর পঙ্গপাল না পাঠাতেন, তবে কে পাঠাতো? তাই এই বিবৃতি দিয়ে কি বোঝায়, তা আমাদেরকে এখনো অনুসন্ধান দরকার। তবে আমরা অবশ্যই বিষয়টিকে বুদ্ধিবৃত্তিক করে তুলবো না, কারণ যত দূর পর্যন্ত বোঝা যায়, এটি অন্য একটি জগতের উপেক্ষিত একটি বিষয়। ভাববাদী যোয়েলের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির জন্য মহামারীর মত পঙ্গপালের আক্রমণ দৈনন্দিন মৌলিক চাহিদা ও এবং জাতীয় অর্থনীতির

স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হয়ে উঠেছিল। প্রযুক্তিগত আলোয় সেই পঙ্গপাল আজ কোথায়– একেবারে নেই বললেই চলে, তবে অনৈতিক দৈউলিয়াগ্রস্ত সমাজব্যবস্থার অর্থনীতির এমন বেহাল অবস্থা কেন?

ভাববাদী যোয়েল সদাপ্রভুর দিনের বার্তার মধ্য দিয়ে কি বুঝাতে চেয়েছেন? (যোয়েল ১:১৫; ২:১, ১১, ৩১; ৩:১৪)। এখানেই ভাববাদী যোয়েল সবচেয়ে শক্তিশালী ও দ্ব্যর্থহীন। পঙ্গপালের আক্রমণ হলো অনেক বেশি খারাপ কোন বিষয়ের প্রস্তাবনা– সম্ভবতঃ উত্তর দিকের শত্রুর আক্রমণ এবং অবশ্যই শেষ বিচারের দিন। তবে ভাববাদী যোয়েল যাই বলুক, অথবা নাই বলুক না কেন– তিনি খুব জোর দিয়ে বলেছিলেন, তিনি জানেন যে, সদাপ্রভুর আসন্ন দিনটি কতটা মহৎ ও ভয়ঙ্কর। বর্তমান অথবা এখন পর্যন্ত বাকী রয়ে গিয়েছে এমন যে কোন বিপর্যয়, যেমন– পঙ্গপাল, সতর্কীকরণ হিসেবে আত্মতুষ্ট ও উদাসীন লোকদের কাণে তূরীধ্বনির বিস্ফোরণ, ইত্যাদি। ঈশ্বর কথা বলছেন এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে, সরাসরি ও আন্তরিকতা সহকারে কথা বলছেন। তাই এটি ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে, ভাববাদী যোয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ইস্রায়েলকে সুরক্ষার পুনঃনিশ্চয়তার প্রতিশ্রুতি সহকারে শেষ হয়েছে। কারণ সদাপ্রভুই তাঁর লোকদের আশ্রয় হবেন (যোয়েল ৩:১৬) এবং কোন প্রকার সন্দেহ ছাড়াই তারা জানবে যে, তাদের ঈশ্বর তাদের সাথেই বাস করেন (যোয়েল ৩: ১৭)।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধীয় কাজ হিসেবে যোয়েল পুস্তক বিচারের দৈববাণী এবং পরিত্রাণের দৈববাণীর প্রধান উপাদানের উপর নির্ভর করেছে। যোয়েল পুস্তকের অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে কাব্যিক বর্ণনা। পুস্তকটির লেখক এর বর্ণনার সাথে বিশেষভাবে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করেছেন। ধ্বংসকারী পঙ্গপালের সম্পর্কে যোয়েলের যে কল্পনা ছিল তা প্রকৃত প্রাণীর চেয়ে অনেক বেশি। যোয়েল ভাববাদীর পুস্তক অনেকটা ভয়াবহ কাহিনী হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। আবেগপূর্ণ বর্ণনার কলাকৌশল (সরাসরি প্রকৃত প্রাণীকে নির্দেশ করা হয়েছে, যা সাহিত্যের ভাষায় অনুপস্থিত কিন্তু চিন্তা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে যেন তারা শোনে এবং সাড়া দেয়) প্রথম দুটি অধ্যায়ে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যদিও লেখক একজন ভাববাদী ছিলেন যিনি প্রকৃতপক্ষে একজন লেখকের চেয়ে আরও বেশি কিছু ছিলেন। এই পুস্তকে প্রকৃতির অনেক চিত্র রয়েছে যা প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা হিসেবে স্থান পেয়েছে ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধীয় রীতিতে। পুস্তকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় সাহিত্য সম্পর্কিত বিষয় হল সেই উপায় যার মধ্য দিয়ে প্রকৃত পঙ্গপাল সম্পর্কে ভাববাদী যোয়েলের কল্পনায় ভয়ের চিত্রের উপমা প্রকাশ পেয়েছে– মানুষের পাপের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচারের চিত্র। অবশ্য যোয়েলের উপমা ছিল মানুষের দুষ্টতার জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে শাস্তির সার্বজনীন চিত্র।

যদিও ভাববাদী যোয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর তারিখ সম্পর্কে অনেক বিতর্ক আছে, তবে সম্ভবত বাবিল থেকে যিহূদা বন্দীদশা শেষে ফিরে আসার পর জাতীয় দুর্যোগের সময় কিছু কাল ধরে ভবিষ্যদ্বাণী ও পরিচর্যা কাজ করেছিলেন।

প্রধান পদঃ "কিন্তু, সদাপ্রভু বলেন, এখনও

ভূমিকা

তোমরা সমস্ত অন্তঃকরণের সঙ্গে এবং রোজা, কান্নাকাটি ও বিলাপ সহকারে আমার কাছে ফিরে এসো। আর নিজ নিজ কাপড় না ছিঁড়ে অন্তঃকরণ ছিঁড় এবং তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে ফিরে এসো, কেননা তিনি কৃপাময় ও স্নেহশীল ক্রোধে ধীর ও অটল মহব্বতে মহান এবং অমঙ্গলের বিষয়ে অনুশোচনা করেন" (২:১২, ১৩)।

প্রধান প্রধান স্থান: যিরূশালেম

প্রধান প্রধান লোক: যোয়েল, যিহূদার লোকেরা

পুস্তকটির রূপরেখা:

১) পংগপালের আক্রমণের বর্ণনা (১ অধ্যায়)
২) শত্রুর আক্রমণের বর্ণনা (২:১-১১ পদ)
৩) মন পরিবর্তন করবার জন্য যিহূদার কাছে মিনতি (২:১২-১৭ পদ)
৪) ভবিষ্যতে উদ্ধার ও আশীর্বাদ করবার প্রতিজ্ঞা (২:১৮-৩:২১ পদ)

যোয়েল ১ ও ২ অধ্যায়ের মধ্যকার সম্পর্ক	
১. প্রকৃত পঙ্গপালের ধ্বংসের বর্ণনা	একই রকম আক্রমণের সুস্পষ্ট বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।
২. প্রকৃত পঙ্গপালের ধ্বংসের বর্ণনা	আসন্ন সামরিক আক্রমণ সম্পর্কে সতর্কবার্তা।
৩. অগ্রগামী সতর্কীকরণ ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে প্রকৃত পঙ্গপালের ধ্বংসের কাজের বর্ণনা	মানব সৈন্যের যে কাল্পনিক উপমা ব্যবহার করা হয়েছে তাতে সদাপ্রভুর দিন সম্পর্কে চরম বিরোধ দেখা দিয়েছে।
৪. পঙ্গপালের আক্রমণের রূপক উপমা দিয়ে সামরিক আক্রমণের বর্ণনা করা হয়েছে	আসিরিয় এবং বাবিলীয়দের মত শত্রুদের সচরাচর আগমনের বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভাববাদী যোয়েলের পুস্তকের রূপরেখার চার্ট				
মূল বচন	**"সদাপ্রভুর দিন"**			
পুস্তকটির অধ্যায় ভিত্তিক অংশগুলো	পঙ্গপালের দিন ১ ১	সদাপ্রভুর দিন ২ ২	জাতিগুলোর বিচার ৩:১ - ৩:১৭	ঈশ্বরের মনোনীত জাতির প্রতি আশীর্বাদ ৩:১৮ - ৩:২১
বিষয়বস্তু	পঙ্গপালের আক্রমণ	পঙ্গপালের বর্ণনা	শাস্তির উপত্যকা	
	ভাববাদী যোয়েল কথা বলেন	সদাপ্রভু কথা বলেন		
স্থান	যিহূদা ও রূশালেম			
সময়কাল	খ্রীষ্টপূর্ব ৮৩৫ সালের পরে			
লেখক	ভাববাদী যোয়েল			

যোয়েল পুস্তকের চিত্র

	পঙ্গপালের আক্রমণ	মন পরিবর্তনের জন্য আহ্বান	যিহূদার ভবিষ্যৎ	
	অতীত মহামারী ভবিষ্যৎ আক্রমণ সদাপ্রভুর ঐতিহাসিক দিন সদাপ্রভুর আসন্ন দিন অধ্যায় যোয়েল ১:১-২:১১	"আমার কাছে এসো" ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য মূল পদ: যোয়েল ১:১ চিরন্তন আহ্বান অধ্যায় যোয়েল ১:১২-১৭	পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের প্রত্যাশা বিষয়ক প্রতিজ্ঞাগুলোর অন্যতম। অধ্যায় যোয়েল ২:১৮-২৭	♦ ঈশ্বরের আত্মার বিষয়ে ♦ ঈশ্বরের বিচারের বিষয়ে ♦ ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে ♦ সদাপ্রভুর চূড়ান্ত দিন অধ্যায় যোয়েল ২:২৮-৩:২১
গুরুত্ব আরোপ	জনশূণ্যতা	উপদেশ	পুনঃস্থাপন	
অনুভূতি	এখন শোক করা পরে আনন্দ করা			
অনুরূপ পদ	"কারণ তাঁর ক্রোধ বেশি সময় থাকে না; তাঁর দয়ায় জীবন পাওয়া যায়; কেবল রাতটুকু কাটে কান্নায়, কিন্তু ভোর বেলাতেই আসে আনন্দ।" (গীতসংহিতা ৩০:৫)			
মূল বিষয়	মন পরিবর্তন কর, কারণ সদাপ্রভুর দিন কাছে এসে গিয়েছে।			
মূল পদসমূহ	যোয়েল ২:১২- ১৪, ১৮, ২৫-২৭			
যোয়েল পুস্তকে খ্রীষ্ট	'পবিত্র আত্মার আসা'– এই বাক্যাংশটির দ্বারা খ্রীষ্টের তুলে ধরা পবিত্রাণের বিষয়ে যোয়েল ২:২৮ পদে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। কারণ প্রভু যীশু খ্রীষ্টই হলেন এক মাত্র সেই জন, যিনি সব জাতির বিচার করবেন এবং তাঁর লোকদেরকে পুনঃস্থাপন করবেন।			

যোয়েল – সদাপ্রভুর দিন

পঙ্গপালের আক্রমণ	আক্রমণকারী সৈন্যদল	ইস্রায়েলের জন্য সদাপ্রভুর সুব্যবস্থা	সদাপ্রভুর দিন
২-৪ মনে করার আহ্বান ৫-৬ ঘটনা তুলে ধরার আহ্বান ৭-১২ নিরাশ হওয়ার আহ্বান ফলাফল: কোন খাবার নেই ১:১ ১:১২	১-২ সৈন্যদলের ঘোষণা ৩-১০ সৈন্যদলের বর্ণনা ৭-১২ সৈন্যদলের প্রধান কোন উপাসনা নেই, নেই কোন আনন্দ ১:১ কে মেনে নিতে পারে? ১:১২	তারপর ১৮ আশীর্বাদ আসে ১৯, ২৬। তারপর ২৭- "সদাপ্রভুকে জান"। এরপর ২৮-২৯ পবিত্র আত্মার বর্ষণ। ৩০-৩১ ভয়ানক বিচার ৩২ বেঁচে থাকা লোকদের উদ্ধার ২:১৮ ২:৩২	ঐ দিনগুলোতে ১ ইস্রায়েলের সৌভাগ্য পুনরুদ্ধার ২ জাতিগুলোর সমবেত হওয়া ১২ জাতিগুলোর বিচার সম্পন্ন হওয়া ২০ ইস্রায়েলের উপর অনন্তকালীন আশীর্বাদ **স্থান: যিহোশাফটের জায়গা** ১-৭ জাতিগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ ৯-১১ জাতিগুলোর কাছে তুলে ধরা প্রতিহিংসাত্মক হুশিয়ারি ১২-১৬ জাতিগুলোর বিচার ১৭ যুদ্ধের ফলাফল ১৮ ঐ দিন ১৮-২১ জাতিগুলোর অনন্তকালীন শাস্তি সদাপ্রভু পবিত্র সিয়োন পর্বতে বাস করেন ৩:১ ৩:২১
সঠিক প্রতিক্রিয়া ১৩-১৪ উপবাসের প্রস্তুতি নেয়া, প্রার্থনা করা ১৫ মূল পদ: সদাপ্রভুর দিন এসে গিয়েছে ১৬-২০ ধ্বংস কেবল ঈশ্বরই তা ঠিক করতে পারেন ১:১৩ ১:২০	**সঠিক প্রতিক্রিয়া** এমনকি এখনো ১২-১৩ প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে মন পরিবর্তন করলে ১৪ সম্ভবত: ঈশ্বর সদয় হবেন ১৫-১৭ জাতীয়: দয়ার জন্য সমবেত হওয়া তাদের ঈশ্বর কোথায়? ২:১২ ২:১৭		

ভাববাদী যোয়েলের বিষয়ে মজার তথ্য

যোয়েল নামের অর্থ: "যিহোবাই হলেন ঈশ্বর"

লেখক: যোয়েল

লেখার সময়কাল: খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ৫২০ সাল।

পবিত্র বাইবেলে পুস্তকটির অবস্থান:

- এটি পবিত্র বাইবেলের ২৯তম পুস্তক
- বইটি পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের ২৯তম পুস্তক
- ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক ১৭টি পুস্তকের ৭ম বই এটি (যিশাইয়- মালাখি)
- যোয়েল অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ১২ জন ভাববাদীদের মধ্যে ২য় (হোশেয়-মালাখি)
- এর পরে পবিত্র বাইবেলের আরও ৩৭টি পুস্তক রয়েছে

পুস্তকটির মোট অধ্যায় সংখ্যা: ৩টি

পুস্তকটির মোট পদ সংখ্যা: ৭৩টি

পুস্তকটির মোট শব্দ সংখ্যা: ২০৩৪টি

যোয়েল পুস্তকটির বিষয়ে পর্যবেক্ষণ:

- পথূয়েলের "ঈশ্বরে আশ্বস্ত" ছেলে যোয়েল।
- এটি বিশ্বাস করা হয় যে, তিনি যিরূশালেম শহর থেকে বেশি দূরে বসবাস করতেন না।
- যোয়েল ছিলেন যিহূদার প্রাথমিক পর্যায়ের ভাববাদীদের এক জন।
- ভাববাদী যোয়েল যে ইস্রায়েলের ভাববাদী ইলীশায়ের সমসাময়িক ছিলেন, তা পুরোপুরি অসম্ভব।
- ভাববাদী যোয়েল ছিলেন রাজা যোয়াশের রাজত্বকালে ঈশ্বরের মুখপাত্র (খ্রীষ্টপূর্ব ৭৯৬ সাল)।
- প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু, সমাধি ও পুনরুত্থান পরবর্তী ধারাবাহিকতার আলোকে প্রেরিত পৌল ভাববাদী যোয়েলের পুস্তক থেকে প্রেরিত ২:১৭-২১ পদে উদ্ধৃত করেন।

ভাববাদী যোয়েলের পুস্তকের বিপর্যয় হিসেবে উপস্থাপিত বিষয়গুলো:

- ◊ পঙ্গপাল
- ◊ মহামারী
- ◊ দুর্ভিক্ষ
- ◊ প্রচন্ড ক্ষিপ্ততা নিয়ে বেড়ে ওঠা আগুন
- ◊ অক্রমণাত্মক সৈন্যদল
- ◊ আকাশে লক্ষ্যণীয় ঘটনা

- ভাববাদী যোয়েল লোকদেরকে বলেন যে, যদিও তারা এখন দুর্যোগের শিকার, তবে এখনো ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা এর চেয়ে আরও বড় দুর্যোগের হাত থেকে অনুতপ্ত হয়ে রক্ষা পাওয়ার বেশি দেড়ি হয় নি।
- **যোয়েল ২:১১ –** "সদাপ্রভু তাঁর সৈন্যদলের আগে আগে থেকে, জোরে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনান; তাঁর সৈন্যদলের সংখ্যা গণনা করা যায় না এবং যারা তাঁর আদেশ পালন করে, তারা শক্তিশালী। সদাপ্রভুর দিন মহৎ ও ভয়ঙ্কর; কে তা সহ্য করতে পারে?"
- **যোয়েল ২:২৮-২৯ –** "তারপর সব লোকদের উপর আমি আমার আত্মা ঢেলে দেব। তাতে তোমাদের ছেলেমেয়েরা ভাববাদী হিসেবে ঈশ্বরের বাক্য বলবে। তোমাদের বৃদ্ধ লোকেরা স্বপ্ন দেখবে ও তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে। এমনকি সেই সময়ে আমি আমার দাস ও দাসীদের উপর আমি আমার আত্মা ঢেলে দেব।"

ভাববাদী যোয়েলের পুস্তক ও এই যুগের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক

যোয়েলের পুস্তকটি কখন লেখা হয়েছে তার তারিখ নির্ণয় করা পুরাতন নিয়মের পণ্ডিতদের সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর মধ্যে একটি। এর কারণ হল বেশিরভাগ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক লেখকদের মতো, যোয়েল তাঁর সময়কাল সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ইঙ্গিত দেননি। বিশেষ করে, যোয়েল তাঁর সময়কার ক্ষমতাসীন রাজাদের নাম উল্লেখ করা থেকে বিরত ছিলেন। যোয়েলের পুস্তকটিতে পুরোহিত, মন্দিরের আচার-অনুষ্ঠান এবং ফৈণীকীয়া, পলেষ্টিয়া, মিশর এবং ইদোমের মতো জাতিগুলোর কথাও উল্লেখ করেছেন, যা খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীর শেষের দিকে বিশিষ্ট ছিল। এই সমস্ত কিছু প্রায় ৮৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বা তার পরপরই একটি তারিখের দিকে ইঙ্গিত করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, যোয়েল প্রথম দিকের ভাববাদীদের মধ্যে একজন ছিলেন। হয়তো তিনি ভাববাদী ইলীশায়ের সমসাময়িক ছিলেন।

পুস্তকটির মধ্যে যিহূদার দক্ষিণ রাজ্যের উপর তার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিচারকে কেন্দ্র করে সিয়োন এবং মন্দিরের উপাসনার কথা প্রায়শই উল্লেখ করা হয়েছে (যোয়েল ১:১৩-১৪; ২:২৩, ৩২; ৩:১৬, ২১)। এই এলাকার সঙ্গে যোয়েলের পরিচিতি এবং মন্দিরের উপাসনা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি যিহূদা শহরেও থাকতেন, সম্ভবত যিরূশালেম শহরেই থাকতেন।

যোয়েল পুস্তক কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

পবিত্র শাস্ত্রের ক্যাননে যোয়েল পুস্তকটিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার একটি প্রথম কারণ হল এই পুস্তকে 'প্রভুর দিন' সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও ওবদিয় প্রথমে (ওবদিয় ১৫) এই ভয়াবহ ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু যোয়েলের পুস্তকটি প্রভুর দিন সম্বন্ধে পবিত্র শাস্ত্রের পুস্তকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং নির্দিষ্ট বিবরণ দেয়– অন্ধকারে আবৃত দিনগুলো, আগুনে গ্রাস করার মত সৈন্যবাহিনী এবং চাঁদ রক্তের মত লাল হয়ে যাওয়া, ইত্যাদি। এই ধরনের প্রাণবন্ত ও শারীরিক চিত্রকল্পে চূড়ান্ত বিচারের এই সময়ে, আজও আমাদের জন্য ভবিষ্যতে ঈশ্বরের বিচারের গুরুত্বকে স্পষ্ট করে দেয় (২ থিষলনীকীয় ২:২; ২ পিতর ৩:১০)।

যোয়েল পুস্তকে বড় ধারণাটি কি?

যিহূদার সুপরিচিত পঙ্গপালের আক্রমণের বিষয়টি যোয়েল পুস্তকে একটি মর্মান্তিক ঘটনাকে মূলধন করে প্রভুর বিচারের বার্তা উপস্থাপন করেছেন এবং অনুতাপ করলে আমাদের যে আশা আছে সেই বিষয়টিকে তুলে ধরেছে। ভয়ানক পঙ্গপালের আক্রমণের কথা উল্লেখ করে যোয়েল তাঁর শ্রোতাদের জীবনে কথা বলতে সক্ষম হন এবং তাদের মনে বিচারের বার্তার ছাপ ফেলতে সক্ষম হন।

একজন ভাষ্যকার উল্লেখ করেছেন যে, প্রভুর দিনটি, যা কেবল মাত্র একটি দিনের জন্য নয়, বরং বিচার ও পুনরুদ্ধারের একটি সময়ের উল্লেখ। এই বিচারের দিন তিনটি মৌলিক

ভাববাদী যোয়েলের পুস্তক ও এই যুগের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক

বৈশিষ্ট্য নিয়ে গঠিত:

- ঈশ্বরের লোকদের বিচার
- বিদেশী জাতিগুলোর বিচার
- তীব্র কষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের লোকেদের শুদ্ধিকরণ ও পুনরুদ্ধার

আমরা যোয়েলের পুস্তকে এই উপাদানগুলোর প্রত্যেকটি খুঁজে পাই, কারণ এটি শেষ পর্যন্ত এই উদ্ধারমূলক ঘটনার শাস্ত্রের সবচেয়ে সম্পূর্ণ ছবিগুলোর মধ্যে একটি (যোয়েল ২:১-১১; ২:২৮-৩২; ৩:১-১৬)।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করবো?

ভবিষ্যতের দর্শন, যেমন যোয়েল বা এমনকি আরও সুপরিচিত প্রকাশিত পুস্তকের পাতায় আমরা যে ধরন খুঁজে পাই, তা প্রায়শই আমাদের দৈনন্দিন অস্তিত্ব থেকে দূরবর্তী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তাদের ধ্বংসের উজ্জ্বল ছবিগুলো আমাদের আধ্যাত্মিক স্তব্ধতাকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করবে। আপনি কি কখনও আত্মতুষ্ট বোধ করার সাথে লড়াই করেন? যোয়েলের মতো ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ছবিগুলো এমন শক্তিশালী বিষয় প্রকাশ করে যা কেবল আপনার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ঈশ্বরকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তার জন্য আপনার চোখ খুলে দেয়।

যোয়েল : ১ অধ্যায়

পঙ্গপালের আক্রমণ

১ [১] পথূয়েলের পুত্র যোয়েলের কাছে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হল।
[২] হে প্রাচীনেরা, এই কথা শোন; আর হে দেশ-নিবাসী সকলে, কান দাও। তোমাদের
সময়ে কি এমন ঘটনা ঘটেছে? কিম্বা তোমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ে কি এমন হয়েছে?
[৩] তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে এর বৃত্তান্ত বল এবং তারা তাদের সন্তানদেরকে বলুক,
আবার সেই সন্তানেরা ভাবী পুরুষপরম্পরাকে বলুক। [৪] শূককীটে যা রেখে গেছে, তা
পঙ্গপালে খেয়েছে; পঙ্গপালে যা রেখে গেছে, তা পতঙ্গে খেয়েছে; পতঙ্গে যা রেখে গেছে,
তা ঘুর্ঘুরিয়াতে খেয়েছে।

[৫] হে মাতাল লোকেরা, জেগে ওঠ ও কান্নাকাটি কর; হে মদ্যপায়ী সকলে, মিষ্ট আঙ্গুর-
রসের জন্য হাহাকার কর; কেননা তোমাদের মুখ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। [৬] কারণ
আমার দেশের বিরুদ্ধে একটি জাতি উঠে এসেছে, সে বলবান ও অসংখ্য; তার দাঁতগুলো
সিংহের দাঁতের মত, তার কশের দাঁত সিংহীর কশের দাঁতের মত। [৭] সে আমার আঙ্গুরলতা

[১:১] দেখুন যিরি ১:২; [১:১] প্রেরিত ২:১৬; [১:২] হোশেয় ৫:১; [১:২] যোয়েল ২:১৬; [১:২] দেখুন হোশেয় ৪:১; [১:২] যোয়েল ২:২; [১:৩] দেখুন যাত্রা ১০:২; [১:৩] দেখুন গীত ৭১:১৮; [১:৪] দেখুন যাত্রা ১০:১৪; [১:৪] দেখুন যাত্রা ১০:৫; [১:৪] দেখুন যাত্রা ১০:১৫; দেখুন দ্বি:বি ২৮:৩৯; আমোষ ৭:১; নহূম ৩:১৫; [১:৫] যোয়েল ৩:৩; [১:৫] দেখুন যিশা ২৪:৭; [১:৬] গীত ১০৫:৩৪; যোয়েল ২:২, ১১, ২৫; [১:৬] প্রকা ৯:৮; [১:৭] যিশা ৫:৬; [১:৭] আমোষ ৪:৯;

১:১ সদাপ্রভুর এই বাক্য। দেখুন হোশেয় ১:১ পদ ও নোট। *যোয়েল।* এই নামের অর্থ "সদাপ্রভুই হলেন ঈশ্বর"; তুলনা করুন ভাববাদী এলিয়ের নাম, যার অর্থ "(আমার) ঈশ্বরই সদাপ্রভু।"

১:২ হে প্রাচীনেরা। হতে পারে এখানে সমাজের বয়স্ক মানুষদের কথা বোঝানো হচ্ছে কিংবা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বোঝানো হচ্ছে (দেখুন পদ ১৪; ২:১৬, ২৮; এর সাথে যাত্রা ৩:১৬ পদের নোট দেখুন)।

১:৪ শূককীট ... পঙ্গপাল ... পতঙ্গ ... ঘুর্ঘুরিয়া। হতে পারে (১) বিভিন্ন প্রজাতির পোকার নাম বলা হয়েছে, কিংবা (২) একই পোকার জীবনচক্রের বিভিন্ন অবস্থানকে বিভিন্ন নামে প্রকাশ করা হয়েছে। দেখুন ২:২৫; যাত্রা ১০:৪ পদ ও নোট দেখুন।

১:৫ হে মাতাল লোকেরা। যদিও যোয়েল অনুতাপ ও মন পরিবর্তনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, তথাপি এই পুস্তকে একমাত্র মদ্যপানই হচ্ছে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত পাপ, অর্থাৎ অন্য কোন পাপের নাম এভাবে উল্লেখ করা হয় নি (তুলনা করুন যিশা ২৮:৭-৮; আমোষ ৪:১ পদ)। এখানে মাতাল কথাটির অর্থ হচ্ছে যারা আত্মিক বিষয়াদির খোঁজ না করে পার্থিব বিষয়াদির পেছনে ছোটে। *কান্নাকাটি কর।* সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে (মাতাল, এই পদে; সাধারণ জনগণ, পদ ৮; কৃষক, পদ ১১; পুরোহিতগণ, পদ ১৩) কান্না ও বিলাপ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। পতঙ্গের কারণে আঙ্গুর ক্ষেত নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মাতালদের আর আঙ্গুর-রস পাওয়ার কোন উৎস থাকলো না।

১:৬ এখানে পঙ্গপালগুলোকে একটি জাতির সাথে তুলনা করা হয়েছে; তুলনা করুন হিতোপদেশ ৩০:২৫-২৬ পদের পিঁপড়ার কথা, যেখানে হিব্রু শব্দ "পশু" দিয়ে আক্ষরিক অর্থে বোঝানো হয়েছে "একটি জাতি"। অন্যান্য স্থানে পঙ্গপালকে বলা হয়েছে সদাপ্রভুর "বাহিনী" (২:১১, ২৫)। এর বিপরীতভাবেও চিন্তা করা যায়– বিশাল সেনাবাহিনীকেও অনেক সময় অগণিত পঙ্গপালের সাথে তুলনা করা হয়েছে– যা প্রাচীন উগারীয় সাহিত্যে প্রচুর দেখা

ধ্বংস করেছে, আমার ডুমুর গাছ বাকলশূন্য করেছে; সে ছাল খুলে ফেলেছে, তা ফেলে দিয়েছে; তার ডালগুলো সাদা হয়ে পড়েছে।

[৮] তুমি এমন কন্যার মত বিলাপ কর, যেন যৌবনকালে স্বামীর শোকে চটের কাপড় পরেছে। [৯] সদাপ্রভুর গৃহ থেকে শস্য-উৎসর্গ ও পেয়-নৈবেদ্য অপহৃত হয়েছে, সদাপ্রভুর পরিচারক পুরোহিতেরা শোক করছে। [১০] ক্ষেত বিনষ্ট, ভূমি শোকান্বিত, কেননা শস্য বিনষ্ট হয়েছে, নতুন আঙ্গুর-রস শুকিয়ে গেছে এবং তেল শেষ হয়ে গেছে।

[১১] কৃষকরা লজ্জিত হও, আঙ্গুর-ক্ষেতের পালকেরা গম ও যবের জন্য হাহাকার কর; কেননা ক্ষেতের শস্য নষ্ট হয়েছে। [১২] আঙ্গুরলতা শুকিয়ে গেছে ও ডুমুর গাছ ম্লান হয়েছে, ডালিম, খেজুর, আপেল ও ক্ষেতের সমস্ত গাছ শুকিয়ে গেছে, বস্তুতঃ লোকদের মধ্যেকার আনন্দ শুকিয়ে গেছে।

[১:৮] পদ ১৩; যিশা ২২:১২; আমোষ ৮:১০; [১:৯] দেখুন হোশেয় ৯:৪; [১:৯] দেখুন যিশা ২২:১২; [১:১০] দেখুন যিশা ৫:৬; দেখুন ২৪:৪; দেখুন যিরি ৩:৩; [১:১০] দেখুন হোশেয় ৯:২; [১:১০] দেখুন গণনা ১৮:১২; [১:১১] দেখুন ইয়োব ৬:২০; আমোষ ৫:১৬; [১:১১] দেখুন যাত্রা ৯:৩১; [১:১১] দেখুন যিশা ১৭:১১; [১:১২] দেখুন যিশা ১৫:৬; [১:১২] দেখুন যাত্রা ২৮:৩৩; [১:১২] দেখুন যিশা ১৬:৮; হগয় ২:১৯;

যায় (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী) এবং পুরাতন নিয়মেও তা প্রচুর দেখা যায় (দেখুন বিচার ৬:৫ পদ ও নোট; যিরমিয় ৪৬:২৩; ৫১:১৪, ২৭; নহূম ৩:১৫)। *সে বলবান ও অসংখ্য।* সাধারণত মিসরের মহামারী নিয়ে আসা পঙ্গপাল বোঝাতে এই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে (দেখুন গীত ১০৫:৩৪; এর সাথে দেখুন যাত্রা ১০:৪-৬, ১২-১৫ পদ)। *দাঁত।* ভাববাদী যোয়েলের কল্পনা করা পঙ্গপালের দাঁতের সাথে সিংহের দাঁতের তুলনাটি প্রকাশিত ৯:৮ পদের প্রতিফলিত হয়েছে।

১:৭ আমার। এখানে এবং যোয়েল পুস্তকের আরও অন্যান্য স্থানে "আমি" সূচক সর্বনাম ব্যবহৃত হতে দেখা যায় (দেখুন পদ ৬, ১৩-১৪; ২:১, ১৩-১৪, ১৭-১৮, ২৩, ২৬-২৭; ৩:২-৫, ১৭) যা আশাবাদ প্রকাশ করে, যেহেতু এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে লোকেরা সদাপ্রভু ঈশ্বরের অধীনেই রয়েছে (তুলনা করুন যিহোশূয় ২২:১৯ পদ)।

১:৮ কন্যা। এখানে পুরো সমাজের কথা বলা হয়েছে। ইস্রায়েল দেশে যখন কোন নারী একজন পুরুষকে বিয়ে করার জন্য কথা দেয়, বা বাগ্‌দান হয় তখন থেকেই তাদেরকে স্বামী ও স্ত্রী বলে সম্বোধন করা হয়ে থাকে, যদিও তখনও তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি (দেখুন দ্বি.বি. ২২:২৩-২৪; তুলনা করুন মথি ১:১৮ পদের নোট)। এই পদটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, এরকমই একজন বাগদানকারী স্বামীর বিয়ের আগেই মৃত্যু ঘটেছে। *চটের কাপড়।* দেখুন পদ ১৩; আদি ৩৭:৩৪; প্রকা ১১:৩ পদ ও নোট।

১:৯ শস্য-উৎসর্গ। দেখুন পদ ১৩; ২:১৪। পঙ্গপালেরা এমন কিছুই রেখে যায় নি যা নৈবেদ্য হিসেবে উৎসর্গ করা যাবে। শস্য উৎসর্গ (লেবীয় ২:১-২) এবং পানীয় উৎসর্গ, যা ছিল আঙ্গুর রসের দায় উৎসর্গ (লেবীয় ২৩:১৩), যা দৈনিক নৈবেদ্য উৎসর্গের একটি অংশ ছিল (যাত্রা ২৯:৪০; গণনা ২৮:৫-৮ পদ দেখুন)।

১:১০ শুকিয়ে গেছে। পঙ্গপাল সমস্ত কিছু ধ্বংস করে ফেলার কারণে খরা ও অনাবৃষ্টি যেন আরও বেশি প্রকট আকার ধারণ করেছিল। *শস্য ... নতুন আঙ্গুর-রস ... তেল।* পুরাতন নিয়মের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ত্রয়ী, যার সাথে তৎকালীন কৃষ্টি কাজের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল (২:১৯ পদ দেখুন)।

মন পরিবর্তন ও ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি করার আহ্বান

[১৩] হে পুরোহিতেরা, তোমরা চট পরে বিলাপ কর; হে বেদির পরিচারকরা, হাহাকার
কর; হে আমার ঈশ্বরের পরিচারকরা, এসো, চট পরে সমস্ত রাত্রি যাপন কর; কেননা
তোমাদের ঈশ্বরের গৃহে শস্য-উৎসর্গ ও পেয়-নৈবেদ্যের অভাব হয়েছে। [১৪] তোমরা পবিত্র
উপবাস নির্ধারণ কর, একটি বিশেষ পর্বদিন আহ্বান কর, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহে
প্রাচীনবর্গ ও দেশ-নিবাসী সমস্ত লোককে একত্র কর এবং সদাপ্রভুর কাছে কান্নাকাটি কর।
[১৫] হায় হায়, কেমন দিন! সদাপ্রভুর দিন তো সন্নিকট; তা সর্বশক্তিমানের কাছ থেকে
প্রলয়ের মত আসছে।
[১৬] আমাদের দৃষ্টি থেকে খাদ্য ও আমাদের ঈশ্বরের মন্দির থেকে আনন্দ ও উল্লাস কি

[১:১৩] দেখুন আদি ৩৭:৩৪; দেখুন যিরি ৪:৮; [১:১৩] যোয়েল ২:১৭; [১:১৩] পদ ৯; দেখুন হোশেয় ৯:৪; যোয়েল ২:১৪; [১:১৪] দেখুন ২ বংশা ২০:৩; [১:১৪] দেখুন হোশেয় ৪:১; [১:১৪] যোহন ৩:৮; [১:১৪] ২ বংশা ২০:৪; [১:১৫] দেখুন যিশা ২:১২; যিরি ৩০:৭; দেখুন ৪৬:১০; দেখুন যিহি ৩০:৩; মালা ৪:৫; [১:১৫] যোয়েল ২:১, ১১, ৩১; ৩:১৪; আমোষ ৫:১৮; সফ ১:১৪; সখ ১৪:১; [১:১৫] দেখুন আদি ১৭:১; [১:১৬] যিশা ৩:৭; [১:১৬] দেখুন গীত ৫১:৮; [১:১৬]

১:১৩ আমার ঈশ্বরের ... তোমাদের ঈশ্বরের। দেখুন ৭ পদের নোট। *শস্য-উৎসর্গ ও পেয়-নৈবেদ্য।* ৯ পদের নোট দেখুন।

১:১৪ পবিত্র উপবাস ... বিশেষ সভা। ২:১৫ পদ দেখুন। মহাপ্রায়শ্চিত্তের দিনে উপবাস রাখার প্রয়োজন হত (দেখুন লেবীয় ১৬:২৯ পদের নোট) এবং জাতীয় দুর্যোগের সময়ও তা করা হত (দেখুন বিচার ২০:২৬; ২ শমূ ১২:১৬; ইষ্টের ৪:৩, ১৬; যিরমিয় ১৪:১২; যোনা ৩:৪-৫; সখ ৭:৩), যা অনুতাপ ও নম্রতা প্রকাশ করে। পবিত্র শাস্ত্রে বাহ্যিক এমন কোন চিহ্ন প্রকাশের পক্ষে কথা বলে না যা মানুষের ভেতরের নেতিবাচক বিশ্বাস বা আচরণ প্রকাশ করে (মথি ৬:১-৮, ১৬-১৮; ২৩:১-৩৬)। *প্রাচীনবর্গ।* দেখুন পদ ২ ও নোট; যাত্রা ৩:১৬; ২ শমূ ৩:১৭।

১:১৫ সদাপ্রভুর দিন। যিশা ২:১১, ১৭, ২০; ১০:২০, ২৭; আমোষ ৫:১৮ পদের নোট দেখুন। যোয়েল ভাববাদী পুস্তকে এই কথাটি পাঁচ বার দেখা যায় এবং এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচ্য বিষয় (এই পদটি; ২:১, ১১, ৩১; ৩:১৪)। আরও ছয় জন ভাববাদী এই কথাটি ব্যবহার করেছেন, যারা হলেন: ভাববাদী যিশাইয় (১৩:৬, ৯), ভাববাদী যিহিস্কেল (১৩:৫; ৩০:৩), ভাববাদী আমোষ (৫:১৮, ২০), ভাববাদী ওবদিয় (১৫), ভাববাদী সফনিয় (১:৭, ১৪) এবং ভাববাদী মালাখি (৪:৫); এবং সখ ১৪:১ পদে প্রায় একই ধরনের বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। অনেক সময় সংক্ষেপে বলা হয়ে থাকে "সেই দিন," যা অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাসে ঈশ্বরের বিশেষ হস্তক্ষেপ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, যেমন ভাববাদী যোয়েলের সময়ে পঙ্গপালের আক্রমণ বা ৬০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কার্খেমীশের যুদ্ধ (দেখুন যিরমিয় ৪৬:২, ১০)। এর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের আগমনের কথাও বোঝানো হতে পারে (দেখুন মালাখি ৪:৫; ১ করি ৫:৫; ২ করি ১:১৪; ১ থিষ ৫:২ পদ ও নোট; ২ পিতর ৩:১০) যখন ইতিহাসে স্বর্গীয় বিচার সাধনের ক্ষেত্রে এই কথাটি বলা হয় না, তখন সাধারণত তা সদাপ্রভুর নির্ধারিত শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে বোঝানো হয়ে থাকে, যে দিনের সাধারণত দুটি বিশেষ দিক আমরা দেখতে পাই: (১) ঈশ্বর তাঁর শত্রুদের উপরে বিজয় লাভ করবেন ও তাদের শাস্তি বিধান করবেন এবং (২) তাঁর লোকদেরকে তিনি বিশ্রাম (সুরক্ষা) এবং দয়া দান করবেন। সর্বশক্তিমানের কাছ থেকে প্রলয়ের মত আসছে। দেখুন যিশা ১৩:৬ পদ ও নোট।

উচ্ছিন্ন হয় নি? [১৭] বীজগুলো নিজ নিজ ঢেলার নিচে পঁচে যাচ্ছে; গোলাগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত, শস্যাগারগুলো উৎপাটিত; কারণ শস্য ম্লান হয়েছে। [১৮] পশুগুলো কেমন কাতর আর্তনাদ করছে! ষাঁড়ের পাল ব্যাকুল হচ্ছে, কেননা তাদের চারণভূমি নেই; মেষপালও দণ্ডভোগ করছে।

ঈশ্বরের কাছে যোয়েলের কথা

[১৯] হে সদাপ্রভু আমি তোমাকেই ডাকছি, কেননা আগুন মরুভূমির চরাণিগুলো গ্রাস করেছে, তার শিখা ক্ষেতের সমস্ত গাছ পুড়িয়ে ফেলেছে। [২০] মাঠের পশুগুলোও তোমার কাছে আকাঙ্খা করে, কেননা জলপ্রণালীগুলো শুকিয়ে গেছে ও আগুন মরুভূমিস্থ চরাণিগুলো গ্রাস করেছে।

দ্বি:বি ১২:৭; [১:১৭] দেখুন যিশা ১৭:১০-১১; [১:১৮] দেখুন আদি ৪৭:৪; [১:১৮] দেখুন যিরি ৯:১০; [১:১৯] গীত ৫০:১৫; [১:১৯] দেখুন গীত ৯৭:৩; আমোষ ৭:৪; [১:১৯] দেখুন যিরি ৯:১০; [১:২০] দেখুন গীত ৪২:১; দেখুন ১০৪:২১; [১:২০] ১ রাজা ১৭:৭; [১:২০] যোয়েল ২:২২।

১:১৮ এই ঘটনার সাথে তুলনা করুন যিরমিয় ১৪:৫-৬ পদে উল্লিখিত দুর্ভিক্ষের বর্ণনা। *কাতর আর্তনাদ।* এই শব্দের জন্য যে হিব্রু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি দিয়েই মিসরে ইস্রায়েল জাতির আর্তনাদ ও হাহাকার প্রকাশ করা হয়েছিল (যাত্রা ২:২৩) এবং অন্যান্য স্থানেও তা দেখা যায় (হিতোপদেশ ২৯:২; যিশা ২৪:৭; বিলাপ ১:৪, ৮, ১১, ২১; যিহি ৯:৪; ২১:১২)। *ব্যাকুল হচ্ছে।* এর জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দ দিয়ে মিসর থেকে উদ্ধার লাভের পর মরু প্রান্তরে ইস্রায়েল জাতির উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানো বোঝাতেও ব্যবহার করা হয়েছে (যাত্রা ১৪:৩)। *ভেড়ার পালও।* সাধারণত দুর্ভিক্ষের সময় ভেড়ার কষ্ট সবচেয়ে কম হয়, কারণ ভেড়া মাটি থেকে ঘাসের শিকড় সুদ্ধ উঠিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে।

১:১৯-২০ আগুন। যদিও পঙ্গপালের কারণে সৃষ্ট ধ্বংসের সাথে আগুনের ধ্বংযজ্ঞের তুলনা করা হয়েছে (পদ ২:৩ দেখুন), এখানে ভাববাদী হয়তোবা দুর্ভিক্ষের প্রভাব বর্ণনা করছেন। যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন তিনি ঈশ্বরের বিচার বিধানকারী আগুনের তুলনা করেছেন (উদাহরণস্বরূপ দেখুন যিরমিয় ৪:৪; ১৫:১৪; ১৭:২৭ পদ ও নোট; যিহি ৫:৪; ১৫:৬-৭ পদ এবং ১৫:৭ পদের নোট; ২০:৫৭; ২১:৩২; হোশেয় ৮:১৪; আমোষ ১:৪ পদ ও নোট)।

যোয়েল ১ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়–

১) এখানে এমন একটি বিচারের কথা বলা হয়েছে, যার নজির পূর্বে আর কখনো দেখা যায় নি (যোয়েল ১:১-৭)।
২) সব ধরণের লোকদের কাছে এই চরম দুর্দশার কথা তুলে ধরে, তাদেরকে এই বিষয় নিয়ে শোক করতে বলা হয় (যোয়েল ১:১৪-২০)।

যোয়েল : ১ অধ্যায়

সার-সংক্ষেপঃ

যিহূদার উপর পঙ্গপালের পর্যায়ক্রমে আক্রমণ হবে– কামড়ানো পঙ্গপাল তাদের শস্য খেয়ে ফেলেছে। পঙ্গপালের খাওয়ার পর যা বাকী রয়েছে, তা ঝাঁক বাঁধা পঙ্গপাল খেয়েছে। ঝাঁক বাঁধা পঙ্গপাল খাওয়ার পর যা বাকী রয়েছে, তা ধ্বংসকারী পঙ্গপাল খেয়েছে এবং ধ্বংসকারী পঙ্গপাল খাওয়ার পরে, যা বাকী রয়েছে, তা লাফিয়ে চলা পঙ্গপাল খেয়েছে। এই কারণে মদ্যপায়ীরা কাঁদবে কেননা পঙ্গপালের জাতি তাদের আংগুর-ক্ষেতগুলো নষ্ট করে ফেলেছে। এছাড়া, সব কিছু শুকিয়ে গিয়েছে। তাই যিহূদার নারীরা অবশই তাদের শরীরে চট পেঁচিয়ে আকাঙ্খিত স্বামীর জন্য অপেক্ষমাণ কুমারীর মত হয়ে থাকবে। পরিবেশনের জন্য এখন আর কোন শস্য বা পানীয় নেই। তাই চট পরে উপবাস সহকারে তাদের বিলাপ করার জন্য ডাকা হচ্ছে। তাদের নদীগুলো শুকিয়ে গিয়েছে এবং পশুরা অনাবৃষ্টির কারণে কষ্ট পাচ্ছে কারণ মাঠে কোন ঘাস নেই।

যোয়েল ১ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. যোয়েল কে ছিলেন? (যোয়েল ১:১)

২. ভাববাদী যোয়েলের প্রাথমিক আহ্বান কি ছিল? (যোয়েল ১:২-৪)

৩. শোক করার জন্য ভাববাদী যোয়েলের লোকদেরকে আহ্বানের ধরণ কেমন ছিল? (যোয়েল ১:৪-১৩)

৪. কোন্ সুনিদিষ্ট নির্দেশাবলী সব লোকদেরকে দেয়া প্রয়োজন ছিল? (যোয়েল ১:১৪)

৫. কেন পঙ্গপালের আক্রমণ অর্থপূর্ণ ছিল? (যোয়েল ১:১৫-২০)

যোয়েল : ২ অধ্যায়

২ [১] তোমরা সিয়োনে তূরী বাজাও, আমার পবিত্র পর্বতে সিংহনাদ কর, দেশ-নিবাসী
সকলেই কেঁপে উঠুক; কেননা সদাপ্রভুর দিন আসছে, হ্যাঁ, সেদিন সন্নিকট। [২] তা
অন্ধকার ও ঘোর অন্ধকারের দিন, মেঘের ও ঘন অন্ধকারের দিন, পর্বতমালার উপরে
অরুণের মত তা ব্যাপ্ত হচ্ছে। বলবতী একটি মহাজাতি; তার মত জাতি যুগের আরম্ভ থেকে
হয় নি এবং তারপর পুরুষানুক্রমে বছর-পর্যায়েও হবে না।

[৩] তাদের আগে আগুন গ্রাস করে, পিছনে বহ্নি-শিখা জ্বলে; তাদের সম্মুখে দেশ যেন
এদনের বাগান, তাদের পিছনে ধ্বংসপ্রাপ্ত মরুভূমি, তা থেকে কিছুই রক্ষা পায় নি।
[৪] তাদের আকার ঘোড়ার আকৃতির মত এবং তারা ঘোড়সওয়ারদের মত ধাবমান হয়।

[২:১] দেখুন গণনা ১০:২, ৭; [২:১] পদ ১৫; [২:১] দেখুন যাত্রা ১৫:১৭; [২:১] দেখুন যোয়েল ১:১৫; সফ ১:১৪-১৬; [২:১] দেখুন যিহি ১২:২৩; দেখুন ৩০:৩; ওব ১:১৫; [২:২] পদ ১০, ৩১; দেখুন ইয়োব ৯:৭; দেখুন যিশা ৮:২২; দেখুন ১৩:১০; আমোষ ৫:১৮; [২:২] দেখুন যিহি ৩৪:১২; দেখুন দানি ৯:১২; দেখুন মথি ২৪:২১; [২:২] দেখুন যিহি ৩৮:৯; [২:২] সফ ১:১৫; প্রকা ৯:২; [২:২] দেখুন যোয়েল ১:৬; [২:২] যোয়েল ১:২; [২:৩] দেখুন গীত ৯৭:৩; দেখুন যিশা ১:৩১; [২:৩] দেখুন আদি ২:৮; [২:৩] যাত্রা ১০:১২-১৫; গীত ১০৫:৩৪-৩৫; দেখুন যিশা ১৪:১৭; [২:৪] প্রকা ৯:৭;

২:১ তূরী। দেখুন পদ ১৫। ভেড়া বা ষাঁড়ের শিং থেকে তৈরি এই তূরী বাজিয়ে সাধারণত সামনের কোন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হত (যির ৪:৫; যিহি ৩৩:৩ পদ ও নোট দেখুন)। এর শব্দ লোকদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করতো (আমোষ ৩:৬ পদ দেখুন)। *সিয়োনে।* দেখুন পদ ১৫; ৩:১৭, ২১। এখানে সিয়োন শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে জাতির রাজধানী হিসেবে যিরূশালেমের অবস্থান। *সদাপ্রভুর দিন।* দেখুন পদ ১:১৫; যিশা ২:১১, ১৭, ২০ পদ ও নোট।

২:২ ঘোর অন্ধকারের দিন। সদাপ্রভুর দিন বোঝাতে গিয়ে ভাববাদীরা অনেক সময়ই অন্ধকারের কথা বলেছেন (দেখুন আমোষ ৫:১৮ ও নোট; সফ ১:১৫ পদ) এবং সাধারণত এর মধ্য দিয়ে প্রতীকী অর্থে দুর্যোগ ও কষ্টভোগ বোঝানো হয়ে থাকে (দেখুন যিশা ৫০:৩; ৫৯:৯; যির ২:৬; ১৩:১৬; বিলাপ ৩:৬; যিহি ৩৪:১২ পদ ও নোট)। *অরুণের মত তা ব্যাপ্ত হচ্ছে।* সাধারণত এ ধরনের কথার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয় ভোর, বা অন্ধকার কেটে যাওয়ার কাল, দুঃখ ও কষ্টের সমাপ্তি (তুলনা করুন যিশা ৮:২০; ৫৮:৮)। তবে এখানে তা পরিহাসের ভঙ্গিতে পঙ্গপালের আক্রমণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেভাবে ভোরের সাথে সাথে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ে, সেভাবে সারা দেশে ধ্বংসের আগুন ছড়িয়ে পড়বে।

২:৩-১১ এই কাব্যিক অংশটি যুদ্ধের বর্ণনা হিসেবে অত্যন্ত উপযোগী (নহূম ৩:১-৩ পদ দেখুন)।

২:৩ তাদের আগে। ভাববাদী যোয়েল এই শব্দগুচ্ছটি তিন বার উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ আবহ সৃষ্টি করেছেন (দুই বার ৩ পদে এবং এক বার ১০ পদে), "তাদের পেছনে" দুই বার (পদ ৩) এবং "তাদের সম্মুখে" (৩ পদে দুই বার এবং ১০ পদে এক বার)। *আগুন।* ১:১৯-২০ পদের নোট দেখুন। *এদোনের বাগান।* দেখুন আদি ২:৮, ১৫ (পাপে পতনের পূর্বে এদোন বাগান যেমন ছিল); আদি ১৩:১০ (সদোম ধ্বংস হওয়ার পূর্বে যর্দন উপত্যকা যেমন ছিল); এবং যিশা ৫১:৩; যিহি ৩১:৮-৯, ১৬, ১৮; ৩৬:৩৫ (এর সবই একটি মরুভূমি নির্দেশ করে যা এক সময় এদোন বাগানের মত ছিল)।

২:৪ ঘোড়া। ইয়োব পুস্তকে ঘোড়ার সাথে পঙ্গপালের তুলনা করা হয়েছে (ইয়োব ৩৯:১৯-২০), কিন্তু যোয়েল ঠিক তার বিপরীত কাজটি করেছেন।

৫ তাদের লম্ফের শব্দ পর্বতশৃঙ্গের উপরে রথের শব্দের মত, নাড়া পোড়ানো আগুনের শিখার
শব্দের মত; তারা যুদ্ধের জন্য শ্রেণীবদ্ধ শক্তিশালী জাতির মত। ৬ তাদের সম্মুখে জাতিরা
যন্ত্রণাগ্রস্ত, সকলেরই মুখ কালিমাযুক্ত হয়। ৭ তারা বীরের মত দৌড়ায়, যোদ্ধাদের মত
প্রাচীরে ওঠে, প্রত্যেকে নিজ নিজ পথে অগ্রসর হয়, নিজেদের পথ জটিল করে না। ৮ তারা
এক জন অন্যের উপরে চাপাচাপি করে না; সকলেই নিজ নিজ পথে অগ্রসর হয় এবং
খড়্গের উপরে পড়লেও আহত হয় না। ৯ তারা নগরের উপর লাফ দেয়, প্রাচীরের উপরে
দৌড়ায়, বাড়ির মধ্যে ওঠে, চোরের মত জানালা দিয়ে প্রবেশ করে। ১০ তাদের সম্মুখে
পৃথিবী কাঁপে, আকাশমণ্ডল কাঁপতে থাকে, চন্দ্র ও সূর্য অন্ধকার হয়ে যায়, নক্ষত্রগুলো নিজ
নিজ আলো দেওয়া বন্ধ করে দেয়। ১১ সদাপ্রভু নিজের সৈন্যসামন্তের আগে তাঁর কণ্ঠস্বর
শোনাচ্ছেন; কেননা তাঁর বাহিনী বিরাট বড়; যারা তাঁর আদেশ মান্য করে তারা বলবান।

[২:৫] প্রকা ৯:৯; [২:৫] যিশা ৫:২৪; ৩০:৩০; [২:৬] দেখুন যিশা ১৩:৮; [২:৬] দেখুন যিশা ২৯:২২; [২:৭] দেখুন ইয়োব ১৬:১৪; [২:৭] উপদে ৩০:২৭; [২:৭] যিশা ৫:২৭; [২:৯] যাত্রা ১০:৬; [২:৯] যিরি ৯:২১; [২:১০] গীত ১৮:৭; নহূম ১:৫; [২:১০] দেখুন যিহি ৩৮:১৯; [২:১০] দেখুন পদ ২; দেখুন যিশা ৫:৩০; দেখুন মথি ২৪:২৯; মার্ক ১৩:২৪; প্রকা ৯:২; [২:১০] দেখুন ইয়োব ৯:৭; দেখুন গীত ১০২:২৬; যিশা ১৩:১০; দেখুন যিহি ৩২:৮; [২:১১] দেখুন যিশা ২:১২; দেখুন যিহি ৩০:৩; দেখুন যোয়েল ১:১৫; ওব ১:১৫; [২:১১] দেখুন গীত ২৯:৩; [২:১১] দেখুন পদ ২, ২৫; [২:১১] সফ ১:১৪; [২:১১] দেখুন যিহি ২২:১৪; সফ ২:১১; প্রকা ৬:১৭;

২:৫ পর্বতশৃঙ্গের উপরে। সাধারণ ঘোড়ার কাছে পর্বত অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন কাজ হলেও পঙ্গপালের কাছে তা মোটেও কঠিন কিছু নয়।

২:৬ তাদের সম্মুখে। এই কথাটি "তাদের আগে" কথাটির বদলে ব্যবহার করা যায় (পদ ৩, ১০)। *যন্ত্রণাগ্রস্ত।* পঙ্গপালের কারণে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ তাদেরকে যন্ত্রণায় ফেলেছিল।

২:৯ বাড়ির মধ্যে ওঠে। মিসরীয় পঙ্গপালের মহামারীতে যেমনটা দেখা গিয়েছিল (যাত্রা ১০:৬)। কাঁচ না থাকলে কোন জানালাই পঙ্গপাল ঠেকাতে পারবে না।

২:১০ পৃথিবী কাঁপে। দেখুন গীত ৬৮:৮; ৭৭:১৮; যিশা ২৪:১৮-২০; যিরমিয় ৪:২৪; আমোষ ৮:৮; নহূম ১:৫ পদ। *আকাশমণ্ডল কম্পমান হয়।* দেখুন ২ শমূ ২২:৮; যিশা ১৩:১৩; হগয় ২:৬, ২১; হব্‌ক ১২:২৬-২৮। *অন্ধকারময় হয়।* ভাববাদী যোয়েল পঙ্গপালের দ্বারা ঈশ্বরের প্রদত্ত শাস্তির সাথে সংযুক্ত করেছেন সদাপ্রভুর দিনের সাথে সম্পৃক্ত মহাজাগতিক ঘটনাপ্রবাহকে।

২:১১ ভাববাদী যিশাইয় যেভাবে আসিরিয়দেরকে দেখেছিলেন (যিশা ১০:৫ পদ ও নোট দেখুন) এবং ভাববাদী যিরমিয় যেভাবে বাবিলীয়দেরকে দেখেছিলেন (যির ২৫:৯; ৪৩:১০) ঈশ্বরের হাতিয়ার হিসেবে, সেভাবে ভাববাদী যোয়েলও পঙ্গপালগুলোকে ঈশ্বরের বাহিনী হিসেবে দেখছেন (তুলনা করুন যিহোশূয় ৫:১৪; গীত ৬৮:১৭; হব্‌ক ৩:৮-৯)– সদাপ্রভু ঈশ্বরের বাহিনী, যারা সদাপ্রভুর দিনে তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে (দেখুন পদ ৩:৯-১১ ও নোট)। এই অংশটি সফনিয় ১:১৪ পদের সমান্তরাল (তুলনা করুন পদ ৩১; ৩:১৪; মালা ৪:১, ৫)। *তাঁর কণ্ঠস্বর।* ৩:১৬ পদ ও নোট দেখুন। *মহৎ ও অতি ভয়ানক।* পুরাতন নিয়মে এই দুটি শব্দ অনেক সময় ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করেছে, তবে এখানে অতি ভয়ানক কথাটির সমার্থক হচ্ছে অতি চমৎকার (দ্বি.বি. ৭:২১; ১০:২১; গীত ১০৬:২১-২২)। সাধারণত সদাপ্রভুর দিন বোঝাতে এই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে (পদ ৩১; মালাখি ৪:৫)।

কেননা সদাপ্রভুর দিন মহৎ ও অতি ভয়ানক; আর কে তা সহ্য করতে পারে? [১২] কিন্তু, সদাপ্রভু বলেন, এখনও তোমরা সমস্ত অন্তঃকরণের সঙ্গে এবং উপবাস, কান্নাকাটি ও বিলাপ সহকারে আমার কাছে ফিরে এসো। [১৩] আর নিজ নিজ কাপড় না ছিঁড়ে অন্তঃকরণ ছিঁড় এবং তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে ফিরে এসো, কেননা তিনি কৃপাময় ও স্নেহশীল ক্রোধে ধীর ও অটল প্রেমে মহান এবং অমঙ্গলের বিষয়ে অনুশোচনা করেন। [১৪] কে জানে যে, তিনি ফিরে অনুশোচনা করবেন না এবং তাঁর পিছনে আশীর্বাদ, অর্থাৎ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে শস্য-উৎসর্গ ও পেয়-নৈবেদ্য রেখে যাবেন না?

[১৫] তোমরা সিয়োনে তূরী বাজাও, পবিত্র উপবাস নির্ধারণ কর, একটি বিশেষ পর্বদিন আহ্বান কর; [১৬] লোকদের একত্র কর, পবিত্র সমাজ নির্ধারণ কর, প্রাচীনদেরকে আহ্বান কর, বালক বালিকাদের ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরকে একত্র কর; বর তার বাসগৃহ থেকে, কন্যা তার অন্তঃপুর থেকে বের হোক। [১৭] বারান্দার ও বেদির মধ্যস্থানে সদাপ্রভুর পরিচারক পুরোহিতেরা কান্নাকাটি করুক, তারা বলুক,

---

[২:১২] দেখুন দ্বি:বি ৪:৩০; দেখুন যিহি ৩৩:১১; দেখুন হোশেয় ১২:৬; [২:১২] দেখুন ১ শমূ ৭:৩; [২:১৩] গীত ৫১:১৭; যিশা ৫৭:১৫; [২:১৩] দেখুন আদি ৩৭:২৯; দেখুন গণনা ১৪:৬; ইয়োব ১:২০; [২:১৩] দেখুন যিশা ১৯:২২; [২:১৩] দেখুন দ্বি:বি ৪:৩১; [২:১৩] যাত্রা ৩৪:৬; দেখুন গীত ৮৬:৫, ১৫; [২:১৩] দেখুন যিরি ১৮:৮; যোহন ৪:২; [২:১৪] যিরি ২৬:৩; যোহন ৩:৯; [২:১৪] আমোষ ৫:১৫; যোহন ১:৬; [২:১৪] যিরি ৩১:১৪; হগয় ২:১৯; সখ ৮:১৩; মালা ৩:১০; [২:১৪] দেখুন যোয়েল ১:১৩; [২:১৫] দেখুন গণনা ১০:২; [২:১৫] পদ ১; [২:১৫] দেখুন ২ বংশা ২০:৩; যিরি ৩৬:৯; [২:১৫] দেখুন যাত্রা ৩২:৫; গণনা ১০:৩; [২:১৬] দেখুন যাত্রা ১৯:১০, ২২; [২:১৬] যোয়েল ১:২; [২:১৬] গীত ১৯:৫; [২:১৭] যোয়েল ১:১৩; [২:১৭] দেখুন যিশা ২২:১২; [২:১৭] যিহি ৮:১৬; মথি ২৩:৩৫; [২:১৭] দ্বি:বি ৯:২৬-২৯; গীত

কে তা সহ্য করতে পারে? দেখুন নহূম ১:৬ পদ ও নোট; মালাখি ৩:২; প্রকা ৬:১৭)। সদাপ্রভুর কাছে ফিরে না আসলে আর কোন উপায় নেই।

২:১২-১৭ অনুতাপ ও মন পরিবর্তনের আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে পুস্তকটির অর্ধাংশ শেষ করা হয়েছে ("ফিরে আসা," পদ ১২-১৩; দেখুন হোশেয় ১৪:১ পদ ও নোট) এবং সেই সাথে প্রার্থনাও করা হয়েছে (পদ ১৭), যার মাধ্যমে এই অংশের শুরুতে শোক প্রকাশের কান্নার সাথে ভারসাম্য বিধান করা হয়েছে (পদ ১:২-১৪)।

২:১৩ অন্তঃকরণ ছিঁড়। দেখুন গীত ৫১:১৭ পদ ও নোট। *কৃপাময় ও স্নেহশীল।* *যাত্রা* ৩৪:৬-৭ পদে ঈশ্বরকে তাঁর মহান রূপে কল্পনা করা হয়েছে, যা সমগ্র পুরাতন নিয়মে এক স্বর্ণালী সূত্রের মত প্রবাহিত হয়েছে (দেখুন যাত্রা ৩৪:৬ -৭ পদের নোট; এছাড়াও দেখুন দ্বি.বি. ৪:৩০; মীখা ৭:১৮)।

২:১৪ শস্য উৎসর্গ এবং পেয় নৈবেদ্য। ১:৯ পদের নোট দেখুন।

২:১৫ তূরী। ১ পদের সতর্ক করে দেওয়া সংকেত নয়, বরং ধর্মীয় সমাবেশ শুরু হওয়ার আহ্বানমূলক সংকেত (দেখুন লেবীয় ২৩:২৪; ২৫:৯; গণনা ১০:১০; যিহোশূয় ৬:৪-৫; ২ বংশা ১৫:১৪; গীত ৯৮:৬ পদ ও নোট)। *উপবাস নির্ধারণ কর ... সভা আহ্বান কর।* দেখুন ১:১৪ পদ ও নোট।

২:১৬ প্রথম অধ্যায়ে যেভাবে সমাজের সর্ব স্তরের মানুষকে কাঁদতে ও বিলাপ করতে বলা হয়েছিল, সেভাবেই এখানেও সর্ব স্তরের সমস্ত মানুষকে আহ্বান করা হচ্ছে (দেখুন গণনা ১৬:৩; ২ বংশা ৩০:২, ৪, ২৩-২৫; মীখা ২:৫)। *প্রাচীন।* ১:২ পদের নোট দেখুন। *অন্তঃপুর।* এখানে বাসর ঘর অর্থে বোঝানো হয়েছে, যেভাবে ইব্রীয় দম্পতি তাদের একান্ত মুহূর্তগুলো কাটায়।

হে সদাপ্রভু, তোমার লোকদের প্রতি মমতা কর,
তোমার অধিকারকে উপহাসের বিষয় করো না;
তাদের বিষয়ে জাতিদেরকে গল্প করতে দিও না,
লোকজন কেন বলবে যে, 'ওদের ঈশ্বর কোথায়?'

ঈশ্বরের দয়া, তাঁর সেবকদের মঙ্গল

১৮ তখন সদাপ্রভু তাঁর দেশের জন্য উদ্যোগী হলেন ও তাঁর লোকদের প্রতি দয়া
করলেন। ১৯ আর সদাপ্রভু উত্তর দিলেন, তাঁর লোকদের বললেন, দেখ, আমি তোমাদের
কাছে শস্য, আঙ্গুর-রস ও তেল পাঠিয়েছি, তোমরা তাতে তৃপ্ত হবে; এবং আমি জাতিদের
মধ্যে তোমাদেরকে আর উপহাসের পাত্র করবো না। ২০ বরং আমি তোমাদের কাছ থেকে
উত্তর দেশীয় সৈন্য দূর করবো এবং তাকে শুকনো ও ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশে তাড়িয়ে দেব, পূর্ব
সমুদ্রের দিকে তার অগ্রভাগ ও পশ্চিম সমুদ্রের দিকে তার পশ্চাদ্ভাগ ফেলে দেব; আর তার
দুর্গন্ধ ও পূতিগন্ধ উঠবে, কারণ সে মহৎ মহৎ কাজ করেছে।

৪৪:১৩; [২:১৭] দেখুন ১ রাজা ৯:৭; দেখুন ইয়োব ১৭:৬; [২:১৭] দেখুন গীত ৪২:৩; [২:১৮] দেখুন যিশা ২৬:১১; সখ ১:১৪; ৮:২; [২:১৮] দেখুন গীত ৭২:১৩; [২:১৯] গীত ৪:৭; [২:১৯] দেখুন যিরি ৩১:১২; [২:১৯] দেখুন লেবীয় ২৬:৫; [২:১৯] দেখুন যিহি ৩৪:২৯; [২:২০] যিরি ১:১৪-১৫; [২:২০] দেখুন যিশা ৩৪:৩;

২:১৭ তোমার অধিকার। ইস্রায়েল জাতি হচ্ছে ঈশ্বরের বিশেষ অধিকার বা সম্পদ (যাত্রা ৩৪:৯; যিরমিয় ৩:১৯ পদ ও নোট দেখুন)। যিহূদাকে অবশ্যই প্রার্থনা ও মন পরিবর্তন করতে হবে। সে নিজের নির্দোষিতা দাবী করলে চলবে না, বরং তাকে এই প্রার্থনা করতে হবে যেন ঈশ্বর তাঁর নিজ গুণে তাদেরকে দয়া দান করেন (যাত্রা ৩২:১২ পদ দেখুন; আরও দেখুন গণনা ১৪:১৩; যিহোশূয় ৭:৯ পদ ও নোট)। *গল্প করতে দিও না।* ১ রাজা ৯:৭ পদের নোট দেখুন। *ওদের ঈশ্বর কোথায়?* উপহাস করার ভঙ্গিতে এই প্রশ্ন করার হত (দেখুন গীত ৩:২; ১০:১১; ১১৫:২ পদ ও নোট)।

২:১৮ এখানে ভাববাদী যোয়েল পঙ্গপালের কারণে সৃষ্টি ধ্বংস থেকে পট পরিবর্তন করে সদাপ্রভু ঈশ্বরের অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন (১৮ ও ১৯ পদের নোট দেখুন), যা ঈশ্বর এক মন পরিবর্তনকারী ও অনুতপ্ত জাতিকে দিয়েছেন। *উদ্যোগী হলেন।* *যাত্রা* ২০:৫ পদের নোট দেখুন। সদাপ্রভু ঈশ্বর ১৭ পদের প্রার্থনার উত্তর দিচ্ছেন এবং তাঁর সম্মান রক্ষা করার জন্য এবং তাঁর লোকদের উপরে দয়া দানের জন্য উঠেছেন।

২:১৯ শস্য, আঙ্গুর-রস ও তেল। ১:১০ পদের নোট দেখুন।

২:২০ উত্তর দেশীয় সৈন্য। যেহেতু প্রাচীনকালে শত্রু বাহিনী কখনো সমুদ্রের দিক থেকে বা মরুভূমি অতিক্রম করে আক্রমণ করতো না, সে কারণে প্রাচীন কনানের ভৌগলিক অবস্থান অনুসারে শুধুমাত্র তার দক্ষিণ (মিসর) এবং উত্তর দিক (আসিরিয়া ও বাবিল) থেকে আক্রমণ আসার সম্ভাবনা ছিল। এখানে যে বিরাট পঙ্গপালের বাহিনীর কথা বলা হয়েছে তা মূলত ইস্রায়েলের সব সময়কার জন্য ভয়ের কারণ এমন কয়েকটি শত্রু সৈন্য বাহিনীর সংমিশ্রণ। *দুর্গন্ধ ও পূতিগন্ধ।* কারণ একটি পঙ্গপালও এখন আর জীবিত নেই।

২:২১-২৩ দুঃখ ও বিলাপ প্রকাশ করার জন্য যেমন কয়েকবার আহ্বান জানানো হয়েছে (১:৫, ৮, ১১, ১৩ পদ দেখুন) তেমনি আনন্দ প্রকাশ করার জন্যও কয়েকভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে: দেশ (পদ ২১), বন্য পশু

[২১] হে দেশ, ভয় করো না, উল্লসিত হও, আনন্দ কর, কেননা সদাপ্রভু মহৎ মহৎ কাজ করেছেন। [২২] হে ক্ষেতের পশুরা, ভয় করো না, কেননা মরুভূমিস্থ চারণভূমি সবুজ হয়ে উঠছে, গাছ ফলবান হচ্ছে, ডুমুর গাছ ও আঙ্গুরলতা নিজ নিজ ফল দিচ্ছে। [২৩] আর হে সিয়োন-সন্তানেরা, তোমরা উল্লসিত হও, তামাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুতে আনন্দ কর, কেননা তিনি তোমাদেরকে যথাপরিমাণে অগ্রিম বৃষ্টি দিলেন এবং প্রথমতঃ তোমাদের জন্য প্রথম ও শেষ বর্ষার জল বর্ষান করলেন। [২৪] এভাবে খামারগুলো শস্যে পরিপূর্ণ হবে, আঙ্গুর-রস ও তেলে কুণ্ডগুলো উথলে উঠবে। [২৫] আর পঙ্গপাল, পতঙ্গ, ঘুর্ঘুরিয়া ও শূককীট– আমি যে আমার মহাসৈন্য তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি, তারা যেসব বছরের শস্যাদি খেয়েছে, আমি তা পরিশোধ করে তোমাদের দেব। [২৬] তোমরা প্রচুর খাদ্য ভোজন করে তৃপ্ত হবে; এবং তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা করবে, যিনি তোমাদের প্রতি আশ্চর্য ব্যবহার করেছেন; আর আমার লোকেরা কখনও লজ্জিত হবে না। [২৭] তাতে তোমরা জানবে, আমি ইস্রায়েলের মধ্যবর্তী এবং আমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, অন্য কেউ নেই এবং আমার লোকেরা কখনও লজ্জিত হবে না।

[২:২১] দেখুন যিশা ২৯:২২; দেখুন ৫৪:৪; সফ ৩:১৬-১৭; [২:২১] দেখুন গীত ৯:২; [২:২১] দেখুন গীত ১২৬:৩; দেখুন যিশা ২৫:১; [২:২২] দেখুন গীত ৬৫:১২; [২:২২] দেখুন ১ রাজা ৪:২৫; [২:২২] দেখুন গণনা ১৬:১৪; [২:২২] যোয়েল ১:১৮-২০; সখ ৮:১২; [২:২৩] গীত ৩৩:২১; ৯৭:১২; ১৪৯:২; যিশা ১২:৬; ৪১:১৬; ৬৬:১৪; হবক ৩:১৮; সখ ১০:৭; [২:২৩] দেখুন যিশা ৪৫:৮; [২:২৩] দেখুন ইয়োব ৩৬:২৮; দেখুন যিহি ৩৪:২৬; [২:২৩] গীত ৮৪:৬; [২:২৩] দেখুন লেবীয় ২৬:৪; দেখুন গীত ১৩৫:৭; যাকোব ৫:৭; [২:২৪] লেবীয় ২৬:১০; মালা ৩:১০; [২:২৪] দেখুন উপদে ৩:১০; যোয়েল ৩:১৮; আমোষ ৯:১৩; [২:২৫] দেখুন যাত্রা ১০:১৪; আমোষ ৪:৯; [২:২৫] দেখুন দ্বি:বি ২৮:৩৯; [২:২৫] দেখুন যোয়েল ১:৬; [২:২৬] দেখুন লেবীয় ২৬:৫; [২:২৬] দেখুন লেবীয় ২৩:৪০; দেখুন যিশা ৬২:৯; [২:২৬] দেখুন গীত ১২৬:৩; দেখুন যিশা ২৫:১; [২:২৬] দেখুন যিশা ২৯:২২; [২:২৭] দেখুন যাত্রা ৬:৭; [২:২৭] দেখুন যাত্রা ৬:২; দেখুন

(পদ ২২) এবং সাধারণ মানুষের কাছে (পদ ২৩) সদাপ্রভুর বিজয় লাভের জন্য আনন্দ করতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

২:২২ বন্য পশুরা এখন উন্মুক্ত ও সবুজ চারণভূমি খুঁজে পেয়েছে (তুলনা করুন **১:১৯-২০** পদ)। যে ভূখণ্ডের সমস্ত গাছ ও তৃণ পঙ্গপাল ও দুর্ভিক্ষের কারণে উচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল (পদ **১:৭, ১২, ১৯**) সেগুলো এখন আবার পাতা, ফুল ও ফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

২:২৩ প্রথম ও শেষ বর্ষার জল। এখানে হেমন্ত ও বসন্তকালের বৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে। দেখুন দ্বি.বি. **১১:১৪**; যাকোব ৫:৭ পদের নোট দেখুন।

২:২৪ খামার। রূত **১:২২** পদের নোট দেখুন। *তেলের কুণ্ড।* হগয় ২:১৬ পদের নোট দেখুন।

২:২৫ দেখুন **১:৪** পদ ও নোট।

২:২৬ আশ্চর্য ব্যবহার। লোকেরা যখন মিসরে ছিল সেই সময় তিনি তাদের জন্য এই আশ্চর্য ব্যবহার বা অলৌকিক কাজ করেছেন (যাত্রা ৩:২০ পদ ও নোট; ৭:৩ পদ দেখুন) এবং এখন তিনি আবারও তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য আশ্চর্য কাজ করবেন।

২:২৭ ইস্রায়েল। সম্ভবত এখানে ঈশ্বরের সমস্ত লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে এবং এখানে উত্তরের রাজ্য ও দক্ষিণের রাজ্যের মধ্যে বিভক্তি না টেনে সকলকে একসাথে বোঝানো হয়েছে, যেমনটা দেখা যায় ৩:২, **১৬** পদে। *আমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু।* এই অংশটি সিনাই পর্বতের নিয়ম স্থাপন করার কথা নির্দেশ করে (দেখুন যাত্রা ২০:২ পদ ও নোট)। *অন্য কেউ নেই।* দেখুন দ্বি.বি. ৪:৩৫ পদ।

সদাপ্রভুর আত্মার অবতরণ

২৮ আর তারপর এরকম ঘটবে,
আমি সকল মানুষের উপরে আমার আত্মা সেচন করবো,
তাতে তোমাদের পুত্রকন্যাদের ভবিষ্যদ্বাণী বলবে
তোমাদের প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখবে,
তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে;
২৯ আর সেই সময়ে আমি দাস-দাসীদের উপরে
আমার আত্মা সেচন করবো।
৩০ আর আমি আকাশে ও পৃথিবীতে অদ্ভুত লক্ষণ দেখাব;
রক্ত, আগুন ও ধোঁয়ার স্তম্ভ দেখাব।
৩১ সদাপ্রভুর ঐ মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিনের আগমনের আগে
সূর্য অন্ধকার ও চন্দ্র রক্ত হয়ে যাবে।

যিশা ৪৪:৮; যোয়েল ৩:১৭; [২:২৭] যিশা ৪৫:১৭; ৫৪:৪; সফ ৩:১১; [২:২৮] দেখুন যিশা ১১:২; দেখুন ৪৪:৩; [২:২৮] দেখুন গণনা ১১:১৭; দেখুন মার্ক ১:৮; গালা ৩:১৪; [২:২৮] দেখুন ১ শমূ ১৯:২০; [২:২৮] যিরি ২৩:২৫; [২:২৯] ১করি ১২:১৩; গালা ৩:২৮; [২:২৯] দেখুন যিহি ৩৬:২৭; [২:৩০] লূক ২১:১১; [২:৩০] মার্ক ১৩:২৪-২৫; [২:৩১] দেখুন পদ ২; দেখুন যিশা ২২:৫; দেখুন যিরি ৪:২৩; দেখুন মথি ২৪:২৯; [২:৩১] দেখুন যোয়েল ১:১৫; ওব ১:১৫; মালা ৩:২; ৪:১, ৫;

২:২৮-৩২ পঞ্চাশত্তমীর দিনে প্রেরিত পিতর এই অংশটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন (প্রেরিত ২:১৬-২১), কিন্তু হিব্রু টেক্সট ও সেপ্টুয়াজিন্ট (খ্রীষ্ট-ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে প্রচলিত পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ) দুটো সংস্করণ থেকেই কিছুটা পার্থক্য সেখানে দেখা যায়।

২:২৮ তারপর। অর্থাৎ খ্রীষ্টের যুগে, যে উদ্ধারের কথা এই মাত্র বলা হল তারও অনেক পরে। *আমার আত্মা সেচন করবো।* দেখুন পদ ২৯; যিশা ৩২:১৫; ৪৪:৩; যিহি ৩৯:২৯ পদ ও নোট; সখ ১২:১০–১৩:১। *সকল মানুষ।* এখানে বয়স, লিঙ্গ বা পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকলের কথা বলা হয়েছে। এটি এমন এক সময় যখন মোশির আকাঙ্ক্ষা (গণনা ১১:২৯ পদ ও নোট দেখুন) পূরণ হবে (তুলনা করুন গালা ৩: ২৮)। প্রেরিত পিতর এই পদে এবং ৩২ পদে "সকল" কথাটিকে অযিহূদীদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন (দূরবর্তী সকলে, প্রেরিত ২:৩৯ পদ দেখুন; এর সাথে প্রেরিত ২:১৭ পদের নোট দেখুন), যাদেরকে চূড়ান্ত মুক্তি দানের সময় বাদ দেওয়া হবে না (তুলনা করুন রোমীয় ১১:১১-২৪)। *ভবিষ্যদ্বাণী বলবে ... স্বপ্ন দেখবে ... দর্শন পাবে।* দেখুন গণনা ১২:৬ পদ।

২:৩০-৩১ এই মহাজাগতিক ঘটনাসমূহের সাথে অনেক সময় সদাপ্রভুর দিনকে মেলানো হয়ে থাকে (দেখুন যিশা ১৩:৯-১০, ১৩; ৩৪:৪; মথি ২৪:২৯; প্রকা ৬:১২-১৩; ৮:৮-৯; ৯:১-১৯; ১৪:১৪-২০; ১৬:৪, ৮-৯)।

২:৩০ রক্ত, আগুন ও ধোঁয়ার স্তম্ভ। যা যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট হতে পারে; তবে আগুন ও ধোঁয়া সদাপ্রভু ঈশ্বরের উপস্থিতির চিহ্ন হিসেবেও প্রকাশ করা হতে পারে (আদি ১৫:১৭ পদ ও নোট দেখুন)।

২:৩১ অন্ধকার। দেখুন পদ ২ ও নোট। *রক্ত।* চাঁদের রং হবে রক্তের মত লাল। *সদাপ্রভুর ঐ মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিন।* দেখুন পদ ১১; ১:১৫ পদ ও নোট।

৩২ আর যে কেউ সদাপ্রভুর নামে ডাকবে, সেই রক্ষা পাবে;
কারণ সদাপ্রভুর বাক্য অনুসারে সিয়োন পর্বতে
ও যিরূশালেমে রক্ষাপ্রাপ্ত দল থাকবে
এবং পলাতক সকলের মধ্যে এমন লোক থাকবে,
যাদেরকে সদাপ্রভু ডাকবেন।

[২:৩২] দেখুন আদি ৪:২৬; দেখুন গীত ১০৫:১; [২:৩২] দেখুন গীত ১০৬:৮; প্রেরিত ২:১৭-২১; রোমীয় ১০:১৩; [২:৩২] দেখুন যিশা ৪৬:১৩; [২:৩২] ওব ১:১৭; [২:৩২] দেখুন যিশা ১:৯; ১১:১১; মীখা ৪:৭; ৭:১৮; দেখুন রোমীয় ৯:২৭; [২:৩২] প্রেরিত ২:৩৯ যোয়েল ৩;

২:৩২ যে কেউ সদাপ্রভুর নামে ডাকবে। অর্থাৎ যে কেউ সদাপ্রভুর উপাসনা করে ও তাঁর কাছে প্রার্থনা করে (দেখুন আদি ৪:২৬; ১২:৮; গীত ১১৬:৪ পদ)। *রক্ষা পাবে।* ঈশ্বরের বিচারের ক্রোধ থেকে রক্ষা পাবে (দেখুন মথি ২৪:১৩)। *সদাপ্রভুর বাক্য অনুসারে।* সম্ভবত ভাববাদী যোয়েল এখানে রাজা দায়ূদের সাথে সদাপ্রভুর কৃত নিয়মের কথা স্মরণ করছেন (দেখুন ২ শমূ ৭ অধ্যায়; গীত ১৩২:১১-১৮)। *রক্ষাপ্রাপ্ত দল।* দেখুন সখ ১৩:৮-৯ পদ ও নোট; ১৪:২ পদ

যোয়েল ২ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়–

১) যিহূদা দেশে পঙ্গপাল ও শুঁয়াপোকার আক্রমণে সৃষ্ট হবে, এমন আরও এক ভয়াবহ জনশূণ্যতার বিবরণ এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যোয়েল ২:১-১১)।
২) লোকেরা কঠিন বিচারের সন্মুখীন হতে চলছে বলে ঈশ্বর তাদেরকে খুবই আন্তরিকভাবে আহ্বান জানান যেন দেশে বিরাজমান দুর্ভোগকে এড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে তারা পরিবর্তিত হয়– উপবাস সহকারে প্রার্থনা করে ও ঈশ্বরের কাছে দয়া প্রার্থনা করে (যোয়েল ১:১২-১৭)।
৩) লোকদের মন পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা এই যে, তিনি তাদের ক্ষয়-ক্ষতিকে পুষিয়ে দেবেন এবং সব ভাল বিষয়গুলো তাদেরকে ফিরিয়ে দেবেন (যোয়েল ১:১৮ -২৭)।
৪) পরবর্তী সময়ে ঈশ্বরের আত্মা ঢেলে দেয়ার মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে মশীহের রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এখানে (যোয়েল ২:২৮- ৩২)।

সার-সংক্ষেপ:
সদাপ্রভুর দিন আসছে– উচুঁ পাহাড়ের উপরে ছড়িয়ে থাকা সকালের মেঘের মত অন্ধকার ও ঘোর অন্ধকারের একটি দিন এগিয়ে আসছে। জ্বালাময়ী ও ধ্বংসাত্মক একটি জাতি আসছে– তাদের সামনে রয়েছে এদোনের মত বাগান এবং পেছনে রয়েছে এক জনশূণ্য প্রান্তর। এই সৈন্যরা শৃঙ্খলাবদ্ধ– তাদের সামনে পৃথিবী কেঁপে উঠেছে। আর এই সৈন্যদলের সামনে

সদাপ্রভু তাঁর কণ্ঠস্বর শোনান। তিনি লোকদেরকে অনুতাপ সহকারে একত্র হওয়ার জন্য আদেশ দেন। কারণ ছেঁড়া জামার চেয়ে, ছেঁড়া অন্তর অনেক বেশি ভাল। সদাপ্রভু দয়াবান ও অনুগ্রহশীল এবং ক্রোধে ধীর। তিনি তাঁর দেশ নিয়ে আনন্দিত হবেন এবং তিনি তাঁর লোকদের প্রতি দয়া করবেন। তিনি উত্তরের সৈন্যদলকে অনুর্বর ও জনশূণ্য জায়গায় তাড়িয়ে দেবেন। আর তখন লোকেরা পর্যাপ্ত খাবার খেয়ে সন্তুষ্ট থাকবে। সদাপ্রভু তাঁর আত্মাকে সবার উপর ঢেলে দেবেন– অনেকে ভবিষ্যদ্বাণী বলবে ও দর্শন দেখবে। সদাপ্রভুর আসার আগে– আকাশ ও পৃথিবীতে রক্ত, আগুন ও ধোঁয়ার স্তম্ভ দেখা যাবে– সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে এবং চাঁদ রক্তাভ হয়ে উঠবে। আর যে কেউ সদাপ্রভুর নাম ধরে ডাকবে, সে রক্ষা পাবে। আর যিরূশালেমে ঈশ্বরের বেছে নেয়া অবশিষ্ট লোকেরা রক্ষা পাবে।

যোয়েল ২ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. সদাপ্রভুর দিন আসার বিষয়ে কি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল? (যোয়েল ২:১-১১)

২. চরম ধ্বংসের বিরুদ্ধে জাতির এক মাত্র প্রত্যাশা কি ছিল? (যোয়েল ২:১২-১৪)

৩. কেন লোকদেরকে সমবেত হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল? (যোয়েল ২:১২ -১৭)

৪. সত্যিকারভাবে অনুতপ্ত হওয়ার প্রতিদানে, ঈশ্বর কি করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন? (যোয়েল ২:১৮-২৭)

৫. ঈশ্বর ভবিষ্যতে কি প্রদান করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন? (যোয়েল ২:২৮-৩২)

৬. প্রেরিতের কোন অংশটিতে প্রেরিত পৌল ভাববাদী যোয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীকে উদ্ধৃত করেন? (যোয়েল ২:২৮-৩২; প্রেরিত ২:১৬-২১)

যোয়েল : ৩ অধ্যায়

৩ [১] কারণ দেখ, সেই কালে ও সেই সময়ে যখন আমি যিহূদা ও যিরূশালেমের
বন্দীদশা ফিরাব, [২] তখন সমস্ত জাতিকে সংগ্রহ করে যিহোশাফট উপত্যকায় নামাব
এবং সেখানে আমার লোক ও আমার অধিকার ইস্রায়েলের জন্য তাদের সঙ্গে বিচার করবো,
কেননা তারা তাদেরকে জাতিদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করেছে ও আমার দেশ ভাগ করে নিয়েছে।
[৩] আর তারা আমার লোকদের জন্য গুলিবাঁট করেছে এবং পতিতার বিনিময়ে পুত্র দিয়েছে ও
পান করার জন্য আঙ্গুর-রসের বিনিময়ে কন্যা বিক্রি করেছে।

[৪] আবার হে সোর, হে সীদোন, হে পলেষ্টীয়দের সমস্ত অঞ্চল, আমার কাছে তোমরা
কি? তোমরা কি প্রতিফল বলে আমার অপকার করবে? আমার অপকার করলে আমি
অবিলম্বে ও অতি শীঘ্র সেই অপকারের ফল তোমাদেরই মাথায় বর্তাব। [৫] কেননা তোমরা

[৩:১] দেখুন দ্বি:বি ৩০:৩; দেখুন যিরি ১৬:১৫; দেখুন যিহি ৩৮:৮; সফ ৩:২০; [৩:১] যিরি ৪০:৫; [৩:২] সফ ৩:৮; [৩:২] পদ ১২; দেখুন যিশা ২২:১; [৩:২] দেখুন যিশা ১৩:৯; দেখুন যিরি ২:৩৫; দেখুন যিহি ৩৬:৫; [৩:২] দেখুন আদি ১১:৪; দেখুন লেবীয় ২৬:৩৩; [৩:৩] দেখুন ইয়োব ৬:২৭; দেখুন যিহি ২৪:৬; [৩:৩] যোয়েল ১:৫; আমোষ ২:৬; [৩:৪] দেখুন আদি ১০:১৫; দেখুন মথি ১১:২১; [৩:৪] দেখুন গীত ৮৭:৪; যিশা ১৪:২৯-৩১; যিরি ৪৭:১-৭; [৩:৪] দেখুন লেবীয় ২৬:২৮; দেখুন যিশা ৩৪:৮; দেখুন যিহি ২৫:১৫-১৭; সখ ৯:৫-৭; [৩:৫] দেখুন ১ রাজা ১৫:১৮; দেখুন ২ বংশা ২১:১৬-১৭;

দেখুন।

৩:১ সেই কালে। ইস্রায়েলের দুর্দশার শেষ দিনগুলোতে (পদ ১৮ ও নোট দেখুন)। *বন্দীদশা ফিরাব।* কিংবা বলা যায় "তাদের আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনবো" (দেখুন পদ ৬-৭; এর সাথে যিরমিয় ২৯:১৪ পদ দেখুন)।

৩:২ যিহোশাফট উপত্যকা। দেখুন পদ ১২, যা যিরূশালেমের নিকটবর্তী একটি উপত্যকার প্রতীকী নাম। এটি এখানে যিরূশালেমের বিপক্ষে থাকা জাতিগণের প্রতি ঈশ্বরের চূড়ান্ত বিচারের স্থান হিসেবে দেখানো হয়েছে (তুলনা করুন সখ ৬:১ পদ ও নোট)। এখানে রাজা যিহোশাফট জাতিগণের উপরে সদাপ্রভু ঈশ্বরের ঐতিহাসিক বিজয় অবলোকন করেছিলেন (২ বংশা ২০:১-৩০ পদ দেখুন)। *আমার অধিকার।* ২:১৭ পদ ও নোট দেখুন। তিনটি পদে মোট আটবার (পদ ২-৩, ৫) ঈশ্বর "আমার" কথাটি ব্যবহার করেছেন, যার মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলের সাথে তাঁর নিয়মের সম্পর্কের উপরে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। *ইস্রায়েল।* ২:২৭ পদের নোট দেখুন।

৩:৩ আমার লোকদের জন্য গুলিবাঁট করেছে। যিহূদার লোকদের বন্দীদশার সময়ে এমনটাই ঘটেছিল (৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এবং ওবদিয় ১১ পদে এর উল্লেখ করা হয়েছে। ইস্রায়েলের লোকদেরকে তাদের শত্রুরা নেহায়েত পণ্য হিসেবে বিবেচনা করতো, যাদেরকে পতিতা ও মদের জন্য বিক্রি করে দেওয়া যেত।

৩:৪-৮ একটি বিশেষ অংশ। ১-৩, ৯-১৬ পদে ঈশ্বর ইস্রায়েলের শত্রু জাতিগুলোর বিপক্ষে বিচার ঘোষণা করেছেন, কিন্তু এখানে তিনি সরাসরি জাতিগণের প্রতি কথা বলছেন।

৩:৪ আমার কাছে। অর্থাৎ সদাপ্রভুর কাছে। *সোর ... সীদোন ... পলেষ্টীয়দের সমস্ত অঞ্চল।* সোর এবং পলেষ্টিয়া ইস্রায়েলীয়দের ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করতো (আমোষ ১:৬, ৯ পদ ও নোট দেখুন) এবং পলেষ্টিয়া অনেক সময় ইস্রায়েলদের জনবসতি লুটপাট করে নিয়ে যেত (দেখুন বিচার ১৩:১; ১ শমূ ৫:১; ২ বংশা ২১:১৬-১৭; যিহি ২৫:১৫-১৯ এবং ২৫:১৫ পদের নোট দেখুন)। ঈশ্বরের দেওয়া শাস্তি হিসেবে ৩৪৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তৃতীয় অর্তখস্ত সীদোন আক্রমণ করেন এবং এখান থেকে প্রচুর লোক বন্দী করে নিয়ে যান। অপরদিকে ৩৩২

আমার রূপা ও আমার সোনা হরণ করেছ এবং আমার উৎকৃষ্ট রত্নগুলো নিজ নিজ মন্দিরে নিয়ে গিয়েছ; [৬] আর যিহূদার লোকেরা ও যিরূশালেম-সন্তানদেরকে তাদের সীমা থেকে দূর করার জন্য গ্রীক-সন্তানদের কাছে বিক্রি করেছ। [৭] দেখ, তোমরা যে স্থানে পাঠাবার জন্য তাদেরকে বিক্রি করেছ, সেখান থেকে আমি তাদেরকে জাগিয়ে উঠিয়ে আনবো এবং তোমাদের অপকারের ফল তোমাদেরই মাথায় বর্তাব। [৮] আর তোমাদের পুত্র-কন্যাদেরও যিহূদার সন্তানদের হাতে বিক্রি করবো, তারা তাদের দূরস্থ শিবায়ীয় জাতির কাছে বিক্রি করবে, কেননা এই কথা সদাপ্রভু বলেছেন।

যিহোশাফট-উপত্যকায় ঈশ্বরের বিচার

[৯] তোমরা জাতিদের মধ্যে এই কথা প্রচার কর, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও, বীরদেরকে জাগিয়ে তোল, যোদ্ধারা নিকটবর্তী হোক, উঠে আসুক। [১০] তোমরা নিজ নিজ লাঙ্গলের ফাল ভেঙ্গে খড়্গ গড়, নিজ নিজ কাস্তা ভেঙ্গে বর্শা প্রস্তুত কর; দুর্বল বলুক, আমি বীর। [১১] হে চারদিকের জাতিরা, তোমরা সকলে ত্বরা কর, এসো, একত্রিত হও; হে সদাপ্রভু, তুমিও সেখানে তোমার বীরদেরকে নামিয়ে দাও।

[৩:৬] যিহি ২৭:১৩; সখ ৯:১৩; [৩:৭] দেখুন যিশা ৪৩:৫-৬; যিরি ২৩:৮; [৩:৭] দেখুন যিশা ৬৬:৬; [৩:৮] যিশা ৬০:১৪; [৩:৮] যিশা ১৪:২; [৩:৮] দেখুন আদি ১০:৭; দেখুন ২ বংশা ৯:১; [৩:৮] দেখুন যিশা ২৩:১; দেখুন যিরি ৩০:১৬; [৩:৯] দেখুন যিশা ৮:৯; [৩:৯] যিরি ৪৬:৪; [৩:১০] যিশা ২:৪; [৩:১০] দেখুন গণনা ২৫:৭; [৩:১০] সখ ১২:৮; [৩:১০] দেখুন যিহো ১:৬; [৩:১১] যিহি ৩৮:১৫-১৬; সফ ৩:৮; [৩:১১] দেখুন যিশা ১৩:৩;

খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার দি গ্রেট এর নেতৃত্বে গ্রীকরা সোর আক্রমণ করে। *সেই অপকারের ফল তোমাদেরই মাথায় বর্তাব।* দেখুন পদ ৭; হিতোপদেশ ২৬:২৭ ও নোট।

৩:৬ গ্রীকরা ফৈণীকীয়দের সাথে ৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দেও বাণিজ্য করতো বলে জানা যায়।

৩:৮ শিবায়ীয়। কিংবা সাবায়ীয়; ইয়োব ১:১৫ পদ ও নোট দেখুন; সাবা দেশের লোকেরা, যাদের রাণী রাজা শলোমনের সাথে দেখা করতে এসেছিল (দেখুন ১ রাজা ১০:১-১৩ পদ এবং ১০:১ পদের নোট দেখুন)। *দূরস্থ।* এর অবস্থান ছিল আরবীয় পেনিনসুলার দক্ষিণ অংশে, যা বর্তমানে ইয়েমেন নামে পরিচিত।

৩:৯-২১ ভাববাদী যোয়েল ৯-১১ পদে কথা বলেছেন; ১২-১৩ পদে স্বয়ং ঈশ্বর কথা বলেছেন; ১৪-১৬ পদে যোয়েল কথা বলেছেন; এবং ১৭-২১ পদে আবার ঈশ্বর কথা বলেছেন। যখন ভাববাদী যোয়েল কথা বলেছেন, সেই সময় তিনি ঈশ্বরের কর্তৃত্ব অনুপ্রাণিত হয়ে লোকদের প্রতি তাঁর মুখস্বরূপ কথা বলেছেন, যিনি তাঁকে একজন ভাববাদী হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন।

৩:৯-১১ ভাববাদী যোয়েল এই আদেশ দিয়েছেন যে, জাতিগণকে যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলা হয়, কারণ সদাপ্রভু ঈশ্বর অবশ্যই তাঁর বাহিনী নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবেন এবং তিনি তাদের বিচার করবেন (তুলনা করুন যিহি ৩৮-৩৯; প্রকা ১৯ অধ্যায়)।

৩:১০ এই পদের প্রথম অংশটি যিশা ২:৪ পদের (উক্ত পদের নোট দেখুন) এবং মীখা ৪:৩ পদের বিপরীত, যেখানে ঈশ্বরের রাজ্যের শান্তিপূর্ণ অবস্থা প্রদর্শন করা হয়েছে। এখানে ঈশ্বরের শত্রুদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে যেন তারা তাঁর মুখোমুখি হয়। *লাঙ্গলের ফাল।* যিশা ২:৪ পদের নোট দেখুন।

৩:১১ একত্রিত হও। বিচারের জন্য যিহোশাফটের উপত্যকায় একত্রিত হতে বলা

[১২] জাতিরা জেগে উঠুক, যিহোশাফট-উপত্যকায় আসুক, কেননা সেই স্থানে আমি চারদিকের সমস্ত জাতির বিচার করতে বসবো। [১৩] তোমরা কাস্তে লাগাও, কেননা শস্য পেকেছে; এসো, আঙ্গুর ফল দলন কর, কেননা কুণ্ড পূর্ণ হয়েছে, রসের আধারগুলো উথলে উঠছে; কেননা তাদের দুষ্টতা বিষম।

[১৪] দণ্ডাজ্ঞার উপত্যকায় অনেক লোকের ভিড়, অনেক লোকের ভিড়! কেননা দণ্ডাজ্ঞার উপত্যকায় সদাপ্রভুর দিন সন্নিকট। [১৫] সূর্য ও চন্দ্র অন্ধকার হচ্ছে, নক্ষত্রগুলো নিজ নিজ তেজ গুটিয়ে নিচ্ছে। [১৬] আর সদাপ্রভু সিয়োন থেকে গর্জন করবেন, যিরূশালেম থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনাবেন; এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী কেঁপে উঠবে; কিন্তু সদাপ্রভু তাঁর লোকদের আশ্রয় ও ইস্রায়েল-সন্তানদের দুর্গস্বরূপ হবেন। [১৭] তাতে তোমরা জানবে যে, আমি

[৩:১২] দেখুন পদ ২; [৩:১২] দেখুন গীত ৮২:১; দেখুন যিশা ২:৪; [৩:১৩] মার্ক ৪:২৯; [৩:১৩] দেখুন যিশা ১৭:৫; দেখুন হোশেয় ৬:১১; মথি ১৩:৩৯; প্রকা ১৪:১৫-১৯; [৩:১৩] দেখুন যিরি ২৫:৩০; [৩:১৩] দেখুন বিচার ৬:১১; দেখুন প্রকা ১৪:২০; [৩:১৪] যিশা ১৩:৪; [৩:১৪] দেখুন যিশা ২২:১; [৩:১৪] যিশা ৩৪:২-৮; দেখুন যোয়েল ১:১৫; দেখুন সফ ১:৭; [৩:১৪] দেখুন যিশা ২:৪; দেখুন যিহি ৩৬:৫; [৩:১৫] দেখুন ইয়োব ৯:৭; দেখুন যিহি ৩২:৭; [৩:১৬] দেখুন যিশা ৪২:১৩; [৩:১৬] আমোষ ১:২; [৩:১৬] দেখুন বিচার ৫:৪; দেখুন যিশা ১৪:১৬; দেখুন যিহি ৩৮:১৯; [৩:১৬] দেখুন গীত ৪৬:১; দেখুন যিশা ২৫:৪; সখ ১২:৮; [৩:১৬] দেখুন ২ শমূ ২২:৩; যিরি ১৬:১৯; সখ ৯:১২; [৩:১৭] দেখুন যাত্রা ৬:৭।

হয়েছে (দেখুন পদ ২, ১২, ১৪ এবং এর সাথে ২, ১৪ পদের নোট দেখুন)।

৩:১৩ যিহূদার বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর বিশাল পঙ্গপাল বাহিনীর কারণে (২:৩-১১ পদ দেখুন এবং ২:১১ পদের নোট দেখুন) সে সময় কোন ফসল পাওয়া যায় নি (২:৩)। কিন্তু সেই ফসল লোকেরা পরবর্তী সময়ে ফিরে পেয়েছিল (পদ ২:১৯, ২২, ২৪, ২৬)। সদাপ্রভুর সেই বিশেষ দিনে চূড়ান্ত ফসল উত্তোলন করা হবে, যখন ঈশ্বর জাতিগণের উপরে তাঁর বিচারও চূড়ান্তভাবে সাধন করবেন। প্রকাশিত ১৪:১৪-২০ পদে এই বিচারের চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে (প্রকা ১৪:১৫, ১৮-২০ পদের নোট দেখুন)। *রসের আধারগুলো।* ২:২৪ পদ ও নোট দেখুন।

৩:১৪ দণ্ডাজ্ঞার উপত্যকা। ২, ১২ পদে উল্লেখিত যিহোশাফট (বিচারের) উপত্যকা। "যিহোশাফট" ঈশ্বরকে দেখিয়েছেন একজন বিচারক হিসেবে (২ পদের নোট দেখুন)। এখানে "দণ্ডাজ্ঞা" (ভিন্ন একটি হিব্রু শব্দ) স্বর্গীয় বিচারকের সিদ্ধান্ত বা বিচারের রায় বোঝানো হয়েছে। উপত্যকাটিকে এখন এমন একটি স্থান হিসেবে দেখানো হয়েছে যেখানে এই সমস্ত বিচারের রায় সম্পন্ন করা হবে। *সদাপ্রভুর দিন।* পদ ১:১৫ ও নোট দেখুন।

৩:১৫ দেখুন পদ ২:১০ ও নোট।

৩:১৬ গর্জন করবেন। সিংহের মত গর্জন করে সদাপ্রভু ঈশ্বর জাতিদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। প্রথম দুটি পঙক্তি আমোষ ১:২ পদের ব্যবহৃত হয়েছে (উক্ত পদের নোট দেখুন; এর সাথে যিরমিয় ২৫:৩০ পদ দেখুন)। *সিয়োন থেকে।* আমোষ ১:২ পদের নোট দেখুন। *তাঁর কণ্ঠস্বর।* বজ্রপাত অর্থে বোঝানো হয়েছে। ঈশ্বর যখন তাঁর সেনাবাহিনীর সামনে এসে দাঁড়ালেন তখন তা যেন যিরূশালেমের জন্য বজ্রাঘাতের মতই দেখা দিল (২:১১), সে কারণে যখন তিনি যিরূশালেমের শত্রুদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন তখন তিনি তাঁর অধিকার আবার ফিরিয়ে নেবেন (দেখুন পদ ১৭; আমোষ ১:২)। *আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী কেঁপে উঠবে।* ২:১০ পদ ও নোট দেখুন। *ইস্রায়েল।* ২:২৭ পদ ও নোট দেখুন।

৩:১৭-২১ ঈশ্বর তাঁর লোকদের দুই ভাবে আশীর্বাদ করবেন: নেতিবাচকভাবে, তাদের

তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, আমি আমার পবিত্র সিয়োন পর্বতে বাস করি; তখন যিরূশালেম পবিত্র হবে; বিদেশীরা আর তার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করবে না।

ভবিষ্যতে যিহূদার মহিমা

[১৮] সেদিন পর্বতমালা থেকে মিষ্ট আঙ্গুর-রস ক্ষরণ হবে, উপপর্বতগুলো থেকে দুধের স্রোত বইবে এবং যিহূদার সমস্ত প্রণালীতে জল বইবে, আর সদাপ্রভুর গৃহ থেকে একটি ঝর্ণা বের হবে, তা শিটীমের স্রোতোমার্গকে জল দেবে। [১৯] মিসর ধ্বংসস্থান হবে, ইদোম ধ্বংসিত মরুভূমি হবে, এর কারণ যিহূদা লোকদের প্রতি কৃত দৌরাত্ম্য, কেননা তারা নিজ নিজ দেশে নির্দোষের রক্তপাত করেছে। [২০] কিন্তু যিহূদা চিরকাল ও যিরূশালেম পুরুষানুক্রমে বসতি পূর্ণ

; [৩:১৭] দেখুন যোয়েল ২:২৭; [৩:১৭] দেখুন গীত ৭৪:২; দেখুন যিশা ৪:৩; [৩:১৭] গীত ২:৬; দেখুন যিশা ২:২; দেখুন যিহি ১৭:২২; [৩:১৭] দেখুন যিরি ৩১:৪০; [৩:১৭] দেখুন যিশা ৫২:১; দেখুন যিহি ৪৪:৯; সখ ৯:৮; [৩:১৮] দেখুন যোয়েল ২:২৪; [৩:১৮] যাত্রা ৩:৮; দেখুন শলো ৫:১; [৩:১৮] দেখুন যিশা ৩০:২৫; ৩৫:৬; দেখুন ৪৪:৩; [৩:১৮] প্রকা ২২:১-২; [৩:১৮] দেখুন গণনা ২৫:১; দেখুন যিশা ২৫:৬; দেখুন যিরি ৩১:১২; দেখুন যিহি ৪৭:১; আমোষ ৯:১৩; [৩:১৯] দেখুন যিশা ১৯:১; [৩:১৯] দেখুন যিশা ১১:১৪; দেখুন ৩৪:১১; [৩:১৯] দেখুন যিরি ৫১:৩৫; ওব ১:১০; [৩:২০] দেখুন ইষ্রা ৯:১২; আমোষ ৯:১৫;

শত্রুদেরকে ধ্বংস করার মাধ্যমে; এবং ইতিবাচকভাবে, তাদেরকে উপযোগী ও মঙ্গলজনক বিষয় দানের মধ্য দিয়ে।

৩:১৭ পবিত্র সিয়োন পর্বতে বাস করি। সদাপ্রভু ঈশ্বর স্বয়ং তাদের মধ্যে বসবাস করবেন (পদ ২১ দেখুন)। ২:২৭; গীত ৪৬:৪ পদে এই একই চিত্র পরিলক্ষিত হয় (তুলনা করুন প্রকাশিত ২১:৩ পদ)। এখন যে নগরীটি অশুচি ও শত্রু দ্বারা আক্রান্ত অবস্থায় রয়েছে, তা এক সময় অত্যন্ত সুশ্রী, আশীর্বাদে পূর্ণ ও শূচি হয়ে উঠবে, কারণ সে সময় তা হবে সদাপ্রভু ঈশ্বরের বাসস্থান (পদ ২১ ও নোট দেখুন; প্রকাশিত ২১ অধ্যায় দেখুন)। তখন যিরূশালেম নগরী হচ্ছে পবিত্র ও অভেদ্য (সখ ১৪:২১ পদ ও নোট দেখুন)। *সিয়োন।* ২:১ পদ ও নোট দেখুন।

৩:১৮ সেদিন। ১ পদে বলা হয়েছে "সেই কালে"। এই পদে এদোন উদ্যানের সমৃদ্ধ ও সুখী অবস্থার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, যা ১:১০ পদের দুর্ভিক্ষের সম্পূর্ণ বিপরীত (আমোষ ৯:১৩)। *পর্বতমালা ... উপপর্বত।* গীত ১০৪:১৩-১৫; হগয় ১:১১ পদ ও নোট দেখুন। *সদাপ্রভুর গৃহ থেকে একটি ঝর্ণা বের হবে।* সদাপ্রভুর উপস্থিতি থেকে এই ঝর্ণা বের হয়ে আসার কারণে তা লোকদেরকে সজীব করে তুলবে এবং তাদের দেশকে করে তুলবে সুজলা সুফলা (দেখুন গীত ৩৬:৮; ৪৬:৪ পদ ও নোট; ৮৭:৭; যিহি ৪৭:১-১২; প্রকা ২২:১-২)। *শিটীমের স্রোতোমার্গ।* যাত্রা ২৫:৫ পদ ও নোট দেখুন। যেহেতু এক্যাশিয়া সাধারণত শুকনো ভূমিতে জন্মে থাকে, সে কারণে এখানে জল বিধৌত মরুভূমির চিত্র কল্পনা করা হয়েছে।

৩:১৯ মিসর ... ইদোম। ইস্রায়েলের পুরাতন শত্রু হিসেবে এই দুটি রাষ্ট্র এখানে ঈশ্বরের লোকদের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন সমস্ত জাতির প্রতিনিধিত্ব করছে (যিহি ৩৫:১-১৫; সখ ১০:১০ পদের নোট দেখুন)। *ধ্বংসস্থান ... ধ্বংসিত মরুভূমি।* এখানে চিরস্থায়ী সঞ্জীবনী আশীর্বাদ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে তা বোঝানো হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের লোক এবং ঈশ্বরের রাজ্যের বিরোধীদের নিয়তির মধ্যকার পার্থক্য প্রকাশ করা হয়েছে। এই ধ্বংসের চিত্র যিহূদার পূর্বেকার অবস্থাও প্রকাশ করে (২:৩)।

৩:২০ চিরকাল ... বসতি পূর্ণ থাকবে। যখন

থাকবে। [২১] আর আমি তাদের যে রক্ত নির্দোষ প্রতিপন্ন করি নি তা নির্দোষ প্রতিপন্ন করবো; কারণ সদাপ্রভু সিয়োনে বাস করেন।

[৩:২১] দেখুন যিশা ১:১৫; [৩:২১] দেখুন যিহি ৩৬:২৫; [৩:২১] দেখুন গীত ৭৪:২; যিশা ৫৯:২০; দেখুন যিহি ৪৮:৩৫; সখ ৮:৩।

ঈশ্বরের বিচার ও তাঁর প্রতিশোধ সম্পন্ন হবে, তখন তাঁর রাজ্য চিরস্থায়ী হবে এবং তা প্রতিনিয়ত আরও বেশি সমৃদ্ধ হতে থাকবে।

৩:২১ বিচারের কথা ঘোষণাকারী এই পুস্তকটি শেষ হয়েছে এক উৎসাহব্যঞ্জক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে: "সদাপ্রভু সিয়োনে বাস করেন," আর এ কারণে যারা ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস করে এবং তাঁর সাথে বাস করে তারা সকলেই সঠিক পথে রয়েছে। ভাববাদী যিহিস্কেলের পুস্তকের শেষেও প্রায় একই ধরনের বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যায়

যোয়েল ৩ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়–

১) ঈশ্বরের লোকদেরকে তাদের শত্রুরা যেসব ক্ষতি ও অপমান করেছিল তিনি সেগুলো নিয়ে তাদের সাথে বোঝাপড়া করছেন এবং তাদের ক্ষতির প্রতিফল তাদেরই মাথার উপর ফেরৎ দিচ্ছেন (যোয়েল ৩:১-৮)।
২) সব জাতির অন্যায়ের মাত্রা পূর্ণ হওয়ার কারণে ঈশ্বর তাদের বিচার করছেন, যা প্রকাশ্যে উপস্থিত সব অননুতপ্ত পাপীপের কাছে চিরস্থায়ী বিভ্রান্তিমূলক একটি বিষয় এবং অন্য দিকে, তাঁর বিশ্বস্ত সেবকদের জন্য চিরস্থায়ী এক সান্ত্বনা (যোয়েল ৩:৯-১৭)।
৩) ঈশ্বর তাঁর লোকদের সজীবতা, নিরাপত্তা ও শুচিতার জন্য সব ধরণের ব্যবস্থা করছেন বলে তাদের শত্রুরা জনশূণ্য হয়ে পড়বে (যোয়েল ৩:১৮-২১)।

সার-সংক্ষেপ:
যেসব জাতিরা সদাপ্রভুর লোকদেরকে বিচ্ছিন্ন করেছিল এবং তাদেরকে পাওয়ার জন্য গুঁলিবাট করেছিল, তারা যিহোশাফটের উপত্যকায় সমবেত হলে পর, তাদের বিচার করা হবে (প্রকৃতপক্ষে, এই ধরণের কোন জায়গা নেই, তবে 'যিহোশাফট' বলতে বোঝানো হয়েছে 'ঈশ্বর বিচার করেন'। ঈশ্বর সব জাতিগুলোকে সতর্ক করে বলেন যে, তিনি তাদের (সোর, সীদোন ও পলেষ্টীয়া) বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবেন, যারা তাঁর লোকদের সাথে অন্যায় ব্যবহার করেছে এবং তাঁর সোনা ও রূপা লুট করেছে। নাঙ্গলের ফলা পিটিয়ে তরাবারি ও কাস্তে দিয়ে বর্শা তৈরি করে জাতিগুলোকে অবশ্যই যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে হবে (যিশাইয় ২ অধ্যায়ে উল্লেখিত উপমার বিপরীত দিক)। আংগুর মাড়াইয়ের জায়গা পূর্ণ হয়েছে, পাত্র থেকে আংগুর-রস উপচে পড়ছে কারণ তাদের দুষ্টতা অনেক। শাস্তির উপত্যকায় সদাপ্রভুর দিন এসে গিয়েছে। সূর্য ও চাঁদ কাল হয়ে যাবে– নিজের লোকদেরকে রক্ষা করে, সদাপ্রভু গর্জন করবেন। 'আমিই সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর, আমার পবিত্র পর্বত সিয়োনে বাস করি।'

মিসর ও ইদোম জনশূণ্য হবে, কিন্তু যিহূদা উর্বর ও সমৃদ্ধ হবে এবং যেখানে আংগুর-রস, দুধ ও জলের ধারা বইবে। আর যিহূদা চিরকাল তাঁর বাধ্য থাকবে এবং তাকে ঐ সব রক্তপাতের অপরাধ থেকে অব্যহতি দেয়া হবে কারণ সদাপ্রভু সিনয় পর্বতে বসবাস করেন।

যোয়েল ৩ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. কিভাবে ঈশ্বর জাতিগুলোর বিচার করবেন বলেছিলেন? (যোয়েল ৩:১-১৬)

২. ইস্রায়েল কিভাবে ঈশ্বরের অবিশ্বাস্য ক্ষমতার প্রতিক্রিয়া করেছিল? (যোয়েল ৩:১৭)

৩. চূড়ান্তভাবে ইস্রায়েলের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে কিভাবে চিহ্নিত করা হবে? (যোয়েল ৩:১৮-২১)।

অধ্যয়নের গভীরতায়

আমোষ ভাববাদীর পুস্তক

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

পুস্তকটির প্রথম পদে আমোষের কাজ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, "তিনি তকোয়স্থ ভেড়ার পালকদের একজন ছিলেন।" ৭:১৪-১৫ পদে আমোষ তাঁর নিজের সম্পর্কে যা বলেছেন, যদি এই অংশটি বাদ দেওয়া হয় তাহলে তাঁর সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় না। তিনি এখানে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি ভাববাদী ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন "ভেড়ার রাখাল এবং ডুমুর ফল সংগ্রাহক," যাকে ঈশ্বর উত্তর রাজ্যের লোকদের কাছে তাঁর বাক্য প্রচার করার জন্য বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করেন।

সময়কাল

পুস্তকটির প্রথম পদে আমোষ যে সময়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেই সময়ের কথাও এতে উল্লেখ রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে "যিহূদার রাজা ঊষিয় এবং . . . ইস্রায়েলের রাজা . . . ২য় যারবিয়াম" রাজত্ব কালে আমোষ ভবিষ্যদ্বাণী বলেছেন। দীর্ঘ সময় ধরে উভয় রাজা রাজত্ব করেন। এই দীর্ঘ সময় কাঠামোর মধ্যে আমোষের পুস্তকখানি লেখা হতে পারে। ২য় যারবিয়াম ৭৯৩ খ্রী.পূ. ইস্রায়েলের উপর রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন এবং ঊষিয় ৭৩৯ খ্রী.পূ. মারা যান। অনেক পণ্ডিত মনে করেন এই সময় কাল ছিল ৭৬০ খ্রী.পূ. মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে। কিন্তু এটি আগে না পরে তা বলার মত চূড়ান্ত প্রমাণ নেই। ৭:১৭ পদে অবস্থার বিচারে সামান্য একটি প্রমাণ পাওয়া যায়, এখানে আমোষ সম্ভবত এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, অমৎসিয়কে নির্বাসনে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানে তিনি মারা যাবেন (যদি উত্তর রাজ্যে গণনা ৪:৩ পদ কার্যকর থাকে) পুরোহিত হিসেবে কাজ করার জন্য অমৎসিয়ের বয়স কমপক্ষে ৩০ বছর ছিল এবং ৭২২ খ্রী.পূ. উত্তর রাজ্যের নির্বাসনের ঘটনা ঘটেছিল।

বিষয়বস্তু

আমোষ পুস্তকের বিষয়বস্তু হল, ঈশ্বরের সার্বজনীন বিচার। ইস্রায়েল জাতি স্পষ্টভাবে এই প্রত্যাশা করেছিল যে, যখন তাদের সমস্ত শত্রুদের উপর শাস্তি নেমে আসবে তখন সদাপ্রভুর রাজ্য স্থাপিত হবে (১:১–২:৫)। তারা যে বিষয়ের জন্য প্রস্তুত ছিল না তা হল, সেই দিনের বিচার তাদের উপরেও একই ভাবে নেমে আসবে (২:৬–৯: ১০)। ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপভোগ করার অবস্থা থেকে অনেক দূরে থাকার জন্য তারা তাদের প্রতিবেশীর চেয়ে অনেক বেশি দায়ী থাকবে।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য এবং পটভূমি

খ্রী.পূ. ৭৮০-৭৪৫ সাল থেকে আসিরিয় সাম্রাজ্য পূর্ববর্তী শতাব্দীতে কনানীয় উপকূলের জাতিদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল তা আর অব্যাহত রাখতে পারে

নি। এই একই সময় যিহূদা এবং ইস্রায়েল সুন্দরভাবে সুদৃঢ় রাজ্য শাসন করার জন্য আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিল। এই দুটি বিষয়ের কারণে এই দুই জাতি শলোমন রাজার রাজত্বের সময়ের সম্পদ এবং অনুপম সৌভাগ্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। এটি উত্তর রাজ্য ইস্রায়েলের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। যিহূদা জনসাধারণ থেকে মুক্ত হয়ে আরও বেশি পৃথক থাকার জন্য এবং ইস্রায়েল যেভাবে করেছিল তার চেয়ে কম চাষযোগ্য ভূমির অধিকারী হওয়ার দিকে মনোযোগ দিয়েছিল। এই ভাবে যখন সম্পদ সংগ্রহ করার এবং সৌভাগ্য অর্জনের সুযোগ তাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিল, তখন ইস্রায়েল সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থানে চলে যায়।

ইতিহাসের সর্বত্র এই সত্যটি পরিলক্ষিত হয়েছে যে, ইস্রায়েলীয়রা এই সম্পদ এবং সৌভাগ্যকে ঈশ্বরের আশীর্বাদের সুস্পষ্ট চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এই ভাবে তারা দৃঢ় উপায়ে এই বিশ্বাসকে ধরে রেখেছিল যে, "সদাপ্রভুর দিন" শীঘ্রই প্রকাশ পাবে, যে দিনে ঈশ্বর তাদের শত্রুদের দমন করে তাদের পায়ের নিচে আনবেন এবং তাদেরকে সমস্ত পৃথিবীর শাসক জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের বর্তমান সম্পদ এবং ক্ষমতা ঈশ্বরের আশীর্বাদের প্রমাণস্বরূপ ছিল না। আমোষ এভাবে সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের যে চুক্তি ছিল তা গুরুতর ভাবে লঙ্ঘন করার কারণে তারা প্রকৃতপক্ষে অ-ভশাপের অধীনে রয়েছে। তাদের যে প্রচুর ধন-সম্পদ রয়েছে তা তারা গরীবদের কাছ থেকে জোর করে দখল করেছে, যারা ধনবান এবং ক্ষমতাবান তারা ক্রমাগতভাবে অত্যাচার নিপীড়ন করে যাচ্ছিল। জাদুবিদ্যা দিয়ে ঈশ্বরের উপাসনার চেয়ে তাদের ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা করার উদ্যোগ ছিল খুব কম, প্রতিবেশী অযিহূদীদের ধর্মের সঙ্গে তাদের অনেক বেশি মিল ছিল। বৈথেলে আমোষের বার্তা প্রচার করার বিষয়টি আকস্মিক কোন ঘটনা ছিল না, যেখানে ৯৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে উত্তর রাজ্যে যারবিয়াম নামক এক ব্যক্তি (প্রথম যারবিয়াম) ইস্রায়েল জাতির উপাসনার জন্য সর্ব প্রথম "স্বর্ণের বাছুর" স্থাপন করেছিল।

এই ভাবে ইস্রায়েল জাতি নতুন "স্বর্ণ যুগ" হিসেবে যা দেখেছিল প্রকৃতপক্ষে তা ছিল চরম ভুলের সর্বশেষ আবেগ। তাদের এই নির্বোধের মত প্রত্যাশার ভ্রান্তি দূর করার জন্য তাদের কাছে প্রচার করার কাজটি আমোষের কাছে দুঃখজনক বলে মনে হয়েছিল। ইস্রায়েল যে কেবল পৃথিবীর শাসক হতে যাচ্ছিল তাই নয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কয়েক বছরের মধ্যে ইস্রায়েলের যে একটি জাতি হিসেবে কোন অস্তিত্ব থাকবে না তাই শুধু নয়, সেই সাথে তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের অনুপযুক্ত লোক হিসেবে জীবন ধারণ করবে (৯:১১-১৫)। "সদাপ্রভুর দিন", আলোর দিন থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে অন্ধকারের দিনে রূপান্তরিত হয়েছিল। আমোষ যে পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন তাতে তিনি সম্পূর্ণ সঠিক ছিলেন। যদিও কোন মানুষ এই বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বর জানতেন যে আসিরিয়া এখনও চরমভাবে নিভে যাওয়ার অবস্থায় প্রবেশ করে নি, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই শেষ শতাব্দীতে এর প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে এটি ছিল কেবল মাত্র "এর শ্বাস গ্রহণ করা"। ৭৪৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ৩য় তিগ্লৎ পিলেষর আসিরিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং

২০ বছরের অধিক কাল পরে ৭২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে উত্তর-রাজ্য হিসাবে ইস্রায়েলের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে।

পুস্তকটির কাঠামো

আমোষ পুস্তকের প্রথম ছয়টি অধ্যায় বিচারের দৈববাণী নিয়ে রচিত– ইস্রায়েলের লোকদের কাছে আমোষের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা দৈববাণীর মৌখিক বার্তা। এই অধ্যায়গুলোর মধ্যে দুটি অংশ রয়েছে বলে মনে হয়। প্রথমটি পাওয়া যায় ১:২–২:১৬ পদে। এই কাব্যিক উক্তিগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে এই ভাবে: সদাপ্রভু এই কথা বলেন (১:৩, ৬, ৯, ১১, ১৩; ২:১, ৪, ৬)। শেষেরটি ছাড়া (২:৬-১৬) এর সবই বিশ্বাস এবং ইস্রায়েলের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশেষ করে অরাম (সিরিয়া) (১:৩-৫) থেকে যিহূদা (২:৪-৫)। এদের প্রত্যেকেই (যিহূদা সম্পর্কে একটি ব্যতিক্রম উল্লেখ সহ) নিষ্ঠুরতা এবং অত্যাচারের সঙ্গে সম্পৃক্ত– মৌলিক পাপসমূহ মানবতার বিরুদ্ধে। যিহূদা যে নীতিকে শক্তভাবে ধরে রেখেছিল তা হল: সদাপ্রভুর আইন-কানুন অগ্রাহ্য করা (২:৪-৫)।

কেউ এটা মনে করতে পারেন যে (২:৫), এই বিষয়ের ভিত্তিতে আমোষের ইস্রায়েলীয় শ্রোতারা খুব সন্তুষ্ট হবেন। প্রকৃতপক্ষে তারা যা বিশ্বাস করে তিনি তা জোরালো ভাবে উপস্থাপন করেছেন: ঈশ্বর এই সব ঈশ্বর বিহীন প্রতিবেশীদের বিচার করতে যাচ্ছেন (আত্মধার্মিক যিহূদাও এর আওতায় রয়েছে)। এখানে বিশ্বাস করার জোরালো কারণ রয়েছে যে, তিনি নিরপেক্ষ বিচার কাজের জন্য ইস্রায়েলকে ব্যবহার করেছেন। কেবল শেষ বিষয়টি ছাড়া অনেক বিস্তৃত প্রারম্ভিক দৈববাণী ইস্রায়েলকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, যা প্রচণ্ড আঘাত হিসেবে নেমে আসবে। আমোষ ইস্রায়েলের পাপসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি এই ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ইস্রায়েল অত্যাচার নিপীড়ন করেছে। তারা অত্যন্ত কুৎসিত ও অশ্লীল কাজ করেছে এবং তারা কেবল আনুষ্ঠানিকতায় পূর্ণ ধর্মীয় কাজগুলো পালন করেছে। এই ভাবে তারা পর্যায়ক্রমে পাপের কাজগুলো করে গেছে (২:৬-৮)। আর এই পাপ সমূহ স্পষ্টত অত্যন্ত জঘন্য ছিল। যে ঈশ্বর ইস্রায়েলের প্রতি দয়া দেখিয়ে তাদের মিসরের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং কনান দেশ দিয়েছিলেন, সেই ঈশ্বরের সঙ্গে ইস্রায়েলের আইন-কানুনকে তারা চরমভাবে লঙ্ঘন করেছিল (২:৯-১১)। আর এর পরিণতি স্বরূপ কেবল ধ্বংসই তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল (২:১৩-১৬)।

দৈববাণীর দ্বিতীয় অংশ (৩:১ থেকে ৬:১৪) এই সব অভিযোগের এবং বিচার ও শাস্তির যুগ্মভাবে ঘোষণার বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছে। প্রথম অংশের অভিযোগ ও দোষারোপের বর্ণনা আরও দীর্ঘ এবং "তোমরা এই কথা শোন", এই শব্দ গুচ্ছ দ্বারা বিশেষ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে (৩:১; ৪:১; ৫:১)। ৫:১৮ থেকে ৬:১৪ পদ পর্যন্ত "বিলাপ ও বিপদের" তিনটি দৈববাণীর উল্লেখ রয়েছে যা হয়তো একটি দীর্ঘ বর্ণনার তিনটি অংশস্বরূপ অথবা হয়তো এটি তিনটি সম্পর্কযুক্ত বর্ণনার সঙ্কলন। দ্বিতীয় অংশে সৃষ্টিকর্তা রূপে (৪:১৩; ৫:৮-৯) ঈশ্বরকে নিয়ে লেখা দুটি কবিতা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এগুলো দীর্ঘ প্রশংসা গানের খণ্ডিত অংশ হিসেবে বিভিন্নভাবে গ্রহণ করা যায় যা আমোষ তাঁর রচনায় ব্যবহার করেছেন অথবা এটি ছিল কেবল আমোষের গীতিকাব্যিক কাজের আবেগময় প্রকাশ।

পুস্তকটির শেষ ভাগ হল আসন্ন শাস্তির দর্শনের সমাহার (৭:১–৯:১৫)। প্রথম দর্শন (৭:১-১৭) দেখায় যে, যদি ঈশ্বরের ন্যায়বিচার প্রকাশ পায় তাহলে শাস্তি এবং বিচারের কথা সত্য বলে ঘোষিত হবে। যথার্থ দর্শনের পর (৭:১-৯) ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ঘটলো যার মধ্যে দর্শনের বিষয় আরও অধিক জোরালো হয়েছে। যদি ঈশ্বরের কথা পুরোহিত অমৎসিয় না শোনেন এবং মন পরিবর্তন করে অনুতাপ না করেন (৭:১০-১৭) তাহলে কী প্রত্যাশা করা যাবে? দ্বিতীয় দর্শনে (৮:১-১৪) আসন্ন পরিণাম সম্পর্কে ব্যক্ত করা হয়েছে। শেষ দর্শনে (৯:১-১৫) ধ্বংসের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে যা ঈশ্বর ইস্রায়েলের প্রতি ঘটাতে যাচ্ছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি দায়ূদের গৃহ সুরক্ষা করবেন (৯:১১)।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

যে ছাতার নিচে আমোষ পুস্তকের সমস্ত বিষয়গুলো সন্নিবেশিত রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ভবিষ্যদ্বাণী। এর মধ্যে রয়েছে বিচার ও শাস্তির দৈববাণী এবং মুক্তির চূড়ান্ত দৈববাণী। কিন্তু পুস্তকটির প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে ব্যঙ্গ বা বিদ্রুপ বা প্রহসন। এখানে প্রচলিত উপাদানের বিষয় দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে। যেমন বিপদ বা অমঙ্গল বিষয়ক বিবৃতি এবং মন্দ আচরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র, বিদ্রুপাত্মক ধরন অথবা রীতির দ্বারা সমালোচনা ব্যবহার করা হয়েছে এবং অতি প্রচলিত বিদ্রুপাত্মক কথা প্রয়োগ করা হয়েছে। এই সব বড় বড় সাহিত্য বিষয় ধারা ছাড়াও আমোষ পুস্তকটিতে রয়েছে ছোট ছোট রূপক উপমা এবং তুলনা বা সদৃশতা মূলক বিবৃতি (তোমরা বাশনের গাভী, ৪:১), বাগ্মীতা বিষয়ক প্রশ্ন এবং ব্যঙ্গ রচনার শিক্ষা। এর মধ্যে উপাসনার জন্য পুরোহিতীয় আহ্বানের যে প্রচলিত রীতি এবং যে রূপক ও উপমা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তাতে প্রচলিত অর্থের মধ্যে নতুন এবং পরিবর্তন সূচক পরিণাম প্রকাশ পেয়েছে। অন্য যে সব রীতি আমোষ পুস্তকে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে তা হল উক্তি বা প্রবাদ, দণ্ডাজ্ঞার বর্ণনা সম্বলিত গীত এবং দর্শন বিষয়ক রচনা।

আমোষ নিজেকে একজন স্পষ্টবাদী বিদ্রুপকারী হিসেবে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন (৭:১৪-১৫)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সাহিত্য বিষয়ক কলা কৌশলের শিক্ষক ছিলেন এবং বিশেষ করে কার্যক্ষেত্রে তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হতাশার সমষ্টির মধ্যে বাগ্মিতা দেখতে পাওয়া যায়। এই সব সাহিত্য সম্পর্কিত বিষয়, যার মধ্যে লেখক তাঁর কল্পনা পূর্ণ উদ্যম এবং উদ্ভাবনে সক্ষমতা এবং বিদ্রুপাত্মক কলাকৌশলগুলো তাঁর সংশ্লিষ্ট পাঠকদের তাদের মন্দতার সঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্য তাদের আঘাত ও সচেতন করতে ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি বিশেষ করে এর প্রতিষ্ঠিত রীতিগুলো ব্যবহার করেছেন।

পরিত্রাণের ইতিহাসের সার-সংক্ষেপ

ঈশ্বর পৃথিবীর সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে ইস্রায়েলকে বেছে নিয়েছেন (৩:২) এবং তিনি তাদের সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যেখানে ধার্মিকতা এবং ন্যায় বিচার রয়েছে, ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উভয় পরিমণ্ডলে মানব জাতির জন্য প্রকাশিত হবে। ইস্রায়েলের উত্তর রাজ্য এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং এই সুযোগের অপব্যবহার করেছিল। তাই ঈশ্বর তাদের এই সমস্ত দোষের জন্য এবং অন্য সব কিছুর চেয়ে বিশেষভাবে আরও বেশি

তাদের অবিশ্বস্ততার জন্য তাদের শাস্তি দিতে চেয়েছেন। তবে এমন ভয়ানক শাস্তি সত্ত্বেও সমস্ত আশা ম্লান হয়ে যায় নি। দায়ূদের উত্তরাধিকারী নিশ্চিতভাবে আসবেন, যার মধ্যে কেবল ইস্রায়েল ও যিহূদাই নয়, বস্তু সমগ্র পৃথিবী শান্তি ও দয়া খুঁজে পাবে।

প্রধান বিষয়বস্তু

- সদাপ্রভু (যিহোবা) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা; এই কারণে তাঁর ধার্মিকতার ধরন হল সর্বব্যাপী এবং ঈশ্বরের এই ধার্মিকতার আলোয় সমস্ত মানুষকে বিচারের অধীনে আনা হবে।
- অন্য লোকদের ন্যায় পরায়ণতা এবং ধার্মিকতার আচরণ হল সদাপ্রভুর সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্কের প্রধান প্রধান প্রমাণ।
- ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ ও আচার অনুষ্ঠানে ন্যায়ের অনুপস্থিতি এবং অন্য বিষয়ে ধার্মিক হিসেবে দেখাবার আচরণ ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করে।
- সদাপ্রভুর সঙ্গে ইস্রায়েলের আইন-কানুন তাদের বিশেষ রক্ষার জন্য নিশ্চয়তা দেবে না, যেহেতু তারা আইন-কানুন ভঙ্গ করেছে। অধিকন্তু, এর অর্থ হল যে, তারা বাধ্যতার উচ্চ মান ধরে রাখবে এবং বিচারের আরও সূক্ষ্ম পরীক্ষার অধীন হবে।
- এই রকম সদাপ্রভুর দিন অননুতপ্ত ইস্রায়েলের জন্য বিস্ময়কর মুক্তির দিন হবে না। অধিকন্তু এটি হবে তাদের ভয়ানক ধ্বংসের দিন।
- তথাপি বিশ্বস্ত অবশিষ্ট ব্যক্তিরা রক্ষা পাবে এবং এক দিন গৌরবময় পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং আশীর্বাদের দিন দেখতে পাবে।

আসিরিয়া সম্রাজ্যের কাছে ঠিক যে সময় শমরিয়ার পতন ঘটে ঐ দশকে সম্ভবত আমোষ ইস্রায়েলের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী বলেন। উত্থান ঘটা এই প্রাচীন সাম্রাজ্য যারবিয়াম এবং ঊষিয়ের সময় থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে এই সাম্রাজ্যের শক্তি হ্রাস পাওয়া পর্যন্ত প্রাচীন নিকট প্রাচ্যের রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রভাবশালী শাসক ছিল। আসিরিয় সাম্রাজ্য অবশেষে ঊর থেকে আরারাট এবং আরারাট থেকে মিসর পর্যন্ত প্রায় সমগ্র মধ্য প্রাচ্য গ্রাস করেছিল।

আমোষের সময় ইস্রায়েল ও যিহূদা

৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

মেষপালক আমোষ তকোয়ার বাসিন্দা ছিলেন। ইস্রায়েল এবং যিহূদা যখন রাজ-নৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল তখন তিনি ভবিষ্যদ্বাণী বলতেন। রাজা দ্বিতীয় যারবিয়ামের অধীনে ইস্রায়েল রাজ্য সিরিয়ার অনেক এলাকা দখল করে, যদিও এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, কতটা দৃঢ়ভাবে তারা তা দখলে রাখতে পেরেছিল। একই ভাবে ইস্রায়েল দক্ষিণের অন্যান্য অঞ্চলের মত পলেষ্টীয়দের বিভিন্ন গ্রাম দখল করেছিল। কিন্তু দুই দশকের মধ্যে নতুন শক্তি হিসেবে উত্থান ঘটা আসিরিয়া সাম্রাজ্য ইস্রায়েল থেকে সিরিয়া, গালীল এবং গিলিয়দ দখল করে নেয় এবং ইস্রায়েল ও যিহূদা উভয়ই আসিরিয় সাম্রাজ্যের অধীন হয়ে পড়ে।

প্রধান পদঃ "কিন্তু বিচার জলের মত প্রবাহিত হোক, ধার্মিকতা চিরপ্রবহমাণ স্রোতের মত বয়ে যাক" (৫:২৪)।

প্রধান প্রধান লোকঃ আমোষ, অমৎসিয়, ২য়

ভূমিকা

যারবিয়াম।

প্রধান প্রধান স্থান: বৈথেল, শমরিয়া

পুস্তকটির রূপরেখা:

১) আটটি জাতিকে শাস্তির ভয় দেখানো (১ ও ২ অধ্যায়)

২) ইস্রায়েলের দোষ এবং শাস্তি (৩–৬ অধ্যায়)

৩) যে শাস্তি আসছে তার চিহ্নগুলো (৭:১–৯:১০ পদ)

৪) ভবিষ্যতে ইস্রায়েলের পুনঃস্থাপন (৯:১১ -১৫ পদ)

ভাববাদী আমোষের দর্শন	
দর্শন / রেফারেন্স	**গুরুত্ব**
পঙ্গপালের ঝাঁক ৭:১-৩	ঈশ্বর শাস্তি দেবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, যা তিনি আমোষের মিনতির কারণে বিলম্ব করেছিলেন।
আগুন ৭:৪-৬	ভূমিকে গ্রাস করার জন্য ঈশ্বর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, কিন্তু আমোষ লোকদের পক্ষ হয়ে মিনতি করেছিলেন।
দেয়াল এবং ওলন দড়ি ৭:৭-৯	ঈশ্বর দেখবেন যে লোকেরা কুটিল কি না, এবং যদি তারা তা হয়, তিনি তাদের শাস্তি দিবেন।
পাকা ফলের ঝুড়ি ৮:১-১৪	লোকেরা শাস্তি পাবার জন্য পরিপক্কতা লাভ করেছে; যদিও এক সময় তারা সুন্দর ছিল, এখন তারা পচে গেছে।
বেদির পাশে সদাপ্রভু দাঁড়ানো ৯:১	শাস্তি কার্যকর করা হয়েছে।
ইস্রায়েলের উপর ঈশ্বরের বিচারের বিষয়ে আমোষ দর্শনের পরম্পরা দেখেছিলেন। ঈশ্বর পঙ্গপালের ঝাঁক অথবা আগুন পাঠিয়ে ইস্রায়েলের বিচার করার পরিকল্পনা করেছিলেন। ইস্রায়েলের পক্ষে আমোষের মধ্যস্থতা সত্ত্বেও যেহেতু ইস্রায়েল অবাধ্যতাকে চালিয়ে নিয়ে গেছে তাই ঈশ্বর বিচারদন্ড কার্যকর করবেন।	

আমোষ : জাতিগুলোর বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

	ভূমিকা	জাতিগুলোর বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী	ইস্রায়েল জাতির প্রতি ধর্মোপদেশ	বিচার বিষয়ক দর্শন	প্রত্যাশার প্রতিশ্রুতি
	এক জন সাধারণ ভেড়াল রাখালের দর্শন।	দামেস্ক গাজা সোর ইদোম অম্মোন মোয়াব যিহূদা ইস্রায়েল	হে ইস্রায়েলের লোকেরা. . . তোমরা ঈশ্বরের এই কথা শোন (আমোষ ৩:১); . . . হে বাশনের গাভীর মত স্ত্রীলোকেরা (আমোষ ৪:১); . . . ইস্রায়েলের লোকেরা (আমোষ ৫:১)।	পঙ্গপাল আগুন ওলনদড়ি পাকা ফল মন্দিরের যজ্ঞবেদির পাশে ঈশ্বর	"ঐ দিন আমি দায়ূদের পড়ে যাওয়া কুটিরকে আবার উঠাব. . . . আমি তাদের নিজেদের দেশে তাদেরকে চারার মত রোপন করব।" আমোষ ৯:১১,১৫
	অধ্যায়: আমোষ ১:১-২	অধ্যায়: আমোষ ১:৩-২:১৬	অধ্যায়: আমোষ ৩-৬	অধ্যায়: আমোষ ৭:১-৯:১০	অধ্যায়: আমোষ ৯:১১-১৫
বিষয়বস্তু	অন্যদের সাথে অবিচারের জন্য ইস্রায়েলের উপর শাস্তি আসছে				
মূল পদগুলো	আমোষ ৩:১-২; ৪:১২; ৫:১৫,২৪				
আমোষ পুস্তকে খ্রীষ্ট	বিচার করার জন্য যীশু খ্রীষ্টের রয়েছে সব ক্ষমতা, তাছাড়াও তিনি হলেন সেই জন যিনি তাঁর লোকদেরকে পুনঃস্থাপন করেন।				

ভাববাদী আমোষের পুস্তকে চার্ট ১				
মূল বিষয়	"হে ইস্রায়েল ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত হও" (আমোষ ৪:১২)			
পুস্তকের অংশগুলো	ইস্রায়েলের বিচারের ঘোষণা ১ - ২	বিচারের জন্য ঈশ্বরের তাড়া ৩ - ৫	ভাববাদী আমোষের কাছে বিচারের চিত্র উপস্থাপন ৬ - ৭	বিচারের পরে ঈশ্বরের লোকদের জন্য প্রতিশ্রুতি ৮ - ৯
বিষয়	ধর্মোপদেশ		চিহ্ন	
	অভিযোগ		উৎসাহ	
অবস্থান	প্রতিবেশী জাতিগুলো	ইস্রায়েলের উত্তর দিকের জাতিগুলো		
সময়কাল	প্রায় ১০ বছর (খ্রীষ্টপূর্ব ৭৬০-৭৫০ সাল)			
লেখক	ভাববাদী আমোষ			

ভাববাদী আমোষ পুস্তকের চার্ট ২	
আমোষ ইস্রায়েলে (উত্তরের রাজ্যে) ৭৬০-৭৫০ খ্রীঃপূঃ পর্যন্ত ভাববাদী হিসেবে কাজ করেছিলেন।	
সেই সময়কার অবস্থা	ইস্রায়েল শান্তি এবং অর্থনৈতিক সফলতা ভোগ করছিল। কিন্তু এই আশীর্বাদ তাকে একটি স্বার্থপর, জড়বাদী সমাজে পরিণত করেছিল। যারা ভাল অবস্থায় ছিল তারা কম ভাগ্যবানদের প্রয়োজন অবজ্ঞা করতো। লোকেরা আত্মকেন্দ্রিক ছিল এবং ঈশ্বরের প্রতি উদাসীন ছিল।
মূল বার্তা	যারা অভাবীদের শোষণ করতো এবং তাদের এড়িয়ে চলতো, আমোষ তাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন।
বার্তার গুরুত্ব	ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস আনা ব্যক্তিগত বিশ্বাসের চেয়েও বেশি কিছু। ঈশ্বর সকল বিশ্বাসীদেরকে সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য এবং যারা কম ভাগ্যবান তাদেরকে সাহায্য করার জন্য আহ্বান করেছেন।

ভাববাদী আমোষ পুস্তকের চার্ট ৩		
	চরম পরিণতি বিষয়ক ভূমিকা	
১:৩	দামেস্ক	বিচার
৬-৫	গাজা	
৬-১০	সোর	
১১-১২	ইদোম	
১৩-১৫	অম্মোন	
২:১-৩	মোয়াব	
৪-৫	যিহূদা	
৬-১০	ইস্রায়েল	
	বিষয়বস্তু	
৩:১	ঈশ্বরের বেছে নেয়া লোকেরা	কারণ
৪:১	ভন্ডামি	
৫:১-১৭	ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব	
১৮-২৭	অনুতপ্ত হয়ে মন পরিবর্তন না করা	
৬:১	আত্মসন্তুষ্টি	
৭:১	পঙ্গপাল	ফলাফল
২	আগুন	
৩	ওলনদড়ি	
৮:১	পাকা ফল	
২	বিচার	
		পুনরুদ্ধার
৯:১১	ইস্রায়েলের	
১২	সব জাতির	
১৩-১৫	চিরস্থায়ী	

ভাববাদী আমোষের সময়কাল			
২য় যারবিয়াম ইস্রায়েলের রাজা হন	আমোষের ভাববাদীক পরিচর্যা শুরু হয়	ভাববাদী হিসাবে মীখার পরিচর্যা-কাজ শুরু হয়	আসিরিয়ার রাজা ২য় সার্গোন ইস্রায়েল দখল করেন
খ্রীষ্টপূর্ব ৭৯৪ সাল	খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫৫ সাল	খ্রীষ্টপূর্ব ৭৪২ সাল	খ্রীষ্টপূর্ব ৭২২ সাল
ঊষিয় যিহূদার রাজা হন	হোশেয় ভাববাদী হিসাবে পরিচর্যা-কাজ শুরু করেন	যিশাইয় ভাববাদী হিসাবে পরিচর্যা-কাজ শুরু করেন	
খ্রীষ্টপূর্ব ৭৯০ সাল	খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫৩ সাল	খ্রীষ্টপূর্ব ৭৪০ সাল	

আমোষ : সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে বিচার			
আট বার বিচার	তিন বার ধর্মোপদেশ	পাঁচটি দর্শন	পুনঃস্থাপনের প্রতিজ্ঞা
অধ্যায়: ১-২	অধ্যায়: ৩-৬	অধ্যায়: ৭:১-৯:৭	অধ্যায়: ৮-১৫
"সদাপ্রভুই এই কথা বলছেন.... " (আমোষ ১: ৩,৬,৯,১১,১৩; ২:১,৪)	"হে ইস্রায়েলের লোকেরা ঈশ্বর যা বলছেন...." (আমোষ ৩:১; ৪:১; ৫:১)	"সদাপ্রভু আমাকে এই দর্শন দেখিয়েছেন...." (আমোষ ৭:১,৪,৭; ৮:১)	"সেই দিন.... " "সেই দিনগুলো আসছে....." (আমোষ ৯:১১,১৩)
ঈশ্বরের পক্ষপাতহীনতা	ঈশ্বরের ন্যায়বিচার	ঈশ্বরের বিচার	ঈশ্বরের দয়া
ঈশ্বরের বিচারের ঘোষণা	ঈশ্বরের বিচার প্রবর্তন	বিচার পরবর্তী ভবিষ্যত	বিচার পরবর্তী প্রতিশ্রুতি
	বিচার		নতুনত্ব
	আতঙ্ক		আশা
প্রতিবেশী জাতিগুলো		উত্তরের জাতি	
	খ্রীষ্টপূর্ব ৭৬৭-৭৫৩ সাল (শমরিয়ার পতনের পূর্বে)		

পবিত্র বাইবেলে উল্লেখিত ভূমিকম্প বিষয়ক ইতিহাস

- পৃথিবী সৃষ্টির ৩য় দিনে (আদিপুস্তক ১:৯-১০) - সৃষ্টি।
- নোহের বন্যার সময় (আদিপুস্তক ৭:১১) - বিচার।
- লোহিত সাগর পাড়ি দেয়ার সময় (যাত্রাপুস্তক ১৪, গীতসংহিতা ৭৭:১৮) - মুক্তি।
- মোশির সিনাই পাহাড়ে অবস্থানকালে (যাত্রাপুস্তক ১৯:১৮) - ঈশ্বরের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।
- যিরীহো পতনের সময় (যিহোশূয় ৬) - যিরীহো দখল।
- কোরহের বিদ্রোহ ও ধ্বংসের সময় (গণনাপুস্তক ১৬:৩১-৩৩) - ধ্বংস।
- প্যালেষ্টাইন দখলের সময় (১ শমূয়েল ১৪:১৫) - বিজয়।
- হোরেব পাহাড়ে ভাববাদী এলিয়ের অবস্থানকালে (১ রাজাবলি ১৯:১১) - উদ্ধার।
- যিরূশালেমে ভূমিকম্পের সময় (আমোষ ১:১; সখরিয় ১৪:৫) - রাজা ঊষিয়ের গর্ব (২ বংশাবলি ২৬) - বিচার।
- যিরূশালেমে প্রভু যীশুর ক্রুশে মৃত্যুবরণের সময় (মথি ২৭:৫১-৫৪) - পাপ থেকে পরিপূর্ণ মুক্তির সম্পূর্ণতার নিদর্শন।
- প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়া (মথি ২০:২) - যে পাথর দিয়ে প্রভু যীশুর কবরের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, তা সেখান থেকে সরানো হয়েছিল।
- ফিলিপী শহরে কারাবন্দী অবস্থায় (প্রেরিত ১৬:২৬) - প্রেরিত পৌল ও সীলের কারামুক্তির সাথে কারারক্ষকের পাপ থেকে মুক্তি লাভ।
- বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা: ভূ-অভ্যন্তরস্থ অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট কম্পন।

আমোষ ৯:১১

- "ঈশ্বরের বাক্য শোনার দুর্ভিক্ষ - প্রকৃতপক্ষে এই উক্তি দিয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা ভাববাদীয় বাক্যে অনুপস্থিকে নির্দেশ করা হয়েছে।
- এটি সত্যিকার অর্থে বাইবেলের অভাবকে বোঝায় নি, বরং উক্তিটি বাইবেলের যে সত্য, তা প্রচারের অভাবকে নির্দেশ করেছে।
- সদাপ্রভুর বাক্য শোনার এই দুর্ভিক্ষ কি বর্তমান সময়ের খ্রীষ্টিয় সমাজের মাঝে বিদ্যমান?

ভাববাদী আমোষ

আমোষ নামের অর্থ, "সদাপ্রভু বহন করেন" কিংবা "সদাপ্রভু তুলে ধরেন"। বারোজন ছোট ভাববাদীদের মধ্যে ইনি একজন। তিনি তকোয়ের একজন বসিন্দা, বর্তমানে যাকে বলা হয় তকোয়া, বৈৎলেহমের বারো মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত একটি শহর। তিনি ছোটকাল থেকে নম্র ছিলেন, যদিও তিনি কোন ভাববাদী ছিলেন না, ভাববাদীর পুত্রও ছিলেন না, বরং তিনি একজন রাখাল ছিলেন ও ডুমুর ফল কুড়াতেন। তিনি যিহূদার রাজা উষিয়ের সময়ে, ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং ভাববাদী হোশেয় ও ভাববাদী যিশাইয়ের সমকালীন প্রচারক ভাববাদী ছিলেন, আমোষ ১:১; ৭:১৪,১৫; সখ ১৪:৫; তবে তিনি ভাববাদী হোশেয় ও ভাববাদী যিশাইয় চেয়ে আরও কিছু দিন বেঁচে ছিলেন। রাজা ২য় যারবিয়ামের রাজত্বকালে ইস্রায়েলীয়রা উন্নতির সর্বোচ্চ স্থান লাভ করে কিন্তু তারা বিলাসিতা ও পাপ এবং প্রতিমা পূজা ইত্যাদির উপর প্রধান্য দেয়। এই সময়ে ভাববাদী আমোষকে সদাপ্রভু ডেকেছিলেন, যেন তিনি তাদের একগুঁয়েমি মনোভাবের কথা ও সদাপ্রভুর প্রতিশোধমূলক শাস্তির কথা মনে করিয়ে দেন এবং তাদেরকে পাপের জন্য অনুশোচনা করতে বলেন।

(১) সমস্ত জাতির পাপের জন্য আমি তাদের শাস্তি দেব, আমোষ ১:১-১৫; ২:১-৩। তিনি উদ্ধৃতি দিলেন, যোয়েল ৩:১৬।

(২) ভাববাদী আমোষের মাধ্যমে যিহূদা বংশের আত্মিক অবস্থা এবং বিশেষ করে ইস্রায়েল জাতির কথা বর্ণনা করেছেন, আমোষ ২:৪; ৬:১৪।

(৩) আমোষ ৭:১ থেকে আমোষ ৯:১০ পদ পর্যন্ত ভাববাদী আমোষের পাঁচটি দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণীর কথা লেখা আছে।

(৪) (ক) প্রথম দু'টি দর্শনে দোষীদের বিচার ও শাস্তির কথা প্রকাশিত হয়, আমোষ ৭:১-৬।

(খ) পরবর্তী দু'টি দর্শনে সদাপ্রভু ভাববাদী আমোষকে ভয়ানক বিচারের শাস্তি ও অনুশোচনার প্রতীকী চিহ্ন দেখালেন, আমোষ ৭:৭-৯; ৮:১-৩। আমোষ ৭:১০-১৭ পদে ভাববাদী আমোষের সাথে বৈথেলের পুরোহিতের কথোপকথনের বিষয়ে লেখা আছে।

(গ) পঞ্চম দর্শনে বর্ণনা করেছেন, ইস্রায়েলীয়দের রাজত্বের পতন ও ধ্বংসের কথা, আমোষ ৯:১-১০; সদাপ্রভুর প্রতিজ্ঞা মাফিক কথা অনুসারে, সদাপ্রভু ইস্রায়েলীয়দের রাজত্ব পুনর্বহাল করবেন, এটি হবে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের গৌরবের রাজত্বকাল।

ভাববাদী আমোষের রচনাশৈলীতে প্রাকৃতিক বিষয়াদি এবং কৃষিকাজ সম্পর্কিত পেশার পরোক্ষ উল্লেখ থাকার কারণে এটি বেশ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। অন্যান্য পরোক্ষ উল্লেখ থেকে এটি ধারণা করা যায় যে, আমোষ ছিলেন আইনের ছাত্র এবং একইসাথে "প্রকৃতির সন্তান"। এই বাগধারাগুলো তাঁর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ: "দাঁতের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা," অর্থাৎ *রুটির চাহিদা*, আমোষ ৪:৬; যাকোবের গৌরব বা মহত্ব, আমোষ ৬:৮; ৮:৭; ইসহাকের বংশের লোকদের উচ্চস্থলীগুলো বা পূজার উঁচু স্থানগুলো, আমোষ ৭:৯; ইসহাকের বংশের, আমোষ ৭:১৬। *তিনি পর্বতমালার নির্মাতা ও বাতাসের সৃষ্টিকর্তা*, আমোষ ৪:১৩। প্রেরিত ৭:৪২ পদে আমোষ ৫:২৫-২৭ পদের উদ্ধৃতি রয়েছে।

ভাববাদী আমোষের বিষয়ে মজার তথ্য

আমোষ নামের অর্থ: "সদাপ্রভু বহন করেন" কিংবা "সদাপ্রভু তুলে ধরেন"।
লেখক: আমোষ
পুস্তকটি লেখার সময়কাল: সম্ভবত: (প্রায়) খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫৫ সাল
পবিত্র বাইবেলে পুস্তকটির অবস্থান:

- ♦ বাইবেলের ৩০তম পুস্তক
- ♦ বাইবেলের পুরাতন নিয়মের ৩০তম পুস্তক
- ♦ ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক ১৭টি পুস্তকের মধ্যে ৮ম (যিশাইয়-মালাখি)
- ♦ অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ১২ জন ভাববাদীদের মধ্যে ৩য় (হোশেয়-মালাখি)
- ♦ পুস্তকটির পরে বাইবেলের আরও ৩৬টি পুস্তক রয়েছে

পুস্তকটির মোট অধ্যায় সংখ্যা: ৯টি
পুস্তকটির মোট পদ সংখ্যা: ১৪৬টি
পুস্তকটির মোট শব্দ সংখ্যা: ৪২১৭টি
আমোষের পুস্তকটির বিষয়ে পর্যবেক্ষণ:

- ♦ প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫৫ সালে আমোষ ভাববাদী হিসেবে বৈথেলে কথা বলেছিলেন।
- ♦ আমোষ ছিলেন এক জন কৃষক/ ভেড়ার রাখাল– যিনি ভাববাদী হয়েছিলেন।
- ♦ পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের 'আমোষ' নামের পুস্তকটিতে কেবল ভাববাদী আমোষকে দেখতে পাওয়া যায়।
- ♦ যিহূদার তকোয় থেকে ভাববাদী আমোষের আবির্ভাব ঘটে। আর এই তকোয় নামের জায়গাটি যিরূশালেম শহরের প্রায় বারো মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।
- ♦ জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক হিসাব-নিকাশের দ্বারা নির্দেশিত হয় যে, খ্রীষ্টপূর্ব ৭৬৩ সালের ১৫ই জুন তারিখে ইস্রায়েলে সূয-গ্রহণ দেখা গিয়েছিল। তাই ইস্রায়েলের জনজীবনে এক নতুন সতেজতা লক্ষ্য করা যায়। আর এর ফলশ্রুতি হিসেবে ভাববাদী আমোষ তাঁর পুস্তকের ৮:৯ পদে লেখার প্রয়াস পান– "প্রভু সদাপ্রভু বলছেন যে, সেই দিন দুপুর বেলাতেই আমি সূর্যকে অস্ত যাওয়াব এবং দিনের বেলাতে পৃথিবীকে অন্ধকার করে দেব।"

- **আমোষ প্রচার করেছিলেন:**

⇒ ওবদিয়, যোয়েল ও যোনার পরে এবং
⇒ হোশেয়, মীখা ও যিশাইয়ের আগে।

- ♦ **ভাববাদী আমোষের সময়:**
  - ইস্রায়েলে আশাপ্রদতার সঞ্চারণ ঘটেছিল।
  - দেশের খুব সমৃদ্ধি ঘটেছিল।
  - অর্থনৈতিক অবস্থার আবির্ভাব ঘটে।
  - সামরিক অবস্থাও আদর্শনীয়রূপে ভাল ছিল।
  - আসিরিয়া, বাবিল, সিরিয়া ও মিসর অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল।
  - আসিরিয়ার কাছে পরাজিত হওয়ার তিন দশক আগে পর্যন্ত দেশে উপরোল্লিখিত উন্নয়শীল অবস্থা বিরাজ করছিল।
- ♦ **আমোষের এই পুস্তকটির মূল বিষয়টি ছিল ইস্রায়েলের বিচার।**
- ♦ **ইস্রায়েলের মারাত্মক পাপসমূহ:**

- আচার-অনুষ্ঠান শূণ্য ধর্মীয় অবস্থা; মূর্তিপূজা
- প্রতারণা; স্ব-ধার্মিকতা; অহঙ্কার; লোভ; বিষয়াসক্তি; উদাসীনতা
- যদিও লোকেরা সদাপ্রভুর সাথে তাদের ব্যবস্থা বিষয়ক সম্পর্কের প্রতিটি দিককে লঙ্ঘন করে আসলেও পরিণতির জন্য তাদেরকে সর্তক করে দিতে ভাববাদী আমোষকে পাঠানোর মধ্য দিয়ে তাদের জন্য ঈশ্বরের দয়া ও ভালবাসা প্রকাশ পায়, যেন তারা অনুতপ্ত হয়ে মন পরিবর্তন করতে অস্বীকার করতে না পারে।

◊ **সাত বার আমোষের পুস্তকে ঈশ্বর বলেন, "আমি আগুন পাঠাব।"**

- **ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করছেন:**

- ♦ দায়ূদের বংশের ধারাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন।
- ♦ ইস্রায়েল দেশকে আবার নতুন করে সুবিন্যস্ত করবেন।
- ♦ যিরূশালেমের মন্দিরকে আবার আগের অবস্থায় আনবেন।

ভাববাদী আমোষের পুস্তক ও এই যুগের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক

আমোষ "ভূমিকম্পের দুই বছর আগে" (আমোষ ১:১; দেখুন সখরিয় ১৪:৫), খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের ঠিক আগে, যিহূদার রাজা ঊষিয় এবং ইস্রায়েলের রাজা যারোবিয়ামের রাজত্বকালে ভাববাদী হিসাবে কাজ করেছেন। এই দুই রাজা তাঁদের রাজত্ব পনের বছর ধরে, খ্রীষ্টপূর্ব ৭৬৭ থেকে ৭৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করছিলেন।

যদিও আমোষ যিহূদা রাজ্য অর্থাৎ দক্ষিণ রাজ্য থেকে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি উত্তরাঞ্চলীয় ইস্রায়েল রাজ্য এবং আশেপাশের জাতিগুলোর বিরুদ্ধে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করেছিলেন। এর ফলে গর্বিত ইস্রায়েলীয়রা এই ভাববাদীর বিরুদ্ধে কিছুটা কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল (আমোষ ৭:১২)। যারবিয়ামের রাজত্ব উত্তর রাজ্যের ইস্রায়েলীয়দের জন্য বেশ লাভজনক ছিল, বিশেষ করে বস্তুগত অর্থে। যাহোক, সেই সময় তাদের মধ্যে যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটেছিল তা বহুলাংশে নষ্ট করে দিয়েছিল তাদের নৈতিক অবক্ষয়। এর ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থেকে কোনও ইতিবাচক প্রভাব তাদের জীবনে প্রতিফলিত হয় নি।

আমোষ এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

ভাববাদী আমোষ খুব বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। যদিও অধিকাংশ ভাববাদী ইস্রায়েল ও যিহূদার বিরুদ্ধে তাদের ভবিষ্যদ্বাণীতে মুক্তি ও পুনঃস্থাপনের কথা বলেছিলেন, কিন্তু আমোষ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ পাঁচটি পদের মধ্যে এই ধরনের সান্ত্বনার কথা বলেছিলেন। এর আগে আমোষের মাধ্যমে ঈশ্বরের কথা ইস্রায়েলের সুবিধাভোগী লোকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। কারণ তারা এমন এক ব্যক্তি ছিল যাদের প্রতিবেশীর প্রতি কোন ভালবাসা ছিল না। তারা অন্যদের কাছ থেকে, যারা কেবল তাদের নিজেদের উদ্বেগের দিকে তাকিয়ে থাকত তাদের কাছ থেকে সুযোগ নিত।

শাস্ত্রের প্রায় অন্য যে কোন পুস্তকের চেয়েও বেশি, আমোষের পুস্তকটি ঈশ্বরের লোকেরা অন্যদের প্রতি যে খারাপ ব্যবহার করতো তাদের জন্য জবাবদিহি করার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করে। এই পুস্তকটি বারবার ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের ধারণাকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে জনগণের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে। তারা অসহায়, দরিদ্রদের উপর অত্যাচার করার সুযোগ নিয়ে অভাবী লোকদের জিনিসপত্র ক্রয় করে নিত এবং পুরুষরা অনৈতিকভাবে নারীদের ব্যবহার করতো (আমোষ ২:৬-৮; ৩:১০; ৪:১; ৫:১১-১২; ৮:৪-৬)। নিজেদের অর্থনৈতিক সাফল্য এবং তাদের আর্থিক অবস্থানকে শক্তিশালী করার অভিপ্রায়ে যেন মাতাল হয়ে যেত এবং জনগণ একে অপরের যত্ন নেওয়ার শাস্ত্রীয় ধারণাটি একেবারে হারিয়ে ফেলেছিল। আমোষ তাদের তিরস্কার করেছেন কারণ তিনি সেই জীবন-ধারার প্রমাণ দেখেছিলেন যে, ইস্রায়েল ঈশ্বরকে ভুলে গেছে।

এই পুস্তকে বড় ধারণাটি কি?

উত্তরে ইস্রায়েলের লোকেরা যখন অর্থনৈতিক সাফল্যের উচ্চশিখরে অতুলনীয় সময় উপভোগ করছিল, তখন ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তিনি একজন শান্ত মেষপালক ও কৃষককে আহ্বান করবেন এবং তিনি কম পাপপূর্ণ দক্ষিণের রাজ্য যিহূদাতে ভ্রমণ করবেন এবং ইস্রায়েলীয়দের কাছে বিচারের বার্তা পৌঁছে দেবেন। উত্তরের লোকেরা আমোষের মর্যাদাকে বিদেশী হিসেবে চিহ্নিত করে তার বিচারের বার্তাকে উপেক্ষা করেছিল। তারা অনেক ধরনের পাপে অভিযুক্ত ছিল এবং তাদের উপর যে বিচার ও শাস্তি নেমে আসছে সেই বিচারের বার্তা তা তারা উপেক্ষা করেছিল।

কিন্তু, যখন তাদের বাহ্যিক জীবন সাফল্যের রশ্মিতে জ্বলজ্বল করছিল, তখন তাদের অভ্যন্তরীণ জীবন নৈতিক ক্ষয়ের গর্তে ডুবে গিয়েছিল। ন্যায়বিচার, করুণা ভালবাসা এবং ঈশ্বরের সামনে নম্রভাবে হাঁটার সুযোগ খোঁজার পরিবর্তে তারা তাদের ঔদ্ধত্য, প্রতিমাপূজা, স্ব-ধার্মিকতা এবং বস্তুবাদকে আলিঙ্গন করেছিল। আমোষ তাঁর লোকদের কপট জীবনের প্রতি ঈশ্বরের চরম ঘৃণার কথা জানিয়েছিলেন (আমোষ ৫:২১-২৪)। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী শেষ হয় কেবল মাত্র পুনঃস্থাপনের সংক্ষিপ্ত একটি ঝলক দিয়ে এবং সেই ঝলক উত্তরের ইস্রায়েল রাজ্যের পরিবর্তে যিহূদার দিকে পরিচালিত হয়েছিল (৯:১১-১৫)।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করবো?

আমাদের জগতে অন্যায় ছড়িয়ে পড়ে, তবুও খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসেবে আমরা প্রায়শই প্রার্থনা করা, প্রচার করা এবং শিক্ষাদানের মতো কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি কিন্তু "আরও গুরুত্বপূর্ণ" কাজ যা হল অন্যদের কষ্ট লাঘবের জন্য কাজ করা কিন্তু আমরা সেই দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিই। আমোষের পুস্তকটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, এই কাজগুলো যদিও নিঃসন্দেহে একজন বিশ্বাসীর জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, কিন্তু যখন আমরা আমাদের নিজের জীবনে অন্যদের জন্য ভালবাসা না থাকে এবং তাদের সেবা না করি, তখন আমাদের ধার্মিকতা হয় ফাঁপা একটি ফাঁদ। আপনি কি কখনও কখনও নিজেকে সেই ফাঁদে পড়তে দেখেন– সেবার চেয়ে প্রার্থনাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন?

আমোষের ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের জীবনের পছন্দগুলো বেছে নেবার জন্য সরল পথ প্রদর্শন করে। প্রার্থনা করা ও সেবা করা এই দুটোর মধ্যে কোনটি বেছে নেব সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবর্তে আমোষের পুস্তকটি আমাদের শেখায় যে, উভয়ই অপরিহার্য। ঈশ্বর খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের শুধু তাঁর সঙ্গে সম্পর্কই নয়, অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্যও আহ্বান করেছেন। যে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের প্রবণতা ছিল তাঁর দৃশ্যমান সৃষ্টির চেয়ে অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতি বেশি মনোনিবেশ করা, সেখান থেকে আমোষ আমাদেরকে মূল বিষয়ের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, যেখানে ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের পরিকল্পনায় মানুষের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ।

আমোষ : ১ অধ্যায়

ভিন্ন ভিন্ন জাতির উপরে ঈশ্বরের শাসন

১ [১] আমোষের কথা। তিনি তকোয়স্থ মেষপালকদের এক জন ছিলেন; তিনি যিহূদার
রাজা উষিয়ের সময়ে এবং যোয়াশের পুত্র ইস্রায়েলের রাজা যারবিয়ামের সময়ের,
ভূমিকম্পের দু'বছর আগে, ইস্রায়েল সম্বন্ধে এসব দর্শন পান।

[২] তিনি বললেন, সদাপ্রভু সিয়োন থেকে গর্জন করবেন, যিরূশালেম থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর
শোনাবেন; তাতে মেষপালকদের চারণভূমিগুলো শোক করবে, কর্মিলের শিখর শুকিয়ে
যাবে।

[১:১] দেখুন ২ শমূ ১৪:২; [১:১] সখ ১৪:৫; [১:১] দেখুন ২ রাজা ১৪:২১; দেখুন ২ বংশা ২৬:২৩; [১:১] দেখুন ২ রাজা ১৪:২৩; [১:১] দেখুন হোশেয় ১:১; [১:২] দেখুন যিশা ৪২:১৩; [১:২] দেখুন গীত ২৯:৩; [১:২] যোয়েল ৩:১৬; [১:২] আমোষ ৯:৩; [১:২] দেখুন যিরি ১২:৪;

১:১ আমোষ । সম্ভবত অমসিয় নামটির সংক্ষিপ্ত রূপ (২ বংশা ১৭:১৬), যার অর্থ "সদাপ্রভু বহন করেন" কিংবা "সদাপ্রভু তুলে ধরেন"। *ভেড়ার পালক।* হিব্রু ভাষার এই শব্দটি পুরাতন নিয়মের এই পদ ব্যতীত শুধুমাত্র মোয়াবের রাজা সম্পর্কে দেখতে পাওয়া যায় (২ রাজা ৩:৪, যেখানে এর অর্থ করা হয়েছে যিনি মেষ পালন করেন)। তুলনা করুন ৭:১৪ পদ, যেখানে একটি ভিন্ন হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আমোষ এমন কোন পেশাদার ভাববাদী ছিলেন না যিনি তাঁর পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কখনো কোন ধর্মীয় শিক্ষাও লাভ করেন নি। *তকোয়া।* দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা। *দর্শন পান।* অর্থাৎ তিনি স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ লাভ করেছিলেন। *ভূমিকম্প।* সম্ভবত খুবই শক্তিশালী একটি ভূমিকম্প, যা বহু দিন মানুষের স্মরণে ছিল এবং সম্ভবত এই ভূমিকম্পের কথাই সখরিয় ১৪:৫ পদে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্প্রতি ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় এই এলাকায় ৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ঘটে যাওয়া একটি তীব্র মাত্রার ভূমিকম্প সম্পর্কে হদিস পাওয়া গেছে। এই ভূমিকম্পটির উল্লেখ থাকার কারণে আমরা মনে করতে পারি যে, লেখক এই ঘটনাটিকে সদাপ্রভু ঈশ্বরের বিচারের কোন বিশেষ একটি উপায় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। *উষিয়।* দেখুন ভূমিকা: সময়কাল এবং ঐতিহাসিক অবস্থান; এর সাথে দেখুন যিশাইয় ৬:১ পদের নোট। যারবিয়াম। দেখুন ভূমিকা: সময়কাল ও ঐতিহাসিক অবস্থান।

১:২ বিষয়বস্তুভিত্তিক একটি পদ, যা ভাববাদী আমোষের বার্তার মূল বক্তব্যকে প্রকাশ করে। *গর্জন করবেন।* আমোষ ছিলেন একজন মেষপালক, যাকে ইস্রায়েলের কাছে এই কথা বলে সতর্ক করে দিতে পাঠানো হয়েছিল যে, তিনি একটি সিংহের গর্জন শুনেছেন এবং সেই সিংহটি আরও কেউ নয়, স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি নিজেই ইস্রায়েলের পালক হতে চেয়েছিলেন। অন্যান্য প্রেক্ষাপটে এই রূপকটির ব্যবহার সম্পর্কে জানতে দেখুন যিরমিয় ২৫:৩০; যোয়েল ৩:১৬ পদ। *সিয়োন থেকে।* সদাপ্রভু ঈশ্বর যিরূশালেমে তাঁর স্বর্গীয় সিংহাসন স্থাপন করেছেন, তাঁর বিশেষ লোকদের মধ্যে এবং সেখান থেকে তিনি তাদের উপরে ও সেই সাথে অন্যান্য জাতিদের উপরে বিচার ঘোষণা করবেন। *চারণভূমি ... কর্মিলের শিখর।* ৯:৩ পদ দেখুন। সবচেয়ে নিচু ও শুকনো ভূমি থেকে সবচেয়ে উঁচু ও সবুজ আচ্ছন্ন ভূমি, সবখানেই সদাপ্রভুর বিচার এমন এক মারাত্মক আঘাত হানবে যা পুরো দেশটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে।

১:৩–২:১৬ জাতিগণের বিরুদ্ধে বলা কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী; একই ধরনের বক্তব্য দেখুন যিশা ১৩:১–২৩:১৮ পদে এবং নোট দেখুন। বিভিন্ন পাপের কারণে ইস্রায়েলের প্রতিবেশীদের উপরে

৩ সদাপ্রভু এই কথা বলেন, দামেস্কের তিনটা অধর্মের কারণে,
এমন কি, চারটা অধর্মের জন্য আমি তার দণ্ড নিবারণ করবো না,
কেননা তারা লোহার শস্য-মাড়াই যন্ত্রে গিলিয়দকে মাড়াই করেছে;
৪ অতএব আমি হসায়েল-কুলে আগুন নিক্ষেপ করবো,
তা বিন্‌হদদের অট্টালিকাগুলো গ্রাস করবে।
৫ আর আমি দামেস্কের অর্গল ভেঙ্গে ফেলবো, আবনের উপত্যকা থেকে সেখানকার নিবাসীকে ও বৈৎ-এদন থেকে রাজদণ্ডধারীকে মুছে ফেলব; এবং অরামের লোকেরা বন্দী হয়ে কীরে যাবে; সদাপ্রভু এই কথা বলেন।

[১:৩] যিশা ৭:৮; ৮:৪; ১৭:১-৩; [১:৩] পদ ৬, ৯, ১১, ১৩; আমোষ ২:৬; [১:৪] দেখুন যিরি ৪৯:২৭; দেখুন যিহি ৩০:৮; [১:৪] দেখুন ১ রাজা ১৯:১৭; ২ রাজা ৮:৭-১৫; [১:৪] যিরি ১৭:২৭; [১:৪] ১ রাজা ২০:১; ২ রাজা ৬:২৪; যিরি ৪৯:২৩-২৭; [১:৫] যিরি ৫১:৩০; [১:৫] দেখুন যিশা ৩৭:১২; [১:৫] দেখুন ২ রাজা ১৬:৯; দেখুন যিশা ২২:৬; সখ ৯:১;

শাস্তি ঘোষণা করার পর ভাববাদী আমোষ ঈশ্বরের মুখস্বরূপ হয়ে তাঁর নিজের জাতির দুটি রাজ্যের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বলেছেন। ইস্রায়েল জাতির পাপের তলিকা করতে গিয়ে দেখা গেল তা অন্য কোন পরজাতীয়দের পাপের চেয়ে কম নয়।

১:৩ সদাপ্রভু এই কথা বলেন। দেখুন পদ ৬, ৯, ১১, ১৩; ২:১, ৪, ৬। সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রতিনিধি ভাববাদী আমোষ বার্তাবাহক দূতের ভঙ্গিতে এই বিচারের কথা উপস্থাপন করেছেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। *তিনটা অধর্মের কারণে ... চারটা অধর্মের জন্য।* তাদের বহুবিধ পাপ, বিশেষ করে যেগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জানতে দেখুন পদ ৬, ৯, ১১, ১; ২:১, ৪, ৬। এ ধরনের সংখ্যাগত আরও বিষয় দেখুন ইয়োব ৫:১৯; হিতোপদেশ ৬:১৬; মীখা ৫:৫ পদ ও নোট। *দামেস্ক।* ইস্রায়েলের উত্তর দিকে অবস্থিত অরাম প্রদেশের রাজধানী (যিশা ১৭:১ পদের নোট দেখুন) এবং তৎকালে ইস্রায়েলের অন্যতম প্রধান শত্রু। তার অপরাধ হচ্ছে গিলিয়দের বন্দী করা লোকদের প্রতি অত্যাচার ও নির্যাতন, যা ছিল গালীলের পূর্বে অবস্থিত ইস্রায়েলের একটি অঞ্চল। *নিবারণ করবো না।* দেখুন পদ ৬, ৯, ১১, ১৩; ২:১, ৪, ৬; যিশা ৯:১২, ১৭, ২১ ও নোট; যিরমিয় ২৩:২০। *লোহার শস্য-মাড়াই যন্ত্র।* কাঠের উপরে লোহার দাঁত বসানো ঘূর্ণায়মান যন্ত্র, যা হাত দিয়ে ঘুরিয়ে চালানো হত (তুলনা করুন ইয়োব ৪১:৩০; যিশা ২৮:২৭; ৪১:১৫; হব্‌ক ৩:১২; এর সাথে দেখুন ২ রাজা ১৩:৭ পদ এবং রূত ১:২২ পদের নোট)।

১:৪ আগুন ... গ্রাস করবে। দেখুন পদ ৭, ১০, ১২, ১৪; ২:২, ৫; সাধারণত স্বর্গীয় বিচারের কথা বোঝাতে এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যা বড় বড় নগর ও দুর্গ পুড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে (যির ১৭:২৭ পদ ও নোট দেখুন; হোশেয় ৮:১৪)। *হসায়েল।* দামেস্কের রাজা (৮৪৩-৭৯৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এবং নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা (২ রাজা ৮:৭-১৫ পদ দেখুন এবং ৮:১৫ পদের নোট দেখুন)। *অট্টালিকা।* দেখুন পদ ৭, ১০, ১২, ১৪; ২:২, ৫; সম্ভবত এখানে শুধুমাত্র অট্টালিকার কথা বোঝানো হয় নি, বরং সেই সাথে প্রাসাদ বা দুর্গের মত ভবনও বোঝানো হয়েছে যেখানে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিরা বসবাস করতো। *বিন্‌হদদ।* তৃতীয় বিন্‌হদদ (৭৯৬-৭৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), হসায়েলের পুত্র (২ রাজা ১৩:৩ পদ ও নোট দেখুন; তুলনা করুন ২ রাজা ৮:১৪-১৫)।

১:৫ রাজদণ্ডধারী। রাজা, শাসনকর্তা; দেখুন পদ ৮; আক্ষরিক অর্থে "যিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকেন।" *আবনের উপত্যকা।* সম্ভবত লেবানন এবং লেবাননের পার্শ্ববর্তী পর্বতসমূহের মধ্যবর্তী বেক্কা উপত্যকা, তবে এখানে

৬ সদাপ্রভু এই কথা বলেন,
গাজার তিনটা অধর্মের কারণে, এমন কি, চারটা অধর্মের জন্য
আমি তার দণ্ড নিবারণ করবো না,
কেননা তারা ইদোমের হাতে তুলে দেবার জন্য
সমস্ত লোককে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল;
৭ অতএব আমি গাজার প্রাচীরে আগুন নিক্ষেপ করবো,
তা তার অট্টালিকাগুলো গ্রাস করবে।
৮ আর আমি অস্‌দোদ থেকে সেখানকার নিবাসীকে ও অস্কিলোন থেকে রাজদণ্ড-ধারীকে মুছে ফেলব; ইক্রোণের বিপক্ষে আমার হাত বাড়িয়ে দেবো, আর পলেষ্টীয়দের অবশিষ্টাংশও বিনষ্ট হবে; এই কথা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।
৯ সদাপ্রভু এই কথা বলেন,
সোরের তিনটা অধর্মের জন্য, এমন কি, চারটা অধর্মের জন্য
আমি তার দণ্ড নিবারণ করবো না,

[১:৫] দেখুন যিশা ৭:১৬; যিরি ৪৯:২৭; [১:৬] দেখুন আদি ১০:১৯; ১ শমূ ৬:১৭; সফ ২:৪; [১:৬] দেখুন পদ ৩; [১:৬] দেখুন আদি ১৪:৬; ওব ১:১১; [১:৮] দেখুন ২ বংশা ২৬:৬; [১:৮] গীত ৮১:১৪; [১:৮] দেখুন যিহি ২৫:১৬; [১:৮] দেখুন যিশা ৩৪:৮; [১:৮] যিশা ১৪:২৮-৩২; সফ ২:৪-৭; [১:৯] ১ রাজা ৫:১; ৯:১১-১৪; যিরি ২৫:২২; যোয়েল ৩:৪; দেখুন মথি ১১:২১; [১:৯] পদ ৩; [১:৯] দেখুন ১ রাজা ৫:১২;

দামেস্কের নদী উপত্যকার কথাও বোঝানো হতে পারে (২ রাজা ৫:১২ পদের নোট দেখুন), যাকে "মন্দতার উপত্যকাও" বলা হয়ে থাকে। *বৈৎ-এদন।* সম্ভবত দামেস্ক, যে অঞ্চলটি বাগান হিসেবে পরিচিত ছিল। *অরাম।* দ্বি.বি. ২৬:৫ পদের নোট দেখুন। *কীর।* এই স্থানটি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়। সম্ভবত এটি এলমের অন্তর্গত একটি স্থান ছিল (২ রাজা ১৬:৯ পদ ও নোট দেখুন), যেখান থেকে অরামীয়রা এসেছিল (৯:৭)।

১:৬ গাজা। প্রধান পাঁচটি পলেষ্টীয় নগরের মধ্যে একটি। এই নগরীটি মিসর থেকে কেনান দেশে প্রবেশের জন্য অন্যতম অন্তরায় ছিল। *সমস্ত লোক।* পদ ৯ দেখুন। শুধুমাত্র যে সৈন্যদেরকে যুদ্ধের সময় বন্দী করা হত তা নয়। সম্ভবত এখানে দক্ষিণ যিহূদার গ্রামগুলোর কথা বলা হচ্ছে যা ইদোম থেকে গাজা পর্যন্ত বিস্তৃত বাণিজ্য পথের উপরে অবস্থিত ছিল। *ইদোমের হাতে।* পদ ৯ দেখুন; গবাদিপশুর মত এক দেশ থেকে অন্য দেশে মানুষ কেনা বেচা করা হত।

১:৮ অস্‌দোদ ... অস্কিলোন ... ইক্রোণ। পলেষ্টীয় এলাকার আরও তিনটি নগর (৬ পদের নোট দেখুন)। পঞ্চম নগরীটি ছিল গাৎ (৬:২ পদ দেখুন), যা সে সময় উষিয়ের দখলে ছিল (২ বংশা ২৬:৬)। *অবশিষ্টাংশও বিনষ্ট হবে।* অর্থাৎ কেউই অবশিষ্ট থাকবে না। সবশেষে পলেষ্টীয়রা নবুখদ্‌নিৎসরের কাছে পরাজিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

১:৯ সোর। অন্যতম প্রধান ফিনিশীয় বাণিজ্য নগরী, যারা রাজা দায়ূদের সময়ে ইস্রায়েলের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল (১ রাজা ৫:১)। এই মিত্রতা রাজা শলোমনের সময়ে (১ রাজা ৫:১২) এবং পরবর্তীতে রাজা আহাবের সময়েও টিকে ছিল, যাঁর শ্বশুর ছিলেন সোর ও সীদোনের শাসক (১ রাজা ১৬:৩০-৩১)। *ইদোমের হাতে তুলে দিয়েছিল।* আক্ষরিক অর্থে বিক্রি করে দিয়েছিল। তার অপরাধ ছিল

কেননা তারা সমস্ত লোককে ইদোমের হাতে তুলে দিয়েছিল,
ভ্রাতৃ-নিয়ম স্মরণ করলো না।
১০ অতএব আমি সোরের প্রাচীরে আগুন নিক্ষেপ করবো,
তা তার অট্টালিকাগুলো গ্রাস করবে।
১১ সদাপ্রভু এই কথা বলেন,
ইদোমের তিনটা অধর্মের কারণে, এমন কি, চারটা অধর্মের জন্য
আমি তার দণ্ড নিবারণ করবো না;
কেননা সে খড়্গ নিয়ে আপন ভাইকে তাড়না করেছিল, করুণার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল; তার ক্রোধ নিত্য জ্বলে উঠতো, তার কোপ সব সময় প্রস্তুত থাকতো;
১২ অতএব আমি তৈমনের উপরে আগুন নিক্ষেপ করবো,
তা বস্রার অট্টালিকাগুলো গ্রাস করবে।
১৩ সদাপ্রভু এই কথা বলেন,
অম্মোনীয়দের তিনটা অধর্মের কারণে, এমন কি, চারটা অধর্মের জন্য
আমি তাদের দণ্ড নিবারণ করবো না;
কেননা তারা গিলিয়দস্থ গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের উদর বিদীর্ণ করেছিল, যেন নিজেদের সীমা সম্প্রসারণ করতে পারে;
১৪ অতএব আমি রব্বার প্রাচীরে আগুন জ্বালাবো,
তা তার অট্টালিকাগুলো গ্রাস করবে,

[১:১০] যিশা ২৩:১-১৮; দেখুন ৩৪:৮; দেখুন যিরি ৪৭:৪; যিহি ২৬:২-৪; সখ ৯:১-৪; [১:১১] গণনা ২০:১৪-২১; দেখুন ২ বংশা ২৮:১৭; দেখুন গীত ৮৩:৬; [১:১১] দেখুন গীত ৬৩:১০; [১:১১] দেখুন যিহি ২৫:১২-১৪; সখ ১:১৫; [১:১২] দেখুন আদি ৩৬:১১, ১৫; [১:১২] দেখুন যিশা ৩৪:৫; ৬৩:১-৬; যিরি ২৫:২১; যিহি ২৫:১২-১৪; ৩৫:১-১৫; ওব ১:১; মালা ১:২-৫; [১:১৩] দেখুন আদি ১৯:৩৮; দেখুন যিহি ২১:২৮; [১:১৩] দেখুন আদি ৩৪:২৯; দেখুন ২ রাজা ৮:১২; দেখুন হোশেয় ১৩:১৬; [১:১৪] দেখুন দ্বি:বি ৩:১১; [১:১৪] যিশা ৩০:৩০; [১:১৪] দেখুন ইয়োব ৩৯:২৫; [১:১৪]

পলেষ্টিয়ার মতই (পদ ৬ দেখুন)।

১:১০ প্রাচীর। সোর ছিল প্রায় দুর্ভেদ্য এক দ্বীপ নগরী, যা নিজের সুরক্ষা নিয়ে রীতিমত গর্ব করতো (তুলনা করুন যিহি ২৬:১–২৮:১৯)।

১:১১ ইদোম। এই জাতির উৎপত্তি হয়েছিল এষৌর বংশ থেকে (আদি ৩৬ অধ্যায় দেখুন; আর দেখুন আদি ২৫:২৩-৩০; ২৭:৩৯-৪০)। *আপন ভাই।* ইস্রায়েল (দেখুন ওবদিয় ৮-১০ এবং ওবদিয় ১০ পদের নোট দেখুন)। সম্ভবত এখানে চুক্তির "ভাই" হওয়ার বিষয়ে বলা হচ্ছে (৯ পদের নোট দেখুন)। বারবার শত্রুভাব প্রকাশের মধ্য দিয়ে এই ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক নষ্ট করাই ছিল ইদোমের অপরাধ।

১:১২ তৈমন ... বস্রা। ইদোমের প্রধান প্রধান নগরী। প্রথমটি পেট্রার কাছে অবস্থিত ছিল বলে ধারণা করা হয় (ওবদিয় ৯ পদের নোট দেখুন), এবং পরেরটি বর্তমান বসেইরা, যা ৩৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই নগরীগুলো ধ্বংস করে দেওয়ার কারণে ইদোম ক্রমাগতভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে।

১:১৩ অম্মোন। এই বিচারগুলো মূলত রব্বা নগর কেন্দ্রিক ছিল (পদ ১৪; দ্বি.বি ৩:১১ পদের নোট দেখুন), যা বর্তমান আম্মান নগরী। জমি নিয়ে লোভের কারণে শুরু হয়েছিল এক নৃশংস গণহত্যা, যার কারণে নেমে এসেছিল প্রকৃতি প্রতিশোধ এবং জমি নিয়ে লোভ করার

যুদ্ধের দিনে সিংহনাদ হবে, ঘূর্ণিবাতাস দিনে প্রচণ্ড ঝটিকা হবে;
[১৫] আর তাদের রাজা ও তার কর্মকর্তারা একসঙ্গে নির্বাসনে যাত্রা করবে; সদাপ্রভু এই কথা বলেন।

যিরি ২৩:১৯; [১:১৫] দেখুন যিরি ২৫:২১; [১:১৫] ১ বংশা ২০:১; দেখুন যিরি ৪৯:১; যিহি ২১:২৮-৩২; ২৫:২-৭।

মত আর কোন লোকই শেষ পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে অবশিষ্ট ছিল না (১ রাজা ৮:১২ পদ ও নোট দেখুন)।

১:১৪ এই ভবিষ্যদ্বাণী আসিরিয়দের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেয়েছিল।

১:১৫ তাদের রাজা। এর সাথে যিরমিয় ৪৯:৩ পদ এবং ৪৯:১ পদের নোট দেখুন।

আমোষ ১ অধ্যায়ের প্রধান বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়–

১) ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া দর্শন বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীর সাধারণ শিরোনাম (আমোষ ১:১) সহ এর সার্বিক প্রচার-ক্ষেত্র (আমোষ ১:২)।

২) ঈশ্বরের লোকদের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন ও তাদের অনেক ক্ষতি সাধনের জন্য অরাম (আমোষ ১:৩-৫), পলেষ্টিয়া (আমোষ ১:৬-৮), সোর (আমোষ ১:৯-১০), ইদোম (আমোষ ১:১১-১২) ও অম্মোনের (আমোষ ১:১৩-১৫) সাথে ঈশ্বরের বিশেষ বিবাদ। আর এভাবে বিষয়টি নিজের লোকদের পক্ষ হয়ে জাতিগুলোর সাথে ঈশ্বরের বিবাদের ব্যাখ্যা তুলে ধরে (যোয়েল ৩:১-২)।

সার-সংক্ষেপঃ

আমোষ হলেন তকোয়ের ভেড়ার পালের এক জন রাখাল, কোন প্রকার ভাববাদীক অথবা তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই যিনি সাধারণ এক জন কৃষক। তিনি যিহূদার রাজা ঊষিয় ও ইস্রায়েলের রাজা যারবিয়ামের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে দর্শন পেয়ে তিনি বললেন, সদাপ্রভু সিয়োন থেকে গর্জন করেন; ভেড়ার রাখালদের চারণভূমি শোকাকুল হয়ে পড়েছে এবং কর্মিল পাহাড়ের চূড়া (এটি ইস্রায়েলে অবস্থিত, যেখানে এলিয় ভাববাদী বাল-দেবতার পুরোহিতদের মুখোমুখী হয়েছিলেন) শুষ্ক হয়ে উঠেছে। দামেস্কের লোকদেরকে বন্দী করে আসিরিয়ার কীরে নিয়ে যাবে কারণ লোহার কাঁটাযুক্ত মাড়াইযন্ত্র দিয়ে গিলিয়দকে মাড়াই করেছে। গাজা ও সোরের বিচার করা হবে, কারণ তারা ঈশ্বরের লোকদেরকে ইদোমীয়দের হাতে তুলে দিয়েছে। ইদোমকে তার নিষ্ঠুর ক্রোধের জন্য শাস্তি দেয়া হবে। অম্মোনকে শাস্তি দেয়া হবে কারণ সে গিলিয়দে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদেরকে হত্যা করেছে। অম্মোনীয়দের রাজাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনটি অথবা চারটি পাপের জন্য নির্ধারিত বিচার মৌখিকভাবে উপস্থাপিত– 'আর আমি এই বিচার থেকে কখনও সরে যাবো না।'

আমোষ ১ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. কখন ভেড়ার রাখাল আমোষ ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া দর্শনকে জাতিগুলোর কাছে তুলে ধরেছিলেন? (আমোষ ১:১)

২. ভাববাদী আমোষের প্রচারিত বার্তার বিষয়বস্তু কি ছিল? (আমোষ ১:২)

৩. ভাববাদী হোশেয়ের মধ্য দিয়ে দামেস্কের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের সুদৃঢ়ভাবে উচ্চারিত শাস্তি কি ছিল? (আমোষ ১:৩-৫)

৪. পুরো জনগোষ্ঠীকে দাসত্বের হাতে তুলে দেয়ার জন্য পলেষ্টীয়দের কি অবস্থা হবে বলা হয়েছিল? (আমোষ ১:৬-৮)

৫. সোরকে তার পাপের জন্য কিভাবে শাস্তি দেয়া হবে? (আমোষ ১:৯-১০)

৬. ইদোমের কি বিচার করা হয়েছিল বলে উল্লেখ রয়েছে? (আমোষ ১:১১-১২)

৭. অম্মোনের ভয়ানক নিষ্ঠুরতার জন্য ঈশ্বর তাদের সাথে কেমন আচরণ করবেন বলেছিলেন? (আমোষ ১:১৩-১৫)

২ [১] সদাপ্রভু এই কথা বলেন,
মোয়াবের তিনটা অধর্মের কারণে, এমন কি, চারটা অধর্মের জন্য
আমি তার দণ্ড নিবারণ করবো না;
কেননা সে ইদোমের রাজার অস্থি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিলে;
[২] অতএব আমি মোয়াবের উপরে আগুন নিক্ষেপ করবো,
তা করিয়োতের অট্টালিকাগুলো গ্রাস করবে,
এবং কোলাহল, সিংহনাদ ও তুরীধ্বনি সহকারে মোয়াব প্রাণত্যাগ করবে;
[৩] আর আমি তার মধ্য থেকে শাসনকর্তাকে মুছে ফেলব
এবং তার সঙ্গে তার সকল কর্মকর্তাদেরকেও সংহার করবো;

[২:১] দেখুন যিশা ১৬:৬; [২:১] যিশা ৩৩:১২; [২:২] যির্মি ৪৮:২৪; [২:২] দেখুন ইয়োব ৩৯:২৫; [২:২] দেখুন যিহো ৬:২০; [২:৩] দেখুন গীত ২:১০; [২:৩] দেখুন যিশা ৪০:২৩; [২:৩] যিশা ১৫:১-৯; ১৬:১-১৪; দেখুন ২৫:১০; যির্মি

২:১ মোয়াব। এর অবস্থান ছিল মৃত সাগরের পূর্ব দিকে (যিশা ১৫:১ পদের নোট দেখুন)। *ইদোমের রাজার অস্থি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিলে।* এতে করে রাজার আত্মা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে দেওয়ার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল।

২:২ করিয়োৎ। সম্ভবত একটি বহুবচন শব্দ, যার অর্থ "নগরসমূহ" কিংবা কোন একটি প্রধান নগরীর নাম (যির্মি ৪:২৪) এবং মোয়াবের জাতিগত দেবতা কমোশের মন্দির (১ রাজা ১১:৭, ৩৩ পদ দেখুন)।

সদাপ্রভু এই কথা বলেন।

যিহূদার দণ্ড

৪ সদাপ্রভু এই কথা বলেন,
যিহূদার তিনটা অধর্মের কারণে, এমন কি, চারটা অধর্মের জন্য
আমি তার দণ্ড নিবারণ করবো না;
কেননা তারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করেছে,
তাঁর বিধিগুলো পালন করে নি,
কিন্তু তাদের পূর্বপুরুষেরা যে মিথ্যা বস্তুর অনুগামী হয়েছিল,
তা দ্বারা নিজেরাও বিভ্রান্ত হয়েছে।
৫ অতএব আমি যিহূদার উপরে আগুন নিক্ষেপ করবো,
তা যিরূশালেমের অট্টালিকাগুলো গ্রাস করবে।

ইস্রায়েলের দণ্ড

৬ সদাপ্রভু এই কথা বলেন,
ইস্রায়েলের তিনটা অধর্মের কারণে, এমন কি, চারটা অধর্মের জন্য
আমি তার দণ্ড নিবারণ করবো না,
কেননা তারা রূপার বিনিময়ে ধার্মিককে
ও এক জোড়া জুতার বিনিময়ে দরিদ্রকে বিক্রি করেছে।

৪৮:১; দেখুন যিহি ২৫:৮-১১; সফ ২:৮-৯; [২:৪] ২ রাজা ১৭:১৯; হোশেয় ১২:২; [২:৪] দেখুন যিরি ৬:১৯; [২:৪] দেখুন যিহি ২০:২৪; [২:৪] যিশা ৯:১৬; [২:৪] দেখুন যাত্রা ৩৪:১৫; দেখুন দ্বি:বি ৩১:২০; দেখুন গীত ৪:২; [২:৪] দেখুন ২ রাজা ২২:১৩; দেখুন যিরি ৯:১৪; দেখুন ১৬:১২; [২:৫] দেখুন ২ রাজা :৯; দেখুন ২ বংশা ৩৬:১৯; [২:৫] আমোষ ৩:১১; [২:৫] দেখুন যিরি ১৭:২৭; দেখুন হোশেয় ৮:১৪; [২:৬] দেখুন আমোষ ১:৩; [২:৬] দেখুন যোয়েল ৩:৩; আমোষ ৮:৬;

২:৪ সদাপ্রভুর আইন-কানুন অগ্রাহ্য করেছে। অন্য জাতিদের তুলনায় যিহূদার পাপ বেশ আলাদা ছিল। এই সমস্ত জাতি মানবতার সর্বজন স্বীকৃত আইন ভঙ্গ করেছে। এদের পাপের মধ্যে ছিল ইস্রায়েলের অনুসৃত সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রতি অস্বীকার ও অবমাননা।

২:৫ আগুন ... যিরূশালেমের অট্টালিকাগুলো গ্রাস করবে। দেখুন পদ ১:৪ ও নোট। যিহূদার শাস্তি হবে অম্মোন (১:৪), পলেষ্টিয়া (১:৭), ফৈণীকীয়া (১:১০), ইদোম (১:১২), অম্মোন (১:১৪) এবং মোয়াবের মত (২:২)– তারা যে সম্পদ ও ক্ষমতার উপরে নির্ভর করতো এবং গর্ব করতো তা আর থাকছে না।

২:৬ ইস্রায়েল জাতির পাপ পুরো জাতির নৈতিক অবক্ষয়কে তুলে ধরে। *ধার্মিক।* সম্ভবত তাদের কথা বোঝানো হয়েছে যাদের কোন ঋণ নেই এবং যাদেরকে জোরপূর্বক করে দেওয়ার আদৌ কোন কারণ নেই (তুলনা করুন লেবীয় ২৫:৩৯ -৪৩)। একই ভাবে এখানে ধার্মিক বলতে "দরিদ্র" বোঝানো হতে পারে (পদ ৭; তুলনা করুন ৫:১২; ৮:৬), যার সাথে তুলনা করা যায় ধনী ও ক্ষমতাশালী লোকদের পাপপূর্ণ আচরণ (দেখুন পদ ৪:১-৫; ৬:১-৭)। *দরিদ্র।* ঈশ্বর আদেশ করেছেন যেন দরিদ্রদেরকে সাহায্য করা হয় (দেখুন দ্বি.বি. ১৫:৭-১১ পদ এবং ১৫:১১ পদের নোট দেখুন), কিন্তু তাদেরকে বিক্রি করা হচ্ছিল কারণ তারা নিজ নিজ ঋণ ফেরত দিতে অসমর্থ ছিল।

[৭] তারা দীনহীন লোকদের মাথায় ভূমির ধূলির আকাঙ্ক্ষা করে ও নম্র লোকদের পথ
বাঁকা করে এবং পিতা ও পুত্র এক নারীতে গমন করে, যেন আমার পবিত্র নাম অপবিত্র
হয়। [৮] আর তারা সমস্ত বেদির কাছে বন্ধক নেওয়া কাপড়ের উপরে শয়ন করে ও অর্থদণ্ডে
দণ্ডিত লোকদের আঙ্গুর-রস তাদের ঈশ্বরের মন্দিরে পান করে।

[৯] আমিই তো তাদের সম্মুখে সেই ইমোরীয়কে উচ্ছিন্ন করেছিলাম, যে এরস গাছের
মত দীর্ঘকায় ও অলোন গাছের মত বলিষ্ঠ ছিল; তবু আমি উপরে তার ফল ও নিচে তার
মূল উচ্ছিন্ন করেছিলাম। [১০] আর ইমোরীয়ের দেশ অধিকার হিসেবে দেবার জন্য আমিই
তোমাদের মিসর দেশ থেকে এনেছিলাম ও চল্লিশ বছর পর্যন্ত মরুভূমিতে গমন

[২:৭] দেখুন লেবীয় ১৮:২১; আমোষ ৫:১১-১২; ৮:৪; [২:৮] দেখুন যাত্রা ২২:২৬; দ্বি:বি ২৪:১২-১৩; [২:৮] হোশেয় ৭:১৪; আমোষ ৪:১; ৬:৬; [২:৮] হবক ২:৬; [২:৯] গণনা ২১:২৩-২৬; যিহো ১০:১২; [২:৯] দেখুন যিশা ১০:৩৩; [২:৯] দেখুন গীত ২৯:৯; [২:৯] দেখুন ২ রাজা ১৯:৩০; দেখুন ইয়োব ১৮:১৬; দেখুন যিহি ১৭:৯; [২:১০] দেখুন যাত্রা ৬:৬; ২০:২; আমোষ ৩:১; [২:১০] দেখুন দ্বি:বি ৮:২; [২:১০] দেখুন দ্বি:বি ২:৭; [২:১০] দেখুন যাত্রা ৩:৮; দেখুন গণনা

২:৭ মাথায় ভূমির ধূলির আকাঙ্ক্ষা করে। পদ ৫:১১; ৮:৪ দেখুন। *দীনহীন ... নম্র।* তাদের যত্ন বিধান করা এবং তাদেরকে সমস্ত অবিচারের হাত থেকে রক্ষা করা ছিল ইস্রায়েলের ব্যবস্থা বা আইন-কানুন (যাত্রা ২৩:৬-৮); এছাড়াও প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যে রাজাগণ এ ধরনের লোকদেরকে রক্ষা করতো। *পিতা ও পুত্র এক নারীতে গমন করে।* এই নারীটি গৃহকর্মী কি না সে ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে যায় (যদি তাই হয় তাহলে পিতা ও পুত্র দুজনেই তাকে পতিতার মত করে ব্যবহার করেছে)। তবে যাই হোক না কেন, যে কোন নারীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে অবশ্যই তাকে বিয়ে করা ছিল আইন-কানুনের বিধান (যাত্রা ২২:১৬; দ্বি.বি. ২২:২৮-২৯)। একই নারীর সাথে পিতা ও পুত্রের শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন একেবারেই নিষিদ্ধ কাজ ছিল (লেবীয় ১৮:৭-৮, ১৫; ২০:১১-১২)। *আমার পবিত্র নাম অপবিত্র হয়।* তুলনা করুন লেবীয় ১৮:২১ পদ ও নোট; ১৯:১২; ২০:৩; ২১:৬; ২২:২, ৩২; দেখুন যিরমিয় ৩৪:১৬; যিহি ২০:৯ পদ ও নোট; ৩৬:২০-২৩; ৩৯:৭।

২:৮ সমস্ত বেদির কাছে ... তাদের ঈশ্বরের মন্দিরে। যে সকল ইস্রায়েলীয়রা তাদের অসার ধাতব মূর্তিগুলোকে সংরক্ষণ করে আইন-কানুন ভঙ্গ করছিল। তারা এমন সব স্থানকে অপবিত্র করে তুলছিল যা সব সময় পবিত্র রাখার কথা। *বন্ধক নেওয়া কাপড়ের উপরে।* একজন ব্যক্তির গায়ের কাপড় ঋণের বন্ধক হিসেবে রাত পর্যন্ত রাখার নিয়ম ছিল না (দেখুন যাত্রা ২২:২৬-২৭ পদ ও নোট; দ্বি.বি. ২৪:১২-১৩), কিংবা একজন বিধবার কাছ থেকে তার পোশাক বন্ধক নেওয়ারই নিয়ম ছিল না (দ্বি.বি. ২৪:১৭)। *অর্থদণ্ড।* সাধারণত ক্ষতিপূরণ হিসেবে অর্থদণ্ডের বিধান প্রয়োগ করা হত। অনেক সময় কোন কোন ক্ষতির জন্য অযথা বা মিথ্যা দোষারোপ করে অর্থ আদায় করা হত।

২:৯ আমিই ... উচ্ছিন্ন করেছিলাম। ইস্রায়েল জাতি শুধু যে ঈশ্বরের আইন-কানুন জানতো না নয়, সেই সাথে তারা তাঁর বিশেষ ক্ষমতাপূর্ণ সহায় লাভের মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ পেয়েছিল। *ইমোরীয়।* এখানে কেনান দেশের অধিবাসীদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে (দেখুন আদি ১০:১৬; ১৫:১৬; বিচার ৬:১০ পদ)। *দীর্ঘকায় ... বলিষ্ঠ।* কনানের লোকদের লম্বা শরীর কিংবা তাদের সামরিক শক্তি (গণনা ১৩:২৭-৩৩ পদ দেখুন) কোন কিছুই তাদের উপরে ঈশ্বরের বিজয় লাভ করা প্রতিহত করতে পারে নি (দেখুন যিহোশূয় ১০:৫, ১২-১৩)। *উপরে তার ফল ও নিচে তার মূল।* অর্থাৎ সম্পূর্ণতা নির্দেশ করা হয়েছে।

২:১০ আমিই তোমাদের ... এনেছিলাম। দেখুন

করিয়েছিলাম। [১১] আর আমি তোমাদের পুত্রদের মধ্যে কাউকে কাউকে ভাববাদী ও তোমাদের যুবকদের মধ্যে কাউকে কাউকে নাসরীয় করে উৎপন্ন করতাম। হে ইস্রায়েল-সন্তানেরা, এই কথা কি সত্যি নয়? সদাপ্রভু এই কথা বলেন।

[১২] কিন্তু তোমরা সেই নাসরীয়দের আঙ্গুর-রস পান করাতে এবং সেই ভাববাদীদের আদেশ করতে যেন ভবিষ্যদ্বাণী না বলে। [১৩] দেখ, পরিপূর্ণ ঘোড়ার গাড়ি যেমন গমের আটি পেষণ করে, তেমনি আমি তোমাদেরকে তোমাদের স্থানে নিষ্পেষণ করবো। [১৪] দ্রুতগামীর পলায়নের উপায় নষ্ট হবে, বলবান আপন বল দৃঢ় করবে না ও বীর নিজের প্রাণ রক্ষা করবে না; [১৫] আর ধনুকধারী দাঁড়িয়ে থাকবে না ও দ্রুত দৌড়াতে পারা লোকেরাও রক্ষা পাবে না এবং ঘোড়সওয়ারও নিজের প্রাণ রক্ষা করবে না; [১৬] আর বীরদের মধ্যে যে জন সাহসী, সেও সেদিন উলংগ হয়ে পালিয়ে যাবে, সদাপ্রভু এই কথা বলেন।

২১:২৫; দেখুন যিহো ১৩:৪; আমোষ ৯:৭; [২:১১] দ্বি:বি ১৮:১৮; যিরি ৭:২৫; [২:১১] দেখুন বিচার ১৩:৫; [২:১২] যিশা ৩০:১০; যিরি ১১:২১; আমোষ ৭:১২-১৩; মীখা ২:৬; [২:১৩] আমোষ ৭:১৬-১৭; [২:১৪] দেখুন ইয়োব ১১:২০; [২:১৪] দেখুন ১ রাজা ২০:১১; [২:১৪] গীত ৩৩:১৬; যিশা ৩০:১৬-১৭; [২:১৫] দেখুন যিহি ৩৯:৩; [২:১৫] দেখুন যাত্রা ১৫:২১; সখ ১০:৫; [২:১৫] উপদে ৯:১১; [২:১৬] যিরি ৪৮:৪১।

পদ ৩:১; এর সাথে দেখুন যাত্রা ২০:২ পদ ও নোট। অতীতে ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বরের মহা অনুগ্রহ তাদের পাপের ভার যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এখন তাদেরকে ঈশ্বরের লোকদের প্রতি অন্যায় আচরণ করার কারণে বিচারে দাঁড়াতে হচ্ছে।

২:১১ ভাববাদী ও ... নাসরীয় করে উৎপন্ন করতাম। ভাববাদীরা ছিলেন ঈশ্বরের বিশ্বস্ত মুখপাত্র (দ্বি.বি. ১৮:১৫-২০ পদ দেখুন ও ১৮:১৫ পদের নোট দেখুন), এবং নাসরীয়রা ঈশ্বরের প্রতি একান্তভাবে নিজেদেরকে উৎসর্গ করতেন (গণনা ৬:১-২১ পদ দেখুন এবং ৬:২ পদের নোট দেখুন; বিচার ১৩:৫ পদ ও নোট দেখুন), যাদেরকে তাঁর লোকদের প্রতি বিশেষ উপহার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। যে সমস্ত লোকেরা পুরোহিততি গ্রহণ করে নি তাদেরকে ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়ে ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর বিশ্বস্ততায় তাদেরকে ব্যবহার করার মাধ্যমে দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন।

২:১২ কিন্তু তোমরা। ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের বিশ্বস্ত লোকদের প্রতি অসম্মান করেছে এবং এতে করে ঈশ্বর তাদের মধ্যে যে কাজ করতে চান তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাদের সমস্ত অনাগ্রহ তারা প্রকাশ করেছে (তুলনা করুন ৭:১৬)।

২:১৩ পরিপূর্ণ গাড়ির চাকার নিচে পড়লে যে কোন কিছু বিনষ্ট হয়ে যাবে।

২:১৪-১৬ যারা নিজেদের অবস্থানে ঠিক থাকবে বা এই পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে যেতে পারবে বলে ভেবেছিল তারা কেউই নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

২:১৬ সেদিন। যে দিন ঈশ্বর তাঁর বিচার সাধন করার জন্য আসবেন (দেখুন পদ ৫:১৮; যোয়েল ১:১৫ পদ ও নোট)– যেমনটা তিনি উত্তর রাজ্যকে ধ্বংস করে দেওয়া আসিরিয় বাহিনীর আক্রমণের মধ্য দিয়ে করেছিলেন।

আমোষ ২ অধ্যায়ের প্রধান বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়–

১. আগে যেভাবে ঈশ্বর যেভাবে অন্য জাতিগুলোর সাথে বিবাদ করেছিলেন, তেমনিভাবে তিনি তাঁর ভাববাদীকে দিয়ে মোয়াবের সাথে বিবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন (২:১-৩)। যিহূদার সাথে তাঁর কি বিবাদ ছিল, তিনি তা তুলে ধরেছেন (২:৪-৫)। তিনি অবশেষে, ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ তুলে ধরতে শুরু করবেন যেন যা কিছু আগে ঘটেছে, তা সাম্প্রতিক বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

২. যে পাপে তারা অভিযুক্ত, সেগুলো হলো– অবিচার, অত্যাচার ও বেশ্যাবৃত্তি (আমোষ ২:৬-৮)। ঐ সব পাপের অবনতি– তাদের উপর ঈশ্বর যে পার্থিব ও আত্মিক দয়া করে ছিলেন, তারা তার জন্য তাঁকে অকৃতজ্ঞতার এই প্রতিদান ফিরিয়ে দিয়েছিল (আমোষ ২:৯-১২)। পাপের জন্য তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের অভিযোগ (আমোষ ২:১৩); তাদের ধ্বংসের বিষয়ে তাঁর সতর্কীকরণ ও এই আসন্ন ধ্বংস প্রতিরোধে তাদের সম্পূর্ণ অক্ষমতা (আমোষ ২:১৪-১৬)।

সার-সংক্ষেপঃ

মোয়াবকে আগুন দিয়ে ধ্বংস করা হবে এবং তার শাসনকর্তাদেরকে হত্যা করা হবে কারণ সে ইদোমের রাজার অস্থিগুলোকে পুড়িয়ে চুনে পরিণত করেছে। যিহূদার উপর আগুন নিক্ষেপ করা হবে কারণ তাদের মিথ্যা তাদেরকে বিপথগামী করেছে। ধার্মিক, গরিব ও নম্রদের প্রতি অন্যায় করার জন্য ইস্রায়েলকে শাস্তি দেয়া হবে। সদাপ্রভু ঈশ্বর ইমোরীয়দেরকে পরাজিত করেছিলেন যেন ইস্রায়েলীয়রা কনানীয়দের দেশকে দখল করতে পারে। আর নাসরীয়দেরকে আংগুর-রস পান করিয়ে ও লোকদেরকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে বিরত রেখে ইস্রায়েলীয়রা তার জবাব দিয়েছিল। তবে বিচারের দিনে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসীরা নগ্ন অবস্থায় পালিয়ে যাবে।

আমোষ ২ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. ঈশ্বর কিভাবে মোয়াবের সাথে ব্যবহার করবেন? (আমোষ ২:১-৩)

২. যিহূদার বিরুদ্ধে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত কি ছিল? (আমোষ ২:৪-৫)

৩. ইস্রায়েল কিভাবে পাপ করেছিলেন? (আমোষ ২:৬-৮)

৪. ইস্রায়েলের পাপের বিষয়ে ঈশ্বর কেমন ব্যবস্থা নেবেন? (আমোষ ২:৬-১৬)

৫. ঈশ্বর তাঁর লোকদের সাথে অতীতে কেমন আচরণ করেছিলেন? (আমোষ ২:৯-১২)

৬. কারা ঈশ্বরের প্রচন্ড শাস্তি ভোগ করবে বলা হয়েছিল? (আমোষ ২:১৩-১৬)

আমোষ : ৩ অধ্যায়

ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর কথা

৩ [১] হে ইস্রায়েল-সন্তানেরা, তোমরা এই বাক্য শোন, যা তোমাদের বিরুদ্ধে সদাপ্রভু
বলেছেন– আমি মিসর দেশ থেকে যাকে বের করে এনেছি, সেসব গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে–
[২] আমি পৃথিবীর সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে তোমাদেরই পরিচয় নিয়েছি, এজন্য তোমাদের সমস্ত
অপরাধ বিচার করে তোমাদের প্রতিফল দেব।

[৩] একপরামর্শ না হলে দুই ব্যক্তি কি একসঙ্গে চলে? [৪] শিকার না পেলে বনের মধ্যে
সিংহ কি গর্জন করে? কোন পশু না ধরলে গহ্বরে যুবা কেশরী কি হুঙ্কার করে? [৫] কল না
পাতলে পাখি কি ফাঁদের কাছে আসবে? কিছু ধরা না পড়লে কল কি ভূমি থেকে লাফিয়ে
উঠে? [৬] নগরের মধ্যে তূরী বাজলে লোকেরা কি কাঁপে না? সদাপ্রভু না ঘটালে নগরের মধ্যে
কি অমঙ্গল ঘটে? [৭] নিশ্চয়ই প্রভু সদাপ্রভু নিজের দাস ভাববাদীদের কাছে তাঁর গূঢ় মন্ত্রণা
প্রকাশ না করে কিছুই করেন না। [৮] সিংহ গর্জন করলে, কে না ভয় করবে? প্রভু সদাপ্রভু
কথা বললেন, কে না ভবিষ্যদ্বাণী বলবে?

[৯] তোমরা অস্‌দোদের অট্টালিকাগুলোর উপরে ও মিসর দেশের অট্টালিকাগুলোর উপরে
ঘোষণা কর, আর বল, তোমরা শমরিয়ার পর্বতমালার উপরে একত্রিত হও; আর দেখ, তার
মধ্যে কত মহাকোলাহল! তার মধ্যে কত দৌরাত্ম্য! [১০] ওরা ন্যায় আচরণ করতে জানে না,

---

[৩:১] সফ ২:৫; [৩:১] দেখুন আমোষ ২:১০; [৩:২] দেখুন যাত্রা ১৯:৬; দ্বি:বি ৭:৬; লূক ১২:৪৭; [৩:২] পদ ১৪; [৩:২] দেখুন যিরি ১৪:১০; মীখা ২:৩; ১পিতর ৪:১৭; [৩:৪] দেখুন যিশা ৪২:১৩; [৩:৪] গীত ১০৪:২১; দেখুন হোশেয় ৫:১৪; [৩:৫] দেখুন গীত ১১৯:১১০; [৩:৬] দেখুন গণনা ১০:২; দেখুন ইয়োব ৩৯:২৪; দেখুন যিরি ৪:২১; [৩:৬] দেখুন যিশা ৩১:২; [৩:৬] যিশা ১৪:২৪-২৭; [৩:৭] আদি ১৮:১৭; দেখুন ১ শমূ ৩:৭; দেখুন দানি ৯:২২; যোহন ১৫:১৫; প্রকা ১০:৭; [৩:৭] দেখুন যিরি ২৩:২২; [৩:৮] দেখুন যিশা ৩১:৪; [৩:৮] দেখুন যিশা ৪২:১৩; [৩:৮] দেখুন যিরি ২০:৯; যোহন ১:১-৩; ৩:১-৩; প্রেরিত ৪:২০; [৩:৯] দেখুন যিহো ১৩:৩; দেখুন ২ বংশা ২৬:৬; [৩:৯] আমোষ ৪:১; ৬:১;

৩:১ এই বাক্য শোন। দেখুন পদ ৪:১; ৫:১। সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন যেন তারা তাদের পাপের হিসাব দেয়।

৩:২ তোমাদেরই পরিচয় নিয়েছি। ইস্রায়েলের এখন যে শক্তিমত্তা রয়েছে ও যে সকল অনুগ্রহ তারা লাভ করেছে তা একমাত্র ঈশ্বরের মনোনীত জাতি বলেই তারা লাভ করেছে। তার এই সমস্ত সুযোগ ও অধিকারের ফলশ্রুতিতে তাকে যে সমস্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল তা সে ভুলে গেছে এবং এখন তাকে সেগুলো মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

৩:৩-৬ এই প্রশ্নগুলোর মধ্য দিয়ে (যার মধ্যে যুক্ত রয়েছে তুলনা) ভাববাদী আমোষ ৭-৮ পদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন, যার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে কেন তিনি এই ভয়ঙ্কর কথাগুলো বলছেন। প্রত্যেকটি চিত্রই কারণ ও প্রভাব ব্যক্ত করেছে, যা দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন উপাদান রূপকার্থে ব্যবহার করেছে– এবং তার পেছনে কাজ করেছে ঐশ্বরিক অনুপ্রাণিত শক্তি (পদ ৬)।

৩:৭ নিজের দাস ভাববাদী। দেখুন যিরমিয় ৭:২৫; সখ ১:৬ পদ ও নোট।

৩:৮ সিংহ গর্জন করলে। ১:২ পদের প্রতিফলন ঘটেছে (উক্ত পদের নোট দেখুন)। *কে না ভবিষ্যদ্বাণী বলবে?* ঈশ্বর কথা বলেছেন বলেই আমোষ কথা বলেছেন।

৩:৯ পলেষ্টিয়া ও মিসরের ধনী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে যেন তারা শমরিয়ার ধন লুট করে ধনী হওয়া লোকদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচার কার্যকর হতে দেখেন (পদ ১৫)। *অট্টালিকা।* ১:৪ পদের নোট

সদাপ্রভু এই কথা বলেন, তারা নিজ নিজ অট্টালিকায় দৌরাত্ম্য ও লুট সঞ্চয় করে। ১১ এজন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বলেন, এক জন বিপক্ষ! সে দেশ ঘিরে ফেলবে, সে তোমার প্রতিরক্ষার উপায়গুলো ধ্বংস করবে এবং তোমার অট্টালিকাগুলো লুট করবে।

১২ সদাপ্রভু এই কথা বলেন, সিংহের মুখ থেকে যেমন মেষপালক দু'টি পা কিম্বা কানের একটি টুকরা উদ্ধার করে, তেমনি সেই ইস্রায়েল-সন্তানদের উদ্ধার করা যাবে, যারা শমরিয়ায় বিছানার কোণে কিম্বা পালঙ্কের উপর শিল্পীত চাদরে বসে থাকে। ১৩ তোমরা শোন, আর যাকোবের কুলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দাও, এই কথা প্রভু সদাপ্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর বলেন। ১৪ কেননা আমি যেদিন ইস্রায়েলকে তার অধর্মগুলোর প্রতিফল দেব, সেদিন বৈথেলে অবস্থিত বেদিগুলোকে প্রতিফল দেব, তাতে বেদির শিংগুলো ছিন্ন হয়ে ভূমিতে

[৩:১০] আমোষ ৫:৭; ৬:১২; [৩:১০] দেখুন গীত ৩৬:৩; মীখা ৬:১০; সফ ১:৯; [৩:১০] হবক ২:৮; [৩:১১] আমোষ ২:৫; ৬:১৪; [৩:১২] দেখুন ১ শমূ ১৭:৩৪; [৩:১২] দেখুন ইষ্টের ১:৬; আমোষ ৬:৪; [৩:১৩] যিহি ২:৭; [৩:১৪] দেখুন পদ ২; দেখুন লেবীয় ২৬:১৮; [৩:১৪] দেখুন আদি ১২:৮; আমোষ ৫:৫-৬; [৩:১৪] দেখুন যাত্রা ২৭:২;

দেখুন। *মহা কোলাহল।* ঈশ্বরের আইন-কানুন অনুসারে শৃঙ্খলা স্থাপিত না হওয়ায় সহিংস ও স্বার্থপরতাপূর্ণ শাসন ব্যবস্থার ফলাফল।

৩:১০ তারা ... সঞ্চয় করে। তুলনা করুন ২:৬-৮ পদ। ইস্রায়েলের ধনী ব্যক্তিদের সমৃদ্ধির পেছনে ছিল জোর অত্যাচার ও লুটতরাজ। পরবর্তী পদে এ ধরনের লোভের প্রতি ঈশ্বরের ঘোষণা প্রকাশ পেয়েছে (তুলনা করুন হব্‌ক ২:৬-১১)।

৩:১১ বিপক্ষ। আসিরিয়া। *তোমার অট্টালিকা-গুলো লুট করবে।* তাদের অট্টালিকাই লুট করা হবে যারা অন্যদের লুট করে প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল।

৩:১২ ভেড়ার রাখাল দু'টি পা ... উদ্ধার করে। ভেড়াটিকে যে সিংহ খেয়ে ফেলেছে, পালক নিজে চুরি করে নি সেটা প্রমাণ করার জন্য (যাত্রা ২২:১৩ পদ দেখুন)। *উদ্ধার করা যাবে।* শুধুমাত্র কিছু বিকৃত ছিড়ে যাওয়া অংশ উদ্ধার করা যাবে। এ অবস্থায় জাতিটিকে সামান্য ভগ্নাংশ ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না। সম্ভবত যারা বিলাসিতায় জীবন কাটায় তাদের কথা এখানে বলা হয়েছে (৬:৪ পদ দেখুন)। যেহেতু সেই সময় দামেস্কের উপরে ইস্রায়েলীয়দের অত্যন্ত প্রভাব ছিল, সেই কারণে শমরিয়ার ধনী ব্যবসায়ীরা সম্ভবত দামেস্কে তাদের বাণিজ্য প্রসারে সাথে সাথে বিলাসবহুল গৃহ নির্মাণ করে রেখেছিল বসবাসের জন্য (১ রাজা ২০:৩৪ পদ ও নোট দেখুন)।

৩:১৩ শোন ... সাক্ষ্য দাও। যাদেরকে ৯ পদে আহ্বান জানানো হয়েছে তাদেরকেই সাক্ষ্য দিতে বলা হচ্ছে। পলেষ্টিয়া এবং মিসরের ধনীয় ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে যেন তারা শমরিয়ার ধনী ব্যক্তিদের প্রতি সদাপ্রভু ঈশ্বরের বিচারের রায় শোনে এবং এই সাক্ষ্য দেয় যে, সদাপ্রভু ঈশ্বরের এই বিচার সঠিক ও ন্যায্য। এমনকি এই সমস্ত পৌত্তলিক পরজাতীয় লোকেরাও সদাপ্রভু ঈশ্বরের বিচারের সাথে একমত হবে।

৩:১৪ বৈথেলস্থ বেদিগুলো। বৈথেলে রাজা প্রথম যারবিয়াম কর্তৃক স্থাপিত অসার দেবতাদের মূর্তিগুলোর মধ্যে ইস্রায়েলীয়দের পাপ চরমভাবে গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল (১ রাজা ১২:২৬-৩৩)। *বেদির শিংগুলো।* এমন কি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শেষ আশ্রয়টিও (তুলনা করুন ১ রাজা ১:৫০-৫৩) ইস্রায়েল জাতির জীবনে কোন সুরক্ষা বয়ে আনতে পারবে না।

পড়বে। [১৫] আমি শীতকালের ও গ্রীষ্মকালের বাড়িকে আঘাত করবো; হাতির দাতের বাড়িগুলো নষ্ট হবে এবং অনেক বাড়ি ধ্বংস হবে, সদাপ্রভু এই কথা বলেন।

[৩:১৫] যিরি ৩৬:২২; [৩:১৫] বিচার ৩:২০; [৩:১৫] দেখুন ১ রাজা ২২:৩৯; [৩:১৫] আমোষ ৫:১১; ৬:১১; [৩:১৫] দেখুন যিশা ৩৪:৫; [৩:১৫] হোশেয় ১০:৫-৮, ১৪-১৫।

৩:১৫ শীতকালের ও গ্রীষ্মকালের বাড়ি। তুলনা করুন ৬:১১; আরও সম্পদের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে যা তাদের মালিকদের প্রয়োজনের সময়ে কোন উপকারে আসবে না– তাদের দামী সাজসজ্জা, হাতির দাঁতের ক্ষোদাই কর্ম কোন কিছুই আর কাজে লাগবে না (তুলনা করুন ৬:৪ পদ)। শমরিয়া সহ অন্যান্য নগরের ধ্বংসস্তূপে এ ধরনের ক্ষোদাই কর্মের নজির দেখা যায় (১ রাজা ২২:৩৯ পদ ও নোট দেখুন)।

আমোষ ৩ অধ্যায়ের প্রধান বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়–

১. তাদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত ঈশ্বরের বিচার, ঐ সব বিচার বিষয়ক সর্তকতা প্রদান এবং এবং নিরুদ্বেগহীনতা থেকে তাদেরকে জাগিয়ে তোলা (আমোষ ৩:১-৮)।

২. তাদের মাঝে লক্ষ্যণীয় পাপের জন্য ঈশ্বর ক্ষিপ্ত হয়ে তাদেরকে শাসিয়েছিলেন ও শাস্তি দিয়েছিলেন যেন তারা ঈশ্বরের সাথে তাদের বিরোধের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে পারে। আর যদি না তারা অনুতপ্ত হয়ে মন পরিবর্তন করে ও সংশোধিত না হয়, তবে বিতর্কিত পথে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কোন উপায় থাকবে না (আমোষ ৩:৯-১৫)।

সার-সংক্ষেপঃ

ঈশ্বরের বেছে নেয়া জাতি হিসেবে, ইস্রায়েল সন্তানরা তাদের দায়িত্ব পালন করে নি। তাই সদাপ্রভুর দেয়া শাস্তি হিসেবে অপ্রতিরোধ্য দুর্যোগ শহরের উপর নেমে আসবে। ইস্রায়েলকে দেয়া শাস্তির সাক্ষী হিসেবে মিসরীয় ও পলেষ্টীয়দের আমন্ত্রণ জানানো হবে। ইস্রায়েলকে দখল করা হবে এবং তার লোকজনকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়া হবে। আর বৈথেলের যজ্ঞবেদিগুলোকে ধ্বংস করে দেয়া হবে।

আমোষ ৩ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. ঈশ্বর কেন ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে তাঁর মুখ খুলেছিলেন? (আমোষ ৩:১-২)

২. ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের শাস্তি কেন অবশ্যম্ভাবী ছিল? (আমোষ ৩:৩-৮)

৩. ৯ ও ১০ পদে তুলে ধরা অন্যায় ও অবিচারগুলো কি ছিল? (আমোষ ৩:৯-১০)

৪. ভাববাদী আমোষ যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা বলেছেন সেগুলো কি ছিল? (আমোষ ৩:১১-১৫)

আমোষ : ৪ অধ্যায়

ইস্রায়েলের প্রতি দ্বিতীয় অনুযোগ

৪ [১] হে শমরিয়ার পাহাড়ের উপরিস্থ বাশনের গাভীগুলো, এই বাক্য শোন; তোমরা
দীনহীন লোকদের প্রতি উপদ্রব করছো, দরিদ্রদেরকে চূর্ণ করছো এবং নিজেদের
কর্তাদের বলছো কিছু আন, আমরা পান করি। [২] প্রভু সদাপ্রভু তাঁর পবিত্রতার শপথ করে
বলেছেন, দেখ, তোমাদের উপরে এমন সময় আসছে, যে সময়ে লোকে তোমাদেরকে
আঁকড়া ও তোমাদের শেষাংশকে জেলের বড়শী দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে। [৩] আর তোমরা
প্রত্যেকে নিজ নিজ সম্মুখস্থ ভগ্নস্থান দিয়ে বের হবে এবং হর্মোণে নিক্ষিপ্ত হবে, সদাপ্রভু এই
কথা বলেন।

[৪] তোমরা বৈথেল গিয়ে অধর্ম কর, গিল্‌গলে গিয়ে অধর্মের বৃদ্ধি কর এবং প্রতি প্রভাতে
নিজ নিজ উৎসর্গ ও প্রতি তিন দিনের দিন নিজ নিজ দশ ভাগের এক ভাগ উৎসর্গ কর।

[৪:১] দেখুন গীত ২২:১২; [৪:১] দেখুন আমোষ ৩:৯; [৪:১] দেখুন যিশা ৫৮:৬; দেখুন যিহি ১৮:১২; [৪:১] দেখুন দ্বি:বি ২৪:১৪; [৪:১] যিরি ৪৪:১৯; [৪:১] দেখুন আমোষ ২:৮; ৫:১১; ৮:৬; [৪:২] যিরি ৩১:৩১; [৪:২] আমোষ ৬:৮; [৪:২] দেখুন ২ রাজা ১৯:২৮; দেখুন ২ বংশা ৩৩:১১; দেখুন যিশা ১৯:৮; [৪:৩] দেখুন যিহি ১২:৫; [৪:৪] দেখুন যিহো ৭:২; [৪:৪] দেখুন হোশেয় ৪:১৫; [৪:৪] দেখুন গণনা ২৮:৩; [৪:৪] দ্বি:বি ১৪:২৮; [৪:৪] দেখুন যিহি ২০:৩৯; আমোষ ৫:২১

৪:১ এই বাক্য শোন। ৩:১ পদের নোট দেখুন। *বাশনের গাভীগুলো।* এই কথার মধ্য দিয়ে অভিজাত শ্রেণীর নারীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যাদের তুলনা করা হয়েছে প্রাচীন কনানের সবচেয়ে বেশি ফলবন্ত জাতের গাভীর সাথে। সাধারণত এই জাতের গাভীগুলো উত্তর যর্দন এলাকার চারণভূমিতে পালন করা হত (দেখুন গীত ২২:১২; যিহি ৩৯:১৮ পদ ও নোট)। এখানে উপহাসের ভঙ্গিতে এই রূপকটি ব্যক্ত করা হয়েছে কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না। *শমরিয়ার পাহাড়।* ৬:১ পদ ও নোট দেখুন।

৪:২ প্রভু সদাপ্রভু ... শপথ করে বলেছেন। এখানে ঘটনাবলীর সত্যতা ও সুস্পষ্টতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে। *তাঁর পবিত্রতার শপথ।* ইস্রায়েল জাতির পাপের সাথে তুলনা করলে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর পবিত্রতার শপথ করার মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, ঈশ্বর যেভাবে সব সময় তাঁর কথা রেখেছেন সেভাবে তারাও যদি ঈশ্বরের সাথে কৃত নিয়ম অনুসারে সমস্ত কাজ করতো ও তাদের জীবনকে পরিচালনা করতো তাহলে তারা আজ কোন অবস্থানে থাকতো পারতো (যাত্রা ১৯:৬ পদ ও নোট দেখুন)। *আঁকড়া।* আসিরিয়দের প্রস্তর ফলক চিত্র অনুসারে বন্দীদেরকে সব সময় তাদের নাক বা নিচের ঠোঁটে গেঁথে রাখা আংটার সাথে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হত (দেখুন ২ রাজা ১৯:২৮ পদ ও নোট; ২ বংশা ৩৩:১১; যিহি ১৯:৪, ৯; হব্‌ক ১:১৫ পদ)। অবশ্য এখানে যে হিব্রু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে দড়িও বোঝানো হতে পারে।

৪:৩ নিজ নিজ সম্মুখস্থ ভগ্নস্থান। তুলনা করুন ২ রাজা ১৭:৫; যিহি ১৩:৫। *হর্মোণ।* সম্ভবত এটি একটি স্থানের নাম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

৪:৪-৫ এই কথাগুলো পরিহাসের ছলে বলা হয়েছে।

৪:৪ বৈথেল ... গিল্‌গল। এই নগরগুলোর বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল, কারণ এখানে ঈশ্বর তাঁর লোকদের সহায় হয়েছিলেন (আদি ৩৫:১-১৫; যিহোশূয় ৪:২০-২৪) এবং এই দুটোই ভাববাদী আমোষের সময়ে উপাসনা ও উৎসর্গ করার জন্য খুব জনপ্রিয় স্থান ছিল (৫:৫; দেখুন হোশেয় ৪:১৫; ১২:৪ পদ ও নোট দেখুন)। *প্রতি প্রভাতে নিজ নিজ উৎসর্গ।* দেখুন

৫ আর স্তবের উদ্দেশে খামিযুক্ত দ্রব্য উৎসর্গ কর এবং স্বেচ্ছাদত্ত উপহারের বিষয় ঘোষণা
কর ও প্রচার কর; কেননা, হে ইস্রায়েল-সন্তানেরা, তোমরা এই রকম করতেই ভালবাস,
এই কথা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।

ইস্রায়েল শাসন অগ্রাহ্য করলো

৬ আর আমিও তোমাদের সমস্ত নগরে দন্তাবলির পরিচ্ছন্নতা ও তোমাদের সমস্ত
বাসস্থানে অন্নাভাব দিলাম; তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে আসলে না, সদাপ্রভু এই কথা
বলেন। ৭ আর শস্য পাকবার তিন মাস আগে আমিও তোমাদের থেকে বৃষ্টি নিবারণ
করলাম; এক নগরে বৃষ্টি ও অন্য নগরে অনাবৃষ্টি করলাম; একটি ক্ষেত জলে সিক্ত হল,
অন্য ক্ষেতটি জলের অভাবে শুকিয়ে গেল। ৮ তাই জল পান করার জন্য দুই তিন নগরের
লোক টলতে টলতে অন্য এক নগরে যেত, কিন্তু তৃপ্ত হত না;

তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে আসলে না,
সদাপ্রভু এই কথা বলেন।

৯ আমি শস্যের শোষ ও ম্লানি রোগ দ্বারা তোমাদের আঘাত করলাম; শূককীট

-২২; [৪:৫] দেখুন লেবীয় ৭:১৩; [৪:৫] দেখুন লেবীয় ২২:১৮-২১; [৪:৬] দেখুন যিশা ৩:১; দেখুন ৯:১৩; দেখুন যিরি ৫:৩; হগয় ২:১৭; [৪:৭] দেখুন যিরি ৩:৩; সখ ১৪:১৭; [৪:৭] যাত্রা ৯:৪, ২৬; দ্বি:বি ১১:১৭; দেখুন ২ বংশা ৭:১৩; দেখুন যিশা ৫:৬; [৪:৮] দেখুন যিহি ৪:১৬-১৭; [৪:৮] হগয় ১:৬; [৪:৮] দেখুন যিরি ৩:৭; [৪:৮] দেখুন ইয়োব ৩৬:৩১; দেখুন যিরি ১৪:৪; [৪:৯] দেখুন দ্বি:বি ২৮:২২; [৪:৯] দেখুন যাত্রা ১০:১৩; দেখুন যোয়েল ২:২৫; [৪:৯] যোয়েল ১:৭;

যাত্রা ২৯:৩৮-৪১ পদ। *নিজ নিজ দশ ভাগের এক ভাগ।* অর্থাৎ দশমাংশ; সম্ভবত এটি বিশেষ দশমাংশ যা তিন বছর পর পর দেওয়া হত (দ্বি.বি. ১৪:২৮; ২৬:১২ পদ দেখুন)। *তিন দিনের দিন।* অনেক সময় হিব্রু ভাষায় "দিন" বলতে বছর বোঝানো হয়ে থাকে।

৪:৫ খামিযুক্ত দ্রব্য। উৎসর্গ করার সময় খামিযুক্ত রুটি পোড়ানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল (দেখুন লেবীয় ২:১১; ৬:১৭)। সম্ভবত ভাববাদী আমোষ এখানে ইস্রায়েলীয়দেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে আইন-কানুন ভঙ্গ করার জন্য তিরস্কার করছেন, কিংবা তিনি এখানে অশুচি দ্রব্য সদাপ্রভু ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করার বিপক্ষে কথা বলছেন। খামিযুক্ত রুটি অনেক সময় মঙ্গল-উৎসর্গের জন্য আনা হত (লেবীয় ৭:১৩ পদ দেখুন)। *তোমরা এই রকম করতেই ভালবাস।* তারা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতে ভালবাসতো, কিন্তু ঈশ্বর যা ভালবাসেন সেগুলো তারা ভালবাসতো না– মঙ্গল চিন্তা, দয়া, সহানুভূতি, ন্যায় বিচার (দেখুন ৫:১৫; যিশা ৫:৭; ৬১:৮; হোশেয় ৬:৬ পদ ও নোট; মীখা ৬:৮ পদ)।

৪:৬-১১ অতীতে ঈশ্বর প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে তাঁর লোকদেরকে শাসন করতেন ও তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্ক করে দিতেন, কিন্তু তারা এই শিক্ষা খুব দ্রুত ভুলে যেত (এর সাথে তুলনা করুন দ্বি.বি. ২৮:২২-২৪, ৩৯-৪০, ৪২, ৪৮, ৫৬-৫৭ পদের আইন-কানুনে উল্লিখিত অভিশাপ)।

৪:৬ আমিও। এগুলো নেহায়েত সাধারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল না; এগুলো ছিল ঈশ্বরের বিচারের প্রত্যক্ষ কাজ (৩:৬)। তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে আসলে না। এই অভিযোগটি ৮-১১ পদে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

৪:৭-৮ ফসল উত্তোলনের আগে তিন মাস বৃষ্টি হয় নি বলে শস্য পুরোপুরি বেড়ে উঠতে পারে নি।

৪:৯ শস্যের শোষ ও ম্লানি রোগ। দেখুন হগয় ২:১৭ পদ ও নোট। *শূককীট।* দেখুন যাত্রা ১০:১৪ পদ ও নোট।

তোমাদের বহুসংখ্য বাগান, তোমাদের আঙ্গুর-ক্ষেত, তোমাদের ডুমুর গাছ ও জলপাই গাছ খেয়ে ফেললো;

তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে আসলে না,

সদাপ্রভু এই কথা বলেন।

[১০] আমি তোমাদের মধ্যে মিসর দেশের মহামারীর মত মহামারী পাঠালাম; খড়্গ দ্বারা তোমাদের যুবকদের হত্যা করলাম ও তোমাদের ঘোড়াগুলোকে নিয়ে গেলাম; আর তোমাদের শিবিরের দুর্গন্ধ তোমাদের নাসিকাতে প্রবেশ করালাম;

তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে আসলে না,

সদাপ্রভু এই কথা বলেন।

[১১] আমি তোমাদের কতগুলো স্থান উৎপাটন করলাম, যেমন ঈশ্বর সদোম ও ঘমোরা উৎপাটন করেছিলেন, তাতে তোমরা আগুন থেকে তুলে নেওয়া জ্বলন্ত কাঠের মত হলে;

তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে আসলে না,

সদাপ্রভু এই কথা বলেন।

[১২] হে ইস্রায়েল, এজন্য আমি তোমার প্রতি এরকম ব্যবহার করবো; আর এই হেতু, হে ইস্রায়েল, তুমি তোমার ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত হও। [১৩] কেননা দেখ, তিনি পর্বতমালার নির্মাতা ও বাতাসের সৃষ্টিকর্তা; তিনি মানুষের কাছে তাঁর চিন্তা প্রকাশ করেন; তিনি আলোকে অন্ধকার করেন ও পৃথিবীর উচ্চস্থলীগুলোর উপর দিয়ে চলাচল করেন; বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু, এই তাঁর নাম।

[৪:৯] দেখুন যিশা ৯:১৩; দেখুন যিরি ৩:১০; [৪:১০] দেখুন যাত্রা ৯:৩; [৪:১০] যাত্রা ১১:৫; [৪:১০] দেখুন যিশা ৯:১৭; [৪:১০] দেখুন যিশা ৩৪:৩; [৪:১০] দেখুন দ্বি:বি ২৮:২১; [৪:১০] দেখুন যিশা ৯:১৩; [৪:১১] দেখুন আদি ১৯:২৪; দেখুন যিরি ২৩:১৪; [৪:১১] দেখুন যিশা ৭:৪; বিচার ১:২৩; [৪:১১] দেখুন ইয়োব ৩৬:১৩; [৪:১৩] গীত ৬৫:৬; [৪:১৩] গীত ১৩৫:৭; [৪:১৩] দেখুন দানি ২:২৮; [৪:১৩] মীখা ১:৩; [৪:১৩] দেখুন যিশা ৪৭:৪; আমোষ ৫:৮, ২৭; ৯:৬।

৪:১০ মিসর দেশের ... মহামারী পাঠালাম। দেখুন যাত্রা ৭:১৪–১২:৩০ পদ।

৪:১১ সদোম ও ঘমোরা। এখানে সম্পূর্ণ ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে, যা উক্ত দুটি নগরের উপরে ঈশ্বরের বিচারের শাস্তি হিসেবে নেমে এসেছিল (দেখুন আদি ১৯:২৪-২৫) এবং ক্রমে তা প্রবাদসম হয়ে ওঠে (দেখুন দ্বি.বি. ২৯:২৩; যিশা ১:৯; ১৩:১৯; আরও দেখুন যিরমিয় ৪৯:১৮; সফ ২:৯ পদ ও নোট)। *আগুন থেকে তুলে নেওয়া জ্বলন্ত কাঠের মত।* অর্থাৎ তারা শুধুমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহের কারণে রক্ষা পেয়েছে।

৪:১২ তুমি তোমার ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত হও। বিপর্যস্ত ইস্রায়েলকে আসিরিয়দের দ্বারা এনে হাঁটু গেড়ে বসানো হল, যেন সে সিনাই পর্বতে তার সাথে চুক্তি স্থাপনকারী ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হয়ে উপলব্ধি করতে পারে যে, সে কতটা মারাত্মক অপরাধ করেছে।

৪:১৩ দেখুন পদ ৫:৮-৯ ও নোট। এমন শক্তিশালী ও পরাক্রমী ঈশ্বর খুব সহজেই ১২ পদে ঘোষিত বিচার সম্পন্ন করতে পারেন।

আমোষ ৪ অধ্যায়ের প্রধান বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়–

১. গরিবদের উপর অত্যাচার চালানোর জন্য ইস্রায়েলের অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের হুমকি (আমোষ ৪:১-৩)।

২. প্রতিমার সাথে সংযুক্ত ইস্রায়েলের মূর্তিপূজারীদেরকে তাদের নিজেদের মনের কামনা-বাসনার কাছে ছেড়ে দেয়া হয়েছে (আমোষ ৪:৪-৫)।

৩. ইস্রায়েলের একগুঁয়েমিপনা থেকে আসা সব পাপের তীব্র আকার ধারণ এবং ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসা ও সংশোধনের অস্বীকৃর্তির জন্য এক সময়ে তাদের প্রতি করা দয়ার জন্য তাঁর আক্ষেপ (আমোষ ৪:৬-১১)।

৪. অবশেষে তাদেরকে আসতে বলা হয় যেন তারা ঈশ্বরের সামনে নিজেদেরকে নম্র রাখে, কারণ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিজেদের পাপকে নিরসন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় (আমোষ ৪:১২-১৩)।

সার-সংক্ষেপঃ

'বাশনের গাভীগুলো' দিয়ে ঐ সব স্ত্রীলোকদেরকে নির্দেশ করা হয়েছে, যারা গরিবদের উপর নির্যাতন চালায় এবং তাদের স্বামীদের কাছ থেকে আংগুর-রস দাবী করে। তাদেরকে কড়া লাগিয়ে বড়শি দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে (কারণ আসিরিয়রা লোকদেরকে তাদের নীচের ঠোটে কড়া লাগিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে)। বৈথেল ও গিলগলের যজ্ঞবেদিগুলোর উৎসর্গগুলো অর্থহীন। বৃষ্টিকে ধরে রাখা হবে। খাবারের অভাবে পেট খালি বলে তাদের সব দাতগুলো নির্মল হবে। ইস্রায়েলের শস্য শোষ ও ম্লানি রোগে আক্রান্ত হবে। পাহাড়-পবর্তের নির্মাতা ও বায়ুর স্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বর নিজেকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন।

আমোষ ৪ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. উঁচু শ্রেণীর শমরিয় স্ত্রীলোকদের বিপক্ষে কেন ভাববাদী আমোষ কথা বলেছিলেন? (আমোষ ৪:১-৩)

২. ইস্রায়েলীয়রা কিভাবে ধর্মীয় ভন্ডামির কারণে অপরাধী ছিল? (আমোষ ৪:৪-৫)

৩. ঈশ্বরের প্রতি ইস্রায়েলের একগুঁয়েমি মনোভাবটি কি ছিল? (আমোষ ৪:৬-১৩)

আমোষ : ৫ অধ্যায়

ইস্রায়েলের পাপের জন্য বিলাপ

৫ [১] হে ইস্রায়েল-কুল, আমি তোমাদের বিষয়ে যে বিলাপ করি, তা শোন। [২] ইস্রায়েল-
কুমারী পড়ে গেছে, সে আর উঠবে না; সে তার ভূমিতে আছাড় খেয়েছে; তাকে
উঠাবার কেউ নেই।

[৩] কারণ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বলেন, যে নগরের লোকেরা এক হাজার লোক বের
হয়, তার একশত অবশিষ্ট থাকবে; আর যেখানে লোকেরা একশত হয়ে বের হয়, তার দশ
জন অবশিষ্ট থাকবে, ইস্রায়েল-কুলের জন্য।

[৪] কারণ সদাপ্রভু ইস্রায়েল-কুলকে এই কথা বলেন, তোমরা আমার খোঁজ কর, তাতে
বাঁচবে। [৫] কিন্তু বৈথেলের খোঁজ করো না, গিল্‌গলে প্রবেশ করো না ও বের্‌শেবাতে যেও
না; কেননা গিল্‌গল অবশ্য নির্বাসিত হবে, বৈথেল অসার হয়ে পড়বে।

[৬] সদাপ্রভুর খোঁজ কর, তাতে বাঁচবে; নতুবা তিনি যোষেফের কুলে আগুনের মতই
জ্বলবেন, আর সেই আগুন গ্রাস করবে, বৈথেল সেই আগুন নিভিয়ে ফেলবার কেউই থাকবে

[৫:১] দেখুন যিরি ৪:৮; দেখুন যিহি ১৯:১; [৫:২] দেখুন ২ রাজা ১৯:২১; যিরি ১৪:১৭; [৫:২] যিরি ৫০:৩২; আমোষ ৮:১৪; [৫:৩] যিশা ৬:১৩; আমোষ ৬:৯; [৫:৪] দেখুন দ্বি:বি ৪:২৯; [৫:৪] দ্বি:বি ৩২:৪৬-৪৭; যিশা ৫৫:৩; যিরি ২৯:১৩; দেখুন যিহি ১৮:৯; [৫:৫] ১ শমূ ১১:১৪; দেখুন হোশেয় ৪:১৫; [৫:৫] আদি ২১:৩১; আমোষ ৮:১৪; [৫:৫] দেখুন ১ শমূ ৭:১৬; দেখুন ৮:২; [৫:৬] গীত ২২:২৬; ১০৫:৪; দেখুন যিশা ৩১:১; ৫৫:৬; সফ ২:৩; [৫:৬] পদ ১৪; দেখুন লেবীয় ১৮:৫; [৫:৬] দ্বি:বি ৪:২৪; [৫:৬] দেখুন আমোষ ৩:১৪; [৫:৬] দেখুন যিরি ৪:৪;

৫:১ যে বিলাপ করি, তা শোন। ৩:১ পদের নোট দেখুন। *তোমাদের বিষয়ে যে বিলাপ করি।* ভাববাদী আমোষ এমনভাবে বিলাপ করছিলেন যেন ইস্রায়েল জাতি ইতোমধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

৫:২ ইস্রায়েল-কুমারী। এখানে ইস্রায়েল জাতিকে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (দেখুন ২ রাজা ১৯:২১ পদ ও নোট)। *তাকে উঠাবার কেউ নেই।* খোলা মাঠে পড়ে থাকা মৃতদেহের মত ইস্রায়েল আজ পতিত অবস্থায় পড়ে আছে (দেখুন যিরমিয় ৮:২; ৯:২২ পদ)।

৫:৩ যে নগরের লোকেরা। এর হিব্রু প্রতিশব্দটি দিয়ে বিভিন্ন আকৃতির লোক সমাজ বোঝানো হয়েছে, যারা প্রত্যেকেই কষ্টভোগ করেছে।

৫:৪ আমার খোঁজ কর, তাতে বাঁচবে। এই বিশেষ আমন্ত্রণটি ৬ পদে বিধৃত করা হয়েছে এবং আবার ১৪ পদে তা দেখা যায়, যার মধ্য দিয়ে বক্তব্যটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যদি ইস্রায়েল জাতির লোকেরা সদাপ্রভু ঈশ্বরের খোঁজ করে তাহলে তারা ভাববাদী আমোষের বিলাপে উল্লেখিত ভয়ঙ্কর মৃত্যু থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হতে পারে (সফ ২:৩ পদ ও নোট দেখুন)।

৫:৫ বৈথেল ... গিল্‌গল। দেখুন ৪:৪ পদ ও নোট। *বেরশেবা।* এর অবস্থান ছিল যিহূদার দক্ষিণ দিকে। এই স্থানটিও একাধারে সদাপ্রভুর উপাসনার জন্য অত্যন্ত উপযোগী স্থান ছিল এবং পৌত্তলিক দেবতাদের পূজা করার জন্যও স্থানটি ব্যবহৃত হত (পদ ৮:১৪ দেখুন)। সদাপ্রভুর জন্য নির্ধারিত যে সকল উপাসনার স্থানে পৌত্তলিক দেবতাদের পূজা করা হয়েছে সেগুলো অবশ্যই ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

৫:৬ মূর্তিপূজা করার সমস্ত স্থান ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে; তথাপি যদি ইস্রায়েল জাতি সদাপ্রভু ঈশ্বরের দিকে ফেরে তাহলে তাদের জাতিগত ভাবে উদ্ধার লাভের আশা রয়েছে। অন্যথায় নিজের বেছে নেওয়া লোক হলেও ঈশ্বর তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। *সদাপ্রভুর খোঁজ কর, তাতে বাঁচবে।* দেখুন পদ ৪ ও নোট। *যোষেফের কুলে।* ইস্রায়েলের উত্তর রাজ্য, যার নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠী ছিল ইফ্রয়িম, যোষেফের বংশধর (দেখুন পদ ১৫; ৬:৬;

না। [৭] তোমরা বিচারকে তিক্ত বস্তুতে পরিণত করছো ও ধার্মিকতাকে ভূমিসাৎ করছে।

[৮] তাঁর খোঁজ কর, যিনি কৃত্তিকা ও মৃগশীর্ষ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন, যিনি ঘন অন্ধকারকে প্রভাতে পরিণত করেন, যিনি দিনকে রাতের মত অন্ধকারময় করেন, যিনি সমুদ্রের জলরাশিকে আহ্বান করে স্থলের উপর ঢেলে দেন; তাঁর নাম সদাপ্রভু। [৯] তিনি বলবানের প্রতি হঠাৎ সর্বনাশ উপস্থিত করেন, তাতে সর্বনাশ দুর্গের উপরে আসে।

[১০] যে নগর-দ্বারে অনুযোগ করে, লোকে তাকে হিংসা করে এবং তারা সত্যবাদীকে ঘৃণা করে। [১১] তোমরা দীনহীন লোককে পদতলে দলিত করছো ও তার কাছ থেকে শস্য আদায় করছো; এজন্য, তোমরা খোদাই-করা পাথরের বাড়ি তৈরি করেছ বটে, কিন্তু তাতে

[৫:৭] যিশা ৫:২০; আমোষ ৬:১২; [৫:৭] দেখুন আমোষ ৩:১০; [৫:৭] দেখুন হোশেয় ১০:৪; [৫:৮] দেখুন আদি ১:১৬; দেখুন ইয়োব ৩৮:৩১; [৫:৮] দেখুন ইয়োব ৩৮:১২; যিশা ৪২:১৬; [৫:৮] দেখুন গীত ১০৪:২০; আমোষ ৮:৯; [৫:৮] গীত ১০৪:৬-৯; যিরি ১৬:২১; দেখুন আমোষ ৪:১৩; [৫:৯] মীখা ৫:১১; [৫:১০] দেখুন যিশা ২৯:২১; [৫:১০] ১ রাজা ২২:৮; গালা ৪:১৬; [৫:১১] আমোষ ৮:৬; [৫:১১] দেখুন আমোষ ৩:১৫; [৫:১১] দেখুন দ্বি:বি ২৮:৩০; মীখা ১:৬;

হোশেয় ৪:৭ পদ ও নোট)। *বৈথেল।* উত্তর রাজ্যের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু (দেখুন পদ ৩:১৪; ৪:৪; ৭:১৩; হোশেয় ১২:৪ ও নোট)। ইস্রায়েলীয়রা সেখানে যে দেবতাদের পূজা করতে শুরু করেছিল তারা সকলে প্রকৃত ও একমাত্র ঈশ্বরের সামনে শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল।

৫:৭ তোমরা বিচারকে তিক্ত বস্তুতে পরিণত করছো। তারা বিচারের সমস্ত প্রক্রিয়া করে তুলেছিল দুর্নীতিপরায়ণ। তারা ঈশ্বরের বিধানকে উল্টে ফেলেছিল এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইচ্ছামত তা পরিবর্তন করে প্রয়োগ করতে শুরু করেছিল।

৫:৮-৯ এই অংশটিতেও ৪:১৩ পদের মত সংক্ষিপ্ত গীত রয়েছে (দেখুন ৯:৫-৬ পদ ও নোট)। এখানে ভাববাদী আমোষ তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন যারা ভাল থেকে মন্দতে পরিণত হয়েছে (পদ ৭) এবং যিনি রাতকে দিনে রূপান্তর করতে পারেন ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন– এবং যিনি তাঁর ক্ষমতা দিয়ে তাঁর বিপথগামী লোকদেরকে এক নিমিষে শেষ করে দিতে পারেন।

৫:৮ কৃত্তিকা। সাতটি নক্ষত্রের সমন্বয়ে একটি তারকারাজি; সাধারণত মৃগশীর্ষ তারকারাজির সাথে এর নাম উল্লেখ করা হয় (ইয়োব ৯:৯ পদ দেখুন)। *ঘন অন্ধকারকে প্রভাতে ... দিনকে রাতের মত অন্ধকারময় করেন।* রাত ও দিনের নিয়মতান্ত্রিক আবর্তন (আদি ৮:২২; যিরমিয় ৩১:৩৫ পদ দেখুন)। *সমুদ্রের জলরাশি।* পৃথিবীর ভূগর্ভের উপরিভাগের জল (দেখুন ৯:৬; আদি ১:৭; এর সাথে দেখুন আদি ১:৬; গীত ৩৬:৮; ৪২:৭; ১০৪:৩ পদ)। অন্যভাবে বললে, সমুদ্র ও অন্যান্য জলাশয় থেকে জল বাষ্পীভূত হয়ে মেঘ আকারে বায়ুমণ্ডলে সঞ্চিত হয় এবং বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। *তাঁর নাম সদাপ্রভু।* এই অংশটি আরও দুই বার দেখা যায় এই পুস্তকে (দেখুন ৪:১৩ পদ, যেখানে এই অংশটিকে আরও বিধৃত করা হয়েছে; ৯:৬)।

৫:১০ যে বাক্যটি ৭ পদে শুরু করা হয়েছে সেটি এখনও চলছে। এই কাব্যধর্মী অনুচ্ছেদটি ১২-১৩ পদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে শেষ হয়েছে, যেখানে এই পদটি হিব্রু ভাষায় তৃতীয় পুরুষে বর্ণিত হয়েছে। অপরদিকে এর আগের অংশে অর্থাৎ ১১-১২ পদে বর্ণনা করা হয়েছে উত্তম পুরুষে। পদ ৭, ১০, ১২-১৩ এর বর্ণনা অনেকটা উদ্দেশ্যধর্মী বা বর্ণনামূলক, কিন্তু ১১-১২ পদের বর্ণনা আরও বেশি সুস্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ।

৫:১১ দীনহীন লোককে ... গমরূপ দর্শনী গ্রহণ করছো। এখানে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে প্রথমে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে (২:৭)। *নির্মাণ করেছ বটে।* অসৎ

বাস করতে পারবে না; তোমরা রম্য আঙ্গুর-ক্ষেত রোপণ করেছ বটে, কিন্তু তার আঙ্গুর-রস পান করতে পারবে না। [১২] কেননা আমি জানি, তোমাদের অধর্ম বহুবিধ, তোমাদের পাপ কঠোর; তোমরা ধার্মিককে কষ্ট দিচ্ছ, ঘুষ গ্রহণ করছো এবং নগর-দ্বারে দরিদ্র লোকদের প্রতি অন্যায় করছো। [১৩] এজন্য এমন সময়ে বুদ্ধিমান লোক চুপ করে থাকে, কেননা এটি দুঃসময়।

[১৪] উত্তমের চেষ্টা কর, মন্দের নয়, যেন বাঁচতে পার; তাতে সদাপ্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর, তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যেমন তোমরা বলে থাক। [১৫] মন্দকে ঘৃণা কর ও উত্তমকে ভালবাস এবং নগর-দ্বারে ন্যায়বিচার স্থাপন কর; তাতে হয় তো বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু যোষেফের অবশিষ্টাংশের প্রতি কৃপা করবেন।

[১৬] এজন্য প্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু, এই কথা বলেন, সমস্ত চকে বিলাপ হবে এবং লোকে সমস্ত পথে হায় হায় করবে; আর তারা চেঁচিয়ে কৃষককে বিলাপ করতে বলবে, যারা বিলাপ করতে নিপুণ তাদেরকে হাহাকার করতে বলবে। [১৭] আর সমস্ত আঙ্গুর-ক্ষেতে বিলাপ হবে, কেননা আমি তোমার মধ্য দিয়ে গমন করবো, সদাপ্রভু এই কথা বলেন।

[৫:১১] দেখুন বিচার ৯:২৭; দেখুন আমোষ ৪:১; ৯:১৪; মীখা ৬:১৫; সফ ১:১৩; [৫:১২] হোশেয় ৫:৩; [৫:১২] দেখুন ইয়োব ৩৬:১৮; দেখুন যিশা ১:২৩; দেখুন যিহি ২২:১২; [৫:১২] দেখুন যিরি ৫:২৮; [৫:১২] দেখুন ইয়োব ৫:৪; দেখুন যিশা ৫:২৩; দেখুন আমোষ ২:৬-৭; [৫:১৩] দেখুন ইষ্টের ৪:১৪; [৫:১৩] মীখা ২:৩; [৫:১৪] দেখুন পদ ৬; [৫:১৫] দেখুন গীত ৫২:৩; দেখুন ৯৭:১০; রোমীয় ১২:৯; [৫:১৫] দেখুন আদি ১৮:২৫; [৫:১৫] দেখুন যিশা ১:১৭; দেখুন ২৯:২১; সখ ৮:১৬; [৫:১৫] দেখুন যিরি ৩৬:৩; [৫:১৫] দেখুন যোয়েল ২:১৪; [৫:১৫] মীখা ৫:৭, ৮; ৭:১৮; [৫:১৬] যিরি ৯:১৭; আমোষ ৮:৩; সফ ১:১০; [৫:১৬] যিরি ৭:৩৪; [৫:১৬] দেখুন যোয়েল ১:১১; [৫:১৭] দেখুন যাত্রা ১১:৬; [৫:১৭] যাত্রা ১২:১২; [৫:১৭] যিশা ১৬:১০; দেখুন যিরি ৪৮:৩৩;

উপার্জনের মধ্য দিয়ে উপার্জিত তাদের সমস্ত সম্পদ ঈশ্বর যে কোন ধ্বংস করে ফেলতে পারেন। তাদের সুখ ও সমৃদ্ধি তখন কেবলই তাদের দুঃখ হয়ে দেখা দেবে (দ্বি.বি. ২৮:৩০, ৩৮-৪০ পদের জন্য ব্যবস্থায় উল্লিখিত অভিশাপ দেখুন।

৫:১৩ বুদ্ধিমান লোক। কেবল বুদ্ধিমান লোকেরাই জানে তারা তাদের অবস্থা পরিবর্তন করতে পারবে এবং সে কারণে বিচারের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

৫:১৪ উত্তমের চেষ্টা কর। তুলনা করুন "আমার খোঁজ কর" (পদ ৪; উক্ত পদের নোট দেখুন; এর সাথে দেখুন যিশা ১:১৬-১৭ পদ এবং ১:১৭ পদের নোট দেখুন)। *যেন বাঁচতে পার।* এর উদ্দেশ্য ৪, ৬ পদে আরও পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং তা পরিবর্তন করা একেবারেই অসম্ভব। *তোমাদের সঙ্গে।* তোমাদের সুরক্ষা ও অনুগ্রহের উৎস হয়ে।

৫:১৫ হয় তো। ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করা যে এখন অনিশ্চিত একটি বিষয় তা প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি ইস্রায়েলের সমগ্র জন সাধারণও যদি তাদের আচরণ পরিবর্তন করে তারপরও তা সময় ও পরীক্ষা সাপেক্ষ, যেন তাদের অন্তরের শুদ্ধতা বিচার করা যায়। *অবশিষ্টাংশের প্রতি।* এখানে বোঝানো হয়েছে যে, এখনই যদি মন পরিবর্তন করা হয় তাহলে এই দুর্যোগ থেকে কোন কোন মানুষ বাঁচলেও বাঁচতে পারে, অর্থাৎ জাতিটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে না। *যোষেফ।* দেখুন ৬ পদের নোট।

৫:১৬-১৭ আবারও ভাববাদী আমোষ তাঁর বিলাপে ফিরে এসেছেন, যা দিয়ে এই অংশটি শুরু করা হয়েছিল (পদ ১-২)। *সমস্ত চকে ... সমস্ত পথে ... কৃষককে।* সকলে ঈশ্বরের শাস্তির কারণে প্রভাবিত হবে। এমনকি কৃষকেরা, যারা এ ধরনের কাজের জন্য অত্যন্ত

আমোষ : ৫ অধ্যায়

সদাপ্রভুর দিন ঘোর অন্ধকার

[১৮] তোমরা, যারা সদাপ্রভুর দিনের আকাঙ্ক্ষা কর; ধিক্ তোমাদের! সদাপ্রভুর দিন
তোমাদের কি করবে? তা অন্ধকার, আলো নয়। [১৯] কোন ব্যক্তি হয়তো সিংহ থেকে পালিয়ে
গেল, আর ভল্লুকীর সম্মুখে পড়লো; অথবা বাড়িতে গিয়ে দেয়ালে হাত রাখলে সাপ তাকে
দংশন করলো। [২০] সদাপ্রভুর দিন কি আলো, অন্ধকার কি নয়? তা কি ঘোর অন্ধকার নয়,
তাতে কি আলো থাকবে?

[২১] আমি তোমাদের উৎসবগুলো ঘৃণা করি, অগ্রাহ্য করি, আমি তোমাদের পর্বদিনগুলো
আমি সহ্য করতে পারি না। [২২] তোমরা আমার কাছে পোড়ানো-উৎসর্গ ও নৈবেদ্য উৎসর্গ
করলে আমি তা গ্রাহ্য করবো না এবং তোমাদের পুষ্ট পশুর মঙ্গল-উৎসর্গদানেও দৃষ্টিপাত
করবো না। [২৩] আমার কাছ থেকে তোমার সঙ্গীতের শোরগোল দূর কর, আমি তোমার

[৫:১৮] দেখুন যিশা ২:১২; দেখুন যোয়েল ১:১৫; [৫:১৮] দেখুন যিরি ৩০:৫; [৫:১৮] দেখুন ১ শমূ ২:৯; দেখুন যোয়েল ২:২; [৫:১৮] দেখুন ইয়োব ২০:২৮; যিশা ৫:১৯, ৩০; যিরি ৩০:৭; [৫:১৯] দেখুন বিলাপ ৩:১০; [৫:১৯] দেখুন দ্বি:বি ৩২:২৪; ইয়োব ২০:২৪; দেখুন উপদে ১০:৮; যিশা ২৪:১৭-১৮; যিরি ১৫:২-৩; ৪৮:৪৪; [৫:২০] দেখুন ১ শমূ ২:৯; [৫:২০] দেখুন যিশা ১৩:১০; দেখুন যিহি ৭:৭; ওব ১:১৫; সফ ১:১৫; [৫:২১] যিরি ৪৪:৪; [৫:২১] দেখুন লেবীয় ২৬:৩১; দেখুন হোশেয় ২:১১; [৫:২১] দেখুন যিহি ২৩:১৮; [৫:২২] লেবীয় ২৬:৩১; [৫:২২] দেখুন গীত ৪০:৬; দেখুন যিরি ৭:২১; [৫:২২] যিশা ১:১১-১৬; দেখুন যিশা ৬৬:৩; যিরি ১৪:১২; দেখুন আমোষ ৪:৪; মীখা ৬:৬-৭; [৫:২৩] আমোষ ৬:৫;

ব্যস্ত থাকে, তারাও তাদের সমস্ত ব্যস্ততা ছেড়ে এসে বিলাপে যোগ দেবে এবং তাদের বিলাপ ও শোক নগর ছাড়িয়ে আঙ্গুর ক্ষেত্রেও প্রবেশ করবে (যোয়েল ১:৫ পদ ও নোট দেখুন)। যখন পবিত্র ঈশ্বর তাদের মধ্য দিয়ে "গমন করবেন" (যেমনটা তিনি মিসরে করেছিলেন, যাত্রা ১২:১২), সে সময় তিনি পাপী ও অশুচি লোকদেরকে শাস্তি দেবেন এবং তারা আর পালাতে পারবে না (তুলনা করুন যিশা ৬:৫ পদ)।

৫:১৮ সদাপ্রভুর দিন। যে দিন সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবীর উপরে পূর্ণ বিজয় লাভ করবেন এবং সমগ্র পৃথিবীর উপরে তাঁর কর্তৃত্ব আদায় করে নেবেন (দেখুন ৮:৯ পদের নোট; যিশা ২:১১, ১৭, ২০; যোয়েল ১:১৫)। ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের মনোনীত জাতি হিসেবে উত্থিত হওয়ার জন্য এই দিনের আকাঙ্ক্ষা করেছে। কিন্তু ভাববাদী আমোষ তাদেরকে সাবধান করে দিয়ে বলছেন যে, তারা যেভাবে চিন্তা করেছে সেভাবে দিনটি আসবে না– দিনটি তার জন্য হবে "অন্ধকারের, আলোর নয়" (পদ ২০; দেখুন ৮:৯ পদ ও নোট), কারণ ইস্রায়েল ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ত ছিল না। (তুলনা করুন "আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিন" এবং ১ করি ১:৮; ৩:১২-১৫; ৫:৫; ২ করি ১:১৪; ফিলি ১:৬, ১০; ২:১৬ পদের বক্তব্য)। ভাববাদী আমোষ প্রাথমিকভাবে ইস্রায়েল জাতির উপরে আগত আসন্ন বিচারের কথা বলেছেন, তিনি চূড়ান্ত শেষ বিচারের দিনের কথা বলেন নি।

৫:১৯-২০ এই দুটি চিত্র (পদ ১৯) মূলত ঈশ্বরের আসন্ন বিচারের কথা প্রকাশ করে, যা থেকে পালানোর কোন উপায় নেই।

৫:২১-২৭ আবারও ঈশ্বর সরাসরি ইস্রায়েল জাতিকে তাদের অবিশ্বস্ততার জন্য দোষী সাব্যস্ত করলেন।

৫:২১-২৩ এই তিনটি পদে ইস্রায়েল জাতির মধ্যে প্রচলিত সমস্ত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে সার-সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তা বাতিল করা হয়েছে। কোন ধর্মীয় বিধানই অসঙ্গত বা অন্যায্য ছিল না, কিন্তু যারা তা

নেবল-যন্ত্রের বাদ্য শোনব না। [২৪] কিন্তু বিচার জলের মত প্রবাহিত হোক, ধার্মিকতা চিরপ্রবহমাণ স্রোতের মত বয়ে যাক।

[২৫] হে ইস্রায়েল-কুল, তোমরা মরু-ভূমিতে চল্লিশ বছর পর্যন্ত কি আমার উদ্দেশে উৎসর্গ ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করেছিলে? [২৬] বরং তোমরা তোমাদের রাজা সিক্কুৎকে ও কীয়ূন নামক তোমাদের মূর্তিগুলোকে, তোমাদের দেবতার তারা, যা তোমরা নিজেদের জন্য তৈরি করেছিলে, এসব তুলে বহন করতে। [২৭] অতএব আমি তোমাদের নির্বাসনের জন্য দামেস্কের ওদিকে গমন করাব, সদাপ্রভু এই কথা বলেন, যাঁর নাম বাহিনীগণের ঈশ্বর।

[৫:২৪] দেখুন যিরি ২২:৩; [৫:২৪] দেখুন যিশা ৪৫:৮; [৫:২৪] মীখা ৬:৮; [৫:২৫] দেখুন যিশা ৪৩:২৩; [৫:২৫] দেখুন যাত্রা ১৬:৩৫; [৫:২৬] দেখুন যিহি ১৮:৬; দেখুন ২০:১৬; [৫:২৭] আমোষ ৬:৭; ৭:১১, ১৭; মীখা ১:১৬; [৫:২৭] দ্বি:বি ৩২:১৭-১৯; যিরি ৩৮:১৭; দেখুন আমোষ ৪:১৩; প্রেরিত ৭:৪২-৪৩।

পালন করতো তাদের মধ্যেই ছিল যত সমস্যা। লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক নিয়ে কোন মৌলিক ধারণা ছিল না, কারণ তারা ঈশ্বরের বাক্য উপযুক্তভাবে পালন করতো না (দেখুন যিশা ১:১১-১৫ পদ ও নোট)।

৫:২১ আমি সহ্য করতে পারি না। আক্ষরিক অর্থে "আমি তা আনন্দ সহকারে গ্রহণ করতে পারি না।"

৫:২৪ বিচার ... ধার্মিকতা। ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভের জন্য পূর্বশর্ত (দেখুন মীখা ৬:৮ পদ ও নোট); কিন্তু এগুলোকেই ইস্রায়েল জাতি প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং ঘৃণা করেছিল (তুলনা করুন পদ ৭, ১০, ১২)। *জলের মত ... চিরপ্রবহমাণ স্রোতের মত।* সাধারণ স্রোতের বিপরীত, কারণ সেগুলো বছরের বেশিরভাগ সময় শুকনো থাকে (দেখুন যিরমিয় ৫:১৮ পদ ও নোট)। এই সদৃশটি বেশ সুস্পষ্ট: যেখানে জলের প্রবাহ থাকে সেখানে যেমন উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন সুশোভিত হয়, তেমনি যেখানে ন্যায় বিচার ও ধার্মিকতা থাকে সেখানে মানব জীবনও বিকশিত হয়।

৫:২৫ ঈশ্বরের সাথে ইস্রায়েল জাতির সম্পর্ক কখনোই কেবল উৎসর্গের সম্পর্ক ছিল না। এর মূলে ছিল সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রতি তাঁর লোকদের বাধ্যতা ও বিশ্বস্ততা (দেখুন ১ শমূ ১৫:২২ পদ ও নোট; এর সাথে তুলনা করুন রোমীয় ১:৫ পদ)। *মরুভূমিতে চল্লিশ বছর।* দেখুন গণনা ১৪:৩২-৩৫ পদ এবং ১৪:৩৪ পদের নোট।

৫:২৬ এই পদে প্রচ্ছন্ন ভাষায় ইস্রায়েল জাতির পৌত্তলিকতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু তা অনেক আগে মরুভূমিতে বিচরণের সময় না কি পরবর্তীতে প্রতিজ্ঞাত দেশে আগমনের পরের ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে সে বিষয়টি পরিষ্কার নয়। অক্কদীয় নাম থেকে দুটি বিশেষ্য পদ পাওয়া যায়। সেপ্টুয়াজিন্ট সংস্করণে (খ্রীষ্ট-ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে পুরাতন নিয়মের প্রচলিত গ্রীক অনুবাদ) কিছুটা ভিন্ন লেখা দেখা যায়, যা প্রেরিত ৭:৪৩ পদে অনুসরণ করা হয়েছে।

৫:২৭ এটিই সর্বশেষ শাস্তি– ঈশ্বর প্রদত্ত দেশ থেকে দূরবর্তী কোন এক দেশে বন্দীদশায় গমন।

আমোষ ৫ অধ্যায়ের প্রধান বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়–

১. তাদের "সদাপ্রভুকে খোঁজা উচিৎ," প্রতিমার খোঁজ করা তাদের উচিৎ নয় (৫:৪-৮); তারা অবশ্যই মঙ্গলের অনুসন্ধান করবে এবং একে ভালবাসবে (৫:১৪-১৫) কেন ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তাদের এই প্রস্তুতি নেয়া উচিৎ, ঐ সময়কার শোচনীয় যে অবস্থার মধ্যে তারা ছিল, তার কারণে (৫:১-৩)। তাদের পাপের কারণে তারা এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল (আমোষ ৫:৭, ১০-১২)। কারণ ঈশ্বরকে খোঁজা তাদের জন্য আনন্দের বিষয় হয়ে উঠবে এবং তারা যেন তাঁকে খুঁজে পায়, সেজন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন (৫:৮,৯,১৪)। কারণ যদি তারা তাঁকে না খোঁজে, তবে তাদেরকে পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করার জন্য তিনি তাঁর প্রচন্ড ক্রোধকে ঢেলে দেবেন (৫:৫,৬,১৩, ১৬,১৭)। যদি তারা তাঁকে না খোঁজে এবং তাঁর সাথে বন্ধুত্ব না করে, তবে তাদের সব আস্থা ব্যর্থ হবে।

২. ঈশ্বরের বিচারের প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণা ও অবজ্ঞাভবে উপেক্ষা তাদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে না (৫:১৮-২০)। তাদের বাহ্যিক ধর্মীয় কর্মকান্ড এবং লোকদেখানো ধর্মীয় আসক্তি তাদেরকে ঈশ্বরের প্রচন্ড ক্রোধ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে না (৫:২১-২৪)। যদি মূর্তিপূজার রীতিনীতিকে বরাবরের মত তারা ধরে রাখে, সুদীর্ঘ সময় ধরে মন্ডলীর অধিকারভুক্ত থাকা এবং পবিত্র দায়িত্ব পালন তাদের সুরক্ষার বিষয় হতে পারবে না (৫:২৫-২৭)।

সার-সংক্ষেপঃ

কুমারী ইস্রায়েল পড়ে গিয়েছে– উদাহরণ হিসেবে বলা যায়– তার লোকদেরকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হবে। যে সদাপ্রভু আকাশের তারা তৈরি করেছেন, তিনি তাঁকে খোঁজার জন্য তাদেরকে আহ্বান করেছেন– তবে উৎসর্গ করা হয় যে সব স্থানে, অর্থাৎ গিলগল, বৈথেল ও বেরশেবায় খুঁজলে, তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। ইস্রায়েল ন্যায়বিচারকে প্রতিরোধ করে এবং গরিবদেরকে পায়ে নীচে পিষে ফেলে। তবে সদাপ্রভুর দিনে হাহাকার ও দুর্দশা দেখা যাবে। ভোজের দিনগুলো, পবিত্র সভাগুলো এবং উৎসর্গগুলো প্রত্যাখ্যান করা হবে।

আমোষ ৫ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. ভাববাদী আমোষ কোন্ বিলাপকে শোনার জন্য লোকদেরকে আহ্বান করেছিলেন? (আমোষ ৫:১-৩; ১৬-২০)

২. কিভাবে মন পরিবর্তন করে অনুতাপ করতে বলা হয়েছে? (আমোষ ৫:৪-৬; ১৪-১৫; ২৩-২৪)

৩. কেন ইস্রায়েলীয়দেরকে দোষারোপ করা হয়েছিল? (আমোষ ৫:৭;১০-১৩;২১-২২)

৪. ভাববাদী আমোষ ঈশ্বরের বিষয়ে কি বর্ণনা তুলে ধরেছিলেন? (আমোষ ৫:৮-৯)

আমোষ : ৬ অধ্যায়

আরামে বাসকারীদের আনন্দ চূর্ণ হবে

৬ [১] ধিক্ তাদেরকে যারা সিয়োনে নিশ্চিন্ত বাস করছে ও তাদেরকে যারা শমরিয়া পর্বতে
নির্ভয়ে বাস করছে, জাতিদের শ্রেষ্ঠাংশের মধ্যে যারা প্রসিদ্ধ, ইস্রায়েল-কুল যাদের
শরণাগত। [২] তোমরা কল্‌নীতে গিয়ে দেখ ও সেখান থেকে বড় হমাতে গমন কর, পরে
পলেষ্টীয়দের গাতে নেমে যাও; সেই সকল রাজ্য কি এই দুই রাজ্য থেকে উত্তম? কিম্বা
তাদের সীমা কি তোমাদের সীমা থেকে বড়? [৩] ওরা অমঙ্গলের দিনকে নিজেদের থেকে দূরে
রাখছে ও দৌরাত্ম্যের আসন নিকটবর্তী করছে; [৪] তারা হাতির দাঁতের বিছানায় শয়ন করে,
পালঙ্কের উপরে নিজ নিজ শরীর লম্বা করে এবং পালের মধ্য থেকে মেষশাবকগুলোর,
আস্তাবলের মধ্য থেকে বাছুরগুলোকে এনে ভোজন করে; [৫] তারা নেবল-যন্ত্রের বাদ্যে
উচ্চস্বরে গান করে, দায়ূদের মত নিজেদের জন্য নানা বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভাবন করে; [৬] তারা বড়
বড় ভাণ্ডে আঙ্গুর-রস পান করে এবং উৎকৃষ্ট তেল শরীরে মাখে, কিন্তু তারা যোষেফের
দুর্দশায় দুঃখিত হয় না। [৭] এজন্য এখন তারা প্রথম নির্বাসিত লোকদের সঙ্গে নির্বাসিত হবে
ও আরামে শয়নকারীদের আনন্দ-চিৎকার শেষ হবে।

[৮] প্রভু সদাপ্রভু নিজের নামে দিব্য করেছেন, এই কথা বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু

[৬:১] লূক ৬:২৪; [৬:১] সফ ১:১২; [৬:১] দেখুন ইয়োব ২৪:২৩; [৬:১] দেখুন আমোষ ৩:৯; [৬:১] যিশা ৩২:৯-১১; [৬:২] দেখুন আদি ১০:১০; [৬:২] দেখুন ২ রাজা ১৭:২৪; দেখুন যিরি ৪৯:২৩; [৬:২] দেখুন যিহো ১১:২২; ২ বংশা ২৬:৬; [৬:২] নহূম ৩:৮; [৬:৩] দেখুন যিশা ৫৬:১২; দেখুন যিহি ১২:২২; আমোষ ৯:১০; [৬:৪] দেখুন ইষ্টের ১:৬; দেখুন উপদে ৭:১৭; [৬:৪] দেখুন যিশা ১:১১; দেখুন যিহি ৩৪:২-৩; দেখুন আমোষ ৩:১২; [৬:৫] দেখুন গীত ১৩৭:২; দেখুন যিশা ১৪:১১; আমোষ ৫:২৩; [৬:৫] দেখুন ১ বংশা ১৫:১৬; [৬:৬] দেখুন যিশা ২৮:১; দেখুন আমোষ ২:৮; [৬:৬] দেখুন যিহি ৯:৪; [৬:৬] দেখুন যিহি ১৬:৪৯; [৬:৭] দেখুন আমোষ ৫:২৭; [৬:৭] দেখুন যিরি ১৬:৯; দেখুন বিলাপ ৪:৫; [৬:৮] দেখুন আদি ২২:১৬; ইব ৬:১৩; [৬:৮] দেখুন লেবীয় ২৬:৩০; [৬:৮] দেখুন গীত ৪৭:৪; [৬:৮] দেখুন যিরি ১২:৮;

৬:১ সিয়োনে ... শমরিয়া পর্বতে। যদিও ভাববাদী আমোষ প্রথমত ইস্রায়েলের প্রতি কথা বলেছেন, তথাপি যিহূদা ও যিরূশালেমেরও (সিয়োন) এই তিরস্কার পাওয়া উচিত ছিল (তুলনা করুন ২:৪-৫); কারণ ১২টি গোষ্ঠী নিয়ে ইস্রায়েল জাতি গঠিত হয়েছে। *শমরিয়া পর্বত।* ৪:১ পদ দেখুন; ইস্রায়েলের রাজধানী নগর, যা রাজা অম্রি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এক উঁচু ও নিরাপদ পর্বতের চূড়ায় এর অবস্থান ছিল (১ রাজা ১৬:২১ পদ ও নোট দেখুন)। *জাতিদের শ্রেষ্ঠাংশের মধ্যে যারা প্রসিদ্ধ।* ইস্রায়েল জাতি তার নিজের ক্ষমতা ও সম্পদশালীতার কারণে নিজেকে অজেয় বলে ভাবছিল (দেখুন ভূমিকা: সময়কাল ও ঐতিহাসিক পটভূমি)।

৬:২ সম্ভবত কল্‌নী ও হমাত রাজা দ্বিতীয় যারবিয়ামের অভিযানের মধ্যে পড়েছিল (দেখুন ২ রাজা ১৪:২৫, ২৮ ও নোট) এবং রাজা উষিয় গাতের প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়েছিলেন (২ বংশা ২৬:৬ পদ দেখুন)। এই কথাগুলো সম্ভবত "ইস্রায়েলের লোকেরা" বলেছিল (পদ ১) যারা নিজেদের উন্নতিতে প্রচণ্ড অহঙ্কারী হয়ে পড়েছিল।

৬:৩ অমঙ্গলের দিন। ৫:১৮ পদ দেখুন।

৬:৪ শয়ন করে ... শরীর লম্বা করে। দেখুন পদ ৩:১২ ও নোট। *হাতির দাঁত।* দেখুন ৩:১৫ পদ ও নোট।

৬:৫ দায়ূদের মত। দেখুন ১ শমূ ১৬:১৫-২৩; ২ শমূ ২৩:১ পদ।

৬:৬ বড় বড় ভাণ্ড। অতিশায়িত করে এ কথাটি বলা হয়েছে। *যোষেফের দুর্দশা।* দেখুন ৫:৬ পদ ও নোট।

৬:৮ নিজের নামে দিব্য করেছেন। দেখুন আদি ২২:১৬; হব্‌ক ৬:১৩ পদ। এই দিব্য করার

বলেন; আমি যাকোবের অহংকার ঘৃণা করি ও তার অট্টালিকাগুলো দেখতে পারি না; এজন্য আমি নগর ও তার মধ্যকার সকলকে অন্যের হাতে তুলে দেব।

[৯] একটি বাড়িতে দশ জন মানুষ অবশিষ্ট থাকলেও তারা মারা পড়বে। [১০] আর বাড়ি থেকে লাশগুলো বের করার জন্য কোন ব্যক্তির চাচা, এমন কি, শবদাহকারী, তাকে তোলার পর অন্তঃপুরস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবে, এখনও কি তোমার কাছে আর কেউ আছে? সে বলবে, কেউ নেই। তখন সে বলবে, চুপ কর; সদাপ্রভুর নাম উচ্চারণ করার নয়। [১১] কারণ দেখ, সদাপ্রভু আদেশ করেন আর বড় বাড়ি খণ্ড-বিখণ্ড ও ছোট বাড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করা যাবে।

[১২] শৈলে কি ঘোড়ারা দৌড়াবে, কিম্বা কেউ বলদ নিয়ে হাল বইবে? তবে তোমরা কেন বিচারকে বিষবৃক্ষস্বরূপ ও ধার্মিকতার ফলকে তিক্ত বস্তুস্বরূপ করেছ? [১৩] তোমরা অবস্তুতে আনন্দ করছো, বলছো, আমরা কি নিজেদের বলে শৃঙ্গ দু'টি লাভ করি নি? [১৪] কারণ, হে

[৬:৮] আমোষ ৪:২; [৬:৮] দেখুন লেবীয় ২৬:১৯; দ্বি:বি ৩২:১৯; [৬:৯] দেখুন আমোষ ৫:৩; [৬:১০] দেখুন ১ শমূ ৩১:১২; [৬:১০] আমোষ ৮:৩; [৬:১১] দেখুন যিশা ৩৪:৫; [৬:১১] দেখুন আমোষ ৩:১৫; [৬:১১] যিশা ৫৫:১১; [৬:১২] হোশেয় ১০:৪; [৬:১২] দেখুন আমোষ ৩:১০; [৬:১২] দেখুন যিশা ১:২১; দেখুন আমোষ ৫:৭; [৬:১৩] দেখুন ইয়োব ৮:১৫; যিশা ২৮:১৪-১৫;

মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ঘোষণা করেছেন যে, তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা চূড়ান্ত। *যাকোবের অহঙ্কার।* যে সমস্ত দুর্গ ও প্রাসাদে লোকেরা আশ্রয় নিয়ে অত্যন্ত গর্ব বোধ করতো ("তার দুর্গ"; তুলনা করুন যিহি ৩২:১২ পদ ও নোট)। *অট্টালিকা।* ১:৪ পদের নোট দেখুন।

৬:১০-১১ এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য: বেঁচে যাওয়া একজন লোক তার ঘরের এক কোণে চুপ করে লুকিয়ে আছে। তার আত্মীয় তাকে প্রার্থনা করতেও নিষেধ করছে, কারণ সদাপ্রভু ঈশ্বরের ক্রোধ পুরো শহরের উপরে পতিত হয়েছে।

৬:১০ লাশগুলো বের করার জন্য ... শবদাহকারী। সম্ভবত এখানে মৃতদের সম্মানে আগুন জ্বালানোর কথা বলা হয়ে থাকতে পারে (দেখুন যিশা ৩৪:৫ পদ ও নোট)। সাধারণত সেই সময় মৃতদেহ পোড়ানো হত না। অত্যন্ত নৃশংস ও ভয়ঙ্কর অপরাধীদেরকে এই শাস্তি দেওয়া হত (দেখুন আদি ৩৮:২৪; লেবীয় ২০:১৪; ২১:৯; যিহোশূয় ৭:১৫, ২৫; ১ শমূ ৩১:১২ পদ ও নোট)।

৬:১১ বড় বাড়ি ... ছোট বাড়ি। সম্ভবত এখানে ৩:১৫ পদের গ্রীষ্মকালীন বাড়ি ও শীতকালের বাড়ির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত টানা হয়েছে।

৬:১২ কেউ বলদ নিয়ে হাল বইবে? ইস্রায়েলে ন্যায় বিচারের লঙ্ঘন সাধারণ মানুষের মনেও ন্যায় অন্যায় নিয়ে প্রশ্নের উদ্রেক ঘটিয়েছে। দেখুন পদ ৫:৭ ও নোট।

৬:১৩ এখানে মূলত শৃঙ্গ বলতে লো দাবর এবং কর্ণয়ীম নগরী দুটির কথা বলা হয়েছে। রাজা যিহোয়াস সম্ভবত হসায়েলের কাছ থেকে এই দুটি নগর পুনরুদ্ধার করেছিলেন (২ রাজা ১০:৩২-৩৩; ১৩:২৫ পদ দেখুন) কিংবা রাজা দ্বিতীয় যারবিয়াম এ দুটো উদ্ধার করেছিলেন (২ রাজা ১৪:২৫ পদ ও নোট দেখুন)। পরবর্তী ভাববাদী আমোষের কিছু দিন পরে আসিরিয়রা তা দখল করে নেয় (২ রাজা ১৫:২৯)– এর পর এমন সব ঘটনা ঘটতে থাকে যার ফলে রাজা দ্বিতীয় যারবিয়াম যত প্রদেশ অধিকার করেছিলেন তা একে একে হারিয়ে যেতে থাকে।

আমোষ : ৬ অধ্যায়

ইস্রায়েল-কুল, দেখ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে একটি জাতি দাঁড় করাব, এই কথা বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু বলেন; তারা হমাতের প্রবেশস্থান থেকে অরাবা সমভূমির স্রোতোমার্গ পর্যন্ত তোমাদের প্রতি উপদ্রব করবে।

[৬:১৪] যিরি ৫:১৫; [৬:১৪] দেখুন গণনা ১৩:২১; [৬:১৪] দেখুন আমোষ ৩:১১; আমোষ ৭;

৬:১৪ একটি জাতি। আসিরিয়া। *হমাতের প্রবেশস্থান থেকে অরাবা সমভূমির স্রোতোমার্গ পর্যন্ত।* উত্তর লেবাননের অরন্টোস নদী থেকে শুরু করে মৃত সাগর পর্যন্ত সমস্ত ভূমি (দেখুন ২ রাজা ১৪:২৫ পদ)।

আমোষ ৬ অধ্যায়ের প্রধান বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়–

১. ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার জন্য তাঁর শাসানোর প্রতি লোকদের ক্রমাগত অবজ্ঞা ও বিষয়টিকে তাদের নগণ্য বলে বিবেচনা; সুযোগ-সুবিধা ও অন্যান জাতিগুলোর মধ্যে বিশিষ্টতা (৬:২-৩) ও ক্ষমতার (৬:১৩) উপর তাদের নির্ভরশীলতা এবং ভোগ-বিলাসীতার প্রতি তাদের পূর্ণ আসক্তি (৬:৪-৬)।

২. ক্রমাগত ঐকান্তিকভাবে এক জন ভাববাদীর দ্বারা লোকদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচারের প্রতি ভীতি প্রদর্শন ও এই ধরণের ভোগ-বিলাসী লোকদের (৬:৭) কাছে আসন্ন বিচারের কঠোর দিকগুলোর উপস্থাপন করা হয়েছে। তাদের প্রতি ঈশ্বরের ঘৃণা, চিরতরে পরিত্যাগ করে মৃত্যুর কাছে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া (৬:৮-১১) এবং তাদের উপর পূর্ণ জনশূণ্যতা নেমে আসবে– কারণ তিনি যেভাবে তাদেরকে দোষী বলে সাব্যস্ত করেছেন, সেভাবে অনুতপ্ত হয়ে তারা মন পরিবর্তনে উৎসাহিত হবে না (৬:১২-১৪)।

সার-সংক্ষেপঃ

যারা সিয়োনে নিশ্চিন্তে ও শমরিয়াতে নির্ভয়ে রয়েছে, তাদের পরিণতি দুঃখজনক হবে। হাতির দাতের কারুখোচিত বিছানায় শুয়ে, যারা ভোগ-বিলাসী জীবন যাপন করে, তাদের পরিণতিও দুঃখজনক! যখন মৃতদের কারও কোন আত্মীয়-স্বজন মৃতদেহগুলোকে পোড়ানোর জন্য আসে, তখন সে এক জনকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পায়, যিনি তাকে ভয়ে সদাপ্রভুর নাম উচ্চারণ করতে নিষেধ করেন, কারণ সে মনে করে যে, সদাপ্রভুর নাম উচ্চারণ করলে তাঁর প্রচন্ড ক্রোধ তার উপর নেমে আসবে– যেহেতু ইতিমধ্যে ন্যায়বিচার তিক্ত হয়ে উঠেছে এবং ধার্মিকতা হয়ে উঠেছে তীব্র বিরক্তির কারণ।

আমোষ ৬ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. যারা ঐশ্বর্য ও স্বাচ্ছন্দপূর্ণ ভোগ-বিলাসী জীবন কাটাতো, তাদেরকে ভাববাদী

আমোষ এক থেকে সাত পদে কি বলেছেন? (আমোষ ৬:১-৭)

২. আট থেকে চৌদ্দ পদে ইস্রায়েলের পুরো ধ্বংসের বিষয়ে ভাববাদী আমোষ কি বলেছেন? (আমোষ ৬:৮-১৪)

পঙ্গপাল, আগুন ও ওলন

৭ [১] প্রভু সদাপ্রভু আমাকে এরকম দেখালেন; দেখ, পরবর্তী সময়ে অঙ্কুরিত ঘাসের অঙ্কুরারম্ভে তিনি পঙ্গপালদেরকে গঠন করলেন; আর দেখ, রাজার ঘাস কাটার পরে সেই ঘাস উৎপন্ন হচ্ছিল। [২] তারা ভূমির ওষধি নিঃশেষে ভোজন করলে আমি বললাম, হে প্রভু সদাপ্রভু, বিনয় করি, ক্ষমা কর; যাকোব কিভাবে দাঁড়াবে? কেননা সে ক্ষুদ্র। [৩] সদাপ্রভু সেই বিষয়ে অনুশোচনা করলেন; সদাপ্রভু বললেন, ঐ রকম ঘটবে না।

[৪] প্রভু সদাপ্রভু আমাকে এরকম দেখালেন; দেখ, প্রভু সদাপ্রভু বিবাদের জন্য আগুনকে আহ্বান করলেন, আর সে মহাজলধিকে গ্রাস করে ভূমি গ্রাস করতে লাগল। [৫] তখন আমি বললাম, হে প্রভু সদাপ্রভু, বিনয় করি, ক্ষান্ত হও; যাকোব কিভাবে দাঁড়াবে? কেননা সে ক্ষুদ্র। [৬] সদাপ্রভু সেই বিষয়ে অনুশোচনা করলেন; প্রভু সদাপ্রভু বললেন, এও হবে না।

[৭:১] পদ ৭; আমোষ ৮:১; [৭:১] গীত ৭৮:৪৬; দেখুন যিরি ৫১:১৪; দেখুন যোয়েল ১:৪; [৭:২] দেখুন যাত্রা ১০:১৫; [৭:২] দেখুন যিশা ৩৭:৪; [৭:২] দেখুন যিহি ১১:১৩; দেখুন আমোষ ৪:৯; [৭:৩] দেখুন যাত্রা ৩২:১৪; দ্বি:বি ৩২:৩৬; দেখুন যিরি ১৮:৮; ২৬:১৯; [৭:৩] দেখুন হোশেয় ১১:৮; [৭:৪] দেখুন যিশা ৬৬:১৬; দেখুন যোয়েল ১:১৯; [৭:৪] দ্বি:বি ৩২:২২; [৭:৫] দেখুন পদ ১-২; যোয়েল ২:১৭; [৭:৬] দেখুন যাত্রা ৩২:১৪; দেখুন যিরি ১৮:৮; যোহন ৩:১০; [৭:৬]

৭:১ আমাকে এরকম দেখালেন। এখানে কয়েকটি দর্শনের কথা বলা হচ্ছে যাতে আমরা বুঝতে পারি ভাববাদী আমোষ ঈশ্বরের কী কী দর্শন দেখেছেন ও শুনেছেন (দেখুন পদ ৪, ৭; ৮:১; যিরমিয় ১:১১ পদ ও নোট; তুলনা করুন আমোষ ৯:১ পদ)। *পঙ্গপালদেরকে।* দেখুন ৪:৯; যাত্রা ১০:৪ পদ ও নোট। *রাজার ঘাস।* সম্ভবত আগে থেকেই ফসল কেটে রাখার বিষয়ে বলা হচ্ছে, কারণ তা রাজার কর হিসেবে আদায় করা হত। *পরবর্তী সময়ে অঙ্কুরিত ঘাস।* শস্য ও প্রথমবারের মত খড় তুলে নেওয়ার পর যে শস্য উৎপন্ন হত। গরু ও ভেড়ার পাল চড়ে চড়ে এই ঘাসগুলোই খেত, যে পর্যন্ত না শুকনো মৌসুম পার হয়ে যায়।

৭:২ দেখুন পদ ৫। *কিভাবে দাঁড়াবে?* সমগ্র জনসাধারণ দুর্ভিক্ষের কারণে কষ্ট পাবে। *যাকোব।* ইস্রায়েল জাতি। *কেননা সে ক্ষুদ্র।* এই দুর্যোগ সহ্য করার জন্য অনুপযোগী। ভাববাদী আমোষ এখানে ইস্রায়েল জাতির সাথে ঈশ্বরের চুক্তিকে ঘিরে কোন ধরনের আবেদন জানান নি– সম্ভবত এর কারণ হল, ইস্রায়েলের অবাধ্যতা এ ধরনের আবেদন করার সমস্ত সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছে।

৭:৩ দেখুন পদ ৬। *সদাপ্রভু সেই বিষয়ে অনুশোচনা করলেন।* ভাববাদীর মধ্যস্থতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে (আদি ২০:৭ পদ দেখুন)– কিন্তু তিনি কোনভাবেই ক্ষমা করলেন না।

৭:৪ মহাজলধি। সম্ভবত এখানে ভূমধ্যসাগরের কথা বোঝানো হচ্ছে। *ভূমি।* আক্ষরিক অর্থে "ভূখণ্ড"; সম্ভবত এখানে প্রতিজ্ঞাত দেশের কথা বোঝানো হয়েছে, কিংবা আরও পরিষ্কার করে বললে ভূমির উপরে থাকা সমস্ত কিছু গ্রাস করার কথা বলা হচ্ছে (তুলনা করুন যোয়েল ১:১৯ পদ)।

৭:৫ পদ ২ ও নোট দেখুন।

৭:৬ দেখুন পদ ৩ ও নোট।

৭ তিনি আমাকে এরকম দেখালেন, দেখ, প্রভু ওলোন হাতে নিয়ে ওলোনের দ্বারা প্রস্তুত
একটি দেয়ালের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। ৮ আর সদাপ্রভু আমাকে বললেন, আমোষ, তুমি
কি দেখছ? আমি বললাম, ওলোন দেখতে পাচ্ছি। তখন প্রভু বললেন, দেখ, আমি আমার
লোক ইস্রায়েলের মধ্যে ওলোনসূত্র লাগাচ্ছি, তাদের আর অমনি ছেড়ে যাব না। ৯ আর
ইসহাকের উচ্চস্থলীগুলো ধ্বংস হবে, ইস্রায়েলের পবিত্রস্থানগুলো উৎসন্ন হবে এবং আমি
খড়্গ নিয়ে যারবিয়ামের কুলের বিরুদ্ধে উঠবো।

আমোষের সাহস

১০ তখন বৈথেলের পুরোহিত অমৎসিয় ইস্রায়েলের রাজা যারবিয়ামের কাছে এই কথা
বলে পাঠাল, আমোষ ইস্রায়েল-কুলের মধ্যে নিজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে, দেশ তার এত
কথা সহ্য করতে পারে না। ১১ কেননা আমোষ এই কথা বলছে, যারবিয়াম খড়্গের আঘাতে
নিহত হবেন ও ইস্রায়েল অবশ্য স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হবে।

যিরি ৪২:১০; দেখুন যিহি ৯:৮; [৭:৮] যিরি ১:১১, ১৩; [৭:৮] আমোষ ৮:২; [৭:৮] দেখুন ২ রাজা ২১:১৩; [৭:৮] দেখুন যিরি ১৫:৬; যিহি ৭:২-৯; [৭:৯] দেখুন লেবীয় ২৬:৩০; [৭:৯] দেখুন লেবীয় ২৬:৩১; [৭:৯] দেখুন ১ রাজা ১৩:৩৪; ২ রাজা ১৫:৯; যিশা ৬৩:১৮; দেখুন হোশেয় ১০:৮; [৭:১০] দেখুন যিহো ৭:২; [৭:১০] দেখুন ২ রাজা ১৪:২৩; [৭:১০] যিরি ৩৮:৪; [৭:১০] ২ রাজা ১৪:২৪; যিরি ২৬:৮-১১; [৭:১১] দেখুন আমোষ ৫:২৭; [৭:১১] যিরি ৩৬:১৬;

৭:৭ ইস্রায়েলকে এখানে একটি দেয়ালের সাথে তুলনা করা হচ্ছে, যা পরিমাপ করে সংস্কার করা প্রয়োজন।

৭:৮-৯ আমরা দেখেছি ১-৬ পদে ঈশ্বর সম্পূর্ণ ধ্বংসের কথা বলছিলেন, কিন্তু ভাববাদী আমোষের প্রার্থনার কারণে তিনি নিজ মন পরিবর্তন করেছেন– যদিও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন বলে এখনো কথা দেন নি। কিন্তু এখন সদাপ্রভু ঈশ্বর আর মধ্যস্থতার মধ্যে যাচ্ছেন না (দেখুন যিরমিয় ৭:১৬; ১৫:১ পদ ও নোট।

৭:৮ তুমি কি দেখছ? দেখুন যিরমিয় ১:১১ পদ। *ওলোন দেখতে পাচ্ছি।* ঈশ্বরের লোকদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের নির্ধারিত আদর্শ অনুসারে পুনঃনির্মিত হতে হবে (পদ ৭)। আশা করা হয়েছিল তারা সকলেই সঠিক পরিমাপ বিশিষ্ট হবে, কিন্তু যখন পরীক্ষা করা হল তখন দেখা গেল তাদের কোন দিক থেকেই মাপের ঠিক নেই (দেখুন ২ রাজা ২১:১৩ পদ ও নোট)। *আমার লোক।* এখানে আমোষ পুস্তকে প্রথমবারের মত সদাপ্রভু ঈশ্বর ইস্রায়েলকে "আমার লোক" বলে সম্বোধন করছেন (দেখুন পদ ১৫; ৮:২; ৯:১০, ১৪; এর সাথে যাত্রা ১৭:৪ পদের নোট দেখুন)। *তাদের আর অমনি ছেড়ে যাব না।* দেখুন পদ ৮:২; তুলনা করুন ৯:১-৪ পদ।

৭:৯ উচ্চস্থলীগুলো ... পবিত্রস্থানগুলো ... যারবিয়ামের কুল। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে আত্মগর্বের কোন স্থান থাকবে না। *ইসহাক।* ইস্রায়েলের (অর্থাৎ যাকোবের) পিতা। যাকোবকে এভাবে সম্বোধন করতে একমাত্র আমোষ পুস্তকেই দেখা যায় (পদ ১৬ দেখুন)। *যারবিয়াম।* ১-৬ অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ইস্রায়েল ও শমরিয়ার নেতৃস্থানীয় মানুষগুলোকে সমন্বিতভাবে বলা হয়েছে; এখানে ভাববাদী আমোষ শুধুমাত্র একজন মানুষের নাম বলেছেন, তিনি রাজা দ্বিতীয় যারবিয়াম।

৭:১১ অমৎসিয়ের কথার মধ্য দিয়ে ভাববাদী আমোষের বার্তা সংক্ষেপিত করা হচ্ছে (পদ ১৭ ও নোট দেখুন)। *যারবিয়াম।* এখানে তাঁর গৃহ তথা বংশের কথা বলা হয়েছে (পদ ৯), কারণ

[১২] আর অমৎসিয় আমোষকে বললো, হে দর্শক, তুমি যাও, যিহূদা দেশে পালিয়ে যাও, সেই স্থানে রুটি আহার কর ও সেই স্থানে ভবিষ্যদ্বাণী বল; [১৩] কিন্তু বৈথেল আর কখনও ভবিষ্যদ্বাণী বলো না, কেননা এটা রাজার পবিত্র স্থান ও রাজপুরী।

[১৪] তখন আমোষ উত্তরে অমৎসিয়কে বললেন, আমি নিজে ভাববাদী ছিলাম না, ভাববাদীর সন্তানও ছিলাম না, কেবল মেষের রাখাল ও ডুমুরফল সংগ্রাহক ছিলাম। [১৫] কিন্তু সদাপ্রভু আমাকে পশুপালের পিছনে চলা থেকে নিয়ে আসলেন এবং সদাপ্রভু আমাকে বললেন, যাও, আমার লোক ইস্রায়েলের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী বল। [১৬] অতএব এখন তুমি সদাপ্রভুর বাক্য শোন, তুমি বলছে, ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বলো না, ইসহাক-কুলের

[৭:১২] দেখুন ১ শমূ ৯:৯; [৭:১২] মথি ৮:৩৪; [৭:১৩] দেখুন যিহো ৭:২; দেখুন ১ রাজা ১২:২৯; [৭:১৩] যিরি ৩৬:৫; [৭:১৩] দেখুন যিরি ২০:২; দেখুন আমোষ ২:১২; প্রেরিত ৪:১৮; [৭:১৪] দেখুন ১ শমূ ১০:৫; ২ রাজা ২:৫; ৪:৩৮; সখ ১৩:৫; [৭:১৪] দেখুন ১ রাজা ১০:২৭; দেখুন যিশা ৯:১০; [৭:১৫] দেখুন আদি ৩৭:২; দেখুন ২ শমূ ৭:৮; [৭:১৫] দেখুন যিশা ৬:৯; [৭:১৫] দেখুন যিরি ২৬:১২; [৭:১৫] যিরি ৭:১-২; দেখুন যিহি ২:৩-৪; [৭:১৬] যিরি ২২:২; [৭:১৬] দেখুন যিহি ২০:৪৬; মীখা ২:৬;

একজন রাজার নাম দিয়ে তাঁর রাজবংশকেও নির্দেশ করা হত। *নিহত হবেন।* রাজা যারবিয়াম স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন (২ রাজা ১৪:২৯), কিন্তু তাঁর সন্তান এবং উত্তরাধিকারী (২ রাজা ১৫:৮) নিহত হয়েছিলেন আততায়ীর হাতে (২ রাজা ১৫:১০ পদ দেখুন)।

৭:১২ দর্শক। অমৎসিয় আমোষকে ভাববাদীর পদ থেকে বরখাস্ত করলেন। *যিহূদা দেশে পালিয়ে যাও ... সেই স্থানে ভবিষ্যদ্বাণী বল।* অর্থাৎ ভাববাদী আমোষকে তাঁর মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে (দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা)।

৭:১৩ রাজার পবিত্র স্থান। অমৎসিয় শমরিয়ার রাজার সেবা করতেন, ইস্রায়েলের স্বর্গীয় রাজার সেবা করতেন না; এ কারণে তিনি ভাববাদী আমোষকে এমন কোন কথা বলতে দিতে পারেন না যা রাজা যারবিয়াম বা তাঁর রাজ্যের কোন ধরনের বিরোধী মত পোষণ করে।

৭:১৪ আমি নিজে ভাববাদী ছিলাম না, ভাববাদীর সন্তানও ছিলাম না। ভাববাদী আমোষ পূর্বেকার কোন ভাববাদীর সাথে বা তাদের সাহাবীদের সাথে তাঁর যে কোন ধরনের সংযোগ বা সম্পর্কের ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন (১ রাজা ২০:৩৫ পদের নোট দেখুন)। রাজা যারবিয়াম বা ইস্রায়েল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়ার জন্য কেউই তাঁকে নিয়োগ দেয় নি। *ভেড়ার রাখাল।* দেখুন পদ ১:১, কিন্তু হিব্রু ভাষায় একটি ভিন্ন শব্দ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে যা পুরাতন নিয়মের আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দের সমার্থক শব্দ অবশ্য "গরু" বা "গবাদি পশু"। *ডুমুরফল।* এটি প্রকৃতপক্ষে ডুমুর ফল নয়, তবে ডুমুরের মত দেখতে এক ধরনের ফল, যার আকৃতি ছিল ডুমুরের চেয়ে ছোট এবং তার স্বাদও ডুমুরের মত উৎকৃষ্ট ছিল না। ভাল ফল উত্তোলন করতে হলে বাগানের পরিচর্যাকারী বা মালীর প্রত্যেকটি ডুমুরের আগাছা ছেটে দিতে হত, যাকে এখানে "সংগ্রাহক" বলে আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকতে পারে।

৭:১৫ পিছনে চলা থেকে। কিংবা বলা যায় পালন করা থেকে নিয়ে আসলেন। এখানে যে হিব্রু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে মেষপালকের অবস্থানের চেয়ে বরং তার দায়িত্ব পালনের বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। *যাও।* আমোষ বৈথেলে ছিলেন কারণ ঈশ্বর তাঁকে সেখানে ভবিষ্যদ্বাণী করতে প্রেরণ করেছিলেন।

বিরুদ্ধে প্রচার করো না; [১৭] এজন্য সদাপ্রভু এই কথা বলেন, তোমার স্ত্রী নগরে পতিতা হবে, তোমার পুত্রকন্যারা খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে, তোমার ভূমি মানরজ্জু দ্বারা বিভক্ত হবে এবং তুমি নিজে অশুচি দেশে মারা যাবে, আর ইস্রায়েল স্বদেশ থেকে অবশ্য নির্বাসিত হবে।

[৭:১৭] দেখুন হোশেয় ৪:১৩; [৭:১৭] দেখুন আমোষ ৫:২৭; [৭:১৭] দেখুন ২ রাজা ১৭:৬; দেখুন যিহি ৪:১৩; দেখুন হোশেয় ৯:৩; আমোষ ২:১২-১৩।

৭:১৬ প্রচার করো না। তুলনা করুন ২:১২ পদ।

৭:১৭ ভাববাদী আমোষ ব্যক্তিগতভাবে পুরোহিতকে দোষী হিসেবে অভিযুক্ত করছেন। *পতিতা হবে।* অমৎসিয় বন্দীদশায় চলে যাওয়া, তাঁর সন্তানেরা সকলে মারা যাওয়ার কারণে এবং পারিবারিক বাসস্থান হারানোর কারণে পতিতাবৃত্তি করা ছাড়া অমৎসিয়ের স্ত্রীর আর কোন পথ খোলা ছিল না। *তোমার ভূমি।* অমৎসিয়ের ব্যক্তিগত জমি ভাগ করে লোকদের মধ্যে দেওয়া হবে। *অশুচি দেশ।* যেখানে একজন পুরোহিত হয়েও তাকে অশুচি কাজ করতে হবে এবং অশুচি খাবার খেতে হবে। *আর ইস্রায়েল স্বদেশ থেকে।* ভাববাদী আমোষের বলা ইস্রায়েল নামটি এবং স্বদেশ শব্দটি **১১** পদের বক্তব্যের প্রায় সমার্থক (পদ **১১** দেখুন)।

আমোষ ৭ অধ্যায়ের প্রধান বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়–

১. ইস্রায়েলের উপর নিয়ে আসা বিচারের মাধ্যমে তার সাথে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাদেরকে অপেক্ষাকৃত কম বিচারের ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে– কিন্তু তাদের এই বিচারকে স্থগিত করা হয় এবং ভাববাদী আমোষের প্রার্থনায় বিচার প্রক্রিয়া অন্য দিকে প্রবাহিত হয় (৭:১-৬)। অবশেষে, তাদের একগুঁয়েমিপনার জন্য ঈশ্বরের ধৈর্যের অবসান ঘটে এবং তাদেরকে প্রত্যাখান করে, পুরোপুরিভাবে ধ্বংসের আদেশ দেয়া হয় (৭:৭-৯)।

২. ঈশ্বরের পাঠানো ভাববাদীর বিরোধিতা করে, ইস্রায়েল ঈশ্বরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বৈথেলের পুরোহিত অমৎসিয় ইস্রায়েলের রাজা যারবিয়ামের কাছে ভাববাদী আমোষের বিরুদ্ধে কথা বলে তাঁকে ক্ষিপ্ত করেন এবং এই বিষয়টিকে জনগণের উপদ্রব হিসেবে মনে করে, তাঁর দেশকে মুক্ত করতে তিনি যা করতে সক্ষম, তাই করেন (৭:১২-১৩)। ভাববাদী হিসেবে আমোষ তাঁর কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে নিজের বিষয়ে সত্যতা প্রমাণ করেন (আমোষ ৭:১৪-১৫) এবং তাঁকে অভিযুক্ত করার জন্য পুরোহিত অমৎসিয়ের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচারকে তিনি প্রকাশ্যে তুলে ধরেন (৭:১৬-১৭)। কারণ যখন ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে প্রতিযোগীতা হয়, তখন কে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় শেষ হয়ে যাবে– তা আগে থেকে জানা ও সেই বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা খুবই সহজ।

আমোষ : ৭ অধ্যায়

সার-সংক্ষেপঃ

ভাববাদী আমোষ পঙ্গপালের একটি দর্শন ও আগুনের একটি দর্শন দেখতে পান। আর উভয় দৃষ্টান্তে যাকোবকে ধ্বংসের পরিবর্তে রক্ষার জন্য তাঁর অনুরোধের প্রতি ঈশ্বর উদাসীন থাকেন। তারপর তিনি ওলন দড়ির আরও একটি দর্শন দেখতে পান (যেন এটি ব্যবহার করে ঈশ্বর দেখতে পারেন যে, ইস্রায়েল তাঁর নির্ধারিত মানদন্ড অনুসারে সরল কিনা)। বৈথেলের পুরোহিত অমাৎসিয় ভাববাদী আমোষের বিরুদ্ধে কথা বলেন। উত্তরে আমোষ বলেন যে, তিনি কেবল এক জন ভেড়ার রাখাল ছাড়া কিছুই নন। ঈশ্বরের বিচারের বিষয়ে তাঁর ভাববাদীর প্রচারকে অভিযুক্ত করায়, ঈশ্বর পুরোহিত অমৎসিয়ের শাস্তি নির্ধারণ করেন– তাঁর স্ত্রী বেশ্যা হবে, তাঁর ছেলেমেয়েরা তলোয়ারের আঘাতে মারা পড়বে এবং অশুচিদের দেশে তাঁর মৃত্যু হবে।

আমোষ ৭ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. কোন্ তিনটি দর্শনকে সদাপ্রভু ভাববাদী আমোষের কাছে প্রকাশ করেছিলেন? (আমোষ ৭:১-৯)

২. ভাববাদী আমোষের কাছে তুলে ধরা এই দর্শনগুলোর অর্থ কি ছিল? (আমোষ ৭:১-৯)

৩. কেন ভাববাদী আমোষ সদাপ্রভুর কাছে অনুনয় করেছিলেন? (আমোষ ৭:১-৯)

৪. কিভাবে পুরোহিত অমৎসিয় ভাববাদী আমোষকে বাধা দিয়েছিলেন? (আমোষ ৭:১০-১৩)

৫. লোকদের কাছে ভাববাণী তুলে ধরার আহ্বানের সমর্থনে আমোষ কিভাবে কথা বলেছিলেন? (আমোষ ৭:১৪-১৫)

৬. পুরোহিতের জন্য সদাপ্রভুর বাক্য কি ছিল? (আমোষ ৭:১৬-১৭)

আমোষ : ৮ অধ্যায়

এক ঝুড়ি গ্রীষ্মের ফল

৮ [১] প্রভু সদাপ্রভু আমাকে এরকম দেখালেন; দেখ, এক ঝুড়ি গ্রীষ্মের ফল। আর তিনি
বললেন, আমোষ, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? [২] আমি বললাম, এক ঝুড়ি গ্রীষ্মের ফল।
তখন সদাপ্রভু আমাকে বললেন, আমার লোক ইস্রায়েলের কাছে পরিণাম আসল; আমি
তাদের আর অমনি ছেড়ে যাব না। [৩] সেদিন প্রাসাদের গান হাহাকার হয়ে যাবে, এই কথা
প্রভু সদাপ্রভু বলেন; শব অনেক; লোকে সমস্ত জায়গায় সেই সব ফেলে দিয়েছে। চুপ!

[৪] ওহে তোমরা যারা দরিদ্র লোককে গ্রাস করছো ও দেশের অভাবী লোকদের লোপ
করছো, তোমরা এই বাক্য শোন। [৫] তোমরা বলে থাক, 'অমাবস্যা কখন গত হবে? আমরা
শস্য বিক্রি করতে চাই। বিশ্রামদিন কখন গত হবে? আমরা গমের ব্যবসা করতে চাই।
ঐফা ক্ষুদ্র ও শেকল ভারী করবো, আর ছলনার দাঁড়িপাল্লা দ্বারা ঠকাব; [৬] রূপা দিয়ে
দীনহীনদেরকে ও এক জোড়া জুতা দিয়ে দরিদ্রকে ক্রয় করবো এবং গমের ছাঁট বিক্রি
করবো।' [৭] সদাপ্রভু যাকোবের মহিমাস্থলের নাম নিয়ে এই দিব্য করেছেন, নিশ্চয়ই এদের
কোন কাজ আমি কখনও ভুলে যাব না। [৮] এর জন্য কি দেশ কাঁপবে না? দেশ-নিবাসী
সকলে কি শোকান্বিত হবে না? গোটা দেশ নীল নদীর মত স্ফীত হয়ে উঠবে, মিসরীয় নদীর

[৮:১] দেখুন আমোষ ৭:১; [৮:২] যিরি ১:১৩; ২৪:৩; [৮:২] আমোষ ৭:৮; [৮:২] দেখুন আদি ৪০:১৬; [৮:২] দেখুন বিলাপ ৪:১৮; যিহি ৭:২-৯; [৮:৩] দেখুন আমোষ ৫:১৬; [৮:৩] আমোষ ৬:১০; [৮:৪] দেখুন উপদে ৩০:১৪; [৮:৪] দেখুন ইয়োব ২০:১৯; দেখুন গীত ১৪:৪; দেখুন আমোষ ২:৭; [৮:৫] দেখুন গণনা ১০:১০; [৮:৫] যিশা ৫৮:১৩; [৮:৫] দেখুন যিহি ১০:৩১; [৮:৫] দেখুন আদি ৩১:৭; [৮:৫] দ্বি:বি ২৫:১৫; ২ রাজা ৪:২৩; যিহি ১৩:১৫-১৬; যিহি ৪৫:১০-১২; দেখুন হোশেয় ১২:৭; মীখা ৬:১০-১১; সখ ৫:৬; [৮:৬] আমোষ ৫:১১; [৮:৬] দেখুন আমোষ ২:৬; দেখুন ৪:১; [৮:৭] দেখুন গীত ৪৭:৪; [৮:৭] দেখুন হোশেয় ৮:১৩; [৮:৭] দেখুন ইয়োব ৩৫:১৫; [৮:৮] দেখুন ইয়োব ৯:৬; যিরি ৫১:২৯; [৮:৮] গীত ১৮:৭; দেখুন যিরি ৪৬:৮; আমোষ ৯:৫;

৮:১ আমাকে এরকম দেখালেন। দেখুন ৭:১ পদের নোট। *তুমি কি দেখতে পাচ্ছ?* ৭:৮ পদ ও নোট দেখুন।

৮:২ এক ঝুড়ি গ্রীষ্মের ফল। অর্থাৎ পাকা ফল। *পরিণাম আসল।* ইস্রায়েলের লোকদের বিচারের সময় উপস্থিত হয়েছে। ৭:৮ পদ ও নোট দেখুন।

৮:৩ সেদিন। ৫:১৮ পদ ও নোট দেখুন। *হাহাকার হয়ে যাবে ... চুপ!* এই ফসল উত্তোলনের মৌসুমে কোন অগ্রিমাংশের উৎসব হবে না (তুলনা করুন লেবীয় ২৩:৩৯-৪১ পদ– স্বর্গীয় বিচারের সম্মুখীন হয়ে প্রত্যেককে নিশ্চুপ হয়ে যেতে হবে (দেখুন হব্‌ক ২:২০ পদ)।

৮:৪ তোমরা এই বাক্য শোন। পদ ৩:১ ও নোট দেখুন। *গ্রাস করছো।* ৫:১১ পদ ও নোট দেখুন।

৮:৫ অমাবস্যা ... বিশ্রামদিন। আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় উৎসব, যখন যে কোন বাণিজ্য করা নিষিদ্ধ ছিল (গণনা ২৮:৯-১৫; ২ রাজা ৪:২৩ পদ ও নোট দেখুন)। *ঐফা ক্ষুদ্র ও শেকল ভারী ... ছলনার দাঁড়িপাল্লা দ্বারা ঠকাব।* দেখুন লেবীয় ১৯:৩৫; হিতোপদেশ ১১:১ পদ ও নোট; হোশেয় ১২:৭ পদ।

৮:৬ দেখুন পদ ২:৬ ও নোট।

৮:৭ সদাপ্রভু যাকোবের মহিমাস্থলের নাম নিয়ে এই প্রতিজ্ঞা করেছেন। অনেকটা পরিহাসের ছলেই যেন ভাববাদী আমোষ এখানে ৬:৮ পদের কথাটিকে পুনরাবৃত্তি করেছেন, যেখানে কথাটি ঈশ্বরের উদ্দেশে বলা হয় নি (যেমনটা এখানে বলা হয়েছে), বরং বলা হয়েছিল ইস্রায়েলের অট্টালিকাগুলোর প্রতি।

৮:৮ দেখুন পদ ৯:৫। *নীল নদীর মত স্ফীত*

মত ঢেউ খেলে আবার নেমে যাবে।

৯ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বলেন, সেদিন আমি মধ্যাহ্নকালে সূর্যকে অস্তগত করবো এবং
আলোর দিনে দেশকে অন্ধকারময় করবো। ১০ আমি তোমাদের উৎসবগুলো শোকে ও
তোমাদের সমস্ত গান বিলাপে পরিণত করবো; সকলের কোমরে চট পরাবো ও সকলের
মাথায় টাক পড়াব; একমাত্র পুত্রশোকের মত দেশকে শোক করাব এবং তার শেষকাল তীব্র
দুঃখের দিন হবে।

১১ প্রভু সদাপ্রভু বলেন, দেখ, এমন দিন আসছে, যে দিনে আমি এই দেশে দুর্ভিক্ষ
প্রেরণ করবো; তা খাবারের দুর্ভিক্ষ কিম্বা জলের পিপাসা নয়, কিন্তু সদাপ্রভুর বাক্য
শ্রবণের। ১২ লোকেরা টলতে টলতে এক সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্র পর্যন্ত এবং উত্তর থেকে

[৮:৯] দেখুন ইয়োব ৫:১৪; যিশা ৫৯:৯-১০; যিরি ১৩:১৬; ১৫:৯; দেখুন যিহি ৩২:৭; দেখুন আমোষ ৫:৮; মীখা ৩:৬; মথি ২৭:৪৫; মার্ক ১৫:৩৩; লূক ২৩:৪৪-৪৫; [৮:১০] দেখুন লেবীয় ২৬:৩১; [৮:১০] দেখুন বিলাপ ৫:১৫; দেখুন হোশেয় ২:১১; [৮:১০] দেখুন যোয়েল ১:৮; [৮:১০] দেখুন লেবীয় ১৩:৪০; দেখুন যিশা ৩:১৭; [৮:১০] দেখুন আদি ২১:১৬; [৮:১০] দেখুন যিরি ২:১৯; দেখুন যিহি ৭:১৮; [৮:১১] যিরি ৩০:৩; ৩১:২৭; [৮:১১] দেখুন যিশা ৩০:২০; [৮:১১] দেখুন ১ শমূ ৩:১; দেখুন ২৮:৬; দেখুন ২ বংশা ১৫:৩; [৮:১২] দেখুন যিহি ২০:৩, ৩১;

হয়ে উঠবে। কারণ ইথিওপিয়ার ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে প্রতি বছর মিসরে নীল নদের জল সর্বোচ্চ ২৫ ফিট পর্যন্ত বেড়ে যায় এবং তাতে করে নদীর তীরবর্তী এর চেয়ে নিচু অঞ্চলগুলো সম্পূর্ণভাবে তলিয়ে যায়। নীল নদের এই বন্যার ফলে প্রচুর পরিমাণে পলিমাটি চলে আসে, যা নীল নদের তীরবর্তী মিসরকে করে তোলে উর্বর।

৮:৯ সেদিন। দেখুন ৫:১৮ পদ ও নোট। *দেশকে অন্ধকারময় করবো।* অন্যান্য স্থানে সদাপ্রভুর দিন বলতে বোঝানো হয়েছে যেদিন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলবে এবং সমস্ত আলো অন্ধকারে পরিণত হবে (দেখুন ৫:৮, ২০; যিশা ১৩:১০; ২৪:২৩; ৩৪:৪; ৫০:৩; যিহি ৩২:৭-৮; যোয়েল ২:২, ১০, ৩১ পদ এবং ২:২ পদের নোট; মীখা ৩:৬; সফ ১:১৫; প্রকা ৬:১২), যেন সমস্ত সৃষ্টি জগত আবার আগের অবস্থানে ফিরে যাচ্ছে, যখন সব কিছু নিরাকার ছিল (দেখুন যিরমিয় ৪:২৩ পদ ও নোট দেখুন)।

৮:১০ বিলাপ। রাজা দায়ূদ এই বিলাপ চিত্রায়িত করেছেন (২ শমূ ১৮:৩৩ পদ দেখুন)। *চট পরাবো ... মাথায় টাক পড়াব।* শোক প্রকাশের চিহ্ন (দেখুন আদি ৩৭:৩৪; যিশা ১৫:২-৩ পদ ও নোট)। *একমাত্র পুত্র।* যার জীবনের উপরে পরিবারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে (তুলনা করুন ২ শমূ ১৮:১৮; সখ ১২:১০)। *তীব্র দুঃখের দিন।* যা উৎসবের দিন বা আনন্দের দিনের বিপরীত (দেখুন ইষ্টের ৯:২২ পদ)।

৮:১১ এমন দিন। যখন ঈশ্বরের বিচার বাস্তবায়িত হতে শুরু করবে। *দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করবো ... সদাপ্রভুর বাক্য শ্রবণের।* ইস্রায়েল জাতি সাধারণত তাদের দুর্যোগের সময় ঈশ্বরের কাছ থেকে বিশেষ প্রত্যাদেশ বা ভবিষ্যদ্বাণী লাভের জন্য মন ফেরায় (উদাহরণস্বরূপ দেখুন ২ রাজা ১৯:১-৪, ৪-১৫; ২২:১৩-১৪৭; যিরমিয় ২১:১-২; যিহি ১৪:৭), কিন্তু আসন্ন বিচারে ঈশ্বর এ ধরনের সমস্ত প্রার্থনা ও আবেদনের প্রত্যুত্তরে নীরব থাকবেন– যা হবে ঈশ্বরের ভয়ঙ্কর নীরবতা (দেখুন যিহি ৭:২৬ পদ ও নোট; ২০:১-৩; মীখা ৩:৪, ৭)।

৮:১২ এক সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্র ... উত্তর থেকে পূর্ব পর্যন্ত। ইস্রায়েলের সমস্ত ভূখণ্ড জুড়ে, ভূমধ্যসাগর থেকে মৃত সাগর পর্যন্ত, এমনকি যর্দন উপকূল পর্যন্ত।

পূর্ব পর্যন্ত ভ্রমণ করবে; তারা সদাপ্রভুর বাক্যের খোঁজে ইতস্তত দৌড়াদৌড়ি করবে, কিন্তু তা পাবে না। [১৩] সেদিন সুন্দরী যুবতীরা ও যুবকেরা পিপাসায় মূর্চ্ছাপন্ন হবে। [১৪] যারা শমরিয়ার পাপ নিয়ে শপথ করে, বলে, 'হে দান, তোমার জীবন্ত ঈশ্বরের দিব্য, বের্‌শেবার জীবন্ত পথের দিব্য,' তারা পড়ে যাবে, আর কখনও উঠবে না।

[৮:১৩] দেখুন যিশা ৯:১৭; [৮:১৩] যিশা ৪১:১৭; হোশেয় ২:৩; [৮:১৪] মীখা ১:৫; [৮:১৪] দেখুন ১ রাজা ১২:২৯; [৮:১৪] দেখুন আমোষ ৫:৫; [৮:১৪] দেখুন গীত ৪৬:২; [৮:১৪] দেখুন আমোষ ৫:২।

৮:১৩ পিপাসা। শারীরিক ও আত্মিক উভয় ধরনের পিপাসা বোঝানো হয়েছে। *তাদের শক্তি শুষে নেওয়া হয়েছিল।* এমনকি জাতির সুন্দরী যুবতীরা এবং শক্তিমান যুবকেরাও দুর্বল হবে এবং জ্ঞান হারাবে।

৮:১৪ যারা ... শপথ করে। তারা তাদের বিভিন্ন ধরনের দেবতাদের নামে শপথ করে। তারা ঈশ্বরের নামে শপথ না করে মিথ্যা ও অসার দেবতাদের নামে শপথ করে। *শমরিয়া।* দেখুন পদ ৬:১। *দান ... বের্‌শেবা।* যে নগরগুলো শুধু ইস্রায়েলের উত্তর ও দক্ষিণের সর্বোচ্চ সীমাই নির্দেশ করে নি (বিচার ২০:১ পদের নোট দেখুন), সেই সাথে এগুলো পৌত্তলিক দেবতাদের পূজা অর্চণার স্থান হিসেবেও চিহ্নিত ছিল (দেখুন পদ ৫:৫; ১ রাজা ১২:২৯ পদ ও নোট)।

আমোষ ৮ অধ্যায়ের প্রধান বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়–

এই অধ্যায়টিতে আমরা পাপজনক সময়ের সাথে দুঃখদায়ক সময়ের উপস্থিত লক্ষ্য করি। এখন তাদের মাঝে সংযোগ প্রয়োজন। তাই এখানে বারে বারে এই বলে শাসানো হচ্ছে যে, রাজবাড়ীর গান বিলাপে পরিণত হবে।

১. "গ্রীষ্মকালীন ফলে ভরা ঝুড়ির" দর্শনের দ্বারা ধ্বংসত্মক ভীতি বিষয়ক যে তাড়া, তা চিহ্নিত করা হয়েছে (৮:১-৩) এবং সেটি তাদের মনোভাবের পরিবর্তন করবে।

২. দরিদ্রদের সাথে দুর্ব্যবহারের জন্য অত্যাচারীদেরকে জবাবদিহি করার জন্য ডাকা হয়েছে ও তাদের ধ্বংসের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, যা তাদের জন্য বিলাপের কারণ হয়ে উঠবে (৮:৪-১০)।

৩. যেসব লোকেরা ব্যভিচারের মত ঈশ্বরের কাছে অবিশ্বস্ত হয়ে অন্য দেবতাদের পেছনে ছুটে বেড়ায় বলে তাদের জন্য শাস্তি হিসেবে ঈশ্বরের বাক্য শোনার দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে (৮:১১-১৪)। বিলাপ করার জন্য তাদেরকে এখানে আনা হয় নি বলে ঈশ্বরের সব বিচারের মধ্যে এটিই হবে সবচেয়ে বেশি শোকাবহ বিষয়।

সার-সংক্ষেপঃ

ভাববাদী আমোষ গ্রীষ্মকালীন ফল নিয়ে একটি দর্শন দেখতে পান– ইস্রায়েলের শেষ অবস্থা যে এসে গিয়েছে– এটি তার ইঙ্গিত দেয় (কারণ গ্রীষ্মকালীন ফলের মৌসুম খুবই স্বল্প

সময়ের জন্য বলে এটির দ্বারা আনুমানিকভাবে ইস্রায়েলের বাকী সময়কে বোঝানো হয়েছে)। অসৎ ও প্রতারণামূলকভাবে গরিবদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়– যা সইতে না পেরে, আকাশ অন্ধকার হয়ে যাবে এবং আনন্দপূর্ণ ভোজের সময় শোকে পরিণত হবে। আর দুর্ভিক্ষ দেশকে পুরোপুরিভবে আচ্ছন্ন করে ফেলবে।

আমোষ ৮ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. ভাববাদী আমোষের চতুর্থ দর্শনের ভীতিপ্রদ দিক কোন্‌টি ছিল? (আমোষ ৮:১-৩)

২. কেন দেশে নজিরবিহীন শোকের ছায়া নেমে আসবে বলা হয়েছিল? (আমোষ ৮:৪-১০)

৩. ইস্রায়েলে প্রতি ঈশ্বরের নীরবতার দ্বারা বিশেষভাবে কি চিহ্নিত হয়েছিল? (আমোষ ৮:১১-১৪)

ইস্রায়েলের ধ্বংস

৯ [১] আমি প্রভুকে দেখলাম, তিনি বেদির কাছে দণ্ডায়মান ছিলেন; তিনি বললেন, তুমি
স্তম্ভের শীর্ষস্থানে আঘাত কর, দ্বারের গোবরাট কেঁপে উঠুক, তুমি সকলের মাথায় তা
ভেঙ্গে ফেল; আর তাদের শেষাংশকে আমি খড়্গের আঘাতে হত্যা করবো, তাদের মধ্যে
এক জনও পলাতে পারবে না, এক জনও রক্ষা পেতে পারবে না। [২] তারা খনন করে
পাতাল পর্যন্ত গেলেও সেখান থেকে আমার হাত তাদেরকে ধরে আনবে এবং আকাশ পর্যন্ত
উঠলেও আমি সেখান থেকে তাদেরকে নামাব। [৩] আর তারা কর্মিলের শৃঙ্গে গিয়ে লুকালেও
আমি সেখানে অনুসন্ধান করে তাদেরকে ধরবো; আমার দৃষ্টি সীমা থেকে সমুদ্রের তলে

[৯:১] গীত ৬৮:২১; [৯:১] যিরি ১১:১১; [৯:২] দেখুন ইয়োব ৭:৯; দেখুন যিহি ২৬:২০; [৯:২] যিরি ৫১:৫৩; [৯:২] ওব ১:৪; [৯:৩] আমোষ ১:২; [৯:৩] গীত ১৩৯:৮-১০; [৯:৩] গীত ৬৮:২২; [৯:৩] যিশা ২৭:১; [৯:৩] দেখুন আদি ৪৯:১৭;

৯:১ আমি প্রভুকে দেখলাম। দেখুন ৭:১ পদ ও নোট। ঈশ্বর এখন পৃথিবীর উপরে অবস্থান করছেন। *বেদির কাছে।* যেখানে ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে এক সময় শান্তি ও অনুগ্রহের কথা শুনিয়েছিলেন সেখান থেকেই এখন তিনি তাদের বিনাশ সাধন শুরু করতে যাচ্ছেন। *স্তম্ভের শীর্ষস্থান।* ঈশ্বর মন্দিরকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করবেন, কারুকাজ করা ছাদের খিলান ও স্তম্ভ থেকে শুরু করে ভিত্তির ভারী প্রস্তর পর্যন্ত সমস্ত অংশ। শেষ লাইনে ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। *এক জনও ... রক্ষা পেতে পারবে না।* ৭:৮ পদের নোট দেখুন।

৯:২-৪ দেখুন পদ ৭:৮ ও নোট। এই পদগুলো বলে যে, ঈশ্বরের আসন্ন বিচার থেকে পালিয়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। এই রূপক চিত্রে দেখানো হয়েছে একজন মানুষকে গীত ১৩৯:৭-১২ পদের সাথে তুলনা করা হচ্ছে (উক্ত পদের নোট দেখুন)। সমস্ত স্থানে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব রয়েছে, এমনকি পাতালে কবরের মধ্যেও (পদ ২)।

৯:৩ কর্মিলের শৃঙ্গে। ১:২ পদের নোট দেখুন। *সাপ।* পৌত্তলিকদের পৌরাণিক কাহিনী

গিয়ে লুকালেও আমি সেখানে সাপকে আদেশ দেব, সে তাদেরকে দংশন করবে। [৪] আর তারা শত্রুদের সম্মুখে বন্দীদশার স্থানে গেলেও আমি সেখানে খড়্গকে আদেশ দেব, আর তা তাদেরকে হত্যা করবে; এভাবে অমঙ্গলের জন্য আমি তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখবো, মঙ্গলের জন্য নয়।

[৫] প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, তিনিই দেশকে স্পর্শ করলে তা গলে যায় ও দেশ-নিবাসী সকলে শোকান্বিত হয়; এবং গোটা দেশ নীল নদীর মত স্ফীত হয়ে উঠবে, মিসরীয় নদীর মত নেমে যাবে। [৬] তিনি আকাশে তাঁর উঁচু কক্ষগুলো নির্মাণ করেছেন, পৃথিবীর উপরে তাঁর চন্দ্রাতপ স্থাপন করেছেন; তিনি সমুদ্রের জলরাশিকে ডেকে স্থলের উপরে ঢেলে দেন; সদাপ্রভু তাঁর নাম। [৭] সদাপ্রভু বলেন, হে ইস্রায়েল-সন্তানেরা, তোমরা কি আমার কাছে ইথিওপীয়দের মত নও? আমি কি মিসর দেশ থেকে ইস্রায়েলকে, কপ্তোর থেকে পলেষ্টীয়দেরকে এবং কীর থেকে অরামীয়দেরকে আনি নি? [৮] দেখ, প্রভু সদাপ্রভুর দৃষ্টি এই

দেখুন ইয়োব ১১:২০; যিরি ১৬:১৬-১৭; [৯:৪] দেখুন লেবীয় ২৬:৩৩; দেখুন যিহি ৫:১২; [৯:৪] দেখুন যিরি ২১:১০; [৯:৪] যিরি ৩৯:১৬; দেখুন যিহি ১৫:৭; [৯:৪] দেখুন যিরি ৪৪:১১; [৯:৫] দেখুন গীত ৪৬:২; [৯:৫] দেখুন আমোষ ৮:৮; [৯:৬] যিরি ৪৩:৯; [৯:৬] গীত ১০৪:১-৩, ৫-৬, ১৩; দেখুন আমোষ ৫:৮; [৯:৭] দেখুন ২ বংশা ১২:৩; যিশা ২০:৪; ৪৩:৩; [৯:৭] দেখুন আদি ১০:১৪; [৯:৭] দেখুন দ্বিবি ২:২৩; [৯:৭] দেখুন ২ রাজা ১৬:৯; দেখুন যিশা ২২:৬; দেখুন

অনুসারে সমুদ্রের তলদেশে ভয়ঙ্কর দানব বাস করে (দেখুন গীত ৭৪:১৩-১৪ পদ ও নোট)। যদি কিছু লোক (পদ ১) সমুদ্রের তলদেশে গিয়ে লুকিয়ে থাকার চিন্তা করে, তারপরও তারা ঈশ্বরের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না, কারণ সৃষ্টির সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে আছে।

৯:৪ শত্রুদের সম্মুখে ... গেলেও ... আদেশ দেব। এমনকি যারা বিভিন্ন জাতিদের মধ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তারাও ঈশ্বরের বিচার থেকে রেহাই পাবে না। *অমঙ্গলের জন্য আমি তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।* এর সাথে তুলনা করুন গীত ৩৩:১৮-১৯; ৩৪:১৫ পদ।

৯:৫ প্রভু ... স্পর্শ করলে। এখানে অনেকটা গানের আকারে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ইস্রায়েলের ঈশ্বর হলেন এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং ধারণকর্তা। আর এভাবে এর আগের পদগুলোর সমস্ত বক্তব্যকে আরও জোরালো করা হয়েছে (দেখুন ৪:১৩; ৫:৮-৯ পদ ও নোট)। *দেশ ... গলে যায়।* *গীত* ৪৬:৬ পদ ও নোট দেখুন। *নীল নদীর মত স্ফীত হয়ে উঠবে।* ৮:৮ পদ ও নোট দেখুন।

৯:৬ তাঁর উঁচু কক্ষগুলো। এর সাথে তুলনা করুন ঈশ্বরের পরিমাপের সাথে মানুষের পরিমাপের মান, যাদের নির্মাণ করা কাঠামো ভূকম্পনের কারণে ধ্বংস হয়ে যায় এবং ভূপাতিত হয় (পদ ৫)। দেখুন গীত ১০৪:৩ পদ ও নোট। *সমুদ্রের জলরাশি।* দেখুন ৫:৮ পদ ও নোট।

৯:৭ ইথিওপীয়। একটি কৃষ্ণাঙ্গ জাতি যারা মিসরের দক্ষিণে বসবাস করতো (দেখুন যিরমিয় ১৩:২৩ পদ)। *আমি কি ... ইস্রায়েলকে ... আনি নি?* যাত্রা ২০:২ পদের নোট দেখুন। ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের অতীতের সমস্ত আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের উপরে বিশ্বাস রেখে তাঁর ভবিষ্যতের দয়া ও আশীর্বাদের নিশ্চয়তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে নি। ইস্রায়েল জাতি তার নিজের গোঁড়ামি ও কঠিন হৃদয়ের কারণে যাত্রার সময় ঈশ্বর তাদেরকে যে সকল শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন তা গ্রহণ করতে পারে নি। মিসর দেশ থেকে ইস্রায়েল জাতির বের হয়ে আসা তার মধ্যে কোন তাৎপর্য সৃষ্টি করতে পারে নি। *কপ্তোর*

পাপীষ্ঠ রাজ্যের উপরে রয়েছে; আর আমি ভূতল থেকে তা মুছে ফেলব; তবুও যাকোবের
কুলকে একেবারে মুছে ফেলব না, সদাপ্রভু এই কথা বলেন। [৯] কারণ দেখ, আমি আদেশ
দেব, আর যেমন কুলাতে শস্য চালে, তেমনি আমি সমস্ত জাতির মধ্যে ইস্রায়েল-কুলকে
চালব, কিন্তু একটি কণাও ভূমিতে পড়বে না। [১০] আমার সেই পাপী লোকেরা সকলে
খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে, যারা বলছে, অমঙ্গল আমাদের কাছ পর্যন্ত আসবে না,
আমাদের সম্মুখবর্তী হবে না।

দায়ূদের পড়ে যাওয়া কুটির পুনঃস্থাপন

[১১] সেদিন আমি দায়ূদের পড়ে যাওয়া কুটির পুনঃস্থাপন করবো, তার ফাটল বন্ধ করে
দেব ও উৎপাটিত স্থানগুলো পুনর্গঠন করবো এবং আগের মত তা নির্মাণ করবো; [১২] যেন
তারা ইদোমের অবশিষ্ট লোক এবং যত জাতির উপরে আমার নাম কীর্তিত হয়েছে, সকলের
অধিকারী হয়; সদাপ্রভু, যিনি তা সাধন করেন, তিনি এই কথা বলেন।

আমোষ ২:১০; [৯:৮] দেখুন যিরি ৪:২৭; [৯:৮] দেখুন যিরি ৪৪:২৭; [৯:৯] লূক ২২:৩১; [৯:৯] যিশা ৩০:২৮; [৯:৯] দেখুন যিরি ৩১:৩৬; দেখুন দানি ৯:৭; [৯:১০] যিরি ৪৯:৩৭; [৯:১০] যিরি ৫:১২; দেখুন ২৩:১৭; দেখুন যিহি ২০:৩৮; দেখুন আমোষ ৬:৩; [৯:১১] দেখুন যিশা ৭:২; [৯:১১] দেখুন আদি ২৬:২২; [৯:১১] গীত ৫৩:৬; দেখুন যিশা ৪৯:৮; [৯:১১] গীত ৮০:১২; দেখুন যিহি ১৭:২৪; মীখা ৭:৮, ১১; সখ ১২:৭; ১৪:১০; [৯:১২] দেখুন গণনা ২৪:১৮; [৯:১২]

থেকে পলেষ্টীয়দেরকে। *যিরমিয়* ৪৭:৪ পদের নোট দেখুন। *কীর।* ১:৫ পদের নোট দেখুন।

৯:৮ পাপীষ্ঠ রাজ্য। ঈশ্বরের মনোনীত ইস্রায়েল জাতির অবাধ্যতা ও পাপের মাত্রা অন্য যে কোন জাতির চেয়ে হাজার গুণ বেশি ছিল (দেখুন পদ ১:৩–২:১৬; ৩:১-২ এবং ৩:২ পদের নোট)। *তবুও ... একেবারে মুছে ফেলব না।* ১১ পদের নোট দেখুন।

৯:৯ কুলাতে শস্য চালে। এই প্রক্রিয়ায় জমি থেকে ফসল উত্তোলনের পর শস্য থেকে ছোট পাথর ও অন্যান্য ময়লা দূর করা হয়। *একটি কণাও ভূমিতে পড়বে না।* শুধুমাত্র শস্য সেই কুলার মধ্য দিয়ে যথাস্থানে পড়বে এবং অন্য আর সব কিছু চালনিতে আটকে যাবে।

৯:১০ পাপী লোকেরা সকলে ... মারা পড়বে। তাদের ক্রমাগত বিরোধিতা ও পাপ কার্যের কারণে। *আমার সেই ... লোকেরা।* দেখুন পদ ৭:৮ ও নোট।

৯:১১-১২ এই অংশটি প্রেরিত ১৫:১৬-১৭ পদের উদ্ধৃত করা হয়েছে (দেখুন প্রেরিত ১৫:১৬ পদের নোট)।

৯:১১ এই পদটিকে যিহূদী তালমুদে যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে বলা হয়েছে বলে মনে করা হয়ে থাকে। *পুনঃস্থাপন করবো।* ভাববাদী আমোষের কথার পেছনে আশা খুঁজে পাওয়া যায়– যে আশাবাদটি আমরা পুরাতন নিয়মে আদি ৩:১৫ পদ থেকে দেখতে পাই: ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে নিঃশেষে বিনষ্ট করবেন না, বরং তিনি তাদের বিচার করার পরে আশীর্বাদ করবেন। *কুটির।* দেখুন যিশা ১:৮; ৪:৬ পদ। অবিশ্বস্ত ইস্রায়েল জাতি প্রায়শই মিসরের কাছ থেকে সুরক্ষা চেয়েছে (যিশা ৩০:২ পদ ও নোট দেখুন), কিন্তু বিশ্বস্ত ইস্রায়েল সব সময় সদাপ্রভু ঈশ্বরতে আশ্রয় খুঁজেছে (দেখুন গীত ৯১:১; তুলনা করুন গীত ১৭:৮ পদ ও নোট)। তারা দায়ূদের কুলে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত ও অভিষিক্ত রাজার জন্যও খোঁজ করেছে, যার মধ্য দিয়ে তারা জাতিগণের মধ্যে সুরক্ষা খুঁজে পেয়েছে (দেখুন বিলাপ ৪:২০ পদ ও নোট)। সেই সুরক্ষার কুটির এখন পতিত হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর তা আবার পুনরুদ্ধার করবেন। *আগের মত।* যেমনটা রাজা দায়ূদ ও শলোমনের সময়ে ছিল।

৯:১২ ইদোমের অবশিষ্ট লোক। ইস্রায়েল জাতির এই চির শত্রুর উপরে ঈশ্বরের শাস্তি

১৩ সদাপ্রভু বলেন, দেখ, এমন সময় আসছে, যে সময়ে হালবাহক শস্যচ্ছেদকের সঙ্গে ও
আঙ্গুরপেষক বীজ বাপকের সঙ্গে মিলবে; পর্বতগুলো থেকে মিষ্ট আঙ্গুর-রস ক্ষরণ হবে এবং
সকল উপপর্বত গলে যাবে। ১৪ আর আমি আমার লোক ইস্রায়েলের বন্দীদশা ফিরাব; তারা
ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরগুলো নির্মাণ করে সেখানে বাস করবে, আঙ্গুর-ক্ষেত প্রস্তুত করে তার রস
পান করবে এবং বাগান প্রস্তুত করে তার ফল ভোগ করবে। ১৫ আর আমি তাদের ভূমিতে
তাদের রোপণ করবো; আমি তাদেরকে যে ভূমি দিয়েছি, তা থেকে তারা আর উৎপাটিত
হবে না; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা বলেন।

যিশা ৪৩:৭; যিরি ২৫:২৯; [৯:১২] প্রেরিত ১৫:১৬-১৭; [৯:১৩] যিরি ৩১:৩৮; ৩৩:১৪; [৯:১৩] দেখুন রূত ২:৩; [৯:১৩] লেবীয় ২৬:৫; [৯:১৩] দেখুন বিচার ৯:২৭; [৯:১৩] দেখুন যোয়েল ২:২৪; [৯:১৩] দেখুন যোয়েল ৩:১৮; [৯:১৪] দেখুন যিরি ২৯:১৪; [৯:১৪] দেখুন যিরি ৩৩:৭; [৯:১৪] দেখুন যিশা ৩২:১৮; দেখুন ৪৯:৮; দেখুন ৬১:৪; [৯:১৪] দেখুন ২ রাজা ১৯:২৯; [৯:১৪] দেখুন যিশা ৬২:৯; দেখুন যিরি ৩০:১৮; দেখুন ৩১:২৮; যিহি ২৮:২৫-২৬; দেখুন ৩৪:১৩-১৪; দেখুন আমোষ ৫:১১; [৯:১৫] দেখুন যাত্রা ১৫:১৭; দেখুন যিশা ৬০:২১; [৯:১৫] দেখুন যিরি ২৩:৮; [৯:১৫] দেখুন যোয়েল ৩:২০; [৯:১৫] দেখুন যিশা ৬৫:৯; দেখুন যিরি ৩:১৮; ওব ১:১৭; [৯:১৫] দেখুন যিরি ১৮:৯; দেখুন ২৪:৬; দেখুন ৩২:১৫; দেখুন যিহি ২৮:২৬; দেখুন ৩৪:২৫-২৮; দেখুন ৩৭:১২, ২৫

নেমে আসার পর তার যতটুকু অবশিষ্ট রয়েছে (**১:১১** পদের নোট দেখুন)। *যত জাতির উপরে আমার নাম কীর্তিত হয়েছে।* এখানে সদাপ্রভু ঈশ্বরের অভিষিক্ত ভবিষ্যৎ রাজা কর্তৃত্বের আওতা সম্পর্কে বলা হচ্ছে এবং সেই সাথে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, ইস্রায়েল জাতির বহু সংখ্যক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপরে রাজা দায়ূদ তাঁর কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে অব্রাহাম ও রাজা দায়ূদের সাথে ঈশ্বরের সম্পাদিত নিয়মের পূর্ণতার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। খ্রীষ্ট তাঁর পূর্ববর্তী শত্রুদের উপরেও রাজত্ব করবেন, যাদের প্রতীক হিসেবে এখানে ইদোমের নাম উল্লেখ করা হয়েছে (দেখুন যিশা ৩৪:৫; যোয়েল ৩:১৯; ওবদিয় ৮ পদ)। *যিনি তা সাধন করেন।* ঈশ্বর যা বলেন তা করেন।

৯:১৩-১৫ সমস্ত ধ্বংস, মৃত্যু ও বিনাশের ভবিষ্যদ্বাণী করার পর (দেখুন পদ ৫:৯, ১১, ২৭) ভাববাদী আমোষ অবশেষে এদোন উদ্যানের মত এক গৌরবময় সময়ের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করছেন, যখন বীজ বপন ও ফসল কাটার মৌসুম একই সাথে চলবে, যখন মানুষ অনবরত তাজা খাবারের যোগান পাবে– যা ৪:৬-১১ পদের এক বিপরীত চিত্র (উক্ত পদের নোট দেখুন)।

৯:১৩ দেখুন যোয়েল ৩:১৮ পদ ও নোট দেখুন।

৯:১৪-১৫ আমি ... ফিরাব ... নির্মাণ করে সেখানে বাস করবে ... বাগান প্রস্তুত করে ... আমি ...তাদের রোপণ করবো। প্রতিজ্ঞাত দেশে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে কর্মঠ, ফলবন্ত ও সুরক্ষিত করে তুলবেন।

৯:১৪ আমার লোক। দেখুন ৭:৮ পদ ও নোট; তুলনা করুন হোশেয় ১:৯ পদ; কিন্তু এর সাথে দেখুন ২:২৩ পদ। *ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরগুলো নির্মাণ করে।* দেখুন যিশা ৫৮:১২ পদ ও নোট।

৯:১৫ আর উৎপাটিত হবে না। যখন ইস্রায়েল জাতি চূড়ান্তভাবে এবং পূর্ণাঙ্গভাবে পুনরুজ্জীবন লাভ করবে, তখন সে আর কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে না। *তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু।* তুলনা করুন হোশেয় ১:৯ পদ; তবে এর সাথে হোশেয় ২:২৩ পদ দেখুন।

আমোষ ৯ অধ্যায়ের প্রধান বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়–

১. যে বিচারের বিষয়ে শাসানো হয়েছিল, তাকে এড়ানো যাবে না (৯:১-৪), যা সর্বশক্তির অধিকারী একটি ক্ষমতা আঘাতের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করবে (আমোষ ৯:৫-৬), পাপী হিসেবে ইস্রায়েলের লোকেরা যে শাস্তি পাওয়ার জন্য উপযুক্ত (আমোষ ৯:৭-৮)। যদিও নির্ধারিত বিচারের এই শাস্তির মধ্য দিয়ে তাদের পুরো জাতি ধ্বংস হবে না (আমোষ ৯:৮) কারণ ধার্মিকদের অবশিষ্ট একটি অংশ এই বিচার এড়াতে সক্ষম হবে (আমোষ ৯:৯)। কিন্তু দুষ্টরা ধ্বংস হবে (আমোষ ৯:১০)।

২. প্রতিশ্রুত দয়া পরবর্তী দিনগুলোয় প্রদর্শন করা হবে (৯:১১-১৫), মশীহের সময়ে এই দয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে (প্রেরিত ১৫:১৬)। স্বস্তিদায়ক ঐ সব প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সব তিরস্কার ও ভীতিপ্রদর্শনের অবসান ঘটবে। আর এভাবে পুস্তকটির সমাপ্তি ঘটে।

সার-সংক্ষেপঃ

ভাববাদী আমোষ ঈশ্বরের ধ্বংসাত্মক কাজের পরিদর্শনমূলক একটি দশন পান। সেই দর্শনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সুনিশ্চিত করেন যে, তাঁর এই বিচার প্রক্রিয়াকে কোনভাবেই এড়ানো যাবে না। কারণ শস্যকে যেভাবে চালনীতে ফেলে চালা হয়, সেভাবে সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সব লোকদেরকে চালবেন। যারা মনে করে যে, দুর্যোগ তাদের কাছে আসবে না, তারা তলোয়ারের আঘাতে মারা যাবে। তারপর একটি সময় আসবে, যখন রাজা দায়ূদের সেই পড়ে যাওয়া কুটিরকে মেরামত করে, তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে। যাহোক, ইস্রায়েলের নির্বাসিত বন্দীদেরকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে। দেশে পর্যাপ্ত ফল-মূল ও আংগুর-রস পাওয়া যাবে। ইস্রায়েলকে দেশে চারা গাছের মত লাগানো হবে, আর কখনো তাকে উপড়ে ফেলা হবে না।

আমোষ ৯ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. আমোষ পুস্তকের শেষ অধ্যায়ের এক থেকে দশ পদে ব্যক্ত পঞ্চম ও সর্বশেষ দর্শনে ভাববাদী আমোষ কি দেখতে পেয়েছিলেন? (আমোষ ৯:১০)

২. কিভাবে ভাববাদী আমোষ ইস্রায়েলের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয় বর্ণনার প্রয়াস পেয়েছিলেন? (আমোষ ৯:১১-১৫)

অধ্যয়নের গভীরতায়

ওবদিয় ভাববাদীর পুস্তক

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

পুস্তকের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, এটি হল একটি দর্শন শ্রেণীর পুস্তক। এতে রয়েছে দর্শন সম্বন্ধীয় প্রত্যাদেশ যা ঈশ্বর তাঁর ভাববাদী ওবদিয়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল, এই ভাববাদী সম্পর্কে যে একটি মাত্র বিষয় জানা যায় তা হল তাঁর নাম। তাঁর নামটি পুরাতন নিয়মের যুগে বেশ প্রচলিত ছিল। এই নামের অর্থ হল "সদাপ্রভু রক্ষাকারী"। ১ রাজাবলি ১৮:৩-১৬ পদে (খ্রী.পূ. ৯ম শতাব্দী) উল্লিখিত রাজা আহাবের রাজপরিবারের কর্মচারী ওবদিয় এবং এই ওবদিয় এক নন, কারণ পুস্তকের বিষয়বস্তু পাঠ করে এটি প্রতীয়মান হয় যে, পুস্তকটি যিরূশালেম নগরীর পতনের পর রচিত হয়েছিল (৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে)।

সময়কাল

যেহেতু পুস্তকের ভূমিকায় বংশ-তালিকা সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করে নি তাই পাঠকগণ মূল পুস্তক পড়ে কেবল ভাববাদীর কাজের প্রায় কাছাকাছি সময় অনুমান করতে পারেন। যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাতে সর্ব প্রথম খ্রীষ্টপূর্ব ৮৫০ সাল থেকে সর্ব শেষ খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ সালের মধ্যে পুস্তকটি লেখা হয়েছিল। যেহেতু পুস্তকে অতীতের ঘটনা হিসাবে যিরূশালেমের পতনের ঘটনা (১১ পদ) এবং ভবিষ্যতের ঘটনা হিসাবে ইদোমের পতনের ঘটনার বিষয় উল্লেখ রয়েছে, তাই পুস্তকটি সম্ভবত ৫৮৬ খ্রী: পূ: পরে (বাবিলের দ্বারা যিরূশালেমের ধ্বংস এবং ৫৫৩ খ্রী: পূ: আগে (ইদোমের বিরুদ্ধে বাবিলের সামরিক অভিযান) লেখা হয়ে থাকতে পারে। তাই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য অবস্থা হল নির্বাসনের যখন প্রথম ভাগ বাবিলে নিয়ে যাওয়া হয় তখন যিরূশালেমে এই পুস্তকটি লেখা হয়েছিল।

বিষয়বস্তু

একদিকে ইদোম অন্যান্য জাতির সঙ্গে একত্রে মিলে ঈশ্বর এবং তাঁর লোকদের সঙ্গে যে বিরোধিতা করেছিল এই দোষের প্রতিফলস্বরুপ ঈশ্বরের শাস্তি তাদের উপর নেমে এসেছিল। অপর দিকে ঈশ্বরের নিজের আইন-কানুনের লোকেরা যারা ইতোমধ্যে শাস্তি ভোগ করেছিল, তারা তাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করবে। ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতিজ্ঞা দিয়ে পুস্তকটি শেষ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য এবং পটভূমি

ভাববাদী ওবদিয় পুরাতন নিয়মের অন্যান্য পুস্তকের অনেক সাদৃশ্যমূলক বিষয় উল্লেখ করেছেন, বিশেষ করে যিরমিয়র ইদোম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী (যির ৪৯:৭-২২)। বিলাপ ৪:২২ পদে যা ঘোষিত হয়েছে ওবদিয়ের বাণীতে অপরিহার্য রূপে তা উচ্চারিত হয়েছে: সিয়োন পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করবে, কিন্তু ইদোমের জন্য রয়েছে দণ্ডাজ্ঞা।

যখন শত্রুরা আক্রমণ করেছিল এবং যিরূশালেমের উপরে গুলিবাট করেছিল (১১ পদ) তখন যিরূশালেমবাসীরা ঈশ্বরের শাস্তি ভোগ করেছিল (ওবদিয় ১৬ পদ)। ইদোম যাকোবের ভাই এষৌর বংশধর এবং ইস্রায়েলের দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। কাজেই বাবিলের কারণে ইস্রায়েল সঙ্কটাপন্ন হওয়ার সময় তাদের ভাইকে তাদের সাহায্য করা উচিত ছিল। এর পরিবর্তে তারা বিদেশী আক্রমণকারীদের পক্ষে গিয়েছিল এবং ইস্রায়েলের দুর্দশা ঘটাবার সুযোগ গ্রহণ করেছিল (পদ ১০-১৪)।

পবিত্র সিয়োন অপবিত্র হয়ে পড়েছিল এবং ঈশ্বরের লোকেরা জনসাধারণের লজ্জার কারণ হয়েছিল। ইদোম নিরাপদ বোধ করলেও ইস্রায়েলের ধ্বংস সাধনের জন্য সে অত্যন্ত ব্যাগ্র ছিল। সমস্ত পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য দেখে মনে হয় যেন ইদোম এবং বিদেশী জাতিগণ ইস্রায়েলকে দমন এবং ভবিষ্যতে তাদের শাসন করার জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিল। বিলাপ পুস্তক বিস্তৃতভাবে বিষয়টি বর্ণনা করেছে, যেখানে নির্বাসনের দ্বারা ইস্রায়েলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মতাত্ত্বিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার বিষয় উল্লেখ রয়েছে। তাহলে ইস্রায়েলের কি কোন ভবিষ্যৎ আছে? সিয়োন কি চিরকাল অপবিত্রই থাকবে? অব্রাহামের বংশধরের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের আশীর্বাদ লাভের পরিকল্পনা কি তাহলে ব্যর্থ হবে? ইদোম এবং শত্রু পক্ষীয় জাতিরা কি বিজয়ের উৎসব করবে? ঈশ্বর কি এই সব কিছুর প্রতি উদাসীন থাকবেন?

এই রকম নিরানন্দপূর্ণ পরিস্থিতিতে ভাববাদী ওবদিয় সদাপ্রভুর বাক্য প্রচার করেন। ওবদিয় পুস্তকের প্রথমার্ধে (১-১৫ পদ) ইদোমকে একবচনে "তুমি" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ভাববাদী ইদোমের বিরুদ্ধে আসন্ন শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন এবং উপযুক্ত সময় পেরিয়ে যাবার পূর্বে যিহূদা বিরোধী ও শত্রুতার মনোভাব থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করেছেন এবং সদাপ্রভুর দিনে সমস্ত জাতির উপরে (পদ ১৫) শাস্তি নেমে আসার আগে তাদেরকে সতর্ক করেছেন। শাস্তির মান হবে কঠোর প্রতিফলনের ন্যায় বিচার (পদ ১৫)।

পুস্তকটির দ্বিতীয়ার্ধে (১৬-২১ পদ) ১৬ পদে যিরূশালেমের লোকদেরকে বহুবচনে "তুমি" হিসেবে বলা হয়েছে: "আমার পবিত্র পাহাড়ে তুমি . . . "। ভাববাদী এখানে ঈশ্বরের অবরুদ্ধ লোকদের ভবিষ্যতের মহা পরিবর্তনের শুভ সংবাদের মাধ্যমে আশা প্রদান করছেন। সদাপ্রভুর ভয়ঙ্কর দিনে শত্রুভাবাপন্ন জাতিরা ঈশ্বরের শাস্তি ভোগ করবে, কিন্তু যারা সিয়োনে আছে তারা রক্ষা পাবে এবং সিয়োন পবিত্র হবে (১৬-১৭ পদ)। সমস্ত ইস্রায়েল পুনর্মিলিত হবে এবং প্রতিজ্ঞাত দেশ তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, সেই সাথে তারা ইদোমের উপরে বিজয় লাভ করবে (১৭-২০ পদ)। শেষ লাইনে ঈশ্বরের চূড়ান্ত লক্ষ্য প্রকাশ পেয়েছে: সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর রাজকীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে (২১ পদ)।

প্রধান বিষয়বস্তু

- ঈশ্বরের লোকদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতার কারণে শত্রুরা লজ্জিত হবে (পদ ১০)।
- প্রত্যেক অহঙ্কারী মানুষের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা অবশেষে ঈশ্বর আসন্ন বিচারের সামনে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করবেন (পদ ১-৯)।
- ঈশ্বরের প্রতিফলনমূলক বিচার কঠোর এবং নিরপেক্ষ হবে, মন্দ কাজের সঙ্গে

যুক্ত হওয়ার জন্য শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে (পদ ১৫)।

- পুনর্মিলিত ইস্রায়েল ঈশ্বর প্রদত্ত মুক্তি ও স্বাধীনতা ভোগ করবে (পদ ১৬-১৭), প্রতিজ্ঞাত দেশের অধিকারী হবে এবং ইদোমের উপরে বিজয় লাভ করে তাদেরকে শাসন করবে (পদ ১৭-২১)।
- ভবিষ্যতে সদাপ্রভু চূড়ান্তভাবে তাঁর রাজকীয় শাসন প্রকাশ করবেন (পদ ২১)।

পরিত্রাণের ইতিহাসের সার-সংক্ষেপ

ঈশ্বরের লোকদের প্রতি শত্রুতার আচরণ দেখাবার কারণে ওবদিয় ইদোমের উদ্দেশে দণ্ডাজ্ঞার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। যিরূশালেমের উপর বিপর্যয় নেমে আসতে দেখে ইদোম খুব আনন্দিত হয়েছিল। অথচ যিরূশালেমের পতন ঘটেছিল তার অবিশ্বস্ততার জন্য এবং ঈশ্বরের দণ্ডাজ্ঞা নেমে আসার জন্য ইদোম ছিল ঈশ্বরের প্রধান লক্ষ্য। সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর লোকদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন এবং যারা তাঁর লোকদেরকে কষ্ট দেয় তাদেরকে তিনি শাস্তি দেন। অবশেষে বন্দীদশা থেকে যিরূশালেম মুক্ত হবে এবং এর আশীর্বাদ অযিহূদীদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করবে (পদ ১৯-২১)।

ওবদিয় পুস্তকের বিন্যাস

যদিও ওবদিয় ভাববাদীর পরিচর্যার সময়কাল সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে, কিন্তু খুব সম্ভব এই পুস্তকটি ৫৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাবিলের কাছে যিরূশালেমের পতনের কিছু কাল পরে রচিত হয়েছিল। ভাববাদী ওবদিয় ইদোমকে দোষারোপ করেছেন, কারণ বাবিলের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর ইদোম যিহূদাকে সাহায্য করার পরিবর্তে আক্রমণ করেছিল। ইতিহাস অনুসারে এই ইদোম ছিল যাকোবের ভাই এষৌর বংশধর।

প্রধান পদঃ "কেননা সর্বজাতির উপরে সদাপ্রভুর দিন সন্নিকট; তুমি যেরকম করেছ, তোমার প্রতিও তেমনি করা যাবে, তোমার অপকারের ফল তোমারই মাথায় বর্তাবে" (১৫ পদ)।

প্রধান প্রধান লোকঃ ইদোমীয় লোকেরা

প্রধান প্রধান স্থানঃ ইদোম, যিরূশালেম

পুস্তকটির রূপরেখাঃ

১) অহংকারী ইদোমকে নত করা (১-৪ পদ)
২) ইদোমের ধ্বংস (৫-৯ পদ)
৩) ইদোমের পতনের কারণগুলো (১০-১৪ পদ)
৪) ইদোমের শাস্তি (১৫,১৬ পদ)
৫) ইস্রায়েল ও যিহূদার পুনঃস্থাপন (১৭-২১ পদ)

ওবদিয়ে পুস্তকের সার সংক্ষেপের চার্ট ১				
লক্ষ্য বা ফোকাস	**ইদোমের বিচার**		**ইস্রায়েলের পুনঃস্থাপন**	
শাস্ত্রীয় পদ	১:১---- ১০----১৫------ ১৯---------- ২১			
ভাগ	বিচারের ভাববাণী	বিচারের কারণসমূহ	বিচারের ফলাফল	ইস্রায়েল কর্তৃক ইদোম দখল করা
বিষয়	ইস্রায়েলের পরাজয়		ইস্রায়েলের জয়	
	বিচারের ভবিষ্যদ্বাণী			দখল হয়ে যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী
স্থান	ইদোম ও ইস্রায়েল			
সময়	খ্রীষ্টপূর্ব ৮৯০ বা ৫৮৬ - ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ			

অন্যান্য ভাববাদীদের ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে ওবদিয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর তুলনা	
ওবদিয়	**আমোষ**
১:৪	**৯:২**
১:৯, ১০, ১৮	**১:১১-১২**
১:১৪	**১:৬ ও ৯**
১:১৯	**৯:১২**
১:২০	**৯:১৪**
ওবদিয়	**যিরমিয়**
১:১-৬	**৪৯:৭-২২**
ওবদিয়	**যোয়েল**
১:১০-১৮	**১:১৫; ২:১; ৩২ ; ৩:৩-৪; ১৭,১৯**

ইদোমের বিষয়ে ওবদিয়ের পুস্তকের চার্ট ২			
	ইদোমের করা অপমান ও তার ধ্বংস	**ইদোমের নিষ্ঠুরতা ও অপরাধ**	**ইদোম ও সদাপ্রভুর দিন**
	ওবদিয় **১:১-৯**	ওবদিয় **১:১০-১৪**	ওবদিয় **১:১৫-২১**
লক্ষণ	ভবিষ্যদ্বাণী	ভীতি প্রদর্শন	ধ্বংস
ঘটনা	কি ঘটবে	কেন ঘটবে	কিভাবে ঘটবে
বিষয়গত দিক	**"তোমার নিজের অহঙ্কারই তোমাকে ঠকিয়েছে ..... আমি তোমাকে বিধ্বংস্ত অবস্থায় নীচে নামিয়ে আনবো।" (ওবদিয় ১:৩ -৪)**	**"ইস্রায়েলের নিজের লোকদের উপর তোমার অত্যাচারের কারণে" (ওবদিয় ১:১০)**	**"তাই তুমি ইস্রায়েলের প্রতি যা করেছ, তা তোমার প্রতি করা হবে।" (ওবদিয় ১:১৫)**
মূল বিষয়বস্তু	**ইদোমের আসন্ন শাস্তি**		
মূল পদ	**ওবদিয় ১:১০**		
ওবদিয়ের পুস্তকে খ্রীষ্ট	**ইদোমের উপর ঈশ্বরের উপস্থাপিত শাস্তি ও ইস্রায়েলকে প্রদত্ত মুক্তিই হলো সময়ের শেষে খ্রীষ্টের বিচার ও তাঁর লোকদের পরিত্রাণের পূর্বলক্ষণ।**		

ভাববাদী ওবদিয় পুস্তকের বিষয়ে মজার তথ্য

ওবদিয় নামের অর্থ: ওবদিয়ের নামের হিব্রু "সদাপ্রভু রক্ষাকারী" বা "সদাপ্রভুর উপাসনাকারী"

লেখক: ওবদিয়।

পুস্তকটি লেখার সময়: সময়ের বিষয়ে কোন কিছু উল্লেখ নেই।

পবিত্র বাইবেলে পুস্তকটির অবস্থান:

- পবিত্র বাইবেলের ৩১তম পুস্তক।
- পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের ৩১তম পুস্তক।
- ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক ১৭টি পুস্তকের ৯তম পুস্তক এটি (যিশাইয়-মালাখি)।
- অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ১২ জন ভাববাদীদের ৪র্থ ভাববাদী (হোশেয়-মালাখি)।
- এই পুস্তকটির আগে আরও ৩৫টি পুস্তক রয়েছে।

পুস্তকটির অধ্যায়: ১টি।

পুস্তকটির পদ: ২১টি।

পুস্তকটির শব্দ: ৬৭০টি।

ওবদিয় পুস্তকটির বিষয়ে পর্যবেক্ষণ:

- ওবদিয় পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের একটি অধ্যায়ভিত্তিক এক মাত্র পুস্তক।
- ওবদিয় পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পুস্তক।
- ভাববাদী ওবদিয় সম্ভবত: যিহূদার দক্ষিণের রাজ্যে বসবাস করতেন।
- পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ১৩ জন ওবদিয়ের কথা বলা হয়েছে।
- এই কোন রাজার কথা উল্লেখ নেই।
- কেউ কেউ মনে করেন যে, ওবদিয় ভাববাদী ইলিশায়ের সমসাময়িক ছিলেন।
- যে সব ভাববাদীরা লিখতে পারতেন, তাদের মধ্যে সর্বপ্রাথমিক ছিলেন ওবদিয়।

ইদোমের বিষয়:

- ইদোমীয়রা ছিল এষৌর বংশধর।
- নিরামিষ রঙের কারণে ইদোম শব্দের অর্থ হলো 'লাল', যার জন্য এষৌ তাঁর বড় ভাইয়ের অধিকারকে যাকোবের কাছে বিক্রি করেছিলেন।
- মরু-সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত পাহাড়ী অঞ্চলে ইদোমীয়রা বসবাস করতো।
- ইদোমীয়রা যিহূদীদের চির শত্রু।
- মিশর থেকে বের হওয়ার পর কনান দেশ অভিমুখী যাত্রায় ইদোমীয়রা তাদের জায়গার মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য মোশির অনুরোধকে প্রত্যাখান করেছিল।
- ইদোমীয়রা শৌলের বিরোধিতা করলেও দায়ূদের দ্বারা অবদমিত হয়েছিল।
- ইদোমীয়রা যিহোশাফটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।
- ইদোমীয়রা যিহোরামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করেছিল।
- ঐ সময়ে ইদোমীয়রা আসিরিয়া ও বাবিলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো।
- খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে নবোতীয়রা ইদোমীয়দেরকে তাদের নিজেদের দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিল। আর তারা ঐ সময় প্যালেষ্টাইনের দক্ষিণাংশে চলে গিয়ে সেখানে বসবাস করতে শুরু করে এবং ইদুমীয় নামে পরিচিতি লাভ করে।

মহান রাজা হেরোদ এক জন ইদুমীয় ছিলেন:

⇒ তিনি রোম সম্রাজ্যের অধীনে খ্রীষ্টপূর্ব ৩৭ সালে যিহূদার রাজা হয়েছিলেন।

⇒ শিশু যীশুকে মেরে ফেলতে রাজা হেরোদ বৈৎলেহমে ব্যাপক সংখ্যক ছেলে শিশুদের হত্যা করেন।

⇒ ইদুমীয়রা রোমের বিরুদ্ধে যিরূশালেমের বিদ্রোহে যিহূদীদের সাথে অংশগ্রহণ করে এবং যখন রোম সম্রাট তীত ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যিরূশালেম দখল করেন, তখন তারা যিহূদীদের সাথে পরাজিত হয়। বিশেষ দ্রষ্টব্য: মজার বিষয় হিসেবে লক্ষ্য করা যায় যে, যখন খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৬ সালে যিরূশালেম ধ্বংস করেন, তখন তখন ইদুমীয়রা উল্লসিত হয় এবং ৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাদের বেশ কিছু সংখ্যক লোক মন্দির রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায়।

ভাববাদী ওবদিয় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন:

◊ ইদোম "চিরতরে জন্য শেষ হবে" (ওবদিয় ১:১০)।

◊ "আর এষৌর বংশের আর কেউ বেঁচে থাকবে না" (ওবদিয় ১:১৮)।

◊ আর ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যিরূশালেমের মন্দির ধ্বংসের সাথে তারাও পৃথিবীর ইতিহাস থেকে চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়।

ভাববাদী ওবদিয়ের পুস্তক ও এই যুগের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক

পুস্তকটিতে থাকা অল্প ঐতিহাসিক তথ্যের কারণে ওবদিয়ের পুস্তকটির সঠিকভাবে তারিখ নির্ণন করা প্রায় অসম্ভব। যদিও বাইবেলর পণ্ডিতদের বেশ কয়েকটি বিকল্প প্রস্তাব রয়েছে তবে তাদের প্রস্তাবের মধ্যে সর্বোত্তম যুক্তিটি হল খ্রীষ্টপূর্ব ৮৪০ এর দশকে ওবদিয় এই পুস্তকটি লিখেছেন। তারা তাঁকে ভাববাদী যোয়েলের কয়েক বছর আগে এবং ভাববাদী ইলীশায়ের সমসাময়িক ভাববাদী হিসাবে মনে করেন। এই প্রারম্ভিক তারিখের জন্য সবচেয়ে বড় প্রমাণ হিসাবে ওবদিয় ১:১০-১৪ পদে উল্লেখিত যিরূশালেমে ইদোমীয়দের আক্রমণের ইঙ্গিত দেয়। যদিও ইদোম খুব দুর্বল ছিল যিহূদা আক্রমণ করার পক্ষে, কিন্তু ইদোম নিঃসন্দেহে এই আক্রমণে অন্য জাতির সাথে অংশ নিয়েছিল, কারণ তখন পরিবর্তনের বাতাস তার পক্ষে প্রবাহিত হয়েছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ৮৪০-এর দশকে যখন ইদোম যিহূদার রাজা যিহোরামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, তখন পলেষ্টীয় ও আরবীয়রাও যিরূশালেম আক্রমণে অংশ নিয়েছিল (২ রাজা ৮:২০-২২; ২ বংশাবলি ২১:১৬-১৭)। যদিও ২ বংশাবলি এই আক্রমণে ইদোমীয়দের অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয় না, কিন্তু ওবদিয় ১:১০-১৪ পদ ইদোমীয়রা তাদের প্রতিবেশীদের উপর যে সহিংস আচরণ চালিয়েছিল তা তুলে ধরেছে। যিরূশালেম আক্রমিত হওয়ার পর সেখান থেকে যারা পালিয়ে যাচ্ছিল সেই লোকদের হত্যা করার জন্য নিকটবর্তী রাস্তায় ইদোমীয়েরা অপেক্ষা করছিল। ইদোমীয়রা সহজেই বিদেশী শক্তির দ্বারা যিরূশালেমের আক্রমণের কথা জানতে পেরেছে এবং তারা এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছে যাতে তারাও যিরূশালেমে তাদের প্রতিবেশীদের লুণ্ঠন করে উপকৃত হতে পারে।

ওবদিয় পুস্তক এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

পুস্তকটির অধিকাংশই ইদোমের ও বিদেশী জাতির উপর রায় ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে ওবদিয়কে মাত্র তিনজন ভাববাদীর একজন করে তোলে যারা প্রাথমিকভাবে অন্যান্য জাতির উপর রায় ঘোষণা করেছে (নহূম, হবক্কূক ও অন্যরা)। যদিও ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পুস্তকের অন্যদের মধ্যে ইদোম এবং অন্যান্য জাতির বিরুদ্ধে বিচারের কথা রয়েছে তবুও ওবদিয়ের একক ফোকাস ছিল ঈশ্বরের সাথে মানবতার যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কের প্রতি। যদিও এটি বুঝতে পারা কঠিন, তবুও তা সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে। যখন লোকেরা ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে ফেলে বা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, তখন তারা জীবনের শেষে পুনঃস্থাপনের পরিবর্তে বিচারের প্রত্যাশা করতে পারে।

এই পুস্তকে বড় ধারণাটি কি?

ওবদিয়ের নাম, যার অর্থ "সদাপ্রভুর উপাসনাকারী", যিনি দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের যিহূদার প্রতিবেশী ইদোমের উপর তিনি বিচারের বার্তা উচ্চারণ করেছিলেন। যিহোবার একজন উপাসক হিসেবে ওবদিয় নিজেকে প্রভুর সামনে নম্রভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সামনে তাঁর নীচ অবস্থানকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

ঈশ্বর "সদাপ্রভুর উপাসনাকারী" অর্থাৎ ওবদিয় নামে একজনকে ইদোমের লোকদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, এটা কোন ভুল ছিল না। ইদোমকে প্রভুর সামনে অহংকার করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা করা হয়েছিল (ওবদিয় ১:৩)। তারা নিজেদেরকে ইস্রায়েলীয়দের চেয়ে বড় ভেবেছিল। তারা ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের উপহাস করে, তাদের সম্পদ চুরি করে, এমনকি, তাদের ক্ষতি করার মতো কাজ করতে পেরে নিজেদেরকে মহান ভেবেছিল। কিন্তু প্রভু সদাপ্রভুর নামে ওবদিয় জাতিগুলোর উপর ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতা কথা ঘোষণা করেছিলেন এই বলে যে, ঈশ্বর তাঁর লোকদের চিরকাল কষ্ট ভোগ করতে দেবেন না (১: ১)। ওবদিয়ের মাধ্যমে ঈশ্বর ইদোমকে তাঁর লোকদের প্রতি তাদের খারাপ আচরণের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন এবং ইদোমীদের নয়, যিহূদার লোকেদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন (১:১৭-১৮)। ইদোম জাতি, যা শেষ পর্যন্ত ইতিহাস থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়, তা হিতোপদেশ ১৬:১৮ পদে পাওয়া সত্যের অন্যতম প্রধান উদাহরণ: "বিনাশের আগে অহঙ্কার, পতনের আগে মনের গর্ব।"

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করবো?

ওবদিয়ের ভবিষ্যদ্বাণী অহংকারের ধ্বংসাত্মক শক্তির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমাদের চারপাশের লোকদের উপর অহংকারীদের প্রভাব বিবেচনা না করে আমাদের নিজেদের অনুভূতি এবং আকাঙ্ক্ষাগুলো অনুসরণ করার জন্য একটি স্ব-সেবামূলক পদ্ধতিতে বেঁচে থাকার পরিণতি কি হতে পারে। আপনি কি ঈশ্বর ও অন্যদের জন্য আপনার নিজের ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষাগুলো সরিয়ে রাখার জন্য লড়াই করেন? যদিও এই ধরনের অহংকার এদোন বাগানে পাপে পতনের মর্মান্তিক ঘটনার পর থেকে পতিত মানুষের জীবনের অংশ ছিল। কিন্তু ওবদিয় আমাদের ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অধীনে নিজেকে ন্যস্ত করার জন্য, তাঁর উদ্দেশ্যের প্রতি আমাদের ক্ষুধাকে বৃদ্ধি করার জন্য এবং যখন সমস্ত কিছু পুনঃস্থাপিত হবে তখন যেন আমরা তাঁর লোক হতে পারি সেই আশা নিয়ে বেঁচে থাকবার বার্তা দিয়েছেন।

ওবদিয় : ১ অধ্যায়

ইদোমের বিনাশ ও ইস্রায়েলের মঙ্গল

১ [১] ওবদিয়ের দর্শন।
সার্বভৌম সদাপ্রভু ইদোমের বিষয়ে এই কথা বলেন। আমরা সদাপ্রভুর কাছ থেকে
বার্তা শুনেছি এবং জাতিদের কাছে এক দূত প্রেরিত হয়েছে; তোমরা ওঠ, চল, আমরা তার
বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য যাই। [২] দেখ, আমি তোমাকে জাতিদের মধ্যে ক্ষুদ্র করেছি; তুমি
নিতান্ত অবজ্ঞার পাত্র। [৩] হে শৈলের ফাটলে বাসকারী, হে উঁচু স্থান-নিবাসী, তোমার
অন্তঃকরণের অহঙ্কার তোমাকে বঞ্চনা করেছে; তুমি মনে মনে বলছো, কে আমাকে ভূমিতে
নামাবে? [৪] তুমি যদিও ঈগল পাখির মত উচ্চে আরোহণ কর, যদিও তারাগুলোর মধ্যে
তোমার বাসা স্থাপিত হয়, তবুও আমি তোমাকে সেখান থেকে নামাব, সদাপ্রভু এই কথা
বলেন।

[১:১] দেখুন যিশা ১:১; [১:১] দেখুন আদি ২৫:১৪; দেখুন যিশা ১১:১৪; দেখুন ৩৪:১১; ৬৩:১-৬; যিরি ৪৯:৭-২২; দেখুন যিহি ২৫:১২-১৪; দেখুন ৩২:২৯; দেখুন আমোষ ১:১১-১২; [১:১] যিশা ১৮:২; [১:১] যিরি ৬:৪-৫; [১:২] গণনা ২৪:১৮; [১:৩] দেখুন যিশা ১৬:৬; [১:৩] যিশা ১৬:১; [১:৩] দেখুন ২ বংশা ২৫:১১-১২; [১:৪] দেখুন যিশা ১০:১৪; [১:৪] দেখুন যিশা ১৪:১৩; [১:৪] দেখুন ইয়োব ২০:৬;

১-৪ এই অংশটির সাথে যিরমিয় ৪৯:১৪-১৬ পদের বর্ণনার মিল রয়েছে।

১ দর্শন। সাধারণত পুরাতন নিয়মে দর্শন শব্দটির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা প্রত্যাদেশ বোঝানো হয়ে থাকে (হিতোপদেশ ২৯:১৮; যিশা ১:১ পদ ও নোট দেখুন)। *ওবদিয়ের।* দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা। *আমরা।* হতে পারে (১) পুস্তকটি যারা সম্পাদনা করেছেন তারা নিজেদের কথা বোঝাতে "আমরা" শব্দটি ব্যবহার করেছেন; (২) ভাববাদী এখানে ইস্রায়েল জাতিকে তাঁর নিজের নামের সাথে উল্লেখ করছেন; কিংবা (৩) ইদোমের বিরুদ্ধে অন্যান্য ভাববাদীদের ঘোষণার কথা এখানে বলা হচ্ছে। যেটাই হোক না কেন, পদের বাকি অংশ ভাববাদী ওবদিয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণার জন্য মঞ্চ প্রস্তুত করেছে, যা শুরু হয়েছে ২ পদ থেকে। *বার্তা।* কিংবা বলা যায় "প্রতিবেদন"। জাতিগণের কাছে একটি বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে, যেখানে ইদোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে। সম্ভবত ইদোমের কিছু কিছু মিত্রের মধ্যে কোন ধরনের ষড়যন্ত্র চলছিল (পদ ৭ দেখুন)। যদিও ইদোম নিজেকে নিরাপদ বলে মনে করেছিল (পর্বতের উপরে নির্মিত তার প্রাসাদ দুর্গ এবং বিরাট সৈন্য বাহিনীর কারণে, পদ ২-৪, ৮-৯ দেখুন), তথাপি ভাববাদী ওবদিয় ইস্রায়েল জাতির প্রতি ইদোমের শত্রুতা প্রকাশের কারণে তাদের প্রতি ঈশ্বরের বিচার ঘোষণা করেছেন।

২ আমি তোমাকে ... ক্ষুদ্র করেছি। এর সাথে তুলনা করুন প্রচলিত প্রবাদ "কেটে সমান করা"।

৩ তোমার অন্তঃকরণের অহঙ্কার। দেখুন পদ ১২; যিরমিয় ৪৯:১৬ পদ ও নোট। *শৈল।* সেলা ছিল ইদোমের রাজধানী। ইদোমের অন্তর্গত পেট্রা নামক একটি স্থান মৃত সাগরের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে আরও ৫০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। এই সেলা এবং পেট্রা দুটো নামই হিব্রু ভাষায় অর্থ "শৈল" বা "পাথর"। কাজেই এখানে শৈল শব্দটি উল্লেখ করার মাধ্যমে এই দুটো স্থানের যে কোন একটি বোঝানো হতে পারে (যিশা ১৬:১ পদের নোট দেখুন)।

৪ ঈগল পাখি। অহঙ্কারী ও রাজকীয় এক পাখি, যা শক্তিমত্তা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও অনেক উঁচুতে উড়তে পারার কারণে বিখ্যাত (দেখুন দ্বি.বি. ২৮:৪৯;

[৫] তোমার কাছে যদি চোরেরা আসে, রাত্রিকালীন বিনাশকারীরা আসে– তুমি কেমন
উচ্ছিন্ন হবে!– তবে তারা কি কেবল প্রয়োজনমত চুরি করবে? তোমার কাছে যদি আঙ্গুর
সংগ্রহকারীরা আসে, তারা কি কিছু ফল অবশিষ্ট রাখবে না? [৬] এষৌর সম্পত্তি কেমন খোঁজ
করা গেছে! তার গুপ্তধনের কেমন অনুসন্ধান হয়েছে! [৭] যেসব লোক তোমার সঙ্গে চুক্তি
করেছে, তারা তোমাকে সীমা পর্যন্ত বিদায় দিয়েছে; তোমার মিত্ররা তোমাকে প্রবঞ্চনা করে
পরাজিত করেছে; যারা তোমার অন্ন ভোজন করে, তারা তোমার নিচে ফাঁদ পাতে; না,
ইদোমে কোন বিবেচনাবোধ নেই।

[৮] সদাপ্রভু বলেন, সেদিন আমি কি ইদোমের জ্ঞানবানদের বিনষ্ট করবো না? এষৌর
পর্বত থেকে কি বুদ্ধিমানদের দূর করবো না? [৯] হে তৈমন, তোমার বীরেরা ভীষণ ভয় পাবে,
যেন এষৌর পর্বত থেকে নরহত্যায় সকল মানুষ উচ্ছিন্ন হয়।

[১:৫] দেখুন দ্বি:বি ৪:২৭; ২৪:২১; দেখুন যিশা ২৪:১৩; [১:৭] যিরি ৩০:১৪; [১:৭] দেখুন গীত ৪১:৯; [১:৮] ইয়োব ৫:১২; যিশা ২৯:১৪; [১:৯] দেখুন আদি ৩৬:১১, ৩৪;

যিশা ৪০:৩১; যিরমিয় ৪:১৩; ৪৯:২২; যিহি ১৭:৩ পদ)। *তারাগুলো।* এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে পর্বতের উপরে এমন উঁচু ও দুর্গম স্থান যেখানে যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

৫-৬ এই অংশটি যিরমিয় ৪৯:৯-১০ পদের সমান্তরাল।

৫ তারা কি কিছু ফল অবশিষ্ট রাখবে না? দেখুন যিরমিয় ৪৯:৯ পদ ও নোট।

৬ গুপ্তধন। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক ডিওডোরাস সিকুলাস বলেছেন যে, ইদোমীয়রা ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে তাদের সংগৃহীত সমস্ত সম্পদ পাথরের নিচে তৈরি করা সিন্দুকে লুকিয়ে রাখত।

৭ যারা তোমার অন্ন ভোজন করে। দেখুন গীত ৪১:৯ পদ ও নোট। *তোমার নিচে ফাঁদ পাতে।* তবে এই অংশের হিব্রু অনুবাদ থেকে ধারণা করা হয় এখানে এমন কোন ব্যক্তির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা বোঝানো হয়েছে, যার সাথে আগে চমৎকার বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল।

৮ সেদিন। ইদোমের ধ্বংস সাধনের দিন; কিন্তু এই কথাগুলোর মধ্যে এস্ক্যাটোলজি (eschatology) অর্থাৎ ভবিষ্যতে যা হবে এই মতবাদের কিছুটা আভাস পাওয়া যায় (পদ ১৫ ও নোট দেখুন)। যেহেতু পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ইদোম নামটি দিয়ে অনেক সময় ঈশ্বর ও তাঁর রাজ্যের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন সমস্ত জাতিদের প্রতীক হিসেবে বোঝানো হয়ে থাকে, সেহেতু তার বিচার সম্পন্ন হওয়ার অর্থ হচ্ছে পৃথিবী থেকে ঈশ্বরের সমস্ত শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করা। তার বিচার আমাদেরকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ঈশ্বর তাঁর নিরূপিত দিনে সমস্ত বিরোধিতাকারীদেরকে নিঃশেষে বিনষ্ট করবেন (আমোষ ৯:১২ পদ ও নোট দেখুন)। *জ্ঞানবান।* যাদের বুদ্ধি ও পরামর্শের উপরে ইদোম তার সুরক্ষার ব্যাপারে নির্ভর করতো (যির ৪৯:৭ পদ ও নোট দেখুন)। কোন কোন অনুবাদে ইলীফস নামটি উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি ইয়োবের তিন বন্ধুর মধ্যে এক জন ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন তৈমনীয় (পদ ৯ ও নোট দেখুন)। *এষৌর পর্বত।* এষৌ হচ্ছে ইদোমের আরেক নাম (দেখুন আদি ৩৬:১ পদ ও নোট)।

৯ তৈমন। এই নামের মধ্য দিয়ে সমগ্র ইদোমকে বোঝানো হয়েছে, যেমনটা যিরমিয় ৪৯:৭, ২০ পদে দেখা যায় (যির ৪৯:৭;

ইদোমের দোষ

১০ তোমার ভাই যাকোবের প্রতি কৃত দৌরাত্ম্যের জন্য তুমি লজ্জায় আচ্ছন্ন ও
চিরকালের জন্য উচ্ছিন্ন হবে। ১১ যেদিন তুমি অন্য পক্ষে দাঁড়িয়েছিলে, যেদিন বিদেশীরা
তার সম্পত্তি হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল ও বিজাতিরা তার তোরণদ্বারে প্রবেশ করেছিল এবং
যিরূশালেমের উপরে গুলিবাঁট করেছিল, সেদিন তুমিও তাদের একজনের মত ছিলে।
১২ কিন্তু তোমার ভাইয়ের দুর্দিনে, তার বিষম দুর্দশার দিনে, তার দিকে তুচ্ছদৃষ্টি করো না;
যিহূদার সন্তানদের বিনাশের দিনে তাদের বিষয়ে আনন্দ করো না এবং সঙ্কটের দিনে
অহংকারের কথা বলো না। ১৩ আমার লোকদের দুর্যোগের দিনে তাদের তোরণদ্বারে প্রবেশ
করো না; তুমি তাদের দুর্যোগের দিনে তাদের অমঙ্গলের দিকে দৃষ্টি দিয়ো না এবং তাদের
দুর্যোগের দিনে তাদের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করো না। ১৪ আর তাদের পলাতকদের বধ
করার জন্য পথের সংযোগস্থানে দাঁড়াবে না; এবং সঙ্কটের দিনে তাদের রক্ষা পাওয়া
লোকদের শত্রুদের হাতে তুলে দিও না।

১৫ কেননা সর্বজাতির উপরে সদাপ্রভুর দিন সন্নিকট; তুমি যেরকম করেছ, তোমার

[১:১০] দেখুন যোয়েল ৩:১৯; [১:১০] গীত ১৩৭:৭; আমোষ ১:১১-১২; [১:১০] দেখুন গীত ১৩৭:৭; দেখুন যিহি ২৫:১২ -১৪; ৩৫:৯; [১:১১] দেখুন ইয়োব ৬:২৭; দেখুন যিহি ২৪:৬; [১:১১] দেখুন আমোষ ১:৬; [১:১২] উপদে ২৪:১৭; [১:১২] দেখুন ইয়োব ৩১:২৯; [১:১২] দেখুন যিহি ৩৫:১৫; [১:১২] দেখুন উপদে ১৭:৫; [১:১২] গীত ১৩৭:৭; [১:১২] দেখুন যিহি ২৫:৬; মীখা ৪:১১; ৭:৮; [১:১৩] দেখুন যিহি ৩৫:৫; [১:১৪] দেখুন ১ রাজা ১৮:৪; [১:১৫] দেখুন যিরি ৪৬:১০; দেখুন যিহি ৩০:৩; দেখুন যোয়েল ২:৩১; দেখুন আমোষ ৫:১৮; [১:১৫] দেখুন যিরি ৫০:২৯; হবক ২:৮;

আমোষ ১:১২ পদের নোট দেখুন)। তৈমন নামটির অর্থ "দক্ষিণ," এবং এই নামটির মাধ্যমে সম্ভবত ইদোমকে দক্ষিণের একটি দেশ বোঝানো হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন এই তৈমন হচ্ছে তাওইলান, যা পেট্রা থেকে তিন মাইল পূব দিকে অবস্থিত।

১০ তোমার ভাই যাকোব। ইদোমের সমস্ত পাপ ও অপরাধ ছিল একেবারেই ক্ষমার অযোগ্য, কারণ সে নিজের ভাইয়ের সাথে, যাকোবের জাতি ইস্রায়েলের সাথে অন্যায় আচরণ করেছে। *তুমি লজ্জায় আচ্ছন্ন।* এই অভিব্যক্তিটি বেশ অবাক হওয়ার মত, কারণ লজ্জা সাধারণত উলঙ্গতার কারণে প্রকাশ পায়।

১১ দেখুন ভূমিকা: সময়কাল ও রচনার স্থান। *বিদেশীরা .... বিজাতিরা।* এই শব্দগুলো ইদোমের পাপকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে: সে তার ইস্রায়েলের সাথে প্রকৃত ভাইয়ের মত আচরণ করে নি (পদ ১২), বরং বিদেশীদের মত ও বিজাতীয়দের মত আচরণ করেছে। *যিরূশালেমের উপরে গুলিবাঁট করেছিল।* দেখুন যিহি ২৪:৬ পদ ও নোট।

১২-১৪ এখানে ইদোমের শত্রুভাবাপন্ন আচরণের জন্য বিশেষভাবে তিরস্কার করা হয়েছে। দেখুন গীত ১৩৭:৭; যিহি ৩৫:১৩ পদ, যেখানে যিহূদার দুর্দশার সময় ইদোমের প্রতিক্রিয়া দেখা যায় (এর সাথে দেখুন গীত ১৩৭:৭ পদের নোট)।

১২ সঙ্কটের দিনে অহংকারের কথা বলো না। দেখুন পদ ৩; যিরমিয় ৪৯:১৬ পদ ও নোট।

১৫ সর্বজাতির উপরে সদাপ্রভুর দিন সন্নিকট। যদি "সেদিন" লোকদের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধের সামান্য আভা এসে পড়ে থাকে (পদ ৮), তাহলে সদাপ্রভুর এই দিনে সেই আভা হয়ে উঠবে প্রলয়ঙ্কারী সৌর রশ্মি। সদাপ্রভুর দিন সমস্ত জাতিদের উপরেই ঈশ্বরের বিচার সম্পন্ন করবে (যাদের মধ্যে ইদোমও থাকবে) এবং যাকোবের কুলের লোকেরা সেদিন উদ্ধার পাবে (দেখুন পদ ১৭; যোয়েল ১:১৫; আমোষ

প্রতিও তেমনি করা যাবে, তোমার অপকারের ফল তোমারই মাথায় বর্তাবে। [১৬] কেননা আমার পবিত্র পর্বতে তোমরা যেভাবে পান করেছ, তেমনি সমস্ত জাতি অনবরত পান করবে, পান করতে করতে গিলবে, পরে তারা এমন হবে যে, তাদের কখনও কোন অস্তিত্ব ছিল না।

ইস্রায়েলের শেষ বিজয়

[১৭] কিন্তু সিয়োন পর্বতে রক্ষা পাওয়া লোকেরা থাকবে, আর তা পবিত্র হবে এবং যাকোবের কুল নিজেদের অধিকারের অধিকারী হবে। [১৮] আর যাকোবের কুল আগুন ও যোষেফের কুল শিখা, আর এষৌর কুল নাড়াস্বরূপ হবে; সেই আগুন তাদের গ্রাস করবে; তাতে এষৌর কুলে রক্ষা পাওয়া কোন লোক থাকবে না, কারণ সদাপ্রভু এই কথা বলেছেন।

[১৯] তখন দক্ষিণের লোকেরা এষৌর পর্বত ও নিম্নভূমির লোকেরা পলেষ্টীয়দের দেশ অধিকার করবে; আর লোকেরা ইফ্রয়িম ও শমরিয়ার ভূমি অধিকার করবে; এবং বিন্যামীন

[১:১৬] যিশা ৫১:১৭; [১:১৬] দেখুন যাত্রা ১৫:১৭; [১:১৬] যিরি ২৫:১৫; ৪৯:১২; দেখুন বিলাপ ৪:২১-২২; [১:১৬] দেখুন বিলাপ ৪:২১; দেখুন যিহি ২৫:১২-১৪; [১:১৭] দেখুন গীত ৬৯:৩৫; দেখুন যিশা ১৪:১-২; যোয়েল ২:৩২; দেখুন আমোষ ৯:১১-১৫; [১:১৭] দেখুন গীত ৭৪:২; দেখুন যিশা ৪:৩; [১:১৭] সখ ৮:১২; [১:১৮] দেখুন যিশা ১:৩১; [১:১৮] সখ ১২:৬; [১:১৮] দেখুন যিরি ৪৯:১০; [১:১৯] যিশা ১১:১৪; [১:১৯] দেখুন যিরি ৩১:৫; [১:১৯] দেখুন গণনা ১:৩৬;

৫:১৮ পদ ও নোট)। *তোমারই মাথায় বর্তাবে।* ঈশ্বরের লোকদের বিরুদ্ধে ইদোমের শত্রুতার কারণে ইদোমের ভাগ্য আজ সম্পূর্ণ বিপরীত হবে, যা ১১-১৪ পদের আলোকে তুলনা করা যেতে পারে। ভাববাদী যিহিষ্কেল যেভাবে ইদোমকে তিরস্কার ও তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন (অধ্যায় ৩৫) তা অনেক ক্ষেত্রে যেমন কুকুর তেমন মুগুড় নীতি অনুসরণ করেছে (আরও দেখুন হিতোপদেশ ২৬:২৭; যিহি ১৬:৪৩ পদ)।

১৬ তোমরা যেভাবে পান করেছ। যেভাবে ইদোমীয়রা পবিত্র পর্বতে আক্রমণ করে তা কলুষিত করেছে, সেভাবে অন্যান্য জাতিরাও ইদোমের মত একই পানীয়ের পাত্রে চুমুক দিয়ে নিজেদেরকে কলুষিত করেছে। তারা সকলেই ঈশ্বরের ক্রোধের তিক্ত পাত্রে চুমুক দিয়েছে, যা তারা একবার পান করেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং বার বারই তা থেকে পান করেছে। আরও দেখুন যিরমিয় ২৫:১৫-১৬; ৪৯:১২ পদ ও নোট দেখুন।

১৭ কিন্তু সিয়োন পর্বতে রক্ষা পাওয়া লোকেরা থাকবে। এই পদ থেকে শুরু হয়েছে যাকোবের কুলের লোকদের প্রতি আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের বর্ণনা। এখানে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে: ঈশ্বরের শত্রুদের উপরে তাঁর শাস্তি এবং ঈশ্বরের লোকদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ। *নিজেদের অধিকার।* ঈশ্বর তাদেরকে যে দেশ দান করার জন্য শপথ করেছিলেন (দেখুন যিরমিয় ৩:১৯; ১২:৭ পদ ও নোট)।

১৮ যাকোব ... যোষেফ। এর আগে বলা হয়েছিল যে, সদাপ্রভু ঈশ্বর অন্য জাতিদেরকে ব্যবহার করে ইদোমকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন (পদ ৭); কিন্তু এখন বলা হচ্ছে ঈশ্বরের লোকেরাই এই কাজটি করবে। *রক্ষা পাওয়া কোন লোক থাকবে না।* এষৌর প্রতি শেষ কথা হচ্ছে, তার গৃহ (তথা তার জাতি) সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে; সেখানে কোন ইদোমীয় রক্ষা পাওয়া লোক থাকবে না। তথাপি প্রেরিত ১৫:১৭ পদের সাথে আমোষ ৯:১২ পদের তুলনা করুন এবং আমোষ ৯:১২ পদের নোট দেখুন।

১৯ লোকেরা ... অধিকার করবে। ইদোম

গিলিয়দকে অধিকার করবে। [২০] আর ইস্রায়েল-সন্তানদের নির্বাসিত সৈন্য সারিফৎ পর্যন্ত কনানীয়দের দেশ অধিকার করবে এবং যিরূশালেমের যে নির্বাসিত লোকেরা সফারদে আছে তারা দক্ষিণের নগরগুলো অধিকার করবে। [২১] আর এষৌর পর্বতের বিচার করার জন্য শাসনকর্তারা সিয়োন পর্বতে উঠবে; এবং রাজ্য সদাপ্রভুর হবে।

[১:২০] ১ রাজা ১৭:৯-১০; লূক ৪:২৬; [১:২০] দেখুন যিরি ৩৩:১৩; [১:২১] দেখুন দ্বি:বি ২৮:২৯; দেখুন বিচার ৩:৯; [১:২১] দেখুন গীত ২২:২৮; ৪৭:৯; ৬৬:৪; দেখুন দানি ২:৪৪; সখ ১৪:৯, ১৬; মালা ১:১৪; প্রকা ১১:১৫।

নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কারণে অন্যরা ইদোমের ভূখণ্ড অধিকার করে নেবে। যদিও এখানে স্পষ্টভাবে বোঝানো হয় নি, তথাপি সম্ভবত এর পরে লাইনটিতে ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশদের কথা বলা হয়েছে। *দক্ষিণের লোকেরা।* অর্থাৎ নেগেভের লোকেরা। দেখুন আদি ১২:৯ পদ ও নোট। *নিম্নভূমির লোকেরা।* অর্থাৎ পর্বতের পাদদেশের লোকেরা; দেখুন মীখা ১:১০-১৫ পদ ও নোট। *পলেষ্টীয়দের দেশ।* দেখুন আদি ১০:১৪ পদ ও নোট। *গিলিয়দ।* *আদি* ৩১:২১; শলোমন ৪:১ পদ দেখুন।

২০ সারিফৎ। দেখুন ১ রাজা ১৭:৯ পদ ও নোট। *সফারদ।* সাধারণত এর মধ্য দিয়ে এশিয়া মাইনরের সার্দি নগরটিকে বোঝানো হয়ে থাকে, যা বর্তমানে তুরস্ক হিসেবে পরিচিত। অবশ্য অনেকে মনে করেন এটি হচ্ছে স্পার্টা, যা গ্রীসের অন্যতম একটি নগরী।

ওবদিয় ১ অধ্যায়ের প্রধান বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

পুস্তকটি পুরোপুভিাবে ইদোমের বিষয়ে লেখা হয়েছে। সম্পর্কের দিক থেকে বলতে গেলে ইদোম হলো ইস্রায়েলের মিত্র ও খুবই কাছের একটি জাতি। যদিও তারা যাকোবের বংশের শত্রু কারণ তাদের বংশ-পিতা এষৌর সাথে যাকোবের উত্তরাধিকার সূত্রে শত্রুতা রয়েছে। ওবদিয় ১:১ পদে উল্লেখিত প্রস্তাবনার পর এখন আমরা এখানে দেখতে পাই–

ক) ইদোমের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী:
১) ইদোমের অহঙ্কারকে খর্ব করা হবে (ওবদিয় ১:২-৪)।
২) তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হবে (ওবদিয় ১:৫-৭)।
৩) তাদের জ্ঞানকে শূণ্য করা হবে (ওবদিয় ১:৮-৯)।
৪) ঈশ্বরের ইস্রায়েলের প্রতি তাদের ঈর্ষাপরায়ণ ব্যবহারের প্রতিশোধ নেয়া হবে (ওবদিয় ১:১০-১৬)।

খ) ইস্রায়েলের কাছে ঈশ্বরের অনবদ্য প্রতিজ্ঞা যে, তাদেরকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও সংশোধন করা হবে এবং তারা ইদোমীয়দের উপর বিজয়ী হবে। এভাবে ঈশ্বরের লোকেরা ইদোম ও অন্যান প্রতিবেশী রাজ্যগুলোকে দখল করবে (ওবদিয় ১:১৭-২০)। আর মহা পরিত্রাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে মশীহের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হবে (ওবদিয় ১:২১)।

ওবদিয় : ১ অধ্যায়

সার-সংক্ষেপ:

জাতিদের মধ্যে ইদোমকে ছোট করা হবে। যদিও সে ঈগলের মত উপরে উঠেছে, কিন্তু তাকে নীচে নামিয়ে আনা হবে। বাস্তব ক্ষেত্রে ডাকাতরা ডাকাতি করতে গিয়ে পর্যাপ্ত পাওয়ার পরে চলে যায় এবং যারা আংগুর তোলে, তারা সংগ্রহের শেষে কিছুটা আংগুর বাগানে ফেলে রেখে যায়– কিন্তু ইদোমের ক্ষেত্রে এই ধরণের কোন ছাড় না দিয়ে তার পুরো বিচার করা হবে। ইদোম এক সময় তাঁর ভাই যাকোবের ধ্বংসে উল্লসিত হয়েছিল– তাই হে, ইদোম তুমি যেমনটি করেছিলে, ঠিক তেমনটি তোমার প্রতিও করা হবে। যাকোবের বংশ হবে আগুন ও যোষেফের বংশ হবে আগুনের শিখা। কিন্তু এষৌর বংশ হবে ফসল কাটার পরে জমিতে পড়ে থাকা নাড়ার মত। ইস্রায়েলের সন্তানরা কনানীয়দের রাজ্য দখল করবে। আর শাসনকর্তারা সিয়োন পাহাড়ে এসে এষৌর পাহাড়গুলোর লোকদের বিচার করবে এবং সেই রাজ্য সদাপ্রভুর হবে।

ওবদিয় ১ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. সদাপ্রভু ভাববাদী ওবদিয়কে কি বার্তা দিয়েছিলেন? (ওবদিয় ১:১)

২. ইদোমের অহঙ্কারের প্রতি কি ঘটবে বলা হয়েছিল? (ওবদিয় ১:২-৪)

৩. ইদোমের ধন-সম্পদকে কিভাবে ধ্বংস করা হবে বলা হয়েছিল? (ওবদিয় ১:৫-৭)

৪. ইদোমের লোকদের অবস্থা কি হবে বলা হয়েছিল? (ওবদিয় ১:৮-৯)

৫. ইদোমের মনোভাব কেমন ছিল? (ওবদিয় ১:১০-১২)

৬. কেন ঈশ্বর ইদোমকে দোষীসাব্যস্ত করেছিলেন? (ওবদিয় ১:১০-১৪)

৭. ইদোম কিভাবে তার আগ্রাসী মনোভাবকে তুলে ধরেছিল? (ওবদিয় ১:১৩-১৪)

৮. ঈশ্বর কিভাবে বিদ্রোহী জাতিদেরকে শাস্তি দেবেন বলেছিলেন? (ওবদিয় ১:১৫-১৬)

৯. ইস্রায়েলকে কিভাবে মুক্ত করা হবে বলা হয়েছিল? (ওবদিয় ১:১৭-২১)

১০. ঈশ্বরের লোকদের কাছে কি পুনরুদ্ধার করা হবে বলা হয়েছিল? (ওবদিয় ১:১৯-২০)

১১. সদাপ্রভু কি প্রতিষ্ঠিত করবেন বলেছিলেন? (ওবদিয় ১:২১)

অধ্যয়নের গভীরতায়

যোনা ভাববাদীর পুস্তক

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

প্রধান চরিত্র যোনার নাম অনুসারে পুস্তকের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে। এই পুস্তকের রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না এবং পুস্তকটিতে এমন কোন ইঙ্গিত বা সূত্র নেই যার মাধ্যমে লেখকের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। খুব সম্ভবত নীনবী থেকে ফিরে আসার পর যোনার নিজের বলা ঘটনাই হল পুস্তকের ভিত্তির উৎস। রাজা ২য় যারবিয়ামের রাজত্বের সময়ে (৭৮২-৭৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) যোনা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (২ রাজা ১৪:২৩-২৮ পদ দেখুন) এবং সিরাখ ৪৯:১০ (খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী থেকে) "বারো জন ভাববাদী" সম্পর্কে উল্লেখ আছে (অর্থাৎ ১২ জন ছোট ভাববাদী, যাদের মধ্যে যোনা হলেন পঞ্চম)। যোনা ভাববাদীর পুস্তকটি অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি এবং তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগের মধ্যকার সময়ে লিখিত হয়েছে। এর চেয়ে আরও নির্ভুল তারিখের জোরালো প্রমাণ নেই।

বিষয়বস্তু

সদাপ্রভু কেবল আমাদের জন্যই দয়াতে মহান ঈশ্বর নন (অর্থাৎ যোনা ও ইস্রায়েল জাতি), কিন্তু তাদের জন্যও (অযিহূদী নাবিক ও নীনবীর লোকেরা) দয়াতে মহান ঈশ্বর।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য এবং পটভূমি

যোনা পুস্তকের প্রধান উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের করুণাপূর্ণ চরিত্রের উপর পাঠকদের ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাকে আকর্ষণ করা এবং আত্ম চেতনার মান যাতে তাদের চরিত্র এই করুণা প্রকাশ করে, যেন শেষে তারা পৃথিবীতে এই করুণার মাধ্যম হিসাবে পরিণত হয় যা ঈশ্বর প্রস্তুত করেছেন এবং এর প্রতি অত্যন্ত গভীর যত্ন নিয়েছেন।

ভাববাদী যোনা রাজা দ্বিতীয় যারবিয়ামের রাজত্বের সময়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন (২ রাজা ১৪:২৩-২৮) যিনি ৭৮২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৭৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ইস্রায়েলের উত্তর রাজ্য শাসন করেন। যারবিয়াম ছিলেন রাজা যিহোয়াহসের নাতি, যিনি ইস্রায়েলে ৮১৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৭৯৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। যিহোয়াহসের পাপের কারণে সিরিয়ার (অরাম) দ্বারা ইস্রায়েল নিপীড়িত হয়েছিল (২ রাজা ১৩:৩)। কিন্তু ঈশ্বরের মহা করুণার কারণে (২ রাজা ১৩:৪, ২৩) ইস্রায়েল ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় এই অত্যাচার নিপীড়ন থেকে মুক্ত হয় (২ রাজা ১৩:৫)। এই মুক্তি এসেছিল একজন উদ্ধারকারীর মাধ্যমে (২ রাজা ১৩:৫)। খুব সম্ভবত তিনি ছিলেন আসিরিয়ার রাজা ৩য় আদাদ-নিরারি (৮১০-৭৮৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)।

রাজা যারবিয়ামের পিতা রাজা যিহোয়াশ (৭৯৮-৭৮২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) সিরিয়ার অত্যাচার থেকে এই স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনেন এবং ইস্রায়েলের সীমানা বিস্তৃত করেন। যিহোয়াহসের কাছ থেকে শত্রুরা যে শহর

দখল করেছিল তিনি তা পুনর্দখল করেন (২ রাজা ১৩:২৫)। যদিও রাজা যারবিয়াম যা করতেন তা সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে মন্দ ছিল (২ রাজা ১৪:২৪), তথাপি তাঁর পিতা যা করেছিলেন তার চেয়েও তিনি ইস্রায়েলকে আরও বেশি সম্প্রসারিত করেছিলেন। রাজা দায়ূদ ও শলোমনের সময় ইস্রায়েল জাতি যেভাবে বিস্তার লাভ করেছিল তার সঙ্গে এর মিল রয়েছে (২ রাজা ১৪:২৫): "ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাঁর দাস গাৎ হেফরীয় অমিত্তয়ের পুত্র যোনা ভাববাদীর দ্বারা যে কথা বলেছিলেন"– এটি ছিল সেই রূপ (২ রাজা ১৪:২৫)। এই ভাবে ভাববাদী যোনা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পূর্ণ করুণার সাক্ষ্য সরাসরি তাঁর একগুঁয়ে লোকদের কাছে সম্প্রসারিত করেছিলেন।

আসিরিয় সাম্রাজ্যের দুর্বলতার কারণে ঈশ্বরের যত্নশীলতায় যারবিয়ামের পক্ষে এভাবে বিস্তার ঘটানো সম্ভব হয়েছিল। আসিরিয় সাম্রাজ্য অরামীয় এবং ঊরিয়দের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এছাড়া সুদূর প্রসারী দুর্ভিক্ষ এবং আসিরিয় সাম্রাজ্যে অনেক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল (সেখানে আঞ্চলিক রাজ্যপালেরা সুস্পষ্টভাবে স্বায়ত্ব-শাসন ভোগ করতেন)। এর পর তৃতীয় অশূরদানের রাজত্বের সময় (৭৭১-৭৫৬ খ্রী.পূ.) সূর্যের উজ্জ্বলতা হ্রাস পাওয়ায় অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। একই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত এই ঘটনাসমূহ যোনার অনুতাপ করার আহ্বানে নীনবীর বাসিন্দাদের সাড়া দেবার বিষয়টিকে জোরালোভাবে সাহায্য করেছিল।

এর পর খুব বেশি অপেক্ষা করতে হয় নি। অল্প কয়েক বছর পর তিগ্লৎ-পিলেষর (৭৪৫ -৭২৭ খ্রী.পূ.) ঐ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন এবং আসিরিয়দের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। আর তাঁর পুত্র ৫ম শালমানেসার (৭২৭-৭২২ খ্রী.পূ.) রাজা ৭২২ খ্রী.পূ. ইস্রায়েলকে জয় করার জন্য এবং শমরিয়া ধ্বংস করার জন্য দায়ী ছিলেন। এই ভাবে যোনা এমন এক যুগে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যখন আসিরিয়রা তখনও পর্যন্ত তাদের ভয়ের কারণ হয় নি এবং ইস্রায়েলীয়রা শান্তি এবং সৌভাগ্য উপভোগ করছিল ঈশ্বরের অসীম করুণার কারণে।

পুস্তকটির ধরন

যোনা পুস্তকের ধরন নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। পুস্তকটি রূপক হিসেবে পাঠ করা হয়। অন্যান্য কিছু বাস্তবতার প্রতীকে কল্পিত চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী অন্য জাতির মধ্যে ঈশ্বরের কাজ সম্পাদন করতে অস্বীকার করা ইস্রায়েলের প্রতীক হলেন এই যোনা। এই মতের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হল, যোনা সুস্পষ্টভাবে ঐতিহাসিক বিষয় উপস্থাপন করেছেন, কিন্তু কাল্পনিকভাবে কোন চিত্র অঙ্কন করেন নি (১:১-৩; ৩:২-১০; ৪:১১ পদে উল্লেখিত ঐতিহাসিক এবং ভৌগলিক বর্ণনা দেখুন, এছাড়া ২ রাজা ১৪:২৫ পদের তুলনা করুন)। অন্য মত হল যোনার পুস্তক হল উপদেশ মূলক গল্প যেখানে বিশ্বাসীদের এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন যোনার মত না হয়। রূপক কাহিনীর মত উপদেশমূলক গল্প সমূহের ভিত্তিও কল্পনার উপরে প্রতিষ্ঠিত, তা ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের উপর নয়। উপদেশমূলক গল্পগুলো খুব সাধারণ গল্পের প্রতীকস্বরূপ, তাতে মাত্র একটি বিষয় থাকে। কিন্তু পক্ষান্তরে যোনার পুস্তক সম্পূর্ণ মিশ্র এবং বিষয়বস্তুর বহুবিধ শিক্ষা প্রদান করে।

যোনার পুস্তকে ভবিষ্যদ্বাণীর বর্ণনার সকল নিদর্শন রয়েছে। এলিয় এবং ইলিশায়ের সম্পর্কে ঘটনাগুলো ১ রাজাবলি পুস্তকে

উল্লেখ রয়েছে। এতে প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যে শব্দগুচ্ছ দিয়ে পুস্তকটি শুরু হয়েছে (সদাপ্রভুর এই বাক্য যোনার কাছে উপস্থিত হল) তা এলিয়ের সম্পর্কে বলা প্রথম দুটি ঘটনার মত একই রকম শব্দগুচ্ছ দিয়ে শুরু হয়েছে (১ রাজা ১৭:২,৮) এবং একই ভাবে অন্য দিকে এটি অন্য ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনায় ব্যবহার করা হয়েছে (যেমন ১ শমূ ১৫:১০; ২ শমূ ৭:৪ পদ)। দাঁড়কাকের মাধ্যমে এলিয় ভাববাদীর জন্য রুটি ও মাংসের ব্যবস্থার মত (১ রাজা ১৭:৬) এলিয় এবং ইলিশায়ের অসাধারণ ঘটনার বর্ণনা যেভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ঠিক সেভাবে যোনা ভাববাদীর জন্য মাছের দ্বারা পরিবহনের ব্যবস্থার অসাধারণ ঘটনার বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাস্তবিক যোনা ভাববাদীর কাহিনীর সঙ্গে এলিয় এবং ইলিশায়ের কাহিনী এত সাদৃশ্য রয়েছে যে, রাজ্যের বিস্তার সম্পর্কে যোনা ভাববাদীর বাক্যের ঠিক পরেই যদি যোনা ভাববাদীর ঘটনা দ্বিতীয় রাজাবলি পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হত তাহলে যে কেউ এটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিষয় বলে মনে করতো। অন্যান্য ভাববাদীর পরিচর্যা কাজের বর্ণনার মত যোনা ভাববাদীর কাহিনী ঐতিহাসিক হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

যোনা পুস্তকের ঐতিহাসিক প্রকৃতির বাড়তি যুক্তি রয়েছে। যোনার কাহিনীতে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, ঈশ্বর সমস্ত সৃষ্টির উপরে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ও কর্তৃত্বকারী। তবে এটি বলা খুব কঠিন হত যদি বস্তুত ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য মাছ (১:১৭), গাছ (৪:৬), পোকা (৪:৭) এবং পূবের বাতাস (৪:৮) নিরূপণ না করতেন। যখন যীশু খ্রীষ্ট অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনার সাদৃশ্য হিসেবে গল্পের উপকরণ ব্যবহার করেন তখন তিনি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে ভাববাদী যোনার কাহিনী থেকে শিক্ষা দেন (দেখুন মথি ১২:৪০-৪১)। এটি সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট হয়েছে যখন যীশু খ্রীষ্ট দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেন যে, "নীনবীর লোকেরা বিচারে এই কালের লোকদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে এদেরকে দোষী করবে, কেননা তারা যোনার প্রচারে মন ফিরিয়েছিল" (মথি ১২:৪১)।

যোনার কাহিনী কিন্তু নিছক ইতিহাসের জন্য ইতিহাস নয়। এটি স্পষ্টত উপদেশমূলক (রূপক এবং উপদেশমূলক ব্যাখ্যা যথার্থভাবে উল্লেখ করা হয়েছে); এর মানে হল যোনা পুস্তকের কাহিনী পাঠকদেরকে প্রধানত উপদেশ গ্রহণ করতে বলে। প্রশ্নের পুনরুল্লেখ করার মাধ্যমে পুস্তকের উপদেশ সম্পর্কিত চরিত্র আরও উজ্জ্বল হয়েছে, ১১ থেকে ১৪ পদ যোনাকে নির্দেশ করে এবং প্রশ্ন দিয়ে যে বর্ণনা শেষ হয়েছে তাতে পাঠকদের নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করতে বলা হয়েছে যে, কীভাবে তারা এই কাহিনীর প্রতি সাড়া দেবে।

মূল বিষয়বস্তুসমূহ

যোনা পুস্তকের প্রধান বিষয়বস্তু হল– ঈশ্বরের করুণা অসীম। এই করুণা কেবল "আমাদের" মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু তাদের তা "তাদের" জন্যও প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। কাহিনীর ধারাবাহিকতা এবং এর উপসংহার থেকে এটি পরিষ্কার যে: (১) সমগ্র পুস্তকে ঈশ্বরের করুণার পাত্র হলেন যোনা এবং মূর্তিপূজক নাবিক এবং মূর্তিপূজক নীনবীর লোকেরাও ঈশ্বরের এই করুণার উপকার লাভকারী ছিল। (২) যোনার কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে প্রশ্নের মাধ্যমে "আমি কি নীনবীর প্রতি মমতা করবো না ... ?" (৪:১১)। এই ধর্মতাত্ত্বিক

শিক্ষায় যুক্ত হয়েছে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন: এই কাহিনীর পাঠকদের কি সেই হৃদয় রয়েছে যে হৃদয় ঈশ্বর রয়েছে? যেভাবে যোনা গাছটি অকালে শুকিয়ে যাবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন (৪:১০), নীনবীর লোকদের প্রতি তিনি সেই ভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেন নি। বিপরীত দিকে মূর্তিপূজক নাবিক (১:১৪), তাদের ক্যাপ্টেন (১:৬) এবং নীনবীর রাজা (৩:৯) সকলেই উদ্বিগ্নতা দেখিয়েছিলেন যা ছিল মানব জাতির জন্য। এতে যোনাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যেন তিনিও ধ্বংস হয়ে না যান।

অন্যান্য পৃথক কিছু প্রধান বিষয় এই পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

- ঈশ্বরের সর্বময় ক্ষমতা পৃথিবীর সমস্ত ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করে।
- ঈশ্বরের দৃঢ় সঙ্কল্পের ফলে সমস্ত জাতির কাছে তাঁর বাক্য উপস্থিত হয়।
- পাপের জন্যই সাধারণত মন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়।
- বিশেষত আত্মকেন্দ্রিকতা এবং ভণ্ডামির কারণে মন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়।
- যখন মানুষ মন পরিবর্তন করে তখন ঈশ্বর দয়ার্দ্র হয়ে পূর্ণ নিশ্চয়তা দান করেন।

পরিত্রাণের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ

যোনার মৃত্যু থেকে উদ্ধার লাভের বিষয়টি খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের সঙ্গে মিল রয়েছে (মথি ১২:৩৯-৪০)। নীনবীর লোকদের মন পরিবর্তন খ্রীষ্টিয় যুগের পরজাতির লোকদের ব্যাপকভাবে মন পরিবর্তনের পূর্বাভাস দেয় (মথি ২৮:১৮-২০; লূক ২৪:৪৭)।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

যোনা পুস্তক হল সাহিত্য বিষয়ক এক অনুপম সৃষ্টিকর্ম। এই কাহিনীর কথাগুলো এত সরল যে, ছোট ছেলেমেয়েরাও খুব সহজে তা বুঝতে পারবে। হিব্রু বাইবেলে অন্য যে কোন পুস্তকের মত এই পুস্তকটির কাহিনীও উচ্চ মাত্রার বাস্তবমুখী সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত। লেখনী, গঠন প্রণালী, মানসিক অবস্থা, অতিশয়োক্তি, হতাশ জনক উক্তি, দ্বিরুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে এবং লেখক তাঁর বাক্য প্রকাশের জন্য অত্যন্ত বাগ্মিতাপূর্ণ কৌশল প্রয়োগ করেছেন।

পুস্তকটির প্রধান ধরন হল প্রহসন বা বিদ্রূপ– মানুষের পাপ বা নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ। যোনা ভাববাদীর পুস্তক থেকে বিদ্রূপের চারটি উপাদান গ্রহণ করা হয়েছে: (১) বিদ্রূপের পাত্র ব্যক্তি হলেন যোনা, তিনি যা প্রকাশ করেছেন তা হল গোঁড়ামি এবং অবাধ্যতা, যা ঈশ্বরের মনোনীত জাতির লোকদের একচেটিয়া সম্পত্তি হিসেবে ঈশ্বর বিবেচনা করেন (পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েল জাতি)। (২) বিদ্রূপাত্মক বর্ণনামূলক মাধ্যম এবং কাহিনী। (৩) বিদ্রূপের ধরন বা মান যা যোনার মন্দ আচরণের দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে, এটি ঈশ্বরের চরিত্রকে তুলে ধরেছে। যোনা ঈশ্বরের সার্বজনীন দয়ার চিত্র অঙ্কিত করেছেন, যাঁর দয়া ও করুণা কোন নির্দিষ্ট দেশ বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। (৪) বিদ্রূপের কণ্ঠ, যার মধ্য দিয়ে হিসেবে উপহাসের পাত্র হিসেবে প্রকাশ করেছেন। তিনি এমন একজন মানুষ যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে পালিয়ে গেলেন এবং তাকে মাছে গিলে ফেলল। একজন গোমড়ামুখো ভাববাদী হিসেবে তিনি অত্যন্ত ছেলেমানুষ ছিলেন। তিনি গাছের ছায়াবিহীন অবস্থায় থাকার কারণে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকে অধিকতর কাম্য মনে করেছিলেন।

লিখন শৈলী সংক্রান্ত পদ্ধতি বিশেষভাবে

গুরুত্বপূর্ণ। (১) ক্ষমতাপন্ন প্রসঙ্গ: অপ্রত্যাশিত প্রচুর উপাদান। উদাহরণস্বরূপ, যোনার প্রতি মাছের কাজের বিশাল গুরুত্ব পেয়েছে তাকে গিলে ফেলার মাধ্যমে এবং যোনার মন পরিবর্তনের ঘটনায়, যা আট শব্দের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়েছে। (২) ব্যাপক বিদ্রূপ: উদাহরণস্বরূপ, যোনার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত পেশা এবং তাঁর অসম্মানজনক আচরণ ও ঈশ্বরের সামনে বিদ্রূপের বিষয়টি বুঝতে পারার মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে। (৩) ভাববাদী যোনা যে আচরণ দেখিয়েছেন তা কেবল অসম্মানজনক নয়, সেই সাথে তা নিন্দার যোগ্যও বটে।

যোনা পুস্তকের বিন্যাস

৭৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

ভাববাদী যোনা ইস্রায়েলের রাজা ২য় যারবিয়ামের সমৃদ্ধশালী রাজনৈতিক রাজত্বের সময় ভবিষ্যদ্বাণী করেন (২ রাজা ১৪:২৩-২৮)। এই সময়ে আসিরিয়রা তাদের সাম্রাজ্য অন্যত্র বৃদ্ধি করার জন্য ইস্রায়েলের পক্ষে ব্যাপকভাবে সিরিয়ার অঞ্চল দখল করার অনুমতি দেন। ঈশ্বরের যোনাকে আহ্বান করেছিলেন আসিরিয়ার মহা নগরী নীনবীতে যাওয়ার জন্য, যেন সেখানে গিয়ে তিনি তাদের উপর যে শাস্তি নেমে আসছে সেই বিষয়ে তিনি প্রচার করেন। ভাববাদী যোনা ঈশ্বরের এই আহ্বান এড়িয়ে যাবার জন্য জাহাজে চড়ে যাফো থেকে তর্শীশের উদ্দেশে রওনা হলেন। সম্ভবত তর্শীশের অবস্থান ছিল ভূমধ্য-সাগরের পশ্চিম দিকে। অবশেষে তিনি সদাপ্রভুর বাধ্য হলেন এবং তিনি আসিরিয় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল নীনবীর দিকে স্থলপথে রওনা হলেন।

প্রধান পদ: "তবে আমি কি নীনবীর প্রতি, ঐ মহানগরের প্রতি, দয়া করবো না? সেখানে এমন এক লক্ষ বিশ হাজারের বেশি মানুষ আছে, যারা ডান হাত থেকে বাম হাতের প্রভেদ জানে না; আর অনেক পশুও আছে" (৪:১১)।

প্রধান প্রধান লোক: যোনা, জাহাজের ক্যাপ্টেইন ও নাবিকগণ

প্রধান প্রধান স্থান: যাফো ও নীনবী

পুস্তকটির রূপরেখা:

১) ভাববাদীর অবাধ্যতা (১ অধ্যায়)
২) ভাববাদীর উদ্ধার (২ অধ্যায়)
৩) ভাববাদীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সংবাদ ঘোষণা (৩ অধ্যায়)
৪) ভাববাদীর অসন্তুষ্টি (৪ অধ্যায়)

ভাববাদী যোনার পুস্তকের চার্ট ১

মূল বচন	"যারা অপদার্থ প্রতিমাগুলোর পূজা করে, তারা তোমার যে দয়া পেতে পারতো, তা অবহেলা করে।" (যোনা ২:৮)			
পুস্তকটির বিষয়বস্তু	যখন আমরা ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিতে ব্যর্থ হই, তখন নীচে নামা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় থাকে না। আমাদের ঈশ্বর সার্বভৌম ঈশ্বর– তাই তাঁর পরিকল্পনার সাথে আমাদের কার্যক্রম অথবা পরি-কল্পনার মিল নাও থাকতে পারে।			
পুস্তকটির অধ্যায় ভিত্তিক অংশ	জাহাজের মধ্যে যোনা ১ - ১	মাছের পেটে যোনা ২ - ২	নীনবী শহরে যোনা ৩ - ৩	শহরতলীতে যোনা ৪ - ৪
বিষয়বস্তু	প্রতিবাদ	প্রার্থনা	প্রচার	সন্তোষ
	যোনার অবাধ্যতা	যোনার প্রার্থনা	যোনার বাধ্যতা	যোনার শিক্ষা
স্থান	ইস্রায়েল ও নীনবী			
সময়কাল	খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী			
লেখক	ভাববাদী যোনা			

বিষয়বস্তু অনুসারে ভাববাদী যোনা পুস্তকের চার্ট ২

	ঈশ্বরের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া	**ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসা**	**ঈশ্বরকে সাথে নিয়ে চলা**	**ঈশ্বরের রিদ্ধে চলা**
	যোনাকে প্রথম বার দায়িত্ব অর্পন	যোনার প্রার্থনা	যোনাকে দ্বিতীয় বার দায়িত্ব অর্পন	যোনার পক্ষপাতদুষ্টতা
	অবাধ্যতার ফল	সদাপ্রভুর সাথে যোগাযোগ	বাধ্যতার ফল	সদাপ্রভুর দেয়া শিক্ষা
	অধ্যায়: ১	অধ্যায়: ২	অধ্যায়: ৩	অধ্যায়: ৪
মূল বিষয়বস্তু	পৃথিবীর সব মানুষের জন্য ঈশ্বরের অপরিসীম মমতা, আর অন্যদেরকে এই মমতার সহভাগী করতে আমাদের অনিচ্ছা			
মূল পদ	২:৯; ৪:১১			
যোনার পুস্তকে খ্রীষ্ট	সাগরে বৃহৎ মাছের পেটে ভাববাদী যোনার অবস্থান, আমাদের কাছে খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান বিষয়ক পূর্বধারণা তুলে ধরে। আর নীনবীর পরিত্রাণ দ্বারা খ্রীষ্টে বিশ্বাসী সব লোকদের পরিত্রাণকে বোঝায়।			

ভাববাদী যোনা পুস্তকের চার্ট ৩

ভাববাদী যোনা ৭৯৩-৭৫৩ খ্রীষ্টপূর্ব পর্যন্ত ইস্রায়েল এবং আসিরিয়াতে ভাববাদী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

সেই সময়কার অবস্থা	আসিরিয়ায় নীনবী ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং খুব তাড়াতাড়ি বিশাল আসিরিয় সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু নীনবী অত্যন্ত মন্দ শহর ছিল।
মূল বার্তা	যোনা, যিনি শক্তিশালী এবং মন্দ আসিরীয়দের ঘৃণা করতেন, তিনি ঈশ্বরের আহ্বান পেয়েছিলেন আসিরিয়দের সাবধান করার জন্য যে, যদি তারা অনুতাপ না করে তাহলে তারা বিচারদন্ড ভোগ করবে।
বার্তার গুরুত্ব	যোনা নীনবীতে যেতে চান নি, তাই তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে পালাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আমাদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য সবসময়ই ঈশ্বরের পথ রয়েছে যেন তাঁকে অনুসরণ করি। যখন ভাববাদী যোনা সেখানে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করলেন তখন সেখানকার লোকেরা অনুতাপ করেছিল এবং ঈশ্বরের ক্রোধ বর্ষণ করার যে চিন্তা করেছিলেন তা থেকে সরে আসলেন। সবচেয়ে ভয়ংকর অপরাধীর যদি অনুতাপ করে ও পাপ থেকে ফিরে আসে তবে সে পাপের ক্ষমা লাভ করে থাকে।
সমসাময়িক ভাববাদীগণ	যোয়েল (৮৩৬-৭৯৬?) আমোষ (৭৬০-৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

যোনার পুস্তকে আশ্চর্য কাজসমূহ

ঈশ্বর ভয়ানক ঝড় পাঠিয়েছিলেন।	১:৪
ঈশ্বর যোনাকে গিলে ফেলার জন্য বিরাট এক মাছ পাঠিয়েছিলেন।	১:১৭
ঈশ্বর মাছটিকে আদেশ দিয়েছিলেন যেন যোনাকে বমি করে ফেলে দেয়।	২:১০
যোনাকে ছায়া দেওয়ার জন্য ঈশ্বর লতাগাছ উৎপন্ন করেছিলেন।	৪:৬
লতা গাছটিকে খেয়ে ফেলার জন্য ঈশ্বর একটি কীটের ব্যবস্থা করেছিলেন।	৪:৭
ঈশ্বর যোনার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার জন্য গরম বাতাসের ব্যবস্থা করেছিলেন।	৪:৮

ভাববাদী যোনার যোনা পুস্তকটিকে যেভাবে দেখা হয়–

- ১:১-৩ - সদাপ্রভু ভাববাদী যোনাকে নীনবীতে তাঁর বার্তা প্রচারের আহ্বান জানান; কিন্তু পরিবর্তে তিনি ভিন্ন পথে পালিয়ে যান।
- ১:৪-১০ - পালানো ও ঝড়! ভাববাদী শিক্ষা পান যে, ঝড় না উঠালেও কেউ সদাপ্রভুর কাছ থেকে পালাতে পারে না।
- ১:১১-১৭ - ভাববাদীকে বাঁচাতে নাবিকদের খুবই শ্রমসাধ্য কিন্তু নিস্ফল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা তাঁকে জাহাজ থেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর এটিই ছিল ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার এক মাত্র বিকল্প ব্যবস্থা।
- ২:১-১০ - সাগরের গভীর জলরাশির নীচে মাছের পেটে অবস্থান করে সদাপ্রভুর কাছে ভাববাদী যোনার প্রার্থনা।

দৃশ্যপটে ভাববাদী যোনা

প্রথম দৃশ্য: **যোনা, অযিহূদী ও সমুদ্র**	**দ্বিতীয় দৃশ্য:** **যোনা, অযিহূদী ও শহর**
যোনা ও ঈশ্বরের বাক্য	
১:১ যোনার কাছে ঈশ্বরের বাক্যের উপস্থিতি	৩:১ যোনার কাছে ঈশ্বরের বাক্যের উপস্থিতি
১:২ ঈশ্বরের বার্তাকে তুলে ধরতে হবে	৩:২ ঈশ্বরের বার্তাকে তুলে ধরতে হবে
১:৩ যোনার নেতিবচক প্রতিক্রিয়া	৩:৩ যোনার ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া
যোনা ও ঈশ্বরের পৃথিবী	
১:৪ সতর্কতা বিষয়ক বাক্য	৩:৪ সতর্কতা বিষয়ক বাক্য
১:৫ অযিহূদীদের সাড়া	৩:৫ অযিহূদীদের সাড়া
১:৬ অযিহূদীদের নেতাদের সাড়া	৩:৫ অযিহূদীদের নেতাদের সাড়া
১:৭ কিভাবে যিহূদী যোনার চেয়ে অযিহূদী লোকেরা আরও ভালভাবে সাড়া দিয়েছিল	৩:৭ কিভাবে যিহূদী যোনার চেয়ে অযিহূদী লোকেরা আরও ভালভাবে সাড়া দিয়েছিল
যোনা ও ঈশ্বরের দয়া	
২:১-১০ কিভাবে ঈশ্বর মাছের দিকটি তুলে ধরার মধ্য দিয়ে যোনাকে তাঁর মমতার বিষয়টি শিক্ষা দিয়েছিলেন	৪:১-১০ কিভাবে ঈশ্বর গাছের বিষয়টি উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে যোনাকে তাঁর মমতার বিষয়টি শিক্ষা দিয়েছিলেন

ভাববাদী যোনা

যোনা নামের অর্থ, ঘুঘু। তিনি গাৎ-হেফরীয় অমিত্তয়ের পুত্র, ইস্রায়েলের একজন ভাববাদী। তিনি ইস্রায়েলের পুরাতন সীমানা পুনরায় হস্তগত করার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন (২ রাজা ১৪:২৫-২৭)। তিনি অনেক আগে দ্বিতীয় যারবিয়ামের সময়ে তাঁর প্রচার কাজ শুরু করেন এবং এদিক থেকে তিনি ভাববাদী হোশেয় এবং ভাববাদী আমোষের সমসাময়িক ছিলেন অথবা তাঁদের অগ্রবর্তী ছিলেন; তদানুসারে আমাদের কাছে যেসব ভাববাদীর রচনা আছে, সে সকল ভাববাদীর মধ্যে তিনি সবচেয়ে প্রাচীন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনী প্রধানত তাঁর নামে লিখিত পুস্তক থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। জীবনীটি প্রধানত তাঁর দুই ধরনের চরিত্রের জন্য আকর্ষণীয়: বিধর্মী নীনবীর প্রচারক হিসেবে এবং সাধারণ মানুষ হিসেবে।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- তাঁকে একটি শত্রু জাতির কাছে ঈশ্বরের বার্তা নিয়ে পাঠানো হয়েছিল।
- একটি বড় মাছের পেটে তিন রাত তিন দিন থাকার পরও তিনি বেঁচে ছিলেন।
- একটি বড় শহরের অনেক লোককে তিনি শেষ পর্যন্ত অনুতাপের পথে ফিরিয়ে এনে ধ্বংসে হাত থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তাঁর দুর্বলতা ও ভুল:

- তিনি মনে করেছিলেন যে, ঈশ্বরের আহ্বান থেকে তাঁর জীবন নিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হবেন।
- তিনি ভেবেছিলেন যে, নিজের জীবন দিয়েও তিনি ঈশ্বরের আহ্বানকে উপেক্ষা করতে সমর্থ হবেন।
- তিনি মনে করেছিলেন যে, যুদ্ধভাবাপন্ন বাধ্যতার মনোভাব নিয়ে ঈশ্বরের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারবে।
- তিনি মনে করেছিলেন যে, বিমর্ষ মনোভাব নিয়ে ঈশ্বরের আহ্বান বাতিল করতে পারবেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ঈশ্বর আমাদের গভীর মমতায় যত্ন নিয়ে থাকেন, যাদের আমরা ঘৃণা করি ও ভালবাসি না, তাদের জন্যও একই ভাবে তিনি যত্ন নিয়ে থাকেন।
- ঈশ্বর যে সব গোলাম অসচেতন ও অলস তাদের মধ্য দিয়েও তিনি তাঁর পরিকল্পনা কার্যকর করে থাকেন।
- ঈশ্বর পাপীদের প্রতি ও তাঁর সেবকদের প্রতি ধৈর্য ধরে থাকেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** গাৎ-হেফর
- **কাজ:** ভাববাদী
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: অমিত্তয়

মূল পদ: "কিন্তু যোনা সদাপ্রভুর সম্মুখ থেকে তর্শীশে পালিয়ে যাবার জন্য উঠলেন; তিনি যাফোতে নেমে তর্শীশে যাবে এমন একটি জাহাজ পেলেন; তখন জাহাজের ভাড়া দিয়ে সদাপ্রভুর সম্মুখ থেকে নাবিকদের সঙ্গে তর্শীশে যাবার জন্য সেই জাহাজে প্রবেশ করলেন" (যোনা ১:৩)।

যোনার কাহিনী যোনার পুস্তকে বলা হয়েছে। এছাড়াও তাঁর কথা ২ রাজা ১৪:২৫; মথি ১২:৩৯-৪১;১৪:৪ এবং লূক ১১:২৯,৩২ পদে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভাববাদী যোনার বিষয়ে কিছু মজার তথ্য

যোনা নামের অর্থ: "ঘুঘু"
লেখক: অনিশ্চিত
লেখার সময়কাল: অনিশ্চিত
পবিত্র বাইবেলে পুস্তকটির অবস্থান:

- ♦ এটি পবিত্র বাইবেলের ৩২তম পুস্তক।
- ♦ এটি পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের ৩২তম পুস্তক।
- ♦ ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক ১৭টি পুস্তকের মধ্যে ১০ম (যিশাইয় - মালাখি)।
- ♦ অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ১২ জন ভাববাদীদের মধ্যে ৫ম (হোশেয় - মালাখি)।
- ♦ পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে এই পুস্তকটির পরে চৌত্রিশটি পুস্তক রয়েছে।

পুস্তকটির মোট অধ্যায়: ৪টি
পুস্তকটির মোট পদ সংখ্যা: ৪৮১টি
পুস্তকটির মোট শব্দ সংখ্যা: ১৩২১টি
যোনার পুস্তকটির পর্যবেক্ষণ:

- ♦ যোনা ছিলেন গাথ হেফার নামের গ্রাম থেকে আসা একজন ভাববাদী। নাসরতের প্রায় তিন মাইল উত্তরে গালীলের নীচু অঞ্চলে এই গ্রামটির অবস্থান ছিল।
- ♦ বর্তমানে গাথ হেফারের ঐ গ্রামটি 'মাস হাদ' নামে পরিচিত।
- ♦ যোহন ৫:৫২ পদে উদ্ধৃত ফরীশীদের উক্তি ভুল ছিল, কারণ ঐ সময় তারা বলেছিলেন, "খোঁজ ও দেখ, কারণ কোন ভাববাদী গালীল থেকে আসেন নি।"
- ♦ গালীল থেকে আসা এক মাত্র যোনাই ছিলেন সেই ভাববাদী, যাঁর সাথে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিজেই সংযুক্ত ছিলেন। (মথি ১২:৩৯-৪১)
- ♦ সাগরের গভীর জলরাশির নীচে মাছের পেটে যোনার অবস্থান যেন খ্রীষ্টের মৃত্যু, সমাধি ও মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠার মত বিষয়।
- ♦ পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের সব পুস্তকগুলো বাদে, কেবল যোনার পুস্তকটিতেই ঘটনার বিস্তৃতি অযিহূদী একটি জাতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।
- ♦ নীনবী ছিল তদানীন্তন পৃথিবীর একটি সম্রাজ্য– যার রাজত্বকাল ছিল প্রায় ৩০০ বছর (খ্রীষ্টপূর্ব ৯০০-৬০ সাল)।

ভাববাদী যোনার বাড়ি থেকে:

- আসিরিয়ার অবস্থান ছিল উত্তর-পূর্ব।
- যাফোর অবস্থান ছিল দক্ষিণ-পশ্চিমে।
- তর্শীশের (স্পেন) অবস্থান পশ্চিমে।
- ♦ পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের মধ্যে কেবল যোনাই বিদেশের মাটিতে ঈশ্বরের বার্তা প্রচার করেছিলেন।
- ♦ ভাববাদী যোনা ইস্রায়েলের রাজা দ্বিতীয় যারবিয়মের সমসাময়িক ছিলেন। (খ্রীষ্টপূর্ব ৭৮২-৭৫৩ সাল)

'যোনা' পুস্তকটির চারটি অধ্যায় রয়েছে:

- **অধ্যায় ১:** ভাববাদী যোনা ঈশ্বরের কাছে থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন।
- **অধ্যায় ২:** ভাববাদী যোনা ঈশ্বরের কাছে ছুটে আসছেন।
- **অধ্যায় ৩:** ভাববাদী যোনা ঈশ্বরকে সাথে নিয়ে ছুটছেন।
- **অধ্যায় ৪:** ভাববাদী যোনা ঈশ্বরের আগে ছুটছেন।

আসিরিয়া মন পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল:

- ♦ খ্রীষ্টপূর্ব ৭৬৫ সালের মহামারী
- ♦ দুই বছর পরে, খ্রীষ্টপূর্ব ৭৬৩ সালের সূর্যগ্রহণ
- ♦ চার বছর পরে, খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫৯ সালে আরও একটি মহামারী দেখা দেয়
- ◊ নীনবীর মন পরিবর্তন ঘটেছিল রাজা ৩য় অশূরদানের রাজত্বকালে (খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭৩-৭৫৫ সাল)
- ◊ ভাববাদী যোনার প্রচারে নীনবীবাসীদের মন পরিবর্তনের পরে শহরটিকে খ্রীষ্টপূর্ব ৬২৬ সালে আসিরিয়দের বিরুদ্ধে বাবিলীয়দের বিদ্রোহ পর্যন্ত আরও ১৫০ বছর টিকে থাকার অনুমতি দেয়া হয়েছিল এবং এর ১৬ বছর পরে খ্রীষ্টপূর্ব ৬১২ সালে মহা পরাক্রমশালী নীনবীর ঐ শহরটিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

ভাববাদী যোনার পুস্তক ও এই যুগের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক

একজন ভাববাদী হিসেবে যোনার বছরগুলোতে ইস্রায়েল জাতিগণের মধ্যে বেশ সমৃদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যদিও তা আধ্যাত্মিক অর্থে নয় বরং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে। দ্বিতীয় যারবিয়াম (খ্রীষ্টপূর্ব ৭৯৩-৭৫৩), যিনি প্রভুর সামনে একজন দুষ্ট রাজা ছিলেন, শলোমনের সময় থেকে ইস্রায়েলের সীমানা সর্বাধিক পরিমাণে প্রসারিত হতে দেখেছিলেন। সেখানে সমৃদ্ধির ফলে একটি বস্তুবাদী সংস্কৃতি তৈরি হয় যা দরিদ্র ও নিপীড়িতদের প্রতি অবিচারের বৃদ্ধি পায়। এই সময়টাতে যোনার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কাজের সমসাময়িক আমোষেরও অন্যতম প্রধান বার্তা ছিল মানুষকে সাবধান করার জন্য।

কিন্তু, যোনাকে তার নিজের লোকদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করার না পাঠিয়ে ঈশ্বর তাঁকে আসিরীয় রাজধানী নীনবীতে নিযুক্ত করেছিলেন ঈশ্বরের বার্তা ঘোষণা করার জন্য। ঈশ্বরের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি উত্তর-পূর্ব দিকে যাত্রা না করে ঘুরে তাঁর পরিচিত সবচেয়ে পশ্চিম দিকে যাত্রা করেছিলেন– আধুনিক স্পেনে অবস্থিত তর্শিশের জাহাজে গিয়ে উঠেছিলেন। অবশেষে ঈশ্বর যোনাকে সঠিক দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার পর ভাববাদী বাধ্য হয়ে নীনবী লোকদের কাছে ঈশ্বরের বার্তা ঘোষণা করেছিলেন এবং সেই সময় তৃতীয় আশুরদান (খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭২-৭৫৪) আসিরিয়ার সিংহাসনে বসেছিলেন। যদিও আসিরিয়া কিছুদিন ধরে রাজনৈতিকভাবে দুর্বল অবস্থায় ছিল, কিন্তু যোনার সময় পর্যন্ত বন্দী এবং অন্যান্য অবাঞ্ছিতদের প্রতি তাদের নিষ্ঠুরতা ইস্রায়েলে সুপরিচিত ছিল, যা যোনার ঘোষিত অনুতাপের বার্তার একটি স্পষ্ট প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছিল।

যোনা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

যোনা ছিলেন মাত্র চারজন ভাববাদীর মধ্যে একজন, যাদের কথা যীশু তাঁর পার্থিব পরিচর্যার সময় উল্লেখ করেছিলেন (অন্যরা ছিলেন যিশাইয়, দানিয়েল এবং সখরিয়)। কিন্তু যোনার বিষয়টি কেবল উল্লেখের চেয়েও বেশি কিছু ছিল। যীশু আসলে বড় মাছের পেটে ভাববাদীর তিন দিন থাকার সময়টাকে নিজের জন্য চিহ্নিত করেছিলেন, এটিকে তাঁর নিজের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন, যখন যীশু তাঁর পুনরুত্থানের আগে তিন দিন "কবরে" কাটাবেন (মথি ১২:৩৯-৪১)। যোনার জীবনের সর্বনিম্ন পর্যায়ের সঙ্গে যীশুর নিজেকে এক করে দেখার প্রতিধ্বনি ইব্রীয় পুস্তকে খুঁজে পায়, যেখানে এটা শেখায় যে, যীশুকে "সমস্ত বিষয়ে তাঁর ভাইদের মতো হতে হয়েছিল, যাতে তিনি দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহাযাজক হতে পারেন" (ইব্রীয় ২:১৭)। যোনার পুস্তকটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক শৃঙ্খলের একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে, যা পাঠকদের খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের শত শত বছর আগে এই বিষয়টির একটি বাস্তব ছবি প্রকাশ করে।

এই পুস্তকে বড় ধারণাটি কি?

যখন তাঁর কাছে ঈশ্বরের আহ্বান এলো, তখন যোনা আসিরিয়দের শাস্তি দেওয়ার জন্য তাঁর নিজের স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষার বাইরে ঈশ্বরের মহৎ উদ্দেশ্য দেখতে পেলেন না। ঈশ্বর কীভাবে

চাইতে পারলেন যে, তিনি এই ধরনের লোকদের প্রতি করুণার বার্তা নিয়ে যাবেন? যোনা ঈশ্বরের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার আগেই তাঁকে ভেঙে ফেলতে হয়েছিল। প্রভুর করুণা সম্বন্ধে তাঁকে কিছু শিখাবার দরকার হয়ে পড়েছিল। তর্শিশের দিকে যাত্রা, তাঁর জাহাজডুবি এবং বড় মাছের পেটের মধ্যে তাঁর থাকার সময় যোনা খুব ভালভাবেই নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, সমস্ত পরিত্রাণ প্রভুর কাছ থেকে আসে (যোনা ২:৯)। আর ঈশ্বরের সর্বোচ্চ ক্ষমতার কারণে, একমাত্র ঈশ্বরই সিদ্ধান্ত নেন যে, তাঁর পরিত্রাণ ও তাঁর করুণা কোথায় ঢেলে দিতে হবে (৪:১১)।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করবো?

আপনি কি কখনও নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে লড়াই করতে দেখেন– আপনার আকাঙ্ক্ষাগুলো আপনাকে একদিকে টেনে নিয়ে যায়, ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষাগুলো আপনাকে অন্যভাবে টেনে নিয়ে যায়? যোনা নিজেকে সেই অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর নিজের ইচ্ছা কিছু সময়ের জন্য ঈশ্বরের উপর জয় লাভ করেছিল। অথবা তাই তিনি ভেবেছিলেন। আমরা প্রায়শই আমাদের নিজেদের জীবনে দেখতে পাই যা ঈশ্বর যোনার মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশ্যগুলো সম্পন্ন করেছিলেন। যদিও এর অর্থ ছিল ঈশ্বর গর্বিত এবং অনিচ্ছুক হৃদয়ে নম্রতার একটি শক্তিশালী শিক্ষা দেওয়া।

যোনা শেষ পর্যন্ত নীনবীতে গিয়ে ঈশ্বরের বার্তা ঘোষণা করলেও, তাঁর গল্পের পাঠ এখানেই শেষ নয়। যোনা নীনবীতে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন কিন্তু তিনি এতে খুশি ছিলেন না (যোনা ৪:১)। এখানে আমরা আমাদের জীবনের জন্য আরেকটি স্পর্শপাথর খুঁজে পাই: ঈশ্বরের সাথে আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে একত্রিত করা সর্বদা একটি প্রক্রিয়া। আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অনুসরণ করার গতির মধ্য দিয়ে যাই, তার মানে এই নয় যে, আমাদের হৃদয় তাঁর সাথে একত্রিত হয়েছে। যোনার কাজ ও হৃদয় ঈশ্বর চেয়েছিলেন। ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকেও একই বিষয় চান যেন আমরা আমাদের হৃদয় ও কাজ ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গ করি।

যোনা : ১ অধ্যায়

যোনার পালিয়ে যাওয়া

১ [১] সদাপ্রভুর এই বাক্য অমিত্তয়ের পুত্র যোনার কাছে উপস্থিত হল, [২] তুমি ওঠ,
নীনবীতে, সেই মহানগরে যাও, আর নগরের বিরুদ্ধে ঘোষণা কর, কেননা তাদের
দুষ্টতা আমার সম্মুখে উঠেছে।

[৩] কিন্তু যোনা সদাপ্রভুর সম্মুখ থেকে তর্শীশে পালিয়ে যাবার জন্য উঠলেন; তিনি
যাফোতে নেমে তর্শীশে যাবে এমন একটি জাহাজ পেলেন; তখন জাহাজের ভাড়া দিয়ে
সদাপ্রভুর সম্মুখ থেকে নাবিকদের সঙ্গে তর্শীশে যাবার জন্য সেই জাহাজে প্রবেশ করলেন।

[১:১] মথি ১২:৩৯-৪১; ১৬:৪; লূক ১১:২৯-৩২; [১:১] ২ রাজা ১৪:২৫; [১:২] দেখুন আদি ১০:১১; দেখুন নহূম ১:১; [১:৩] গীত ১৩৯:৭; [১:৩] দেখুন আদি ১০:৪; [১:৩] দেখুন যিহো ১৯:৪৬; প্রেরিত ৯:৩৬, ৪৩; [১:৩] যাত্রা ৪:১৩; দেখুন যিরি ২০:৯; দেখুন আমোষ ৩:৮;

১:১ সদাপ্রভুর এই বাক্য। দেখুন পদ ৩:১; হোশেয় ১:১ পদ ও নোট। *যোনা।* দেখুন ভূমিকা। ইস্রায়েলের শিক্ষা ও নির্দেশনার জন্য নীনবী ভাববাদী যোনার অভিযানের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে রচয়িতা সম্ভবত ভাববাদী যোনাকে ইস্রায়েল জাতির প্রতীক হিসেবেই উপস্থাপন করেছেন, যে জাতিকে ঈশ্বর অন্যান্য জাতিদের মধ্য থেকে ডেকে নিয়েছিলেন এই পৃথিবীর সমগ্র মানব সমাজের জন্য তাঁর আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের মাধ্যম হয়ে ওঠার জন্য। এই বিবৃতিতে ইস্রায়েল জাতির লোকেরা যেন আয়নায় নিজেদেরকে দেখার মত করে খুঁজে পাবে। ঈশ্বরের মনোনীত জাতির লোক হিসেবে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুপম আশীর্বাদ, দয়া ও অধিকার লাভ করেছিল। কিন্তু তারা নিজেদের একগুঁয়েমি ও অবাধ্যতার কারণে এই অপূর্ব সুযোগ হারিয়ে ফেলেছিল। আর এ কারণেই ইস্রায়েল জাতিকে অবশ্যই জাতিগতভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে (যে বিচারের কথা ভাববাদীগণ ঘোষণা করেছেন) এবং এর পর সম্পূর্ণ নতুন ও পরিশোধিত হয়ে নতুন জন্ম গ্রহণ করতে হবে (যে ভবিষ্যদ্বাণী ভাববাদীগণ তাঁদের পুস্তকে প্রকাশ করেছেন)। এর সাথে তুলনা করুন বিচার ১৩:১–১৬:৩১ পদ।

১:২ মহানগর। দেখুন পদ ৩:২; ৪:১১; এর সাথে ৩:৩ পদের নোট দেখুন। আদি ১০:১১ পদ অনুসারে নীনবী নগরটি সর্ব প্রথম নির্মাণ করে সম্রাট নিম্রোদ এবং এটি শুরু থেকেই মহানগরী নামে পরিচিত ছিল (আদি ১০:১২ পদ ও নোট দেখুন)। আনুমানিক ৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সম্রাট সনহেরীব এই নগরীটিকে আসিরিয়ার রাজধানী করেন এবং ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আসিরিয়ার পতনের আগ পর্যন্ত তা রাজধানী হিসেবেই পরিচিত ছিল (দেখুন নহূম পুস্তকের ভূমিকা: পটভূমি)। নীনবীর অবস্থান ভাববাদী যোনার জন্মস্থান গাৎ হেফর থেকে ৫০০ মাইলের বেশি (দেখুন ২ রাজা ১৪:২৫ পদ ও নোট)। এছাড়া যাফো থেকেও নীনবীর দূরত্ব ৫০০ মাইলের বেশি (দেখুন পদ ৩ ও নোট)। *তাদের দুষ্টতা আমার সম্মুখে উঠেছে।* এর সাথে তুলনা করুন সদোম ও ঘমোরা (আদি ১৮:২০-২১ পদ দেখুন এবং ১৮:২০ পদের নোট দেখুন)। যোনা পুস্তকে শুধুমাত্র নীনবীর দৌরাত্ম্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে (৩:৮), কিন্তু তার অন্যান্য মন্দতার বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হয় নি (পদ ৩:৮, ১০)। পরবর্তী সময়ে নহূম বলেন যে, নীনবীর পাপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সদাপ্রভু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, যুদ্ধের সময় লুটতরাজ ও নৃশংসতা, বেশ্যাবৃত্তি, জাদুটোনা এবং অন্যান্য সাধারণ অপরাধ (নহূম ১:১১; ২:১২-১৩; ৩:১, ৪, ১৬, ১৯ পদ এবং ৩:৩, ১০ পদের নোট)।

১:৩ পালিয়ে যাবার জন্য। ভাববাদী যোনা ৪:২ পদে এর কারণ উল্লেখ করেছেন। গীত ১৩৯: ৭-১২ পদে সদাপ্রভু ঈশ্বরের কাছ থেকে

৪ কিন্তু সদাপ্রভু সমুদ্রে প্রচণ্ড বায়ু পাঠিয়ে দিলেন, সমুদ্রে ভারী ঝড় উঠলো, এমন কি, জাহাজ ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হল। ৫ তখন নাবিকেরা ভয় পেল, প্রত্যেকে নিজ নিজ দেবতার কাছে কাঁদতে লাগল, আর ভার লাঘবের জন্য জাহাজের মাল সমুদ্রে ফেলে দিল। কিন্তু যোনা জাহাজের খোলে নেমেছিলেন এবং সেখানে শয়ন করে গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন।

৬ তখন জাহাজের ক্যাপ্টেন তাঁর কাছে এসে বললেন, ওহে, তুমি যে ঘুমাচ্ছো তোমার কি হল? ওঠ, তোমার ঈশ্বরকে ডাক; হয় তো ঈশ্বর আমাদের বিষয় চিন্তা করবেন ও আমরা ধ্বংস হব না। ৭ পরে নাবিকেরা পরস্পর বললো, এসো, আমরা গুলিবাঁট করি, তা হলে

[১:৪] গীত ১০৭:২৩-২৬; [১:৫] প্রেরিত ২৭:১৮-১৯; [১:৬] যোহন ৩:৮; [১:৬] দেখুন গীত ১০৭:২৮; [১:৭] গণনা ৩২:২৩; যিহো ৭:১০-১৮; দেখুন ১ শমূ ১৪:৪২; [১:৭] দেখুন উপদে ১৬:৩৩;

পালিয়ে যাওয়ার অসারতার ব্যাপারে বলা হয়েছে (উক্ত পদের নোট দেখুন)। *তর্শীশ।* সম্ভবত দক্ষিণ স্পেনের টার্টেসাস নগরী, যা জিব্রাল্টারের নিকটবর্তী একটি ফৈণীকীয় খনির উপনিবেশ। নীনবী থেকে বিপরীত দিকে যাত্রা করে ভাববাদী যোনা তাঁর স্বর্গীয় আরোপিত দায়িত্ব উপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। *যাফো।* প্রেরিত ৯:৩৬ পদের নোট দেখুন।

১:৪-১৬ সম্ভবত সামুদ্রিক ঝড়ের এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে একটি প্রতীকী চিত্র প্রকাশ পেয়েছে: এখানে আমরা দেখি পৌত্তলিক পৃথিবীর বহু জাতি (জাহাজের নাবিকেরা) যারা ঈশ্বরের বিচারের কারণে বিপদগ্রস্ত হয়েছে (যা এই ঝড়ের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে), যাদের মধ্যে রয়েছে ইস্রায়েল জাতিও (যার প্রতিনিধিত্ব করছেন ভাববাদী যোনা)। যদি যোনা (অর্থাৎ ইস্রায়েল জাতি) তাঁর লক্ষ্য যথাযথভাবে অর্জন না করেন, তাহলে নাবিকেরা (জাতিগণ) তাদের দেবতাদের ডাকতে ডাকতেই মারা যাবে। যেহেতু ভাববাদী যোনা তাঁর দায়িত্ব পালন না করে পালিয়ে যাচ্ছেন, সে কারণে অন্যদেরকে বাঁচাতে হলে তাঁকেই এখন "মরতে" হবে। দেখুন ১:১ পদের নোট; এর সাথে তুলনা করুন প্রেরিত ২৭:১৩-৪৪ পদের নোট।

১:৪-৫ যদিও ভাববাদী যোনার দায়িত্ব ছিল পৌত্তলিক পৃথিবীর উপরে ঈশ্বরের আসন্ন বিচারের কথা ঘোষণা করা ও লোকদেরকে সতর্ক করে দেওয়া, তথাপি তিনি নীনবী যেতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণেই মূলত জাহাজের নাবিকদের উপরে এই দুর্যোগ নেমে এসেছিল।

১:৪ সদাপ্রভু সমুদ্রে প্রচণ্ড বায়ু পাঠিয়ে দিলেন। ভাববাদী যোনার এই অভিযানে সদাপ্রভু ঈশ্বরের সার্বজনীন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আরও বেশ কয়েক-বার প্রকাশ পেয়েছে: বড় মাছ (পদ ১৭), মাছের মুখ থেকে ভাববাদী যোনার উদ্ধার (পদ ২:১০), আঙ্গুরলতা (৪:৬), পোকা (৪:৭) এবং "উষ্ণ পূর্বীয় বায়ু" (৪:৮)।

১:৫ নিজ নিজ দেবতার কাছে। সম্ভবত এই নাবিকেরা বিভিন্ন বন্দর থেকে এসেছিল এবং তারা হয়তো ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজা করতো (আদি ২৮:১৫ পদের নোট দেখুন)।

১:৬ জাহাজের ক্যাপ্টেন তাঁর কাছে এসে বললেন। পৌত্তলিক এই ক্যাপ্টেনটি জাহাজের সবার কথা চিন্তা করছিলেন, যার সাথে তুলনা করুন নীনবীর লোকদেরকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের নির্দেশ পালনে ভাববাদী যোনার অস্বীকৃতি।

১:৭ এসো, আমরা গুলিবাঁট করি। প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গুলিবাঁট বা লটারি করা খুব প্রচলিত একটি পদ্ধতি ছিল। পদ্ধতি কেমন ছিল সে বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায় না, তবে খুব সম্ভবত ছোট ছোট কাঠি বা পাথর দিয়ে এই কাজটি করা হত। কোন একটি পাথর বা কাঠিতে চিহ্ন দেওয়া

জানতে পারব, কার দোষে আমাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটছে। পরে তারা গুলিবাঁট করলো, আর যোনার নামে গুলি উঠলো। ৮ তখন তারা তাকে বললো, বল দেখি, কার দোষে আমাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটছে? তোমার ব্যবসা কি? তুমি কোথা থেকে এসেছো? তুমি কোন্ দেশের লোক? কোন্ জাতির লোক? ৯ তিনি তাদেরকে বললেন, আমি এক জন ইব্রীয়; আমি সদাপ্রভুকে ভয় করি, তিনি স্বর্গের ঈশ্বর, তিনি সমুদ্র ও স্থল নির্মাণ করেছেন। ১০ তখন সেই লোকেরা ভীষণ ভয় পেয়ে তাঁকে বললো, তুমি এ কি কাজ করেছ? কেননা তিনি যে সদাপ্রভুর সম্মুখ থেকে পালাচ্ছেন, তা তারা জানত, কারণ তিনি তাদেরকে বলেছিলেন।

১১ পরে তারা তাঁকে বললো, আমরা তোমাকে কি করলে সমুদ্র আমাদের প্রতি ক্ষান্ত হতে পারে? কেননা সমুদ্র উত্তরোত্তর প্রচণ্ড হয়ে উঠছিল। ১২ তিনি তাদেরকে বললেন, আমাকে ধরে সমুদ্রে ফেলে দাও, তাতে সমুদ্র তোমাদের পক্ষে ক্ষান্ত হবে; কেননা আমি জানি, আমারই দোষে তোমাদের উপরে এই ভারী ঝড় উপস্থিত হয়েছে। ১৩ তবুও সেই লোকেরা জাহাজ ফিরিয়ে ডাঙ্গায় নিয়ে যাবার জন্য ঢেউ কাটতে চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু

[১:৯] দেখুন গীত ৯৬:৯; [১:৯] দেখুন দানি ২:১৮; প্রেরিত ১৭:২৪; [১:৯] দেখুন যিহি ৯:৬; [১:৯] দেখুন আদি ১:৯; [১:১২] ২ শমূ ২৪:১৭; ১ বংশা ২১:১৭; [১:১৩] দেখুন উপদে ২১:৩০;

থাকতো এবং সকলকে একটি করে তুলে নিতে হত, যার হাতে যেটি পড়তো সে অনুসারে তার ভাগ্য নির্ধারণ করা হত (দেখুন যাত্রা ২৮:৩০; যিহি ১১:১; হিতোপদেশ ১৬:৩৩; যিহি ২১:২১; প্রেরিত ১:২৬ পদ)। *যোনার নামে গুলি উঠলো।* গুলিবাঁটের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর এই দুর্যোগের জন্য দায়ী ব্যক্তির নাম প্রকাশ করলেন (দেখুন যিহোশূয় ৭:১৪-২৬ পদ এবং ৭:১৪ পদের নোট; ১ শমূ ১৪:৩৭-৪৪ পদ এবং ১৪:৩৭ পদের নোট)।

১:৯ আমি এক জন ইব্রীয়। দেখুন আদি ১৪:১৩ পদ ও নোট। *আমি সদাপ্রভুকে ভয় করি ... স্বর্গের ঈশ্বর, তিনি সমুদ্র ও স্থল নির্মাণ করেছেন।* ইষ্রা ১:২ পদের নোট দেখুন। নাবিকেরা বুঝতে পেরেছিল যে, ভাববাদী যোনা যার কথা বলছেন তিনি নিশ্চয়ই সাধারণ দেবতাদের চেয়েও অনেক উপরের স্তরের একজন ক্ষমতাশালী দেবতা। তারা খুব সহজেই যোনার কথা বিশ্বাস করেছিল, কারণ মধ্য প্রাচ্যের প্রত্যেকটি প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্মেই একজন সর্বশক্তিমান দেবতার কথা রয়েছে, যিনি সমুদ্রের উপরে কর্তৃত্ব করেন (যিহোশূয় ৩:১০ পদের নোট দেখুন)। এটি ছিল ভাববাদী যোনার প্রথম সাক্ষ্য বক্তব্য এবং এর পরে তিনি আরও কয়েকবার এমন সাক্ষ্য দান করেছেন (দেখুন ২:৯; ৪:২ পদ), যা পুরোপুরি মৌলিক সত্য প্রকাশ করে। মৌলিক সত্যের প্রতি তাঁর বিশ্বাস থাকলেও যোনা নীনবী তাঁর দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

১:১০ তুমি এ কি কাজ করেছ? এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে মূলত ভাববাদী যোনাকে অভিযোগ করা হয়েছে।

১:১২ আমাকে ধরে সমুদ্রে ফেলে দাও। জাহাজের নাবিকদের জীবন রক্ষার জন্য নির্দ্বিধায় নিজের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়ার সাথে তুলনা করুন, নীনবী নগরীর আসন্ন ধ্বংস দেখার জন্য তিনি কীভাবে কঠিন হৃদয় নিয়ে নগরী থেকে বের হয়ে দূরে গিয়ে তা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন (পদ ৪:৫ ও নোট দেখুন)।

১:১৩ ঢেউ কাটতে চেষ্টা করতে লাগল। এখানে যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা মূলত মাটি খনন করা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। এর মধ্য গিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, তাদের কতটা কষ্ট করতে হয়েছিল। জাহাজটি পালের

পারল না, কারণ সমুদ্র তাদের বিপরীতে উত্তরোত্তর প্রচণ্ড হয়ে উঠছিল। [১৪] এজন্য তারা সদাপ্রভুকে ডাকতে লাগল, আর বললো, বিনতি করি, হে সদাপ্রভু, বিনতি করি, এই ব্যক্তির প্রাণের জন্য আমাদের বিনাশ না হোক এবং আমাদের উপরে নির্দোষের রক্ত অর্পণ করো না; কেননা, হে সদাপ্রভু, তুমি তোমার ইচ্ছামত কাজ করেছ। [১৫] পরে তারা যোনাকে ধরে সমুদ্রে ফেলে দিল, তাতে সমুদ্র থামল, আর প্রচণ্ড হল না। [১৬] তখন সেই লোকেরা সদাপ্রভুকে ভীষণ ভয় করতে লাগল; আর তারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করলো এবং নানা মানত করলো।

[১৭] আর সদাপ্রভু যোনাকে গ্রাস করার জন্য একটা বড় মাছ ঠিক করে রেখেছিলেন; সেই মাছের উদরে যোনা তিন দিন ও তিন রাত রইলেন।

[১:১৪] দ্বি:বি ২১:৮; [১:১৪] দেখুন দানি ৪:৩৫; [১:১৫] দেখুন গীত ১০৭:২৯; লূক ৮:২৪; [১:১৬] মার্ক ৪:৪১; [১:১৬] দেখুন গণনা ৩০:২; গীত ৬৬:১৩-১৪; [১:১৭] যোহন ৪:৬, ৭; [১:১৭] মথি ১২:৪০; ১৬:৪; লূক ১১:৩০ যোনা ২;

সাহায্যে বা দাঁড়ের সাহায্যে কিংবা দুটো দিয়েই চালানো যেত। জাহাজের নাবিকেরা প্রথম সুযোগেই যোনাকে জাহাজ থেকে ফেলে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে নিজেদের চেষ্টায় জাহাজটিকে রক্ষা করতে চাচ্ছিল। কিন্তু অপরদিকে তুলনা করুন নীনবীর উপরে ঈশ্বরের আসন্ন বিচার ঘোষণা করতে ভাববাদী যোনা কেমনভাবে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

১:১৪ তারা সদাপ্রভুকে ডাকতে লাগল। এর আগে নাবিকেরা তাদের নিজ নিজ দেবতাদেরকে ডাকছিল (পদ ৫ ও নোট দেখুন), কিন্তু এখন তারা কোন উপায়ন্তর না দেখে ভাববাদী যোনার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও মিনতি জানাতে শুরু করলো।

১:১৬ সেই লোকেরা সদাপ্রভুকে ভীষণ ভয় করতে লাগল। এখানে এমনটা বলা হয় নি যে, নাবিকেরা তাদের অন্যান্য দেবতাদেরকে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল (এর সাথে তুলনা করুন নামানের প্রতিক্রিয়া; দেখুন ২ রাজা ৫:১৫ পদ ও নোট)। প্রাচীন পৌত্তলিক মানুষেরা বহু দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো এবং নতুন কোন ক্ষমতাশালী দেবতার পরিচয় পেলে তারা সঙ্গে সঙ্গে তার অনুসারী হয়ে পড়তো। অন্ততপক্ষে নাবিকেরা বুঝতে পেরেছিল যে, যে ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে তা ভাববাদী যোনার ঈশ্বরই নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনিই ঝড়টি উঠিয়েছেন এবং তিনিই আবার তা থামিয়ে দিয়েছেন, এ ব্যাপারটি বুঝতে পেরে তারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের উপাসনা করতে শুরু করলো।

১:১৭ সদাপ্রভু ... ঠিক করে রেখেছিলেন। এই শব্দগুচ্ছটি ৪:৬-৮ পদের দেখা যায়। *বড় মাছ।* এই পদের হিব্রু শব্দটি এবং মথি ১২:৪০ পদের গ্রীক শব্দ, দুটো দিয়েই বড় মাছ বোঝানো হয়ে থাকে, কিন্তু তা যে তিমি মাছই হতে হবে এমন নয়। এই বড় মাছটিকে সমুদ্রের তলদেশে বাসকারী "সাপ" আলাদা করে দেখানো হয়েছে (আমোষ ৯:৩)– যার আরেক নাম "লিবিয়াথন" (যিশা ২৭:১), "নাগ" (ইয়োব ৭:১২; গীত ৭৪:১৩; যিহি ৩২:২ পদ দেখুন)। *তিন দিন ও তিন রাত।* এখানে যে বাক্যাংশটি ব্যবহার করা হয়েছে তা মথি ১২:৪০ পদের দেখা যায়, যেখানে একটি পূর্ণ দিন এবং তার আগের ও পরের দিনটি অর্ধাংশ বোঝানো হয়েছে (মথি ১২:৪০; ১ করি ১৫:৪ পদের নোট দেখুন)। তবে যেমনটাই বোঝানো হোক না কেন, নতুন নিয়মে ভাববাদী যোনার মাছের পেটে খাবার অভিজ্ঞতাটি দিয়ে প্রতীকী অর্থে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কবরপ্রাপ্তি ও পুনরুত্থান নির্দেশ করা হয়েছে, যিনি তিন দিন ও তিন রাত কবরে ছিলেন (মথি ১২:৪০; আরও দেখুন মথি ১৬:৪; লূক ১১:২৯-৩০ পদ ও ১১:৩০ পদের নোট)।

যোনা ১ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) নীনবীতে প্রচারের জন্য সদাপ্রভু ভাববাদী যোনাকে একটি আদেশ দেন (যোনা ১:১-২)।
২) সদাপ্রভুর ঐ আদেশ পালনে ভাববাদী যোনার অবাধ্যতা (যোনা ১:৩)।
৩) ভাববাদী যোনার অবাধ্যতার কারণে সামুদ্রিক ঝড়ের দ্বারা জাহাজে ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর অনুসরণ ও গতিরোধ (যোনা ১:৪-৬)।
৪) ভাববাদী যোনা এবং তাঁর অবাধ্যতাকে সমুদ্রে ঝড় ওঠার কারণ হিসেবে আবিস্কার করা (যোনা ১:৭-১০)।
৫) ঝড় থামার জন্য ভাববাদী যোনাকে সমুদ্রে ফেলে দেয় (যোনা ১:১১-১৬)।
৬) পরবর্তী কাজের জন্য ভাববাদী যোনাকে সংরক্ষিত রাখতে, অলৌকিকভাবে বৃহৎ মাছের পেটে তাঁর জীবন সুরক্ষিত হয়েছিল (যোনা ১:১৭)।

সার-সংক্ষেপঃ

ভাববাদী যোনাকে নীনবীর বিরুদ্ধে প্রচার করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তা না করে, পালাতে গিয়ে তিনি তর্শীশ অভিমুখী একটি জাহাজে ওঠেন। আর তখন সদাপ্রভু সমুদ্রে ভয়ঙ্কর এত ঝড় পাঠান। ঐ সময় ভাববাদী যোনা জাহাজে ঘুমিয়ে থাকেন। কে এই ঝড়ের জন্য দায়ী, তা নির্ধারণ করতে জাহাজের নাবিকরা গুলিবাঁট করেন এবং তাতে যোনার নাম ওঠে। এভাবে যোনাকে ঝড়ের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অনাকাঙ্ক্ষিত বৈরী পরিস্থিতি এড়াতে, তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দেয়ার জন্য তিনি নাবিকদের কাছে প্রস্তাব করেন। কিন্তু নাবিকরা এই ধরণের কঠিন পদক্ষেপ নিতে চাচ্ছিলেন না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও, ঝড় কম ছিল না বলে, তারা সেটি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ভাববাদী যোনাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার কারণে তারা যেন ধ্বংস হয়ে না যান, সেজন্যে তারা সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করেন। সমুদ্র শান্ত হয় এবং বৃহৎ একটি মাছ যোনাকে গিলে ফেলে এবং ঐ মাছটির পেটে তিন দিন থাকেন।

যোনা ১ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. ঈশ্বর ভাববাদী যোনাকে কি করতে বলেছিলেন? (যোনা ১:১-২)

২. যোনা কিভাবে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন? (যোনা ১:৩)

৩. ঝড়ের মধ্যে বিক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠা সাগরে, জাহাজের কেমন অবস্থা হয়েছিল? (যোনা ১:৪-৫)

৪. প্রচন্ড ঝড়ে বিক্ষুদ্ধ সাগরে জাহাজের মধ্যে ভাববাদী যোনা কি অবস্থায় ছিলেন? (যোনা ১:৫-৬)

৫. নাবিকরা ভাববাদী যোনাকে নিয়ে কি করেছিলেন? (যোনা ১:৭)

৬. যোনা কিভাবে নাবিকদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন? (যোনা ১:৮-৯)

৭. ভাববাদী যোনার বিষয়ে কোন বিষয়টি লোকদেরকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল? (যোনা ১:১০)

৮. নাবিকরা ভাববাদী যোনার কাছে কি জানতে চেয়েছিলেন? (যোনা ১:১১)

৯. ভাববাদী যোনা নাবিকদের কেন তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দিতে বলেছিলেন? (যোনা ১:১২)

১০. অনুতপ্ত ভাববাদী যোনার স্বীকারোক্তির পরে, কি ঘটেছিল? (যোনা ১:১৩-১৬)

১১. ঈশ্বর ভাববাদী যোনার জন্য কি অলৌকিক ব্যবস্থা করেছিলেন? (যোনা ১:১৭)

যোনার প্রার্থনা

২ [১] তখন যোনা ঐ মাছটির পেটে থেকে তাঁর ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন।
তিনি বললেন,
[২] আমি সঙ্কটে সদাপ্রভুকে ডাকলাম,
আর তিনি আমাকে উত্তর দিলেন;
আমি পাতালের উদর থেকে আর্তনাদ করলাম,
তুমি আমার বিনতি শুনলে।
[৩] তুমি আমাকে অগাধ জলে, সমুদ্র-গর্ভে, নিক্ষেপ করলে,
আর স্রোত আমাকে বেষ্টন করলো,

[২:২] বিলাপ ৩:৫৫; [২:২] গীত ১৮:৬; ১২০:১; [২:২] গীত ৮৬:১৩; [২:৩] দেখুন গীত ৮৮:৬; [২:৩] দেখুন ২ শমূ ২২:৫; [২:৩] দেখুন গীত ৪২:৭;

২:১ প্রার্থনা করলেন। ভূমধ্য সাগরে যোনার ডুবে মরতে হয় নি বলে তিনি সদাপ্রভুর কাছে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনা করলেন (পদ ২-৯ ও নোট দেখুন)। অন্যান্য পুস্তকে "প্রার্থনা করলেন" কথাটির ব্যবহার সম্পর্কে জানতে দেখুন ১ শমূ ২:১ পদ ও নোট।

২:২-৯ ভূমধ্য সাগরে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয় নি বলে ভাববাদী যোনা এই গীতের মধ্য দিয়ে সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। এ সময় তিনি স্মরণ করলেন তাঁর আগের প্রার্থনার কথা, যা তিনি সমুদ্রের জলে ডুবে যেতে যেতে করছিলেন। তিনি জানেন যে, মৃত্যুই তাঁর জন্য উপযুক্ত। আর এ কারণে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁকে এই অনুপম দয়া দান করায় তিনি আরও বেশি কৃতজ্ঞ। এই গীতটির ভাষা থেকে বোঝা যায় যে, ভাববাদী যোনা গীতসংহিতার সাহিত্য শৈলীর সাথে পরিচিত।

২:২ আমি ... ডাকলাম ... তিনি আমাকে উত্তর দিলেন। গীত ১১৮:৫ পদের নোট দেখুন। *পাতালের উদর থেকে।* প্রতীকী অর্থে এখানে সমুদ্রের গভীরে ভাববাদী যোনার মৃত্যুর কাছাকাছি অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে (দেখুন গীত ৩০:৩ পদ ও নোট)। এর সাথে দেখুন আদি ৩৭:৩৫ পদ ও নোট)।

২:৩ তুমি আমাকে ... নিক্ষেপ করলে ... তোমার সকল ঢেউ। ভাববাদী যোনা বুঝতে পেরেছিলেন যে, জাহাজের নাবিকেরা ছিল

তোমার সকল ঢেউ, তোমার সকল তরঙ্গ,
আমার উপর দিয়ে বয়ে গেল।
৪ আমি বললাম, আমি তোমার দৃষ্টি সীমা থেকে দূরীভূত,
তবুও পুনরায় তোমার পবিত্র মন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত করবো।
৫ জলরাশি আমাকে ঘিরে ধরলো, প্রাণ পর্যন্ত উঠলো,
জলধি আমাকে বেষ্টন করলো,
লতাগুল্‌ম আমার মাথায় জড়াল।
৬ আমি পর্বতমালার মূল পর্যন্ত নেমে গেলাম;
আমার পিছনে পৃথিবীর অর্গলগুলো চিরতরে বন্ধ হল;
তবুও, হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু,
তুমি আমার প্রাণকে কূপ থেকে উঠালে।
৭ আমার প্রাণ অবসন্ন হলে আমি সদাপ্রভুকে স্মরণ করলাম,
আর আমার প্রার্থনা তোমার কাছে,
তোমার পবিত্র মন্দিরে উপস্থিত হল।
৮ যারা মিথ্যা দেবদেবী মানে,
তারা নিজের দয়ানিধিকে পরিত্যাগ করে;
৯ কিন্তু আমি তোমার উদ্দেশে স্তবগান সহ উৎসর্গ করবো;
আমি যে মানত করেছি, তা পূর্ণ করবো;

[২:৪] গীত ৩১:২২; যিরি ৭:১৫; [২:৪] দেখুন ১ রাজা ৮:৪৮; [২:৫] গীত ৬৯:১-২; [২:৬] ইয়োব ২৮:৯; [২:৬] দেখুন ইয়োব ১৭:১৬; দেখুন ৩৩:১৮; দেখুন গীত ৩০:৩; [২:৭] গীত ৭৭:১১-১২; [২:৭] ২ বংশা ৩০:২৭; [২:৭] দেখুন গীত ১১:৪; ১৮:৬; [২:৮] দেখুন দ্বি:বি ৩২:২১; দেখুন ১ শমূ ১২:২১; [২:৯] দেখুন গীত ৪২:৪; [২:৯] গীত ৫০:১৪, ২৩; ইব ১৩:১৫; [২:৯] দেখুন গণনা ৩০:২; গীত ১১৬:১৪; দেখুন উপদে ৫:৪-৫; [২:৯] দেখুন যাত্রা ১৫:২; দেখুন গীত ৩:৮।

(১:১৫ পদ) সদাপ্রভু ঈশ্বরের বিচার সাধনের উপকরণ।

২:৪ তবুও পুনরায় তোমার পবিত্র মন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত করবো। গীতসংহিতার প্রার্থনায় প্রায় একই ধরনের আশাপূর্ণ প্রত্যাশার কথা খুঁজে পাওয়া যায় (উদাহরণস্বরূপ দেখুন গীত ৫:৭; ২৭:৪-৬ পদ)। এখানে "পবিত্র মন্দির" বলতে সম্ভবত ৭ পদের উল্লিখিত যিরূশালেমের মন্দিরের কথা বলা হয়েছে। ইস্রায়েলীয়রা এই দুটো শব্দকেই সদাপ্রভু ঈশ্বরের বাসস্থান বলে উচ্চারণ করতো (দেখুন ১ রাজা ৮:৩৮-৩৯ পদ)।

২:৬ কূপ। কবর অর্থে বলা হয়েছে (দেখুন ২ পদের নোট; এর সাথে দেখুন গীত ২৮:১; ৩০:১-৩ পদ ও ৩০:১ পদের নোট)।

২:৭ পবিত্র মন্দির। দেখুন পদ ৪ ও নোট।

২:৯ উৎসর্গ ... মানত। তুলনা করুন নাবিকদের "উৎসর্গ" ও "মানত" (১:১৬)। *আমি যে মানত করেছি।* গীতসংহিতায় যে সমস্ত প্রার্থনা করা হত সেগুলোর সাথে সাধারণত মানত করা হত এবং ধন্যবাদ উৎসর্গের উল্লেখ থাকত (উদাহরণস্বরূপ দেখুন গীত ৫০:১৪ পদ ও নোট; ৫৬:১২; ৬১:৮; ৬৫:১; ৬৬:১৩-১৫; ১১৬:১২-১৯ পদ)। *তা পূর্ণ করবো।* গীত ৭৬:১১; উপদেশক ৫:১-৭ পদ দেখুন। *সদাপ্রভুর কাছেই পরিত্রাণ।* ভাববাদী যোনার ধন্যবাদ গীতের সমাপ্তি এবং তাঁর দ্বিতীয় সাক্ষ্য বক্তব্যটি একই সাথে প্রকাশ পেয়েছে (১:৯

পরিত্রাণ সদাপ্রভুরই কাছে।

[১০] পরে সদাপ্রভু সেই মাছটিকে আদেশ করলেন, আর সে যোনাকে শুকনো ভূমির উপরে বমি করে বের করে দিল।

পদের নোট দেখুন)। পুস্তকটির আক্ষরিক অর্থেই ঠিক মধ্যবর্তী পদে এই বক্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছে, যেহেতু এই বক্তব্যের মাঝেই পুরো পুস্তকটির ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তি অবস্থান করছে।

যোনা ২ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) প্রচণ্ড যন্ত্রণা ও চরম বিপদের মধ্যে ভাববাদী যোনা (যোনা ২:২,৩,৫,৬)।
২) তাঁর হতাশা প্রায় কমে আসে (যোনা ২:৪)।
৩) এই ধরণের শোচনীয় পরিস্থিতিতে ঈশ্বরকে মনে করে, তিনি আশাব্যঞ্জক উৎসাহবোধ করেন (যোনা ২:৪,৭)।
৪) ঈশ্বরের কাছ থেকে দয়া লাভের নিশ্চয়তা পাওয়া (যোনা ২:৬,৭)।
৫) অন্যদের কাছে তুলে ধরা তাঁর সাবধানবাণী ও নির্দেশনা (যোনা ২:৮)।
৬) সব প্রশংসা ও গৌরব ঈশ্বরকে দেয়া (যোনা ২:৯)। নির্ধারিত এই অধ্যায়ের সর্বশেষ পদে, সেই বৃহৎ মাছের পেট থেকে ভাববাদী যোনার মুক্তি এবং নিরাপদ ও সুস্থ অবস্থায় শুকনো জমির উপরে আবারও তাঁর উপস্থিতি দেখতে পাই।

সার-সংক্ষেপঃ

ঐ বহৎ মাছের পেটে থেকে ভাববাদী যোনা সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করেন। গীতসংহিতার মত প্রার্থনা, 'সেই নরকের মত মাছের পেট থেকে আমি চিৎকার করে তোমাকে ডেকেছিলাম, হে সদাপ্রভু এবং তুমি আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলে।' ভাবাবদী যোনা তাঁর চারপাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া জলকে যন্ত্রণার একটি চিত্র হিসেবে বর্ণনা করেন, যা গীতসংহিতায় উল্লেখিত জলের প্রতিরূপ। সদাপ্রভুর অবাধ্য হয়ে ভাববাদী যোনা যে পাপ করে সাগরের অতল জলে নিমজ্জিত হয়েছিলেন, সেখান থেকে তিনি তাঁকে তুলে এনেছিলেন এবং সেজন্যে যোনা ধন্যবাদ সহকারে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, আর ঈশ্বরের পবিত্র মন্দিরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। আর মাছটি তাঁকে শুকনো জমির উপর বমি করে দেয়।

যোনা ২ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. ভাববাদী যোনা কিভাবে ঈশ্বরের উদ্ধারের প্রতিক্রিয়া করেছিলেন? (যোনা ২:১-৯)
২. ঈশ্বরের প্রতি ভাববাদী যোনার মনোভাব কি? (যোনা ২:৭-৯)

৩.	ভাববাদী যোনাকে ঈশ্বর কিভাবে অবশেষে সেই বৃহৎ মাছের পেট থেকে উদ্ধার করেছিলেন? (যোনা ২:১০)

নীনবীতে যোনার ঘোষণা ও তার ফল

৩ [১] পরে দ্বিতীয়বার সদাপ্রভুর বাক্য যোনার কাছে উপস্থিত হল; [২] তিনি বললেন, তুমি উঠ, নীনবীতে, সেই মহানগরে যাও, আর আমি তোমাকে যা ঘোষণা করতে বলি, তা সেই নগরের উদ্দেশে ঘোষণা কর। [৩] তখন যোনা সদাপ্রভুর বাক্য অনুসারে নীনবীতে গেলেন। নীনবী ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মহানগর, সেখানে তার এক পাশ থেকে অন্য পাশে হেঁটে যেতে তিন দিন লাগত। [৪] পরে যোনা নগরে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে এক দিনের পথ গেলেন এবং ঘোষণা করলেন, যে, 'আর চল্লিশ দিন গত হলে নীনবী উৎপাটিত হবে।'

[৫] তখন নীনবী শহরের লোকেরা ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস করলো; তারা উপবাস ঘোষণা করলো এবং মহান থেকে ক্ষুদ্র পর্যন্ত সকলে চট পরলো।

[৩:১] যোহন ১:১; [৩:৪] দেখুন যিরি ১৮:৭-১০; [৩:৫] দানি ৯:৩; মথি ১১:২১; ১২:৪১; লূক ১১:৩২;

৩:১ সদাপ্রভুর বাক্য। দেখুন পদ ১:১ ও নোট।

৩:২ মহানগর। দেখুন পদ ১:২ ও নোট। *আমি তোমাকে যা ঘোষণা করতে বলি ... ঘোষণা কর।* একজন ভাববাদী হলেন সদাপ্রভু ঈশ্বরের বার্তা ঘোষণাকারী, তিনি যে নেহায়েত ভবিষ্যতের কী ঘটতে চলেছে সে সম্পর্কে আভাস দেন তা শুধু নয়।

৩:৩ সদাপ্রভুর বাক্য অনুসারে নীনবীতে গেলেন। তবে এখনও তাঁর অন্তরে কঠিনতা রয়েছে, অর্থাৎ নীনবীর লোকেরা ধ্বংস হয়ে যাক এমনটাই তিনি চাইছিলেন (পদ ৪:১-৫ পদ ও নোট দেখুন)। *মহানগর।* ৪:১১ পদ দেখুন, যেখানে বলা হয়েছে এই নগরীর জনসংখ্যা ছিল ১,২০,০০০ এরও বেশি। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান থেকে জানা যায় যে, নীনবী নগরটির পরিধি ছিল প্রায় আট মাইল। তবে "তার এক পাশ থেকে অন্য পাশে হেঁটে যেতে তিন দিন লাগত" কথাটির মধ্য দিয়ে সম্ভবত আরও বড় আয়তন নির্দেশ করা হয়েছে। সম্ভবত এখানে নীনবী, রহোবৎ, কালেহ্ এবং রৎসীন এই চারটি নগরীকে এক সাথে নির্দেশ করা হয়েছে, যার কথা আদি ১০:১১-১২ পদে পাওয়া যায়। চারটি নগরী নিয়ে এই বৃহত্তর নীনবীর পরিধি ছিল প্রায় ষাট মাইলের মত। অপরদিকে "তিন দিন" বলতে হয়তোবা সাধারণভাবে মধ্যম দৈর্ঘ্য বোঝানো হয়েছে (আদি ৩০:৩৫; যাত্রা ৩:১৮ পদ ও নোট দেখুন; যিহোশূয় ৯:১৬-১৭ পদ দেখুন)।

৩:৫-৬ উপবাস ঘোষণা করলো ... চট পরলো ... ভস্মে বসলেন। এগুলো ছিল নিজেকে নম্র করা ও অনুতাপ করার চিহ্ন (১ রাজা ২১:২৭; নহিমিয়া ৯:১ পদ ও নোট দেখুন)।

৩:৫ ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস করলো। সম্ভবত এর অর্থ এই যে, নীনবীর লোকেরা সত্যিকার অর্থেই মন পরিবর্তন করে ঈশ্বরের দিকে ফিরেছিল (তুলনা করুন মথি ১২:৪১ পদ)। অপরদিকে ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাসের সাথে জাহাজের নাবিকদের ঈশ্বরের প্রতি ভয়ের তেমন কোন পার্থক্য ছিল না (১:১৬ পদের নোট দেখুন)। অন্ততপক্ষে তারা ভাববাদী যোনার সতর্ক বার্তা তামাশা বলে উড়িয়ে না দিয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনেছিল এবং সে অনুসারে কাজ করেছিল– যা ইস্রায়েল জাতি

৬ আর সেই বার্তা নীনবীর রাজার কাছে পৌঁছালে পর তিনি তাঁর সিংহাসন থেকে
উঠলেন, শরীরের শাল রেখে দিলেন এবং চট পরে ভস্মে বসলেন। ৭ আর তিনি নীনবীতে
রাজার ও তাঁর রাজ-কর্মচারীদের আদেশে এই কথা উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করালেন, মানুষ ও
গোমেষাদি পশু কেউ কিছু আস্বাদন না করুক, ভোজন বা জল গ্রহণ না করুক; ৮ কিন্তু
মানুষ ও পশু চট পরে যথাশক্তি ঈশ্বরকে ডাকুক, আর প্রত্যেকে নিজ নিজ কুপথ ও নিজ
নিজ খারাপ পথ ও দৌরাত্ম্য থেকে ফিরে আসুক। ৯ হয় তো, ঈশ্বর ক্ষান্ত হবেন, মন
পরিবর্তন করবেন ও তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধ থেকে নিবৃত্ত হবেন, তাতে আমরা বিনষ্ট হব না।

১০ তখন ঈশ্বর তাদের কাজ, তারা যে নিজ নিজ কুপথ থেকে বিমুখ হল, তা দেখলেন,
আর তাদের যে অমঙ্গল করবেন বলেছিলেন, সেই বিষয়ে অনুশোচনা করলেন; তা করলেন
না।

[৩:৬] ইষ্টের ৪:১-৩; দেখুন ইয়োব ২:৮, ১৩; দেখুন যিহি ২৭:৩০-৩১; [৩:৭] দেখুন ২ বংশা ২০:৩; দেখুন ইষ্রা ১০:৬; [৩:৮] গীত ১৩০:১; যোহন ১:৬; [৩:৮] যিরি ২৫:৫; [৩:৮] যিরি ৭:৩; [৩:৮] দেখুন ইয়োব ১৬:১৭; [৩:৯] ২ শমূ ১২:২২; [৩:৯] দেখুন যিরি ১৮:৮; [৩:৯] দেখুন যোয়েল ২:১৪; [৩:৯] দেখুন গীত ৮৫:৩; [৩:১০] দেখুন আমোষ ৭:৬; [৩:১০] দেখুন যিরি ১৮:৮; [৩:১০] দেখুন যাত্রা ৩২:১৪;

করে নি।

৩:৬ নীনবীর রাজা। অর্থাৎ আসিরিয়ার রাজা।

৩:৮ পশু। প্রার্থনায় গবাদি পশুদের অন্তর্ভুক্ত করা ছিল একেবারেই অস্বাভাবিক একটি বিষয় এবং এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায় নীনবীর লোকেরা নিজেদের রক্ষা করার জন্য কতটা মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

৩:৯ অনেক সময় ঈশ্বর তাঁর ঘোষিত শাস্তি মওকুফ করার মধ্য দিয়ে লোকদের মন পরিবর্তন ও অনুশোচনার প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকেন (পদ ১০)। যিরমিয় ১৮:৭-১০ পদের নোট দেখুন।

৩:১০ তাদের যে অমঙ্গল করবেন বলেছিলেন ... তা করলেন না। দেখুন ১ রাজা ২১:২৮-২৯ পদ ও ২১:২৯ পদের নোট; এর সাথে দেখুন নহূম পুস্তকের ভূমিকা: পটভূমি; নহূম ৩:১৯ পদ ও নোট।

যোনা ৩ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) ভাববাদী যোনার প্রচার কাজের নবায়ন এবং নীনবীতে ঈশ্বরের বার্তা প্রচারের জন্য দ্বিতীয় বার আদেশ প্রদান (যোনা ৩:১-২)।

২) নীনবীতে খুবই বিশ্বস্ততা সহকারে ভাববাদী যোনার বার্তা উপস্থাপন করা হয় (যোনা ৩:৩-৪)।

৩) এর ফলশ্রুতি হিসেবে নীনবীর লোকদের মন পরিবর্তন হয়, তাদের নৈতিক চরিত্রের সংশোধন ঘটে এবং নম্রতা সহকারে তারা ঈশ্বরের কাজে নিজেদেরকে সমর্পণ করে (যোনা ৩:৫-৯)।

৪) নীনবীর লোকদের উপর ঈশ্বরের আসন্ন শাস্তির সদয় প্রত্যাহার এবং যে ধ্বংসের হুশিয়ারি দেয়া হয়েছিল, তার স্থগিত করা হয় (যোনা ৩:১০)।

যোনা : ৪ অধ্যায়

সার-সংক্ষেপঃ

ভাববাদী যোনাকে আবারও নীনবীর বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বার্তা ঘোষণা বলা হয়। আর তিনি তাই করেন। ফলে নীনবীর লোকেরা সাথে সাথে ও একাগ্রচিত্তে মন পরিবর্তন করে পাপের প্রায়শ্চিত্তের চিহ্ন হিসেবে শরীরে চট পরে ও ছাই মাখে। প্রকৃতপক্ষে, চমকপ্রদভাবেই তাদের দ্রুত ও পুরোপুরি মন পরিবর্তনের কথা ভেবে, ঈশ্বর নীনবীকে ধ্বংস না করার সিদ্ধান্ত নেন।

যোনা ৩ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. ঈশ্বর ভাববাদী যোনাকে কি করার আদেশ দিয়েছিলেন? (যোনা ৩:১-২)

২. ভাববাদী যোনা কিভাবে ঈশ্বরের আদেশের প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন? (যোনা ৩:৩)

৩. ভাববাদী যোনা নীনবীবাসীদেরকে কি বলেছিলেন? (যোনা ৩:৪)

৪. ভাববাদী যোনার প্রচারিত বার্তার প্রতি নীনবীর লোকেরা কিভাবে সাড়া দিয়েছিল? (যোনা ৩:৫)

৫. নীনবীর রাজা কি করেছিলেন? (যোনা ৩:৬)

৬. নীনবীর রাজা কি আদেশ জারী করেছিলেন? (যোনা ৩:৭-৯)

৭. নীনবীর লোকদের মন পরিবর্তনের কারণে, ঈশ্বর কি উদ্যোগ নিয়েছিলেন? (যোনা ৩:১০)

যোনার ক্রোধ

৪ [১] কিন্তু এতে যোনা মহা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হলেন। [২] তিনি সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করে বললেন, হে সদাপ্রভু, বিনতি করি, আমি স্বদেশে থাকতে কি এই কথাই বলি নি? সেজন্য দ্রুত তর্শীশে পালাতে গিয়েছিলাম; কেননা আমি জানতাম, তুমি কৃপাময় ও স্নেহশীল ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর ও অটল প্রেমে মহান এবং অমঙ্গলের বিষয়ে অনুশোচনাকারী।

[৪:১] পদ ৪; মথি ২০:১১; লূক ১৫:২৮; [৪:২] যিরি ২০:৭-৮; [৪:২] দেখুন দ্বি:বি ৪:৩১; গীত ১০৩:৮; [৪:২] দেখুন যাত্রা ২২:২৭; গীত ৮৬:৫, ১৫; [৪:২] দেখুন গণনা ১৪:১৮; [৪:২] দেখুন যোয়েল ২:১৩;

৪:১ ক্রুদ্ধ হলেন। ভাববাদী যোনা এ কারণেই রেগে গেলেন যে, ইস্রায়েলের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও নীনবীর লোকদের প্রতি ঈশ্বর সহানুভূতিশীল হলেন। তিনি চেয়েছিলেন ঈশ্বর যেন শুধুমাত্র ইস্রায়েল জাতির প্রতি তাঁর মঙ্গলময়তা প্রকাশ করেন, পরজাতীয়দের প্রতি নয়।

৪:২ সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করে বললেন। এখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে প্রার্থনা করছেন, দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে নয় (দেখুন পদ ২:১-২ এবং ২:২ পদের নোট)। আমি স্বদেশে থাকতে কি এই কথাই বলি নি? দেখুন পদ ১:৩ ও নোট। *কৃপাময় ও স্নেহশীল।* দেখুন যাত্রা ৩৪:৬-৭ পদ ও নোট। এটিই ভাববাদী যোনার তৃতীয় ও সর্বশেষ সাক্ষ্য বক্তব্য (দেখুন ১:৯; ২:৯ পদ ও নোট)। *ক্রোধে*

৩ অতএব এখন, হে সদাপ্রভু, বিনতি করি, আমা থেকে আমার প্রাণ হরণ কর, কেননা
আমার জীবনের চেয়ে মরণই ভাল। ৪ সদাপ্রভু বললেন, তুমি ক্রোধ করে কি ভাল করছো?
৫ তখন যোনা নগরের বাইরে গিয়ে নগরের পূর্ব দিকে বসে রইলেন; সেখানে তিনি নিজের
জন্য একটি কুটির তৈরি করে তার নিচে ছায়াতে বসলেন, নগরের কি দশা হয় দেখবার
জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

৬ তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর একটি এরণ্ড গাছ নিরূপণ করলেন; আর সেই গাছটি বাড়িয়ে
যোনার উপরে আনলেন, যেন তাঁর মাথার উপরে ছায়া হয়, যেন তাঁর কষ্ট থেকে তাঁকে
উদ্ধার করা হয়। আর যোনা সেই এরণ্ড গাছটির জন্য বড় খুশী হলেন। ৭ কিন্তু পর দিন
অরুণোদয়কালে ঈশ্বর একটি কীট নিরূপণ করলেন, সে ঐ এরণ্ড গাছটিকে দংশন করলে তা
শুকিয়ে গেল। ৮ পরে যখন সূর্য উঠলো, ঈশ্বর উষ্ণ পূর্বীয় বায়ু নির্ধারণ করলেন, তাতে
যোনার মাথায় এমন রৌদ্র লাগল যে, তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে নিজের মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা
করে বললেন, আমার জীবনের চেয়ে মরণই ভাল।

ঈশ্বরের মমতা

৯ তখন ঈশ্বর যোনাকে বললেন, তুমি এরণ্ড গাছটির জন্য ক্রোধ করে কি ভাল করছো?
তিনি বললেন, মৃত্যু পর্যন্ত আমার ক্রোধ করাই ভাল। ১০ সদাপ্রভু বললেন, তুমি এই এরণ্ড
গাছের জন্য কোন শ্রম কর নি এবং এটা বাড়িয়ে তোল নি; এটি এক রাতে উৎপন্ন ও এক

[৪:৩] দেখুন গণনা ১১:১৫; [৪:৩] দেখুন ইয়োব ৭:১৫; [৪:৩] যিরি ৮:৩; [৪:৪] আদি ৪:৬; মথি ২০:১১-১৫; [৪:৬] দেখুন যোহন ১:১৭; [৪:৭] যোয়েল ১:১২; [৪:৮] দেখুন ১ রাজা ১৯:৪; [৪:৯] পদ ৪;

ধীর। এর তুলনায় ভাববাদী যোনা খুব সহজে রেগে যান (পদ ১, ৯ দেখুন)।

৪:৩ আমার প্রাণ হরণ কর। দেখুন ১ রাজা ১৯:৪ পদ ও নোট (ভাববাদী এলিয়)। ভাববাদী যোনার কাছে নীনবীর লোকদের প্রতি সদাপ্রভু ঈশ্বরের দয়া প্রকাশের অর্থ হচ্ছে ঈশ্বর আর ইস্রায়েলের পক্ষে নেই। মাত্র কয়েক দিন আগেই ভাববাদী যোনা তাঁর মৃত্যু থেকে উদ্ধার লাভের কারণে আনন্দ প্রকাশ করে প্রার্থনা করেছেন (২:২-৯), আর এখন নীনবীর লোকেরা বেঁচে যাওয়ার কারণে তিনি নিজের মৃত্যু কামনা করছেন।

৪:৫ কুটির। সম্ভবত এই কুটির খুব বেশি ছায়া দিতে পারতো না, যা পরবর্তী পদ থেকে বোঝা যায়। আরও বেশি ছায়া দেওয়ার জন্য সদাপ্রভু ঈশ্বর একটি ঝাকড়া পাতাওয়ালা গাছ তৈরি করে দিলেন (পদ ৬)। দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। তখনও ভাববাদী যোনা আশা করছিলেন যে, নীনবী নগরী ধ্বংস হয়ে যাবে।

৪:৬ সদাপ্রভু ঈশ্বর ... নিরূপণ করলেন। এ ধরনের ভাষা আরও দেখা যায় পদ ৭-৮; ১:১৭ পদে। *এরণ্ড গাছ।* ঝাকড়া পাতা বিশিষ্ট এক ধরনের গাছ, যা প্রশস্ত জায়গা জুড়ে ছায়া দেয়। সম্ভবত এটি মূলত ক্যাস্টর তেলের গাছ, যা ১২ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। ঈশ্বর ধীরে ধীরে তাঁর একগুঁয়ে ভাববাদীর যত্ন আরও বাড়াতে লাগলেন।

৪:৮ আমার জীবনের চেয়ে মরণ ভাল। ৩ পদের নোট দেখুন।

৪:১০ এক রাতে উৎপন্ন ও এক রাতে উচ্ছিন্ন হল। ক্ষণস্থায়িত্বের প্রতীক।

রাতে উচ্ছিন্ন হল, তবুও এর প্রতি তোমার দয়াবোধ জেগে উঠেছে। [১১] তবে আমি কি নীনবীর প্রতি, ঐ মহানগরের প্রতি, দয়া করবো না? সেখানে এমন এক লক্ষ বিশ হাজারের বেশি মানুষ আছে, যারা ডান হাত থেকে বাম হাতের প্রভেদ জানে না; আর অনেক পশুও আছে।

[৪:১১] যোহন ৩:১০; [৪:১১] যোহন ১:২; ৩:২।

৪:১১ তবে আমি কি ... দয়া করবো না? পদ ২ অনুসারে এর উত্তর হচ্ছে 'হ্যাঁ'। ঈশ্বর প্রথম কথাটি বলেছিলেন (পদ ১:১-২ দেখুন) এবং শেষ কথাটিও তিনিই বললেন। তিনি ভাববাদী যোনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার মধ্য দিয়ে নীনবীর অধিবাসীদের প্রতি তাঁর দয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছ। ভাববাদী যোনার প্রতি যে বক্তব্য তিনি রেখেছেন তাতে করে স্পষ্ট হয় যে, তিনি মানুষ ও পশু সকলের জন্যই চিন্তা করেছেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর যে শুধু মানুষ ও পশু উভয়ের প্রতি দয়া করেছেন তা নয় (গীত ৩৬:৬; দেখুন নহিমিয়া ৯:৬; গীত ১৪৫:১৬), সেই সাথে তিনি মন্দ লোকদের মৃত্যুতে মোটেও আনন্দিত হন না, কিন্তু তিনি চান যেন তারা তাদের জীবন পরিবর্তন করে (যিহি ৩৩:১১; দেখুন যিহি ১৬:৬; ১৮:২৩; ৩৩:১১ পদ ও নোট; তুলনা করুন ২ পিতর ৩:৯ ও নোট)। যোনা ও তাঁর স্বজাতি ইস্রায়েলীয়রা সব সময়ই ইস্রায়েল জাতির উপরে ঈশ্বরের সমস্ত অনুগ্রহ ও দয়ার জন্য আনন্দিত ছিল, কিন্তু তারা সব সময় চাইত যেন ইস্রায়েলের শত্রুদের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ বর্ষিত হয়। এখানে ঈশ্বর তাঁর দয়া ও ভালবাসার প্রতি ইস্রায়েল জাতির বিরক্তি প্রকাশের কারণে তাদেরকে তিরস্কার করছেন। *মহানগর।* ১:২ পদ ও নোট দেখুন। পুস্তকটি শুরু ও শেষ করা হয়েছে নীনবীর কথা উল্লেখ করার মাধ্যমে। বেশ অবাক হওয়ার মত বিষয় যে, পুস্তকটি পরজাতীয়দের প্রতি ঈশ্বরের এক অপ্রত্যাশিত দয়া ও করুণার কথা প্রকাশের মধ্য দিয়ে শেষ করা হয়েছে। *যারা ডান হাত থেকে বাম হাতের প্রভেদ জানে না।* ছোট শিশুর মত (দ্বি.বি. ১:৩৯ পদ ও নোট দেখুন), নীনবীর লোকদের জীবনে ঈশ্বরের পিতৃসুলভ ভালবাসার প্রয়োজন ছিল। আর অনেক পশুও আছে। ঈশ্বর তুচ্ছ পশুদের প্রতিও ভালবাসা সহকারে চিন্তা করেন (তুলনা করুন ৩:৮ পদ ও নোট)।

যোনা ৪ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) ঈশ্বর নীনবীর উপর দয়া করায় ভাববাদী যোনা অসন্তুষ্ট হন এবং এই বিষয়টি নিয়ে তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন (যোনা ৪:১-৩)।

২) আর ভাববাদী যোনার এমন ব্যবহারের জন্য ঈশ্বর তাঁকে মৃদু তিরস্কার করেন (যোনা ৪:৪)

৩) এরন্ড গাছটি শুকিয়ে যাওয়ায় যোনার অসন্তুষ্টি এবং যে অসন্তুষ্টি নিয়ে তিনি রয়েছেন, তার ন্যায্যতার উত্তর পান (যোনা ৪:৫-৯)।

৪) ঈশ্বর এরন্ড গাছটিকে বাড়িয়ে তুলে ও শুকিয়ে ফেলেছিলেন যেন তিনি তাঁকে আশ্বস্ত করতে পারেন যে, নীনবী ধ্বংস না হওয়ার কারণে তাঁর রাগান্বিত হওয়া উচিৎ নয়

(যোনা ৪:১০-১১)।

সার-সংক্ষেপঃ

ঈশ্বর নীনবীকে ধ্বংস না করার সিদ্ধান্ত নেয়ায় ভাববাদী যোনা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি ঐ শহর ছেড়ে বাইরে চলে যান এবং প্রখর রোদের মধ্যে বসে থাকেন। আর সেখানে ঈশ্বর ভাববাদী যোনাকে ছায়া দেয়ার জন্য একটি গাছ জন্মিয়ে সেটিকে বাড়িয়ে তোলেন। পরবর্তী দিনে, ঈশ্বর ঐ গাছটিকে ধ্বংস করার জন্য একটি কীট পাঠান। তখন তিনি বলেন যে, এর চেয়ে তাঁর মৃত্যু আরও ভাল। গাছটি মরে যাওয়ায় যোনা রাগ করাতে ঈশ্বর তাঁকে প্রশ্ন করেন। তিনি তাঁকে প্রশ্ন করেন কেন তিনি এত বড় একটি শহরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার কথা চিন্তা না করে, একটি গাছকে বাঁচিয়ে রাখার কথা চিন্তা করেন।

যোনা ৪ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. নীনবী শহরের প্রতি ঈশ্বরের দয়া প্রদর্শিত হওয়ার পর, ভাববাদী যোনা কেমন প্রতিক্রিয়া করেছিলেন? (যোনা ৪:১)

২. ভাববাদী যোনার প্রার্থনার মনোভাব কি ছিল? (যোনা ৪:২-৩)

৩. ঈশ্বর ভাববাদী যোনাকে কি বলেছিলেন? (যোনা ৪:৪)

৪. বিরক্ত হয়ে ভাববাদী কি করেছিলেন? (যোনা ৪:৫)

৫. ঈশ্বর ভাববাদী যোনার সাথে কেমন ব্যবহার করেছিলেন? (যোনা ৪:৬-১১)

৬. ঈশ্বর ভাববাদী যোনাকে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন? (যোনা ৪:৯-১১)

অধ্যয়নের গভীরতায়

মীখা ভাববাদীর পুস্তক

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

পিতা কিংবা বংশের দ্বারা পরিচিতির চেয়েও (যেমন "পথূয়েলের পুত্র" যোয়েল [যোয়েল ১:১]; "অমত্তিয়ের পুত্র" যোনা [যোনা ১:১]) তাঁর অধিকতর পরিচিতি ছিল তাঁর জন্মস্থানের সূত্রে। তাঁকে বলা হয়েছে "মোরেষ্টীয় মীখা" (মীখা ১:১; আরও বলা যায় মোরেষৎ গাৎ, ১:১৪ পদ দেখুন)। এটি ছিল যিরূশালেমের ২২ মাইল (৩৫ কিলোমিটার) দক্ষিণ পশ্চিমের নিম্নভূমি বা শেফেলাহ্ অঞ্চলে। অন্যান্য ভাববাদীদের ভাববাদী হিসেবে কাজ করার আহ্বান পাওয়ার যে ঘটনা লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় (যেমন যিশাইয় ৬:১-১৩; যিরমিয় ১ অধ্যায়), সেভাবে ভাববাদী হিসেবে মীখার আহ্বান লাভের বিষয়টি লিপিবদ্ধ করা হয় নি। মীখা যে ভাববাদী তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নি; কিন্তু "সদাপ্রভুর আত্মা" কথাটি তাঁর কাজের উৎসকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে (মীখা ৩:৮; ২ পিতর ১:২০-২১)। "মীখা" নামটি একটি সাধারণ বাক্যালংকার বিষয়ক প্রশ্ন হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে: "কে সদাপ্রভুর মত?" এই পুস্তকে একই রকম প্রশ্ন উল্লেখ রয়েছে: "কে তোমার ঈশ্বর" (মীখা ৭: ১৮)। এই প্রশ্নটি সদাপ্রভুর কাজ এবং অনুপম চরিত্রের পরিচয় বহন করে।

সময়কাল

মীখা যিহূদার রাজা যোথম (৭৫০–৭৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), আহস (৭৩৫–৭১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এবং হিষ্কিয়ের (৭১৫–৬৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) সময়কালে ভাববাদী হিসেবে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। হোশেয় (হোশেয় ১:১) এবং যিশাইয়ের (যিশা ১:১) মত অষ্টম শতকের ভাববাদীদের প্রায় সমসাময়িক মীখা ভবিষ্যদ্বাণীর কাজ করেন, যদিও মীখা ১:১ পদে ঊষিয় রাজার (৭৬৭–৭৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, তবে সম্ভবত কিছু কাল পরে মীখা পুস্তকে তা অন্তর্ভুক্ত হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে মীখার কার্যকালের সময় যথাযথ ভাবে নিরূপণ করা খুব কঠিন কাজ। রাজা আহসের ১৬ বছরের (২ রাজা ১৬:২) রাজত্বকালের কিছুটা সময়, এবং মনে করা হয় রাজা যোথমের রাজত্বের শেষ ভাগে ও রাজা হিষ্কিয়ের রাজত্বের শুরুতে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী বলার কাজ আরম্ভ করে। তাঁর এই ভাববাদী হিসাবে কাজ ছিল ২০-২৫ বছর ব্যাপী বিস্তৃত। রাজা হিষ্কিয়ের সময় মীখার কথা দেশের প্রধানবর্গের প্রতি প্রভাব ফেলেছিল (মীখা ৩:১২ পদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে)।

বিষয়বস্তু

মীখা পুস্তকের বিষয়বস্তু হল ঈশ্বরের বিচার এবং ক্ষমা। সদাপ্রভু হলেন বিচারক, যিনি তাঁর লোকদেরকে তাদের অপরাধ এবং পাপের জন্য দূর করে দিয়েছেন। তিনি মেষপালক রাজাও বটে, যিনি আইন-

কানুনের প্রতি বিশ্বস্ত তাদের একত্রিত করেন, তাদের রক্ষা করেন এবং ক্ষমা করেন।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য এবং পটভূমি

ঈশ্বর তাঁর লোকদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন তা জানার উদ্দেশ্য নিয়ে মীখা পুস্তকটি লেখা হয়েছে (৩:৮)। তিনি শমরিয়া এবং যিরূশালেমকে তাদের পাপের জন্য অভিযুক্ত করেছেন (১:২-৭), আসিরিয় (৫:৫-৬) এবং বাবিল (৪:১০) উভয়কে ঈশ্বরের শাস্তি প্রদানের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

অষ্টম শতকের প্রথম ভাগে আসিরিয়দের মধ্যস্থতা থেকে মুক্ত ইস্রায়েলের রাজা ২ যারবিয়াম (৭৮২–৭৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এবং যিহূদার রাজা ঊষিয় এবং যোথম (সময়কাল দেখুন) সাক্ষ্য বহন করেছিলেন। তথাপি এটি গুরুতর অন্যায়ে পরিণত হয়েছিল। অষ্টম শতকের প্রথম ভাগে উত্তর রাজ্যে অর্থনৈতিক এবং অন্যায় ও অবিচারের সাধারণ প্রচলিত ধারাপকে আমোষ অভিযুক্ত করেছিলেন (আমোষ ২:৬-৭; ৫:১০-১২; ৬:৪-৫)। একই ভাবে মীখা উত্তর রাজ্য এবং দক্ষিণ রাজ্য এই উভয় রাজ্যের সুনির্দিষ্ট পাপের তালিকা করেছিলেন। এই সব পাপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রতিমা পূজা (মীখা ১:৭; ৫:১২-১৪); ঘর বাড়ি বা জায়গা জমি জোরপূর্বক দখল করা (২:২, ৯); সামাজিক ন্যায় বিচার করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা (৩:১-৩, ৯-১০; ৭:৩); ধর্মীয় নেতৃত্ব (৩:১১); এবং ভাববাদী হিসেবে নেতৃত্ব (৩:৫-৭, ১১); নিজ জীবন উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় এমন বিশ্বাস (৬:৬-৭); অসৎ ভাবে ব্যবসা করা এবং অত্যাচার (৬:১০-১২)।

যোথম আহস এবং হিষ্কিয়ের রাজত্বের সময় নব্য আসিরিয় সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান ভীতি প্রদর্শন মীখার জন্য বিশাল পটভূমির যোগান দিয়েছিল। প্রথমত: রাজা আহস মূর্তিপূজার জন্য অন্য তিন জন যিহূদার রাজা মধ্যে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত ছিলেন (২ রাজা ১৬:১-৪; মীখা ৬:১৬) এবং যিরূশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসা অরামের রাজার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আসিরিয় রাজা ৩য় তিগ্লৎ পিলেষরের (খ্রীষ্টপূর্ব ৭৪৫-৭২৭) কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া (২ রাজা ১৬:৫-৯; ২ বংশা ২৮:১৬ -২১)। দ্বিতীয়ত: উত্তর রাজ্য ইস্রায়েলের রাজধানী শমরিয়া, আসিরিয়ার রাজা শালমানেসারের (খ্রীষ্টপূর্ব ৭২৭-৭২২) দ্বারা নির্বাসনের অভিজ্ঞতা লাভের বিষয় (২ রাজা ১৭ অধ্যায়; মীখা ১:৬-৭)। সবশেষে হিষ্কিয় রাজা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (খ্রী.পূ. ৭০৫-৬৮১) বহু সংখ্যক নগর ও গ্রাম সনহেরীব দখল করে নেন (মীখা ১:১০-১৬)। কিন্তু তিনি চূড়ান্তভাবে যিরূশালেম দখল করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন (২ রাজা ১৮:১৩–১৯: ৩৭)।

মূল বিষয়বস্তুসমূহ

- শাসনকর্তা সদাপ্রভুর চরিত্র এবং তাঁর লোকদের পাপের বিচারের দাবী (১:২-৫; ২:৩; ৬:১-২, ৯-১১)। ঈশ্বরের দায়ের করা অভিযোগের শাস্তি নেমে আসবে অত্যাচারীর দ্বারা (১:১৫; ৪:১১; ৫:১, ৫-৬) এবং আইন-কানুনের প্রতি অবিশ্বস্ততার জন্য আইন-কানুনের অভিশাপ ভোগ করতে হবে (৬:১৬)।
- রাখাল রাজা অবশিষ্টাংশদের একত্র করবেন এবং পরিত্রাণ দান করবেন (২:১২-১৩; ৪:৬-৮; ৭:১৪,১৮)। এই ত্রাণকর্তা নতুন দায়ূদের কাজ সম্পাদন

করবেন, যিনি আসিরিয়দের নিয়ন্ত্রণাধীন সবচেয়ে ক্ষুদ্র গ্রাম থেকে আসবেন (৫:২ -৫)।

- আইন-কানুনের বিশ্বস্ততার মধ্যে কেবল মাত্র ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নিহিত নেই, কিন্তু এতে ভালবাসার মৌলিক রূপের যথাযথ অভিব্যক্তি রয়েছে: ন্যায়পূর্ণ কাজ, দয়াপূর্ণ আচরণ এবং নম্রভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্বন্ধ রক্ষা করা।
- সদাপ্রভু হলেন উপাসনার কেন্দ্রবিন্দু। জাতিগণ আর মিথ্যা দেবতার দিকে স্রোতের মত যাবে না (এর সাথে তুলনা করুন যিরমিয় ৫১:৪৪)। কিন্তু সত্য সদাপ্রভুকে জানার জন্য এবং শান্তিতে বাস করার জন্য সিয়োনের দিকে এগিয়ে যাবে (মীখা ৪:১-৫; ৭:১২; এর সাথে তুলনা করুন যিশা ২:২-৫)।
- সদাপ্রভুর অটল ভালবাসা থেকে প্রবাহিত অনুগ্রহের মুক্তির আলো পাপের জন্য নির্দিষ্ট ভয়াবহ শাস্তিকে জয় করবে (৭:৮ -৯)। ঈশ্বরের নিজ প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বস্ততার উপর ক্ষমার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে (৭:২০)।
- অতীতে ঈশ্বর যে মুক্তির কাজ করেছিলেন (৬:৪-৫; ৭:১৪-১৫) তার সাথে ভবিষ্যতে তাঁর মুক্তির কাজের ব্যাখ্যাপূর্ণ মিল পরিলক্ষিত হয়েছে (৭:১৯-২০)।

পরিত্রাণের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ

প্রত্যেক যুগেই ঈশ্বর চেয়েছেন যেন তাঁর লোকেরা ন্যায্য আচরণ, দয়াপূর্ণ ভালবাসা এবং নম্র ভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে চলাচল করার মাধ্যমে তাঁর ভালবাসার প্রতি সাড়া দেয় (৬:৮)। এটি হল প্রকৃত মানবীয়তা এবং এর দ্বারা সমস্ত মানব জাতির কাছে ঈশ্বরের দয়ার কথা প্রকাশ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। মীখার সময় ইস্রায়েল এবং যিহূদার লোকেরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করতে অস্বীকার করার দ্বারা নিজেদের আত্মিক জীবন বিনষ্ট করেছিল এবং এই ভাবে তাদের জীবনে কষ্টকর শাস্তি নেমে এসেছিল। তথাপি সেখানে অবশিষ্টাংশ ছিল যাদের ঈশ্বরের ক্ষমা পাওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল এবং খ্রীষ্টের শাসনের মাধ্যমে পৃথিবীকে আশীর্বাদ করার জন্য তাঁর যে পরিকল্পনা তার অংশী হয়েছিল।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

দৈববাণীর ধারাবাহিকতা নিয়ে গঠিত মীখা পুস্তকে (ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত ঘোষণা) ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রসঙ্গ উল্লেখ রয়েছে। মীখা পুস্তকের সামগ্রিক বিষয় হল ভবিষ্যদ্বাণী। যদিও মীখা পুস্তকে বাদানুবাদ (২:৬-১১) এবং বিলাপের (১:৮-১৬) মত বিষয়ের বৈচিত্র্য ব্যবহার করা হয়েছে। মীখা পুস্তকের প্রধান দুটি ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় হল বিচারের দৈববাণী (২:১-৪) এবং উদ্ধারের দৈববাণী (৫:২-৫)। বিচারের দৈববাণীসমূহ বিদ্রূপের নীতি অনুসরণ করেছে: এতে দুই বা ততোধিক বহিঃআক্রমণের বিষয় রয়েছে, একটি মাধ্যমে যার মধ্যে আক্রমণ সন্নিবেশিত করা হয়েছে পূর্ব নির্ধারিত বা ইঙ্গিতের দ্বারা অর্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এর মাধ্যমে সমালোচনার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে সেই সাথে বেশ কিছু অতি প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা হয় কষ্টদায়ক নতুবা উপহাসজনক। কিছু সংখ্যক পরিত্রাণের দৈববাণী ছিল ভবিষ্যতের স্বর্ণযুগের চিত্র (এটি হয় খ্রীষ্টের প্রথম আগমনের খ্রীষ্ট

সম্পর্কিত দর্শন হিসেবে অথবা খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের প্রত্যাদেশের দর্শন হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে)। পুস্তকের অধিকাংশ বিষয়ের মধ্যে কাব্যিক ভাষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাঠকদের কাছে চাওয়া হয়েছে যেন তারা এই রকম বুদ্ধিদীপ্ত শব্দের অর্থ উন্মোচন করেন। উপমা সূচক ভাষার প্রকৃত চিত্র এবং অর্থ উন্মোচনের জন্য আপনারা কিছু পদ দেখতে পারেন (১:৪, ৮; ২:১২; ৩:৩, ১২; ৪:৯-১০; ৫:৮; ৭:১, ৪)।

মীখা ভাববাদীর সমকালীন মধ্যপ্রাচ্য

৭৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

মীখা যিহূদার রাজা হিষ্কিয়ের সময় থেকে শমরিয়ার পতনের ঠিক পূর্ব পর্যন্ত দশ বছর যাবৎ ইস্রায়েল এবং যিহূদার কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। মীখা আসিরিয় সাম্রাজ্যের উত্থানের দ্বারা ইস্রায়েলের বিনাশ হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তথাপি তিনি হিষ্কিয় রাজার রাজত্বের সময় আসিরিয়দের থেকে ঈশ্বর কর্তৃক নাটকীয় ভাবে যিরূশালেমকে উদ্ধার করার বিষয়ে সাক্ষ্য রেখেছেন।

প্রধান পদঃ "হে মানুষ, যা ভাল, তা তিনি তোমাকে জানিয়েছেন; বস্তুতঃ ন্যায্য আচরণ, দয়ায় অনুরাগ ও নম্রভাবে তোমার ঈশ্বরের সঙ্গে চলাচল, এছাড়া সদাপ্রভু তোমার কাছে আর কিসের অনুসন্ধান করেন" (৬:৮)?

প্রধান প্রধান লোকঃ শমরিয়ার লোকেরা ও যিরূশালেমের লোকেরা

প্রধান প্রধান স্থানঃ শমরিয়া, যিরূশালেম ও বৈৎলেহম

পুস্তকটির রূপরেখাঃ

১) ইস্রায়েল ও যিহূদার বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ ঢেলে দেবার ভবিষ্যদ্বাণী (১ অধ্যায়)

২) ধনী অত্যাচারীদের সর্বনাশ (২:১-১১ পদ)

৩) পুনঃস্থাপনের শপথ (২:১২, ১৩ পদ)

৪) শাসনকর্তা, ভণ্ড ভাববাদী ও পুরোহিতদের দোষ দেখিয়ে দেওয়া (৩ অধ্যায়)

৫) খ্রীষ্টের রাজ্যের গৌরব (৪ অধ্যায়)

৬) খ্রীষ্টের আসবার শপথ (৫ অধ্যায়)

৭) ইস্রায়েলের বিচার (৬ অধ্যায়)

৮) নিজের দুরবস্থার জন্য জাতির শোক প্রকাশ (৭:১-১০ পদ)

৯) ভবিষ্যতে ইস্রায়েলের জন্য আশীর্বাদ (৭:১১-২০ পদ)

ভাববাদী মীখা পুস্তকের চার্ট ১

মীখা ৭৪২-৬৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত যিহূদাতে ভাববাদী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

সেই সময়কার অবস্থা	রাজা আহাব উপাসনায় অযিহূদীদের মূর্তি তৈরি করেছিলেন এবং শেষে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। চারটি ভিন্ন ভিন্ন জাতি যিহূদাকে নানা ভাবে কষ্ট দিয়েছিল। যখন হিস্কিয় রাজা হয়েছিলেন তখন জাতি ধীরে ধীরে ঈশ্বরের পথে ফিরছিল এবং অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি করেছিল। হিস্কিয় সম্ভবত মীখার উপদেশ বেশি শুনেছিলেন।
মূল বার্তা	ইস্রায়েলের উত্তরের সাম্রাজ্য এবং যিহূদার দক্ষিণের সাম্রাজ্যের উভয়েরই পতনের সুরক্ষা। এটি ঈশ্বরের নিজের লোকদের উপর শাসন ছিল, যা আসলে দেখিয়েছে যে, তিনি তাদের কত যত্ন নেন। হিস্কিয়ের ভাল শাসন ব্যবস্থা যিহূদার শান্তিকে ঠেকিয়ে রেখেছিল।
বার্তার গুরুত্ব	ঈশ্বরকে ছাড়া জীবন-যাপন করা বেছে নেওয়া হচ্ছে পাপের প্রতি অঙ্গীকার করা। পাপ মানুষকে বিচার এবং মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। ঈশ্বর একাই অনন্ত শান্তির পথ দেখান। তাঁর শাসন প্রায়ই আমারে সঠিক পথে রাখে।
সমসাময়িক ভাববাদীগণ	হোশেয় (৭৫৩-৭১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), যিশাইয় (৭৬০-৬৮১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

ভাববাদী মীখার পুস্তক চার্ট ২

মূল বিষয়	আসন্ন বিচার	আসন্ন ন্যায়বিচার	আসন্ন সান্ত্বনা
পুস্তকটির অধ্যায়ভিত্তিক বিভাগ	যিহূদার লোকদেরকে দোষীসাব্যস্তকরণ ১ - ২	যিহূদার নেতাদেরকে দোষীসাব্যস্তকরণ ৩ - ৫	যিহূদা ও যিহোবার মধ্যকার বিতর্ক ৬ - ৭
বিষয়বস্তু	পাপ ও তার প্রতিফল	রাজা ও তাঁর রাজ্য	সদাপ্রভু ও তাঁর ন্যায়বিচার
	দুরারোগ্য	অবশ্যম্ভাবী	অনিবার্য
জায়গা/ অবস্থান	যিহূদা ও ইস্রায়েল		
সময়কাল	প্রায় ২৫ বছর (খ্রীষ্টপূর্ব ৭১০- ৭৩৫ সাল)		
লেখক	ভাববাদী মীখা		

ভাববাদী মীখা পুস্তকের চার্ট ৩

	বিচারের ঘোষণা	রাজ্যের মধ্যে বৈষম্য	পাপের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা
	"হে জাতিরা....কান দাও; হে পৃথবী ও তার...., শোন" (মীখা ১:২) ♦ তোমাদের সংরক্ষিত সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে ♦ বিচারের কারণ অধ্যায়: ১-২	"হে যাকোবের নেতারা ও শাসনকর্তারা শুন" (মীখা ৩:১) ♦ মানুষের অনৈতিকতা ♦ ঈশ্বরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অধ্যায়: ৩-৫	"সদাপ্রভু যা বলছেন, তা শুন" (মীখা ৬:১) ♦ ঈশ্বরের অভিযুক্তকরণ ♦ যথার্থ আত্মিকতা ♦ যিহূদার পাপ ♦ মশীহের দয়া অধ্যায়: ৬-৭
মূল বিষয়বস্তু	ভাববাদী মীখা তুলে ধরার প্রয়াস পান যে, ঈশ্বরের সাথে সত্যিকারে সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকবে, ঠিক সেভাবে– যেভাবে আমরা একে অপরের আন্তরিকতা নিয়ে এক অপরের সাথে ব্যবহার করবো। মীখা পাপেপূর্ণ যিহূদা রাজ্যকে ঈশ্বরের ধর্মসম্মত ও ন্যায়বিচারপূর্ণ খ্রীষ্টীয় রাজ্যের সাথে তুলনা করেন।		
মূল পদ	৬:৮		
মীখার পুস্তকে খ্রীষ্ট	প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্মের বিষয়ে মীখা ৫:২ পদে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে; মীখা ২:১২-১৩; ৪:১-৮; ৫:৪-৫ পদে পুরো পৃথিবীর উপর তাঁর ধার্মিকতার রাজত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।		

মীখার পুস্তকে ঈশ্বরের রায় ও অভিযোগ				
শোন.... ১:২		**শোন.... ৩:১**	**শোন.... ৬:১**	
ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের অভিযোগ এবং বিচারকের রায় ঘোষণা ১:১-৭ (তুলনামূলক উদ্ধৃতি: যিশাইয় ১)	ঈশ্বরের অভিযোগের বিবরণ এবং আরও রায় ঘোষণা ২:১-৫	ভবিষ্যতের বিষয়ে ঈশ্বরের অভিযোগ ৩:১-৪	ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের অভিযোগ ৬:১-৫	ঈশ্বরের অভিযোগ ৬:৯-১৬ অম্রির মূর্তি, আহাবের কাজ
যিহূদার দশটি শহরে ভাববাদী মীখার বিলাপ ১:৮-১৬	ভাববাদী মীখার বিলাপ ও আত্মপক্ষ সমর্থন ২:৬-১১	ভন্ড ভাববাদীদের বিরুদ্ধে মীখার তীব্র সমালোচনা ৩:৫-১২	ঈশ্বর কি চান, তা ভাববাদী মীখা তুলে ধরেন ৬:৬-৮	ধার্মিকতা নেই বলে ভাববাদী মীখার বিলাপ ৭:১-৬
	ইস্রায়েলের জন্য আশাপ্রদ প্রতিজ্ঞা ২:১২-১৩	শেষের দিনগুলো নিয়ে প্রত্যাশা ৪:১-৮		ইস্রায়েলের ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা ৭:৭-২০
		বাবিলে নির্বাসন ও প্রত্যবর্তন ৪:৯-৫:১		
		ভবিষ্যতে মুক্তির আরও প্রত্যাশা ৫:২-১৫		

ইস্রায়েল রাজ্য ও এর রাজগণ				
	রাজা	**রাজত্বের সময়**	**চরিত্র**	**সমসাময়িক ভাববাদীগণ**
১	যারবিয়াম ১	৯৩১-৯১০ (২২ বছর)	মন্দ রাজা	অহিয়
২	নাদব	৯১০-৯০৯ (২ বছর)	মন্দ রাজা	
৩	বাশা	৯০৯-৮৮৬ (২৪ বছর)	মন্দ রাজা	
৪	এলা	৮৮৬-৮৮৫ (২ বছর)	মন্দ রাজা	
৫	সিম্রি	৮৮৫ (৭ দিন)	মন্দ রাজা	এলিয়
৬	অম্রি	৮৮৫-৮৭৪ (১২ বছর)	মন্দ রাজা	মীখায়
৭	আহাব	৮৭৪-৮৫৩ (২২ বছর)	মন্দ রাজা	ইলিশায়
৮	অহসিয়	৮৫৩-৮৫২ (২ বছর)	মন্দ রাজা	
৯	যোরাম	৮৫২-৮৪১ (১২ বছর)	মন্দ রাজা	
১০	যেহূ	৮৪১-৮১৪ (২৮ বছর)	মন্দ রাজা	
১১	যিহোয়াহস	৮১৪-৭৯৮ (১৭ বছর)	মন্দ রাজা	যোনা
১২	যিহোয়াহস	৮৪১-৭৯৮ (১৬ বছর)	মন্দ রাজা	আমোষ
১৩	যারবিয়াম ২	৭৮২-৭৫৩ (৪১ বছর)	মন্দ রাজা	হোশেয়
১৪	সখরিয়	৭৫৩-৭৫২ (৬ মাস)	মন্দ রাজা	
১৫	শল্লুম	৭৫২ (১ মাস)	মন্দ রাজা	
১৬	মনহেম	৭৫২-৭৪২ (১০ বছর)	মন্দ রাজা	
১৭	পেকহিয়া	৭৪২-৭৪০ (২ বছর)	মন্দ রাজা	
১৮	পেকহ	৭৪০-৭৩২ (২০ বছর)	মন্দ রাজা	
১৯	হোশেয়	৭৩২-৭২২ (৯ বছর)	মন্দ রাজা	
(শমরিয়া দখল করে নেওয়া ও ইস্রায়েল রাজ্যের বাসিন্দাদের বন্দি-দশায় নিয়ে যাওয়া হয়)				

ভাববাদী মীখার পুস্তকের পটভূমি

মীখা অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশে বেঁচে থাকা ভাববাদীদের এক জন ছিলেন। তাঁর নামের অর্থ– 'কে সদাপ্রভুর মত'। গাতের একটি ছোট্ট শহর থেকে আসা মীখা ভাববাদী হলেও পেশাগত দিক থেকে তিনি চাষী ছিলেন। তিনি শাসনকর্তা, পুরোহিত, ভাববাদী ও সব ধরণের লোকদের কাছে প্রচার করেন। পাপের জন্য শাস্তি এবং অনুতপ্ত হয়ে মন পরিবর্তনের মাধ্যমে পাপ থেকে ক্ষমা পাওয়ার বিষয়ে তিনি লোকদেরকে সতর্ক করেছিলেন।

- তিনি যিহূদা ও ইস্রায়েল– এই উভয় রাজ্যেই তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর উপর প্রচার করেছিলেন।
- যিহূদার রাজারা: যোথম, আহাব ও হিষ্কিয়।
- ইস্রায়েলের রাজারা: হোশেয় ও পেকহ (ইস্রায়েলের শেষ দুই রাজা)।
- তিনি সামাজিক অনাচারে নিপীড়িত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিষয়ে খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন।
- তিনি খ্রীষ্টের আসার বিষয়ে অনেক কথা বলেছিলেন।

ভাববাদী মীখার চরিত্র

- তিনি পাপের বিরুদ্ধে কথা বলতে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দেন।
- ব্যক্তিগত অনেক ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন।
- সত্যিকারের ধর্মতত্ত্বকে রক্ষা করার জন্য তিনি চিৎকার করেন।
- ঈশ্বরকে সাথে নিয়ে নিজের প্রচারের সমর্থনে কথা বলেন।
- গরিবদের ও অত্যাচারিতদেরকে রক্ষা করেন। ঈশ্বরের গৌরবে আনন্দিত হতেন।
- বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করেন।
- কঠোর সমালোচনা, অপমানজনকভাবে ঈশ্বরের বাক্যের প্রত্যাখান ও দুর্ভোগের মাঝেও ঈশ্বরের আদেশ পালন করেন।
- তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি গভীর আসক্তি দেখা যায়।
- তিনি বাধার সম্মুখীন হয়েও, সাহসিকতা ও আত্মসংযম সহকারে লোকদেরকে দোষীসাব্যস্ত করেন।

মীখা ভাববাদীর বিষয়ে মজার তথ্য

মীখা নামের অর্থ: "কে সদাপ্রভুর মত?"

লেখক: মীখা।

পুস্তকটি লেখার সময়: ভাববাদী মীখার ভবিষ্যদ্বাণীর সরস বচন কিনা তা অনিশ্চিত– তবে খ্রীষ্টপূর্ব ৭১০-৭৩৫ সালের মধ্যে পুস্তকটি লেখা হয়েছিল।

পবিত্র বাইবেলে পুস্তকটি অবস্থান:

- পবিত্র বাইবেলের ৩৩তম পুস্তক।
- পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের ৩৩তম পুস্তক।
- ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক ১৭টি পুস্তকের ১১তম পুস্তক এটি (যিশাইয়-মালাখি)।
- অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ১২ জন ভাববাদীদের ৬ষ্ঠ ভাববাদী (হোশেয়-মালাখি)।
- এই পুস্তকটির আগে আরও ৩২টি পুস্তক রয়েছে।

পুস্তকটির মধ্যে অধ্যায় আছে: ৭টি।

পুস্তকটির মধ্যে পদ আছে: ১০৫টি।

পুস্তকটির মধ্যে শব্দ আছে: ৩১৫৩টি।

মীখা পুস্তকটির বিষয়ে পর্যবেক্ষণ:

- ভাববাদী মীখার পুস্তকটির এক তৃতীয়াংশ জায়গায় তাঁর স্বদেশের লোকদের পাপের কথা উপস্থাপন করে।
- ভাববাদী মীখার পুস্তকটির এক তৃতীয়াংশ জায়গায় ঈশ্বর যে শাস্তি পাঠাতে যাচ্ছেন, তা বর্ণনা করে।
- ভাববাদী মীখার পুস্তকটির এক তৃতীয়াংশ জায়গায় শাস্তি শেষে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা প্রত্যাশাকে তুলে ধরে।
- ভাববাদী মীখা যিরূশালেমের দক্ষিণ-পশ্চিম অবস্থিত মোরেষ্টের গাত থেকে এসেছিলেন। আর এই জায়গাটির অবস্থান ছিল গাতের কাছাকাছি যিহূদা ও পলেষ্টিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায়।
- ভাববাদী মীখা যিহূদার যে তিন জন রাজার রাজত্বকালে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তারা হলেন:
  1) যোথম– খ্রীষ্টপূর্ব ৭৩১-৭৩৯ সাল
  2) আহস– খ্রীষ্টপূর্ব ৭১৫-৭৩১ সাল
  3) হিষ্কিয়– খ্রীষ্টপূর্ব ৬৮৬-৭১৫ সাল
- যদিও ভাববাদী মীখা যদিও প্রাথমিকভাবে দক্ষিণের রাজ্যে (যিহূদা) তাঁর প্রচার কাজ শুরু করেছিলেন। তবে তিনি উত্তরের রাজ্যে (যিরূশালেম) তাঁর বার্তা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছিলেন এবং এমনকি শমরিয়ার পতনের বিষয়ে ভবিষদ্বাণী করেন (মীখা ৬:১)।
- খ্রীষ্টপূর্ব ৭১০-৭৩৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৫ বছর পর্যন্ত ভাববাদী মীখার ভবিষ্যদ্বাণীর বিস্তৃতিকাল ছিল।
- ভাববাদী মীখা যেসব ভাববাদীদের সমসাময়িক ছিলেন, তাঁরা হলেন:
  - ◊ উত্তরের রাজ্যের ভাববাদী হোশেষ।
  - ◊ দক্ষিণের রাজ্যের অন্তর্গত যিরূশালেমের রাজসভার ভাববাদী যিশাইয়।
- ভাবাবাদী মীখার প্রচারের পুরো সময় জুড়ে বাবিল আসিরিয় রাজ্যের অধীনে ছিল এবং এই অবস্থা চলছিল:
  - ◊ খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ৬২৬ সালে বাবিল আসিরিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং এর ৯৬ বছর পর খ্রীষ্টপূর্ব ৭২২ সালে ইস্রায়েলের দক্ষিণের রাজ্য আসিরিয়ার কাছে বশ্যতা স্বীকার।
  - ◊ তার ১৬ বছর পরে খ্রীষ্টপূর্ব ৬১২ সালে বাবিল আসিরিয়দের রাজধানী নীনবীকে উৎখাত করে। ভাববাদী যোনার প্রচারে, ঈশ্বর নীনবীকে রক্ষার প্রায় ১৫০ বছর পরে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।
- ভাববাদী মীখার পুস্তকে উল্লেখিত যিহূদার পাপসমূহ:
  - ◊ অত্যাচার
  - ◊ বিচারক, ভাববাদী ও পুরোহিতদের মধ্যে প্রচলিত ঘুষ গ্রহণ প্রথা।
  - ◊ অসহায় মানুষদের সাথে প্রতারণা।
  - ◊ লালসা
  - ◊ জোচ্চুরি– ব্যবসায়ীদের লোক ঠকানো বাটখারা ব্যবহার।

"বস্তুতঃ ন্যায্য আচরণ, দয়ায় অনুরাগ ও নম্রভাবে তোমার ঈশ্বরের সঙ্গে চলাচল, এছাড়া সদাপ্রভু তোমার কাছে আর কিসের অনুসন্ধান করেন?" (মীখা ৬:৮)।

ভাববাদী মীখার পুস্তক ও এই যুগের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক

ভাববাদী মীখা নিজেকে মোরেষ্টের গাত শহরের বলে পরিচয় দিয়েছিলেন, যেটি যিরূশালেম থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে পলেষ্টীয় এবং যিহূদার সীমান্তের কাছে অবস্থিত ছিল। এটি প্রধানত কৃষিপ্রধান অঞ্চল ছিল। মীখা তাঁর জাতির সরকারী ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোর বাইরে বাস করতেন। যার ফলে সমাজের নিম্ন ও কম ভাগ্যবানদের জন্য, বিশেষ করে খোঁড়া, বহিষ্কৃত এবং পীড়িতদের জন্য তাঁর তীব্র উদ্বেগ ছিল (মীখা ৪:৬)। তাই মীখা তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর বেশির ভাগটাই যথাক্রমে ইস্রায়েল ও যিহূদার রাজধানী শমরিয়া ও যিরূশালেমের শক্তিশালী নেতাদের কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল (১:১)।

যিশাইয় ও হোশেয়ের সমসাময়িক ভাববাদী হিসেবে মীখা আসিরিয় সাম্রাজ্যের (খ্রীষ্টপূর্ব ৭২২) কাছে ইস্রায়েলের মর্মান্তিক পতনকে ঘিরে গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলোতে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (মীখা ১:৬)। মীখা পুস্তকটির শুরুতেই বলেছেন যে, যিহূদার যোথাম, আহস ও হিষ্কিয়ের রাজত্বকালে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

এই সময়ের মধ্যে, যখন ইস্রায়েল অশুভ এবং অবিশ্বস্ত নেতৃত্বের প্রভাবে ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল, তখন যিহূদা অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে হাঁটছিল– সমৃদ্ধির এক চরম উচ্চতায় আরোহণ করেছিল। এই সময়গুলোতে যিহূদায় ভাল ও মন্দ উভয় রাজারাই রাজত্ব করছিল যা যোথামের রাজত্বকাল পর্যন্ত দেখা যায়।

মীখা পুস্তকটি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

মীখার পুস্তকটিতে সমস্ত পুরাতন নিয়মের মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের জন্মের বিষয়ে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়, যেখানে খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় সাতশো বছর আগে বৈৎলেহেমে যীশুর জন্মস্থানের কথা এবং তাঁর চিরন্তন প্রকৃতির কথা দেখতে পাওয়া যায় (মীখা ৫:২)। মীখার পুস্তকে যীশুর জন্মের ভবিষ্যদ্বাণীকে ঘিরে রয়েছে শান্তির রাজকুমারের রাজত্বকালে বিশ্বের ভবিষ্যতের সবচেয়ে স্পষ্ট ছবিগুলোর মধ্যে একটি (৫:৫)। এই ভবিষ্যৎ রাজ্য, যাকে পণ্ডিতরা সহস্রাব্দের রাজ্য বলে অভিহিত করেন, তার বৈশিষ্ট্য হবে শান্তি ও নিরাপত্তায় (৪:৩-৪) একে অপরের সাথে বসবাসকারী অনেক জাতির উপস্থিতি এবং তাঁর রাজত্বে রাজগণ উপাসনা করতে সমস্ত পৃথিবীর লোকেরা যিরূশালেমে আসবেন (৪:২)। যেহেতু এই ঘটনাগুলো এখনও ঘটেনি, আমরা ভবিষ্যতে কিছু অনির্ধারিত সময়ে হাজার বছরের রাজ্যের জন্য অপেক্ষায় রয়েছি।

এই পুস্তকের মধ্যে বড় ধারণাটি কি?

মীখার পুস্তকটির বেশির ভাগ অংশই দুটি উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে: ইস্রায়েল ও যিহূদার বিচার (মীখা ১:১-৩:১২), অন্যটি সহস্রাব্দের রাজ্যে ঈশ্বরের লোকেদের পুনঃস্থাপন (৪:১-৫:১৫)। বিচার এবং পুনঃস্থাপন– একদিকে ভয় ও অন্যদিকে আশার কথা প্রকাশ করে। মীখার ভবিষ্যদ্বাণীর চূড়ান্ত বিষয়ের মধ্যে দুটি ধারণা জড়িয়ে

আছে– একটি আদালত কক্ষের দৃশ্য যেখানে ঈশ্বরের লোকেরা ঈশ্বরের কাছ থেকে এবং অন্যদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের স্রষ্টার সামনে বিচারের মুখোমুখি হবে (৬:১-৭:২০)। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর তাঁর লোকেদেরকে তাদের হয়ে তাঁর ভাল কাজগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন– কীভাবে তিনি তাদের যত্ন নেন যখন তারা কেবল নিজেদের যত্ন নেয়। কিন্তু ঈশ্বরের লোকেদেরকে বিচারের ভয় ও শাস্তি দিয়ে ছেড়ে না দিয়ে, ভাববাদী মীখা প্রকাশ করেন যে, প্রভুই তাঁর একমাত্র পরিত্রাণ ও করুণার উৎস (৭:৭)। তাই তিনি লোকদের আহ্বান করেন, যা লোকদেরকে তাদের অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত আশার দিকে পরিচালিত করে।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করবো?

ইস্রায়েল ও যিহূদার বিরুদ্ধে মীখার অভিযোগগুলোর বেশির ভাগই জাতিগণের অন্যায় বিচারের দিকে, অর্থাৎ তাদের ব্যবসায়িক লেনদেন, ডাকাতি, নারী ও শিশুদের প্রতি দুর্ব্যবহার এবং এমন একটি সরকারের দিকে, যারা তার জাতির জনগণের কঠোর পরিশ্রমের অর্থ নিয়ে বিলাসিতা করে। আমাদের নিজেদের জীবনে অন্যায় কোথায় থাকে? আপনার জীবনে কাকে নীচু চোখে দেখন? ইস্রায়েল ও যিহূদার লোকেদের মতো কি আপনারও অনুতাপের জন্য আহ্বান দরকার?

ঈশ্বরের মনোনীত লোকেদের অনুতপ্ত হওয়ার জন্য মীখার আবেগপ্রবণ আবেদন আমাদের অনেককে দ্রুত আবেগপ্রবণ করে দেয়। আমাদের বেশিরভাগই প্রতিদিন মানুষকে কষ্ট দেবার বা অন্যায় করার উপায় খুঁজে বের করার সিদ্ধান্ত নেয় না। কিন্তু আমরা বেশিরভাগ সময় অভ্যাসের কারণে তা করে থাকি। আসুন মীখার আহ্বান অনুসারে অন্যদের প্রতি ন্যায়বিচার ও দয়া করার করার বিষয়ে আমাদের যে উদাসীনতা আছে তা থেকে বের হয়ে আসি। আমাদের নিজেদের এমন একটি জগতের দিকে নিয়ে যেতে হবে যা সৌহার্দপূর্ণ এবং সহস্রাব্দ রাজ্যের সাথে আরও ভাল ভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। আসুন আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছামত জীবন-যাপন বেছে নিই, যেমন তিনি চেয়েছেন– "বস্তুতঃ ন্যায্য আচরণ, দয়ায় অনুরাগ ও নম্রভাবে তোমার ঈশ্বরের সঙ্গে চলাচল, এছাড়া সদাপ্রভু তোমার কাছে আর কিসের অনুসন্ধান করেন?" (মীখা ৬:৮)।

মীখা : ১ অধ্যায়

শমরিয়া ও যিরূশালেমের ভাবী দণ্ড

১ [১] যিহূদার রাজা যোথম, আহস ও হিষ্কিয়ের সময়ে সদাপ্রভুর এই বাক্য মোরেষ্টীয় মীখার কাছে উপস্থিত হল; তিনি শমরিয়া ও যিরূশালেমের বিষয় এই দর্শন পেলেন।

[২] হে জাতিরা, তোমরা সকলেই শোন; হে পৃথিবী ও তার সমস্ত বস্তু, মনোযোগ দাও; আর সার্বভৌম সদাপ্রভু তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হোন, প্রভু তাঁর পবিত্র মন্দির থেকে সাক্ষী হোন।

[৩] কেননা দেখ, সদাপ্রভু তাঁর স্থান থেকে বের হয়ে আসছেন, তিনি নেমে পৃথিবীর উচ্চস্থলীগুলোর উপর দিয়ে গমন করবেন। [৪] তাঁর নিচে পর্বতমালা গলে যাবে, উপত্যাকাগুলো বিদীর্ণ হবে, যেমন আগুনের উত্তাপে মোম গলে যায়, যেমন ঢালু স্থান দিয়ে

[১:১] পদ ১৪; যিরি ২৬:১৮; [১:১] দেখুন ১ বংশা ৩:১২; [১:১] দেখুন ১ বংশা ৩:১৩; [১:১] দেখুন ১ বংশা ৩:১৩; [১:১] হোশেয় ১:১; [১:১] যিশা ১:১; [১:২] দেখুন দ্বি:বি ৩২:১; [১:২] গীত ৫০:৭; [১:২] দেখুন যিরি ৬:১৯; [১:২] দেখুন আদি ৩১:৫০; দেখুন দ্বি:বি ৪:২৬; দেখুন যিশা ১:২; [১:২] দেখুন গীত ১১:৪; [১:৩] দেখুন যিশা ১৮:৪; [১:৩] দেখুন যিশা ৬৪:১; [১:৩] দেখুন আমোষ ৪:১৩; [১:৪] দেখুন গীত ৪৬:২, ৬; [১:৪] দেখুন ইয়োব ৯:৫; [১:৪] দেখুন গণনা ১৬:৩১;

১:১ সদাপ্রভুর এই বাক্য। দেখুন হোশেয় ১:১ পদ ও নোট। *মীখা।* এই নামের অর্থ "সদাপ্রভুর মত আর কে আছে?" (তুলনা করুন ৭:১৮ পদ ও নোট)। *মোরেষ্টীয়।* দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা। *যোথম, আহস ও হিষ্কিয়।* দেখুন ভূমিকা: সময়কাল। এই তিন জন রাজা এবং মীখা পুস্তকের পটভূমি সম্পর্কে জানতে দেখুন ভূমিকা: ঐতিহাসিক পটভূমি। ভাববাদী যিশাইয়, ভাববাদী হোশেয় ও ভাববাদী মীখা প্রায় একই সময়ে পরিচর্যা কাজ করতেন (যিশা ১:১; হোশেয় ১:১ পদ দেখুন)। *দর্শন।* দেখুন হিতোপদেশ ২৯:১৮; যিশা ১:১ পদ ও নোট দেখুন। *শমরিয়া ও যিরূশালেম।* যথাক্রমে ইস্রায়েল ও যিহূদার রাজধানী। এখানে যে বিচারের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা শুধুমাত্র এই দুটি নগরী নয়, বরং সমগ্র জাতিকে ঘিরে করা হয়েছে।

১:২–২:১৩ বিচারের প্রথম স্তর (১:২–২:১১) এবং উদ্ধারের ঘোষণা (২:১২-১৩; দেখুন ভূমিকা: রূপরেখা)।

১:২-৭ সদাপ্রভু কর্তৃক উচ্চারিত স্বর্গীয় শুনানি, যা স্বয়ং ঈশ্বর উপস্থিত থেকে উচ্চারণ করেছেন, পদ ৩-৪। স্বর্গীয় বীর শমরিয়া ও ইস্রায়েলের বিচার করতে আসছেন (আসিরিয়ার মধ্য দিয়ে)।

১:২ তোমরা সকলেই শোন। এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ ৩:১ ও ৬:১ পদের দেখা যায় (দেখুন ৩:৯; ৬:২ পদ)। *হে জাতিরা ... হে পৃথিবী।* সমস্ত জাতি– এখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সদাপ্রভুর দিন কাছে এসে গেছে (দেখুন আমোষ ৫:১৮ পদ ও নোট), যখন ঈশ্বর জাতিগণকে হিসাব দেওয়ার জন্য ডাকবেন। সেই দিনের দিকে দৃষ্টি রেখে ভাববাদী মীখা ইস্রায়েল ও যিহূদার উপরে ঈশ্বরের আসন্ন বিচারের কথা ঘোষণা করছেন। *পবিত্র মন্দির।* স্বর্গ (পদ ৩ দেখুন), যেমনটা গীত ১১:৪; যোনা ২:৭; হব্‌ক ২:২০ পদে দেখা যায়।

১:৩ সদাপ্রভু ... বের হয়ে আসছেন। ইতিহাসে সদাপ্রভু ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ বা অবতীর্ণ হওয়া বোঝাতে পুরাতন নিয়মে এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে (গীত ১৮:৯; ৯৬:১৩ পদ ও নোট; ১৪৪:৫; যিশা ২৬:২১; ৩১:৪; ৬৪:১ -৩ পদ দেখুন)। *পৃথিবীর উচ্চস্থলী।* সম্ভবত এখানে পর্বতসমূহের পাশাপাশি পৌত্তলিকদের পূজা করার উঁচু স্থানও বোঝানো হয়েছে (১ রাজা ৩:২ পদের নোট দেখুন)।

জল গড়িয়ে পড়ে। ৫ যাকোবের অধর্মের জন্য ও ইস্রায়েল-কুলের বিবিধ পাপের জন্য এসব হচ্ছে, যাকোবের অধর্ম কি? শমরিয়া কি নয়? যিহূদার উচ্চস্থলীগুলোই বা কি? যিরূশালেম কি নয়?

৬ এজন্য আমি শমরিয়াকে মাটির ধ্বংসস্তূপ করবো, আঙ্গুরলতার বাগান করবো; আমি তার পাথরগুলো উপত্যকায় ফেলে দেব, তার ভিত্তিমূল অনাবৃত করবো। ৭ আর তার সমস্ত খোদাই-করা মূর্তি খণ্ডবিখণ্ড করা যাবে ও তার সমস্ত বেতন আগুনে পোড়ান যাবে এবং আমি তার সকল মূর্তি ধ্বংস করবো, কেননা সে পতিতার বেতন দ্বারা তা সঞ্চয় করেছে এবং তা পুনরায় পতিতার বেতন হয়ে যাবে।

যিহূদার শহরগুলোর উপরে বিচারদণ্ড

৮ এজন্য আমি বিলাপ ও হাহাকার করবো, আমি খালি পায়ে ও উলঙ্গ হয়ে বেড়াব, আমি শিয়ালদের মত বিলাপ করবো, উটপাখিদের মত শোকধ্বনি করবো। ৯ কেননা তার ক্ষত চিকিৎসায় সুস্থতা লাভ করবে না; হ্যাঁ, তা যিহূদা পর্যন্ত উপস্থিত; আমার জাতির তোরণদ্বার পর্যন্ত, যিরূশালেম পর্যন্ত উপস্থিত। ১০ তোমার গাতে এই কথা জানায়ো না,

---

নহূম ১:৫; [১:৫] আমোষ ৮:১৪; [১:৬] দেখুন দ্বি:বি ২০:৬; [১:৬] দেখুন আমোষ ৫:১১; [১:৬] যিহি ১৩:১৪; [১:৭] দেখুন যিহি ৬:৬; [১:৭] দেখুন যাত্রা ৩২:২০; [১:৭] দেখুন দ্বি:বি ৯:২১; [১:৭] দ্বি:বি ২৩:১৭-১৮; [১:৮] দেখুন যিশা ১৫:৩; [১:৮] দেখুন যিশা ২০:২; [১:৯] যিরি ৪৬:১১; [১:৯] দেখুন যিরি ১০:১৯; [১:৯] দেখুন ২ রাজা ১৮:১৩; [১:৯]

১:৬-৭ স্বয়ং ঈশ্বর এখানে কথা বলছেন। ভাববাদী মীখার জীবদ্দশায়, অর্থাৎ ৭২২-৭২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আসিরিয়দের দ্বারা শমরিয়া ধ্বংস হবার মধ্য দিয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে (২ রাজা ১৭:৬ পদ ও নোট দেখুন)।

১:৬ উপত্যকায় ফেলে দেব। শমরিয়া নির্মিত হয়েছিল একটি পর্বতের চূড়ায় (১ রাজা ১৬:২৪ পদ ও নোট দেখুন)।

১:৭ পতিতা। পুরাতন নিয়মে পতিতাবৃত্তি বলতে অনেক সময় মূর্তিপূজা বা আত্মিক অবিশ্বস্ততা বোঝানো হয়েছে (দেখুন যাত্রা ৩৪:১৫ পদ ও নোট; বিচার ২:১৭; যিহি ২৩:২৯-৩০ পদ)। *সমস্ত বেতন।* শমরিয়া তার পৌত্তলিকতা ও মূর্তিপূজার মধ্য দিয়ে যে সমস্ত সঞ্চয় করেছিল তার সমস্ত কিছু আসিরিয়রা নিয়ে যাবে এবং তাদের নিজেদের মন্দিরে স্থাপন করবে, যেন তারা সেগুলো মূর্তিপূজায় ব্যবহার করতে পারে।

১:৮-১৬ ভাববাদী মীখা শুধু যে শমরিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে বিলাপ করছেন তা নয়, সেই সাথে তিনি যিহূদা রাজ্য আক্রান্ত হওয়ার কথা চিন্তা করেও বিলাপ করছেন, যা ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আসিরিয়ার রাজা সনহেরীব পূর্ণ করেছিলেন।

১:৮ এজন্য। শমরিয়ার আসন্ন ধ্বংসের জন্য। *খালি পায়ে।* শোক প্রকাশের চিহ্ন (২ শমূ ১৫:৩০ পদ ও নোট দেখুন)। সম্ভবত ভাববাদী মীখা যিরূশালেম নগরী জুড়ে চট পরে ও খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে বিলাপ করেছেন (তুলনা করুন যিশা ২০:২ পদ)। এই অংশটি জুড়ে আমরা শোক প্রকাশের চিহ্নগুলো দেখতে পাই (পদ ১৬ দেখুন)। *উলঙ্গ।* সম্ভবত তিনি শুধু অন্তর্বাস পরে ছিলেন।

১:৯ তার ক্ষত। যে বিচার শমরিয়ার উপরে এসে উপস্থিত হয়েছে। *সুস্থতা লাভ করবে না।* দেখুন যিশা ১:৬; আরও দেখুন যিশা ১৭:১১; যিরমিয় ৩০:১২ পদ ও নোট। *তোরণদ্বার।* আসিরিয়রা উত্তরের রাজ্য ধ্বংস করে দেওয়ার পর এই ধ্বংসযজ্ঞ "যিরূশালেমের তোরণদ্বার" পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে (পদ ১২ দেখুন; এর সাথে

একটুও কান্নাকাটি করো না, বৈৎ-লি-অফ্রায় আমি ধূলিতে গড়াগড়ি দিয়েছি। ১১ হে শাফীর-
নিবাসীনী, তুমি উলঙ্গ ও লজ্জিত হয়ে চলে যাও; সানন-নিবাসীনী বাইরে যেতে পারে না;
বৈৎ-এৎসলের বিলাপ তোমাদের থেকে তার অবলম্বন হরণ করবে। ১২ মারোৎ-নিবাসীনী
মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায় অতিশয় পীড়িতা, কেননা যিরূশালেমের দ্বার পর্যন্ত সদাপ্রভুর কাছ থেকে
অমঙ্গল উপস্থিত হয়েছে। ১৩ হে লাখীশ-নিবাসীনী, তুমি ঘোড়ার গাড়িতে দ্রুতগামী পশু
যোগ কর; সে সিয়োন-কন্যার অগ্রিম পাপস্বরূপ ছিল, কেননা তোমার মধ্যে ইস্রায়েলের
অধর্মগুলো পাওয়া গেল। ১৪ এজন্য তুমি মোরেষৎ-গাৎকে বিদায়কালীন উপহার দেবে;
ইস্রায়েলের রাজাদের পক্ষে অক্‌ষীবের বাড়িগুলো প্রতারণাস্বরূপ হবে। ১৫ হে মারেশা-

---

যিশা ৩:২৬; [১:১১] যিহি ২৩:২৯; [১:১২] যিরি ১৪:১৯; [১:১২] যিরি ৪০:২; [১:১৩] দেখুন যিহো ১০:৩; [১:১৩] দেখুন গীত ৯:১৪; [১:১৪] ২ রাজা ১৬:৮; [১:১৪] দেখুন পদ ১; [১:১৪] দেখুন যিহো ১৫:৪৪; [১:১৪] যিরি ১৫:১৮;

পদ ৮-১৬ ও নোট দেখুন)। সাধারণত এই তোরণদ্বারেই সরকারী ও প্রশাসনিক সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হত (দেখুন আদি ১৯:১ পদ ও নোট; রূত ৪:১-৪ পদ ও ৪:১ পদের নোট)।

১:১০-১৫ এই অংশে বেশ কয়েকটি ছন্দভিত্তিক শব্দ ব্যবহৃকত হয়েছে যেগুলোর বর্ণনা নোটে পাওয় যায়। যে নগরগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর অবস্থান ছিল শেফেলায়, অর্থাৎ পাহাড়ের পাদদেশে (৫০০-১,৫০০ ফুট উঁচু) যা ভূমধ্য সাগরীয় সমতল উপকূল এবং যিহূদা পর্বতমালার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল।

১:১০ গাতে এই কথা জানায়ো না। এই কথাটির মধ্য দিয়ে যিহূদার জন্য বিলাপ শুরু করা হয়েছে। ভাববাদী মীখা চান নি গাতের পরজাতীয় লোকেরা ঈশ্বরের লোকদের পরিণতির কথা শুনে আনন্দ করুক (২ শমূ ১:২০ পদ ও নোট)। *ধূলিতে গড়াগড়ি দিয়েছি।* যা আসন্ন দুর্যোগের কারণে হাহাকার ও বিলাপ নির্দেশ করে (২ শমূ ১:২০ পদ ও নোট দেখুন)।

১:১১ উলঙ্গ ও লজ্জিত। এখানে বন্দীদের ভবিষ্যতে যে ধরনের লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে সে বিষয়ে বলা হয়েছে (যিশাইয় ২০:৪ পদ দেখুন)। *বাইরে যেতে পারে না।* এই আক্রমণের কারণে লোকেরা তাদের ঘরের বাইরে যেতে সাহস করবে না।

১:১২ উপস্থিত হয়েছে। মীখা ভবিষ্যতের এই সমস্ত ঘটনা এতটাই স্পষ্টভাবে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন, তাঁর কাছে মনে হচ্ছে যেন ইতোমধ্যেই ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করেছে (পদ ৩ ও নোট দেখুন)।

১:১৩ লাখীশ। যিহূদার অন্যতম বৃহৎ একটি নগরী (যিশা ৩৬:২ পদ ও নোট দেখুন)। পরবর্তী সময়ে রাজা সনহেরীব তা দখল করতে পেরে এতটাই গর্বিত হয়েছিলেন যে, তিনি নীনবীতে অবস্থিত তাঁর প্রাসাদটি লুট করা সমস্ত দ্রব্য দিয়ে সুসজ্জিত করেছিলেন। *দ্রুতগামী পশু যোগ কর।* যেন দ্রুত পালানো সম্ভব হয়। *সিয়োন-কন্যা।* এখানে যিরূশালেম নগরীকে ব্যক্তি হিসেবে দেখা হয়েছে (২ রাজা ১৯:২১ পদের নোট দেখুন)। *ইস্রায়েল।* দেখুন পদ ৫ ও নোট।

১:১৪ বিদায়কালীন উপহার। ১ রাজা ৯:১৬ পদে এই শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু প্রতিশব্দটির অর্থ "বিয়ের উপহার"। যিরূশালেমকে অবশ্যই মোরেষৎ গাৎ আসিরিয়দের হাতে তুলে দিতে হবে, যেভাবে একজন পিতা তার মেয়ের বিয়েতে মেয়েকে বরের হাতে তুলে দেয়। *অক্‌ষীব।* যিরমিয় ১৫:১৮ পদের প্রতারণাস্বরূপ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে (উক্ত

নিবাসীনী, আমি পুনর্বার তোমার বিরুদ্ধে এক অধিকারীকে আনবো; ইস্রায়েলের গৌরব অদুল্লম পর্যন্ত আসবে। [১৬] তুমি তোমার আদরের পাত্র শিশুদের জন্য মাথা মুণ্ডন কর, চুল কেটে ফেল, শকুনীর মত তোমার টাক বৃদ্ধি কর, কেননা তারা তোমার কাছ থেকে নির্বাসনে গেছে।

[১:১৫] যিহো ১৫:৪৪; [১:১৫] দেখুন যিহো ১২:১৫; [১:১৬] দেখুন লেবীয় ১৩:৪০; দেখুন ইয়োব ১:২০; [১:১৬] দেখুন দ্বি:বি ৪:২৭; দেখুন আমোষ ৫:২৭ মীখা ২;

পদের নোট দেখুন), যা গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যাওয়া একটি ঝর্ণা সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই তেমন একটি শুকিয়ে যাওয়া ঝর্ণার মতই অক্ষীব নগরটির অস্তিত্ব আর থাকবে না। *ইস্রায়েল।* ৫ পদের নোট দেখুন।

১:১৫ আবারও ভাববাদী মীখা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে কথা বলছেন, যেমনটা ৬-৭ পদের দেখা যায়। *ইস্রায়েলের গৌরব।* আক্ষরিক অর্থে "ইস্রায়েলের প্রধানগণ" বা নেতৃবর্গ (যিশা ৫:১৩ পদ দেখুন, "উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ," আক্ষরিক অর্থে "গৌরব")।

১:১৬ মাথা মুণ্ডন কর। শোক প্রকাশের চিহ্ন হিসেবে; যিরমিয় ১৬:৬ পদ দেখুন। *নির্বাসন।* ৭২২-৭২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইস্রায়েলকে আসিরিয়রা এবং ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যিহূদাকে বাবিলীয়রা নির্বাসনে নিয়ে যায়।

মীখা ১ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) পুস্তকটির শিরোনাম (মীখা ১:১) এবং আবেদনমূলক একটি মুখবন্ধ (মীখা ১:২)।
২) জনমানব শূণ্য করতে ইস্রায়েল ও যিহূদা রাজ্যের (মীখা ১:৩-৪) উপর দ্রুত নেমে আসা ঈশ্বরের বিচারের বিষয়ে সতর্ক করা এবং লোকদের পাপকে এই সবের কারণ হিসাবে উপস্থাপন করা (মীখা ১:৫)
৩) নির্ধারিত ধ্বংসের বিশেষ বিবরণ (মীখা ১:৬-৭)।
৪) ধ্বংসাত্মক ভয়াবহতার উপর তুলে ধরা বর্ণনা চিত্র:
   ক) ভয়াবহতার জন্য ভাববাদী মীখার দুঃখ (মীখা ১:৮-৯)।
   খ) ভয়াবহ দিক হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় নেমে আসা ধ্বংসাত্মক দুর্ভোগকে এড়ানোর কোন উপায় নেই, সবাইকে অবশ্যই তা ভোগ করতে হবে (মীখা ১:১০-১৬)।

সার-সংক্ষেপ:

যিহূদার রাজা যোথম, আহস ও হিষ্কিয়ের রাজত্বকালে সদাপ্রভুর বাক্য ভাববাদী মীখার কাছে উপস্থিত হল। আর উপস্থাপিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, সদাপ্রভু উচুঁ জায়গাগুলোকে তাঁর পায়ে

মাড়াবেন। তাঁর নীচে পাহাড়গুলো গলে যাবে এবং আগুনের সামনে যেভাবে মোম গলে যায় ও উচুঁ জায়গার উপরে জল ঢালা হলে যেভাবে তা গড়িয়ে পড়ে, সেভাবে উপত্যকাগুলো বিভক্ত হয়ে পড়বে। প্রতিমাপূজার প্রতি আসক্তিমূলক বেশ্যাবৃত্তির কারণে বিচারে শমরিয়া জনশূণ্য হবে। আর ভয়াবহ পরিস্থিতিতে, ভাববাদী মীখা হাহাকার করে ফিরবেন, পশু-পাখিদের মত আর্তনাদ করবেন এবং নিরাশার উন্মত্ততায় নগ্ন হয়ে পড়বেন। চারদিকের জাতিরা ইস্রায়েলের লজ্জা জেনে ফেলবে। তাই শোকের চিহ্ন হিসেবে লোকদেরকে তাদের মাথার চুল কামিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে।

মীখা ১ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. ঈশ্বরের বাক্য কে পেয়েছিলেন? (মীখা ১:১)

২. কখন ভাববাদী মীখা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন? (মীখা ১:১)

৩. শমরিয়া ও যিহূদার জন্য উপস্থাপিত বার্তাটি কি ছিল? (মীখা ১:২-৭)

৪. ভাববাদী মীখা কিভাবে বিলাপ করেছিলেন? (মীখা ১:৮-৯)

৫. আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীর যাত্রাপথের পাশাপাশি যারা বসবাস করতেন, তাদেরকে ভাববাদী মীখা কি বলেছিলেন? (মীখা ১:১০-১৬)

শোষকদের বিরুদ্ধে শাস্তি ঘোষণা

২ [১] ধিক্ তাদেরকে, যারা নিজ নিজ বিছানায় অধর্ম কল্পনা ও কুকর্ম স্থির করে! তারা রাত
প্রভাত হওয়ামাত্র তা সাধন করে, কেননা তা তাদের ক্ষমতার অধীন। [২] তারা ভূমির
প্রতি লোভ করে সবলে তা কেড়ে নেয় এবং ঘরের প্রতিও লোভ করে তা হরণ করে;
এভাবে তারা পুরুষ ও তার ঘরের প্রতি, মানুষের ও তার পৈতৃক অধিকারের প্রতি দৌরাত্ম্য
করে।

[২:১] দেখুন যিশা ২৯:২০; [২:১] গীত ৩৬:৪; [২:২] যিশা ৫:৮; [২:২] দেখুন উপদে ৩০:১৪; [২:২] দেখুন যিরি ২২:১৭; [২:২] দেখুন ১ শমূ ৮:১৪; দেখুন যিশা ১:২৩; দেখুন যিহি ৪৬:১৮;

২:১-৫ যারা ধনী ও যারা জোর করে দরিদ্রদের জমি কেড়ে নেয় তাদের আসন্ন বিচারের কথা ভেবে বিলাপ করা হয়েছে। তাদের মূলমন্ত্র হল "জোর যার মুল্লুক তার"।

২:১ অধর্ম কল্পনা ও কুকর্ম। তুলনা করুন হিতোপদেশ ৬:১৪, ১৮; সখ ৭:১০। *তা তাদের ক্ষমতার অধীন।* ধনী শোষণকারীরা দরিদ্রদের উপরে অত্যাচার করে আরও বেশি ধনী হতে থাকে, কারণ তারা তাদের সমাজের ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্তর নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

২:২ তারা ... কেড়ে নেয় ... হরণ করে। যা দশ আজ্ঞার দশম আজ্ঞার লঙ্ঘন করে (যাত্রা

৩ এজন্য সদাপ্রভু এই কথা বলেন, দেখ, আমি এই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এমন অমঙ্গল
কল্পনা করি, যা থেকে তোমরা নিজ নিজ ঘাড় বের করতে পারবে না এবং গর্ব করে চলতে
পারবে না; কেননা সেই সময় দুঃসময়।
৪ সেদিন লোকেরা তোমাদের বিষয়ে একটি প্রবাদ গ্রহণ করবে এবং আর্তনাদ সহকারে
বিলাপ করবে, বলবে, আমাদের নিতান্তই সর্বনাশ হল, তিনি আমার জাতির অধিকার
হস্তান্তর করেন; তিনি একেবারে আমার কাছ থেকে তা দূর করেন! আমাদের ভূমি ভাগ করে
ধর্মত্যাগী লোককে দেন।
৫ এজন্য গুলিবাঁট দ্বারা জমি ভাগ করতে সদাপ্রভুর সমাজে তোমার কেউ থাকবে না।
৬ 'তোমরা প্রচার করো না,' এভাবে তারা প্রচার করে; 'কেউ তাদের কাছে এই কথা
প্রচার করা উচিত হবে না; অপমান ঘুচবে না।' ৭ হে যাকোবের কুল, এ কি বলা যাবে,
'সদাপ্রভুর আত্মা কি সঙ্কুচিত হয়েছে?' এসব কি তাঁর কাজ? সরলাচারী লোকের পক্ষে আমার
বাক্যসমূহ কি মঙ্গলজনক নয়? ৮ কিন্তু সম্প্রতি আমার লোকেরা শত্রুর মত হয়ে উঠে
দাঁড়িয়েছে; যুদ্ধবিমুখ নিশ্চিন্ত পথিকদের শরীরের কাপড় থেকে তোমরা শাল কেড়ে নিচ্ছো।
৯ তোমরা আমার লোকদের নারীদেরকে তাদের প্রিয় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ, তাদের
শিশুদের থেকে আমার দেওয়া শোভা চিরকালের জন্য হরণ করছে। ১০ ওঠ, প্রস্থান কর,
এটা তো বিশ্রামের স্থান নয়, কেননা অশুচিতা বিনাশ করছে, আর সেই বিনাশ ভয়ানক।

[২:৩] যিরি ১৮:১১; দেখুন আমোষ ৩:১-২; [২:৩] যিশা ২:১২; [২:৪] দেখুন লেবীয় ২৬:৩১; দেখুন যিরি ৪:১৩; [২:৪] দেখুন যিরি ৬:১২; [২:৫] দ্বি:বি ৩২:১৩; যিহো ১৮:৪; [২:৫] দেখুন গণনা ৩৪:১৩; [২:৬] গীত ৪৪:১৩; যিরি ১৮:১৬; ১৯:৮; ২৫:১৮; ২৯:১৮; মীখা ৬:১৬; [২:৬] দেখুন আমোষ ২:১২; [২:৭] দেখুন গীত ১১৯:৬৫; [২:৭] গীত ১৫:২; ৮৪:১১; [২:৯] যিরি ১০:২০; [২:১০] দেখুন দ্বি:বি ১২:৯; [২:১০] লেবীয় ১৮:২৫-২৯; গীত ১০৬:৩৮-৩৯; দেখুন বিলাপ

২০:১৭ পদ ও নোট; দ্বি.বি. ৫:২১ পদ দেখুন)। *অধিকার।* এখানে জমির কথা বোঝানো হয়েছে যা প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ। লেবীয় ২৫:১৩ (জুবিলী বছর); গণনা ২৭:১-১১; ৩৬:১-১২ (সলফাদের কন্যারা); ১ রাজা ২১:৩ (নাবোতের আঙ্গুর ক্ষেত)।

২:৩ এজন্য। ইস্রায়েল জাতির ধনবান গোষ্ঠীর পাপের কারণে এই দুর্যোগ আঘাত হানবে। *সর্বনাশ।* আসন্ন বন্দীদশা।

২:৪ আমাদের ... আমরা। ধনী জমিদাররা, যাদের উপরে ঈশ্বরের এই বিচার আরোপিত হবে। *তিনি।* ঈশ্বর। *ধর্মত্যাগী।* পৌত্তলিক আসিরিয়রা (যিশা ৩৩:১ পদ ও নোট দেখুন), যারা এই দেশ দখল করে নেবে।

২:৫ তোমার। শোষক শ্রেণী– ধনী জমিদাররা। *জমি ভাগ করতে ... কেউ থাকবে না।* তাদেরকে ঈশ্বরের মনোনীত জাতির লোকদের মধ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে।

২:৬-১১ একটি বিতর্ক: ভাববাদী মীখা ও তাঁর ঈশ্বর বনাম ধনী মন্দ ব্যক্তিরা ও তাদের অধীন ভণ্ড ভাববাদীরা। এই অংশটিকে "ভবিষ্যদ্বাণী" নাম দেওয়া হয়েছে (পদ ৬, ১১)।

২:৬ তারা। অর্থাৎ তাদের ভাববাদীরা, যে সকল ভণ্ড ভাববাদীরা ধনী ব্যক্তিদের অধীনে কাজ করতো।

২:৭ পদ ৬-৭ক হচ্ছে ভাববাদী মীখার মুখ নির্গত বক্তব্য; অপরদিকে পদ ৭খ-১৩ হচ্ছে ঈশ্বরের মুখ নির্গত বক্তব্য।

২:১০ বিশ্রামের স্থান। যে স্থানটি কোন ব্যক্তি

[১১] বায়ু ও মিথ্যা কথার অনুগামী কোন লোক যদি মিথ্যা করে বলে, আমি আঙ্গুর-রস ও সুরার বিষয়ে তোমার কাছে বাক্য প্রচার করবো, তবে সে এই লোকদের বাক্য-প্রচারক হবে।

অবশিষ্টাংশের জন্য একটি প্রতিজ্ঞা

[১২] হে যাকোব, আমি নিশ্চয়ই তোমার সমস্ত লোককে সমবেত করবো, আমি নিশ্চয়ই ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশকে সংগ্রহ করবো; তাদেরকে বস্রার মেষগুলোর মত একত্র করবো; যেমন বাথানের মধ্যস্থিত মেষপাল, তেমনি অনেক লোকের কারণে তারা কোলাহল করবে।

[১৩] ভঙ্গকারী উঠে তাদের অগ্রগামী হলেন; তারা বেড়া ভেঙ্গেছে, দ্বারে পৌঁছেছে, তা দিয়ে বাইরে গেছে এবং তাদের রাজা তাদের সম্মুখে চলে গেলেন; আর সদাপ্রভু তাদের অগ্রগামী হলেন।

৪:১৫; [২:১১] দেখুন ২ বংশা ৩৬:১৬; যিরি ৫:৩১; [২:১১] দেখুন লেবীয় ১০:৯; [২:১১] যিশা ৩০:১০; [২:১২] মীখা ৪:৭; ৫:৭; ৭:১৮; [২:১২] দেখুন যিহি ১:৯; [২:১৩] দেখুন যিশা ৫২:১২; [২:১৩] দেখুন যিশা ৬০:১১ মীখা ৩;

তার নিজের সম্পত্তি হিসেবে অর্জন করতে পারে এবং সেটিকে তার নিজের নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রস্তুত করে নিতে পারে (দেখুন দ্বি.বি. ৩:২০ পদ ও নোট; যিহোশূয় ২১:৪৩-৪৪; ২২:৪ পদ)।

২:১১ যারা আরও বেশি সম্পদ লাভের জন্য শপথ করবে তারা আরও বেশি জবাবদিহির সম্মুখীন হবে।

২:১২-১৩ পরিত্রাণ দানের বার্তা। যদিও ইস্রায়েল জাতিকে বন্দীদশায় নিয়ে যাওয়া হবে, তথাপি একটি অবশিষ্টাংশ ফিরে আসবে (যিশা ১:৯ পদের নোট দেখুন)।

২:১২ যাকোব ... ইস্রায়েল। এখানে সম্ভবত উত্তর ও দক্ষিণ সমগ্র জাতির কথা বোঝানো হয়েছে। এর সাথে তুলনা করুন ১:৫ পদ ও উক্ত পদের নোট দেখুন।

২:১৩ ভঙ্গকারী ... তাদের রাজা ... সদাপ্রভু। রব্বিগণ এই তিনটি সম্বোধনই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি আরোপ করেছেন।

মীখা ২ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) ইস্রায়েলকে অভিযুক্ত করা হয় যে সব পাপের জন্য– লালসা ও অত্যাচার, অসৎ ও সহিংস কর্মকান্ড (মীখা ২:১-২); স্ত্রীলোক, ছেলেমেয়ে ও অন্যান নিরীহ মানুষের (মীখা ২:৮-৯) সাথে নৃশংস ব্যবহার; ঈশ্বরের ভাববাদীদের বিরোধিতা ও তাদের মুখ বন্ধ করে দেয়া (মীখা ২:৬-৭) এবং ভণ্ড ভাববাদীদেরকে নিয়ে আনন্দে মেতে থাকা (মীখা ২:১১)।

২) বিচারে ঐ সব পাপের শাস্তি হিসেবে তাদেরকে খর্ব, নিঃস্ব (মীখা ২:৩-৫) ও নির্বাসিত (মীখা ২:১০) করা হবে বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল।

৩) ইস্রায়েলের লোকদের মধ্যে যারা ধার্মিক তাদের জন্য সান্ত্বনার মঙ্গলজনক প্রতিজ্ঞা খ্রীষ্টের মধ্যে সংরক্ষিত রয়েছে (মীখা ২:১২-১৩)।

মীখা : ৩ অধ্যায়

সার-সংক্ষেপঃ
যারা পাপাচারের পরিকল্পনা করে, তাদের ক্ষেত্রেই দুঃখ-দুর্বিপাক দেখা যায়। তারা ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করে এবং নৃশংসভাবে তা ছিনিয়ে নেয়। সদাপ্রভু এই সব লোকদের উত্তরাধিকারকে কেড়ে নেবেন। ঈশ্বরের লোকেরা তাঁর ভাববাদীদের কথাকে প্রত্যাখান করে। ভন্ড ভাববাদীরা আংগুর-রস ও পাণীয়ের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে। যাহোক, ইস্রায়েলের অবশিষ্ট অংশকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হবে, এমন এক জনের হাতের ভেড়াদের মত করে তাদেরকে একত্রিত করা হবে, যিনি তাদের জন্য পথ খুলে দেবেন।

মীখা ২ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. লোকদের কি কি পাপ ছিল? (মীখা ২:১-৫)
২. সদাপ্রভু কিভাবে যিহূদাকে শাস্তি দেবেন বলেছিলেন? (মীখা ১:১-৫)
৩. ভণ্ড ভাববাদীদের পাপ কি ছিল? (মীখা ২:৬-১১)
৪. ভাববাদী মীখা জাতির জন্য কি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন? (মীখা ১২-১৩)
৫. ঈশ্বরের লোকদেরকে কে নেতৃত্ব দেবেন বলা হয়েছিল? (মীখা ২:১৩)

দুষ্ট ভাববাদী ও রাজারা

৩ [১] আর আমি বললাম, শোন, হে যাকোবের প্রধানবর্গ ও ইস্রায়েল-কুলের শাসনকর্তারা
ন্যায়বিচার সম্বন্ধে জানা কি তোমাদের উচিত নয়? [২] তোমরা সৎকর্ম ঘৃণা করছো ও
দুষ্কর্ম ভালবাসছ, লোকদের শরীর থেকে চামড়া ও অস্থি থেকে মাংস ছাড়িয়ে নিচ্ছ। [৩] এই
লোকেরা আমার লোকদের মাংস খাচ্ছে; তাদের চামড়া খুলে অস্থি ভেঙ্গে ফেলছে; যেমন
হাঁড়ির জন্য খাদ্যদ্রব্য, কিম্বা কড়াইয়ের মধ্যে মাংস, তেমনি তা কুচি কুচি করে কাটছে।
[৪] সেই সময়ে তারা সদাপ্রভুর কাছে কান্নাকাটি করবে, কিন্তু তিনি তাদেরকে উত্তর দেবেন

[৩:১] দেখুন যিরি ৫:৫; [৩:২] গীত ৫৩:৪; দেখুন যিহি ২২:২৭; [৩:৩] দেখুন গীত ১৪:৪; [৩:৩] দেখুন যিহি ৩৪:৪; সফ ৩:৩; [৩:৩] দেখুন ইয়োব ২৪:১৪; [৩:৩] দেখুন যিহি ১১:৭; দেখুন ২৪:৪-৫; [৩:৪] দেখুন দ্বি:বি ১:৪৫; দেখুন ১

৩:১ শোন। দেখুন পদ ১:২ ও নোট; এর সাথে ৬:১ পদও দেখুন। যাকোব ... *ইস্রায়েল।* দুটো নামই এখানে যিহূদার জন্য বলা হয়েছে (দেখুন পদ ৯-১০; ১:৫ ও নোট)।

৩:২-৩ চামড়া ও অস্থি থেকে মাংস ছাড়িয়ে নিচ্ছ ... কড়াইয়ের মধ্যে মাংস। কয়েকটি প্রতীকী নৃশংস দৃশ্যের বর্ণনা দানের মধ্য দিয়ে নেতারা কীভাবে জনগণের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে তার নমুনা দেখানো হল।

৩:২ সৎকর্ম ঘৃণা করছো ও দুষ্কর্ম ভালবাসছ। এর সাথে তুলনা করুন আমোষ ৫:১৫; রোমীয় ১২:৯ পদ।

৩:৪ তারা। নেতৃবর্গ। তিনি তাদেরকে উত্তর দেবেন না। পদ ৭ দেখুন। *তাদের থেকে আপন মুখ লুকাবেন।* দেখুন দ্বি.বি. ৩১:১৭; যিশা ১:১৫ পদ ও নোট। অবাধ্যতার কারণে ঈশ্বরের

না; বরং তারা যেমন নিজেদের ব্যবহার দ্বারা দুষ্কর্ম করেছে, তেমনি তিনি সেই সময়ে তাদের থেকে আপন মুখ লুকাবেন।

৫ যে ভাববাদীরা আমার লোকদেরকে ভ্রান্ত করে, যারা দাঁত দিয়ে দংশন করে, আর
বলে, 'শান্তি' কিন্তু তাদের মুখে যে ব্যক্তি কিছু না দেয়, তার সঙ্গে যুদ্ধ নিরূপণ করে, তাদের
বিরুদ্ধে সদাপ্রভু এই কথা বলেন, ৬ এই কারণ তোমাদের কাছে রাত উপস্থিত হবে, তোমরা
দর্শন পাবে না; তোমাদের কাছে অন্ধকার উপস্থিত হবে, তোমরা মন্ত্র পাঠ করবে না; এই
ভাববাদীদের উপরে সূর্য অস্তগত হবে ও এদের উপরে দিন কালো রংয়ের হবে। ৭ তাতে
এই দর্শকেরা লজ্জিত ও এই গণকেরা হতাশ হবে, সকলে নিজ নিজ মুখ বন্ধ করবে, কেননা
ঈশ্বর উত্তর দেবেন না। ৮ কিন্তু যাকোবকে তার অধর্ম ও ইস্রায়েলকে তার পাপ জানাবার
জন্য আমি সত্যিই সদাপ্রভুর আত্মার দেওয়া শক্তিতে এবং ন্যায়বিচারে ও বিক্রমে পরিপূর্ণ।

৯ হে যাকোব-কুলের প্রধানবর্গ ও ইস্রায়েল-কুলের শাসনকর্তারা তোমরা একথা শোন;
তোমরা যা কিছু সরল তা বাঁকা করছো। ১০ তোমরা প্রত্যেকে সিয়োনকে রক্তে ও
যিরূশালেমকে দৌরাত্ম্যে গেঁথে তুলেছ। ১১ সেখানকার প্রধানবর্গ ঘুষ নিয়ে বিচার করে,

---

শমূ ৮:১৮; দেখুন যিশা ৫৮:৪; দেখুন যিরি ১১:১১; [৩:৪] দেখুন দ্বি:বি ৩১:১৭; [৩:৪] দেখুন ইয়োব ১৫:৩১; দেখুন যিহি ৮:১৮; [৩:৫] দেখুন যিশা ৩:১২; দেখুন ৯:১৬; দেখুন ৫৩:৬; [৩:৫] দেখুন যিরি ৪:১০; [৩:৬] যিশা ৮:১৯-২২; দেখুন যিহি ১২:২৪; [৩:৬] যিশা ২৯:১০; [৩:৬] দেখুন যিহি ৭:২৬; দেখুন আমোষ ৮:১১; [৩:৭] দেখুন যিরি ৬:১৫; মীখা ৭:১৬; [৩:৭] দেখুন যিশা ৪৪:২৫; [৩:৭] দেখুন ইষ্টের ৬:১২; [৩:৭] দেখুন লেবীয় ১৩:৪৫; [৩:৭] দেখুন যিহি ২০:৩; [৩:৮] দেখুন যিশা ৫৭:১২; ৬১:২; [৩:৯] গীত ৫৮:১-২; দেখুন যিশা ১:২৩; [৩:১০] দেখুন যিরি ২২:১৩; [৩:১০] যিশা ৫৯:৭; মীখা ৭:২; নহূম ৩:১; হবক ২:১২; [৩:১০] যিরি ২২:১৭; দেখুন যিহি ২২:২৭; [৩:১১] দেখুন যাত্রা ২৩:৮; দেখুন লেবীয় ১৯:১৫; মালা ২:৯; [৩:১১] দেখুন যিহি ১৩:১৯; [৩:১১] যিশা ১:২৩; দেখুন ৫৬:১১; যিরি ৬:১৩; দেখুন বিলাপ ৪:১৩; দেখুন হোশেয় ৪:৮, ১৮; [৩:১১] দেখুন যিশা ১০:২০; [৩:১১] যিরি ৭:৪; দেখুন যিহি ৩৪:২;

সাথে তাদের বিচ্ছেদ ঘটবে।

৩:৫-৮ আরেকটি বিতর্ক (২:৬-১১): ভাববাদী মীখা ও ভণ্ড ভাববাদীরা, যারা নিজেদেরকে শান্তিকামী বলে দাবী করে।

৩:৫ আর বলে, 'শান্তি'। ভণ্ড ভাববাদীরা যিহূদার জন্য শান্তির ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করে, কিন্তু ভাববাদী মীখা তাদের ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং তারা যে বন্দীদশায় যাবে সেই ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন (দেখুন পদ ১২; ৪:১০)। দেখুন যিরমিয় ৬:১৩-১৪ পদ ও ৬:১৪ পদের নোট; ৮:১০-১১।

৩:৬-৭ তোমরা দর্শন পাবে না ... ঈশ্বর উত্তর দেবেন না। দেখুন যিরমিয় ১৮:১৮ পদ ও নোট; আমোষ ৮:১১-১২ পদ ও ৮:১১ পদের নোট।

৩:৭ দর্শকেরা। প্রাচীনকালে ভাববাদীদের দর্শক নামেও ডাকা হত (১ শমূ ৯:৯ পদ ও নোট দেখুন)। *নিজ নিজ মুখ বন্ধ করবে।* লজ্জায় ও অপমানের কারণে।

৩:৮ আত্মার দেওয়া শক্তিতে ... পরিপূর্ণ। ঈশ্বরের ভাববাদীরা ছিলেন তাঁর আত্মার শক্তিতে অনুপ্রাণিত সংবাদদাতা (দেখুন যিশা ৪৮:১৬; ৬১:১ পদ ও নোট)। *তার পাপ জানাবার জন্য।* ভাববাদী মীখার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল ইস্রায়েল জাতির কাছে তার পাপের কথা ঘোষণা করা।

৩:৯-১২ দুর্নীতি পরায়ণ নেতারা, যাদের কারণে সিয়োনের পতন ঘটছে, তাদের বিচার ও শাস্তির ঘোষণা।

৩:৯ তোমরা একথা শোন। ১:২ পদের নোট দেখুন। যাকোব ... *ইস্রায়েল।* দেখুন পদ ১ ও নোট।

৩:১০ সিয়োনকে রক্তে ... গেঁথে তুলেছ। যিহি ৭:২৩ পদ ও নোট দেখুন।

৩:১১ ঘুষ নিয়ে বিচার করে। দেখুন ১ শমূ ৮:৩ পদ ও নোট; যিশা ১:২৩; ৫:২৩ পদ।

সেখানকার পুরোহিতেরা বেতন নিয়ে শিক্ষা দেয় ও সেখানকার ভাববাদীরা টাকা নিয়ে দৈববাণী বলে; তবুও সদাপ্রভুর উপরে নির্ভর করে তারা এই কথা বলে, আমাদের মধ্যে কি সদাপ্রভু নেই? কোন অমঙ্গল আমাদের কাছ আসবে না। [১২] এজন্য তোমাদের নিমিত্ত সিয়োন ক্ষেতের মত কর্ষিত হবে ও যিরূশালেম ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাবে এবং মন্দিরের পর্বত বনের উচ্চস্থলীর সমান হবে।

[৩:১২] দেখুন ২ রাজা :৯; দেখুন যিশা ৬:১১; [৩:১২] দেখুন যিরি ৫২:১৩; [৩:১২] দেখুন লেবীয় ২৬:৩১; দেখুন যিরি ১৭:৩; দেখুন ২২:৬; দেখুন বিলাপ ৫:১৮; দেখুন যিহি ৫:১৪ মীখা ৪;

৩:১২ যিরূশালেমন নগরীর ধ্বংস সাধিত হয়েছিল ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এই পদটি যিরমিয় ২৬:১৮ পদে প্রায় এক শতাব্দী পরে উদ্ধৃত করা হয়েছিল (উক্ত পদের নোট দেখুন)। যিরমিয় ২৬:১৯ পদে এ কথা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, ভাববাদী মীখার প্রচার রাজা হিষ্কিয়ের অধীনে সংস্কার কাজের সময় অত্যন্ত অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে (দেখুন ২ রাজা ১৮:১-৬ পদ; ২ বংশা ২৯-৩১ অধ্যায়)। যিরূশা*লেম ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাবে।* ঠিক শমরিয়ার মত (১:৬ পদ দেখুন)।

মীখা ৩ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) ভাববাদী মীখা তাদেরকে বিভিন্নভাবে শিক্ষা দেন এবং শাসনকর্তা (মীখা ৩:১-৪) ও ভন্ড চাটুকারী ভাববাদীদেরকে (মীখা ৩:৫-৭) তিরস্কার করেন ও তাদের পাপের জন্য আসন্ন বিপদের কথা বলে সাবধান করেন।

২) ভাববাদী মীখা ইস্রায়েলের নেতা ও শাসনকর্তাদেরকে সম্মিলিতভাবে শিক্ষা দেয়ার প্রয়াস পান এবং রাজ্যের উপর আসন্ন যে ধ্বংস তারা দেখতে চলছে, তার জন্য তিনি তাদেরকে সংঘবদ্ধভাবে একত্রিত করেন (মীখা ৩:৯-১২)।

সার-সংক্ষেপঃ

যাকোব তথা ইস্রায়েলের নেতারা তাদের নিজেদের লোকদের বিরুদ্ধে অমানবিক নিষ্ঠুরতা দেখান। আর তাই এই নেতারা সদাপ্রভুর কাছে করুণা লাভের আশায় আর্তনাদ করবেন, কিন্তু তিনি তা শুনবেন না। ঈশ্বরকে কষ্টদায়ক এদের পোষ্য ভণ্ড ভাববাদীদের উপর নেমে আসবে ঘোর অন্ধকার। মীখা আত্মবিশ্বাস সহকারে নিজেকে ঈশ্বরের এক জন সত্যিকারের ভাববাদী বলে ঘোষণা করেন। ঈশ্বরের নেমে আসা ক্রোধের ফলশ্রুতিতে, সিয়োনকে জমির মত করে চাষ করা হবে, যিরূশালেম হয়ে উঠবে ধ্বংসস্তুপ এবং মন্দিরের পাহাড়টির অবস্থা হবে বনভূমির মাঝে গাছ-পালা ছাড়া অনাবৃতভাবে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়গুলোর মত।

মীখা ৩ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. অসৎ নেতারা কিভাবে দেশের সাধারণ মানুষের সাথে ব্যবহার করতেন? (মীখা ৩:১ -৩)

২. নেতাদের সাথে সদাপ্রভু কেমন ব্যবহার করবেন? (মীখা ৩:৪)

৩. ভণ্ড ভাববাদীদের উপর ঈশ্বরের কি বিচার নেমে এসেছিল? (মীখা ৩:৫-৭)

৪. যিরূশালেমের উপর ঈশ্বরের কি বিচার নেমে এসেছিল? (মীখা ৩:৯-১২)

৪ [১] কিন্তু শেষকালে এরকম ঘটবে; সদাপ্রভুর গৃহের পর্বত অন্য পর্বতমালার মস্তকরূপে স্থাপিত হবে, উপপর্বতগুলো থেকে উচ্চীকৃত হবে; তাতে জাতিরা তার দিকে স্রোতের মত প্রবাহিত হবে। [২] আর অনেক জাতি যেতে যেতে বলবে, চল, আমরা সদাপ্রভুর পর্বতে, যাকোবের ঈশ্বরের গৃহে গিয়ে উঠি; তিনি আমাদের তাঁর পথের বিষয়ে শিক্ষা দেবেন, আর আমরা তাঁর পথে গমন করবো; কারণ সিয়োন থেকে ব্যবস্থা ও যিরূশালেম থেকে সদাপ্রভুর বাক্য বের হবে। [৩] আর তিনি অনেক জাতির মধ্যে বিচার করবেন এবং দূরস্থ বলবান জাতিদের বিচার নিষ্পত্তি করবেন; আর তারা নিজ নিজ খড়্গ ভেঙ্গে লাঙ্গলের ফাল গড়বে ও নিজ নিজ বর্শা ভেঙ্গে কাস্তে গড়বে; এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে আর খড়্গ তুলবে না, তারা আর যুদ্ধ শিখবে না। [৪] কিন্তু প্রত্যেকে নিজ নিজ আঙ্গুরলতার ও নিজ নিজ ডুমুর গাছের তলে বসবে; কেউ তাদেরকে ভয় দেখাবে না; কেননা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর মুখ এই কথা বলেছে। [৫] কারণ প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ

[৪:১] দেখুন গীত ৪৮:১; সখ ৮:৩; [৪:১] দেখুন যিহি ১৭:২২; [৪:১] দেখুন গীত ২২:২৭; ৮৬:৯; দেখুন যিরি ৩:১৭; দেখুন ৩১:১২; দেখুন দানি ২:৩৫; [৪:২] দেখুন যিরি ৩১:৬; দেখুন যিহি ২০:৪০; [৪:২] সখ ২:১১; ১৪:১৬; [৪:২] দেখুন গীত ১১৯:১৭১; [৪:২] গীত ২৫:৮-৯; দেখুন যিশা ৫৪:১৩; [৪:২] দেখুন দ্বি:বি ১৮:১৮; [৪:৩] দেখুন যিশা ১১:৪; [৪:৩] যোয়েল ৩:১০; সখ ৯:১০; [৪:৩] দেখুন গীত ৪৬:৯; [৪:৩] সখ ৮:২০-২২; [৪:৪] দেখুন ১ রাজা ৪:২৫; [৪:৪] দেখুন লেবীয় ২৬:৬; দেখুন যিহি ৩৯:২৬; [৪:৪] দেখুন যিশা ১:২০; [৪:৫] ২ রাজা ১৭:২৯; প্রেরিত ১৪:১৬; [৪:৫]

৪:১-৫ এখানে শেষ কাল সংক্রান্ত একটি বার্তা ঘোষিত হয়েছে: সিয়োনের ভবিষ্যৎ উচ্চ অবস্থান। যদিও মন্দির ধ্বংস হয়ে যাবে (৩:১২ পদ দেখুন), তথাপি ভবিষ্যতের সিয়োনে তা পুনর্নির্মাণ করা হবে এবং তা আরও জাঁকজমক সহকারে নির্মাণ করা হবে, যা হবে সব জাতির লোকদের উপাসনা ও শিক্ষার স্থান।

৪:১-৩ যিশাইয় ২:২-৪ পদের নোট দেখুন, যে অংশটির সাথে এই অংশের বহুলাংশে মিল রয়েছে।

৪:৩ লাঙ্গলের ফাল। যিশাইয় ২:৪ পদের নোট দেখুন।

৪:৪ আঙ্গুরলতা ... ডুমুর গাছ। এখানে ঈশ্বরের রাজ্যের শান্তিপ্রিয় অবস্থানের কথা বোঝানো হয়েছে। ১ রাজা ৪:২৫; ২ রাজা ১৮:৩১; সখ ৩:১০ পদ দেখুন। *কেউ তাদেরকে ভয় দেখাবে না।* এই কথাটি সফনিয় ৩:১৩ পদে উদ্ধৃত করা হয়েছে। ভয় সেখানে হয়ে দাঁড়াবে অতীতের বিষয়।

দেবতার নামে চলে; আর আমরা যুগে যুগে চিরকাল আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে চলবো।

বন্দীদশার পরে পুনঃস্থাপনের প্রতিজ্ঞা

৬ সদাপ্রভু বলেন, সেই দিনে আমি খঞ্জকে সমবেত করবো এবং যাকে তাড়িয়ে দেওয়া
হয়েছে ও যাকে আমি দুঃখ দিয়েছি, তাকে সংগ্রহ করবো। ৭ আর খঞ্জকে অবশিষ্টাংশ করে
রাখবো ও দূরীকৃতকে বলবান জাতি করবো; এবং সদাপ্রভু এখন থেকে চিরকাল সিয়োন
পর্বতে তাদের উপর রাজত্ব করবেন। ৮ আর হে পালের উচ্চগৃহ, হে সিয়োন-কন্যার পাহাড়,
তোমার কাছে রাজ্য আসবেই আসবে, হ্যাঁ, পূর্বকালীন কর্তৃত্ব, যিরূশালেম-কন্যার রাজ্য
আসবে।

৯ তুমি এখন কেন ঘোর চিৎকার করছো? তোমার মধ্যে কি রাজা নেই? তোমার মন্ত্রী
কি বিনষ্ট হল? তাই বলে কি স্ত্রীর প্রসব-বেদনার মত বেদনা তোমাকে ধরেছে?

১০ হে সিয়োন-কন্যা এখন তোমাকে নগর ছেড়ে মাঠে বাস করতে ও বাবিল পর্যন্ত
যেতে হবে; সেখানে তুমি উদ্ধার পাবে; সেখানে সদাপ্রভু তোমাকে তোমার শত্রুদের হাত
থেকে মুক্ত করবেন। ১১ এখন অনেক জাতি তোমার বিরুদ্ধে সমবেত হল; তারা বলে,

---

যিহো ২৪:১৪-১৫; যিশা ২৬:৮; সখ ১০:১২; [৪:৬] দেখুন যিরি ৩১:৮; [৪:৬] দেখুন গীত ১০৬:৪৭; [৪:৬] দেখুন যিহি ৩৪:১৩, ১৬; দেখুন ৩৭:২১; সফ ৩:১৯; [৪:৭] দেখুন যোয়েল ২:৩২; দেখুন মীখা ২:১২; [৪:৭] দেখুন আদি ১২:২; [৪:৭] দেখুন যিশা ২:২; [৪:৭] দেখুন দানি ২:৪৪; দেখুন ৭:১৪; দেখুন লূক ১:৩৩; প্রকা ১১:১৫; [৪:৮] দেখুন যিশা ১:২৬; [৪:৮] সখ ৯:৯; [৪:৯] যিরি ৮:১৯; [৪:৯] দেখুন আদি ৩:১৬; যিরি ৩০:৬; ৪৮:৪১; [৪:১০] দেখুন দ্বি:বি ২১:১০; ২ রাজা ২০:১৮; যিশা ৪৩:১৪; [৪:১০] দেখুন যিশা ৪৮:২০; [৪:১১] দেখুন বিলাপ ২:১৬; দেখুন ওব ১:১২;

৪:৫ ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে চলবো। অর্থাৎ সদাপ্রভুর নামে সাক্ষ্য দেব, তাঁকে ভালবাসব, তাঁর বাধ্য হব এবং তাঁর উপরে নির্ভর করবো। তুলনা করুন সখরিয় ১০:১২ পদ।

৪:৬-৮ আরেকটি শেষ কাল সংক্রান্ত পরিত্রাণের বার্তা: সিয়োনের পুনরুদ্ধার।

৪:৬ সেই দিনে। অর্থাৎ খ্রীষ্টের সময়ে (পদ ১ দেখুন; এর সাথে যিশা ২:১১, ১৭, ২০; যোয়েল ১:১৫ পদের নোট দেখুন)।

৪:৭ অবশিষ্টাংশ। ঈশ্বরের লোকেরা (দেখুন পদ ২:১২; এর সাথে দেখুন যিশা ১:৯ পদ)।

৪:৮ পালের উচ্চগৃহ। যিরূশালেম, পালক রাজা দায়ূদের সাম্রাজ্যের রাজধানী নগরী। *সিয়োন-কন্যা ... যিরূশালেম-কন্যা।* দেখুন পদ ১০, ১৩; এখানে যিরূশালেমকে ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে (২ রাজা ১৯:২১ পদ ও নোট দেখুন)। *পূর্বকালীন কর্তৃত্ব।* রাজা দায়ূদের রাজত্ব খ্রীষ্টের অধীনে আবারও পুনরুদ্ধার করা হবে।

৪:৯-১৩ এখানে ৯-১০ পদে ভাববাদী মীখা দায়ূদের রাজবংশের পতন এবং ৫৮৬ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের বন্দীদশার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সেই সাথে ৫৩৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যে পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সেটিও তিনি পূর্বাভাস দিয়েছেন। ১১-১৩ পদে যিরূশালেমের শত্রুদের বিরুদ্ধে শাস্তি ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে ঘোষণা করা হয়েছে।

৪:৯-১০ বিচার ও পরিত্রাণের ভবিষ্যদ্বাণী। পরবর্তী তিনটি অংশ (পদ ৯-১০, ১১-১৩; ৫:১ -৪) সব কটিই শুরু হয়েছে হিব্রু শব্দে "এখন" শব্দটি দিয়ে এবং শেষ করা হয়েছে এমন একটি ভাষা দিয়ে যা বোঝায় বর্তমান দুরাবস্থা কেটে গিয়ে সুদিন আসবে।

সিয়োন অশুচি হোক, আমাদের চোখ তার দুর্দশা দেখুক। [১২] কিন্তু তারা সদাপ্রভুর সঙ্কল্প সকল জানে না ও তাঁর মন্ত্রণা বোঝে না; বস্তুতঃ তিনি তাদেরকে আঁটির মত খামারে সংগ্রহ করেছেন।

[১৩] হে সিয়োন-কন্যা ওঠ, শস্য মাড়াই কর; কেননা আমি তোমার শিং লোহার ও খুর ব্রোঞ্জের করে দেব, তুমি অনেক জাতিকে চূর্ণ করবে; এবং তুমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য ও সমস্ত পৃথিবীর প্রভুর উদ্দেশে তাদের সম্পত্তি নিবেদন করবে।

মীখা ৭:৮; [৪:১২] দেখুন আদি ৫০:২০; দেখুন যিশা ৫৫:৮; রোমীয় ১১:৩৩-৩৪; [৪:১৩] দেখুন যিশা ২১:১০; [৪:১৩] দেখুন যিশা ৪৫:১; দেখুন দানি ২:৪৪; [৪:১৩] দেখুন যিশা ২৩:১৮ মীখা ৫;

৪:১১-১৩ বিচার ও পরিত্রাণের ভবিষ্যদ্বাণী: ও নোট দেখুন)।
বন্দীত্ব থেকে শুরু করে বিজয় লাভ (৯-১০ পদ

মীখা ৪ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) জাতিগুলোর সদাপ্রভুর পাহাড়ের কাছে ছুটে আসার কারণে সেটি অন্য পাহাড়গুলোকে ছাড়িয়ে যাবে এবং বিস্তৃত হয়ে পড়বে (মীখা ৪:১-২)
২) এটি স্থিরতা ও শান্তিতে সুরক্ষিত থাকবে (মীখা ৪:৩-৪)।
৩) এটিকে ঈশ্বরের খুব কাছে, অপরিবর্তনীয় ও যথাযথভাবে রাখা হবে (মীখা ৪:৫)।
৪) খ্রীষ্টের শাসনে ইস্রায়েলের সব দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকার হবে (মীখা ৪:৬-৭)।
৫) ভেড়ার রাখালের পাহারা-ঘর নামে সিয়োন কন্যার যে দুর্গ, তা হয়ে উঠবে বিস্তৃর্ণ ও সমৃদ্ধ এক রাজ্য (মীখা ৪:৮)।
৬) সিয়োন কন্যার সব সমস্যাগুলো অবশেষে আনন্দের কারণ হয়ে উঠবে (মীখা ৪:৯-১০)।
৭) সিয়োন কন্যার শত্রুরা অস্থির হয়ে পড়বে এবং তার বিরুদ্ধে তাদের নেয়া উদ্যোগে তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে (মীখা ৪:১১-১৩)।

সার-সংক্ষেপ:

এমন এক সময় আসবে, যখন সিয়োন নতুন এক পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থান করবে। আর অনেক জাতির মধ্যে থেকে সদাপ্রভু তাঁর বিচার কাজ পরিচালনা করবেন। তখন তলোয়ারকে নাঙ্গলের ফাল ও বর্শাকে ভেঙ্গে ডাল-পালা ছাঁটার ছুরি তৈরি করা হবে। আর জাতির বিরুদ্ধে জাতি তলোয়ার ধরবে না। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত সিয়োনে প্রত্যেকে সদাপ্রভুর নামে চলাফেরা করবে। খোঁড়া, সমাজচ্যুত ও নিপীড়িত লোকেরা শক্তিশালী জাতির একটি অংশ হয়ে উঠবে। আর সিয়োন কন্যাকে বলা হয়েছে যেন সে সন্তান প্রসব-ব্যথায় কষ্ট পাওয়া

স্ত্রীলোকের মত করে কাঁদে কারণ তাকে বাবিলে নির্বাসনে নিয়ে যাওয়া হবে– কিন্তু সেখানে থেকে তাকে ফিরিয়ে আনা হবে। যে জাতিগুলো সিয়োনের অপমানে আনন্দে মেতে উঠতো, তাদেরকে শস্যের মত করে খামারে মাড়াই করা হবে।

মীখা ৪ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. কিভাবে ভাববাদী মীখা আলোচিত রাজ্যটির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছিলেন? (মীখা ৪:১-৮)

২. মীখা ইস্রায়েলের প্রতি ঘটবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন? (মীখা ৪:৯-১০)

৩. কারা ঈশ্বরের লোকদের বিপক্ষে যাবে বলে বলা হয়েছে? (মীখা ৪:১১-১৩)

ইস্রায়েলের শাসনকর্তার আগমন

৫ [১] হে সৈন্যদল-কন্যা, এখন তুমি প্রাচীরের মধ্যেই অবরুদ্ধ হলে; কারণ আমাদের
বিরুদ্ধে একটা অবরোধ হল। তারা দণ্ড দিয়ে ইস্রায়েলের বিচারকর্তার চোঁয়ালে
আঘাত করবে।

[২] আর তুমি, হে বৈৎলেহম-ইফ্রাথা, তুমি যিহূদার হাজার হাজার লোকদের মধ্যে ক্ষুদ্রা
বলে অগণিতা, তোমার ভেতর থেকে ইস্রায়েলের মধ্যে শাসনকর্তা হবার জন্য আমার
উদ্দেশে এক জন ব্যক্তি উৎপন্ন হবেন; প্রাক্কাল থেকে, অনাদিকাল থেকে তাঁর উৎপত্তি।

[৫:১] বিলাপ ৩:৩০; [৫:২] দেখুন যোহন ৭:৪২; [৫:২] দেখুন আদি ৩৫:১৬; দেখুন ৪৮:৭; [৫:২] দেখুন গণনা ২৪:১৯; দেখুন ১ শমূ ১৩:১৪; দেখুন ২ শমূ ৬:২১; দেখুন ২ বংশা ৭:১৮; [৫:২] গীত ১০২:২৫; [৫:২] মথি ২:৬;

৫:১-৪ বিচার ও পরিত্রাণের ভবিষ্যদ্বাণী: অসহায় শাসক থেকে আদর্শ রাজা (৪:৯-১০ পদ ও নোট দেখুন), যিনি বৈৎলেহেমে জন্ম নেবেন এবং যার মহিমা পৃথিবীর শেষ সীমানা অবধি পৌঁছে যাবে (পদ ৪)।

৫:১ যিরূশালেম নগরী অবরুদ্ধ করা হবে এবং তার রাজাদেরকে বাবিলে নিয়ে যাওয়া হবে (সর্বশেষ রাজা সিদিকিয়কে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল; ২ রাজা ২৫:৭ পদ ও নোট দেখুন)।

৫:২ এই পদের অংশবিশেষ মথি ২:৬ পদে উদ্ধৃত করা হয়েছে। ১ পদের মত প্রত্যক্ষ ভবিষ্যদ্বাণীতে না গিয়ে ভাববাদী মীখা একটি ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়েছেন। *ইফ্রাথা।* যে অঞ্চলে বৈৎলেহমে অবস্থিত ছিল (রূত ১:২ পদ ও নোট দেখুন)। *শাসনকর্তা।* চূড়ান্ত খ্রীষ্ট, যিনি তার পিতা ঈশ্বরের পক্ষে শাসন করবেন (৪:৮ পদের নোট দেখুন)। *অনাদিকাল থেকে তাঁর উৎপত্তি।* তাঁর মানবীয় জন্মের বহু আগে থেকেই তাঁর অস্তিত্ব ছিল (দেখুন যোহন ৮:৫৮ পদ)। এখানে ৭:২০ পদে একটি হিব্রু প্রবাদ পাওয়া যায়, "পূর্বকাল থেকে"। *প্রাক্কাল থেকে।* দেখুন ২ শমূ ৭:১২-১৬; যিশা ৯:৬-৭ পদ ও নোট; আমোষ ৯:১ পদ)। অর্থাৎ সৃষ্টির অনাদিকাল থেকে তাঁর অস্তিত্ব রয়েছে (দেখুন যোহন ১:১, ১৪, ১৮; ৮:৫৮; ১৭:৫; ফিলিপীয় ২:৫-১১; কলসীয় ১:১৫-২০; ইব্রীয় ১:১-৩

৩ এজন্য তিনি তাদেরকে ত্যাগ করবেন, যে পর্যন্ত প্রসবকারিণী প্রসব না করেন, সেই সময় পর্যন্ত। পরে তাঁর অবশিষ্ট ভাইয়েরা ইস্রায়েল-সন্তানদের কাছে ফিরে আসবে। ৪ আর তিনি দাঁড়াবেন এবং সদাপ্রভুর শক্তিতে, তাঁর ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের শক্তিতে, তাঁর ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের মহিমাতে, তাঁর পাল চরাবেন; তাই তারা বাস করবে, কেননা সেকালে তিনি পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত মহান হবেন। ৫ আর ইনিই আমাদের শান্তি হবেন। আসিরিয়া যখন আমাদের দেশে আসবে ও আমাদের অট্টালিকাগুলো দলিত করবে, তখন আমরা তার বিপক্ষে সাত জন পালরক্ষক ও আট জন নরপতিকে উত্থাপন করবো। ৬ তারা খড়্গ দ্বারা আসিরিয়া দেশ এবং নিম্রোদের দেশের দ্বারে দ্বারে সেই দেশ শাসন করবে; আসিরিয়া আমাদের দেশে এসে আমাদের সীমা দলিত করলে তিনি তা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করবেন।

ভবিষ্যতে অবশিষ্টাংশের করণীয়

৭ আর অনেক জাতির মধ্যে যাকোবের অবশিষ্টাংশ সদাপ্রভুর কাছ থেকে আগত শিশিরের মত, ঘাসের উপরে পড়া বৃষ্টির মত হবে, যা মানুষের জন্য বিলম্ব করে না ও

[৫:৩] দেখুন যিরি ৭:২৯; [৫:৪] যিশা ৪০:১১; ৪৯:৯; দেখুন যিহি ৩৪:১১-১৫, ২৩; মীখা ৭:১৪; [৫:৪] যিশা ৫২:১৩; লূক ১:৩২; [৫:৫] দেখুন যিশা ৯:৬; দেখুন লূক ২:১৪; কল ১:১৯-২০; [৫:৫] যিশা ৮:৭; [৫:৫] যিশা ১০:২৪-২৭; [৫:৬] আদি ১০:৮; [৫:৬] সফ ২:১৩; [৫:৬] নহূম ২:১১-১৩; [৫:৭] দেখুন আমোষ ৫:১৫; দেখুন মীখা ২:১২; [৫:৭] দেখুন গীত ১৩৩:৩; [৫:৭] যিশা ৪৪:৪;

পদ ও নোট)। ৭:১৪ পদে এবং আমোষ ৯:১১ পদে প্রায় একই ধরনের একটি হিব্রু প্রকাশভঙ্গি পাওয়া যায়। সে কারণে সময় সংক্রান্ত এই শব্দগুচ্ছগুলো ইতিহাসে সম্পূর্ণভাবে গ্রথিত হয়ে আছে।

৫:৩ তিনি তাদেরকে ত্যাগ করবেন। অর্থাৎ ইস্রায়েল জাতিকে ঈশ্বর ত্যাগ করবেন। যে পর্যন্ত প্রসবকারিণী প্রসব না করেন। অর্থাৎ যে পর্যন্ত খ্রীষ্ট জন্ম না নেন ও তাঁর নিরূপিত ভূমিকা পালন না করেন। *ইস্রায়েল।* ১:৫ পদের নোট দেখুন।

৫:৪ খ্রীষ্ট তাঁর পিতা ঈশ্বরের পাল চালনা করবেন এবং তাঁর পিতার শক্তি ও মহিমায় শাসন করবেন।

৫:৫-৬ পরিত্রাণের বাণী: আদর্শ রাজা তাঁর লোকদের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করবেন (পদ ৬)। লক্ষ্য করে দেখুন এই অংশটির শুরু ও শেষে ক-খ-খ/ক-খ-খ ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিংবা যে কেউ এই অংশটিকে বিশ্লেষণ করে পুরো অংশটিকেই একটি ক-খ-গ -ঘ/ঘ-ক-খ-গ ছন্দে নিয়ে আসতে পারবে। এখানে ঘ দিয়ে দুটো লাইন বোঝানো হয়েছে।

৫:৫ আমাদের শান্তি। যীশু খ্রীষ্টই আমাদের শান্তি (ইফি ২:১৪ পদ দেখুন)। যুদ্ধ থেকে মুক্তি লাভের পাশাপাশি শান্তি শব্দটি দিয়ে হিব্রু ভাষায় বোঝানো হয়ে থাকে সমৃদ্ধি, যা আমরা পুরাতন নিয়মে উল্লেখ দেখতে পাই। যিশা ৯:৬ পদের নোট দেখুন ("শান্তির রাজা"); লূক ২:১৪ পদ দেখুন। *আসিরিয়া।* প্রত্যেক যুগে ঈশ্বরের লোকদের সমস্ত শত্রুদের প্রতীক। দেখুন যিশা ১১:১১; সখ ১০:১০ পদ ও নোট। *আমরা।* অর্থাৎ ঈশ্বরের লোকেরা। *সাত জন ... আট জন।* সাধারণত এ ধরনের সংখ্যা উল্লেখ করার অর্থ বহু সংখ্যক হিসেবে বলা (ইয়োব ৫:১৯ পদের নোট দেখুন)।

৫:৬ নিম্রোদের দেশ। আসিরিয়া। দেখুন আদি ১০:৮-১২। *তিনি।* ২ পদে উল্লেখ করা শাসনকর্তা।

৫:৭-৯ উদ্ধারের বার্তা: জাতিগণের মধ্যে অবশিষ্টাংশরা।

তাদের অপেক্ষা করে না। [৮] আর জাতিদের মধ্যে, অনেক জাতির মধ্যে, যাকোবের অবশিষ্টাংশ, বন্য পশুদের মধ্যে যেমন সিংহ, মেষপালগুলোর মধ্যে যেমন যুবসিংহ, তেমনি হবে; এই যদি পালের মধ্য দিয়ে যায়, তবে দলন করে ও বিদীর্ণ করে; কেউ তাদের উদ্ধার করতে পারে না। [৯] তোমার বিপক্ষদের উপরে তোমার হাত উন্নত হোক, আর তোমার সমস্ত শত্রু উচ্ছিন্ন হোক।

[১০] আর সদাপ্রভু বলেন, সেদিন আমি তোমার মধ্য থেকে তোমার ঘোড়াগুলো মুছে ফেলব ও তোমার রথগুলো নষ্ট করবো; [১১] আর আমি তোমার দেশের নগরগুলো ধ্বংস করবো ও তোমার দুর্গগুলো নিপাত করবো; [১২] আর আমি তোমার হাতের মধ্য থেকে সকল মায়াবিত্ব মুছে ফেলব, গণকেরা তোমার মধ্যে আর থাকবে না; [১৩] এবং আমি তোমার মধ্য থেকে তোমার খোদাই-করা মূর্তি ও তোমার স্তম্ভগুলো ধ্বংস করবো; তুমি আর তোমার হাতের তৈরি বস্তুর কাছে প্রণিপাত করবে না। [১৪] আর আমি তোমার মধ্য থেকে তোমার আশেরা-মূর্তিগুলো উৎপাটন করবো ও তোমার নগরগুলো বিনষ্ট করবো। [১৫] আর আমি ক্রোধে ও প্রচণ্ডতায় সেই জাতিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেব, যারা কথা শুনে নি।

[৫:৮] দেখুন আদি ৪৯:৯; [৫:৮] মীখা ৪:১৩; সখ ১০:৫; [৫:৮] দেখুন গীত ৫০:২২; দেখুন যিশা ৫:২৯; দেখুন হোশেয় ৫:১৪; [৫:৯] দেখুন গীত ১০:১২; [৫:১০] যাত্রা ১৫:৪, ১৯; দেখুন হোশেয় ১৪:৩; হগয় ২:২২; সখ ৯:১০; [৫:১১] দেখুন দ্বি:বি ২৯:২৩; যিশা ৬:১১; [৫:১১] দেখুন বিলাপ ২:২; দেখুন হোশেয় ১০:১৪; আমোষ ৫:৯; [৫:১২] দ্বি:বি ১৮:১০-১২; যিশা ২:৬; ৮:১৯; [৫:১৩] নহূম ১:১৪; [৫:১৩] হোশেয় ১০:২; [৫:১৩] দেখুন যিশা ২:১৮; দেখুন যিহি ৬:৯; সখ ১৩:২; [৫:১৪] দেখুন যাত্রা ৩৪:১৩; দেখুন বিচার ৩:৭; দেখুন ২ রাজা ১৭:১০; [৫:১৫] দেখুন যিশা ৬৫:১২ মীখা ৬;

৫:৭-৮ অবশিষ্টাংশ। দেখুন ৪:৭ পদের নোট।

৫:৭ সদাপ্রভুর কাছ থেকে আগত শিশিরের মত। দেখুন যিশা ২৬:১৯; হোশেয় ১৪:৫ পদ ও নোট।

৫:৮ সিংহ। আগের অংশের সদৃশতার মত (পদ ৭) এই চিত্রগুলো ঈশ্বরের লোকদের শত্রুদের উপরে বিজয় লাভের কথা নির্দেশ করে (পদ ৯)। ঈশ্বরের রাজ্য চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে।

৫:৯ তোমার। অর্থাৎ অবশিষ্টাংশদের (পদ ৭-৮)।

৫:১০-১৫ শেষ কাল সম্পর্কিত পরিত্রাণের বার্তা: সামরিক শক্তি ও পৌত্তলিক পূজা অর্চণা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্টকরণ। খ্রীষ্টের যুগে ঈশ্বরের লোকেরা আর কোন যুদ্ধাস্ত্রের উপরে বা কোন দেবতার মূর্তির উপরে নির্ভর করবে না (তুলনা করুন ৪:৩ পদ ও যিশা ২:৪ পদের নোট)। তাঁর লোকদের সাফল্য সব সময়ই তাঁর উপরে নির্ভর করার মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে।

৫:১০ সেদিন। দেখুন ৪:৬ পদের নোট।

৫:১৪ আশেরা-মূর্তি। দেখুন যাত্রা ৩৪:১৩ পদ ও নোট।

মীখা ৫ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) যিহূদী জাতির দুর্ভোগ ও চরম বিপদের বিষয়ে উপস্থাপিত ভবিষ্যদ্বাণী (মীখা ৫:১)।
২) উল্লেখিত দুর্ভোগ ও চরম বিপদের দিনে ঈশ্বরের লোকদেরকে সাহায্য করতে খ্রীষ্ট ও তাঁর রাজ্যের বিষয়ে প্রতিজ্ঞা।
৩) খ্রীষ্টের জন্ম (মীখা ৫:২-৩)।

৪) তাঁর অগ্রগতি (মীখা ৫:৪)।
৫) তাঁর লোকদের সুরক্ষা এবং তাঁর ও তাদের শত্রুদের উপর তাঁর বিজয় (মীখা ৫:৫-৬)।
৬) প্রতিশ্রুত শাসনকর্তার শাসনে প্রতিষ্ঠিত হবে খুবই চমৎকার এক পৃথিবী (মীখা ৫:৭)।
৭) যিহূদী সমাজ আক্রমণের সাথে যে শত্রুরা সংশ্লিষ্ট থেকেছে বা থাকে নি– তাদের উভয়ের ধ্বংস হওয়া (মীখা ৫:৮-১৫)।

সার-সংক্ষেপঃ
ইনি হলেন সেই জন, যিনি শাসনকর্তা হিসেবে বৈৎলেহম থেকে বের হয়ে আসবেন। তিনি দাঁড়াবেন এবং সদাপ্রভুর শক্তিতে তাঁর লোকদেরকে রাখালের মত করে চালাবেন। তিনি আসিরিয়দের কাছ থেকে যাকোবকে মুক্ত করবেন। অবশেষে সব মিলিয়ে ইস্রায়েলের অবশিষ্ট যে ব্যাপক সংখ্যক লোকেরা থাকবে, তারা তাদের শত্রুদের উপর বিজয়ী হবে। আর সদাপ্রভু সব যাদুবিদ্যা, মায়াবিদ্যা, ভবিষ্যতবক্তা ও মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করবেন।

মীখা ৫ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. শাসনকর্তার প্রতি কি ঘটেছিল? (মীখা ৫:১)
২. সেই তথাকথিত শাসনকর্তার উৎপত্তি কোথায় ছিল? (মীখা ৫:২)
৩. ইস্রায়েলের সেই শাসনকর্তার কাজ কি ছিল? (মীখা ৫:৩-১৫)

ইস্রায়েলের ভ্রষ্টতা ও ভাবী কালে ঈশ্বরের দয়া

৬ [১] তোমরা একবার শোন, সদাপ্রভু কি বলছেন; তুমি ওঠ, পর্বতমালার সম্মুখে মামলা
উপস্থিত কর, উপপর্বতগুলো তোমার কথা শুনুক।
[২] হে পর্বতমালা, হে পৃথিবীর অটল ভিত্তিমূলগুলো, তোমরা সদাপ্রভুর অভিযোগ শোন;
কেননা তাঁর লোকদের সঙ্গে সদাপ্রভুর ঝগড়া হচ্ছে, তিনি ইস্রায়েলের সঙ্গে বিচার করছেন।
[৩] হে আমার লোকেরা, আমি তোমাদের কি করলাম? কিসে তোমাদেরকে ক্লান্ত

[৬:১] দেখুন গীত ৫০:১; দেখুন যিহি ৬:২; [৬:২] দ্বি:বি ৩২:১; [৬:২] দেখুন হোশেয় ১২:২; [৬:২] দেখুন যিশা ৩:১৩; [৬:২] গীত ৫০:৭; দেখুন যির্মি ২:৯; [৬:৩] যির্মি ২:৫; [৬:৩] যির্মি ২:৫;

৬:১-২ পর্বতমালা ... পৃথিবীর অটল ভিত্তিমূল। জড় বস্তুকে তৃতীয় পক্ষ সাক্ষী হিসেবে ডাকার কারণ হল, তারা প্রকৃতির স্থায়ী অংশ এবং তারা সদাপ্রভুর নিয়ম স্থানের প্রত্যক্ষদর্শী (দেখুন দ্বি.বি. ৩২:১; যিহোশূয় ২৪:২৭; যিশা ১:২ পদ ও নোট)।

৬:১ শোন। দেখুন ১:২ পদের নোট; এর সাথে ৩:১ পদও দেখুন।

৬:২ ইস্রায়েল। প্রাথমিকভাবে এখানে যিহূদার কথা বলা হয়েছে (১:৫ পদের নোট দেখুন)।

৬:৩, ৫ আমার লোকেরা। নিয়মের ভাষা (দেখুন পদ ৮ ও নোট)।

করলাম? আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দাও। [৪] আমি তো মিসর দেশ থেকে তোমাকে এনেছিলাম, দাস-গৃহ থেকে মুক্ত করেছিলাম এবং তোমাদের আগে মোশি, হারোণ ও মরিয়মকে পাঠিয়েছিলাম। [৫] হে আমার লোকেরা, একবার স্মরণ কর, মোয়াবের রাজা বালাক কি মন্ত্রণা করেছিল ও বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম তাকে কি উত্তর দিয়েছিল; শিটীম থেকে গিল্‌গল পর্যন্ত কি ঘটেছিল, স্মরণ কর, যেন তোমরা সদাপ্রভুর করা পরিত্রাণের কাজগুলোর কথা জানতে পার।

ঈশ্বর কি চান

[৬] 'আমি কি নিয়ে সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হব, ঊর্ধ্বস্থ ঈশ্বরের সম্মুখে প্রণত হব? আমি কি পোড়ানো-উৎসর্গ নিয়ে, এক বছর বয়সের বাছুরগুলোকে নিয়ে, তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হব? [৭] হাজার হাজার মেষে ও অযুত অযুত নদী-ভরা তেলে কি সদাপ্রভু খুশি হবেন? আমি আমার অধর্মের জন্য কি নিজের প্রথমজাত পুত্রকে দেব? আমার প্রাণের পাপের দরুন কি শরীরের ফল দান করবো?' [৮] হে মানুষ, যা ভাল, তা তিনি তোমাকে জানিয়েছেন; বস্তুতঃ ন্যায্য আচরণ, দয়ায় অনুরাগ ও নম্রভাবে তোমার ঈশ্বরের সঙ্গে

[৬:৪] দেখুন যাত্রা ৩:১০; দেখুন ৬:৬; [৬:৪] দ্বি:বি ৭:৮; [৬:৪] দেখুন যাত্রা ৪:১৬; [৬:৪] দেখুন গণনা ৩৩:১; গীত ৭৭:২০; [৬:৪] দেখুন যাত্রা ১৫:২০; [৬:৫] দেখুন গণনা ২২:২; [৬:৫] দেখুন গণনা ২৫:১; [৬:৫] দেখুন দ্বি:বি ১১:৩০; যিহো ৫:৯-১০; [৬:৫] বিচার ৫:১১; ১ শমূ ১২:৭; [৬:৬] দেখুন গীত ৯৫:২; [৬:৬] গীত ৪০:৬-৮; ৫১:১৬-১৭; [৬:৭] দেখুন যিশা ১:১১; দেখুন ৪০:১৬; [৬:৭] গীত ৫০:৮-১০; [৬:৭] দেখুন লেবীয় ১৮:২১; দেখুন ২ রাজা ৩:২৭; [৬:৭] হোশেয় ৫:৬; দেখুন আমোষ ৫:২২; [৬:৮] দেখুন যিশা ১:১৭; দেখুন যিরি ২২:৩; [৬:৮] দেখুন ২ রাজা ২২:১৯; দেখুন যিশা ৫৭:১৫; [৬:৮] দেখুন আদি ৫:২২; দ্বি:বি ১০:১২-১৩; ১ শমূ ১৫:২২; হোশেয় ৬:৬; সখ ৭:৯-১০; মথি ৯:১৩; ২৩:২৩; মার্ক ১২:৩৩; লূক ১১:৪২;

৬:৪ আমি তো মিসর দেশ থেকে তোমাকে এনেছিলাম। দেখুন যাত্রা ২০:২ পদ ও নোট। *মূসা, হারুন ও মরিয়ম।* দেখুন গণনা ১২:১-২ পদ ও ১২:২ পদের নোট।

৬:৫ বালাক ... বিলিয়ম। দেখুন গণনা ২২-২৪ পদ ও ২২:৮ পদের নোট। শিটীম থেকে গিল্‌গল পর্যন্ত। দেখুন গণনা ২৫:১; যিহোশূয় ২:১; ৩:১–৪:২৫; ৪:১৯ পদ ও নোট। *সদাপ্রভুর করা উদ্ধারের কাজগুলো।* দেখুন ১ শমূ ১২:৭ পদ ও নোট।

৬:৬ এই একই চিন্তা ১ শমূ ১৫:২২; গীত ৫১:১৭; যিশা ১:১১-১৫; হোশেয় ৬:৬ পদে প্রকাশ করা হয়েছে (উক্ত পদগুলোর নোট দেখুন)। ভাববাদী মীখা উৎসর্গ করার গুরুত্ব সম্পর্কে কোন অস্বীকৃতি জানান নি, কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন যে, বাধ্যতা বিহীন যদি উৎসর্গ দেওয়া হয় তাহলে তাতে কোন উপকার হয় না।

৬:৭ এই প্রশ্নগুলো এমন যার কোন উত্তর হয় না বা এর উত্তর প্রশ্নের মাঝেই নিহিত আছে, এবং এর উত্তর সব সময়ই নেতিবাচক হবে।

৬:৮ ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্কের বিষয়ে পুরাতন নিয়মের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বক্তব্য (দেখুন যিরমিয় ২২:১৬; হোশেয় ৬:৬ পদ ও নোট; এর সাথে তুলনা করুন যাকোব ১:২৭ পদ)। ভাববাদী মীখা এখানে তাঁর প্রায় সমসাময়িক ভাববাদীদের ভবিষ্যদ্বাণীর বিভিন্ন বিষয়বস্তু সংক্ষেপিত করে তাঁর বক্তব্যে এনেছেন: আমোষ ("ন্যায্য আচরণ:" তুলনা করুন আমোষ ৫:২৪ পদ), হোশেয় ("দয়ার অনুরাগ"; তুলনা করুন হোশেয় ৬:৬) এবং যিশাইয় ("নম্রভাবে তোমার ঈশ্বরের সঙ্গে চলাচল"; তুলনা করুন যিশা ২৯:১৯)। এছাড়া আরও দেখুন মথি ২৩:২৩ পদ। *হে মানুষ।*

চলাচল, এছাড়া সদাপ্রভু তোমার কাছে আর কিসের অনুসন্ধান করেন?

ছলনা ও দুষ্টতার দণ্ড

৯ সদাপ্রভুর কণ্ঠস্বর নগরকে আহ্বান করছেন; তোমার নামকে ভয় করা প্রজ্ঞার বিষয়;
হে বংশ সকল ও নগরের সমবেত লোকবৃন্দ শোন!
১০ দুষ্টের বাড়িতে কি এখনও দুষ্টতার ভাণ্ডার ও ঘৃণিত হীন ঐফা আছে?
১১ দুষ্টতার নিক্তিতে ও ছলনার বাট্‌খারায় আমি কি বিশুদ্ধ হব?
১২ সেখানকার ধনবান লোকেরা দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ ও সেই স্থানের অধিবাসীরা মিথ্যা
কথা বলেছে, তাদের জিহ্বা প্রবঞ্চনার কথা বলে।
১৩ এজন্য আমিও সাংঘাতিকভাবে
তোমাকে প্রহার করেছি, তোমার পাপের দরুন তোমাকে ধ্বংস করেছি।
১৪ তুমি আহার
করবে, তবুও তৃপ্ত হবে না, কিন্তু তোমার মধ্যে ক্ষীণতা থাকবে; তুমি তোমার জিনিসপত্র
রক্ষা করতে চাইবে কিন্তু তা রক্ষা করতে পারবে না; যা রক্ষা করবে, তা আমি খড়্গ দ্বারা
বিনষ্ট করবো।
১৫ বীজ বপন করেও তুমি শস্য কাটতে পাবে না, জলপাই পেষণ করেও
শরীরে তেল লেপন করতে পাবে না এবং আঙ্গুর মাড়াই করেও আঙ্গুর-রস পান করতে
পাবে না।
১৬ কারণ অম্রির বিধি ও আহাব-কুলের কাজগুলো পালিত হচ্ছে এবং তোমরা
তাদের পরামর্শ অনুসারে চলছো, যেন আমি তোমাকে বিস্ময়ের বিষয় ও তোমার
নিবাসীদেরকে বিদ্রুপের বিষয় করি; আর তোমরা আমার লোকদের উপহাস বহন করবে।

[৬:৯] দেখুন আদি ১৭:১; যিশা ১১:৪; [৬:১০] যিহি ৪৫:৯-১০; দেখুন আমোষ ৩:১০; ৮:৪-৬; [৬:১১] দেখুন লেবীয় ১৯:৩৬; [৬:১১] দেখুন দ্বি:বি ২৫:১৩; [৬:১২] দেখুন যিশা ১:২৩; [৬:১২] দেখুন গীত ১১৬:১১; যিশা ৩:৮; [৬:১২] দেখুন গীত ৩৫:২০; দেখুন যিরি ৯:৩; [৬:১৩] যিশা ১:৭; ৬:১১; [৬:১৪] দেখুন যিশা ৯:২০; দেখুন হোশেয় ৪:১০; [৬:১৪] যিশা ৩০:৬; [৬:১৫] দেখুন দ্বি:বি ২৮:৩৮; যিরি ১২:১৩; [৬:১৫] ইয়োব ২৪:১১; দেখুন আমোষ ৫:১১; সফ ১:১৩; [৬:১৬] দেখুন ১ রাজা ১৬:২৫; [৬:১৬] ১ রাজা ১৬:২৯-৩৩; [৬:১৬] যিরি ৭:২৪; [৬:১৬] দেখুন যিরি ২৫:৯; [৬:১৬] দেখুন দ্বি:বি ২৮:৩৭; দেখুন যিরি ৫১:৫১; দেখুন মীখা ২:৬।

ভাববাদী মীখা এখানে সমগ্র ইস্রায়েল জাতির প্রতি সম্বোধন করে কথা বলছেন (দেখুন দ্বি.বি. ১০:১২-১৩)। *ন্যায্য আচরণ ... দয়ায় অনুরাগ।* যে ধরনের বাধ্যতা ঈশ্বর তাঁর নিয়মের অধীন লোকদের কাছ থেকে কামনা করেন। *ন্যায্য আচরণ। সখ* ৮:১৬ পদের নোট দেখুন। *নম্রভাবে।* কিংবা বলা যায় "বিজ্ঞতার সাথে", "সাবধানতার সাথে" বা "প্রজ্ঞার সাথে"। *তোমার ঈশ্বর।* ৩, ৫ পদের "আমার লোকেরা" কথাটির সাথে এই অংশটি সামঞ্জস্যপূর্ণ (সখ ৮:৮ পদের নোট দেখুন)।

৬:৯-১৬ একটি স্বর্গীয় বিচারের শুনানি, যেখানে আরও অভিযোগ আনা হয়েছে এবং শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে (অসার জীবন, হতাশা, ভর্ৎসনা ও ধ্বংস, পদ ১৩-১৫)। এর রূপরেখা: (১) প্রারম্ভিক বক্তব্য (পদ ৯), (২) জাতিগত বা ব্যক্তিগত পাপের একটি তালিকা (পদ ১০-১২), (৩) স্বর্গীয় শাস্তির ঘোষণা (পদ ১৩-১৫) এবং (৪) সমাপনী বক্তব্য (পদ ১৬)।

৬:৯ তোমার। অর্থাৎ যিরূশালেম নগরের।

৬:১০ ঐফা। প্রায় অর্ধেক বুশেল সমপরিমাণ পরিমাপের একক।

৬:১১ দেখুন লেবীয় ১৯:৩৫; হিতোপদেশ ১১:১ পদ ও নোট; হোশেয় ১২:৭; আমোষ ৮:৫ পদ।

৬:১২ তোমার। অর্থাৎ যিরূশালেম নগরের।

৬:১৩ এজন্য। ২:৩ পদ ও নোট দেখুন।

৬:১৪-১৫ দেখুন হগয় ১:৬ পদ ও নোট।

৬:১৬ অম্রি ... আহাব। ১ রাজা ২৫, ৩০ পদ বলে যে, তারা তাদের পূর্বেকার সমস্ত রাজার চেয়ে বেশি মন্দ কাজ করেছিলেন। *বিস্ময়ের বিষয় ... বিদ্রূপের বিষয়।* তাকে ধ্বংস করে ফেলা হবে, কারণ অবাধ্যতা ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসে।

মীখা ৬ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) ঈশ্বরের লোকদের নীচ অকৃতজ্ঞতার জন্য তিনি তাদের বিরুদ্ধে উদ্যোগ নেন এবং এক সময় তিনি তাদেরকে যে দয়া করেছিলেন, তার প্রতিদান হিসেবে তারা তাঁকে যা দিয়েছিল, তা অনাকাঙ্খিত (মীখা ৬:১-৫)।

২) তিনি তাদের করা ভুলগুলোকে তুলে ধরেন (মীখা ৬:৬-৮)।

৩) ঈশ্বর তাদেরকে ডাকেন যেন তারা তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত বিচারকে শুনতে পায় এবং তাদের সামনে সব পাপ পর্যায়ক্রমিকভাবে উপস্থাপন করা হয়, যা নিয়ে তখনো তাদের সাথে তাঁর বিতর্ক ছিল (মীখা ৬:৯)। আর অন্যায় (মীখা ৬:১০-১৫) ও প্রতিমাপূজার (মীখা ৬:১৬) জন্য তাদের উপর ধ্বংস নেমে আসছিল।

সার-সংক্ষেপঃ

ঈশ্বর তাঁর ভাববাদী মীখার মাধ্যমে প্রকৃতির কাছে তাঁর অভিযোগ তুলে ধরতে বলেন যেভাবে– 'হে পাহাড়-পর্বত, তোমরা সদাপ্রভুর অভিযোগ শুন।' তিনি লোকদের প্রতি তাঁর দয়ার কথা তাদেরকে মনে করান এবং তাদের অকৃতঙ্গতার বিষয়ে অভিযোগ তোলেন। আর এক্ষেত্রে লোকদেরকে মনে করা হয় যে, তারা সদাপ্রভুকে উত্তর দিচ্ছে এবং তাঁর দাবীর ধরণ নিয়ে অভিযোগ করছে: পাপের উৎসর্গ হিসেবে এক হাজার ভেড়া ও প্রথমজাত পশুকে উৎসর্গ করা হলে সদাপ্রভু কি সন্তুষ্ট হবেন? যাহোক, ভাববাদী মীখা সঠিক উত্তরটি দিতে গিয়ে বলেন যে, সদাপ্রভু কি চান, তা তিনি ইতিমধ্যেই তাদের কাছে প্রকাশ করেছেন: ন্যায়বিচার, দয়া ও নম্রতা। শাস্তির লাঠির! দিকে তাকিয়ে, যিনি সেটিকে বিধিবদ্ধ করেছেন তাঁর কথা শোন যে, ঠকানোর বাটখারা ও পরিমাপকে তিরস্কার করা হবে। তাই ধ্বংসের মাধ্যমে তোমাদেরকে জনশূণ্য করা হবে।

মীখা ৬ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের অভিযোগ কি ছিল? (মীখা ৬:১-৫)

২. ইস্রায়েল কিভাবে তার পাপের উৎসর্গের জন্য প্রস্তাব করেছিল? (মীখা ৬:৬-৮)

৩. ঈশ্বর তাঁর লোকদের কাছ থেকে কি আশা করেছিলেন? (মীখা ৬:৮)

৪. নয় থেকে বার পদে তুলে ধরা সেই পাপগুলো কি ছিল, যার সাথে ইস্রায়েল সম্পৃক্ত ছিল? (মীখা ৬:৯-১২)

৫. যখন ইস্রায়েল ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে করতে পারে নি, তখন তিনি কি করতে বাধ্য হয়েছিলেন? (মীখা ৬:৯-১৬)

৬. ঈশ্বরের শাস্তির ধরণ কেমন ছিল? (মীখা ৬:১৩-১৬)

মীখা : ৭ অধ্যায়

সর্বস্থানে অবিশ্বস্ততা

৭ [১] ধিক্ আমাকে! কেননা আমি গ্রীষ্মকালীন ফল আহরণ করার কিম্বা আঙ্গুরচয়নের
পরের চয়নকারীদের মত হয়েছি; খাবার যোগ্য একটি আঙ্গুরগুচ্ছ নেই; আমার প্রাণ
প্রথম পাকা ডুমুর ফল আশা করছে। [২] পৃথিবী থেকে বিশ্বস্ত লোক উচ্ছিন্ন হয়েছে, মানুষের
মধ্যে সরল লোক একেবারে নেই; সকলেই রক্তপাত করার জন্য ঘাঁটি বসায়; প্রত্যেকে
আপন আপন ভাইকে জালে আট্‌কাতে চেষ্টা করে। [৩] যা মন্দ, সেই কাজ সযত্নে করার জন্য
তাদের দুই হাতই ব্যতিব্যস্ত; কর্মকর্তা অর্থ চায়, বিচারকর্তা উপহার গ্রহণে প্রস্তুত; এবং বড়
মানুষ আপন প্রাণের দুষ্টতা মুখে ব্যক্ত করে; তারা তা জালের মত বুনে। [৪] তাদের মধ্যে যে
ব্যক্তি উত্তম, সে কাঁটাঝোপের মত; আর যে অতি সরল, সে কাঁটাযুক্ত বেড়া থেকেও মন্দ;
তোমার প্রহরীদের দিন, তোমার সমুচিত দণ্ড, আসছে; এখনই তাদের ব্যাকুল হবার সময়।
[৫] তোমরা বন্ধুর উপর বিশ্বাস করো না; আত্মীয়ের উপরও বিশ্বাস স্থাপন করো না; তোমার
বক্ষঃস্থলে শয়নকারিণী স্ত্রীর কাছেও কথা বলতে সতর্ক হবে। [৬] কেননা পুত্র পিতাকে
লঘুজ্ঞান করে, কন্যা তার ময়ের ও পুত্রবধূ তার শাশুড়ীর বিরুদ্ধে ওঠে, নিজ নিজ পরিজনই
মানুষের শত্রু।

[৭] কিন্তু আমি সদাপ্রভুর প্রতি দৃষ্টি রাখবো, আমার ত্রাণেশ্বরের অপেক্ষা করবো; আমার
ঈশ্বর আমার কথা শুনবেন।

এখনও আশা আছে

[৮] হে আমার বিদ্বেষিণী, আমার বিরুদ্ধে আনন্দ করো না; পড়ে গেলেও আমি উঠবো,
অন্ধকারে বসে থাকলেও সদাপ্রভু হবেন আমার আলো। [৯] আমি সদাপ্রভুর ক্রোধ বহন

[৭:১] দেখুন শলো ২:১৩; [৭:২] দেখুন গীত ১২:১; [৭:২] দেখুন যিরি ২:২৯; ৮:৬; [৭:২] গীত ১০:৮; [৭:২] দেখুন উপদে ৬:১৭; দেখুন মীখা ৩:১০; [৭:২] দেখুন যিশা ৩:৫; [৭:২] দেখুন যিরি ৫:২৬; [৭:৩] দেখুন উপদে ৪:১৬; [৭:৩] দেখুন যাত্রা ২৩:৮; দেখুন যিহি ২২:১২; [৭:৪] দেখুন গণনা ৩৩:৫৫; দেখুন যিহি ২:৬; [৭:৪] দেখুন ২ শমূ ২৩:৬; [৭:৪] দেখুন ইয়োব ৩১:১৪; যিশা ২২:৫; দেখুন হোশেয় ৯:৭; [৭:৫] যিরি ৯:৪; [৭:৬] দেখুন যিহি ২২:৭; [৭:৬] মথি ১০:৩৫-৩৬; দেখুন মার্ক ১৩:১২; [৭:৭] দেখুন যিশা ২১:৮; [৭:৭] গীত ১৩০:৫; যিশা ২৫:৯; [৭:৭] দেখুন গীত ৪:৩; [৭:৮] দেখুন গীত ২২:১৭; দেখুন উপদে ২৪:১৭; দেখুন মীখা ৪:১১; [৭:৮] গীত ২০:৮; ৩৭:২৪; দেখুন আমোষ ৯:১১; [৭:৮]

৭:১-২ ধার্মিক ব্যক্তি খোঁজার অর্থ হল মৌসুম শেষ হয়ে যাবার পর গ্রীষ্মের পাকা ফল খোঁজার মত (দেখুন যিরমিয় ৫:১; ৮:২০ পদ ও নোট)।

৭:৭ ভাববাদী মীখার অভিযোগের পর (পদ ১-৬) রয়েছে তাঁর আত্মবিশ্বাসের ঘোষণা। এ ধরনের আশাবাদ প্রকৃতপক্ষে ভাববাদীদের মাতমে প্রায়শই দেখা যায় (উদাহরণস্বরূপ দেখুন গীত ৫৫:১৬-১৭ পদ)।

৭:৮-২০ এতে করে বিচার ও পরিত্রাণের তিনটি স্তরের সর্বশেষ অংশটি সমাপ্ত হয়েছে। এই অংশটি মূলত একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক লিটার্জি যার চারটি ভাগ রয়েছে:

(১) বিশ্বাসের স্বীকৃতি (পদ ৮-১০);

(২) পুনরুদ্ধারের শপথ (পদ ১১-১৩);

(৩) একটি প্রার্থনা, যার প্রেক্ষিতে সদাপ্রভু ঈশ্বরের উত্তর এবং এর প্রতিক্রিয়া (আত ১৪-১৭); এবং

(৪) একটি প্রশংসা গীত (পদ ১৮-২০)।

৭:৮ আমি। সিয়োন। *আমার বিদ্বেষিণী।* অন্যান্য জাতিরা (পদ ১০ দেখুন)। *পড়ে গেলেও।* ভাববাদী মীখা ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যিরূশালেম নগরীর বিনাশের দর্শন দেখেছিলেন।

করবো, কারণ আমি তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করেছি; শেষে তিনি আমার বিবাদে পক্ষ অবলম্বন করে আমার বিচার নিষ্পত্তি করবেন; তিনি আমাকে বের করে আলোতে আনবেন, আমি তাঁর ধর্মশীলতা দর্শন করবো। ১০ তা দেখে আমার বিদ্বেষিণী লজ্জায় আচ্ছন্ন হবে; সে তো আমাকে বলতো, 'তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু কোথায়?' আমি স্বচক্ষে তাকে দেখব; এখন সে পথের কাদার মত পদতলে দলিতা হবে।

১১ তোমার প্রাচীর গাঁথবার দিন। সেদিন তোমার সীমানা অনেক বৃদ্ধি পাবে। ১২ সেদিন তোমার কাছে লোকেরা আসবে, আসিরিয়া ও মিসরের নগরগুলো থেকে, মিসর থেকে ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত, আর সমুদ্র থেকে সমুদ্র এবং পর্বত থেকে পর্বত পর্যন্ত আসবে। ১৩ তবুও অধিবাসীদের দোষে, তাদের কর্মকাণ্ডের ফল হিসেবে, দেশ ধ্বংসস্থান হয়ে যাবে।

১৪ তুমি তোমার পাঁচনী নিয়ে তোমার লোকদেরকে, স্বতন্ত্র বাসকারী তোমার অধিকারস্বরূপ পালকে, কর্মিলের মধ্যস্থিত অরণ্যে চরাও; আগেকার দিনে যেমন চরতো, তেমনি তারা বাশনে ও গিলিয়দে চরে বেড়াক।

১৫ মিসর দেশ থেকে তোমার বের হয়ে আসার দিনের মত আমি তাদের অলৌকিক কাজগুলো দেখাব। ১৬ জাতিরা দেখে নিজেদের সমস্ত পরাক্রমের বিষয়ে লজ্জিত হবে; তারা মুখে হাত দেবে ও তাদের কান বধির হয়ে যাবে। ১৭ তারা সাপের মত ধূলা চাটবে, তারা কাঁপতে কাঁপতে ভূমিস্থ কীটের মত নিজ নিজ গোপন স্থান থেকে বের হয়ে আসবে; তারা

দেখুন ২ শমূ ২২:২৯; যিশা ৯:২; [৭:৯] বিলাপ ৩:৩৯-৪০; [৭:৯] দেখুন গীত ১১৯:১৫৪; [৭:৯] দেখুন গীত ১০৭:১০; [৭:৯] যিশা ৪৬:১৩; [৭:১০] দেখুন গীত ৩৫:২৬; [৭:১০] দেখুন গীত ৪২:৩; [৭:১০] দেখুন যিশা ৫১:২৩; [৭:১০] দেখুন ২ শমূ ২২:৪৩; দেখুন ইয়োব ৪০:১২; দেখুন যিশা ৫:৫; সখ ১০:৫; [৭:১১] যিশা ৫৪:১১; দেখুন আমোষ ৯:১১; [৭:১২] দেখুন যিশা ১১:১১; [৭:১২] যিশা ১৯:২৩-২৫; ৬০:৪; [৭:১৩] যিশা ৩:১০-১১; দেখুন যিহি ১২:১৯; দেখুন ৩৩:২৮-২৯; [৭:১৪] দেখুন গীত ২৮:৯; দেখুন মীখা ৫:৪; [৭:১৪] গীত ২৩:৪; [৭:১৪] গীত ৯৫:৭; [৭:১৪] দেখুন যিশা ৩৩:৯; [৭:১৪] দেখুন শলো ৪:১; দেখুন যিরি ৫০:১৯; [৭:১৪] যিহি ৩৬:১১; [৭:১৫] দেখুন যাত্রা ৩:২০; গীত ৭৮:১২; [৭:১৬] যিশা ২৬:১১; [৭:১৬] দেখুন বিচার ১৮:১৯; [৭:১৭] দেখুন আদি ৩:১৪; [৭:১৭] ২ শমূ ২২:৪৬; [৭:১৭] যিশা

৭:১০ 'তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু কোথায়?' দেখুন গীত ৩:২; ১০:১১; ১১৫:২; যোয়েল ২:১৭ পদের নোট দেখুন; এর সাথে দেখুন গীত ৪২:৩, ১০; ৭৯:১০ পদ।

৭:১২ সেদিন। দেখুন যিশা ২:১১, ১৭, ২০; ১০:২০, ২৭; যোয়েল ১:১৫ পদ ও নোট। *লোকেরা আসবে।* দেখুন ৪:২ পদ।

৭:১৪-১৭ সম্ভবত এই পদগুলোতে প্রচ্ছন্নভাবে একটি প্রার্থনা উপস্থাপন করা হয়েছে যে, ঈশ্বর যেন আবারও যাত্রার সময়কার মত আরেকবার তাঁর জাতির লোকদের জন্য আশ্চর্য কাজ করেন, যা দেখে জাতিরা লজ্জিত হবে এবং তারা ভয়ে সদাপ্রভু ঈশ্বরের দিকে ফিরবে।

৭:১৪ চরাও। অর্থাৎ শাসন কর (দেখুন ৫:৪; গীত ২৩:১; যিরমিয় ২:৮; যিহি ৩৪:২ পদ ও নোট)। *অধিকার।* ইস্রায়েলের ভূমি ও লোকেরা (দেখুন পদ ১৮; গীত ৯৪:১৪; এর সাথে দেখুন গীত ১২৭:৩; যিরমিয় ২:৭ পদ ও নোট)। *বাশন ও গিলিয়দ।* উর্বর জমি ও উৎকৃষ্ট চারণ ভূমি (দেখুন আদি ৩১:২১; গীত ২২:১২; যিহি ৩৯:১৮; আমোষ ৪:১ পদ ও নোট)।

৭:১৬ যখন জাতিরা ঈশ্বরের ক্ষমতার অপূর্ব নিদর্শন দেখবে (পদ ১৫), তখন তারা চমৎকৃত হবে।

৭:১৭ সাপের মত ধূলা চাটবে। পরাজয় ও মৃত্যুর চিত্র নির্দেশ করা হয়েছে (আদি ৩:১৪ পদ ও নোট দেখুন)।

সভয়ে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে আসবে ও তোমাকে ভয় করবে।

ঈশ্বরের করুণা ও ক্ষমা

১৮ কে তোমার মত ঈশ্বর?– অপরাধ ক্ষমাকারী ও আপন অধিকারের অবশিষ্টাংশের
অধর্মের ক্ষমাকারী! তিনি চিরকাল ক্রোধ রাখেন না, কারণ তিনি দয়ায় প্রীত। ১৯ তিনি ফিরে
আমাদের প্রতি করুণা করবেন; তিনি আমাদের অপরাধগুলো পদতলে মর্দিত করবেন; হ্যাঁ,
তুমি তোমার লোকদের সমস্ত পাপ সমুদ্রের অগাধ জলে নিক্ষেপ করবে। ২০ তুমি যাকোবের
জন্য সেই বিশ্বস্ততা ও অব্রাহামের জন্য সেই দয়া সাধন করবে, যা পূর্বকাল থেকে আমাদের
পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছিলে।

২৫:৩; ৫৯:১৯; [৭:১৮] দেখুন যাত্রা ৮:১০; দেখুন ১ শমূ ২:২; [৭:১৮] দেখুন যিশা ৪৩:২৫; দেখুন যিরি ৫০:২০; সখ ৩:৪; [৭:১৮] দেখুন ২ বংশা ৬:২১; গীত ১০৩:৮-১৩; [৭:১৮] দেখুন যোয়েল ২:৩২; দেখুন আমোষ ৫:১৫; দেখুন মীখা ২:১২; [৭:১৮] দেখুন যাত্রা ৩৪:৯; [৭:১৮] দেখুন গীত ১০৩:৯; দেখুন যিশা ৫৪:৯; [৭:১৮] দেখুন ২ বংশা ৩০:৯; দেখুন যিরি ৩১:২০; ৩২:৪১; দেখুন যিহি ১৮:২৩; [৭:১৯] দেখুন যিশা ৪৩:২৫; [৭:১৯] দেখুন যিরি ৩১:৩৪; [৭:২০] গালা ৩:১৬; [৭:২০] দ্বি:বি ৭:৮; লূক ১:৭২; [৭:২০] গীত ১০৮:৪।

৭:১৮-২০ সমগ্র পুস্তকটির উপসংহার, শুধুমাত্র ৭ অধ্যায়ের নয়।

৭:১৮-১৯ দেখুন যাত্রা ৩৪:৬-৭ পদ।

৭:১৮ কে তোমার মত ঈশ্বর? সম্ভবত এখানে মীখা নামটির অর্থ নিয়ে শব্দের খেলা করা হয়েছে (**১:১** পদের নোট দেখুন)। দেখুন যাত্রা **১৫:১১** পদ ও নোট।

৭:১৯ করুণা করবেন ... পদতলে মর্দিত করবেন। কিংবা বলা যায় অধীন করবেন। যখন ঈশ্বর আমাদের পাপের ভার তুলে নেন তখন আর তা আমাদের উপরে কর্তৃত্ব করতে পারে না (দেখুন গীত **১৯:১৩** পদ; তুলনা করুন রোমীয় ৬:১৪ পদ)। *সমস্ত পাপ সমুদ্রের অগাধ জলে নিক্ষেপ করবে।* দেখুন যিশা ৩৮:১৭ পদের নোট; এর সাথে দেখুন যিরমিয় ৫০:২ পদ।

৭:২০ যাকোব ... অব্রাহাম। ঈশ্বর ইব্রাহিমের কাছে (দেখুন আদি **১৩:১৬**; **১৫:৫**; ২২:১৭ পদ ও নোট দেখুন) এবং যাকোবের কাছে (দেখুন আদি ২৮:১৪) শপথ করেছিলেন যে, তাদের বংশধরেরা সংখ্যায় হবে আকাশের তারার মত, ভূমির ধুলার মত এবং সমুদ্র তীরের বালুর মত, এবং সেই সাথে তিনি ইব্রাহিমের কাছে এই শপথ করেছিলেন যে, তিনি বহু জাতির পিতা হবেন (আদি **১৭:৫**; তুলনা করুন লূক **১:৫৪-৫৫** পদ)। সমস্ত বিশ্বাসীদেরকে অবশ্যই চূড়ান্তভাবে এই প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে (দেখুন রোমীয় ৪ অধ্যায়; গালা ৩:৬-২৯; ইব্রীয় **১১:১২** পদ)।

মীখা ৭ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) ভাববাদী জাতির নামে, খুবই দুঃখ নিয়ে তাঁর জীবদ্দশায় ধর্মের ভয়াবহ অবক্ষয় এবং অধার্মিকতা ও অনৈতিকতায় প্লাবিত জাতিকে নিয়ে বিলাপ করেন, কারণ জাতির এই অবস্থা সব বৈষম্যকে সমান করে তুলেছিল এবং যা কিছু ন্যায় ও পবিত্র, তার অক্ষুন্নতাকে নষ্ট করে দিয়েছিল (মীখা ৭:১-৬)।

২) এই পরিস্থিতিতে যিহূদী জাতির জন্য ভাববাদী এমন এক সান্ত্বনা দেয়ার প্রয়াস

পেয়েছেন, যা এই সময়ের জন্য উপযুক্ত এবং কি করতে হবে, সেই বিষয়ে পরামর্শ দেয়।

৩) তাদের অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিৎ (মীখা ৭:৭)।

৪) তাদেরকে অবশ্যই সাহসিকতার সাথে শত্রুর উপহাসের বিরুদ্ধে অনমনীয় থাকতে হবে (মীখা ৭:৮-১০)।

৫) ধৈর্য সহকারে ঈশ্বরের তিরস্কারকে অবশ্যই সহ্য করতে হবে (মীখা ৭:৯)।

৬) সমস্যাটি দীর্ঘকাল চলবে, এমনটি ছাড়া তাদের আর অন্য কিছু আশা করা উচিৎ নয়– তাই এই অবস্থাকে তাদের সবচেয়ে ভাল বিষয়ে পরিণত করার চেষ্টা চালাতে হবে (মীখা ৭:১১-১৩)

৭) ভাববাদীর প্রার্থনার উত্তরে দেয়া ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার কথা ভেবে তারা অবশ্যই নিজেদেরকে উৎসাহিত করবে (মীখা ৭:১৪-১৫)

৮) তারা অবশ্যই আগে থেকে তাদের শত্রুর পতন দেখতে পারে (মীখা ৭:১৬-১৭)।

৯) ঈশ্বরের দয়া ও অনুগ্রহে এবং ব্যবস্থার প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততায় (মীখা ৭:১৮-২০) তারা অবশ্যই জয়ী হবে– আর এমন স্বস্তিদায়ক বাক্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণীটি শেষ হয়।

সার-সংক্ষেপ:

সদাপ্রভু নিজেকে এক জন আংগুর ফলের সংগ্রহকারীর সাথে তুলনা করেন, যিনি আংগুর লতায় কোন পাকা আংগুরের গুচ্ছ পান নি। সব কিছু নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তেমনিভাবে পরিবার ও অন্যান সামাজিক সম্পর্কও ভেঙ্গে পড়বে। যাহোক, মূল কথা হল– আমি যখন পড়ে যাব, তখন শত্রুর আনন্দ করা উচিৎ নয়: 'আমি পড়ে গেলেও, আবার উঠবো; আমি অন্ধকারে বসে থাকলেও, সদাপ্রভুই হবেন আমার আলো।' এমনকি যে শত্রুরা আমাদেরকে এক সময় উপহাস করতো, তাদেরকে রাস্তার কাদার মত করে পায়ে মাড়ানো হবে। সদাপ্রভু নিজের লোকদেরকে তাঁর শাসনের লাঠি দিয়ে রাখালের মত করে চরাবেন। অন্য জাতিদেরকে নীচু করা হবে এবং তারা সাপের মত করে ধূলা চাটবে। উত্তরাধিকার হিসেবে তাঁর অবশিষ্ট লোকদের অন্যায় ক্ষমা করার এবং তাদের পাপকে পায়ে মাড়িয়ে যাওয়ার মত ঈশ্বর কে আছে?

মীখা ৭ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. ভাববাদী মীখার বিলাপের বিষয় কি ছিল? (মীখা ৭:১-৬)

২. ভাববাদী মীখার আশা ও আস্থা কোথায় সুরক্ষিত ছিল? (মীখা ৭:৭-১৩)

৩. ভাববাদী মীখার প্রার্থনা কি ছিল? (মীখা ৭:১৪)

৪. সদাপ্রভু তাঁর লোকদেরকে কি দেখাবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন? (মীখা ৭:১৫-১৭)

৫. ভাববাদী মীখা পুস্তকটির উপসংহারে ঈশ্বরের বিষয়ে কি সুনিশ্চিত করেছিলেন? (মীখা ৭:১৮-২০)

অধ্যয়নের গভীরতায়

নহূম ভাববাদীর পুস্তক

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

ইল্‌কোশীয় নহূম ভাববাদীর নাম অনুসারে পুস্তকটির নামকরণ করা হয়েছে। তাঁর নামের অর্থ "সান্ত্বনা"। ঈশ্বরের কাছ থেকে তিনি প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন যে, নীনবী নগরী ধ্বংস হয়ে যাবে এবং যিহূদা সান্ত্বনা লাভ করবে। ইলকোশের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায় না। যদিও সময় এবং যিহূদার উল্লেখ (১:১৫) অনুসারে মনে করা হয় যে, সম্ভবত নহূম যিহূদায় বাস করতেন।

সময়কাল

সুবিখ্যাত ঘটনা হিসেবে থিব্‌সের পতনের বিষয়টি নহূম উল্লেখ করেছেন (৩:৮-১০)। আসিরিয়ার রাজা আশূরবানিপাল ৬৬৪/৬৬৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নগরটি দখল করে নেন। নহূম ভবিষ্যতের ঘটনাস্বরূপ আসিরিয়ার রাজধানী নীনবীর পতনের বিষয়েও উল্লেখ করেছেন। মাদীয় এবং বাবিলীয়দের যৌথ শক্তির কাছে নীনবীর পতন ঘটে ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (২:৩-৪ পদ দেখুন এবং উক্ত পদের নোট দেখুন)। এই কারণে পুস্তকটি ৬৬৪/৬৬৩ খ্রীষ্টপূর্ব এং ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মধ্যে লেখা হয়েছিল।

এই সময়ের পরিধি আরও কম হতে পারে। নহূম পুস্তক ইঙ্গিত দেয় যে, নীনবী (আসিরিয়া) তখনও তার সর্বোচ্চ বা কাছাকাছি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল (১:১২; ২:১১-১৩; ৩:১,৪) এবং তখনও যিহূদা আসিরিয়দের কঠোর নিয়ন্ত্রণে ছিল (যেখান থেকে ঈশ্বর তাদের মুক্ত করবেন; ১:১২-১৩, ১৫; ২:২)। আসিরিয়া ৬৪০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত তার ক্ষমতার উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিল। এর পর থেকে আসিরিয়া দুর্বল হতে থাকে এবং আসিরিয়ার মহান সম্রাট আশূরবানিপালের (৬৬৯-৬২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) মৃত্যুর পর দ্রুত ক্ষমতা হ্রাস পায়।

অধিকন্তু, যিহূদার রাজা যোশিয় (৬৪০-৬০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) তাঁর রাজত্বের বারো বছরে ধর্মীয় সংস্কারের কাজ শুরু করেন (৬২৮/৬২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ; তুলনা করুন ২ বংশা ৩৪:৩)। এই সময় সম্রাট আশূরবানিপাল মারা যান।

যিহূদার সীমার বাইরে যোশিয়ের সংস্কার কাজের প্রচেষ্টা (২ বংশা ৩৪:৬-৭) সম্ভবত এই ইঙ্গিত দেয় যে, যিহূদার উপর এবং প্রতিবেশী অঞ্চলগুলোর উপর আসিরিয়ার নিয়ন্ত্রণ শেষ হয়ে গিয়েছিল।

যদি এই সময়গুলো বিবেচনায় আনা হয়, তাহলে মনে করা যেতে পারে যে, নহূম পুস্তক ৬৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পরে এবং ৬৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগে লেখা হয়েছিল।

বিষয়বস্তু

আসিরিয়া সাম্রাজ্যের মহা শক্তিধর রাজধানী নীনবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য এবং পটভূমি

নহূম ছিলেন ঈশ্বরের সংবাদদাতা, যিনি

নীনবীর পতন এবং আসিরিয়ার সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন। সদাপ্রভুর কাছ থেকে আসন্ন শাস্তি ছিল ইদোম সম্পর্কে ওবদিয়ের বাণীর মত অনিবার্য এবং অপরিবর্তনীয়।

নহূমের পুস্তকে একটি পরিণতি রয়েছে এবং যোনা পুস্তকের সঙ্গে এর নাটকীয় পার্থক্য রয়েছে। সম্ভবত খ্রী.পূ. অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাঝে মাঝে নহূম নীনবীর বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, নীনবীর দুষ্টতার কারণে বিশাল এই নগরীর উপরে ঈশ্বরের শাস্তি ঝুলে আছে। এই সংবাদ যোনাকে আতঙ্কিত করেছিল, নীনবীর অধিবাসীরা এই সংবাদের প্রতি মনোযোগ দিয়েছিল, তারা মন পরিবর্তন করেছিল এবং ঈশ্বরের শাস্তি থেকে রেহাই পেয়েছিল।

তা সত্ত্বেও এই মন পরিবর্তন ৭৪৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের বেশি স্থায়ী হয় নি। সে সময় ৩য় তিগ্লৎ-পিলেষর (৭৪৫-৭২৮/৭২৭ খ্রী.পূ.) মধ্য প্রাচ্যে তাঁর লোকদের সামরিক ক্ষমতায় চালিত করেছিলেন। বিশাল আসিরিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রক্তপাত এবং ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, নিষ্ঠুরতা এবং অত্যাচার, ধ্বংস, লুণ্ঠন এবং নির্বাসনের দ্বারা, যা ইতিহাসে কদাচিৎ দেখা যায়। বিভিন্ন সামরিক অভিযানের পর তিগ্লৎ-পিলেষর আনুগত্য স্বীকার করা বিভিন্ন রাজ্য, সামন্ত রাজ্য এবং উত্তর রাজ্য (ইস্রায়েল আসিরিয়া কর্তৃক আয়তন হ্রাস পেয়েছিল) এবং দক্ষিণ রাজ্য যিহূদাকে অন্তর্ভুক্ত করে তার সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রকে আরও অনেক বিস্তৃত করেছিলেন। সফল এই শাসক তাঁর সাম্রাজ্য চালিয়েছিলেন এবং ব্যাপক বিস্তার সাধন করেছিলেন। ৭২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আসিরিয় সাম্রাজ্যের কাছে ইস্রায়েলের উত্তর রাজ্য সম্পূর্ণ পরাজিত হয়।

সনহেরীব (রাজত্বকাল ৭০৪-৬৮১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) নীনবীকে তাঁর রাজ্যের রাজধানী করেছিলেন (৭ম শতাব্দী)। অট্টালিকা নির্মাণের শক্তিশালী কার্যক্রমের সাথে জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ, জল সরবরাহ এবং জল নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সেই সাথে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল যা বিস্তৃত শহরটিকে বেষ্টন করেছিল। ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নীনবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এই শহরটি পরবর্তী সময় আর পুনঃনির্মিত না হওয়া ছিল আসিরিয়া সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটার চিহ্ন। আসিরিয়দের একটি ক্ষুদ্র অবশিষ্টাংশ শহর থেকে নিজেদের মুক্ত করে হারোণে পালিয়ে গিয়েছিল এবং ২য় আশূর-ইদবালিতকে আসিরিয়ার রাজা করেছিল। যদিও ৬১০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাবিলীয় এবং সম্মিলিত বাহিনীর কাছে হারোণের পতন ঘটেছিল। আশূর-ইদবালিত পিছু হটে যান, কিন্তু ৬০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিশরের সাহায্যে তিনি হারোণ পুনর্দখল করার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং আশূর-ইদবালিত এবং আসিরিয়রা ইতিহাস থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায়।

প্রধান বিষয়বস্তুসমূহ

- নহূম ঘোষণা করেছেন যে, সদাপ্রভু সহজে রাগ করেন না এবং তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু, ভালবাসায় পূর্ণ ঈশ্বর (তাঁর নিজ সম্মানের জন্য এবং তাঁর লোকদের জন্য), ক্রোধে পূর্ণ এবং প্রতিফলদাতা (তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে), তিনি এমন একজন তিনি জাতিদের এবং ইতিহাস নিয়ন্ত্রণ করেন, ন্যায়বান, ধার্মিক, প্রকৃতির রাজোচিত শাসক, দয়ালু, ক্ষমাশীল, করুণাময়, স্নেহশীল, বিশ্বস্ত এবং যারা তাঁর উপর নির্ভর করে তিনি

তাদের উদ্ধারকর্তা এবং রক্ষক।

- ঈশ্বর আসিরিয়াকে ইস্রায়েলের অবিশ্বস্ত-তার কারণে তাঁর চাবুক হিসেবে ব্যবহার করেছেন (ইস্রায়েলের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় রাজ্য), কিন্তু তিনি আসিরিয়ার উপর ন্যায্য শাস্তি প্রদান করেছেন তাঁর নিরূপিত সময় ও বিধান অনুযায়ী।
- নীনবীর পতন ঘটেছিল এই কারণে নয় যে, নীনবী অত্যন্ত বিশাল, ধনশালী ও পরজাতীয়দের ব্যবসায়িক শহর ছিল। কিন্তু নীনবীর পতন ঘটেছিল নাস্তিক এবং প্রতিমা পূজাকারী শহর, হিংস্র, কামপ্রবৃত্তি এবং লোভ ও পেটুকতার শহর হওয়ার জন্য।
- যারা সদাপ্রভুর মধ্যে আশ্রয় নেয় (১:৭), ইতিহাসে সদাপ্রভু হলেন তাদের আশ্রয় দুর্গ। তিনি তাদের ব্যক্তিগত জীবনের যে কোন এবং সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। তিনি আসিরিয়ার চেয়ে আরও অধিক ক্ষমতাশালী ও শক্তিশালীকেও পরাজিত করেন। অবশেষে তিনি তাঁর পরিত্রাণ এবং সমর্থন দান করবেন।

পরিত্রাণের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ

যদিও ঈশ্বর একগুঁয়ে দক্ষিণ রাজ্যকে আসিরিয়দের ব্যবহার করে শাস্তির মাধ্যমে সংশোধন করেছেন, কিন্তু তিনি যিহূদাকে ধ্বংস হতে অনুমতি দেন নি। দায়ূদের বংশ থেকে খ্রীষ্টের আগমন, যা ঈশ্বরের পরি-কল্পনা, তা ব্যর্থ হবে না। যিহূদার ধর্মীয় উৎসব, যা ঈশ্বর পালন করার জন্য উৎসাহিত করেন (১:১৫), তা ভবিষ্যতের উদ্ধারকর্তার বিষয়ে মনে করিয়ে দেয়।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত নহূম পুস্তকে সম্পূর্ণভাবে বিচারের দৈববাণী সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পরিত্রাণ কিংবা অনুগ্রহের কোন দৈববাণী এখানে নেই। যদিও যিহূদার ভবিষ্যৎ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি এখানে প্রকাশ পেয়েছে। পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিদ্রূপ, দুর্দশার ঘোষণা (কখনো কখনো বলা হয়েছে "দুর্দশার সূত্র") এবং ধ্বংসের সুস্পষ্ট বর্ণনা। অন্যভাবে বলা যায় নহূম পুস্তক হল বিদ্রূপের বর্ণনামূলক পুস্তক। যেহেতু বর্ণনায় সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে সামরিক বিষয়টি উপমা এবং প্রধান প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে (পবিত্র বীর যোদ্ধা স্বরূপ ঈশ্বরের বর্ণনা), তাই নহূম পুস্তকটি একটি যুদ্ধ গাঁথা বা বীরত্ব গাঁথা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। দুই ভাগের সাধারণ পরিকল্পনা নিয়ে নহূম পুস্তক রচিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়টি হল যুদ্ধক্ষেত্রের ভূমিকা। ২-৩ অধ্যায় প্রথম দৃশ্য থেকে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে স্থানান্তর। নীনবীর বিরুদ্ধে শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণীর ধারাবাহিকতাস্বরূপ বর্ণনা এবং তার ধ্বংসের সুস্পষ্ট চিত্র এমনভাবে বর্ণা করা হয়েছে যেন এটি কোন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা।

নহূমের সময়কার মধ্যপ্রাচ্য

৬৬০-৬১৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

নহূম সম্ভবত ৬৬৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আসিরিয়া সম্রাজ্যের ক্ষমতার মধ্যাহ্ন বেলায় এবং ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নীনবীর পতনের মধ্যবর্তী সময়ে নির্দিষ্ট কিছু সময় ভাববাদী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই সময় আসিরিয় সাম্রাজ্য মিশরের মত শক্তিহীন হয়ে পড়ে, যিহূদায় বাবিল (মিদিয়নীয়দের সাহায্য নিয়ে) স্বাধীনভাবে শাসনকার্য চালায় এবং আসিরিয়ার ক্ষমতা ধীরে ধীরে ক্ষয় পেতে থাকে। নহূম ক্ষমতাশালী আসিরিয়ার রাজধানী নীনবীর পতনের ভবিষ্যদ্বাণী

করেন।

প্রধান পদঃ "সদাপ্রভু মঙ্গলস্বরূপ, সঙ্কটের দিনে তিনি দুর্গ; আর যারা তাঁর আশ্রয় নেয়, তিনি তাদেরকে জানেন। কিন্তু তিনি প্লাবন-কারী বন্যা দ্বারা সেই স্থান সংহার করবেন এবং তাঁর শত্রুদেরকে অন্ধকারে বিতাড়িত করবেন। তোমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে কি চিন্তা করছো? তিনি একেবারে শেষ করবেন, দ্বিতীয় বার সঙ্কট উপস্থিত হবে না" (১:৭-৯)।

প্রধান স্থানঃ নীনবী

পুস্তকটির রূপরেখাঃ

১) বিচারক হিসাবে ঈশ্বর কেমন (১:১-৮ পদ)

২) নীনবীর সর্বনাশের নিশ্চয়তা (১:৯-১৫ পদ)

৩) নীনবী আক্রমণের বর্ণনা (২ অধ্যায়)

৪) শহর ধ্বংস করবার জন্য ঈশ্বরের সংকল্প (৩ অধ্যায়)

নহূমের বিশেষ গুণাবলী

- পুস্তকটির দ্বিমুখী বিষয়বস্তুর একটি দিক: নীনবীর জন্য ঈশ্বরের শাস্তি।
- পুস্তকটির দ্বিমুখী বিষয়বস্তুর অপরটি: ঈশ্বরের লোকদের জন্য তাঁর আশ্রয়:
  - সমর্থনযোগ্য বিবৃতি: নহূম ১:৩, ৭।
  - বৈষম্য: নহূম ২:২; ৩:১৮।
- সময়কাল: খ্রীষ্টপূর্ব ৬১২ ও ৬২৫ সালের মাঝামাঝি সময়।
- নহূম নামের অর্থ: "সান্ত্বনা" অথবা ""সান্ত্বনাকারী"।
- নহূমের উপর খুবই কার্যকর একটি কবিতা:
  - "তাঁর ভাষা খুবই শক্তিশালী ও চমৎকার; তাঁর বর্ণিত ঘোড়সওয়ার ও রথের মত করে তাঁর ছন্দ গর্জন করে, গড়িয়ে চলে, লাফাতে থাকে ও ঝলকে ওঠে।"

নহূম পুস্তকের চার্ট ১		
	ঈশ্বরের বিশিষ্টতা ও ক্ষমতা	**ঈশ্বরের বিচার**
	মানবিক পরিকল্পনার তুলনামূলক বিষয় হিসেবে তাঁর মহৎ বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা অধ্যায়: ১	ভবিষ্যদ্বাণী ও বর্ণনা সত্যতা ও সুরক্ষা অনিবার্য ও অপলায়নযোগ্য অধ্যায়: ২-৩
বিষয়	ধর্মতাত্ত্বিক	ভবিষ্যদ্বাণী
গুরুত্বারোপ	সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আমাদের সদাপ্রভুর বিশিষ্টতা তাঁকে সব কিছুর উপর বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে যোগ্যতাসম্পন্ন করে তুলেছে।	নীনবীর লোকদের স্বেচ্ছাচারিত্ব ও নিষ্ঠুরতা জনিত অবক্ষয়ের কারণে তারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের শাস্তিযোগ্য হয়ে ওঠে।
মূল বিষয়বস্তু	আসিরিয়ার রাজধানী নীনবীর আসন্ন ধ্বংস	
মূল পদ	১:৩; ৩:১	
নহূমের পুস্তকে খ্রীষ্ট	খ্রীষ্ট জাতিদের বিচার করবেন এবং তাঁর নিজের সব লোকদেরকে শত্রুদের হাত থেকে মুক্ত করবেন।	

নহূম পুস্তকের চার্ট ২			
মূল বচন	"সদাপ্রভু অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেন না।" (নহূম ১:৩)		
পুস্তকটির অধ্যায় ভিত্তিক অংশ	ঈশ্বরের অসন্তোষের প্রচার ১ - ১	নীনবী ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী ২ - ২	নীনবী পতনের বর্ণনা ৩ - ৩
বিষয়বস্তু	ঈশ্বরের যোগ্যতা	মানুষের অযোগ্যতা ও অহঙ্কার	
	নীনবীর উপর ঈশ্বরের বিচার	নীনবীকে শাস্তির প্রথম বর্ণনা	নীনবীকে শাস্তির দ্বিতীয় বর্ণনা
স্থান/ জায়গা	নীনবী		
সময়কাল	খ্রীষ্টপূর্ব ৬১২ সাল		
লেখক	ভাববাদী নহূম		

নীনবীর বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী
নহূম ১:৮ - ৩:১৯

- ব্যভিচার, রক্তপাত ও জাদুবিদ্যার জন্য নীনবী শাস্তি পাবে (১:১৪; ২:১২; ৩:১-৪)
- প্লাবনকারী বন্যা দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে (১:৮)
- নাম বহন করতে তার কোন লোক থাকবে না (১:১৪)
- যোদ্ধারা তাদের আক্রমণ করবে (২:১-৪)
- তারা মাতাল হয়ে পড়বে (৩:১১)
- তাদের দুর্গগুলো পতিত হবে (৩:১২)
- তাদের সৈন্যরা দুর্বল হয়ে পড়বে (৩:১৩)
- শত্রুদের জন্য শহরের ফটক খোলা থাকবে (৩:১৩)
- তাদের ফটক পুড়িয়ে দেওয়া হবে (৩:১৩,১৫)
- আক্রমণকারী সৈন্যদের জন্য তাদের সম্মান নষ্ট হবে (৩:১৪)
- তারা তাদের নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হবে না (২:৫-৬)
- তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে (১:১৫; ২:৬-১০, ১৩; ৩:২-৩,১৯)

ধ্বংস তাদের নিকটবর্তী!

নহূমঃ নীনবীর ধ্বংস

বিচার		বর্ণনা		প্রাপ্তি
বিচার		**বিচারক**		**সত্যতার প্রতিপাদন**
♦ ঈশ্বরের গুরুত্বারোপের কারণ ♦ ঈশ্বরের ক্রোধ ♦ ঈশ্বরের ক্ষমতা ♦ ঈশ্বরের উৎকৃষ্টতা ♦ সিদ্ধান্ত ♦ নীনবীর পাপের কারণ		♦ নীনবীর শত্রুদের ♦ এগিয়ে আসা ♦ নীনবীর প্রতিরক্ষার উপর আক্রমণ ♦ শহরটির লুণ্ঠন ♦ বন্যপ্রাণীর জায়াগা ♦ হিসেবে নীনবীর ধ্বংস		♦ নির্দয়ভাবে প্রভুত্বের স্থাপন ♦ থিব্‌সের উদাহরণ ♦ অনিবার্য ধ্বংস ♦ জাতিদের প্রতিক্রিয়া
নহূম ১:১-১৫		নহূম ২:১-১৩		নহূম ৩:১-১৯

নহূমের সময় সারণী

২য় সার্গনের ইস্রায়েল দখল		মনঃশি যিহূদার রাজা হন		আসিরিয়ার রাজধানী নীনবীকে লুট করা হয়		বাবিলের রাজা নবূখদ্‌নিৎসর কর্কেমিশে বিজয়ী হন		নবূখদ্‌নিৎসর যিহূদা জয় করেন ও ভাববাদী যিরমিয়কে মিশরে নিয়ে যাওয়া হয়
৭২২	৭০১	৬৯৫	৬২৭	৬১২	৬০৭	৬০৫	৫৯২	৫৮৬
	আসিরিয় সনহেরীব যিরূশালেম ঘেরাও করেন		ভাববাদী যিরমিয় তাঁর ভাববাদীয় প্রচার শুরু করেন		ভাববাদী হবক্কুক তাঁর ভাববাদীয় প্রচার শুরু করেন		ভাববাদী যিহিষ্কেল তাঁর ভাবাদিক প্রচার শুরু করেন	

নহূম ভাববাদীর বিষয়ে মজার তথ্য

নহূম নামের অর্থ: হিব্রু শব্দ নহূমের অর্থ হলো "স্বস্তি" অথবা "সান্ত্বনা"। প্রকৃতপক্ষে এটি নহিমিয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ।

লেখক: নহূম।

পুস্তকটি লেখার সময়: খ্রীষ্টপূর্ব ৬১২-৬৬৩ সালের মাঝামাঝি কোন সময়ে পুস্তকটি লেখা হয়েছিল।

পবিত্র বাইবেলে পুস্তকটির অবস্থান:

◊ পবিত্র বাইবেলের ৩৪তম পুস্তক।

◊ পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের ৩৪তম পুস্তক।

◊ ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক ১৭টি পুস্তকের ১২তম পুস্তক এটি (যিশাইয়-মালাখি)।

◊ অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ১২ জন ভাববাদীদের ৭ম ভাববাদী (হোশেয়-মালাখি)।

◊ এই পুস্তকটির পরে আরও ৩২টি পুস্তক রয়েছে।

পুস্তকটির অধ্যায়: ৩টি।

পুস্তকটির পদ: ৪৩টি।

পুস্তকটির শব্দ: ১২৮৫টি।

নহূম পুস্তকটির বিষয়ে পর্যবেক্ষণ:

♦ পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের নির্ধারিত পুস্তকটির নহূম ১:১ পদে লেখক হিসেবে ভাববাদী নহূমের নামের উল্লেখ রয়েছে।

♦ ভাববাদী নহূমকে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক প্রচারের কাজ আসিরিয়া রাজ্যের ও তার রাজধানী নীনবীর পতন চলাকালীন অবস্থায় করতে হয়।

♦ ভাববাদী যোনার প্রচারে নীনবীর লোকেরা মন পরিবর্তন করেছিল বলে ঈশ্বর সেটিকে ধ্বংস করা থেকে বিরত থেকেছিলেন।

⇒ প্রথম বার রক্ষা পাওয়ার ১৫০ বছর পরে, আসিরিয়া ও তার রাজধানী নীনবীর পতন ঘটে।

⇒ নীনবীর বিরুদ্ধে ভাববাদী নহূমের প্রচার শুরু হয়েছিল:

◊ নীনবীতে ভাববাদী যোনার প্রচারের ১০০ বছর পরে।

◊ নীনবীকে দখলের ৫০ বছর আগে।

♦ **নীনবী পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে প্রভাবশালী শহর হয়ে উঠেছিল:**

◊ শহরটির সুরক্ষা দেয়ালের উচ্চতা ছিল ১০০ ফুট এবং তিনটি রথ পাশাপাশি চলতে পারে এমন চওড়া ছিল।

◊ আর এই সুরক্ষা দেয়ালের চারপাশ জুড়ে ছিল ১৫০ ফুট প্রস্থ ও ৬০ ফুট গভীরতার একটি সুদীর্ঘ পরিখা।

◊ মনে করা হতো যে, যদি নীনবীকে অবরোধ করা হয়, তবে শহরটি এই অবরোধের মুখেও ২০ বছর সুরক্ষিতভাবে টিকে থাকতে পারবে।

♦ **ভাববাদী নহূম তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে বলেন:**

◊ নীনবী "ভেসে যাওয়া বন্যায়" (নহূম ১:৮) শেষ হয়ে যাবে। আর এটি ঘটেছিল যখন তাইগ্রিস নদী বন্যায় প্লাবিত হয়ে শহরের দেয়ালের কিছু অংশের ক্ষতিসাধন করে। তাই বাবিলীয়রা দেয়ালের ঐ ভাঙ্গা অংশের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টপূর্ব ৬৬২ সালে শহরটিতে ঢুকে পড়ে সেটিকে লুট করে আগুন ধরিয়ে দেয়।

◊ "নীনবী সবকিছুর অন্তরালে হারিয়ে যাবে" (নহূম ৩:১)। খ্রীষ্টপূর্ব ৬৬২ সালে শহরটি ধ্বংস হওয়ার পরে সত্যিকার অর্থেই হারিয়ে যায়– আর খুঁজে পাওয়া যায় না এবং পরবর্তীতে ১৮৪২ সালে এটি আবিস্কৃত হয়। অর্থাৎ নীনবী শহর ধ্বংসের ২,২৫৪ বছর পরে এটিকে আবিস্কার করা হয়।

♦ খ্রীষ্টপূর্ব ৬১২ সালে নীনবী শহর ধ্বংসের পর এটি আর কখনও পুনঃনির্মাণ করা হয় নি।

♦ পুস্তকটির নহূম ২:১-২ ভাববাদী নহূম ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন যে, আসিরিয়া পরাজিত হবে এবং যিহূদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

"সদাপ্রভু মঙ্গলময়, কষ্টের সময়ের আশ্রয়স্থান"
(নহূম ১:৭)

ভাববাদী নহূম পুস্তক ও এই যুগের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক

পবিত্র বাইবেলে নহূম পুস্তকেই মাত্র ইল্‌কোশের কথা লেখা আছে। খুব সম্ভবত এটি দক্ষিণ যিহূদার একটি শহরের কোন জায়গা যেখানে ভাববাদী নহূম থাকতেন। নহূম পুস্তকটিতে সাম্প্রতিক নো-আমন বা থিব্‌সের পতনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা খ্রীষ্টপূর্ব ৬৬৩ সালে ঘটেছিল (নহূম ৩:৮), সেই সাথে নীনবীর আসন্ন ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা খ্রীষ্টপূর্ব ৬১২ সালে ঘটেছিল (১:১; ৩:১১-১৫)। কিন্তু পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময়ের পরিক্রমায় নহূম কখন প্রচার করেছিলেন? আসিরিয় সাম্রাজ্য, যার রাজধানী নীনবী ছিল, এই সময়ের প্রথমার্ধটি সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল, রাজা মনঃশির শাসনামলে যিহূদার উপর একটি কণ্ঠরোধ ছিল (২ বংশা ৩৩:১০-১৩)। এছাড়াও, নহূম পুস্তকটিতে থিবসের ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হলেও এতে এর পুনর্গঠনের কথা উল্লেখ করা হয়নি, যা খ্রীষ্টপূর্ব ৬৫৪ সালে সংঘটিত হয়েছিল। এটি আমাদের ৬৬৩ থেকে ৬৫৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে নহূম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বলে মনে হয়।

নহূম যিহূদার দীর্ঘ ইতিহাসের অন্যতম দুষ্ট রাজা মনঃশির শাসনামলে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করেছিলেন। তিনি এমন একজন রাজা ছিলেন যার একজন ভাল রাজা হওয়ার জন্য অনেক শিক্ষা পাওয়ার প্রয়োজন ছিল। নহূম যিহূদার ইতিহাসের অন্ধকারতম সময়ে প্রচার করেছিলেন, যে সময়ে এই জাতি লোকেরা সমস্ত ধরণের প্রতিমাপূজায় নিজেদের ডুবিয়ে রেখেছিল, যারা পুরোপুরি ঈশ্বরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। সদাপ্রভু নহূমকে, যার নামের অর্থ "সান্ত্বনা", এমন এক আশাহীন পরিস্থিতিতে তাঁর বার্তা প্রচার করার জন্য পাঠিয়ে ছিলেন যার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন এবং অপ্রতিরোধ্য অনুগ্রহের প্রমাণ দিয়েছেন।

নহূম পুস্তকটি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

নীনবীর আসন্ন বিচারের উপর নহূমের একক মনোযোগ যোনা পুস্তকে শুরু হওয়া গল্পের ধারাবাহিকতা প্রদান করে। খ্রীষ্টপূর্ব ৭৬০ সালের দিকে ঈশ্বর যোনাকে নীনবীতে পাঠিয়ে ছিলেন, যাতে তিনি আসিরিয়ার জনগণের কাছে অনুতাপ ও আশার বাণী প্রচার করতে পারেন। তারা সেই অনুতাপ ও আশার বাণী গ্রহণ করেছিল– অন্তত কিছু সময়ের জন্য। ১০০ বছর পর নহূমের সময় আসিরিয়রা তাদের আগের পথে ফিরে এসেছিল, তারা উত্তরাঞ্চলীয় ইস্রায়েলের রাজ্য জয় করে নিয়েছিল এবং দক্ষিণে যিহূদার উপর তাদের ক্ষমতা দেখিয়েছিল (২ রাজা ১৭:১-৬; ১৮:১৩-১৯:৩৭)। নহূম যিহূদার লোকেদেরকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার সর্বদা সঠিক এবং সর্বদা নিশ্চিত। সদাপ্রভু যদি কিছু সময়ের জন্য করুণা মঞ্জুর করতে চান, তাহলে কি সেই করুণা শেষ পর্যন্ত সকলের জন্য প্রভুর চূড়ান্ত ন্যায়বিচার বোধের সাথে আপোস করবে?

ভাববাদী নহূম পুস্তক ও এই যুগের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক

এই পুস্তকে বড় ধারণাটি কি?

প্রায় দু'শো বছরের ক্ষমতাশালী আসিরিয়ার রাজা ও শাসকদের অনুমতি দেওয়ার পর ঈশ্বর নহূমের মাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি নীনবী শহরের বিচার করার পরিকল্পনা করছেন। যদিও পুস্তকটি সামগ্রিকভাবে পাপ নিয়ে ঈশ্বরের উদ্বেগ, দুষ্টতার জন্য দোষীদের শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা এবং বিচারের জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষাকে কার্যকর করার ক্ষমতার কথা প্রকাশ করে, তবুও এর মধ্যে অন্ধকারের মধ্যেও আশার আলো ছিল। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল এই যে, যিহূদার লোকেরা মনে করতো যে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তাদের যারা অত্যাচার করে আসছে সেই নীনবী শীঘ্রই ঈশ্বরের বিচারের আওতায় আসবে। এছাড়াও, ক্রমবর্ধমান প্রতিমা পূজার ফলে যে শাস্তি নেমে আসছে তবুও যিহূদার বিশ্বস্ত অবশিষ্টাংশরা ঈশ্বরের ক্রোধের হাত থেকে রক্ষা পাবে (নহূম ১:৩)। তারা সদাপ্রভুর মঙ্গলভাব ও শক্তি (১:৭), এবং তাঁর পুনঃস্থাপনের ক্ষমতা দ্বারা সান্ত্বনা লাভ করতো (২:২)।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করবো?

কোন সন্দেহ নেই যে, আমরা সবাই আমাদের মধ্যে এবং আমাদের জগতে অন্ধকার দেখে অস্বস্তি বোধ করেছি। নহূম অন্ধকার সময়ে বাস করতেন, এবং সেই সময়ে বিশ্বস্ত কয়েকজন নিশ্চয়ই ভাবছিলেন যে, কতদিন তাদের সাংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতা দিয়ে এই অন্ধকার সময়ের সঙ্গে সমঝোতা করতে হবে ও প্রতিরোধ করতে হবে।

আপনি আপনার জীবনে এবং আপনার চারপাশের জগতে যা দেখেছেন তাতে নিরুৎসাহিত হওয়ার সাথে সাথে আপনি কি কখনও আপনার ইচ্ছাকে দুর্বল করে দিয়েছেন? ভাববাদী নহূম আমাদের ঈশ্বরের সক্রিয় হাতের কথা মনে করিয়ে দেন, এমনকি অন্ধকার সময়েও ঈশ্বরের সেই হাত কাজ করেন এবং সারা বিশ্বে ন্যায়বিচার ও আশা নিয়ে আসেন।

নহূম : ১ অধ্যায়

শত্রুদের প্রতি ঈশ্বরের ন্যায়বিচার

১ [১] নীনবী-বিষয়ক দৈববাণী। ইল্‌কোশীয় নহূমের দর্শন-পুস্তক।
[২] সদাপ্রভু স্বগৌরব-রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর, তিনি প্রতিফলদাতা; সদাপ্রভু প্রতিফলদাতা
ও ক্রোধে পরিপূর্ণ; সদাপ্রভু তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিফল দেন, আপন শত্রুদের জন্য ক্রোধ
সঞ্চয় করেন। [৩] সদাপ্রভু ক্রোধে ধীর ও পরাক্রমে মহান এবং তিনি অবশ্য পাপের দণ্ড দেন;
ঘূর্ণিবাতাস ও ঝড় সদাপ্রভুর পথ, মেঘ তাঁর পদধূলি। [৪] তিনি সমুদ্রকে তিরস্কার করেন,
শুকিয়ে ফেলেন, নদ-নদীগুলো জলশূন্য করেন; বাশন ও কর্মিল ম্লান হয়, আর লেবাননের
পুষ্প ম্লান হয়। [৫] তাঁর ভয়ে পর্বতমালা কাঁপে, উপপর্বতগুলো গলে যায় এবং তাঁর সম্মুখ
থেকে পৃথিবী, জগৎ ও সেখানকার অধিবাসী সকলে কেঁপে ওঠে। [৬] তাঁর ক্রোধের সম্মুখে

[১:১] দেখুন যিশা ১৩:১; ১৯:১; যিরি ২৩:৩৩-৩৪; [১:১] দেখুন আদি ১০:১১; দেখুন যিরি ৫০:১৮; নহূম ২:৮; ৩:৭; [১:১] দেখুন যিশা ১:১; [১:২] দেখুন যাত্রা ২০:৫; [১:২] দেখুন আদি ৪:২৪; দেখুন দ্বি:বি ৩২:৪১; গীত ৯৪:১; [১:২] দেখুন দ্বি:বি ৭:১০; [১:৩] দেখুন যিহি ৯:১৭; [১:৩] দেখুন যাত্রা ৩৪:৭; [১:৩] দেখুন যাত্রা ১৪:২১; দেখুন ২ রাজা ২:১; [১:৩] দেখুন গীত ৫০:৩; [১:৩] দেখুন ২ শমূ ২২:১০; দেখুন গীত ১০৪:৩; [১:৪] দেখুন ২ শমূ ২২:১৬; [১:৪] দেখুন যাত্রা ১৪:২২; [১:৪] দেখুন যিশা ৩৩:৯; [১:৫] দেখুন যাত্রা ১৯:১৮; দেখুন ইয়োব ৯:৬; [১:৫] দেখুন মীখা ১:৪; [১:৫] দেখুন যোয়েল ২:১০; [১:৫] দেখুন যিহি ৩৮:২০;

১:১ নহূমের দর্শন-পুস্তক। পুস্তকের শিরোনাম। *দর্শন।* দেখুন যিশা ১৩:১; হব্‌ক ১:১ পদ ও নোট। *নীনবী।* দেখুন ভূমিকা: পটভূমি; এর সাথে দেখুন যোনা ১:২; ৩:৩ পদের নোট। এখানে আসিরিয়া সাম্রাজ্যের রাজধানী নীনবী সম্পর্কে বলা হয়েছে। *দর্শন পেয়েছিলেন।* দেখুন হিতোপদেশ ২৯:১৮; যিশা ১:১; ওবদিয় ১ পদ ও নোট দেখুন। *ইল্‌কোশ গ্রামের নহূম।* দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা।

১:২-৩ এখানে সদাপ্রভু ঈশ্বরের নিয়মের নাম যিহোবা এর উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (দেখুন আদি ২:৪; যাত্রা ৩:১৪-১৫; ৬:৬; দ্বি.বি. ২৮:৫৮ পদ)।

১:২ তিনি ক্রোধে পরিপূর্ণ। দেখুন যাত্রা ২০:৫ পদের নোট। *তাঁর পাওনা ... চান ও প্রতিফল দেন ... প্রতিশোধ নেন।* ঈশ্বর তাঁর ও তাঁর রাজ্যের বিরোধী সমস্ত মানুষের প্রতি সমানভাবে বিচার করেন। এখানে মূলত গুরুত্ব নির্দেশ করার জন্য দ্বিরুক্তি করা হয়েছে (যির ৭:৪ পদের নোট দেখুন)। "অন্যায়ের শাস্তি দেবার অধিকার আমারই; যার যা পাওনা আমি তাকে তা-ই দেব" (দ্বি.বি. ৩২:৩৫ পদ দেখুন ও নোট দেখুন), সদাপ্রভু বলেন। *ক্রোধ।* দেখুন গীত ২:৫; রোমীয় ১:১৮ পদের নোট।

১:৩ ক্রোধে ধীর ... দোষীকে তিনি শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেন না। দেখুন যাত্রা ৩৪:৬-৭ পদ ও নোট। *দোষী।* যেমনটা ছিল নীনবীর লোকেরা। *ঘূর্ণিবাতাস ... ঝড় ... মেঘ।* ভয়ঙ্কর সব প্রাকৃতির উপাদান যা ঈশ্বরের অকল্পনীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রকাশ করে। দেখুন ইয়োব ৩৮:১; গীত ১৮:৭-১৫; ৬৮:৪; ৭৭:১৬-১৯; ১০৪:৩-৪ পদের নোট।

১:৪ সমুদ্রকে ধমক দিয়ে শুকিয়ে ফেলেন। যেমনটা তিনি লোহিত সাগর পার হওয়ার সময় করেছিলেন (যাত্রা ১৪:১–১৫:১২; এর সাথে দেখুন গীত ১৮:১৫ পদ ও নোট)। *সমস্ত নদীগুলোকে তিনি জলশূন্য করে দেন।* যেমনটা তিনি যর্দন নদী পার হওয়ার সময় করেছিলেন (যিহোশূয় ৩:১–৪:২৪ পদ ও নোট দেখুন)। *বাশন ... কর্মিল ... লেবানন।* দেখুন গীত ২২:১২; শলোমন ৭:৫; যিশা ২:১৩; ৩৩:৯; ৩৫:২; যিহি ৩৯:১৮; আমোষ ৪:১ পদের নোট দেখুন। এই তিনটি স্থান উর্বর ভূমি, আঙ্গুর ক্ষেত ও সবুজ বনের জন্য বিখ্যাত ছিল, কিন্তু ঈশ্বরের মুখের কথায় তারা শুকিয়ে গিয়েছিল।

১:৫ পর্বত ... পাহাড় ... পৃথিবী ... তার মধ্যে

কে দাঁড়াতে পারে? তাঁর কোপের প্রদাহে কে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? তাঁর ক্রোধ আগুনের মত ধাবমান হয়, তাঁর দ্বারা শৈলগুলো বিদীর্ণ হয়।

৭ সদাপ্রভু মঙ্গলস্বরূপ, সঙ্কটের দিনে তিনি দুর্গ; আর যারা তাঁর আশ্রয় নেয়, তিনি
তাদেরকে জানেন। ৮ কিন্তু তিনি প্লাবনকারী বন্যা দ্বারা সেই স্থান সংহার করবেন এবং তাঁর
শত্রুদেরকে অন্ধকারে বিতাড়িত করবেন।

৯ তোমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে কি চিন্তা করছো? তিনি একেবারে শেষ করবেন, দ্বিতীয়
বার সঙ্কট উপস্থিত হবে না। ১০ কেননা, কাঁটার মত জড়িত থাকলে ও মদ্যপানে মাতাল
হলেও, তারা শুকনো খড়ের মত নিঃশেষে আগুনে পুড়ে যাবে। ১১ হে নীবনী, এক জন
তোমা থেকে উৎপন্ন হয়েছে, যে সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে কুকল্পনা করছে, যে পাষণ্ডতায় মন্ত্রণা
দেয়।

[১:৬] দেখুন গীত ১৩০:৩; [১:৬] দেখুন যিহি ২২:১৪; [১:৬] দেখুন গীত ৭৬:৭; [১:৬] দেখুন যিশা ৫:২৪-২৫; দেখুন ৪২:২৫; দেখুন যিরি ১০:১০; [১:৬] ১ রাজা ১৯:১১; [১:৭] দেখুন যিরি ৩৩:১১; [১:৭] দেখুন যিরি ১৭:১৭; [১:৭] দেখুন গীত ১:৬; [১:৭] দেখুন গীত ২২:৯; [১:৮] দেখুন যিশা ৮:৭; দেখুন দানি ৯:২৬; [১:৯] দেখুন হোশেয় ৭:১৫; [১:১০] দেখুন ২ শমূ ২৩:৬; [১:১০] দেখুন যিশা ৪৯:২৬; [১:১০] দেখুন যিশা ৫:২৪; মালা ৪:১;

বাসকারী সকলে। এখানে স্থায়িত্ব ও স্থিতি বোঝানো হয়েছে।

১:৬ কে টিকে থাকতে পারে? ... কে সহ্য করতে পারে ...? এটি এমন একটি প্রশ্ন যা উত্তর লাভের অপেক্ষা করে না। যদিও পর্বত ঈশ্বরের সামনে কাঁপতে থাকে (পদ ৫), তাহলে মানুষ কী করে ভাববে যে তারা বিপদগ্রস্ত নয়? তুলনা করুন রোমীয় ২:৩-৫; প্রকাশিত ৬:১৭ পদ।

১:৭ যারা তাঁর মধ্যে আশ্রয় নেয়। যেমন যিহূদা।

১:৮ ডুবিয়ে দেওয়া বন্যা। এখানে আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীর কথা প্রতীকী ভাষায় বলা হয়েছে (দেখুন যিশা ৮:৭-৮; ২৮:১৭-১৯)। *একেবারে মুছে ফেলবেন ... অন্ধকারে।* ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নীনবী নগরীতে এই ধ্বংস নেমে এসেছিল এবং নগরীটি অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল।

১:৯ যে কোন ষড়যন্ত্র কর না কেন। দেখুন পদ ১১ ও নোট। *তোমরা কাউকে আর কষ্ট দিতে পারবে না।* ঈশ্বর কখনো আসিরিয়দেরকে তাঁর লোকদের উপরে দ্বিতীয়বার বিজয় লাভ করতে দেন নি; প্রথমবার তারা শমরিয়া (৭২২-৭২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এবং ইস্রায়েলের উত্তর রাজ্য দখল করেছিল। ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রাজা সনহেরীব যিহূদা ও যিরূশালেম আক্রমণ করলেও তা পরিপূর্ণ বিজয় লাভ ছিল না; দেখুন ২ রাজা ১৮:১৩–১৯:৩৬ পদ)।

১:১০ মদ্যপানে মাতাল। দেখুন পদ ৩:১১ ও নোট।

১:১১ যে সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে কুমতলব করছে। সম্ভবত আসিরিয়ার রাজা আশূরবানিপাল (৬৬৯ -৬২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), আসিরিয়ার সর্বশেষ ক্ষমতাশালী রাজা, যাঁর পশ্চিমা অভিযান সফল হওয়ার কারণে সমস্ত মিশর তাঁর দখলে এসেছিল এবং তিনি রাজা মনঃশিকে পুতুল শাসক করে ইস্রায়েলে রেখেছিলেন (দেখুন ২ বংশা ৩৩:১১-১৩ পদ দেখুন ও ৩৩:১১ পদের নোট দেখুন; ইষ্রা ৪:৯-১০ পদ দেখুন)। *কুপরিকল্পনা করছে।* তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ও পরামর্শ অসার হয়ে দাঁড়াবে এবং তারা ধ্বংস হয়ে যাবে (গীত ২:১-৪ পদ দেখুন)।

নহূম : ১ অধ্যায়

যিহূদার জন্য সুখবর

১২ সদাপ্রভু এই কথা বলেন, পূর্ণশক্তি ও বহুসংখ্যক হলেও তারা অমনি ছিন্ন হবে এবং
রাজা অতীত হবে। হে যিহূদা, আমি তোমাকে নত করেছি, আর নত করবো না। ১৩ এখন
আমি তোমার কাঁধ থেকে তার জোয়াল ভাঙ্গব ও তোমার বন্ধন কেটে ফেলব।
১৪ আর হে নীনবী, তোমার বিষয়ে সদাপ্রভু এই আদেশ করলেন, তোমার নাম বহন
করতে আর কোন লোক থাকবে না, আমি তোমার দেবালয় থেকে খোদাই-করা ও ছাঁচে
ঢালা মূর্তি ধ্বংস করবো, আমি তোমার কবর প্রস্তুত করবো, কেননা তুমি জঘন্য।
১৫ দেখ, পর্বতমালার উপরে তারই পা, যে সুসমাচার নিয়ে আসে, শান্তি ঘোষণা করে;
হে যিহূদা, তুমি তোমার পর্বগুলো পালন কর; তোমার মানতগুলো পূর্ণ কর, কেননা পাষণ্ড
আর তোমার কাছে যাতায়াত করবে না; সে সর্বতোভাবে উচ্ছিন্ন হল।

[১:১২] দেখুন যিশা ১০:৩৪; [১:১২] যিশা ৫৪:৬-৮; দেখুন বিলাপ ৩:৩১-৩২; [১:১৩] দেখুন যিশা ৯:৪; [১:১৩] দেখুন ইয়োব ১২:১৮; দেখুন গীত ১০৭:১৪; [১:১৪] দেখুন যিশা ১৪:২২; [১:১৪] মীখা ৫:১৩; [১:১৪] দেখুন যিরি ২৮:৮; যিহি ৩২:২২-২৩; [১:১৫] যিশা ৪০:৯; রোমীয় ১০:১৫; [১:১৫] দেখুন যিশা ৫২:৭; প্রেরিত ১০:৩৬; [১:১৫] লেবীয় ২৩:২-৪; [১:১৫] দেখুন যিশা ৫২:১;

১:১২ তাদের। অর্থাৎ আসিরিয়দের। *আমি তোমাকে দুঃখ দিয়েছি।* ঈশ্বর আসিরিয়াকে ব্যবহার করেছিলেন তাঁর বিচারের শাস্তি দানের উপকরণ হিসেবে, যা তিনি রাজা আহসের সময়ে তাঁর নিয়ম ভঙ্গকারী লোকদেরকে শস্তি দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেছিলেন (যিশা ১০:৫ পদ দেখুন) এবং আবারও রাজা মনঃশির সময়ে ব্যবহার করেছিলেন।

১:১৩ দেখুন যিরমিয় ২৭:২ পদ ও নোট। *আমি ... তাদের জোয়াল ভেঙ্গে দেব।* যিহূদা ছিল আসিরিয়ার বাহন; এ কারণে আসিরিয়ার জোয়াল ভেঙ্গে দেওয়া খুবই প্রয়োজন ছিল।

১:১৪ আমি তোমার কবর প্রস্তুত করবো। ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ঈশ্বর বাবিলীয় ও মাদীয়দের ব্যবহার করেছিলেন নীনবীর কবর প্রস্তুত করার জন্য। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা সম্পর্কে জানতে দেখুন যিহি ৩২:২২-২৩ পদ।

১:১৫ পাহাড় পর্বত। যিহূদার পাহাড় পর্বতের কথা বলা হয়েছে। *যে সুসমাচার নিয়ে আসে ... তারই পা।* এই পদে একটি বিশেষ নীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যা পরিত্রাণের তথা উদ্ধারের একাধিক ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখানে আসিরিয়দের হুমকি থেকে উদ্ধার লাভের সুখবরের কথা বলা হয়েছে; যিশা ৫২:৭ পদে বাবিলীয়দের বন্দীদশা; রোমীয় ১০:১৫ পদে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের মধ্য দিয়ে পাপ থেকে উদ্ধার বোঝানো হয়েছে। *তোমার পর্বগুলো পালন কর।* তোমার উদ্ধারের আনন্দে। *মানত সব পূর্ণ কর।* যা তোমরা দুর্দশার সময় উচ্চারণ করেছিলে (গীত ৭:১৭; ৫০:১৪; যোনা ২:৯ পদের নোট দেখুন)। *দুষ্টেরা আর তোমাকে আক্রমণ করবে না।* রাজা মনঃশিরর আমলেই আসিরিয়রা শেষ বারের মত আক্রমণ করে (পদ ১২ ও নোট দেখুন)। *দুষ্টেরা।* দ্বি.বি. ১৩:১৩ পদ ও নোট দেখুন। একেবারে ধ্বংস করে ফেলা হবে। নীনবী ৬১২ সালে পতিত হওয়ার পর এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পেয়েছিল (দেখুন পদ ১৪ ও নোট)।

নহূম ১ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যয়ে আমরা দেখতে পাই–

১) পুস্তকটির উৎসর্গ লিপি (নহূম ১:১)।

২) ক্রোধ ও ন্যায়বিচারের সমন্বয়ে দুষ্টদের বিরুদ্ধে এবং দয়া ও অনুগ্রহের সমন্বয়ে নিজের লোকদের প্রতি ঈশ্বরের গৌরবের চমকপ্রদ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এবং এই উভয় প্রক্রিয়ার মধ্যে তাঁর মহিমা ও ক্ষমতা প্রতিফলিত হয়েছে (নহূম ১:২-৮)।

৩) আসিরিয়ার রাজা সন্‌হেরীব ও আসিরিয় সৈন্যবাহিনী যখন যিরূশালেম অবরোধ করেছিল, তখন ঈশ্বরের গৌরবময় এই দুইটি দিকের বিশেষ সমন্বয়কে অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারী বা অতাদের ক্ষেত্রে আরোপ করা হয়েছিল। আর এটি ঈশ্বরের ন্যায়বিচার ও দয়ার খুবই স্মরণীয় ও গৌরবোজ্জ্বল এক অনন্য দৃষ্টান্ত, যা তাঁর শত্রুদের কাছে ভয়াবহ আতঙ্ক এবং তাঁর বিশ্বস্ত দাসদের কাছে খুবই উৎসাহের কারণ হয়ে উঠেছিল (নহূম ১:৯-১৫)।

সার-সংক্ষেপ:

নীনবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ। ঈশ্বর ঈর্ষাকাতর, ক্রুদ্ধ ও প্রতিশোধপরায়ণ। সদাপ্রভু ঘূর্ণিবাতাস ও ঝড়ের মধ্য দিয়ে যখন পথ চলেন, তখন মেঘমালা হয়ে ওঠে তাঁর পায়ের ধূলো। তাঁর সামনে পাহাড়-পর্বত কেঁপে ওঠে ও গলতে শুরু করে এবং তিনি কেবল তাদেরকেই চেনেন, যারা তাঁকে বিশ্বাস করে। দুষ্ট পরামর্শদাতা তোমাদের মধ্যে সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে মন্দ ষড়যন্ত্র করে। শত্রুদেরকে নিরাপদ ও অসংখ্য বলে মনে হলেও, তিনি তাদেরকে কষ্ট দেবেন। সদাপ্রভু সব প্রতিমা ধ্বংস করবেন এবং তোমরা জঘণ্য বলে, তিনি তোমাদের জন্য কবর খুঁড়বেন।

নহূম ১ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. কে ঈশ্বরের বাক্যের লেখক ছিলেন? (নহূম ১:১)

২. কিভাবে ভাববাদী নহূম সদাপ্রভুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসূচক দিক নিয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন? (নহূম ১:২-৮)

৩. নীনবী সদাপ্রভুর কাছ থেকে কি পাবে বলা হয়েছে? (নহূম ১:২-৬)

৪. সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে তারা কি করেছিল? (নহূম ১:৯-১১)

৫. কিভাবে যিহূদার কষ্ট দূর হয়েছিল? (নহূম ১:১২-১৫)

নহূম : ২ অধ্যায়

নীবনীর অবরোধ ও পতন

২ [১] খণ্ডবিখণ্ডকারী তোমার বিরুদ্ধে উঠে এসেছে; তুমি দুর্গ রক্ষা কর, পথে প্রহরীর কাজ
কর, কোমর কষে বাঁধ, নিজেকে খুব শক্তিশালী কর। [২] কারণ সদাপ্রভু ইস্রায়েলের
জাঁকজমকের মত যাকোবের জাঁকজমককে পুনরায় সতেজ করতে উদ্যত; কারণ ধ্বংসকারীরা
তাদেরকে ধ্বংস করেছে ও তাদের আঙ্গুরলতাগুলো বিনষ্ট করেছে।

[৩] ওর বীরদের ঢাল রক্তাক্ত, যোদ্ধারা লাল রংয়ের কাপড় পরিহিত, ওর আয়োজন-দিনে
রথগুলো ঝলসে ওঠে ও বর্শাগুলো চালিত হয়। [৪] পথে পথে রথগুলো উন্মত্তের মত চলে,
প্রশস্ত চকে দৌড়াতে দৌড়াতে পরস্পর আঘাত করে; তাদের আভা মশালের মত, তারা
বিদ্যুতের মত ধাবমান হয়।

[৫] রাজা তাঁর কুলীনবর্গকে স্মরণ করেন, তারা যাবার সময় হোঁচট খায়, প্রাচীরের দিকে
দৌড়াদৌড়ি হচ্ছে, অবরোধ-যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। [৬] নদীর দ্বারগুলো খুলে গেল; প্রাসাদ

[২:১] যিরি ৫১:২০; [২:২] দেখুন যিহি ৩৭:২৩; [২:২] যিশা ৬০:১৫; [২:৩] দেখুন যিহি ২৩:১৪-১৫; [২:৪] দেখুন যিরি ৪:১৩; দেখুন যিহি ২৩:২৪; [২:৫] যিরি ৪৬:১২; [২:৬] যিশা ৪৫:১; নহূম ৩:১৩;

২:১ আক্রমণকারী। এখানে সম্রাট সাইয়াক্সারেস এর অধীনে মিদিয় বাহিনী এবং সম্রাট নবোপলেষারের অধীনে বাবিলীয় বাহিনীর মিত্রবাহিনীর কথা বোঝানো হয়েছে। *দুর্গের উপরে তোমার সৈন্য সাজাও ... তোমার সৈন্যদল প্রস্তুত রাখ।* সম্ভবত পরিহাসের ভঙ্গিতে এই কথাটি বলা হয়েছে। *রাস্তা।* যে পথ দিয়ে শত্রুরা আসবে।

২:২ যাকোবের ... ইস্রায়েলের আগের জাঁকজমক ফিরিয়ে দেবেন। জাতিটি আবার তাদের হারানো গৌরব ফিরে পাবে।

২:৩ যোদ্ধা। যারা আক্রমণ করতে এসেছে সেই সৈন্যরা (পদ ১), কিংবা নীনবীর সৈন্যরা। *লাল।* হতে পারে (১) তাদের বর্মের রং, (২) তাদের শরীরে লেগে থাকা রক্তে কথা বোঝানো হয়েছে, কিংবা (৩) তাদের শরীরে পরিহিত যুদ্ধের সাজের উপরে সূর্যের আলোর প্রতিফলন বোঝানো হয়েছে। *লোহা ঝক্‌মক করছে।* সেগুলো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

২:৪ সব রথ ... ঝড়ের মত চলছে। হতে পারে এখানে (১) আসিরিয়দের যুদ্ধে রথের কথা বলা হয়েছে কিংবা (২) নীনবীর আক্রমণকারীদের ঘোড়ার রথের কথা বলা হয়েছে।

২:৫ রাজা। অর্থাৎ আসিরিয়ার রাজা। *শহরের দেয়াল।* নীনবীর দেয়ালের কাছে পৌঁছুতে হলে আগে ১৫০ ফুট দীর্ঘ একটি পরিখা পার হতে হত, যা প্রায় ৮ মাইল পরিধি বিশিষ্ট ছিল এবং পুরো নগরীর মোট ১৫টি তোরণদ্বার ছিল। *তারা দেয়াল ভাংগার যন্ত্র বসাচ্ছে।* যা দিয়ে খুব শক্তিশালী দেয়ালও ভেঙ্গে ফেলা যেত।

২:৬ নদীর দ্বার। সম্ভবত খোশর নদীর উপরে নির্মিত বাঁধের দ্বারটির কথা বলা হয়েছে, যে নদীটি নীনবী নগরীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে টাইগ্রিস নদীতে গিয়ে মিশেছে। হয়তোবা এই বাঁধ আগে থেকেই নির্মিত ছিল কিংবা শত্রু সৈন্যরা তা নির্মাণ করেছে যেন জল আটকে রাখা যায় এবং হঠাৎ করে সেই জল ছেড়ে দিয়ে নগরীর প্রাচীরের ক্ষতি সাধন করা যায়। *রাজবাড়ী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।* একজন প্রাচীন ঐতিহাসিক (বাবিলীয় বংশ-তালিকা রচয়িতা) একটি বন্যার কথা বলেছেন যা নগরীর দেয়ালের কিছু কিছু অংশ ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, যার ফলে আক্রমণকারী সহজে নগরের ভেতরে প্রবেশ করতে পেরেছিল।

বিলীন হল। [৭] হ্যাঁ, এটি নিরূপিত; নীনবী বিবস্ত্রা হয়েছে, নীতা হচ্ছে ও তার দাসীরা কবুতরের ধ্বনির মত শোকধ্বনি করছে, বক্ষঃস্থলে করাঘাত করছে, নীনবী তো জন্ম থেকে জলে পূর্ণ পুষ্করিণীস্বরূপা, কিন্তু সকলে পালিয়ে যাচ্ছে; [৮] দাঁড়াও, দাঁড়াও বললেও কেউ মুখ ফিরায় না। [৯] তোমরা রূপা লুট কর, সোনা লুট কর! সেই স্থানে মূল্যবান ধন-সম্পদ অফুরন্ত! সেখানে সব রকম ধন-রত্নের প্রাচুর্য আছে! [১০] সে শূন্য, শূন্যীকৃত ও উৎসন্ন হয়েছে! আর হৃদয় গলে গেছে ও হাঁটুতে কাঁপন ধরেছে এবং সকলের কোমরে শক্তি নেই ও প্রত্যেক মানুষের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

[১১] কোথায় সেই সিংহদের গহ্বর, যুবা কেশরীদের সেই ভোজনস্থান, যে স্থানে সিংহ, সিংহী ও সিংহের বাচ্চা ঘুরে বেড়াত, ভয় দেখাবার কেউ ছিল না? [১২] সিংহ তার বাচ্চাগুলোর জন্য যথেষ্ট পশু মারত, তার সিংহীদের জন্য অনেকের গলা চেপে মারত, তার গুহাগুলো শিকারের পশু ও গহ্বরগুলো বিদীর্ণ পশু দিয়ে পরিপূর্ণ করতো।

[১৩] দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, আমি তোমার রথগুলো পুড়িয়ে দিয়ে ধোঁয়ায় লীন করবো এবং খড়্গ তোমার যুবা কেশরীদেরকে গ্রাস

[২:৭] দেখুন আদি ৮:৮; দেখুন যিশা ৫৯:১১; [২:৭] যিশা ৩২:১২; [২:১০] দেখুন যিহো ২:১১; দেখুন ৭:৫; [২:১০] দেখুন যিশা ২৯:২২; [২:১১] যিশা ৫:২৯; [২:১২] দেখুন যিরি ৫১:৩৪; [২:১২] দেখুন যিরি ৪:৭; [২:১২] দেখুন যিশা ৩৭:১৮; [২:১৩] যিশা ১০:৫-১৩; দেখুন যিরি ২১:১৩; নহূম ৩:৫; [২:১৩] গীত ৪৬:৯; [২:১৩] দেখুন ২ শমূ ২:২৬;

২:৭ দাসীরা। সমাজ ব্যবস্থার সবচেয়ে নিচু স্তরের মানুষগুলোও এই বিচার থেকে রেহাই পাবে না।

২:৮ বাঁধ-ভাংগা পুকুরের মত যার জল বের হয়ে যাচ্ছে। অনেকে মনে করেন এখানে টাইগ্রিস ও তার শাখা নদীগুলোর কথা বলা হচ্ছে যেগুলো নগরীর চার পাশ দিয়ে ও মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছিল এবং সেগুলো পরিখা হিসেবেও কাজ করতো, যা নগরীটিতে প্রবেশ করার আরও কঠিন করে তুলেছিল। অন্যান্যরা এই কথাটি আরও আক্ষরিকভাবে নিয়ে থাকেন এবং তারা মনে করেন এখানে নীনবীর লোকদের পালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে, যেভাবে পাড় ভাঙ্গা পুকুর থেকে জল বের হয়ে যায়।

২:৯ আক্রান্তদের আর্তনাদ।

২:১০ লুট করা হচ্ছে, খালি করা হচ্ছে ও ধ্বংস করা হচ্ছে। বাবিলীয় বংশ-তালিকা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, আক্রমণকারী প্রচুর পরিমাণে সম্পদ লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। *অন্তর গলে গেছে।* ক্ষমতাশালী ও অপ্রতিরোধ নীনবীবাসীরা এখন আতঙ্কে অসহায় হয়ে পড়েছে।

২:১১-১৩ ভাববাদী নহূম এখানে পরিহাসের ভঙ্গিতে নীনবী নগরীর আগের গৌরবময় অবস্থা এবং এখনকার এই ভগ্ন চূর্ণ অবস্থার কথা তুলনা করেছেন।

২:১১ সিংহ ও সিংহী। দেখুন যিশা ৫:২৯; যিরমিয় ৪:৭ পদ। আসিরিয়ার সাথে তুলনা করার জন্য সিংহ অত্যন্ত উপযোগী একটি প্রতীক, যা আসিরিয়ার রাজবংশের ধরন ও নীনবী নগরীতে পাওয়া অগনতি সিংহের ভাস্কর্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২:১২ গহ্বরগুলো বিদীর্ণ পশু দিয়ে পরিপূর্ণ করতো। নীনবী নগরী বহু দেশ থেকে যুদ্ধ জয় করে নিয়ে আসা লুট দ্রব্য দিয়ে পূর্ণ করা হয়েছিল।

২:১৩ পুড়িয়ে ফেলব। নীনবীর পতন হবে এক স্বর্গীয় বিচার সাধন। নীনবীকে বিচারে দাঁড় করানো হয়েছে, তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে তার শাস্তি হিসেবে ধ্বংস সাধন করা হয়েছে। *গলার স্বর আর শোনা যাবে না।* ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি এই প্রত্যেকটি ভবিষ্যদ্বাণীই পূর্ণতা লাভ করেছে।

করবে; হ্যাঁ, আমি পৃথিবী থেকে তোমার লুণ্ঠিত দ্রব্য মুছে ফেলব; এবং তোমার দূতদের স্বর আর শোনা যাবে না।

নহূম ২ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) নীনবীকে ধ্বংস করতে শত্রুর এগিয়ে আসা এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তার ভয়ঙ্কর সামরিক প্রস্তুতি (নহূম ২:১-৫)।

২) শহরটির বিষয়ে কিছু কথা (নহূম ২:৬)।

৩) নীনবীর রাণীর বন্দিত্ব, ঘর-বাড়ি ছেড়ে লোকদের পলায়ন, তার সব ধন-রত্ন লুণ্ঠন এবং খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়ার মত একটি অবস্থা (নহূম ২:৭-১০)।

৪) আর সত্যিকার অর্থে এই সব ভয়াবহতার কারণ হিসেবে নির্দেশিত হয়েছে: ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নীনবীর লোকদের পাপ এবং তাদের বিপক্ষে ঈশ্বরের অবস্থান (নহূম ২:১১-১৩)।

সার-সংক্ষেপ:

ব্যঙ্গাত্মকভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান করা হয়েছে। আর সদাপ্রভু যাকোবের শ্রেষ্ঠত্বকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবেন। যুদ্ধের রথগুলো শহরের রাস্তায় দুর্বার গতিতে এলোপাতারিভাবে ছুটে চলে তাদের অর্থহীন ক্ষিপ্রতাকে প্রকাশ করলেও, অবশেষে আসিরিয়দেরকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়। আসিরিয়া বাঁধ-ভাঙ্গা পুকুরের জলের মত করে ভেসে যায়। সিংহদের থাকার জায়গা কোথায়? সদাপ্রভু আসিরিয়দের রথগুলোকে পুড়িয়ে ছাই কর ফেলবেন।

নহূম ২ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. কিভাবে নীনবীক আক্রমণ করা হয়েছিল? (নহূম ২:১-৬)

২. কিভাবে ভাববাদী নহূম নীনবীর খুবই নিকট ভবিষ্যতের চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছিলেন? (নহূম ২:৭-১৩)

নহূম : ৩ অধ্যায়

নীনবীর উপর বিচারদণ্ড

৩ [১] ধিক্ ঐ রক্তপাতী নগরকে। সে একেবারে মিথ্যায় ও দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ; লুট
পরিত্যাগ করে না। [২] কশার শব্দ; ঘূর্ণায়মান চাকার শব্দ; ধাবমান ঘোড়া ও লম্ফমান
রথ; [৩] ঘোড়সওয়ার যোদ্ধা, চাক্‌চিক্যময় খড়্গ, চক্‌চকে বর্শা; নিহতদের রাশি ও মৃত
দেহের স্তূপ, লাশগুলোর শেষ নেই, ওদের লাশের উপরে লোকে হোঁচট খায়। [৪] এর কারণ
হল সেই পরমাসুন্দরী পতিতার অনেক পতিতাবৃত্তি; সেই প্রধান জাদুকারিণী তার
পতিতাবৃত্তিতে জাতিদেরকে ও তার মায়াতে গোষ্ঠীগুলোকে বিক্রি করে।

[৫] বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ, আমি তোমার কাপড় তুলে
তোমার মুখের উপরে টেনে দেব; জাতিদেরকে, তোমার উলঙ্গতা ও নানা রাজ্যের
লোকদেরকে তোমার লজ্জা দেখাব। [৬] আমি তোমার উপরে জঞ্জাল নিক্ষেপ করে তোমাকে
ঘৃণার বস্তু করবো ও হাসির পাত্র বলে স্থাপন করবো। [৭] তাই যে কেউ তোমাকে দেখবে, সে
তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে, আর বলবে, নীনবী উৎসন্ন হল, তার বিষয়ে কে বিলাপ
করবে? আমি কোথায় গিয়ে তোমার জন্য সান্ত্বনাকারীদের খোঁজ করবো?

[৮] তুমি কি থিব্‌সের চেয়ে শ্রেষ্ঠ? সে তো নদীগুলোর পারে সুখে আসীন ও তার

[৩:১] দেখুন যিহি ২২:২; দেখুন মীখা ৩:১০; [৩:১] গীত ১২:২; [৩:৩] ২ রাজা ১৯:৩৫; যিশা ৩৪:৩; যিরি ৪৭:৩; [৩:৪] দেখুন যিশা ৪৭:৯; [৩:৪] দেখুন যিশা ২৩:১৭; যিহি ১৬:২৫-২৯; [৩:৫] দেখুন নহূম ২:১৩; [৩:৫] দেখুন যিশা ২০:৪; যিরি ১৩:২২; [৩:৫] দেখুন যিশা ৪৭:৩; [৩:৬] দেখুন যাত্রা ২৯:১৪; দেখুন ইয়োব ৯:৩১; [৩:৬] দেখুন ১ শমূ ২:৩০; দেখুন যিরি ৫১:৩৭; [৩:৬] যিশা ১৪:১৬; [৩:৭] দেখুন যিশা ১৩:১৪; দেখুন ৩১:৯; [৩:৭] দেখুন নহূম ১:১; [৩:৭] দেখুন ইয়োব ৩:১৪; [৩:৭] দেখুন যিরি ১৫:৫; [৩:৭] দেখুন যিশা ৫১:১৯; [৩:৮] আমোষ ৬:২; [৩:৮] দেখুন যিরি ৪৬:২৫; [৩:৮] যিশা ১৯:৬-৯;

৩:১ রক্তপাতের শহর। নীনবী নগরী তার বিজিত জাতির মানুষদের রক্তপাত করার জন্য দায়ী ছিল, যা প্রত্যেকেরই জানা। *সব সময় মানুষ-শিকার চলছে।* আসিরিয় জাতি তাদের নৃশংসতা, বর্বরতা ও ভয়ঙ্কর সব কাজের জন্য কুখ্যাত ছিল। তাদের হাতে আক্রান্ত অনেক মানুষকেই শিরোচ্ছেদ করে, শূলে চড়িয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে মারা হত।

৩:৩ মৃতদেহের স্তূপ। আসিরিয়ার রাজা তৃতীয় শালমানেসার একটি শত্রু নগরীর সামনে মাথা কেটে ফেলা মৃতদেহের একটি পিরামিড তৈরি করেছিলেন। অন্যান্য আসিরিয়রার রাজারাও পরাজিত নগরীর তোরণদ্বারের সামনে মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখতেন। ভাববাদী নহূমের বর্ণনার সাথে আসিরিয়দের নিষ্ঠুরতার পুরোপুরি মিল রয়েছে।

৩:৪ পতিতা ... পতিতাবৃত্তি। নীনবীর বিলাস বহুল জীবন যাপন এবং সম্পদের কারণে বহু মানুষ এখানে আসতো, কিন্তু তার আরেকটি অন্যতম বড় আকর্ষণ ছিল পেশাদার পতিতাদের সমারোহ। *জাদুর কর্ত্রী ... জাদুবিদ্যা।* পৌত্তলিকদের আচার অনুষ্ঠান (দেখুন দ্বি.বি. ১৮:১০ পদ ও ১৮:৯ পদের নোট দেখুন)।

৩:৫ মুখের উপর টেনে দেব। পতিতা ও ব্যভিচারিণী নারীদের জন্য প্রচলিত সাধারণ একটি শাস্তি (যিশা ৪৭:৩; যিরমিয় ১৩:২২; হোশেয় ২:৩, ১০ পদ ও নোট দেখুন)।

৩:৭ কে ...? কোথায় ...? এটি এমন একটি প্রশ্ন যা উত্তর দাবী করে না। নীনবী কোন ধরনের সান্ত্বনা পাবে না।

৩:৮ থিব্‌স। হিব্রু ভাষায় নো আমোন, যার অর্থ "আমুন দেবতার শহর।" থিব্‌স ছিল মিশরের উত্তর অংশের রাজধানী। এই স্থানটির উপরে আজ অবস্থিত রয়েছে লুক্সর ও কার্নাক নগরী। ৬৬৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আসিরিয়রা এই নগরীটি ধ্বংস করে দেয়।

চারদিকে ঘিরে ছিল জল; জলরাশি ছিল তার পরিখা, সমুদ্র তার প্রাচীর ছিল। [৯] ইথিওপিয়া ও মিসর তার বলস্বরূপ, তা অসীম; পুট ও লিবীয়রা তার সহকারী ছিল। [১০] তবুও সেও নির্বাসিতা হল, বন্দীদশার দেশে গেল, তার শিশুদেরকেও সকল পথের মাথায় আছাড় মেরে খণ্ড খণ্ড করা হল; শত্রুরা তার সম্মানিত পুরুষদের জন্য গুলিবাঁট করলো এবং তার পদস্থ লোকদের শিকল দিয়ে বাঁধা হল।

[১১] তুমিও মাতাল হবে, লুকিয়ে থাকবে; তুমিও শত্রুর ভয়ের কারণে আশ্রয় লাভের চেষ্টা করবে। [১২] তোমার দৃঢ় দুর্গগুলো প্রথমে পাকা ফলবিশিষ্ট ডুমুর গাছের মত হবে; সঞ্চালিত হলে তার ফল ভক্ষকের মুখে পড়ে। [১৩] দেখ, তোমার মধ্যস্থিত লোকেরা স্ত্রীলোক; তোমার দেশের তোরণদ্বারগুলো শত্রুদের জন্য খোলা হয়েছে, আগুন তোমার অর্গলগুলো গ্রাস করেছে। [১৪] তুমি অবরোধ সময়ের জন্য জল তুলে রাখ, তোমার দুর্গগুলো দৃঢ় কর, ইটখোলাতে যাও, কাদা ছান, ইটের পাঁজা সাজাও।

[১৫] সেখানে আগুন তোমাকে গ্রাস করবে; খড়্গ তোমাকে কেটে ফেলবে, তা পতঙ্গের

[৩:৯] দেখুন আদি ১০:৬; দেখুন ২ বংশা ১২:৩; [৩:৯] দেখুন যিহি ২৭:১০; [৩:৯] যিহি ৩০:৫; [৩:১০] দেখুন যিশা ২০:৪; [৩:১০] দেখুন ২ রাজা ৮:১২; দেখুন যিশা ১৩:১৬; হোশেয় ১৩:১৬; [৩:১০] দেখুন ইয়োব ৬:২৭; দেখুন যিহি ২৪:৬; [৩:১০] দেখুন যিরি ৪০:১; [৩:১১] দেখুন যিশা ৪৯:২৬; [৩:১১] দেখুন যিশা ২:১০; [৩:১২] দেখুন শলো ২:১৩; [৩:১২] দেখুন যিশা ২৮:৪; [৩:১৩] দেখুন যিশা ১৯:১৬; [৩:১৩] দেখুন নহূম ২:৬; [৩:১৩] দেখুন যিশা ৪৫:২; [৩:১৪] দেখুন ২ বংশা ৩২:৪; [৩:১৪] নহূম ২:১; [৩:১৫] দেখুন যিশা ২৭:১; [৩:১৫] দেখুন ২ শমূ ২:২৬; [৩:১৫] দেখুন যিরি ৫১:১৪; দেখুন যোয়েল ১:৪;

৩:৯ পূট ও লিবিয়া। সম্ভবত এভাবে বললে আরও স্পষ্ট হয়: "পূট, তথা লিবিয়া"; দেখুন আদি ১০:৬; যিহি ২৭:১০; ৩০:৫ পদ ও নোট।

৩:১০ তার শিশুদের আছাড় মারা হয়েছিল। দেখুন গীত ১৩৭:৯; যিশা ১৩:১৬; হোশেয় ১৩:১৬ পদ ও নোট। *তার গণ্যমান্য লোকদের ... শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।* আসিরিয়ার রাজা প্রায়শই এই কাজটি করতেন; উদাহরণস্বরূপ রাজা আশূরবানিপাল তার বন্দী করা কিছু কিছু শাসকদের ক্ষেত্রে এমনটা করেছেন বলে বিবৃতি দিয়েছেন: "আমি তার গলায় কুকুরের গলাবন্ধনী পরিয়েছি এবং নীনবীর পূর্ব দ্বারে তার থাকার জন্য একটি কুকুরের থাকার ঘর তৈরি করে দিয়েছি।"

৩:১১ তুমিও মাতাল হয়ে ঢলে পড়বে। সম্ভবত ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্রে পান করার কারণে (দেখুন যিশা ৫১:১৭; যিরমিয় ২৫:১৫; যিহি ২৩:৩১ পদ ও নোট দেখুন)।

৩:১২ পাকা ফলে ভরা ডুমুর গাছের মত। এখানে প্রতীকী অর্থে বোঝানো হচ্ছে যারা নীনবী নগরী আক্রমণ করেছে তারা প্রত্যেকেই তার সমস্ত সম্পদ লুটে নেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে।

৩:১৩ তোমার সৈন্যেরা তো সবাই স্ত্রীলোকের মত। তারা আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীকে প্রতিহত করতে একেবারেই অপারগ।

৩:১৪ জল তুলে রাখ। যা সাধারণত কোন নগরী অবরুদ্ধ হলে প্রস্তুতি হিসেবে করে রাখা হত। *তোমার দুর্গগুলো শক্তিশালী কর।* পরিহাসের ছলে এই কথাটি বলা হয়েছে, যদিও এই উদ্যোগ একেবারেই নিষ্ফল (২:১ পদ ও নোট দেখুন)।

৩:১৫ সেখানে। অর্থাৎ নীনবীর শক্তিশালী দুর্গের ভেতরে। *আগুন তোমাকে গ্রাস করবে।* ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আসিরিয়ার রাজা তাঁর প্রাসাদের মধ্যেই আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিলেন।

মত তোমাকে খেয়ে ফেলবে; [১৬] তুমি পতঙ্গের মত বড় ঝাঁক হও। তুমি আকাশের তারা হতেও তোমার বনিকদের বৃদ্ধি করেছ; পতঙ্গ ঝাঁক বেঁধে উড়ে যাচ্ছে। [১৭] তোমার মুকুটপরিহিতরা পঙ্গপালের মত; তোমার সেনাপতিরা অগণিত ফড়িংয়ের মত; ফড়িং তো শীতের দিনে বেড়াতে আশ্রয় নেয়, কিন্তু সূর্যোদয় হলে উড়ে যায়; কোন স্থানে যায়, তা জানা যায় না।

[১৮] হে আসিরিয়ার রাজা, তোমার পালরক্ষকেরা ঘুমিয়ে পড়েছে, তোমার কুলীনেরা বিশ্রাম করছে, তোমার লোকেরা পর্বতমালার উপরে ছিন্নভিন্ন রয়েছে, তাদেরকে সংগ্রহ করার কেউ নেই; [১৯] তোমার আঘাতের প্রতীকার নেই; তোমার ক্ষত সাংঘাতিক; যারা তোমার বার্তা শুনবে, তারা তোমার কথায় হাততালি দেবে; কেননা তোমার নিষ্ঠুরতা কে না ভোগ করেছে?

[৩:১৬] দেখুন যাত্রা ১০:১৩; [৩:১৭] যিরি ৫১:২৭; [৩:১৮] গীত ৭৬:৫-৬; দেখুন যিরি ২৫:২৭; [৩:১৮] যিশা ৫৬:১০; [৩:১৮] দেখুন ১ রাজা ২২:১৭; [৩:১৯] দেখুন যিরি ৩০:১৩; দেখুন মীখা ১:৯; [৩:১৯] দেখুন ইয়োব ২৭:২৩; দেখুন বিলাপ ২:১৫; সফ ২:১৫; [৩:১৯] যিশা ৩৭:১৮।

৩:১৬ তোমার ব্যবসায়ীদের সংখ্যা ... আকাশের তারার চেয়েও বেশি। এখানে আসিরিয়ার বহুবিধ ও বহুল বিস্তৃত ব্যবসা ও বাণিজ্য উদ্যোগের কথা বলা হচ্ছে।

৩:১৭ পঙ্গপালের ঝাঁকের মত। যাদের দেখে প্রাচীনকালে মধ্য প্রাচ্যের কৃষকেরা আতঙ্কিত হয়, কারণ এরা প্রচুর পরিমাণে ঝাঁক বেধে আসে এবং সামনে যে ধরনেরই উদ্ভিদ থাক না কেন তা খেয়ে নিঃশেষ করে চলে যায়। পঙ্গপালের এই বৈশিষ্ট্যের সাথে নীনবীর ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সৈন্যবাহিনী সকলেরই কার্যক্রমের মিল রয়েছে। কোথায় যায় কেউ জানে না। এভাবেই নীনবীর কর্মচারীরা কোন হদিশ না রেখে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বহু শতাব্দী ধরে কেউ জানতোই না নীনবী নগরীর ধ্বংসস্তূপ কোথায় সমাধিস্থ অবস্থায় রয়েছে। অবশেষে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তা অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করেন (সফনিয় ২:১৩ পদের নোট দেখুন)।

৩:১৮ রাজা। নীনবীর পতনের সময় যে রাজা ক্ষমতায় ছিলেন তাঁর নাম ছিল শিন-শার-ইশকান, সে কারণে এই কথাগুলো তাঁকেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে। *কুলীনেরা।* এখানে ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটির অর্থ মেষপালক (যির ২:৮ পদ ও নোট দেখুন)। *ঘুমাচ্ছে।* প্রকৃতপক্ষে মারা গেছে। লোকেরা পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। নীনবী নগরী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তার অধিবাসীরা পালিয়ে বিভিন্ন স্থানে চলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, যা পুরাতন নিয়মের ইতিহাসে খুব পরিচিত একটি দৃশ্য।

৩:১৯ তোমার আঘাত সাংঘাতিক। নীনবী নগরী এমনভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যে, কোন-ভাবেই আর তা পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব ছিল না এবং মাত্র কয়েক শ' বছরের মধ্যেই নগরীটি বাতাসে বয়ে আনা ধুলা ও মরু বালুতে একেবারে ঢেকে গিয়েছিল। এ কারণে যা এক সময় ছিল মহানগরী (যোনা ১:২; ৩:২; ৪:১১; যোনা ৩:৩ পদের নোট দেখুন) তা ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আর কখনোই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে নি– এর সবই ভাববাদী নহূমের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কথিত বাক্যের পূর্ণতা হিসেবে সাধিত হয়েছিল। *তোমার অশেষ নিষ্ঠুরতা।* কিন্তু এখন তুমি নিজেই চিরতরে বিনষ্ট হলে।

নহূম ৩ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) সেই বিখ্যাত শহরকে অভিযুক্ত করা হয়েছে যে সব পাপের জন্য: খুন (নহূম ৩:১), বেশ্যাবৃত্তি (নহূম ৩:৪) এবং সর্বস্তরে বিস্তৃত পাপাচার (নহূম ৩:১৯)।

২) এখানে নীনবীর বিরুদ্ধে তুলে বিচারের হুশিয়ারি প্রাধান্য পেয়েছে যেভাবে– রক্তের জন্য রক্ত, লজ্জাজনক পাপের জন্য লজ্জা (নহূম ৩:৫-৭)।

৩) পাপের পরিণতি হিসেবে অন্যান জায়গায় নীনবীর জনশূণ্যতাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নিয়ে তুলে ধরা (নহূম ৩:৮-১১)।

৪) যে সব জিনিসের উপর নীনবীর লোকেরা নির্ভর করতো ও আস্থা রাখতো, সেগুলো উৎখাতের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর উপস্থাপন (নহূম ৩:১২-১৯)।

সার-সংক্ষেপঃ

পাপে জর্জরিত শহটির কি দুর্দশা! ২ অধ্যায়ে উল্লেখিত যুদ্ধে উত্তেজিত কর্মব্যস্তার মত এখানে আরও একটি বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। বেশ্যাবৃত্তি ও যাদুবিদ্যার কারণে নীনবীকে শাস্তি দেয়া হয়। নীনবীর নগ্নতাকে জাতিদের কাছে তুলে ধরা হবে। আসিরিয়রা মিশরে নো-আমোনকে (থেবস) ধ্বংস করেছিল বলে তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে ও অপমানিত হবে। ডুমুর গাছকে ঝাঁকানো হলে যেভাবে তার ডুমুর ঝরে পড়ে, তেমনি নীনবীর দুর্গগুলো ঈশ্বরের বিচারের সামনে ধ্বসে পড়বে। নীনবীর লোকদের সংখ্যা পঙ্গপালের মত অগণিত। তবে এই ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ার সমাপ্তি তখনও চলবে এবং যারা নীনবীর পরাজয়ের কথা শুনবে, তারা সবাই খুশিতে হাততালি দেবে।

নহূম ৩ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. কেন ঈশ্বর নীনবীর বিচার করেছিলেন? (নহূম ৩:১-৭)

২. নীনবী থিব্‌সের (নো-আমোন) কেমন ব্যবহার করেছিল? (নহূম ৩:৮-১১)

৩. নীনবীর প্রতিরক্ষা কেন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল? (নহূম ৩:১২-১৯)

৪. নীনবীর চরম পরিণতি কি হয়েছিল? (নহূম ৩:১৯)

৫. লোকেরা নীনবীর ধ্বংসে কেমন প্রতিক্রিয়া করবে বলা হয়েছিল? (নহূম ৩:১৯)

অধ্যয়নের গভীরতায়

হবক্কুক ভাববাদীর পুস্তক

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

ভাববাদী হবক্কুক সম্পর্কে খুব অল্পই জানা যায়। মনে করা হয় যে, তিনি ভাববাদী সফনিয় এবং যিরমিয়ের সমসাময়িক ভাববাদী এবং সম্ভবত তিনি যিহিস্কেল এবং দানিয়েল ভাববাদীরও সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু অন্য কোন ভাববাদী তাঁর সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ করেন নি। পুস্তকের মধ্যে দুই বার তাঁর নামের উল্লেখ পাওয়া যায় (১:১; ৩:১) এবং স্পষ্ট তিনিই হলেন এই পুস্তকের প্রধান চরিত্র। ২য় অধ্যায়ে দেখা যায় যে, ঈশ্বর হবক্কুককে আদেশ দিয়েছেন যেন তিনি দর্শন লিপিবদ্ধ করেন এবং সম্ভবত তিনি ৩য় অধ্যায়টিও লিপিবদ্ধ করেন। এপোক্রিফার অন্তর্গত বেল ও ড্রাগন গ্রন্থে হবক্কুক সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে যে, যখন দানিয়েল সিংহের গর্তে ছিলেন তখন হবক্কুককে দানিয়েলের জন্য খাবার সরবরাহ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু এই কাজ ঐতিহাসিক ভাবে বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয় নি।

সময়কাল

এই পুস্তকের রচনার সময়কাল নির্ণয়ের একমাত্র সূত্র হল বাবিলীয়দের যিহূদা আক্রমণের উক্তি (১:৬)। কিন্তু এই ঘটনা ভবিষ্যতে কত দিনের মধ্যে ঘটবে তা স্পষ্ট নয় (২:২-৩ পদ দেখুন)। যখন হবক্কুক পুস্তক লিখছিলেন তখন বাবিলীয়রা আসন্ন ভীতি প্রদর্শন করার জন্য আবির্ভূত হয় নি, কিন্তু সম্ভবত তিনি তাদের প্রচ্ছন্ন ভীতি প্রদর্শন থেকে অনেক দূরে ছিলেন। আর তাই মনে করা হয় সম্ভবত হবক্কুকের সময়কাল যোশিয়ের রাজত্বের (৬৪০-৬০৯ খ্রী.পূ) শেষ হওয়ার পর খুব বেশি দেরিতে আসে নি। রাজা যোশিয়ের পূর্বে অত্যন্ত দুষ্ট রাজা মনঃশি এবং আমোনের নেতৃত্বে যিহূদা চরমভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যায় এবং জাতি শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হয়েছিল (২ রাজা ২৩:২৬-২৭)। যিহূদা নৈতিকভাবে এবং আত্মিকভাবে কলুষিত হয়ে গিয়েছিল। তারা উচ্চস্থলীতে অর্থাৎ উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে বাল-দেবতার পূজা করতো, দেবতা মোলকের কাছে নিজেদের সন্তানদেরকে আগুনের মধ্যে পুড়িয়ে মারত, সূর্য দেবতার কাছে ঘোড়া উৎসর্গ করতো এবং তারা মন্দির ধ্বংস হয়ে যেতে দেখেও কোন প্রতিকার করে নি। যদিও হিষ্কিয়ের স্বল্পকাল রাজত্বের সময় যিরূশালেমের মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং নিস্তারপর্ব পুনঃপ্রবর্তিত করার মত চমৎকার কাজ তিনি করেছিলেন, তথাপি তাঁর মৃত্যুর পর পুনরায় ইস্রায়েল জাতি মন্দ পথে ফিরে যায়। উপরন্তু এ সময়টি ছিল রাজনৈতিকভাবে অশান্ত এবং দাঙ্গা হাঙ্গামার সময়। আসিরিয়রা অত্যন্ত রূঢ়ভাবে যিহূদার উপরে একশো বছর ধরে শাস্তি প্রদান করার জন্য বিভিন্ন উপায়ে এবং বিশেষত কর আরোপ করে শাসন কার্য চালায়। কিন্তু আসিরিয়রা ক্রমে শক্তিহীন হয়ে পড়তে থাকে এবং

বাবিল শীঘ্রই বিশ্ব শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। হবক্কুক সম্ভবত পরবর্তী ঘটনাসমূহ দেখার জন্য বেঁচে ছিলেন: ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাবিলের দ্বারা নীনবীর ধ্বংস সাধন; ৬০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হারোনের যুদ্ধ, যে যুদ্ধে রাজা যোশিয় যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া থেকে মিশরীয়দের বাধা প্রদান করার চেষ্টা করতে গিয়ে মারা যান; কার্খেমিশের যুদ্ধে (৬০৫ খ্রী.পূ.) আসিরিয়দের সম্পূর্ণ পরাজয় বরণ এবং সম্ভবত ৬০৫, ৫৯৭ ও ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাবিলের যিহূদা আক্রমণের বিষয়ে তাঁর নিজের করা ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

বিষয়বস্তু

পুস্তকের শেষ ভাগ অনুসারে হবক্কুক একজন পরিবর্তিত মানুষ ছিলেন। তিনি অপেক্ষা করতে এবং ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করতে শিখেছিলেন। তিনি সকল বিষয়ে ঈশ্বরের মহিমা সাধনের জন্য কাজ করতেন। হবক্কুক কাজ করতে পছন্দ করতেন। তিনি ঈশ্বরের ন্যায় বিচার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, কিন্তু উভয় বিষয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ঈশ্বর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং তাঁর ন্যায় বিচার তাদের বোধশক্তির অনেক বাইরে। যিহূদার উপরে হবক্কুকের শাস্তির বাণী লোকেরা ভাল ভাবে গ্রহণ করে নি, কারণ ভণ্ড ভাববাদীরা লোকদের কাছে এই কথা ঘোষণা করেছিল যে, ঈশ্বর কখনো তাঁর মনোনীত লোকদেরকে শাস্তি দেবেন না। ফলে ইস্রায়েল জাতি পাপে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায় বিচার এই দাবী করে যে, দুষ্টতার শাস্তি হবেই। তারা অবিশ্বাসী হলেও কিংবা তাঁর নিজের লোক হলেও তারা রেহাই পাবে না, মন্দতার শাস্তি হবেই।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য ও পটভূমি

ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধীয় পুস্তক হিসেবে হবক্কুক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটি পুস্তক। এতে কখনোই সুস্পষ্টভাবে যিহূদার লোকদের সম্বোধন করা হয় নি, কিন্তু এতে ভাববাদী এবং ঈশ্বরের মধ্যে অনেক বেশি কথোপকথনের বিষয় রয়েছে। প্রথম দুই অধ্যায় গঠিত হয়েছে হবক্কুকের প্রার্থনার বিষয় নিয়ে, কিংবা আরও পরিষ্কার করে বলা যায় ভাববাদী হবক্কুকের নালিশ এখানে প্রকাশ পেয়েছে। এই অংশে দ্বিতীয় যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে তা হল সদাপ্রভু ঈশ্বরের উত্তর। হবক্কুক দেখেছিলেন যে, যিহূদার নৈতিক এবং আত্মিক অবস্থার দ্রুত অধিকতর অবনতি ঘটছে। আর এই বিষয়টি তাঁকে গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন করে তোলে। এমন কি ঈশ্বরের উত্তরও তাঁকে আরও বেশি হতবুদ্ধি করে তোলে, কারণ "যারা অপেক্ষাকৃত কম দুষ্ট তাদের শাস্তি দেবার জন্য আরও অধিক দুষ্টদের ব্যবহার করে ঈশ্বর কিভাবে উত্তম এবং ন্যায় কাজ করতে পারেন?" ঈশ্বর এটি পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে, উভয় জাতি বিচারিত হবে এবং তাদের মন্দ কাজের জন্য তারা উপযুক্ত ভাবে শাস্তি পাবে। যদিও হবক্কুক পরিপূর্ণ ভাবে বুঝতে পারেন নি ঈশ্বরের প্রজ্ঞা এবং ন্যায় বিচারের মাধ্যমে প্রকৃত সমাধান হয়। যা তিনি কখনো কল্পনাও করতে পারেন নি তা সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করার বিষয়টি তাঁকে শিখতে হয়েছিল। এই ঈশ্বরই হবক্কুকের প্রশংসা এবং উপাসনায় নিশ্চিতভাবে যোগ্য সম্মান লাভ করেছেন, যা পুস্তকের শেষে বর্ণিত হয়েছে।

যিহূদার ধার্মিকদের মধ্যে অনেকের অন্তরেই নিঃসন্দেহে এই ভাববাদীর কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। যে বিষয় দ্বারা হবক্কুক নিজেও কষ্ট পেয়েছিলেন, সেই একই বিষয়ে

ঈশ্বরের কাজ সাধিত হতে দেখে এবং কষ্ট পেতে দেখে তারা বিস্মিত হয়েছিল। ঈশ্বরের বাণী তাদেরকে পুনরায় আশ্বস্ত করেছিল যে, তিনি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন এবং জাতিদের সঙ্গে আচরণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করে থাকেন। ডেড সী ক্রোলের মধ্যে আবিষ্কৃত প্রথম দুই অধ্যায়ের উপর ব্যাখ্যার দ্বারা প্রমাণস্বরূপ পাঠকদের কাছে এই পুস্তকের চলমান প্রসঙ্গ রয়েছে।

প্রধান বিষয়বস্তুসমূহ

- ঈশ্বর ধার্মিক এবং দয়াশীল, যদি তাঁর লোকেরা সব সময় তাঁর পথে নাও চলে তবুও (২:৪)।
- দুষ্টতার কাজের জন্য অবশেষে শাস্তি পেতেই হবে এবং ধার্মিকরা শেষে ঈশ্বরের ন্যায় বিচার দেখতে পাবে (২:৫-২০)।
- ঈশ্বর কোন কোন দুষ্ট জাতিকে অন্য দুষ্ট জাতিকে শাস্তি দেবার জন্য ব্যবহার করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর উভয় জাতির বিচার করবেন (১:৬; ২:৫-২০)।
- প্রধান শব্দগুচ্ছে "ধার্মিক বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকতা লাভ করবে" এর সংক্ষিপ্ত রূপ হল জীবনের পথ, যা ঈশ্বর তাঁর লোকদের সামনে স্থাপন করেছেন। আর এই কথাটি নতুন নিয়মে তিন বার উদ্ধৃত হয়েছে (রোমীয় ১:১৭; গালাতীয় ৩:১১; ইব্রীয় ১০:৩৮)। প্রতিবার ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছের অর্থের ভিন্ন চিত্র ফুটে ওঠে।

পরিত্রাণের ইতিহাসের সার-সংক্ষেপ

ঈশ্বর যে উপায়ে তাঁর লোকদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেন এবং তাদের পবিত্র করেন তা বিশ্বাসীদের কাছে রহস্যময়। এমন কি ঈশ্বর তাঁর কষ্ট ভোগ করা লোকদের বিশ্বাস দেখাবার জন্য আহ্বান করেন যেন শেষে পৃথিবীর জন্য ঈশ্বরের যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা প্রকাশ পায় (২:৪, ১৪; ৩:১৭-১৯)– এই বিশ্বাস যা নতুন নিয়মের লেখকেরা আরও বিকশিত করেছেন এবং এর পক্ষে প্রচার করেছেন।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রথম দুটি অধ্যায় সংলাপের নাটকীয় ধরনের মধ্যে পড়ে; আরও পরিষ্কার ভাবে বলা যায়, এই অংশটি হচ্ছে ভাববাদী হবক্কুক এবং ঈশ্বরের মধ্যে প্রশ্ন ও উত্তরের আদান প্রদান। ঈশ্বরের রূপশ্রী সম্পর্কে ভাববাদীর অভিমত (৩:৩-১৫) ধর্মতাত্ত্বিক দিক থেকে বেশ গভীর চিন্তার খোরাক যোগায়। একটি ব্যক্তিগত সাক্ষ্যের দ্বারা এই দর্শন প্রকাশ করা হয়েছে (৩:১৭-১৯)। সামগ্রিকভাবে সংলাপের উত্তম পুরুষের ধরন, কাল্পনিক ধর্মতত্ত্বীয় সাক্ষ্য পুস্তকটিকে এমন ভাবে তৈরি করেছে যে, তা পড়লে মনে হবে যে, এই পুস্তকটি একটি ব্যক্তিগত দিনপঞ্জি।

পুস্তকের শিল্প সৌন্দর্যের অংশ এই পুস্তকের আদর্শ। ভাববাদী হবক্কুক দুই বার অভিযোগ করেছেন: ঈশ্বরের মনোযোগ দেবার সম্পর্কে দুই বার এবং প্রার্থনা সম্পর্কে এক বার (৩ অধ্যায়)।

এই পুস্তকে রয়েছে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা দুটি দৈববাণী (১:৫-১১; ২:২-২০) এবং ঈশ্বরের একটি দর্শন (৩:৩-১৫)। প্রথম দুটি অধ্যায়ে দেখা যায় যে, ভাববাদীর বিশ্বাসে বিঘ্ন ঘটেছে; ৩ অধ্যায়ে রয়েছে আনন্দ প্রকাশ। দুটি অধ্যায় আমাদের বলে যে, ঈশ্বর কাজ করে যাচ্ছেন। ঈশ্বর

প্রকৃতপক্ষে কে বা কেমন, তা এর পরের অধ্যায়ের দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে।

ভাববাদী হবক্কুকের সমকালীন মধ্যপ্রাচ্য
৬২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ
যদিও হবক্কুকের ভবিষ্যদ্বাণী বলার সঠিক সময়কাল নির্ধারণ করা খুব কঠিন, তথাপি এটি খুব সম্ভব যে, বাবিলের যিহূদা আক্রমণের পূর্বে অল্প সময় তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, যা শুরু হয়েছিল ৬০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এই সময়ের মধ্যে আসিরিয়া সাম্রাজ্য দুর্বল হতে থাকে এবং বাবিল মধ্যপ্রাচ্যে প্রবল ক্ষমতাধর শক্তি হিসেবে তাদের স্থান নেবার জন্য উঠে আসে।

প্রধান পদ: হে সদাপ্রভু, আমি তোমার বার্তা শুনলাম, ভয় পেলাম; হে সদাপ্রভু, আমাদের কালে তোমার কাজ সজীব কর, আমাদের আমাদের কালে সেগুলো তুমি আবার কর; কোপের সময়ে করুণা স্মরণ কর" (৩:২)।

প্রধান প্রধান লোক: হবক্কুক, বাবিলীয়রা

প্রধান স্থান: যিহূদা

পুস্তকটির রূপরেখা:
১) ভাববাদীর প্রশ্ন: কেন ঈশ্বর যিহূদাকে শাস্তি দিচ্ছেন না? (১:১-৪ পদ)
২) ঈশ্বরের উত্তর: তিনি যিহূদাকে শাস্তি দেবার জন্য বাবিলীয়দের ব্যবহার করবেন (১:৫-১১ পদ)
৩) ভাববাদীর প্রশ্ন: যিহূদাকে শাস্তি দেবার জন্য কেন ঈশ্বর তাদের চেয়ে আরও দুষ্ট জাতিকে ব্যবহার করছেন? (১:১২-১৭ পদ)
৪) ঈশ্বরের উত্তর: যিহূদার সৎ লোকেরা বেঁচে থাকবে, কিন্তু অসৎ বাবিলীয়রা ধ্বংস হয়ে যাবে (২ অধ্যায়)
৫) ভাববাদীর প্রার্থনা (৩ অধ্যায়)

একজন ধর্মতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে পুস্তকটির প্রধান বিষয়

- হবক্কুকের পুস্তকটি ঈশ্বরের এক জন লোকের একটি চিত্রকে তুলে ধরে, যিনি দুষ্টের বিষয়ে যিহোবার লক্ষ্যণীয় সহনশীলতার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।
- আর তাই ভাববাদী হবক্কুকের মনে অনেক সন্দেহ ও প্রশ্ন ছিল।
- তিনি তাঁর মনের কথা সদাপ্রভুকে বলেন এবং তিনি দ্রুত তাঁর এই বিভ্রান্তি দূর করে, একটি সমাধান দেন।
- ধার্মিকরা তাদের বিশ্বাসের দ্বারাই বাঁচবে (হবক্কুক ২:৪)।
- তাই ফলশ্রুতি হিসেবে, মূল বিষয়বস্তুকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে বিশ্বাস নিয়ে দ্বন্দ্ব ও তার উপর বিজয় হিসেবে।

হবক্কুক পুস্তকের চার্ট ১

ভাববাদী হবক্কুক ৬১২-৫৮৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত যিহূদাতে ভাববাদী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

সেই সময়কার অবস্থা	যিহূদার শেষ চার রাজা ছিল মন্দ লোক, যারা ঈশ্বরকে ত্যাগ করেছিল এবং তাদের নিজেদের লোকদেরকে নিপিড়ন করেছিল। পরিশেষে খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ৫৮৬ সালের আগে, যিহূদাকে ধ্বংস করার আগে বাবিল যিহূদাকে দুইবার আক্রমন করেছিল। এই সময়টি ছিল ভয়ের, নিপিড়ন, অত্যাচার, অনাচার এবং অনৈতিকতার।
মূল বার্তা	হবক্কুক বুঝতে পারেন নি কেন মনে হচ্ছে যে, ঈশ্বর সমাজের মন্দতার জন্য কিছু করছেন না। তারপর তিনি বুঝেছিলেন যে, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখাই একমাত্র এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে পারে।
বার্তার গুরুত্ব	ঈশ্বরের পথের বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করার পরিবর্তে আমাদের বুঝা উচিত যে, তিনি সম্পূর্ণ ন্যায়বান এবং আমাদের বিশ্বাস থাকা উচিত যে, তিনি সব কিছুর নিয়ন্ত্রনে আছেন এবং এক দিন মন্দতা একেবারেই ধ্বংস করা হবে।
সমসাময়িক ভাববাদীগণ	যিরমিয় (৬২৭-৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), দানিয়েল (৬০৫-৫৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), যিহিষ্কেল (৫৯৩-৫৭১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

হবক্কুক পুস্তকের চার্ট ২

	ভাববাদী হবক্কুকের সাথে ঈশ্বরের কথপোকথন			
	বোঝা	প্রত্যাশা	দর্শন	ঈশ্বরকে হবক্কুকের প্রশংসা করা
	যে বিষয়গুলো নিয়ে মানসিক টানাপোড়েন: ♦ ঈশ্বরের নিশ্চুপ থাকা ♦ যিহূদার পাপ ♦ ঈশ্বরের চরিত্র **প্রশ্ন:** কত দিন ধরে? কেন? কে? অধ্যায়: ১	উত্তরের জন্য অপেক্ষা করা অধ্যায়: ২	দর্শন সংরক্ষণের জন্য অপেক্ষা! বাবিলীয়দের দুর্দশা অধ্যায়: ২:২-২০	হে সদাপ্রভু, আমি শুনেছি .... আমি আতঙ্কিত .... আমি অপেক্ষা করছি .... আমি প্রশংসা করছি .... আমি আনন্দ করছি। অধ্যায়: ৩
স্বীকারোক্তি	"হে সদাপ্রভু ... তুমি আমাকে বিভ্রান্ত করছো।"	"হে সদাপ্রভু...আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।"		"হে সদাপ্রভু ... তুমি আমাকে বিভ্রান্ত করছো।"
দৃষ্টরূপ	আনুভুমিক	উল্লম্ব		
দিকনির্দেশ	চারদিকে তাকান ও দুশ্চিন্তা করা	উপরে তাকানো ও শোনা		সামনে তাকানো ও বিশ্বাস করা
বিষয়বস্তু	দুর্বোধ্য বিষয় নিয়ে ঈশ্বরের সাথে ভাববাদী হবক্কুকের মানসিক টানাপোড়েন			
মূল পদগুলো	হবক্কুক ২:৪; ৩:১৭-১৯			
হবক্কুক পুস্তকে খ্রীষ্ট	যারা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ধার্মিক বলে গৃহীত হয়েছে, "তারা অবশ্যই তাদের বিশ্বাসের" দ্বারাই বাঁচবে (হবক্কুক ৪:২)। খ্রীষ্ট যখন আবার আসবেন, "তখন যেভাবে জল সমুদ্রকে পূর্ণ রাখে, তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভুর গৌরবময় জ্ঞানে পূর্ণ হবে" (হবক্কুক ২:১৪)।			

হবক্কুক পুস্তকের চার্ট ৩			
মূল বিষয়	"ধার্মিকরা কেবল তাদের. . . . . .বিশ্বাসের দ্বারাই বাঁচবে" (হবক্কুক ২:৪)		
পুস্তকটির অধ্যায় ভিত্তিক অংশগুলো	ভাববাদী হবক্কুকের প্রশ্ন ও ঈশ্বরের উত্তর ১ অধ্যায়	ভাববাদী হবক্কুকের প্রতিক্রিয়ায় ঈশ্বরের উত্তর ২ অধ্যায়	ভাববাদী হবক্কুকের প্রশংসামূলক প্রার্থনা ৩ অধ্যায়
বিষয়বস্তু	একটি নেংরা জাতিকে পরিস্কার করা	একটি নোংরা জাতিকে পরিস্কার করতে তার চেয়ে আরও নোংরা ঝাড়ু ব্যবহার করা	যা কেবল ঈশ্বরই করতে পারেন!
	প্রশ্ন ও উত্তর		প্রশংসা
রাজ্য/ জায়গা	বাবিলের বিরুদ্ধে		
সময়কাল	খ্রীষ্টপূর্ব ৬০৬ - ৬২৫ সাল		
লেখক	ভাববাদী হবক্কুক		

ঐতিহাসিক সময়কাল				
রাজা যোশিয়ের আইন-কানুন খুঁজে পাওয়া	নীনবী দখল	রাজা যোশিয়ের মৃত্যু	বন্দীত্বের শুরু	রাজা যোশিয়ের মৃত্যু
খ্রীষ্টপূর্ব ৬২২ সাল	খ্রীষ্টপূর্ব ৬১২ সাল	খ্রীষ্টপূর্ব ৬০৯ সাল	খ্রীষ্টপূর্ব ৬০৫ সাল	খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৬ সাল
ভাববাদী হবক্কুক				

হবক্কুক : বাবিলের ধ্বংস						খ্রীষ্টপূর্ব ৬২৭ সাল
অধ্যায়: ১-২				অধ্যায়: ৩		
বাবিলের শাস্তি				প্রশংসা-গান		
ভাববাদী হবক্কুকের হতবুদ্ধিতা				ভাববাদী হবক্কুকের প্রশংসা		
ঈশ্বরের কাজ নিয়ে আপত্তি				ঈশ্বরের কাজের সমর্থন		
বিশ্বাস নিয়ে সমস্যা				বিশ্বাসের জয়		
সমস্যা				সমাধান		
হবক্কুক	ঈশ্বর	হবক্কুক	ঈশ্বর	হবক্কুক		
হে ঈশ্বর কেন তুমি যিহূদার পাপের বিচার করছো না?	আমি তাদের বিচার করবো। হ্যাঁ, আমি বাবিলীয়দের সাথে তাদের বিচার করবো।	যিহূদার বিচার করতে তুমি কি তাদের চেয়ে আরও দুষ্ট একটি জাতিকে ব্যবহার করতে পারো?	অবশ্যই, তবে বাবিলীয়-দেরকেও আমি শাস্তি দেব।	ক্রোধের মধ্য দিয়ে তোমার দয়ার কথা মনে করে দেখ।	আমাদের ঈশ্বর এক জন ভয়াবহ ও অভিভূত কারী ঈশ্বর।	আমি ধৈর্য্য সহকারে বাবিলের বিচারের অপেক্ষা করবো এবং ঈশ্বরকে নিয়ে আনন্দ করবো।
অধ্যায়: ১:১-৪	অধ্যায়: ১:৫-১১	অধ্যায়: ১:১২-২:১	অধ্যায়: ২:২-২০	অধ্যায়: ৩:১-২	অধ্যায়: ৩:৩-১৫	অধ্যায়: ৩:১৬-১৯
যিহূদা						
খ্রীষ্টপূর্ব ৬০৫- ৬০৭ সাল						

ভাববাদী হবক্কুকের বিষয়ে মজার তথ্য

হবক্কুক নামের অর্থ: "ইনি সেই জন, যিনি আলিঙ্গন করেন"

লেখক: হবক্কুক

লেখার সময়কাল: সম্ভবত: খ্রীষ্টপূর্ব (প্রায়) ৬০৭ সাল

পবিত্র বাইবেলে পুস্তকটির অবস্থা:

- এটি পবিত্র বাইবেলের ৩৫তম পুস্তক
- পুস্তকটি পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের ৩৫তম পুস্তক
- ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক ১৭টি পুস্তকের ১৩তম পুস্তক এটি (যিশাইয় - মালাখি)
- হবক্কুক অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ১২ জন ভাববাদীদের মধ্যে ৮ম (হোশেয় - মালাখি)
- এর পর পবিত্র বাইবেলের আরও ৩১টি পুস্তক রয়েছে

হবক্কুক পুস্তকের মোট অধ্যায় সংখ্যা: ৩টি

মোট পদ সংখ্যা: ৫৬টি

মোট শব্দ সংখ্যা: ১৪৭৬টি

হবক্কুক পুস্তকটির বিষয়ে পর্যবেক্ষণ:

◊ যিহূদার জাতীয় জীবনের "ক্রান্তিলগ্নে" ভাববাদী হবক্কুক ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করেন।

◊ ভাববাদী হবক্কুক যিহূদার লোকদের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান পাপ লক্ষ্য করেন এবং জানতে চান কেন ঈশ্বর লোকদের এই ধরণের অন্যায়-অবিচারের শাস্তি দিচ্ছেন না।

◊ আর ঈশ্বর তাঁকে বলেন যে, যিহূদাকে শাস্তি দিতে তিনি বাবিলকে তাঁর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবেন।

◊ ঈশ্বর যিহূদাকে শাস্তি দিতে বাবিলকে উপরে তুলবেন:

- আর তাই রাজা নবপোলাসর রাজত্বকালে (খ্রীষ্টপূর্ব ৬০৫- ৬২৫ সাল) বাবিল ক্ষমতার দিক থেকে উপরে উঠতে শুরু করে।
- খ্রীষ্টপূর্ব ৬১২ সালে, ইস্রায়েলের উত্তরের রাজ্য আসিরিয়দের দ্বারা দখলের ৯৬ বছর পরে, বাবিল আসিরিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।
- ১৬ বছর পরে, বাবিল আসিরিয়ার রাজধানী নীনবীকে উৎখাত করে।

আর ঘটনাটি সংঘটিত হয়:

⇒ নীনবী টিকে থাকার ১৫০ বছর পরে, যিহূদাতে প্রচারের সময়।

⇒ নীনবীর পতনের বিষয়ে ভাববাদী নহূমের প্রচারের ৫০ বছরের পরে।

◊ যিহূদার ১৮তম রাজা যিহোয়াকীমের রাজত্বকালে, বাবিল পৃথিবীর অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার উৎস হয়ে ওঠে।

◊ বাবিলের রাজা নবপোলসারের উত্তরসূরী রাজা নবখদ্‌নিৎসর খ্রীষ্টপূর্ব ৬০৫ সালে ক্ষমতায় আসেন এবং পশ্চিমে বেশ কয়েক বার সফল সামরিক অভিযান পরিচালনা করে ইস্রায়েল ও যিহূদা ও মিশরের দিকে অগ্রসর হন।

◊ বাবিলের রাজা নবূখদ্‌নিৎসর তাঁর রাজত্বের প্রথম বছরেই যিহূদা আক্রমণ করেন।

◊ যিরূশালেম দখলের পরে, তিনি সেখানকার প্রায় ১০,০০০ মত লোককে বন্দী করে ৯০০ মাইল দূরে অবস্থিত বাবিলে নিয়ে যান।

আর বন্দীদের ঐ প্রথম দলটিকে ছিলেন-

- দানিয়েল
- শদ্রক
- মৈশক
- আবেদ্‌-নগো

"সদাপ্রভু তাঁর পবিত্র মন্দিরে রয়েছেন, সমস্ত পৃথিবী তাঁর সামনে নিরব থাকুক" (হবক্কুক ২:২০)

ভাববাদী হবক্কুক পুস্তক ও এই যুগের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক

হব্‌ককুকের ভবিষ্যদ্বাণীর এই পুস্তকে তাঁর নামের দুটি উল্লেখের বাইরে আমরা তাঁর সম্বন্ধে খুব কমই জানি। দু'বারই তিনি নিজেকে ভাববাদী (হবক্কুক ১:১; ৩:১) বলে পরিচয় দিয়েছিলেন, যাতে মনে হয় তিনি একজন পেশাদার ভাববাদী ছিলেন। তবে হবক্কুক মন্দিরে ঈশ্বরের উপাসনার সাথে জড়িত একজন পুরোহিতও হতে পারেন, কারণ গীত সংহিতার মত "গান পরিচালকের" উদ্ধৃতি সেখানে দেখা যায় (হবক্কুক ৩:১৯)।

হবক্কুক পুস্তকের তারিখ নির্ধারণ করা অন্য পুস্তকের তুলনায় কিছুটা সহজ। তিনি প্রায়শই আসন্ন বাবিলীয় আক্রমণের কথা বলেছেন (হবক্কুক ১:৬; ২:১; ৩:১৬), যা খ্রীষ্টপূর্ব ৬০৫ সালে যিহূদার রাজধানী যিরূশালেমের ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সম্পূর্ণ ধ্বংসের আগে ছোট আকারে ঘটেছিল। হবক্কুক যেভাবে যিহূদার বর্ণনা দিয়েছেন তা তাঁর ইতিহাসের একটি কম সময়ের ইঙ্গিত দিয়েছে। হবক্কুক সম্ভবত যিহোয়াকিমের রাজত্বের প্রথম পাঁচ বছরে (খ্রীষ্টপূর্ব ৬০৯-৫৯৮) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সেই সময় যিহোয়াকিম এমন একজন রাজা ছিলেন যিনি তাঁর লোকদের মন্দের দিকে পরিচালিত করেছিলেন।

হবক্কুক এমন একটা সময় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যখন ঈশ্বরের লোকেদের চোখ দিয়ে দেখলে মনে হতো যে, নিশ্চয়ই তারা বিপর্যয়ের কিনারায় আছে। এমনকি খ্রীষ্টপূর্ব ৭২২ সালে যখন উত্তরের রাজ্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তখনও ঈশ্বরের লোকেরা যিহূদায় অবস্থান করছিল। কিন্তু, আরেকটি শক্তিশালী বিদেশী সৈন্য দল দ্বারা আক্রমণের শিকার হওয়ায় হবক্কুকের মতো বিশ্বস্ত লোকেরা ভাবছিলেন ঈশ্বর কী করছেন। তিনি কি তাঁর লোকদের এই দেশটি দেননি? তাহলে কি তিনি এখন এটি তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেবেন? এই ধরনের ধ্বংসের মুখে থেকে ঈশ্বরের অবশিষ্ট জনগণের জন্য হবক্কুকের বিশ্বাসের প্রার্থনা আজও সত্য বিশ্বাস এবং অদম্য আশার এক উল্লেখযোগ্য সাক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে।

হবক্কুক এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

হবক্কুক আমাদেরকে শাস্ত্রের অন্যতম উল্লেখযোগ্য একটি অংশ প্রদান করে, কারণ এতে হবক্কুক এবং ঈশ্বরের মধ্যে একটি বর্ধিত সংলাপ রয়েছে (হবক্কুক ১-২)। ভাববাদী জগতে ঈশ্বরের "নিষ্ক্রিয়তা" সম্বন্ধে তাঁর দুঃখের উপর ভিত্তি করে এই কথোপকথন শুরু করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরকে আরও কিছু করতে দেখতে চেয়েছিলেন, বিশেষ করে দুষ্টদের জন্য ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে। হবক্কুক পুস্তকটিতে একজন হতাশ ভাববাদীর ছবি রয়েছে, অনেকটা যোনার মতো, যদিও হবক্কুক তাঁর হতাশাকে প্রার্থনায় পরিণত করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত যোনার মতো প্রভুর কাছ থেকে পালানোর চেষ্টা না করে ঈশ্বরের প্রশংসা করেছিলেন।

এই পুস্তকে বড় ধারণাটি কি?

ভাববাদী হবক্কুক যখন যিরূশালেমে দাঁড়িয়ে তাঁর জাতি যিহূদার অবস্থা নিয়ে চিন্তা করেছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই প্রায় বোবা হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে এত মন্দতা রয়েছে, সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত অবস্থায় মন্দতা যেন সমৃদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বর অদ্ভুতভাবে নীরব ছিলেন। তিনি কোথায় ছিলেন? তিনি কতদিন এই গন্ডগোল চলতে দেবেন? প্রভুর মতে খুব বেশি দিন নয় (হবক্কুক ২:২-৩)। আর একটা জাতি অর্থাৎ বাবিলীয়রা এসে প্রভুর পক্ষ থেকে ন্যায়বিচার করবে। যিহূদার দুষ্ট লোকেরা, যারা ভেবেছিল যে তারা তাদের মন্দ কাজগুলো চিরতরে দূর করে দেবে, তাদের শীঘ্রই শাস্তি দেওয়া হবে।

হবক্কুক পুস্তকটি আমাদেরকে গর্বিত লোকদের নম্র হওয়ার ছবি প্রদান করে, আর ধার্মিকরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রেখে বেঁচে থাকে (২:৪)। এটা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, যদিও ঈশ্বরকে আমাদের জগতে নীরব এবং অসম্পৃক্ত মনে হতে পারে, কিন্তু তিনি সর্বদা মন্দের মোকাবিলা করার পরিকল্পনা করেন এবং সর্বদা ন্যায়বিচার করেন। ভাববাদী হবক্কুকের উদাহরণ বিশ্বাসীদেরকে প্রভুর জন্য অপেক্ষা করতে উৎসাহিত করে। এই পুস্তক থেকে আমরা এই প্রত্যাশা পাই যে, ঈশ্বর আমাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন (রোমীয় ৮:২৮)।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করবো?

হবক্কুক ঈশ্বরকে সেই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যা আমরা অনেকেই সেই ভাবে প্রশ্ন করি: "তুমি কেন আমাকে অধর্ম দেখাচ্ছ, কেন দুষ্কর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করছো?" (হবক্কুক ১:৩)। আমরা সবাই আমাদের জীবনে অশুভ শক্তির প্রমাণ দেখেছি। আমাদের সবাইকে এই অশুভ শক্তি স্পর্শ করে। আমরা নিরাময়ের বিভিন্ন পর্যায়ে এর ক্ষত চিহ্ন বহন করি। কোন কোন সময় অশুভ শক্তিদ্বারা পরিবেষ্টিত আমরা আমাদের নিজস্ব তৈরি করা অন্ধকার কারাগারে আটকা পড়ি। আমরা প্রায়শই আমাদের দুর্বল পছন্দ এবং আমাদের পতিত জগৎ দ্বারা নিপীড়িত হয়ে থাকি। কিন্তু, হবক্কুকের পুস্তকটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, কোন স্থানই খুব অন্ধকার নয় এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য কোন প্রাচীর খুব পুরু নয়। সেগুলো যত শক্তিশালীই হোক না কেন সেখানেও ঈশ্বরীয় জীবন প্রবাহিত হতে পারে।

হবক্কুক : ১ অধ্যায়

কল্‌দীয়দের দৌরাত্ম্য ও দণ্ড

১ [১] ভাববাদী হবক্কুকের দৈববাণী; তিনি এই দর্শন পান।
[২] হে সদাপ্রভু, কত কাল আমি আর্তনাদ করবো, আর তুমি শুনবে না? আমি
দৌরাত্ম্যের বিষয়ে তোমার কাছে কাঁদছি, আর তুমি নিস্তার করছো না। [৩] তুমি কেন
আমাকে অধর্ম দেখাচ্ছ, কেন দুষ্কর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করছো? লুটপাট ও দৌরাত্ম্য আমার
সম্মুখে হচ্ছে, বিরোধ উপস্থিত, ঝগড়া বেড়ে গেছে। [৪] তাই ব্যবস্থা নিস্তেজ হচ্ছে, বিচার
কোন মতে নিষ্পন্ন হচ্ছে না; কারণ দুর্জনেরা ধার্মিককে ঘিরে থাকে, সেই কারণে বিচার
বিপরীত হয়ে পড়ে।

[৫] তোমরা জাতিদের মধ্যে দৃষ্টিপাত কর, নিরীক্ষণ কর এবং চমৎকার জ্ঞান লাভ করে
হতবুদ্ধি হও; যেহেতু আমি তোমাদের সময়ে একটি কাজ করবো, তার বৃত্তান্ত কেউ

[১:১] দেখুন নহূম ১:১; [১:২] দেখুন গীত ৬:৩; [১:২] গীত ১৩:১-২; ২২:১-২; [১:২] যিরি ১৪:৯; সখ ১:১২; [১:৩] পদ ১৩; [১:৩] দেখুন ইয়োব ৯:২৩; [১:৩] যিরি ২০:৮; [১:৩] দেখুন গীত ৫৫:৯; [১:৪] গীত ১১৯:১২৬; [১:৪] দেখুন যিশা ২৯:২১; [১:৪] দেখুন ইয়োব ১৯:৭; দেখুন যিশা ১:২৩; ৫:২০; দেখুন যিহি ৯:৯; [১:৫] দেখুন যিশা ২৯:৯; [১:৫]

১:১ দর্শন। এখানে দুটি দর্শনের কথা পাওয়া যায় (পদ ৫-১১; ২:২-২০)। সাধারণত দর্শনের মধ্য দিয়েই ভাববাদীরা ভবিষ্যদ্বাণী পেতেন। হিব্রু ভাষায় "ভবিষ্যদ্বাণী" (যার আরেকটি অর্থ "ভার," কিন্তু সম্ভবত তা শুধুই উচ্চারণগত বিভ্রম) শব্দটি দিয়ে অনেক সময় আসন্ন ধ্বংস সম্পর্কে সতর্কবার্তা ও স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ বোঝানো হত (দেখুন যিশা ১৩:১ পদ ও নোট; ১৫:১; ১৯:১; ২২:১), কিন্তু সখরিয় ৯:১; ১২:১; মালাখি ১:১ পদে বলা হয়েছে এই দর্শন বা ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে আশা সঞ্চিত থাকে। *হবক্কুক।* এই নামটি সম্ভবত বাবিলীয় এবং এই নামটির অর্থ সম্ভবত কোন উদ্যান বৃক্ষের নাম বুঝিয়ে থাকে। *ভাববাদী।* ৩:১ পদের হবক্কুককে একজন ভাববাদী বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে ১ ও ২ অধ্যায়ের সাথে ৩ অধ্যায়ের যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে। দেখুন যাত্রা ৩:৪; ৭:১-২; ১ রাজা ২২:১৯; যোনা ৩:২; সখ ১:১ পদ ও নোট।

১:২–২:২০ ভাববাদী হবক্কুক ও ঈশ্বরের মধ্যকার কথোপকথন। মূল বিষয়বস্তু বহু প্রাচীন একটি বিষয়: কেন মন্দ লোকেরা শাস্তি না পেয়ে পার পেয়ে যায়? কেন ঈশ্বর মানুষের প্রার্থনার উত্তর দেন না?

১:২ আর কতকাল ...? দেখুন গীত ৬:৩ পদ ও নোট; ১৩:১-২; ২২:১-২ পদ। *অত্যাচার।* এই সময়ে যিহূদা সম্ভবত রাজা যিহোয়াকীমের অধীনে শাসিত হত, যিনি ছিলেন স্বার্থান্বেষী, উচ্চাভিলাষী, নিষ্ঠুর ও দুর্নীতিপরায়ণ। ভাববাদী হবক্কুক খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে যিহূদায় প্রচলিত সামাজিক অন্যায্যতা ও আত্মিক ভ্রষ্টতার কথা বর্ণনা করেছেন।

১:৩ কেন তুমি অন্যায় সহ্য করছ? পদ ১৩ দেখুন। ভাববাদী এই ভেবে অবাক হচ্ছিলেন যে, ঈশ্বর যেন এই অবিচার ও নিষ্ঠুরতা দেখেও না দেখার ভান করছেন। *আমার সামনে ধ্বংস ও অত্যাচার হচ্ছে।* ভাববাদী যিরমিয়ও অনেক সময় এই একই ভাষায় ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ করেছেন (যির ২০:৮ পদ দেখুন)।

১:৪ আইন-কানুন শক্তিহীন হয়ে পড়েছে ... ন্যায়বিচার হচ্ছে না। কারণ সম্পদশালী কতিপয় ব্যক্তি ঘুষ দিয়ে বিচার ব্যবস্থাকে কিনে রেখেছে (দেখুন মীখা ৩:১১; ৭:৩)।

১:৫ প্রেরিত পৌল পিষিদিয়ার আন্তিয়খিয়ায় এই পদটি উদ্ধৃত করার মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেছিলেন (প্রেরিত ১৩:৪১ পদ দেখুন)। *তোমরা ... তোমরা ... তোমাদের।* এখানে সামষ্টিকভাবে পুরো যিহূদা জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। *তোমরা বিশ্বাস করবে না।* যিহূদার লোকদের কাছে এটা একেবারেই

তোমাদেরকে জানালেও তোমরা বিশ্বাস করবে না। ৬ কারণ দেখ, আমি কল্‌দীয়দেরকে
উঠাবো; তারা সেই নিষ্ঠুর ও ত্বরান্বিত জাতি, যে পরের নিবাস সকল অধিকার করার জন্য
পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করে। ৭ তারা ত্রাসজনক ও ভয়ঙ্কর, তাদের শাসন ও উন্নতি তাদেরই
থেকে উৎপন্ন। ৮ তাদের ঘোড়াগুলো চিতাবাঘ থেকেও দ্রুতগামী ও সন্ধ্যাকালীন নেকড়ে
বাঘ থেকেও হিংস্র; তাদের ঘোড়সওয়ারেরা বেগমান; তাদের ঘোড়সওয়ারেরা দূর থেকে
আগত; ঈগল পাখি যেমন খাবারের খোঁজে দ্রুতবেগে চলে, তেমনি তারা উড়ে চলে।
৯ তারা সকলে দৌরাত্ম্য করতে আসে, তারা অগ্রসর হতে উন্মুখ; এবং তারা বন্দীদেরকে
বালুকণার মত একত্র করে। ১০ সেই জাতি রাজাদেরকে বিদ্রূপ করে এবং শাসনকর্তারা তার
উপহাসের পাত্র; সে দৃঢ় দুর্গগুলোকে উপহাস করে ও মাটির ঢিবি তৈরি করে তা হস্তগত
করে। ১১ এভাবে সে প্রচণ্ড বাতাসের মত হঠাৎ বইবে, অগ্রসর হবে, আর দোষী হবে,
নিজের শক্তিই তার দেবতা।

১২ হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, আমার পবিত্রতম, তুমি কি অনাদিকাল থেকে নও?

প্রেরিত ১৩:৪১; [১:৬] দেখুন দ্বি:বি ২৮:৪৯; দেখুন ২ রাজা ২৪:২; [১:৬] প্রকা ২০:৯; [১:৬] দেখুন যিরি ১৩:২০; দেখুন ২১:৭; [১:৭] যিশা ১৮:৭; যিরি ৩৯:৫-৯; [১:৮] দেখুন যিরি ৪:১৩; [১:৮] দেখুন আদি ৪৯:২৭; [১:৯] হবক ২:৫; [১:১০] দেখুন ২ বংশা ৩৬:৬; [১:১০] দেখুন যিরি ৩৩:৪; [১:১১] যিরি ৪:১১-১২; [১:১১] দেখুন দানি ৪:৩০; [১:১২] দেখুন আদি ২১:৩৩; [১:১২] যিশা ৩১:১; ৩৭:২৩; [১:১২] গীত ১১৮:১৭; [১:১২] যিশা ১০:৬; [১:১২] দেখুন আদি

অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে যে, ঈশ্বর তাদেরকে উদ্ধত ও অবিশ্বাসী বাবিলীয়দের হাতে তুলে দেবেন।

১:৬ আমি বাবিলীয়দের প্রস্তুত করছি। দেখুন যিশা ১০:৫-৬ পদ এবং ১০:৫ পদের নোট। স্বধর্মত্যাগী যিহূদা জাতির শাস্তি হিসেবে বাবিলীয় বাহিনী তাদেরকে আক্রমণ করে বন্দী করবে। এই বাবিলীয় জাতি অত্যন্ত শক্তিশালী, কারণ তারা ৬২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আসিরিয়ার কাছ থেকে তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল, ৬১২-৬০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে আসিরিয়দের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত তারাই ছিল ইতিহাসে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী বিশ্ব শক্তি। এই প্রেক্ষাপটে কলদীয় নামটি ইব্রীয় উত্থিত এই বাবিলীয়দের নামের সমার্থক। *অন্যদের দেশ অধিকার করবার জন্য ... যায়।* দেখুন ২:৬-৮ পদ ও নোট।

১:৭ নিজেরাই নিজেদের আইন-কানুন তৈরী করে। যা প্রচণ্ড ঔদ্ধত্যের চিহ্ন।

১:৮ বাবিলীয়রা যেভাবে দ্রুতগতিতে তাদের শত্রুদেরকে একে একে প্রতিহত করেছিল তা অনেকটা প্রবাদসম হয়ে উঠেছিল। *ঈগল।* দ্বি.বি. ২৮:৪৯-৫০ পদ দেখুন এবং ২৮:৪৯ পদের নোট দেখুন।

১:৯ অত্যাচার। বাবিলীয়দের অত্যাচার ও অত্যাচারের ধরন যিহূদার লোকদের সাথে একেবারে মানানসই ছিল (দেখুন পদ ২ ও নোট; এর সাথে ৩ পদও দেখুন)। *বালির মত অসংখ্য লোকদের বন্দী করে।* তাদের আগে যে আসিরিয়রা সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র ছিল তাদের মতই বাবিলীয়রাও লোকদেরকে বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে বন্দী করে তাদের নিজেদের দেশে নিয়ে আসতো এবং ক্রীতদাস হিসেবে ব্যবহার করতো (পদ ২:৫)।

১:১০ মাটির ঢিবি তৈরী করে। আক্রমণ করার একটি পদ্ধতি।

১:১১ তাদের কাছে তাদের শক্তিই হল তাদের দেবতা। বাবিলীয়রা তাদের সামরিক শক্তি সম্পর্কে এতটাই অহঙ্কারী ছিল যে, এই সামরিক শক্তিই তাদের কাছে তাদের দেবতা হয়ে উঠেছিল (পদ ১৬ দেখুন)।

১:১২ ভাববাদী হবক্কুক বুঝতে পারছিলেন না যিহূদার চেয়েও মন্দ আরেকটি জাতির হাতে শাস্তি পাওয়ার মধ্য দিয়ে যিহূদার উপরে

আমরা মারা পড়বো না; হে সদাপ্রভু, তুমি বিচারের জন্যই ওকে নিরূপণ করেছ; হে শৈল, তুমি শাসন করার জন্যই ওকে স্থাপন করেছ। ১৩ তোমার চোখ এমন নির্মল যে মন্দ দেখতে পার না এবং দুষ্কর্মের প্রতি তুমি দৃষ্টিপাত করতে পার না, তবে বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি কেন দৃষ্টিপাত করছো? আর দুর্জন নিজের চেয়ে ধার্মিক লোককে গ্রাস করলে কেন নীরব থাক? ১৪ মানুষদেরকে সমুদ্রের মাছের মত কিম্বা শাসকবিহীন কীটের মত কেন কর? ১৫ সেই সকলকে বড়শীতে তুলে, তাদেরকে নিজের জালে ধরে, খালুইতে একত্র করে; এজন্য সে আনন্দিত ও উল্লসিত হয়। ১৬ এজন্য সে তার জালের উদ্দেশে উৎসর্গ করে ও তার খালুইয়ের উদ্দেশে ধূপ জ্বালায়; কেননা তা দ্বারা তার অংশ পুষ্ট ও তার খাদ্য মেদযুক্ত হয়। ১৭ এজন্য সে কি তার জালের মধ্য থেকে মাছ বের করতে থাকবে? ও করুণা না করে জাতিদেরকে ধ্বংস করতেই থাকবে?

৪৯:২৪; দেখুন যাত্রা ৩৩:২২; [১:১৩] গীত ১৮:২৬; [১:১৩] দেখুন বিলাপ ৩:৩৪-৩৬; [১:১৩] পদ ৩; [১:১৩] দেখুন গীত ২৫:৩; [১:১৩] দেখুন ইয়োব ২১:৭; [১:১৫] যিরি ৫:২৬; [১:১৫] দেখুন যিশা ১৯:৮; [১:১৫] দেখুন ইয়োব ১৮:৮; যিরি ১৬:১৬; [১:১৬] যিরি ৪৪:৮; [১:১৭] দেখুন যিশা ১৪:৬; ১৯:৮;

কীভাবে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আরও ভেবেছেন যে, বাবিলীয়রা নিশ্চয়ই যিহূদাকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করতে পারবে না। *তুমি কি চিরস্থায়ী নও?* দেখুন গীত ৯০:২ পদ। *তুমি বাবিলীয়দের নিযুক্ত করেছ।* ভাববাদী হবক্কুক বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বয়ং ঈশ্বরই বাবিলকে তাঁর বিচারের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছেন (তুলনা করুন যিশা ৭:১৮-২০; ৪৪:২৮–৪৫:১ পদ)। *আশ্রয় পাহাড়।* দেখুন ১ শমূ ২:২ পদ ও নোট।

১:১৩ ইস্রায়েল জাতির বিশ্বাসের জায়গা থেকে এই দুষ্টদের আক্রমণ সংক্রান্ত প্রশ্ন: কেন একজন ন্যায্য ও পবিত্র ঈশ্বর মন্দ ও দুষ্টদেরকে এভাবে যথেচ্ছ বৃদ্ধি পেতে দিচ্ছেন? দেখুন গীত ৩৭; ৭৩ অধ্যায় ও নোট। *কেন তুমি চুপ করে থাক? পদ* ৩ ও নোট দেখুন। *বিশ্বাসঘাতক ... দুষ্টেরা।* বাবিলীয়রা। *তাদের চেয়ে ভাল লোক। যিহূদা।*

১:১৫ বড়শী। আমোষ ৪:২ পদের নোট দেখুন। *জাল দিয়ে তাদের ধরে।* বাবিলীয়দের হাতে আক্রান্ত মানুষেরা জালে আটকা পড়া মাছের মতই অসহায়। মেসোপটেমিয়া থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত অনেক খোদাই চিত্র কর্মে দেখা যায় বন্দী শত্রুদেরকে জালের মধ্যে করে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য।

১:১৬ দেখুন পদ ১১ ও নোট।

হবক্কুক ১ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) ন্যায়বিচারের ক্ষমতার অপব্যবহারে নিজের লোকদের মধ্যে সংঘটিত সহিংসতার বিষয়ে ঈশ্বরের কাছে ভাববাদী হবক্কুকের অভিযোগ এবং সেই কারণে অসংখ্য ধার্মিকের উপর নেমে আসা দুর্ভোগ (হবক্কুক ১:১-৪)।

২) ঈশ্বর তাঁর ভাববাদী হবক্কুককে দর্শনের মধ্য দিয়ে জানান যে, তিনি ক্ষমতার

অপব্যবহারকারী দুষ্টদেরকে যুদ্ধ ও জনশূণ্যতার দ্বারা শাস্তি দেবেন এবং শাস্তি হিসেবে কল্‌দীয় (বাবিলীয়) সৈন্যবাহিনী তাদের উপর ধ্বংস নিয়ে আসবে (হবক্ ১:৫-১১)।

৩) তারপর ভাববাদী হবক্কুক ঈশ্বরের শাস্তির নিয়েও অভিযোগ করেন এবং এই ভেবে দুখার্ত যে, কলদীয়দের (বাবিলীয়দে) ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া কত দিন চলে, (হবক্কুক ১:১২-১৭) তা তিনি জানেন না বললেই চলে। আর এই ধ্বংযজ্ঞের পরিণতি হবে শোকবহতার চেয়েও অনেক বেশি কিছু কারণ পাপ অথবা পাপের শাস্তির জন্য অসংখ্য নিস্পাপ ধার্মিকেরা অপ্রত্যাশিতভাবে খুবই দুর্ভোগের শিকার হবেন।

সার-সংক্ষেপঃ

ভাববাদী হবক্কুক ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করেন কেন তিনি দুষ্টদের বিচার করতে দেড়ি করছেন। আর দুষ্টদের বিচার সম্পন্ন করার জন্য সদাপ্রভু কল্‌দীয়দেরকে (বাবিলীয়দেরেক) নিয়ে আসছেন। কারণ তাদের ঘোড়াগুলো চিতাবাঘের চেয়ে দ্রুতগামী এবং রাতের নেকড়ে বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর। এই কল্‌দীয়রা বন্দীদেরকে বালুর মত একত্রিত করে এবং রাজা ও শাসনকর্তাদেরকে উপহাস করে। আর বাবিলীয়রা যখন যিহূদাকে বিধ্বস্ত করবে, তখন তারা এর কৃতিত্ব তাদের মিথ্যা দেবতাদেরকে দেবে। তাই ভাববাদী হবক্কুক বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, কেন ঈশ্বর যিহূদাকে শাস্তি দিতে যিহূদার চেয়ে আরও একটি দুষ্ট জাতিকে ব্যবহার করবেন বলছেন। তাই তিনি নিদিষ্ট অবস্থানে বসে নজর রাখবেন এবং অধীর আগ্রহে ঈশ্বরের উত্তরের অপেক্ষায় থাকবেন।

হবক্কুক ১ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. প্রথম পদের মধ্য দিয়ে ভাববাদী হবক্কুক কি পেয়েছিলেন? (হবক্কুক ১:১)

২. ভাববাদী হবক্কুক কোন্ বিষয়ে হতাশ হয়েছিলেন? (হবক্কুক ১:২-৪)

৩. ঈশ্বর কিভাবে ভাববাদী হবক্কুকের অভিযোগের উত্তর দিয়েছিলেন? (হবক্কুক ১:৫১১)

৪. ভাববাদী হবক্কুক কেন হতবুদ্ধ ও অভিভূত হয়েছিলেন? (হবক্কুক ১:১২-১৭)

হবক্কুক : ২ অধ্যায়

ভাববাদীর অভিযোগের প্রতি ঈশ্বরের উত্তর

২ [১] আমি আমার পাহারা-স্থানে দাঁড়াবো, দুর্গের উপরে অবস্থান করবো; আমার
আবেদনের বিষয়ে তিনি আমাকে কি বলবেন এবং আমি কি উত্তর দেব, তা দেখে
বুঝবো। [২] তখন সদাপ্রভু উত্তরে আমাকে বললেন, এই দর্শনের কথা লেখ, সুস্পষ্ট করে
ফলকে খোদাই কর, যে পাঠ করে, সে যেন দৌড়াতে পারে। [৩] কেননা এই দর্শন এখনও
নিরূপিত কালের জন্য ও তা পরিণামের আকাঙ্খা করছে, আর মিথ্যে হবে না; তার বিলম্ব
হলেও তার অপেক্ষা কর, কেননা তা অবশ্য উপস্থিত হবে, যথাসময়ে পূর্ণ হবে, বিলম্ব
করবে না। [৪] দেখ, তার প্রাণ অহংকারে ফুলে উঠেছে, তার অন্তর সরল নয়, কিন্তু ধার্মিক
ব্যক্তি তার বিশ্বাস দ্বারাই বাঁচবে।

[২:১] দেখুন যিশা ২১:৮; [২:১] দেখুন গীত ৪৮:১৩; [২:১] গীত ৮৫:৮; [২:১] দেখুন গীত ৫:৩; দেখুন যিহি ৩:১৭; [২:২] দেখুন যিশা ৩০:৮; দেখুন যিরি ৩৬:২; দেখুন যিহি ২৪:২; দেখুন রোমীয় ৪:২৪; প্রকা ১:১৯; [২:৩] দানি ১১:২৭; [২:৩] দানি ৮:১৭; [২:৩] দেখুন গীত ২৭:১৪; [২:৩] দেখুন যিহি ১২:২৫; [২:৪] দেখুন যিহি ১৮:৯; [২:৪] রোমীয় ১:১৭; গালা ৩:১১; ইব ১০:৩৭-৩৮;

২:১ দেখুন যিহি ৩:১৭ পদ ও নোট। *আমি আমার পাহারা-স্থানে দাঁড়াব।* এই চিত্রে দেখানো হয়েছে একজন সতর্ক প্রহরী তার পাহারা দেওয়ার স্থানে দাঁড়িয়ে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে এবং যে কোন মুহূর্তে বিপদ আসার আশঙ্কা করছে। যে কোন মুহূর্তে ভাববাদীকে ঈশ্বরের বিচার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার জন্য ভর্ৎসনা শুনতে হতে পারে। *দেয়ালের উপরে জায়গা নেব।* যিরূশালেম নগরীর দেয়াল। *তিনি।* সদাপ্রভু ঈশ্বর।

২:২-৩ দর্শনের কথা। দেখুন ১ বংশা ১৭:১৫; হিতোপদেশ ২৯:১৮ পদ ও নোট। এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ দিয়ে বিশেষভাবে একজন ভাববাদীর দর্শনকে বোঝানো হয়েছে (উদাহরণ-স্বরূপ দেখুন যিশা ১:১ পদ ও নোট)।

২:২ লেখ। যিশা ৩০:৮; যিরমিয় ৩৬:২ পদ ও নোট দেখুন। *যাতে তা সহজে পড়া যায়।* আক্ষরিক অর্থে "যেন এই সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে," অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি এই বার্তা পাঠ করবে তারা দ্রুত অন্যদেরকে এ বিষয়ে জানিয়ে দেবে।

২:৩ পূর্ণ হবে। বাবিলীয়দের ধ্বংস সাধন। তবে অনেকে মনে করেন এখানে সময় থেমে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, যখন ঈশ্বরের পরিত্রাণ দানের সমস্ত উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সাধিত হয়ে যাবে। *তার জন্য অপেক্ষা কর।* এখানে যে বার্তা বলা হবে সেখানে ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাবিলের দ্বারা যিরূশালেমের পতনের কথা বলা হয়েছে, যা ভাববাদী হবক্কুকের ভবিষ্যদ্বাণী বলার প্রায় ৬৬ বছর পরে ঘটবে। সদাপ্রভু ঈশ্বর হবক্কুককে (এবং যিহূদাকে) বলছেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পেতে দেরি হতে পারে এবং লোকেরা যেন এর জন্য অপেক্ষা করে (৩:১৬ পদ দেখুন)।

২:৪ তার প্রাণ অহংকারে ফুলে উঠেছে। সমষ্টিগতভাবে পুরো বাবিল সাম্রাজ্যকে বোঝানো হলেও মূলত এখানে বাবিলের রাজাকে বোঝানো হয়েছে। *কিন্তু।* এখানে বাবিলের রাজার সাথে তুলনা করা হয়েছে, যার চিন্তা সৎ ছিল না। *ধার্মিক ... তার বিশ্বস্ততার দরুন বেঁচে থাকবে।* যিহি ১৮:৯; এর সাথে যিশা ২৬ অধ্যায়, বিশেষ করে ১-৬ পদ দেখুন। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের আলোকে কীভাবে এবং কখন তিনি কাজ করবেন তা দেখার জন্য তাঁর লোকদের অবশ্যই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে এবং বিশ্বাসে জীবন ধারণ করতে হবে– সার্বজনীন ও সার্বভৌম ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এই অংশটিকে নতুন

৫ বস্তুত মদ তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে; সে অভিমানী বীর, সে ঘরে থাকে না;
সে পাতালের মত অপরিমিত লোভী, সে মৃত্যুর মত, তৃপ্ত হয় না, কিন্তু সর্বজাতিকে একত্র
করে আত্মসাৎ করে এবং সর্বলোকবৃন্দকে নিজের কাছে সংগ্রহ করে। ৬ তারা সকলে কি
তার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত কথা ও তার বিষয়ে পরিহাসজনক প্রবাদ উত্থাপন করবে না? লোকে
বলবে,

"ধিক্ তাকে, যে পরধনে বর্দ্ধিষ্ণু হয়–
কত দিন হবে?–
আর যে বন্ধক দ্রব্যের ভারে ভারী হয়।"

৭ যারা তোমাকে দংশন করবে, তারা কি হঠাৎ উঠবে না? যারা তোমাকে সঞ্চালন করবে,
তারা কি শীঘ্র জাগবে না? তখন তুমি তাদের লুণ্ঠিত বস্তু হবে। ৮ তুমি অনেক জাতির
সম্পত্তি লুট করেছ; এই কারণে জাতিদের সমস্ত শেষাংশ তোমার সম্পত্তি লুট করবে; এর
কারণ হল মানুষের রক্তপাত এবং দেশ, নগর ও সেখানকার অধিবাসীদের প্রতি

[২:৫] দেখুন উপদে ২০:১; [২:৫] দেখুন যিশা ২:১১; [২:৫] দেখুন উপদে ২৭:২০; দেখুন ৩০:১৫-১৬; [২:৫] হবক ১:৯; [২:৬] দেখুন যিশা ১৪:৪; [২:৬] আমোষ ২:৮; [২:৭] দেখুন উপদে ২৯:১; [২:৮] যিশা ৩৩:১; যিরি ৫০:১৭-১৮; দেখুন ওব ১:১৫; সখ ২:৮-৯; [২:৮] পদ ১৭; [২:৮] দেখুন যিহি ৩৯:১০;

নিয়মে বেশ কয়েকবার উদ্ধৃত করা হয়েছে, যেখানে লোকেরা কীভাবে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে জীবন পায় সে বিষয়ে (রোমীয় ১:১৭; গালা ৩:১১; তুলনা করুন ইফি ২:৮ পদ ও নোট) এবং কীভাবে বিশ্বাসে জীবন ধারণ করতে হয় সে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে (ইব্রীয় ১০:৩৮-৩৯; ১১:৭)। আদি ১৫:৬ পদের সাথে (উক্ত পদের নোট দেখুন; এর সাথে রোমীয় ৪:৩, ৯, ২২-২৩; গালা ৩:৬; যাকোব ২:২৩ পদ দেখুন ও ২:২১ পদের নোট দেখুন) এই পদটি মিলে ষোড়শ শতাব্দীতে প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের সূচনা ঘটিয়েছিল। জাতিগত উদ্ধারের ক্ষেত্রে যে নীতি প্রযোজ্য, তা আত্মিক উদ্ধার, তথা পরিত্রাণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

২:৫ কবরের মত লোভী। কবর কখনো বলে না, এবার যথেষ্ট হয়েছে! (হিতোপদেশ ৩০:১৬ পদ ও নোট দেখুন; এর সাথে গীত ৪৯:১৪; যিশা ৫:১৪ পদের নোটও দেখুন)।

২:৬-২০ এই অংশটি মূলত পদ ৪ এর একটি বিধৃতাংশ (৩:১ পদের নোট দেখুন), যা দশটি করে (হিব্রু) পঙক্তির মোট দুটি ভাগে বিভক্ত (পদ ৬-১৪ এবং ১৫-২০ দেখুন). প্রত্যেক অংশে রয়েছে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মতাত্ত্বিক বক্তব্য (পদ ১৪, ২০)। এই বক্তব্যগুলো এক সাথে বাবিলের বিপক্ষে পাঁচটি ধিক্কার ঘোষণা করেছে (পদ ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৯; তুলনা করুন যিশা ৫:৮-২৩; মথি ২৩:১৩-৩২; লূক ৬:২৪-২৬; প্রকা ৯:১২; ১১:১৪ পদ)। এছাড়া প্রথম ও চতুর্থ "ধিক্কার" একটি অপরদিকে প্রতিফলিত করেছে (পদ ৮, ১৭ দেখুন)।

২:৬ তারা সবাই তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে। বাবিলের হাতে আক্রান্তদের কথা বলা হচ্ছে, বিশেষ করে যিহূদার কথা, যে বাবিলকে চরমভাবে বিদ্রূপ করবে (যিশা ১৪:৪ পদ দেখুন)। *ঘৃণ্য সে।* বাবিলের প্রচণ্ড লোভ আসলেই ঘৃণার যোগ্য।

২:৮ তুমি মানুষের রক্তপাত করেছ। পদ ১৭ দেখুন। এ কারণে বাবিলের রক্তপাত করা হবে (আদি ৯:৬ পদ ও নোট দেখুন)।

২:৯ ঘৃণ্য সে। বাসস্থান বা ভবন নির্মাণে

কৃত দৌরাত্ম্য। [৯] ধিক তাকে যে তার কুলের জন্য অন্যায় লাভ সংগ্রহ করে, যেন উঁচুতে বাসা করতে পারে, যেন অমঙ্গলের হাত থেকে উদ্ধার পেতে পারে।

[১০] অনেক জাতিকে উচ্ছিন্ন করাতে তুমি তোমার কুলের লজ্জাজনক মন্ত্রণা করেছ ও তোমার প্রাণের বিরুদ্ধে পাপ করেছ। [১১] কেননা দেয়ালের মধ্য থেকে পাথর কাঁদবে ও কাঠের মধ্য থেকে কড়ি-বরগা তার উত্তর দেবে।

[১২] ধিক্ তাকে, যে রক্তপাত করে নগর গাঁথে,
যে অন্যায় দ্বারা নগর সংস্থাপন করে।

[১৩] দেখ, এ কি বাহিনীগণের সদাপ্রভু থেকে হয় না যে, লোকবৃন্দ আগুনের জন্য পরিশ্রম করে এবং জাতিরা অসারতার জন্য ক্লান্ত হয়? [১৪] কারণ সমুদ্র যেমন জলে আচ্ছন্ন, তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভুর মহিমাবিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবে।

[১৫] ধিক্ তাকে, যে তার প্রতিবেশীকে পান করায়;
তুমি ভাণ্ডে তোমার বিষ মিশিয়ে থাক,
আবার তাকে মাতাল করে থাক,
যেন তুমি তাদের উলঙ্গতা দেখতে পাও।

[২:৯] দেখুন যিরি ২২:১৩; [২:৯] দেখুন যিরি ৫১:১৩; [২:৯] দেখুন ইয়োব ৩৯:২৭; দেখুন যিশা ১০:১৪; [২:১০] যিরি ২৬:১৯; [২:১০] পদ ১৬; দেখুন নহূম ৩:৬; [২:১১] দেখুন যিহো ২৪:২৭; সখ ৫:৪; লূক ১৯:৪০; [২:১২] দেখুন যিহি ২২:২; দেখুন মীখা ৩:১০; [২:১৩] যিশা ৫০:১১; [২:১৩] দেখুন যিশা ৪৭:১৩; [২:১৪] দেখুন যাত্রা ১৬:৭; দেখুন গণনা ১৪:২১; [২:১৪] দেখুন যিশা ১১:৯; [২:১৫] দেখুন উপদে ২৩:২০;

বাবিলের অহঙ্কারের জন্য তাকে ধিক্কার জানানো হয়েছে (দেখুন পদ ১২; তুলনা করুন যিরমিয় ২২:১৩)। *যাতে সে নিরাপদে থাকতে পারে।* বাবিলীয়রা এমনভাবে তাদের নগর, প্রাসাদ, দুর্গ ও বাসভবন নির্মাণ করেছিল যেন কেউ কখনো আক্রমণ করে তাদেরকে প্রতিহত করতে না পারে (যিশা ১৪:৪, ১৩-১৫; তুলনা করুন ওবদিয় ৩-৪)।

২:১১ পাথরগুলো ... নালিশ জানাবে এবং ঘরের স্তম্ভগুলো। বাবিলের প্রত্যেকটি ভবনের ভিত্তি প্রস্তর ও স্তম্ভ কেনা হয়েছে লুটের অর্থে এবং এতে করে তাদের হাতের তৈরি কাজই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়। তুলনা করুন লূক ১৯:৪০ পদ।

২:১২ ঘৃণ্য সে। বাবিলের অবিচার ও অন্যায় আচরণের জন্য তাদেরকে ধিক্কার জানানো হয়েছে। তুলনা করুন মীখা ৩:১০; সখ ৮:১৬ পদ ও নোট।

২:১৩ আগুনে পুড়ে যাবে। বাবিলীয়দের পরিশ্রমে গড়ে তোলার নগরী (পদ ১২) পুড়ে যাবে (দেখুন যিরমিয় ৫১:৫৮ ও নোট)।

২:১৪ ভাববাদী হবক্কুক যিশাইয় ১১:৯ পদ উদ্ধৃত করেছেন এবং তার ভাষা আরও ব্যাপৃত করেছেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর ভবিষ্যতে অহঙ্কারী বাবিলকে ধ্বংস করবেন এবং সেই সাথে তার সমস্ত পার্থিব গৌরব ও অহঙ্কারও তিনি মাটিতে মিশিয়ে দেবেন (যাত্রা ১৪:৪, ১৭-১৮; প্রকাশিত ১৭:১–১৯:৪)।

২:১৫ তুলনা করুন আদি ৯:২০-২২ পদ। *ধিক্ তাকে।* এখানে বাবিলীয়দের নৃশংসতাকে ঘৃণ্য বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বাবিল তার প্রতিবেশী জাতিদের সাথে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করেছে, তাদের সমস্ত সম্পদ কেড়ে নিঃশেষ করে দিয়েছে (তুলনা করুন পরবর্তী সময়ে যিরূশালেমের প্রতি বাবিল কী আচরণ করেছিল, ২ রাজা ২৫:৮-২১)। বাবিলকে এমন

[১৬] তুমি সম্মানের পরিবর্তে অপমানেই পরিপূর্ণ হয়েছ; তুমিও পান করে উলঙ্গ হও; সদাপ্রভুর
ডান হাতের পানপাত্র তোমার দিকে ফিরান যাবে ও তোমার গৌরবের উপরে জঘন্য লজ্জা
উপস্থিত হবে। [১৭] কারণ লেবাননের প্রতি কৃত দৌরাত্ম্য তোমাকে আচ্ছন্ন করবে ও
পশুদের সংহার তোমার ত্রাস জন্মাবে; এর কারণ মানুষের রক্তপাত এবং দেশ, নগর ও
সেখানকার অধিবাসীদের প্রতি কৃত দৌরাত্ম্য।

[১৮] খোদাই-করা মূর্তিতে উপকার কি যে, তার নির্মাতা তা ক্ষোদাই করে? ছাঁচে ঢালা
মূর্তি ও মিথ্যার শিক্ষকেই বা উপকার কি যে, নিজের নির্মিত বস্তুর নির্মাতা তাতে বিশ্বাস
করে নির্বাক মূর্তি তৈরি করে? [১৯] ধিক্ তাকে, যে কাঠকে বলে, তুমি জাগ, নির্বাক পাথরকে
বলে, তুমি ওঠ। সে কি শিক্ষা দেবে? দেখ, সে সোনা ও রূপায় মোড়ানো, তার অন্তরে

[২:১৬] দেখুন পদ ১০; [২:১৬] দেখুন যিহি ২৩:৩২-৩৪; হোশেয় ৪:৭; [২:১৬] দেখুন লেবীয় ১০:৯; [২:১৬] দেখুন বিলাপ ৪:২১; [২:১৬] দেখুন গীত ১৬:৫; দেখুন যিশা ৫১:২২; [২:১৭] দেখুন যিরি ৫১:৩৫; [২:১৭] দেখুন যিরি ৫০:১৫; [২:১৭] পদ ৮; [২:১৮] দেখুন ১ শমূ ১২:২১; [২:১৮] দেখুন বিচার ১০:১৪; দেখুন যিশা ৪০:১৯; দেখুন যিরি ৫:২১; দেখুন ১৪:২২; [২:১৮] দেখুন লেবীয় ২৬:১; [২:১৮] গীত ১১৫:৪-৫; যিরি ১০:১৪; ১করি ১২:২; [২:১৯] ১ রাজা ১৮:২৭; [২:১৯] দেখুন যিরি ১০:৪; [২:১৯] দেখুন দানি ৫:৪, ২৩; দেখুন হোশেয় ৪:১২;

একজনের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে তার প্রতিবেশীদেরকে মদ খাইয়ে মাতাল করে তোলে, যাতে সে তাদের উলঙ্গতা দেখতে পায়।

২:১৬ লজ্জায় পরিপূর্ণ হবে ... উলঙ্গ হও। সদাপ্রভু ঈশ্বর বাবিলের প্রতি ঠিক সেগুলোই ঘটাবেন যা সে অন্যদের ক্ষেত্রে করেছিল (ওবদিয় ১৫ পদের নোট দেখুন)। *সদাপ্রভুর ডান হাতের ক্রোধের পেয়ালা।* একটি খোদায়ী প্রতিশোধের চিহ্ন (দেখুন গীত ১৬:৫ পদ ও নোট; যিশা ৫১:১৭, ২১-২২; যিরমিয় ২৫:১৫-১৭; বিলাপ ৪:২১; প্রকাশিত ১৪:১০ পদ ও নোট; ১৬:১৯; এর সাথে দেখুন নহূম ৩:১১ পদ)।

২:১৭ লেবাননের উপর তুমি যে অত্যাচার করেছ। বাবিলীয়রা সম্ভবত তাদের মন্দির ও প্রাসাদ নির্মাণ করার জন্য লেবাননের এরস গাছের বন কেটে উজাড় করে দিয়েছিল (যিশা ১৪:৮ পদ ও নোট দেখুন)। *পশুদের মেরে ফেলেছ।* আসিরিয়দের সাহিত্য লিপি থেকে জানা যায় যে, লেবাননের বনাঞ্চলে পশু শিকার করা হত এবং বাবিলীয়রা সম্ভবত এই শিকারকে অতি চরম মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিল। বাবিলীয়রা শুধু যে জমি ও নগর বিনষ্ট করেছিল তা নয়, তারা সৃষ্টির সব ধরনের উপাদান ধ্বংস করে দিত। *তুমি তো মানুষের রক্তপাত করেছ।* দেখুন পদ ৮ ও নোট।

২:১৮ প্রতিমা। এই শব্দের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু প্রতিশব্দটির অর্থ "ক্ষুদ্র দেবতা" বা "অশরীরী" (তুলনা করুন যিশা ৪১:২৯; ৪৪:৯; যিরমিয় ১০:১৫ পদ এবং এর সাথে যাত্রা ২০:৪-৫ পদে প্রতিমা পূজার জন্য যে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে তা দেখুন; আরও দেখুন গীত ১১৫:৪-৭ পদ ও নোট)।

২:১৯ ঘৃণ্য সে। বাবিলীয়দের মূর্তি পূজাকে এখানে ঘৃণা করা হয়েছে। *জেগে উঠতে বলে।* এর সাথে তুলনা করুন কর্মিল পর্বতে ভাববাদী এলিয় কীভাবে বাল-দেবতার উপাসকদের তিরস্কার ও বিদ্রূপ করেছিলেন (১ রাজা ১৮:২৭ পদ দেখুন)।

শ্বাসবায়ুর লেশমাত্রও নেই। [২০] কিন্তু সদাপ্রভু তাঁর পবিত্র মন্দিরে আছেন; সমস্ত পৃথিবী তাঁর সম্মুখে নীরব থাক।

[২:২০] দেখুন গীত ১১:৪; [২:২০] দেখুন যিশা ৪১:১;

২:২০ সদাপ্রভু তাঁর পবিত্র মন্দিরে আছেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর স্বর্গীয় মন্দির থেকে (তুলনা করুন যোনা ২:৭) প্রত্যেকটি মানুষকে তার ধার্মিকতা অনুসারে বিচার করছেন (গীত ১১:৪-৭ পদ ও নোট দেখুন; মীখা ১:২)। *সমস্ত পৃথিবী তাঁর সামনে নীরব থাকুক।* জাতিগণের পাথর ও কাঠের তৈরি মূর্তিগুলো (পদ ১৯) সদাপ্রভু ঈশ্বরের স্বর্গীয় বিচারের সামনে দাঁড়িয়ে নীরব হয়েই থাকবে (দেখুন সফ ১:৭; সখ ২:১৩; তুলনা করুন আমোষ ৬:১০; ৮:৩ পদ ও নোট)।

হবক্কুক ২ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা যা দেখতে পাই–

আমরা ভাববাদী হবক্কুকের একটি প্রত্যাশিত উত্তর দেখতে পাই (হবক্কুক ২:১) এবং কল্‌দীয়দের ধ্বংস ও বিজয়ের বিষয়ে ভাববাদী হবক্কুককে ঈশ্বরের আত্মার দেয়া পাল্টা উত্তর, যেগুলো নিয়ে আগের অধ্যায়ের শেষে ভাববাদী তাঁর কাছে অভিযোগ তুলেছিলেন। আর উত্তরটি হলো এই–

১) কল্‌দীয়দের ক্ষমতা বিস্তারের মধ্য দিয়ে নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করার পরে, ঈশ্বর তাঁর লোকদের বিশ্বাস ও ধৈর্য্যকে যাচাই করেন এবং তাদের মধ্যকার ভন্ড ও সৎ লোকদের মাঝে পার্থক্য তুলে ধরেন। তিনি কল্‌দীয়দের সাথে বোঝাপড়া করবেন– ক্ষমতা ধ্বংসের মাধ্যমে তাদেরকে নত ও দমন করবেন। কেবল গর্বিত রাজা নবূখদ্‌নিৎসরকেই নয়, গর্বিত রাজ্যকেও নীচে নামিয়ে আনবেন। রাজ্য ও ধন-সম্পদের প্রতি তাদের অসীম ও অতৃপ্ত আকঙ্খার জন্য অবশেষে তারা নিজেদেরকে অন্যের শিকারে পরিণত করবে (হবক্কুক ২:২-৮)।

২) এরা কেবল তারাই নয়, বরং তাদের মত সব পাপীরাই ঈশ্বরের পাঠানো বিপর্যয়ে শেষ হয়ে যাবে।

১) যারা উচ্চাকাঙ্খী, তারা ধন-সম্পদ ও মর্যাদার লোভী (হবক্কুক ২:৯,১১)।
২) এরা হলো ঐ অনিষ্টকারী ও অত্যাচারীরা, যারা তাদের অন্যায় ও সহিংসতার দ্বারা নিজেদের ভূসম্পত্তি বাড়িয়ে তোলে। (হবক্কুক ২:১২-১৪)।
৩) এরা হলো তারা, যারা কড়া পানীয়ের দ্বারা উন্মত্ততার মাত্রা বাড়িয়ে তুলে তাদের প্রতিবেশীদেরকে লজ্জার বিষয়ে পরিণত করে (হবক্কুক ২:১৫-১৭)।
৪) এরা হলো তারা, যারা প্রতিমা পূজা করে (হবক্কুক ২:১৮-২০)।

হবক্কুক : ৩ অধ্যায়

সার-সংক্ষেপঃ

সদাপ্রভু যে উত্তর দিয়েছেন, তা তিনি ভাববাদী হবক্কুককে লিখতে বলেন। তিনি বলেন, অহঙ্কারকারীরা সরল নয়; বরং, সৎ লোকেরা তাদের বিশ্বস্ততার জন্য বেঁচে থাকবে। রাজ্য জয়ের জন্য বাবিলের অতৃপ্ত আকাঙ্খা রয়েছে– তবে অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে যাদেরকে তারা এক সময় লুট করেছিল, তারাই তাদেরকে (বাবিলীয়দেরকে) লুট করবে। লোভী, সহিংস, মাতাল ও প্রতিমা-উপাসকদের উপর ঈশ্বরের বিপর্যয় নেমে আসবে। সদাপ্রভু পবিত্র মন্দিরে রয়েছেন। তাই তাঁর সামনে পুরো পৃথিবী নিরব থাকুক।

হবক্কুক ২ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. ঈশ্বরের উত্তরকে অনুমান করতে পেরে ভাববাদী হবক্কুক কি করেছিলেন? (হবক্কুক ২:১)

২. ঈশ্বর ভাববাদী হবক্কুককে কি করতে বলেছিলেন? (হবক্কুক ২:২)

৩. ভাববাদী হবক্কুক ঈশ্বরকে যে প্রশ্ন করেছিলেন তার উত্তরে তিনি তাঁকে কি বলেছিলেন? (হবক্কুক ২:৩-২০)

৪. এই পদগুলোতে কাদেরকে "দুঃখের কারণ" হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছিল? (হবক্কুক ২:৬-৯; ১২-১৫)

হবক্কূকের প্রার্থনা

৩ ভাববাদী হবক্কুকের প্রার্থনা। স্বর, শিগিয়োনোৎ।
২ হে সদাপ্রভু, আমি তোমার বার্তা শুনলাম, ভয় পেলাম;

[৩:১] গীত ৭; [৩:২] দেখুন ইয়োব ২৬:১৪; গীত ৪৪:১; [৩:২] দেখুন গীত ১১৯:১২০; [৩:২] দেখুন গীত ৯০:১৬; [৩:২]

৩:১ প্রার্থনা। মূলত শুধুমাত্র এই অধ্যায়ের ২ পদে বিনতির সুর খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য অনেক গীতের মত এটি প্রকৃতপক্ষে সদাপ্রভুর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা (পদ ১৬-১৯) প্রকাশের একটি গীত সঙ্কলন (পদ ৩-১৫)। বস্তুত ভাববাদী হবক্কুকের প্রার্থনা, যেটি ২:৪ পদের বক্তব্যের বিধৃত রূপ (২:৬-২০ পদের নোট দেখুন), সেটিও গীত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে গীতের মত শিরোনামটি লক্ষ্য করুন (পদ ১) এবং সেই সাথে গীতের সুর ও তালের বিশেষ উল্লেখ লক্ষ্য করুন (পদ ১, ৩ [এই পদের নোট দেখুন], ৯, ১৩, ১৯)। ভাববাদী। দেখুন ১:১ পদ ও নোট। *হবক্কুকের ছন্দ।* এই ছন্দের নাম শিগিয়োন; গীতসংহিতা ৭ গীতের শিরোনাম ও নোট দেখুন।

৩:২ তোমার কাজের কথা শুনে ভয় পেলাম। দেখুন গীত ৪৪:১; ৭৮:৩ পদ। ৩-১৫ পদে ভাববাদী হবক্কুক এখানে সদাপ্রভু ঈশ্বরের মহা পরাক্রমী কাজের কথা ঘোষণা করেছেন, আরও

হে সদাপ্রভু, আমাদের কালে তোমার কাজ সজীব কর,
আমাদের কালে সেগুলো তুমি আবার কর;
কোপের সময়ে করুণা স্মরণ কর।
৩ ঈশ্বর তৈমন থেকে আসছেন,
পারণ পর্বত থেকে পবিত্রতম আসছেন।
আকাশ তাঁর প্রভায় সমাচ্ছন্ন,
পৃথিবী তাঁর প্রশংসায় পরিপূর্ণ।
৪ তাঁর তেজ আলোর মত,
তাঁর হাত থেকে কিরণ বের হয়;
ঐ স্থান তাঁর পরাক্রমের অন্তরাল।
৫ তাঁর আগে আগে মহামারী চলে,
তাঁর পদচিহ্ন দিয়ে জ্বলন্ত অঙ্গার গমন করে।
৬ তিনি থামলেন এবং পৃথিবীকে নাড়ালেন,
তিনি দৃষ্টিপাত করলেন এবং জাতিদেরকে কাঁপিয়ে তুললেন;
সনাতন পর্বতগুলো খণ্ড-বিখণ্ড হল,
চিরন্তন পাহাড়গুলো নত হল;

গীত ৮৫:৬; [৩:২] যিশা ৫৪:৮; [৩:৩] দেখুন আদি ৩৬:১১, ১৫; [৩:৩] যিশা ৩১:১; [৩:৩] দেখুন গণনা ১০:১২; [৩:৩] দেখুন গীত ৮:১; [৩:৩] গীত ৪৮:১০; [৩:৪] দেখুন যিশা ১৮:৪; [৩:৪] দেখুন ইয়োব ৯:৬; [৩:৫] দেখুন লেবীয় ২৬:২৫; [৩:৬] দেখুন গীত ৪৬:২; [৩:৬] আদি ৪৯:২৬; [৩:৬] দেখুন যাত্রা ১৯:১৮; গীত ১৮:৭; ১১৪:১-৬; [৩:৬] দেখুন আদি ২১:৩৩;

পূর্ব কালে তিনি যে সমস্ত অনুগ্রহের কাজ করেছিলেন, যে সমস্ত আশ্চর্য কাজের কথা মন্দিরে মানুষ শুনতে পায় সেগুলোর কথাই তিনি আবারও বলছেন (পদ ১৬ দেখুন)।

৩:৩ ঈশ্বর ... আসছেন। যাত্রা পুস্তকের পর্ব উদ্‌যাপন করার সময় পুরাতন নিয়মের গীত রচয়িতাগণ ঈশ্বরের বিভিন্ন পরাক্রমী কাজের কথা এবং তাঁর ভয়ঙ্কর বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয় ঘটান। তিনি তাঁর স্বর্গীয় বাহিনী নিয়ে মেঘের রথে করে আসবেন। তাঁর হাতে থাকবে তীর ধনুক (বজ্র বিদ্যুৎ; গীত ১৮:১৪ পদের নোট দেখুন)। তিনি পৃথিবীর উপরে প্রচণ্ড বর্ষণমুখর মেঘ পাঠাবেন এবং সমস্ত পর্বত তাঁকে সামনে দেখে তীব্রভাবে কাঁপতে থাকবে (দেখুন বিচার ৫:৪-৫; গীত ১৮:৭-১৫; ৬৮:৭-১০; ৭৭:১৬-১৯; মীখা ১:৩ পদ ও নোট)। *তৈমন।* এই নামের অর্থ "দক্ষিণে দেশ"। চিত্রকল্পে ধারণা করা হয়েছে যে, সদাপ্রভু ঈশ্বর যিহূদার দক্ষিণ দিক থেকে আসবেন। *পারণ পাহাড়।* দ্বি.বি. ৩৩:২ পদ ও নোট দেখুন; সম্ভবত অকবা উপসাগরের উত্তর পশ্চিম এবং কাদেশ বর্ণেয়ের ক্ষিণ দিকে, ইদোম ও সীনয়র পর্বতের মাঝে। সেলা সম্পর্কে জানার জন্য গীতসংহিতার ভূমিকা: রচয়িতা ও শিরোনাম দেখুন। পৃথিবী *তাঁর প্রশংসায় পরিপূর্ণ।* দেখুন পদ ২:১৪ ও নোট।

৩:৫ মহামারী ... রোগ। এর অর্থ স্বর্গীয় শাস্তি (তুলনা করুন যাত্রা ৭:১৪–১২:৩০; লেবীয় ২৬:২৫; গীত ৯১:৩, ৬ পদ)।

৩:৬ অনেকবারই ভূমিকম্পকে ঈশ্বরের উপস্থিতির চিহ্ন হিসেবে দেখানো হয়েছে (দেখুন যাত্রা ১৯:১৮; গীত ১৮:৭; যিরমিয় ৪:২৪;

অনাদিকাল থেকে তাঁর গতি।
৭ আমি দেখলাম, কুশনের তাঁবুগুলো ক্লিষ্ট,
মিদিয়ন দেশীয় পর্দাগুলো কেঁপে উঠলো।
৮ সদাপ্রভু কি নদ-নদীর প্রতি বিরক্ত হলেন,
তোমার ক্রোধ কি নদ-নদীর উপরে বর্তিল,
সমুদ্রের প্রতি কি তোমার কোপ হল যে,
তুমি তোমার ঘোড়াগুলোতে আরোহণ করলে?
তোমার বিজয়ী রথগুলোতে আরোহণ করলে?
৯ তুমি তোমার ধনুক একেবারে অনাবৃত করেছ,
তোমার বাক্য অনুসারে শাস্তি দেবার জন্য দণ্ডগুলো শপথ করেছে। [সেলা]
তুমি ভূতলকে বিদীর্ণ করে নদ-নদীময় করলে।
১০ পর্বতমালা তোমাকে দেখে কেঁপে উঠলো,
প্রচণ্ড জলরাশি বয়ে গেল,
গহ্বর তার শব্দ উঁচুতে তুললো,
তার ঢেউগুলো উপরে তুলল।
১১ সূর্য ও চন্দ্র স্ব স্ব বাসস্থানে দাঁড়িয়ে থাকলো,
তোমার দ্রুতগামী বাণগুলোর আলোতে,
তোমার বজ্ররূপ বর্শার তেজে।

[৩:৭] দেখুন আদি ২৫:২; দেখুন গণনা ২৫:১৫; বিচার ৭:২৪-২৫; [৩:৭] যাত্রা ১৫:১৪; [৩:৮] দেখুন যাত্রা ৭:২০; [৩:৮] দেখুন গীত ৭৭:১৬; [৩:৮] দেখুন ২ রাজা ২:১১; দেখুন গীত ৬৮:১৭; [৩:৯] দেখুন দ্বি:বি ৩২:২৩; গীত ৭:১২-১৩; [৩:১০] দেখুন গীত ৭৭:১৬; [৩:১০] গীত ৯৮:৭; [৩:১০] দেখুন গীত ৯৩:৩; [৩:১১] যিহো ১০:১৩; [৩:১১] গীত ১৮:১৪; [৩:১১] দেখুন গীত ১৪৪:৬; সখ ৯:১৪;

১০:১০; নহূম ১:৫)। এখানে ভূমিধ্বসের কথাও পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হতে পারে।

৩:৭ কূশন ... মিদিয়ন। আরবীয় গোষ্ঠীগুলো ইদোমের কাছে বসবাস করতো। *দুর্দশা ... কাঁপছে।* মোশির নেতৃত্বে ইস্রায়েল জাতি যখন মিশরীয়দের হাত থেকে উদ্ধার লাভ করেছিল, তখন তাদের প্রতিবেশীরা সকলে ভয়ে কেঁপে উঠেছিল ও আতঙ্কে পরিপূর্ণ হয়েছিল (দেখুন যাত্রা ১৫:১৪-১৬; যিহোশূয় ২:৯-১০)।

৩:৮ নীল নদে মহামারী ছড়িয়ে পড়ার একটি পরোক্ষ ইঙ্গিত এখানে দেওয়া হয়েছে (যাত্রা ৭:২০-২৪ পদ দেখুন) এবং হয়তো একই সাথে যর্দন নদীর স্রোত থামিয়ে দেওয়ার কথাও এখানে বলা হয়েছে (যিহোশূয় ৩:১৫-১৭), এর সাথে সম্ভবত লোহিত সাগর পার হওয়ার বিষয়টিও বলা হয়েছে (যাত্রা ১৪:১৫-৩১ পদ দেখুন)।

৩:৯ ধনুক। সম্ভবত স্বর্গীয় ধনুকধারীদের ছুঁড়ে মারা বজ্র বিদ্যুতের কথা বলা হচ্ছে (গীত ১৮:১৪ পদ ও নোট; ১৪৪:৬ পদ দেখুন)। *নদনদী।* যা বজ্রপাতের কারণে সৃষ্টি হয়েছে।

৩:১১ সূর্য ও চাঁদ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সম্ভবত এখানে গিবিয়োনে বিজয় লাভের বিষয়ে বলা হয়েছে (যিহোশূয় ১০:১২-১৩ পদ দেখুন এবং ১০:১৩ পদের নোট দেখুন), যার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, ঈশ্বরের শত্রুদের

১২ তুমি ক্রোধে ভূতল দিয়ে গমন করলে,
কোপে জাতিদেরকে শস্যের মত মাড়াই করলে।
১৩ তুমি যাত্রা করলে, তোমার লোকদের পরিত্রাণ করার জন্য,
তোমার অভিষিক্ত লোকের পরিত্রাণের জন্য;
তুমি দুষ্টের বাড়ির মাথা চূর্ণ করলে,
গলা পর্যন্ত তার মূল অনাবৃত করলে।
১৪ তুমি তার যোদ্ধাদের মাথা তারই দণ্ড দ্বারা বিদ্ধ করলে;
তারা ঘূর্ণিবায়ুর মত আমাকে ছিন্নভিন্ন করতে এসেছিল;
তারা দুঃখীকে গোপনে গ্রাস করতে আনন্দ করতো।
১৫ তুমি তোমার ঘোড়ার পাল নিয়ে সমুদ্র দিয়ে গমন করলে।
সেই মহাজলরাশি দিয়ে গমন করলে।
১৬ আমি শুনলাম, আমার অন্তর কাঁপতে লাগল,
সেই শব্দে আমার ওষ্ঠাধর কেঁপে উঠলো,
আমার অস্থিতে পচন প্রবেশ করলো,
আমি স্বস্থানে কাঁপতে লাগলাম,
কারণ আমাকে বিশ্রাম করতে হবে,
সঙ্কটের দিনের অপেক্ষায়,
যখন আক্রমণকারীরা আসবে লোকদের বিরুদ্ধে।

[৩:১২] দেখুন যিশা ৪১:১৫; [৩:১৩] দেখুন যাত্রা ১৩:২১; [৩:১৩] দেখুন গীত ২০:৬; দেখুন ২৮:৮; [৩:১৩] দেখুন ২ শমূ ২৩:১; [৩:১৩] গীত ৬৮:২১; ১১০:৬; [৩:১৪] বিচার ৭:২২; [৩:১৪] গীত ৬৪:২-৫; [৩:১৫] দেখুন ইয়োব ৯:৮; [৩:১৫] যাত্রা ১৫:৮; [৩:১৬] দেখুন ইয়োব ৪:১৪; [৩:১৬] দেখুন গীত ৩৭:৭;

উপরে তাঁর বিজয় লাভ এই ঘটনার মধ্য দিয়েই সম্পন্ন হবে।

৩:১২ পায়ে মাড়ালে। দেখুন আমোষ ১:৩ পদ ও নোট।

৩:১৩ তোমার লোকদের উদ্ধার করতে। ঈশ্বর কনানের জাতিগুলোর বিপক্ষে লড়াই করেছিলেন (পদ ১২), কিন্তু তিনি তাঁর লোকদের ঠিকই উদ্ধার করেছিলেন। *রক্ষা করতে।* তাঁর অভিষিক্ত লোকদেরকে বিজয় দানের মধ্য দিয়ে তিনি তাদেরকে রক্ষা করলেন। *অভিষিক্ত লোক।* নিয়মের অধীন ইস্রায়েল জাতি ("তোমার লোকেরা"; গীত ২৮:৯ পদ দেখুন), "পুরোহিতদের জাতি" (যাত্রা ১৯:৬ পদ দেখুন; উক্ত পদের নোট দেখুন), যাদেরকে ঈশ্বর উদ্ধার করতে এসেছেন। তিনি শত্রুদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং এই মহা ক্রোধ সম্পন্ন করতে গিয়ে (পদ ১২) তিনি দয়ার কথা স্মরণ করেছেন (পদ ২)। *দুষ্টদের দেশের নেতা।* ফরৌণ (যাত্রা ১৪:৫-৯ পদ দেখুন)।

৩:১৪-১৫ লোহিত সাগরে মিশরীয়দের ধ্বংস সাধনের আরেকটি উল্লেখ। একইভাবে ঈশ্বর বর্তমান শত্রুদেরও নিশ্চিহ্ন করে দেবেন।

৩:১৫ ঘোড়াগুলো। পদ ৮ ও নোট দেখুন।

৩:১৬ পুরাতন ইস্রায়েলের পক্ষে ঈশ্বরের সমস্ত আশ্চর্য ও ভয়াবহ কাজ স্মরণ করে ভাববাদী হবক্কুক এই গীত রচনা করেছেন (পদ ৩-১৫), যা তাঁর অন্তরে এমন এক ভয় জাগিয়ে তুলেছে যে তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে। তবে

১৭ যদিও ডুমুর গাছ পুষ্পিত হবে না,
আঙ্গুরলতায় ফুল ধরবে না,
জলপাই গাছ ফলদানে ব্যর্থ হবে,
ও ক্ষেতে খাদ্যদ্রব্য উপন্ন হবে না,
খোঁয়াড় থেকে মেষপাল উচ্ছিন্ন হবে,
গোয়ালে গরু থাকবে না;
১৮ তবু আমি সদাপ্রভুতে আনন্দ করবো,
আমার ত্রাণেশ্বরে উল্লসিত হবো।
১৯ প্রভু সদাপ্রভু আমার বল,
তিনি আমার চরণ হরিণীর চরণের মত করেন,
তিনি আমার উচ্চস্থলীগুলো দিয়ে আমাকে চলাচল করাবেন।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য; আমার তারযুক্ত যন্ত্রে।

[৩:১৭] যোয়েল ১:১০-১২, ১৮; [৩:১৭] যিরি ৫:১৭; [৩:১৮] গীত ৯৭:১২; দেখুন যিশা ৬১:১০; ফিলি ৪:৪; [৩:১৮] দেখুন যাত্রা ১৫:২; দেখুন লূক ১:৪৭; [৩:১৯] দেখুন দ্বি:বি ৩৩:২৯; গীত ৪৬:১-৫; [৩:১৯] দেখুন দ্বি:বি ৩২:১৩; গীত ১৮:৩৩

এর ব্যাখ্যা এমনও হতে পারে যে, বাবিলীয়রা যিহূদার বিপক্ষে দাঁড়াবে এমন সংবাদ সদাপ্রভু ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়ে (পদ ১:৫-১১) তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন– যে পর্যন্ত না তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে নতুন করে কোন কথা শোনেন। *ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব।* ২:৩ পদ ও নোট দেখুন; গীত ৩৭:৭ পদ দেখুন। *আমাদের আক্রমণকারী।* বাবিলীয়রা।

৩:১৭ সম্ভবত এখানে বাবিলীয়দের আক্রমণ ও ধ্বংস সাধনের ভয়ঙ্কর পরিণামের বিষয়ে বলা হচ্ছে।

৩:১৮-১৯ ভাববাদী হবক্কুক তাঁর বিশ্বাসের শিক্ষা লাভ করেছেন (২:৪)– যে কোন পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের পরিকল্পনার উপরে নির্দ্বিধায় নির্ভর করা প্রয়োজন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, এমনকি যদি ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে তাঁর কষ্ট, নির্যাতন ও ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, তারপরও তিনি তাঁর উদ্ধারকর্তা ঈশ্বরে আনন্দ করবেন– যা সমগ্র পবিত্র শাস্ত্রকে বিশ্বাসের সবচেয়ে শক্তিশালী সাক্ষ্য।

৩:১৮ আমি সদাপ্রভুকে নিয়ে আনন্দ করবো। দেখুন গীত ৩২:১১; ফিলিপীয় ৩:১; ৪:৪ পদ। *আমার ত্রাণেশ্বরে উল্লসিত হবো।* দেখুন লূক ১:৪৭ পদ।

৩:১৯ আমার পা হরিণীর পায়ের মত করেন। অর্থাৎ সদাপ্রভু ঈশ্বর আমাকে দৃঢ় পদক্ষেপে চলার মত আত্মবিশ্বাস দেন (গীত ১৮:৩৩ পদ দেখুন)। *গীত পরিচালক।* সম্ভবত এই গীতটির সঙ্গীত যিনি পরিচালনা করবেন, তথা মন্দিরের গীত পরিচালকের জন্য এই অংশটি। এই অধ্যায়টি মূলত মন্দিরের উপযোগী প্রার্থনায় রূপ দেওয়া হয়েছে, যেন তা বাদ্য যন্ত্রের সাথে সুরে সুরে গাওয়া যায় (১ বংশাবলী ১৬:৪-৭ পদ দেখুন)। *তারযুক্ত যন্ত্র।* এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বীণা ও অন্যান্য তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র (গীত ৩৩:২; ৯২:৩; ১৪৪:৯ পদ দেখুন)।

হবক্কুক ৩ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) ভাববাদী হবক্কুক ঈশ্বরকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন যেন তিনি তাঁর (হবক্কুকের) লোকদেরকে দুর্দশা থেকে মুক্তি দেন ও উদ্ধার করেন; তাদেরকে দ্রুত মুক্তি দেন এবং দুরাবস্থায় তাদেরকে সান্ত্বনা দেন (হবক্কুক ৩:২)।

২) তিনি মনে করেন সেই দিনগুলোর কথা, যখন ইস্রায়েলের পক্ষে মণ্ডলী ঈশ্বরের গৌরবময় ও সদয় উপস্থিতি দেখতে পেতো। যখন তিনি ইস্রায়েলকে মিশর থেকে বের করে প্রান্তরের মধ্য দিয়ে কনান দেশে নিয়ে এসেছিলেন, আর সেখানে তিনি তাদেরকে অসংখ্য বার সম্মুখীন হওয়া বিরূপ পরিস্থিতির হাত থেকে বিস্ময়করভাবে উদ্ধার করেছিলেন (হবক্কুক ৩:৩-১৫)।

৩) মণ্ডলীর বর্তমান সমস্যার জন্য পবিত্রতার বিষয়ে তাঁর উদ্বেগ নিয়ে তিনি প্রভাবিত। তবে তিনি নিজেকে ও অন্যদেরকে প্রত্যাশা করতে উৎসাহিত করেন এই ভেবে যে, যদিও সব দৃশ্যমান উপায়গুলো ব্যর্থ হয়ে পড়বে, তবে সব সমস্যাই পরিশেষে স্বস্তিদায়ক ও চমৎকার বিষয় হয়ে উঠবে (হবক্কুক ৩:১৬-১৯)।

সার-সংক্ষেপ:

ভাববাদী হবক্কুক ঈশ্বরকে ইস্রায়েলের পক্ষে তাঁর গৌরবময় অতীতকে পুনরায় স্মরণ করার জন্য আকুতি জানান। তাঁর কণ্ঠে ধ্বণিত হয়েছে পৃথিবী ও সব জাতির উপরে ঈশ্বরের ক্ষমতার গৌরবময় প্রশংসা-গান (গীতসংহিতার মত এখানে 'সেলা' ধ্বনির দ্বারা স্বরাঘাত করা হয়েছে)। ঈশ্বরের কাছ থেকে শাস্তি বিষয়ক ভয়ঙ্কর দর্শনের কথা শুনে হবক্কুক যদিও আতঙ্কিত, তবে সদাপ্রভুকে নিয়ে তিনি আনন্দ করেন। 'ঈশ্বর সদাপ্রভুই আমার শক্তি; তিনি আমার পা হরিণীর পায়ের মত করেন এবং তিনি আমাকে উচুঁ উচুঁ জায়গাতে পথ চলার ক্ষমতা দেবেন।'

হবক্কুক ৩ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. ভাববাদী হবক্কুক ঈশ্বরের কাছে কি অনুরোধ জানিয়েছিলেন? (হবক্কুক ৩:১-২)

২. হবক্কুক কিভাবে ঈশ্বরকে তাঁর প্রার্থনায় তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছিলেন? (হবক্কুক ৩:১-৩)

৩. ঈশ্বরের ক্ষমতার বিষয়ে ভাববাদী কি বলেছিলেন? (হবক্কুক ৩:৪-৭)

৪. কিভাবে ভাববাদী হবক্কূক ঈশ্বরের কাজের বর্ণনা করেছিলেন? (হবক্কুক ৩:৮-১৫)

৫. ঈশ্বরের সাথে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের পরে, হবক্কুক তাঁর ভয়াবহ ও অভিভূতকারী রূপ দেখে কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন? (হবক্কুক ৩:১৬)

৬. বিশ্বাসের কোন সুরকে হবক্কুক ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত তাঁর প্রশংসা-গানে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছিলেন? (হবক্কুক ৩:১৭-১৯)

অধ্যয়নের গভীরতায়
সফনিয় ভাববাদীর পুস্তক

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ছিলেন এই পুস্তকের প্রকৃত স্রষ্টা, তবে যিহূদার কাছে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করার জন্য প্রতিনিধিত্ব করতে যাঁকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর নাম সফনিয়। পরে তাঁর নামে এই পুস্তকের নামকরণ করা হয়। নাম এবং বংশ বৃত্তান্ত ছাড়া তাঁর সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। সফনিয় নামের অর্থ হল "সদাপ্রভু গোপন করে রাখেন বা রক্ষা করেন"। এই নামটি রাজা মনঃশির দুষ্টতাপূর্ণ রাজত্বের সময় ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখার মধ্য দিয়ে তাঁর পিতা মাতার ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিকে প্রকাশ করে। প্রকৃতপক্ষে **১:১** পদে উল্লিখিত বংশ-তালিকা ব্যক্ত করে যে, সফনিয় ছিলেন হিষ্কিয়ের বংশধর। সম্ভবত হিষ্কিয় ছিলেন দুই দুষ্ট রাজা সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে যিহূদার শাসনকারী ধার্মিক রাজা।

সময়কাল

যোশিয়ের রাজত্বের সময়ে (৬৪০-৬০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এই পুস্তকটি রচনা করা হয়েছিল। যোশিয় ছিলেন যিহূদার অন্যতম উল্লেখযোগ্য একজন রাজা (২ রাজা ২৩:২০; ২ বংশা ৩৩:২৫–৩৫:২৭)। উত্তর রাজ্য ইস্রায়েল ইতিপূর্বে ৭২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নির্বাসিত হয়েছিল। তাই ইস্রায়েল জাতি (সফনিয় ২:৯; ৩:১৩-১৫) নামটি এখানে উল্লেখ করা হয় নি। এছাড়া এই পুস্তকে ইস্রায়েল জাতির অবশিষ্টাংশ সম্পর্কে বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে: ক্ষুদ্র যিহূদা এবং এর রাজধানী যিরূশালেম।

যোশিয় ছিলেন একজন সংস্কারক রাজা, যিনি গ্রহণযোগ্য উপাসনার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, যা তাঁর প্রপিতামহ হিষ্কিয়ের সময় প্রচলিত উপাসনা পরবর্তী সময় আর অব্যাহত থাকে নি (২ রাজা ২১:১-২৬)। কেউ কেউ মনে করেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী শুরু হয়েছিল যোশিয়ের রাজত্বকাল থেকে, যখন লোকেরা নিন্দনীয় বিজাতীয় লোকদের আচার অনুষ্ঠানের কার্যক্রমে লিপ্ত হয়েছিল (সফনিয় ১:৮-৯)। এটি কোন বাধ্যবাধকতার সাক্ষ্য ছিল না, যদিও ধর্মীয় সংস্কার কার্য হয়েছিল তবুও এর পরেও সকল মানুষের জীবন পরিবর্তিত হয় নি।

এই একই সময়ব্যাপী অন্যান্য ভাববাদীদের প্রচার (যেমন যিরমিয়, নহূম এবং হবক্কুক) থেকে এটি স্পষ্ট এবং তা প্রকাশ করে যে, যারা সব সময় ভাববাদীদের আহ্বানে সাড়া দিতে এবং নতুনভাবে ভবিষ্যদ্বাণী শোনার প্রয়োজনকে অস্বীকৃতি জানায়, তাদের মন পরিবর্তনের জন্য আহ্বান কতটা স্পষ্ট তা কোন বিষয় ছিল না।

মূল বিষয়

সফনিয় পুস্তকের মূল বিষয় হল "সদাপ্রভুর দিন" (১:৭ পদ ইত্যাদি)। এই বিষয়টি যে কোন ভাববাদীর প্রচার ও বাণী প্রচারের জন্য অন্যতম প্রধান একটি বিষয়। এই

উল্লিখিত দিন দুটি বিষয়কে ব্যক্ত করে: যারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে এবং যারা ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে চলে তাদের আশীর্বাদ করা হবে। ঈশ্বর স্বয়ং শাস্তি এবং প্রশংসা উভয়ই ন্যায্যভাবে প্রকাশ করবেন।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য এবং পটভূমি

যিহূদা তার জ্ঞাতি ইস্রায়েলের একটি প্রজন্ম এবং তার পূর্ববর্তী দুটি প্রজন্মের ধ্বংস এবং নির্বাসন দেখা সত্ত্বেও জাতি হিসেবে ঈশ্বরের প্রতি চুক্তির বাধ্যবাধকতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ধার্মিক যোশিয়ের রাজত্বকালে এটি পরিবর্তন করার চমৎকার সুযোগ লাভ করেছিল। অন্যদিকে ঈশ্বর সফনিয়ের মাধ্যমে এই বিষয়টি পরিষ্কার করতে চেয়েছেন যে, এই সিদ্ধান্ত যিহূদার কাছে পেশ করা হয়েছে এবং বস্তুত অন্য সমস্ত জাতির মধ্যে এক সঙ্গে এই সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়েছিল। ঈশ্বর যিহূদাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন, কারণ তার মধ্যে তিনি পাপ দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু যদি সে তার পাপের জন্য অনুতাপ করে এবং সমস্ত দুষ্টতাপূর্ণ কাজ পরিত্যাগ করে, তাহলে হয়তো ঈশ্বর তার পাপ ক্ষমা করবেন (২:৩)।

অনেক জাতি ছিল যারা ঈশ্বরের লোক ইস্রায়েলের বিরুদ্ধাচারণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতিরোধ করেছিল, সেই বহু জাতির পটভূমির বিপক্ষতা করেছে এই পুস্তক। পলেষ্টীয়রা (২:৪-৭) বিজয়ের সময় থেকে একই দেশের জন্য ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল (উদাহরণ-স্বরূপ যাত্রা ১৩:৭; যিহোশূয় ১৩:২), বিজয়ের পূর্বে যখন ইস্রায়েলের দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি মোয়াব এবং অম্মোন (আদি ১৯:৩৬-৩৮) তাদের দেশের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল জাতি অতিক্রম করছিল তখন তাদেরকে বাধা দিয়েছিল (গণনা ২২-২৪ অধ্যায়)। এই অভিশাপ (সফনিয় ২:১২) সম্ভবত মিশরীয় পঁচিশতম (ইথিওপীয়) রাজবংশের (যিশাইয় ১৮ অধ্যায় দেখুন) উদ্দেশ্যে আরোপ করা হয়েছিল। যখন বিদেশী শক্তি আসিরিয়া (সফনিয় ২:১৩-১৫) যিহূদাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছিল তখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। সব শেষে বিস্ময়করভাবে ঈশ্বরের অপর বিরুদ্ধাচারণকারী যিহূদার রাজধানী যিরূশালেমের মাধ্যমে অন্য সকল জাতির কাছে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করা হয়। এই স্থানে যারা নিজেদেরকে তাঁর লোক বলে দাবী করতো, ঈশ্বরের বাক্য শুনে তাদের মনে যে অসন্তোষের ভাব জন্মেছিল তা তাদের মুখে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল।

মূল বিষয়বস্তুসমূহ

- ঈশ্বর সমগ্র পৃথিবীর বিচার করবেন (১:২-৩, ১৭-১৮; ৩:৮), যিহূদা (১:৪-১৬; ৩:১-৭)। একইভাবে তার বিজাতীয় প্রতিবেশী দেশগুলোকেও শাস্তি দেবেন (২:৪-৮)।
- আইন-কানুন রক্ষাকারী হিসেবে ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রতি আশীর্বাদ করবেন, যখন তারা তাদের আইন-কানুনের সঙ্গে সম্পর্কের কাছে ফিরে আসবে (৩:১১-২০)।
- ঈশ্বর সমস্ত লোক এবং জাতিদের অসীম আশীর্বাদ এবং অনুগ্রহ করতে চান (৩:৯-১০)।
- অদূর ভবিষ্যতে পুরোহিত এবং তার লোকদের জন্য রয়েছে বিচার এবং দয়া উভয়ই (১:৪-১৮; ২:৩)। এছাড়া সুদূর ভবিষ্যতেও শাস্তি এবং আশীর্বাদের মত উভয় ঘটনা ঘটবে (৩:৮-৯,১১,১৩-

১৭)।

- ঈশ্বরের দ্বিতীয় বংশের সন্তানের মত আর কোন কিছুই নেই। প্রত্যেক বংশ হবে স্বয়ং ঈশ্বরের আইন-কানুনের অধিকারভুক্ত। এটি পূর্ববর্তী বংশধরদের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করবে না।

পরিত্রাণের ইতিহাসের সার-সংক্ষেপ

ঈশ্বর তাঁর লোকদের উপরে শাস্তি আরোপ করেছিলেন যাতে তাঁর লোকদের মধ্যে থেকে অবিশ্বাসীদের লোকদের বের করে দিতে পারেন। একই সময়ে তিনি বিশ্বস্ত লোকদের রক্ষা করবেন এবং সকল লোকদের ঈশ্বরের সাহচার্যে আনবার কাজে তাদের ব্যবহার করবেন। বিচারের মহা দিনে ঈশ্বর সমস্ত মানব জাতির মধ্য থেকে অবিশ্বাসী লোকদের বের করে দেবেন এবং বিশ্বস্তদের পূর্ণ উত্তরাধিকার দান করবেন।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

সফনিয় পুস্তক হল ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতীকরূপ কাজের পুস্তক, কিন্তু বৈশিষ্ট্যমূলক অংশগুলো বর্ণনা করে রচিত হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত পুস্তকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বিচারের ভবিষ্যদ্বাণী, যেমন সবশেষে প্রত্যাশিত স্থানে আসন্ন পরিত্রাণের ভবিষ্যদ্বাণী। সফনিয় তথা কথিত ছোট ভাববাদীদের মধ্যে অনেকাংশে অনন্য ও অসাধারণ ছিলেন এবং কারও কারও মতে তিনি বড় ভাববাদী বা প্রধান ভাববাদীদের মধ্যে "ক্ষুদ্রতম" ছিলেন। সফনিয়ের পুস্তকের রয়েছে ঈশ্বরের বিচারের ভবিষ্যদ্বাণী (১:১-১৮), বিভিন্ন জাতির বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী (৩:৮-২০) এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ২:১-৩ এবং ৩:১-৭ (বিজাতীয়দের দিক থেকে স্বদেশীয় মঙ্গলের বিষয়ে দিকে ফিরে আসা, আমোষ ২:৪) পদে বিষয়বস্তুগুলোকে দেখতে পাওয়া যায়। পরিবর্তন সূচক ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরূপ কার্যসমূহ যিরূশালেমের সম্পর্কে প্রয়োগ করা হয়েছে।

পুস্তকটির সাহিত্য বিষয়ক রূপরেখা ও পরিকল্পনা

সদাপ্রভুর আগমনের দিনের প্রসঙ্গের সাহায্যে পাপ সম্পর্কে ঈশ্বরের বিচারের বিষয়ে বর্ণনা; আসন্ন বিচারের প্রতীকী শব্দ দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করতে কাব্যের উপাদানকে ব্যবহার করা; আসন্ন বিচারের ভীতিজনক দৃশ্য মানসপটে জাগিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে অনুতাপ ও মন পরিবর্তন করতে অনুপ্রাণিত করা; ঈশ্বরের দয়া ও অনুগ্রহের নিদর্শন হিসেবে তাঁর লোকদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও আনুকূল্য ফিরিয়ে আনার বিশেষ নিদর্শন প্রকাশ; এবং সম্পদশালী ও ভোগবাদীদের সম্পর্কে কথা বলার সময় (১:৮-৯,১২,১৮; ৩:৩-৪) নিজেকে সাধারণ জনগণ ও অভাবী দুঃখী দরিদ্র মানুষের কাতারে এসে বক্তব্য রাখা (বিশেষ করে সফনিয় ২:৩ পদ দ্রষ্টব্য)। এটি আরও ভাল প্রকাশ পেয়েছে ৩:১১-১৩ পদে।

সফনিয় পুস্তকের সমসাময়িক মধ্যপ্রাচ্য

৬২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

সফনিয় রাজা যোশিয়ের রাজত্বের সময়ে পরিচর্যা কাজ করেছিলেন। সে সময় মিশর, যিহূদা ও বাবিল (মিদিয়নীয়দের সাহায্য দ্বারা) তাদের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার নিয়ে রাজ্য পরিচালনা করত এবং আসিরিয়দের ক্ষমতা সে সময় ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছিল। এই সময়ে পরে খুব দ্রুত মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র হিসেবে আসিরিয়রা স্থান দখল করে নেয়।

ভূমিকা

প্রধান পদঃ "হে দেশস্থ সমস্ত নম্র লোক, তাঁর শাসন পালন করেছ যে তোমরা, তোমরা সদাপ্রভুর খোঁজ কর, ধর্মের অনুশীলন কর, নম্রতার অনুশীলন কর; হয় তো সদাপ্রভুর ক্রোধের দিনে তোমরা গুপ্তস্থানে রক্ষা পাবে"(২:৩)।

প্রধান প্রধান স্থানঃ যিরূশালেম

পুস্তকটির রূপরেখাঃ

১) বিচার করবার জন্য ঈশ্বরের দৃঢ় সংকল্প (১:১-১৮ পদ)

২) যিহূদাকে পাপ থেকে মন পরিবর্তন করতে বলা (২:১-৩ পদ)

৩) অযিহূদী জাতিদের ধ্বংস (২:৪-১৫ পদ)

৪) যিরূশালেম ও অন্যান্য জাতিদের জন্য দুঃখপ্রকাশ (৩:১-৮ পদ)

৫) যারা বিশ্বস্ত ছিল তাদের কাছে সান্ত্বনার সংবাদ (৩:৯-২০ পদ)

সফনিয় পুস্তকের চার্ট ১

	শাস্তি ও বিপর্যয় "আমি পৃথিবীর বুক থেকে সব কিছু শেষ করে দেব" (সফনিয় ১:২)				আনন্দ ও মুক্তি
ভূমিকা অধ্যায় ১:১	যিহূদার উপর ঈশ্বরের শাস্তি অধ্যায় ১:২-১৮	আহ্বান অধ্যায় ২:১-৩	জাতিদের নিশ্চিত বিপর্যয় অধ্যায় ২:৪-১৫	যিরূশালেমের নিশ্চিত বিপর্যয় অধ্যায় ৩:১-৮	অবশিষ্টদের কাছে রাজ্যের প্রতিশ্রুতি অধ্যায় ৩:৯-২০
বিষয়ের পরিসর	যিহূদা		জাতিগণ		অবশিষ্টরা
বিষয়	পাপ	আশা	জনশূণ্যতা		পুনঃপ্রতিষ্ঠা
মূল শব্দ/ বাক্য	"সদাপ্রভুর দিন"	"খোঁজ করা"	"বিপর্যয়"		"সদাপ্রভু তোমার সাথে"
মূল বিষয়বস্তু	যদি না সদাপ্রভুর সামনে অনুতপ্ত না হওয়া যায়, তবে শাস্তি ও বিপর্যয় নিশ্চিত। তবেই কেবল আশা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব।				
মূল পদ	সফনিয় ১:১৪ ; ২:৩				
সফনিয়ের পুস্তকে খ্রীষ্ট	প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদেরকে ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে আড়াল করে রেখেছেন এবং কেবল তিনিই সেই জন, যিনি ইস্রায়েলের রাজা হিসেবে পুরো বিশ্বকে এক সময় শাসন করবেন (সফনিয় ৩:১৫-১৭; দেখুন কলসীয় ৩:৩-৪)।				

সফনিয় পুস্তকের চার্ট ২

শাস্তি ও বিপর্যয় - আনন্দ ও মুক্তি

	সফনিয় ১	সফনিয় ২:১-৩	সফনিয় ২:৪-১৫	সফনিয় ৩:১-৮	সফনিয় ৩:৯-২০
বিষয়গত দিক	যিহূদার উপর ঈশ্বরের শাস্তি	আহ্বান	জাতিদের ধ্বংস	যিরূশালেমের ধ্বংস	অবশিষ্টদের কাছে রাজ্যের প্রতিশ্রুতি
বিষয়ের পরিসর	যিহূদা		জাতিগণ		অবশিষ্টরা
বিষয়	পাপ	আশা	জনশূণ্যতা		পুনঃপ্রতিষ্ঠা
মূল শব্দ / বাক্য ও বাক্যাংশ	"সদাপ্রভুর দিন"	"খোঁজ করা"	"দুঃখ-কষ্ট অপেক্ষা করছে"		"আমি করবো"
মূল বিষয়বস্তু	যদি না সদাপ্রভুর সামনে অনুতপ্ত না হওয়া যায়, তবে শাস্তি ও বিপর্যয় নিশ্চিত। তবেই কেবল আশা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব।				
মূল পদ	সফনিয় ১:১৪; ২:৩				
সফনিয়ের পুস্তকে খ্রীষ্ট	প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদেরকে ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং কেবল তিনিই সেই জন, যিনি ইস্রায়েলের রাজা হিসেবে পুরো বিশ্বকে এক সময় শাসন করবেন (সফনিয় ৩:১৫-১৭)।				

সফনিয়ের সময় সারণী

২য় সার্গনের ইস্রায়েল দখল		যোশিয় যিহূদার রাজা হন ও সফনিয় তাঁর ভাববাদীয় প্রচারণা শুরু করেন		আসিরিয়ার রাজধানী নীনবীতে লুট করা হয়		বাবিলের রাজা নবূখদ্‌নিৎসর কর্কেমিশে বিজয়ী হন		নবূখদ্‌নিৎসর যিহূদা দখল করেন ও ভাববাদী যিরমিয়কে মিশরে নিয়ে যাওয়া হয়
				|		|		|
খ্রীষ্টপূর্ব ৭২২	খ্রীষ্টপূর্ব ৭১৫	খ্রীষ্টপূর্ব ৬৪০	খ্রীষ্টপূর্ব ৬২৭	খ্রীষ্টপূর্ব ৬১২	খ্রীষ্টপূর্ব ৬০৯	খ্রীষ্টপূর্ব ৬০৫	খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯২	খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৬
	|		|		|		|	
	হিষ্কিয় যিহূদার রাজা হন		যিরমিয় তাঁর ভাববাদি হিসাবে প্রচার শুরু করেন		মিশরের রাজা নখো যুদ্ধে যিহূদা রাজ যোশিয়কে হত্যা করেন		যিহিষ্কেল তাঁর ভাবাদীয় প্রচার শুরু করেন	

	যিহূদা রাজ্য ও এর রাজগণ			
	রাজা	**রাজত্বের সময়** (খ্রী:পূ:)	**চরিত্র**	**সমসাময়িক ভাববাদীগণ**
১	রহবিয়াম	৯৩১-৯১৩ (১৭ বছর)	মন্দ রাজা	শময়িয়
২	অবিয়াম	৯১৩-৯১১ (৩ বছর)	মন্দ রাজা	
৩	আসা	৯১১-৮৭০ (৪১ বছর)	ভাল রাজা	
৪	যিহোশাফট	৮৭০-৮৪৮ (২৫ বছর)	ভাল রাজা	
৫	যিহোরাম	৮৪৮-৮৪১ (৮ বছর)	মন্দ রাজা	ওবদিয়
৬	অহসিয়	৮৪১ (১ বছর)	মন্দ রাজা	যোয়েল
৭	অথলিয়া	অথলিয়া ৮৪১-৮৩৫ (৬ বছর)	মন্দ রাজা	যিশাইয়
৮	যোয়াস	৮৩৫-৭৯৬ (৪০ বছর)	ভাল রাজা	
৯	অমৎসিয়	৭৯৬-৭৬৭ (২৯ বছর)	ভাল রাজা	
১০	অসরিয় (বা উষিয়)	৭৬৭-৭৪০ (৫২ বছর)	ভাল রাজা	
১১	যোথম	৭৪০-৭৩২ (১৬ বছর)	ভাল রাজা	মীখা
১২	আহস	৭৩২-৭১৬ (১৬ বছর)	মন্দ রাজা	
১৩	হিষ্কিয়	৭১৬-৬৮৭ (২৯ বছর)	ভাল রাজা	
১৪	মনঃশি	৬৭৮-৬৪২ (৫৫ বছর)	মন্দ রাজা	
১৫	আমোন	৬৪২-৬৪০ (২ বছর)	মন্দ রাজা	নহূম
১৬	যোশিয়	৬৪০-৬০৮ (৩১ বছর)	ভাল রাজা	হবক্কুক
১৭	যিহোয়াহস	৬০৮ (৩ মাস)	মন্দ রাজা	সফনিয়
১৮	যিহোয়োকিম	৬০৮-৫৯৭ (১১ বছর)	মন্দ রাজা	যিরমিয়
১৯	যিহোয়াকিন	৫৯৭ (৩ মাস)	মন্দ রাজা	
২০	সিদিকীয়	৫৯৭-৫৮৬ (১১ বছর)	মন্দ রাজা	
(যিরূশালেম শহর পুড়িয়ে দেওয়া হয় ও যিহূদা রাজ্যের বাসিন্দাদের বন্দি-দশায় নিয়ে যাওয়া হয়)				

ভাববাদী সফনিয়ের বিষয়ে মজার তথ্য

সফনিয় নামের অর্থ: "সদাপ্রভু লুকিয়ে রাখেন"
লেখক: সফনিয়
পুস্তকটি লেখার সময়কাল: খ্রীষ্টপূর্ব ৬১২ - ৬৪০ সালের মাঝামাঝি কোন সময়ে পুস্তকটি লেখা হয়েছিল।
পবিত্র বাইবেলে পুস্তকটির অবস্থান:
- ♦ পবিত্র বাইবেলের ৩৬তম পুস্তক।
- ♦ পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের ৩৬তম পুস্তক।
- ♦ ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক ১৭টি পুস্তকের ১৪তম পুস্তক এটি (যিশাইয়-মালাখি)।
- ♦ অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ১২ জন ভাববাদী-দের ৯ম ভাববাদী (হোশেয়-মালাখি)।
- ♦ এই পুস্তকটির আগে আরও ৩০টি পুস্তক রয়েছে।

পুস্তকটির অধ্যায়: ৩টি।
পুস্তকটির পদ: ৫৬টি।
পুস্তকটির শব্দ: ১৪৭৬টি।
সফনিয় পুস্তকটির বিষয়ে পর্যবেক্ষণ:
- ♦ **ভাববাদী সফনিয় ছিলেন:**

◊ যিহূদার রাজা মনঃশির রাজত্বকালে দ্বিতীয়ার্ধে সফনিয় জন্মগ্রহণ করেন।
◊ ঈশ্বরভক্ত রাজা হিষ্কিয়ের (মহান) প্রপৌত্র।
◊ রাজকীয় বংশোদ্ভূত এক মাত্র ভাববাদী।

সফনিয়ের সমসাময়িক ভাববাদী ছিলেন:
* যিরমিয়
* হবক্কুক

- ♦ **সফনিয় ছিলেন অবশ্যই যিহূদার "অন্তিম মুহূর্তের" ভাববাদী ছিলেন।**

যোশিয়:
- ♦ যিহূদার রাজা হয়েছিলেন মাত্র ৮ বছর বয়সে।
- ♦ ১৬ বছর বয়সে তাঁর মন ঈশ্বরের প্রতি আসক্ত হয়েছিল।
- ♦ রাজা যোশিয়ের সাধিত দুইটি সংস্কার:

* তাঁর রাজত্বকালের প্রথম বছরে খ্রীষ্টপূর্ব ৬২৮ সালে প্রথম সংস্কারটি করা হয়:
⇒ বাল-দেবতার সব বেদিগুলোকে ধ্বংস করা হয়।
⇒ বিদেশী ধূপধুনায় সুবাসিত বেদিগুলোকে ধ্বংস করেন।
⇒ ভণ্ড ভাববাদীদের অস্থিগুলোকে তাদের বেদির উপর পুড়িয়ে দেন।
⇒ খোদিত ও ধাতু গলিয়ে তৈরি করা প্রতিমাগুলোকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করা হয়।
⇒ এর ছয় বছর পরে খ্রীষ্টপূর্ব ৬২২ সালে যখন হিল্কিয় পুরোহিত মন্দিরে মোশির ব্যবস্থা পুস্তকটি খুঁজে পান, তখন উদ্দীপ্ত হয়ে যিহূদা রাজ যোশিয়ের দ্বিতীয় সংস্কারটি সম্পন্ন করা হয় (২ বংশাবলি ৩৪:৮-৩৫:১৯)।

- ♦ **ভাববাদী সফনিয় যিহূদা রাজ্যের চারদিক ঘিরে থাকা জাতিগুলোর উপর সদাপ্রভুর আসন্ন শাস্তির কথা ঘোষণা করেছিলেন:**

* পশ্চিমে: পলেষ্টীয়া।
* পূর্বে: মোয়াব ও অম্মোন।
* দক্ষিণে: কূশ।
* উত্তরে: আসিরিয়া।

যিরূশালেমকে বিশেষায়িত করা হয়েছিল:
* আত্মিক বিদ্রোহের দ্বারা।
* নৈতিক প্রতারণার দ্বারা।

- ♦ **যে বিষয়গুলো নিয়ে 'সফনিয়' পুস্তকটি শুরু হয়েছে:**

* প্রতিমাপূজা।
* ক্রোধ।
* শাস্তি।

- ♦ **যে বিষয়গুলো নিয়ে 'সফনিয়' পুস্তকটি শেষ হয়েছে:**

* সত্যিকারের উপাসনা।
* আনন্দ।
* আশীর্বাদ।

"হে দেশস্থ সমস্ত নম্র লোক, তাঁর শাসন পালন করেছ যে তোমরা, তোমরা সদাপ্রভুর খোঁজ কর, ধর্মের অনুশীলন কর, নম্রতার অনুশীলন কর; হয় তো সদাপ্রভুর ক্রোধের দিনে তোমরা গুপ্তস্থানে রক্ষা পাবে।"
(সফনিয় ২:৩)

ভাববাদী সফনিয়ের পুস্তক ও এই যুগের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক

সফনিয় ১:১ পদে লেখক নিজেকে "কূশির পুত্র, কূশি গদলিয়ের পুত্র, গদলিয় অমরিয়ের পুত্র, অমরিয় হিষ্কিয়ের পুত্র" বলে পরিচয় দিয়েছেন। ভাববাদী হিসাবে তিনি যিহূদার এক ভাল রাজার বংশধর হিসেবে তাঁর রাজকীয় বংশকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। সফনিয় ১:৪ পদে "এই স্থান" উল্লেখ করা থেকে জানা যায় যে, তিনি যিরূশালেমে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আর মন্দিরে উপাসনার বিষয়ে তাঁর অনেক উল্লেখ ইস্রায়েলের ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এক দৃঢ় পরিচিতি প্রকাশ করে। এই সমস্ত কারণগুলো যিহূদার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জগতের কেন্দ্রে থাকা একজন ব্যক্তির ছবি প্রকাশ করে, যিনি ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদেরকে একটি মর্মান্তিক বার্তা দিয়ে তাদেরকে প্রভাবিত করেছেন।

পুস্তকটি আমাদের বলে যে, যিহূদার রাজা যোশিয়ের রাজত্বকালে সফনিয় ৬৪০ থেকে ৬০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (সফনিয় ১:১)। ঠিক কখন সফনিয়কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আমরা তা চিহ্নিত করতে শুরু করতে পারি পবিত্র শাস্ত্রের কয়েকটি বিবরণ পাঠ করে। প্রথমত, ২:১৩ পদে ভাববাদী নীনবীর পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যা খ্রীষ্টপূর্ব ৬১২ সালে ঘটেছিল। এছাড়াও, সফনিয় আইন-কানুন থেকে ঘন ঘন উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন (উদাহরণস্বরূপ, ১:১৩ ও দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:৩০, ৩৯ এর তুলনা করুন), যে আইন-কানুনের পুস্তক যিহূদা থেকে যোশিয়ের রাজত্বের সময় হারিয়ে গিয়েছিল। তাই, রাজা ৬২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (২ বংশাবলি ৩৪:৩-৭) আইন-কানুনের পুস্তক আবিষ্কার করার পর সফনিয় সম্ভবত যোশিয়ের শাসনের শেষ ভাগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

এই সমস্ত কিছুর অর্থ হল, যোশিয়ের পূর্বসূরিদের রাজত্ব কালে সফনিয় বড় হয়েছেন: যোশিয়ের পিতামহ, দুষ্ট রাজা মনঃশি এবং মনঃশির পুত্র, যুবক দুষ্ট আমোন রাজত্ব করছিলেন। একজন যুবক হিসেবে ভাববাদীকে ঘিরে থাকত প্রতিমাপূজা, শিশু বলি দান এবং অন্যায় হত্যার ফাঁদ। এসব কিছুই তাঁর তরুণ মনের উপর প্রবল প্রভাব ফেলেছিল (২ রাজা ২১:১৬; ২ বংশা ৩৩:১-১০)। কিন্তু সফনিয় ঈশ্বরের একজন মানুষ হয়ে উঠেছিলেন, তিনি লোকেদের সামনে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের বিচারের বার্তা ঘোষণা করতে পেরেছিলেন এবং বিপথগামী লোকদের কাছে আশার বাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

সফনিয় পুস্তক কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

এই পুস্তকটিতে পুরাতন নিয়মের অন্যসব পুস্তকের চেয়ে 'প্রভুর দিনের' কথা বেশি করে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং বাবিলের কাছে যিহূদার পতন ও ভবিষ্যতের বিচার ও পুনঃস্থাপনের চিত্র প্রকাশ করে। এই ক্ষেত্রে, এটি মূলত যিহূদা জাতির উপর ঈশ্বরের আসন্ন বিচারের সময়কে বোঝায়। সফনিয় প্রভুর দিনে তাঁর দেশ, তাঁর প্রতিবেশীদের এবং অবশেষে সমগ্র পৃথিবীর ধ্বংস দেখেছিলেন (সফনিয় ১:২, ৪; ২:১০)। সফনিয় লিখেছিলেন

যে, প্রভুর দিন আসন্ন (১:১৪)। এটা হবে ক্রোধের সময় (১:১৫), এবং এটি বিচার হিসাবে নেমে আসবে (১:১৭) কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর ফলে তাঁর লোকেদের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতির আশীর্বাদ নেমে আসবে (৩:১৭)।

এই পুস্তকে বড় ধারণাটি কি?

অনেক ভাববাদীর লেখার মতো, সফনিয় পুস্তকটি সমস্ত মানুষের উপর তাদের পাপের জন্য বিচারের বার্তা ঘোষণা করে এবং তারপরে ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের পুনঃস্থাপনের বার্তা প্রকাশ করে। সফনিয়ের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল যিহূদা দেশ ঈশ্বরের বিচারের বার্তা ঘোষণা করা। এর কারণ হল তাদের রাজা মনঃশির রাজত্বের সময় রাজ্যটি গুরুতর পাপে পতিত হয়েছিল। সফনিয় ঈশ্বরের পবিত্রতার জন্য চিৎকার করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এই জাতির পাপ থেকে উঠে আসা উচিত। যিহূদার লোকেরা অনেক দিন ধরেই ঈশ্বরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই নয়, তাদের উপাসনাতেও। তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণীতে ঈশ্বরের লোকেদের পুনঃস্থাপনের পথে এগিয়ে যাওয়ার গভীর প্রয়োজন প্রতিফলিত হয়েছিল।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করবো?

যিহূদার লোকেরা ঈশ্বরের উপাসনাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। তারা কেবল অন্যান্য দেবতাদের পূজা করার জন্য উচ্চস্থলী তৈরি করে নি বরং তারা মন্দিরটিকে অপবিত্র করতে শুরু করেছিল, যা সেই সময় ঈশ্বরের উপস্থির স্থান ছিল (সফনিয় ১:৯)।

আধুনিক যুগের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসেবে আমরাও পাপের মধ্যে বসবাস করার সময় ঈশ্বরের উপাসনাকে উপহাস করি। আপনি কি প্রভুর সামনে মিথ্যা মুখ নিয়ে আসেন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে আমরা কি উপাসনায় এসে অভিনয় করছি, না কি আমরা সত্যিই ঈশ্বরকে খুঁজছি? সফনিয় আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে আপনার জীবন এবং সম্পর্ককে কতটা গুরুত্ব দেন। আর যদি আমরা ব্যর্থ হই, তাহলে আসুন সফনিয়ের বার্তা স্মরণ করি– ঈশ্বর সর্বদা পুনঃস্থাপন ও আশার ঈশ্বর।

সফনিয় : ১ অধ্যায়

যিহূদার উপরে আগত দণ্ড

১ [১] সদাপ্রভুর এই বাক্য আমোনের পুত্র যিহূদার রাজা যোশিয়ের সময়ে সফনিয়ের কাছে
উপস্থিত হল। ইনি কূশির পুত্র, কূশি গদলিয়ের পুত্র, গদলিয় অমরিয়ের পুত্র, অমরিয়
হিষ্কিয়ের পুত্র।

[২] আমি ভূতল থেকে সকলই সংহার করবো, সদাপ্রভু এই কথা বলেন। [৩] আমি মানুষ
ও পশুকে সংহার করবো, আমি আকাশের পাখিকে, সমুদ্রের মাছকে সংহার করবো ও
দুষ্টদেরকে উছোট খাওয়াব; হ্যাঁ, আমি ভূতল থেকে মানুষকে মুছে ফেলব, সদাপ্রভু এই কথা
বলেন। [৪] আর আমি যিহূদা ও যিরূশালেম-নিবাসী সকলের বিরুদ্ধে আমার হাত বাড়িয়ে
দিব এবং এই স্থান থেকে বালের সমস্ত কিছু ও পুরোহিতসুদ্ধ তাদের নাম মুছে ফেলব;
[৫] এবং তাদেরকেও মুছে ফেলব, যারা ছাদের উপরে আকাশ-বাহিনীর কাছে প্রণিপাত করে

[১:১] ২ রাজা ২২:১; ২ বংশা ৩৪:১-৩৫:২৫; [১:১] দেখুন ১ বংশা ৩:১৪; [১:২] দেখুন আদি ৬:৭; [১:৩] যিরি ৫০:৩; [১:৩] দেখুন যিরি ৪:২৫; [১:৩] পদ ১৮; দেখুন হোশেয় ৪:৩; [১:৩] দেখুন যিহি ১৪:১৭; [১:৪] দেখুন যিরি ৬:১২; [১:৪] মীখা ৫:১৩; সফ ২:১১; [১:৪] দেখুন যিরি ১৫:৬; দেখুন হোশেয় ১০:৫; [১:৫] দেখুন যিরি ৮:২; [১:৫] দেখুন লেবীয়

১:১ সদাপ্রভুর এই বাক্য। ভাববাদীদের পুস্তক শুরু করার জন্য খুব প্রচলিত একটি ভাষা (দেখুন যিরমিয় ১:২ হোশেয় ১:১ পদ ও নোট)। *সফনিয়।* এই নামের অর্থ "সদাপ্রভু গোপন রাখেন" বা "সদাপ্রভুই সুরক্ষা দেন"। সম্ভবত দুষ্ট রাজা মনঃশির সময়ে শিশু সফনিয়কে সদাপ্রভু ঈশ্বর যেন রক্ষা করেন সেজন্য তাঁর পিতা মাতা এই নাম রেখেছিলেন। *হিষ্কিয়ের পুত্র।* রচয়িতা বংশ বৃত্তান্ত পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, যখন তিনি ভাববাদী হিসেবে পরিচর্যা কাজ করতে শুরু করেন সে সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২০ বছর। শাসক গোষ্ঠীর সাথে তাঁর যোগাযোগ বা সম্পর্ক ভাববাদী যিশাইয় বা অন্যান্য ভাববাদীর চেয়েও বেশি ছিল বলে দেখা যায়, যদিও ভাববাদী যিশাইয় নিয়মিত বিচারালয়ে যেতেন এবং তিনিও সম্ভবত বেশ অভিজাত বংশের লোক ছিলেন।

১:২-৩ সংহার করবো। ভাববাদী সফনিয় আসন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে এমন ভাষা ব্যবহার করেছেন যা সদাপ্রভু ঈশ্বর মহা বন্যা সংঘটিত হওয়ার আগে বলেছিলেন (আদি ৬:৭ পদ)। কিন্তু এবারে আর জল নয়, এবারে তা হবে ঈশ্বরের ক্রোধের আগুন (পদ ১৮; ৩:৮ দেখুন)।

১:৩ দুষ্টদেরকে উছোট খাওয়াব। গীত ১১৫:৪-৮; যিশা ৪৪:৯-২০; হোশেয় ৮:৪-৮; ৯:১০ পদ ও নোট দেখুন।

১:৪-৬ খুব সম্ভবত এখানে বোঝানো হয়েছে যে, ভাববাদী সফনিয়ের পরিচর্যা কাজের মূল সময়কাল ছিল ৬২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগে, যেহেতু এখানে যে সমস্ত কাজের ব্যাপারে অভিযোগ তোলা হয়েছে সেগুলোকে রাজা যোশিয় তাঁর পুনঃসংস্কার কাজের মধ্য দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন (২ রাজা ২৩:৪-১৬ পদ ও নোট দেখুন)। সম্ভবত ভাববাদী সফনিয়ের বার্তাটি ছিল মূলত রাজা যোশিয়কে সংস্কার কার্যক্রমে উৎসাহিত করা (তুলনা করুন ২ বংশা ৩৪:১-৭ পদ)।

১:৪ বাল-দেবতার পূজা করা সহ অন্যান্য পৌত্তলিক আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্য যিহূদাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। *বাল-দেবতা।* দেখুন বিচার ২:১৩ পদের নোট। *এই স্থান।* *যিরূশা*লেম নগরী, যেখানে সম্ভবত ভাববাদী সফনিয়ও বাস করতেন।

১:৫ ছাদের উপরে। দেখুন ২ রাজা ২৩:১২; যিরমিয় ১৯:১৩ পদ ও নোট। *আকাশ-বাহিনীর কাছে প্রণাম করে।* দেখুন দ্বি.বি. ৪:১৯; ২ রাজা ১৭:১৬ পদ ও নোট; ২১:৩; যিশা ৪৭:১৩ পদ। *সদাপ্রভুর কাছে শপথ করে ... মিল্‌কম দেবতার নামেও শপথ করে।* এই চর্চাকে বলা হয় Syncretism, বা নিজ

এবং যারা সদাপ্রভুর কাছে শপথ করে ও প্রণিপাত করে, অথচ মিল্‌কম দেবতার নামেও শপথ করে, ৬ এবং যারা সদাপ্রভুর পিছনে চলা থেকে ফিরে গেছে ও যারা সদাপ্রভুর খোঁজ করে নি ও তাঁর অনুসন্ধান করে নি।

৭ তুমি প্রভু সদাপ্রভুর সাক্ষাতে নীরব হও; কেননা সদাপ্রভুর দিন সন্নিকট; কারণ সদাপ্রভু একটি উৎসর্গের আয়োজন করেছেন, তাঁর নিমন্ত্রণপ্রাপ্ত লোকদের পবিত্র করেছেন। ৮ সদাপ্রভুর সেই উৎসর্গের দিনে আমি কর্মকর্তাদের, রাজকুমারদের ও বিজাতীয় পোশাক পরা সমস্ত লোককে দণ্ড দেব। ৯ আর যারা লাফ দিয়ে গোবরাট পার হয়, যারা নিজেদের প্রভুর বাড়ি দৌরাত্ম্যে ও ছলনায় পরিপূর্ণ করে, সেদিন আমি তাদেরকে দণ্ড দেব। ১০ সদাপ্রভু বলেন, সেই দিন মৎস্য-দ্বার থেকে ক্রন্দনের শব্দ, দ্বিতীয় বিভাগ থেকে হাহাকার

১৮:২১; যিরি ৫:৭; [১:৬] যিশা ১:৪; যিরি ২:১৩; [১:৬] দেখুন যিশা ৯:১৩; [১:৬] দেখুন হোশেয় ৭:৭; [১:৭] দেখুন যিশা ৪১:১; [১:৭] পদ ১৪; যিশা ১৩:৬; দেখুন যিহি ৭:১৯; দেখুন যোয়েল ৩:১৪; দেখুন আমোষ ৫:১৮-২০; [১:৭] দেখুন লেবীয় ৩:৯; দেখুন যিরি ৪৬:১০; [১:৮] যিশা ২৪:২১; [১:৮] যিরি ৩৯:৬; [১:৯] ১ শমূ ৫:৫; [১:৯] দেখুন আমোষ ৩:১০; [১:১০] যিশা ২২:৫; [১:১০] দেখুন ২ বংশা ৩৩:১৪; [১:১০] দেখুন আমোষ ৫:১৬;

সৃষ্টিকর্তার সাথে অন্য দেবতাদেরও উপাসনা করা। *মিল্‌কম।* অম্মোনীয়রা এই দেবতার পূজা করতো। এই দেবতার পূজার আচার অনুষ্ঠানে অনেক ক্ষেত্রে শিশু-বলি দান অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইস্রায়েল জাতির জন্য মিল্‌কম দেবতার পূজা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল (দেখুন লেবীয় ১৮:২১ পদ ও নোট; ২০:১-৫)। তা সত্ত্বেও রাজা শলোমন দেবতা মিল্‌কমের জন্য জৈতুন পর্বতের চূড়ায় একটি বেদি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন (১ রাজা ১১:৭ পদ দেখুন)। রাজা মনঃশি কিন হিন্নোম উপত্যকায় মিল্‌কম দেবতার নিয়মিত পূজার আয়োজন করেছিলেন (দেখুন ২ বংশা ৩৩:৬; যিরমিয় ৭:৩১ পদ ও নোট; ৩২:৩৫ পদ)।

১:৭ সার্বভৌম সদাপ্রভুর সাক্ষাতে নীরব হও। দেখুন হব্‌ক ২:২০ পদ ও নোট দেখুন। *সদাপ্রভুর দিন।* সফনিয় পুস্তকের মূল বিষয়বস্তু (দেখুন ভূমিকা: উদ্দেশ্য ও ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু); যিহূদার রাজ্যের উদ্ধার নয় বরং পৌত্তলিক ও ধর্মত্যাগী জাতির উপর ঈশ্বরের ক্রোধ পরে। দেখুন যিশা ২:১১, ১৭, ২০; ১০:২০, ২৭; যোয়েল ১:১৫; আমোষ ৫:১৮ পদ দেখুন। *উৎসর্গ।* এখানে যিহূদাকে উৎসর্গ দেওয়া হচ্ছে। *পবিত্র করেছেন।* যেহেতু আসন্ন বিচারকে উৎসর্গ বলা হচ্ছে সে কারণে ঈশ্বর তাঁর অতিথিদের পবিত্র করার মধ্য দিয়ে প্রস্তুত করছেন– যেন তারা এই নৈবেদ্য উৎসর্গে সাক্ষী হিসেবে অংশ নেয়। *তাঁর নিমন্ত্রনপ্রাপ্ত লোক।* পৌত্তলিক যে সমস্ত জাতির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর যিহূদাকে শাস্তি দিয়েছেন; এক্ষেত্রে মূলত বাবিলীয়রা।

১:৮ বিজাতীয় পোশাক। যে সমস্ত পোশাক বাবিলের, মিশরের বা আসিরিয়ার বলে পরিচয় দিত।

১:৯ যারা লাফ দিয়ে গোবরাট পার হয়। সম্ভবত ভাববাদী শমূয়েলের সময় থেকে এই পৌত্তলিক রীতিটি চালু হয় (১ শমূ ৫:৫ পদের নোট দেখুন)।

১:১০-১৩ সারা নগরী জুড়ে বিলাপ করা হবে (এর সাথে তুলনা করুন ৩:১৪-১৭ পদ)।

১:১০ যে সমস্ত ব্যবসায়ী অসততার মধ্য দিয়ে ধনী হয়েছে তারা সকলে ধ্বংস হয়ে যাবে। *মৎস-দ্বার।* নগরীর উত্তর পাশের দেয়ালে এই দ্বারের অবস্থান ছিল (যিহি ৩:৩ পদের নোট দেখুন)। যিরূশালেম নগরটি উত্তর দিক থেকে আক্রমণের জন্য সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিগ্রস্ত ছিল। *দ্বিতীয় বিভাগ।* ২ রাজা ২২:১৪ পদ দেখুন।

ও উপপর্বতগুলো থেকে মহাভঙ্গের শব্দ শোনা যাবে। ১১ হে মক্তেশ [উদূখল] নিবাসীরা,
তোমরা হাহাকার কর, কেননা সমস্ত ব্যবসায়ী লোক ধ্বংস হয়েছে, সকল রূপার বাহক
বিনাশ পেয়েছে। ১২ সেই সময়ে আমি প্রদীপ জ্বেলে যিরূশালেমের সন্ধান করবো; আর যে
লোকেরা নির্বিঘ্নে নিজ নিজ গাদের উপরে সুস্থির আছে, যারা মনে মনে বলে, সদাপ্রভু
মঙ্গলও করবেন না, অমঙ্গলও করবেন না, তাদেরকে দণ্ড দেব। ১৩ তাদের সম্পদ লুট হবে
ও তাদের বাড়িগুলো ধ্বংসস্থান হবে; তারা বাসগৃহ নির্মাণ করবে, কিন্তু তাতে বাস করতে
পারবে না; আঙ্গুর-ক্ষেত প্রস্তুত করবে, কিন্তু তার আঙ্গুর-রস পান করতে পারবে না।

সদাপ্রভুর মহাদিন

১৪ সদাপ্রভুর মহাদিন নিকটবর্তী, তা নিকটবর্তী, অতি শীঘ্র আসছে; ঐ সদাপ্রভুর দিনের
শব্দ; সেখানে বীর তীব্র আর্তনাদ করছে। ১৫ সেদিন ক্রোধের দিন, সঙ্কট ও সঙ্কোচের দিন,
বিনাশ ও সর্বনাশের দিন, অন্ধকার ও তমাসার দিন, ১৬ মেঘ ও গাঢ় তমাসার দিন, তূরীধ্বনি
ও রণনাদের দিন; তা প্রাচীরবেষ্টিত নগর ও উঁচু দুর্গগুলোর বিপক্ষ। ১৭ আমি মানুষকে দুঃখ
দেব; তারা অন্ধের মত ভ্রমণ করবে, কারণ তারা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছে; তাদের
রক্ত ধুলার মত ও তাদের মাংস মলের মত ঢালা যাবে। ১৮ সদাপ্রভুর ক্রোধের দিনে তাদের
রূপা বা তাদের সোনা তাদেরকে উদ্ধার করতে পারবে না; কিন্তু তাঁর অন্তর্জ্বালার তাপে
সমস্ত দেশ আগুনে পুড়ে যাবে, কেননা তিনি দেশ-নিবাসী সকলের বিনাশ, হ্যাঁ, ভয়ানক
সংহার করবেন।

[১:১১] যাকোব ৫:১; [১:১১] হোশেয় ৯:৬; [১:১২] আমোষ ৬:১; [১:১২] যিরি ৪৮:১১; [১:১২] দেখুন ২ রাজা ২১:১৬; দেখুন যিহি ৮:১২; [১:১২] দেখুন ইয়োব ২২:১৩; [১:১৩] দেখুন ২ রাজা ২৪:১৩; যিরি ১৫:১৩; [১:১৪] দেখুন পদ ৭; দেখুন যোয়েল ১:১৫; [১:১৫] দেখুন ১ শমূ ২:৯; [১:১৫] দেখুন যিশা ২২:৫; যোয়েল ২:২; মার্ক ১৩:২৪-২৫; [১:১৬] দেখুন যিরি ৪:১৯; [১:১৬] দেখুন দ্বি:বি ২৮:৫২; দেখুন যিশা ২:১৫; দেখুন যোয়েল ২:১; [১:১৭] দেখুন দ্বি:বি ২৮:৫২; [১:১৭] দেখুন যিশা ৫৯:১০; গীত ৭৯:৩; গীত ৮৩:১০; [১:১৮] দেখুন ইয়োব ২০:২০; দেখুন যিরি ৪:৪; ৭:১৯; [১:১৮] দেখুন দ্বি:বি ২৯:২০; [১:১৮] দেখুন পদ ২-৩; সফ ৩:৮; [১:১৮] দেখুন আদি ৬:৭; দেখুন যিহি ৭:১১।

১:১১ মক্তেশ। বাজার এলাকা; সম্ভবত টাইরোপিয়োন উপত্যকায় এই নামের একটি পাড়া ছিল (নহি ২:১৩ পদের নোট দেখুন)।

১:১২ প্রদীপ জ্বেলে যিরূশালেমের সন্ধান করবো। বাবিলীয়রা পরবর্তী সময়ে লোকদের ঘর থেকে, রাস্তা থেকে, নর্দমা থেকে ও কবর থেকে তাদের লুকানো অবস্থা থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। *নিজ নিজ গাদের উপরে সুস্থির আছে।* *যিশা* ২৫:৬ পদ ও নোট দেখুন। *সদাপ্রভু মঙ্গলও করবেন না, অমঙ্গলও করবেন না।* দুষ্ট লোকেরা গর্ব করে সাধারণত এ ধরনের কথাই বলে (গীত ১০:১১ পদের নোট দেখুন)।

১:১৩ যারা অসততার মধ্য দিয়ে সম্পদশালী হয়েছে তারা প্রত্যেকেই ধরা পড়বে এবং তাদের লুট করা হবে (দ্বি.বি. ২৮:৩০ পদ দেখুন)।

১:১৪-১৮ এক নাটকীয় ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে সদাপ্রভু ঈশ্বর সেই ধ্বংসের কথা বর্ণনা করছেন যার মধ্য দিয়ে সদাপ্রভু তাঁর ক্রোধের আগুনে এই পৃথিবীকে সংহার করবেন।

১:১৫ সেদিন ক্রোধের দিন। এই অংশটি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে টমাস অব সিলানো ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত সঙ্গীত Dies Irae Dies Illa রচনা করেন। *অন্ধকার ও তমাসার দিন।* আমোষ ৫:১৮-২০ পদ দেখুন।

১:১৭ তারা অন্ধের মত ভ্রমণ করবে। দেখুন দ্বি.বি. ২৮:২৮-২৯।

১:১৮ রূপা ... সোনা ... উদ্ধার করতে পারবে না। ঈশ্বরের বিচারের দিনে বস্তুগত সম্পদ মানুষকে তার প্রাপ্য শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। *তাঁর অন্তর্জ্বালার তাপে।* দেখুন পদ ২-৩ ও নোট; ৩:৮।

সফনিয় ১ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) পুস্তকটির শিরোনামের (সফনিয় ১:১) পরে এখানে রয়েছে: যিহূদা ও যিরূশালেমকে পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করার জন্য কলদীয়দের হুমকি (সফনিয় ১:২-৪)। সামগ্রিক পাপের জন্য যিহূদা ও যিরূশালেমের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ঈশ্বরকে ক্ষুব্ধ করে তোলে, যা তাদের উপর ধ্বংস নিয়ে আসে (সফনিয় ১:৫-৬)। তাই তিনি নির্ধারিত শাস্তিকে তাদের সামনে তুলে ধরেন যেন তারা সেই শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে; অথবা যে পাপের কারণে তারা ধ্বংস হবে, সেই ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হতে পারে; তারা নিজেদের বিচার করতে পারে এবং যে পাপের কারণে ঈশ্বর তাদের উপর দুর্যোগ নিয়ে আসছেন, সেই বিষয়ে তাঁর ন্যায্যতাকে প্রতিপাদন করতে পারে।

২) অতিরিক্ত পাপ করার কারণে তাদের অবশ্যই শাস্তি ধরে রাখতে হবে (সফনিয় ১: ৭-৯)।

৩) কিন্তু, চরম দুর্যোগ নেমে আসার কারণে তারা আর্তনাদ করবে। সদাপ্রভুর দিন কাছে এসে পড়েছে এবং এটি হবে খুবই ভয়ঙ্কর একটি দিন (সফনিয় ১:১০-১৮)।

সার-সংক্ষেপ:

ভাববাদী সফনিয় হিষ্কিয়ের (মহান) প্রপৌত্র ছিলেন। যিহূদার রাজা যোশিয়ের রাজত্বকালে তাঁর কাছে উপস্থাপিত ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আর ঐ ভবিষ্যদ্বাণীতে তুলে ধরা বার্তায় সদাপ্রভু বলেন যে, তিনি পৃথিবীর বুক থেকে সব কিছু পুরোপুরিভাবে শেষ করে ফেলবেন। তিনি প্রতিমা-পূজারীদেরকে শাস্তি দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সদাপ্রভুর দিন, সদাপ্রভুর উৎসর্গের দিন খুবই কাছে এসে পড়েছে। আর এই দিনে তিনি রাজ-কর্মচারীদের, রাজার ছেলেমেয়েদের, বিজাতীয় পোশাক পরা লোকদের এবং যারা সহিংসতা ও প্রতারণা করে, তাদেরকে শাস্তি দেবেন। যেসব ব্যবসায়ীরা মনে করে যে, সদাপ্রভু ভাল-মন্দ কিছুই করবেন না, তাদের সবাইকে শেষ করে দেয়া হবে। অন্ধকার, নৈরাশ্য, মেঘ, তূরীধ্বণি ও বিপদসঙ্কেতের দ্বারা সদাপ্রভুর দিন বিশেষভাবে চিহ্নিত হবে। আর এই অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির হাত থেকে সদাপ্রভু হঠাৎ করে নিষ্কৃতি দেবেন।

সফনিয় ১ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. সফনিয় কে ছিলেন? (সফনিয় ১:১)

২. যিহূদা ও যিরূশালেমের বিষয়ে কি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল? (সফনিয় ১:২-১৮)

৩. সদাপ্রভুর শাস্তির অভীষ্ট লোকেরা কারা ছিল? (সফনিয় ১:৪-১৩)

৪. শাস্তি বিষয়ক বর্ণনাটি কেমন ছিল? (সফনিয় ১:১৪-১৮)

সফনিয় : ২ অধ্যায়

ইস্রায়েলের শত্রু জাতিদের উপরে দণ্ড

২ [১] হে লজ্জাহীন জাতি, তোমরা একত্রিত হও, [২] হ্যাঁ, একত্রিত হও, কেননা দণ্ডাজ্ঞা
সফল হবার সময় হল, দিন তো তুষের মত উড়ে যাচ্ছে; সদাপ্রভুর ক্রোধের আগুন
তোমাদের উপরে এসে পড়লো, সদাপ্রভুর ক্রোধের দিন তোমাদের উপরে এসে পড়লো।
[৩] হে দেশস্থ সমস্ত নম্র লোক, তাঁর শাসন পালন করেছ যে তোমরা, তোমরা সদাপ্রভুর খোঁজ
কর, ধর্মের অনুশীলন কর, নম্রতার অনুশীলন কর; হয় তো সদাপ্রভুর ক্রোধের দিনে তোমরা
গুপ্তস্থানে রক্ষা পাবে।

[৪] কারণ গাজা পরিত্যক্ত ও অস্কিলোন ধ্বংসস্থান হবে; অস্‌দোদের লোকদেরকে
মধ্যাহ্নকালে তাড়িয়ে দেওয়া হবে ও ইক্রোণকে উপ্‌ড়ে ফেলা হবে। [৫] ধিক্ সমুদ্রের উপকূল-
নিবাসীদেরকে, করেথীয়দের জাতিকে! হে কনান, পলেষ্টীয়দের দেশ, সদাপ্রভুর বাক্য
তোমাদের বিপক্ষ; আমি তোমাকে এমন ভাবে ধ্বংস করবো যে, তোমাতে আর কেউ বসতি
করবে না। [৬] আর সমুদ্রের তীরস্থ অঞ্চল বাথানে, মেষপালকদের গহ্বরে ও মেষের খোঁয়াড়ে
পরিণত হবে। [৭] সেই অঞ্চল যিহূদা-কুলের অবশিষ্টাংশের অধিকার হবে; তারা তার উপরে

[২:১] ২ বংশা ২০:৪; যোয়েল ১:১৪; [২:১] দেখুন যিরি ৩:৩; ৬:১৫; [২:২] যিশা ১৭:১৩; হোশেয় ১৩:৩; [২:২] দেখুন যিরি ১০:২৫; দেখুন বিলাপ ৪:১১; [২:২] দেখুন যিরি ৪:৪; দেখুন যিহি ৭:১৯; [২:৩] দেখুন আমোষ ৫:৬; [২:৩] দেখুন যিশা ১:১৭; [২:৩] গীত ৪৫:৪; [২:৩] গীত ৫৭:১; [২:৪] দেখুন আদি ১০:১৯; দেখুন আমোষ ১:৬, ৭-৮; সখ ৯:৫-৭; [২:৪] যিরি ৪৭:৫; [২:৫] দেখুন ১ শমূ ৩০:১৪; [২:৫] দেখুন লেবীয় ২৬:৩১; আমোষ ৩:১; [২:৫] দেখুন যিশা ১৪:৩০; [২:৬] দেখুন যিশা ৫:১৭; [২:৭] দেখুন আদি ৪৫:৭; [২:৭] দেখুন দ্বিঃবি ৩০:৩; গীত ১২৬:৪; যিরি ৩২:৪৪; দেখুন

২:১-৩ ভাববাদী সফনিয় এখানে যিহূদাকে জাতিগতভাবে মন পরিবর্তন ও অনুতাপ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। মন পরিবর্তন ও অনুতাপের এই আহ্বান এবং পরবর্তীতে এই আহ্বানে সাড়া দানে যিরূশালেমের অস্বীকৃতি (৩:৬-৮ পদ ও নোট) সদাপ্রভুর দিনের আসন্ন বিচারের বিষয়টিকে কাঠামোবদ্ধ করেছে (২:৪–৩:৫)।

২:২ তুষের মত উড়ে যাচ্ছে। দেখুন গীত ১:৪ পদ ও নোট; ৩৫:৫; যিশা ১৭:১৩; ২৯:৫; হোশেয় ১৩:৩ পদ।

২:৩ সদাপ্রভুর খোঁজ কর। যদিও তাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, তথাপি এখনও এই ধ্বংস থেকে রেহাই পাওয়ার সময় আছে যদি তারা জাতিগতভাবে অনুতাপ ও মন পরিবর্তন করে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসে (আমোষ ৫:৪ পদ ও নোট দেখুন)। *নম্র।* যারা তাদের মূর্তিপূজার ঔদ্ধত্য ও মন্দতা ছেড়ে নম্রতার খোঁজ করবে।

২:৪–৩:৮ জাতিগণের উপরে ঈশ্বরের আসন্ন বিচার– যার মধ্যে যিরূশালেমও রয়েছে (আমোষ ১:৩–২:১৬ পদ ও নোট দেখুন)।

২:৪ গাজা ... অস্কিলোন ... অসদোদ ... ইক্রোণ। পলেষ্টীয় নগরীগুলো যিহূদার পশ্চিম দিকে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত ছিল (পদ ৫-৬ দেখুন; আরও দেখুন আমোষ ১:৬, ৮ পদের নোট)।

২:৫ করেথীয়। ১ শমূ ৩০:১৪ পদের নোট দেখুন। *কনান।* *আদি* ১০:৬ পদের নোট দেখুন। *আমি ... বসতি করবে না।* সদাপ্রভু এখানে স্পষ্টভাবে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন।

২:৬ একদা জন বসতি পূর্ণ পলেষ্টীয় নগরগুলো পরিত্যক্ত ভূমিতে পরিণত হবে।

২:৭ যিহূদার বিশ্বাসদার অবশিষ্টাংশ লোকেরা এই ভূমি অধিকার করবে এবং তাদের পশুর পাল সেখানে চরাবে। *তাদের বন্দীদশা ফিরাবেন।* এখানে এবং ৯, ১১ পদে ভাববাদী সফনিয় সদাপ্রভুর সেই দিনের চূড়ান্ত পরিণাম ঘোষণা করেছেন, যা তিনি ৩:৯-২০ পদে আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

নিজ নিজ পাল চরাবে; সন্ধ্যাবেলা অস্কিলোনের বাড়িতে বাড়িতে শয়ন করবে; কেননা ঈশ্বর সদাপ্রভু তাদের তত্ত্বাবধান করবেন ও তাদের বন্দীদশা ফিরাবেন।

৮ আমি মোয়াবের উপহাস ও অম্মোনীয়দের কটুবাক্য শুনেছি; তারা আমার লোকদের উপহাস করেছে, আর তাদের সীমানার বিপরীতে নিজেদের বড় করে দেখিয়েছে। ৯ এজন্য বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা বলেন, আমার জীবনের দিব্য, মোয়াব অবশ্য সদোমের মত এবং অম্মোন-সন্তানেরা ঘমোরার মত হবে, বিছুটির আশ্রয়, লবণের কূপ ও নিত্য ধ্বংসস্থান হবে; আমার লোকদের অবশিষ্টাংশ তাদের সম্পত্তি লুট করবে ও আমার জাতির অবশিষ্ট লোকেরা তাদের অধিকার পাবে। ১০ এটা তাদের অহঙ্কারের প্রতিফল; কেননা তারা টিটকারি দিয়েছে, বাহিনীগণের সদাপ্রভুর লোকদের বিরুদ্ধে নিজেদের বড় করে দেখিয়েছে। ১১ সদাপ্রভু ওদের প্রতি ভয়ঙ্কর হবেন, কারণ তিনি পৃথিবীর সমস্ত দেবতাকে দুর্বল করবেন এবং মানুষেরা সকলে নিজ নিজ স্থান থেকে তাঁর কাছে প্রণিপাত করবে, জাতিদের উপকূল-গুলো করবে।

১২ হে ইথিওপীয়রা, তোমারও আমার খড়্গের আঘাতে নিহত হবে। ১৩ আর তিনি

হোশেয় ৬:১১; দেখুন যোয়েল ৩:১; আমোষ ১:৬-৮; [২:৮] দেখুন যিরি ৪৮:২৭; [২:৮] দেখুন আদি ১৯:৩৭; দেখুন যিশা ১৬:৬; [২:৮] দেখুন যিহি ২১:২৮; [২:৮] যিহি ২৫:৩; [২:৮] দেখুন বিলাপ ৩:৬১; [২:৯] দেখুন দ্বি:বি ২৩:৬; যিশা ১৫:১ -১৬:১৪; যিরি ৪৮:১-৪৭; যিহি ২৫:৮-১১; [২:৯] দ্বি:বি ২৯:২৩; যিশা ১৩:১৯; যিরি ৪৯:১৮; [২:৯] যিরি ৪৯:১-৬; যিহি ২৫:১-৭; [২:৯] দেখুন যিশা ১১:১৪; [২:৯] দেখুন ২ রাজা ১৯:৩১; [২:৯] দেখুন আমোষ ২:১-৩; [২:১০] দেখুন ইয়োব ৪০:১২; দেখুন যিশা ১৬:৬; [২:১০] দেখুন যিরি ৪৮:২৭; [২:১০] দেখুন গীত ৯:৬; [২:১১] দেখুন যোয়েল ২:১১; [২:১১] দেখুন সফ ১:৪; [২:১১] দেখুন ১ বংশা ১৯:১; যিহি ২৫:৬-৭; [২:১১] গীত ৮৬:৯; দেখুন যিশা ১২:৪; সফ ৩:৯; [২:১২] দেখুন আদি ১০:৬; দেখুন যিশা ২০:৪; [২:১২] দেখুন যিরি ৪৬:১০; [২:১৩] দেখুন যিশা ১০:৫; [২:১৩] দেখুন

২:৮ মোয়াব ... অম্মোনীয়। যিহূদার পূর্ব দিকে যে জাতিরা বসবাস করতো (আদি ১৯:৩৬-৩৮; আমোষ ১:১৩; ২:৩ পদের নোট দেখুন)। ইস্রায়েলের প্রতি অম্মোন ও মোয়াবের শত্রুতা সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন আমোষ ১:১৩; ২:৩ পদ। তারা অনেক সময় ইস্রায়েল এলাকায় ঢুকে পড়ে উৎপাত করতো (দেখুন বিচার ১১:১৩ পদ ও নোট; যিহি ২৫:২-৭)।

২:৯ সদোম ও ঘমোরা। দেখুন আদি ১৯ অধ্যায়। এই নাম দুটো পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের হাতে নিঃশেষে ধ্বংস সাধনের উদাহরণ দানের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে (দেখুন আমোষ ৪:১১ পদ ও নোট) এবং এই দুটো নগরের নাম উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে সদাপ্রভুর দিনের চূড়ান্ত পরিণাম সম্পর্কে ভাববাদী আরেকটু গভীর আভাস দিলেন। *বিছুটি।* জনশূন্যতার প্রতীক (যিশা ৭:২৩-২৫ পদ তুলনা করুন)। *অবশিষ্টাংশ ... তাদের অধিকার পাবে। পদ* ৭ ও নোট দেখুন।

২:১০ এটা তাদের অহঙ্কারের প্রতিফল; কেননা তারা টিটকারি দিয়েছে। এর জবাব হিসেবে অবশিষ্টাংশ ইস্রায়েলীয়রা অম্মোন ও মোয়াবের ভূমি অধিকার করবে।

২:১১ মানুষেরা সকলে ... তাঁর কাছে প্রণাম করবে। পদ ৩:৯ ও নোট দেখুন।

২:১২ তোমারও। কোন ধরনের বিধৃতি না ঘটিয়ে ভাববাদী সফনিয় খুব সাধারণ কথায় মিশরের বিপক্ষে ঈশ্বরের শাস্তির কথা ঘোষণা করবেন, যার অবস্থান ছিল যিহূদার দক্ষিণ পশ্চিম দিকে (পদ ৫, ৮ ও নোট দেখুন)। *হে ইথিওপীয়রা।* ৭১৫ থেকে ৬৬৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত একটি কূশীয় রাজবংশ মিশর শাসন করেছিল। *আমার খড়্গ।* সম্ভবত বাবিলের কথা বোঝানো হয়েছে (যিহি ২১:৯-১৩, ১৯ পদ দেখুন; এর সাথে গীত ৭:১২-১৩; যিশা ১০:৫ পদের নোট দেখুন)।

উত্তর দিকের বিরুদ্ধে তাঁর হাত বাড়াবেন, আসিরিয়াকে বিনষ্ট করবেন এবং নীনবীকে ধ্বংস ও মরুভূমির মত জলহীন স্থানে পরিণত করবেন। [১৪] আর তার মধ্যে পশুপাল ও সমস্ত রকম বন্য প্রাণী শয়ন করবে, পানিভেলা ও শজারু তার স্তম্ভের চূড়ায় রাত্রি যাপন করবে; জানালার মধ্য দিয়ে তাদের গানের শব্দ শোনা যাবে; গোবরাটে উৎসন্নতা থাকবে; কেননা তিনি তার এরস কাঠের কাজ অনাবৃত করেছেন। [১৫] এ সেই উল্লাসপ্রিয়া নগরী, যে নির্ভয়ে বসে থাকতো, যে মনে মনে বলতো, আমিই আছি, আমি ছাড়া আর কেউ নেই; সে একেবারে ধ্বংসের পাত্র হল, পশুদের আশ্রয়-স্থান হল! যে কেউ তার কাছ দিয়ে যাবে, সে শিশ দেবে, তার বৃদ্ধাঙ্গুল দেখাবে।

আদি ১০:১১; দেখুন নহূম ১:১; [২:১৩] দেখুন মীখা ৫:৬; সখ ১০:১১; [২:১৪] দেখুন যিশা ৫:১৭; [২:১৪] দেখুন যিশা ১৪:২৩; [২:১৪] দেখুন গীত ১০২:৬; প্রকা ১৮:২; [২:১৫] দেখুন যিশা ৩২:৯; [২:১৫] যিশা ৪৭:৮; [২:১৫] যিহি ২৮:২; [২:১৫] যিরি ৪৯:৩৩; [২:১৫] দেখুন যিশা ২৮:২২; দেখুন নহূম ৩:১৯; [২:১৫] দেখুন যিহি ২৭:৩৬;

২:১৩ উত্তর দিক। যদিও নীনবী যিহূদার পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল, তথাপি আসিরিয় বাহিনী সাধারণত উত্তর দিক থেকে কনান দেশ আক্রমণ করতো (দেখুন পদ ১২; ১:১০)। তারা আরব্য মরুভূমির মধ্য দিয়ে না এসে ইউফ্রেটিস নদীর তীর ধরে কুচকাওয়াজ করে এসে ইস্রায়েলের উত্তর দিকে প্রবেশ করতো। *নীনবী।* যোনা ও নহূম ভাববাদীর পুস্তক দেখুন। যেহেতু ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নীনবী নগরী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, সে কারণে ভাববাদী সফনিয়ের পরিচর্যা কাজের সময়কাল নিশ্চয়ই তার আগেই সম্পাদিত হয়েছিল। *ধ্বংস ও মরুভূমির মত জল শূন্য স্থান।* এমনকি নীনবী নগরীটি যেখানে অবস্থিত ছিল তার নিশানাও সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল এবং নগরীটি হারিয়ে গিয়েছিল। মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের বদৌলতে এই নগরীটি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে (নহূম ৩:১৭ পদ ও নোট দেখুন)।

২:১৫ আমিই আছি, আমি ছাড়া আর কেউ নেই। দেখুন যিশা ৪৭:১০ পদ। আসিরিয়ার শাসক নিজেকে ঈশ্বরের সম পর্যায়ের বলে ভাবতো (দেখুন যিশা ৪৭:৮, ১০ পদ ও নোট)। *ধ্বংসের পাত্র হল।* এখানে নীনবী নগরীর আসন্ন ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

সফনিয় ২ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) অনুতপ্ত হয়ে মন পরিবর্তন ও ঈশ্বরের সাথে শান্তি রক্ষার জন্য ভাববাদী সফনিয়ের মাধ্যমে যিহূদী জাতির কাছে উপস্থাপিত এক সনির্বন্ধ অনুরোধ যেন অনেক বেশি দেড়ি হওয়ার আগেই তাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তিকে তারা এড়াতে সক্ষম হয় (সফনিয় ২:১-৩)। পূর্বের অধ্যায়ে তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশিত ঈশ্বরের ক্ষুব্ধতা থেকে বিষয়টি অনুমান করা হয়।

২) ইস্রায়েলের দুর্দশা বাড়াতে সাহায্য করেছিল, অথবা তাদের দুর্দশায় আনন্দ করেছিল,

এমন বেশ কিছু প্রতিবেশী জাতিকে শাস্তি দেয়ার জন্য তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের অভিযোগঃ ক. পলেষ্টীয়রা (সফনিয় ২:৪-৭)। খ. মোয়াবীয়রা ও অম্মোনীয়রা (সফনিয় ২:৮-১১)। গ. কূশীয়রা ও আসিরিয়রা (সফনিয় ২:১২-১৫)।

৩) এই জাতিগুলো ঈশ্বরের লোকদের হাতে রাখা একই ক্ষুব্ধতার পেয়ালা থেকে পান করবে, যে বিষয়ে আগে ও পরে বিভিন্ন ভাববাদীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

সার-সংক্ষেপঃ

তোমরা একত্র হও। এখনো সময় আছে– তাই ধার্মিকতা ও নম্রতার অনুসন্ধান কর– হয়তোবা সদাপ্রভুর ক্রোধের দিনে তোমাদেরকে লুকিয়ে রাখা হবে। পলেষ্টীয়দের শহরগুলোকে ধ্বংস করতে ও তাদের পশুচারণ ভূমিকে যিহূদা বংশের অবশিষ্ট লোকদেরকে দিতে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেন। মোয়াবের অবস্থা সদোমের মত হবে এবং অম্মোনের অবস্থা হবে ঘমোরার লোকদের মত। সদাপ্রভু পৃথিবী থেকে সব দেব-দেবতাদেরকে নিঃস্ব করবেন। আর উপকূল থেকে আসা সব লোকেরা তাঁর উপাসনা করবে। কূশীয়রা তলোয়ারের আঘাতে মারা পড়বে এবং আসিরিয়রা তাদের অহঙ্কারের কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে।

সফনিয় ২ অধ্যায়ের উপর প্রশ্নাবলী

১. ভাববাদী সফনিয় লোকদেরকে কি করার আহ্বান জানিয়েছিলেন? (সফনিয় ২:১-৩)

২. কোন্ প্রমাণটি নীনবীর বিরুদ্ধে ভাববাদী নহূমের ভবিষ্যদ্বাণীকে নির্দেশ করে, যা এই পদে পূর্ণ হয় নি? (সফনিয় ২:১৩)

৩. প্রতিবেশী জাতিগুলোর জন্য সদাপ্রভুর শাস্তিগুলো কি ছিল? (সফনিয় ২:৪-১৫)

যিরূশালেমের দুষ্টতা

৩ [১] ধিক্ সেই বিদ্রোহিণী ও ভ্রষ্টাকে, সেই উপদ্রবকারী নগরীকে! [২] সে কাউকে মানে নি, শাসন গ্রহণ করে নি, সদাপ্রভুর উপর নির্ভর করে নি, তাঁর ঈশ্বরের কাছে আসে নি। [৩] তার মধ্যস্থিত কর্মকর্তারা গর্জনকারী সিংহ, তার বিচারকরা সন্ধ্যাকালীন নেকড়ে বাঘ;

[৩:১] দেখুন যিরি ৬:৬; [৩:১] দেখুন দ্বি:বি ২১:১৮; [৩:১] দেখুন যিহি ২৩:৩০; [৩:২] দেখুন যিরি ২২:২১; [৩:২] দেখুন লেবীয় ২৬:২৩; দেখুন যিরি ৭:২৮; [৩:২] দেখুন দ্বি:বি ১:৩২; [৩:২] দেখুন গীত ৭৩:২৮; [৩:৩] দেখুন গীত ২২:১৩;

৩:১ নগরী। স্বধর্মত্যাগী যিরূশালেমকে তার পাপের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। *অত্যাচারী। যিরমিয়* ২২:৩ পদ দেখুন।

৩:৩-৪ কর্মকর্তারা ... বিচারকরা ... ভাববাদীরা ... পুরোহিতরা। যিহূদার সকল শ্রেণীর নেতৃবর্গ তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে এবং সকলেই দুর্নীতি পরায়ণ ও অসৎ হয়েছে (যির ১:১৮ পদ ও নোট দেখুন)।

৩:৩ গর্জনকারী সিংহ ... সন্ধ্যাকালীন নেকড়ে বাঘ। যারা ক্ষমতায় থকে তারা প্রত্যেকে নিষ্ঠুর

তারা সকাল বেলার জন্য কিছুমাত্র অবশিষ্ট রাখে না। [৪] তার ভাববাদীরা দাম্ভিক ও বিশ্বাসঘাতক, তার পুরোহিতেরা পবিত্রকে অপবিত্র করেছে, তারা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অত্যাচার করেছে। [৫] তার মধ্যবর্তী সদাপ্রভু ধর্মশীল; তিনি অন্যায় করেন না, প্রতি প্রভাতে ন্যায়বিচার স্থাপন করেন, প্রতি ভোরে তা করতে ত্রুটি করেন না; কিন্তু অন্যায়কারীরা লজ্জা পায় না। [৬] আমি জাতিদেরকে উচ্ছিন্ন করেছি, তাদের উঁচু দুর্গগুলো ধ্বংস হয়েছে; আমি তাদের পথ শূন্য করেছি, তা দিয়ে কেউ আর চলাচল করে না; তাদের নগরগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে, সেখানে মানুষ নেই, কোন বাসকারী আর নেই। [৭] আমি বললাম তুমি অবশ্য আমাকে ভয় করবে, তুমি শাসন গ্রহণ করবে, তাতে তার নিবাস উচ্ছিন্ন হবে না; আমার সকল শাস্তিও তার উপরে আসবে না। কিন্তু সেখানকার অধিবাসীরা আগ্রহের সঙ্গে নিজেদের সকল কাজ নষ্ট করে ফেলতে লাগল।

জাতিদের প্রতি দণ্ড ও তাদের ফিরে আসা

[৮] এজন্য সদাপ্রভু বলেন, তোমরা সেদিন পর্যন্ত আমার অপেক্ষায় থাক, যেদিন আমি হরণ করতে উঠবো; কেননা আমার বিচার এই; আমি জাতিদেরকে সংগ্রহ করে ও রাজ্য সকল একত্র করে তাদের উপরে আমার ক্রোধ, আমার সমস্ত ক্রোধের আগুন ঢেলে দেব;

[৩:৩] দেখুন আদি ৪৯:২৭; [৩:৩] দেখুন মীখা ৩:৩; [৩:৪] দেখুন গীত ২৫:৩; দেখুন যিশা ৪৮:৮; যিরি ৩:২০; ৯:৪; মালা ২:১০; [৩:৪] দেখুন যিরি ২৩:১১; দেখুন যিহি ২২:২৬; [৩:৫] দেখুন ইষ্রা ৯:১৫; [৩:৫] দ্বি:বি ৩২:৪; [৩:৫] দেখুন গীত ৫:৩; [৩:৫] দেখুন বিলাপ ৩:২৩; [৩:৫] দেখুন যিরি ৩:৩; দেখুন যিহি ১৮:২৫; [৩:৬] দেখুন লেবীয় ২৬:৩১; [৩:৭] দেখুন যিরি ৭:২৮; [৩:৭] দেখুন হোশেয় ৯:৯; [৩:৮] দেখুন গীত ২৭:১৪; [৩:৮] দেখুন যোয়েল ৩:১১; [৩:৮] দেখুন যিশা ২:৩; [৩:৮] গীত ৭৯:৬; প্রকা ১৬:১; [৩:৮] দেখুন যিরি ১০:২৫; দেখুন বিলাপ ৪:১১; [৩:৮] দেখুন সফ ১:১৮;

ও হিংস্র হয়ে ওঠে।

৩:৪ দাম্ভিক ও বিশ্বাসঘাতক। তারা নিজেদেরকে সদাপ্রভু ঈশ্বরের ভাববাদী বলে দাবী করে, কিন্তু তা একেবারেই মিথ্যা (যির ৫:৩১ পদ ও নোট; ১৪:১৪; ২৩:১৬, ৩২ পদ দেখুন)। *পুরোহিতেরা ... আইন-কানুনের বিরুদ্ধে অত্যাচার করেছে।* যেখানে তাদের হওয়া উচিত ছিল আইন-কানুনের শিক্ষক (দেখুন দ্বি.বি. ৩১:৯-১৩; ২ বংশা ১৭:৮-৯; ১৯:৮; ইষ্রা ৭:৬; যিরমিয় ২:৮; ১৮:১৮; মালাখি ২:৭ পদ)।

৩:৫ প্রতি প্রভাতে ... ত্রুটি করেন না। তুলনা করুন বিলাপ ৩:২২-২৩ পদ ও নোট।

৩:৬-৮ যিরূশালেম নগরী অনুতাপ ও মন পরিবর্তন করতে অস্বীকৃতি জানালো (দেখুন ২:১-৩ পদ ও নোট)।

৩:৬ আমি জাতিদেরকে উচ্ছিন্ন করেছি। অন্যান্য জাতিদেরকে ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে সদাপ্রভু ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন পাপে পূর্ণ যিহূদা জাতি সতর্ক হয়, কিন্তু তাতে কোন লাভ হয় নি (পদ ৭ দেখুন)।

৩:৭ আগ্রহের সঙ্গে ... নষ্ট করে ফেলতে লাগল। উদাহরণস্বরূপ দেখুন যিরমিয় ৭:১৩, ২৫-২৬ পদ।

৩:৮ আমার অপেক্ষায় থাক। যিহূদার প্রতি এক উপহাসমূলক বক্তব্য, যেন তারা ধ্বংসের অপেক্ষায় থাকে। *আমি হরণ করতে উঠবো।* সদাপ্রভু ঈশ্বর তাদেরকে অভিযুক্ত করবেন (গীত ৫০:৭ পদ দেখুন) এবং এর পর তিনি তাদের বিচারের রায় কার্যকর করবেন। কেননা আমার বিচার এই। কিংবা বলা যায়, "আমার বিচারের রায় এই।" সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা অনুসারেই প্রত্যেকের কর্মফল অনুসারে বিচার করেছেন ও শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। আমার অন্তর্জ্বালার তাপে সমস্ত পৃথিবী আগুনে পুড়ে যাবে। দেখুন পদ ১:২-৩ ও নোট; ১:১৮; বিলাপ ১:১৩ ও নোট।

বস্তুতঃ আমার অন্তর্জ্বালার তাপে সমস্ত পৃথিবী আগুনে পুড়ে যাবে।

[৯] আর সেই সময় আমি জাতিদেরকে বিশুদ্ধ ওষ্ঠ দেব, যেন তারা সকলেই সদাপ্রভুর
নামে ডাকে ও একযোগে তাঁর উপাসনা করে। [১০] ইথিওপিয়া দেশের নদীগুলোর পার থেকে
আমার ভজনাকারীরা, আমার ছড়িয়ে পড়া লোকেরা, আমার জন্য নৈবেদ্য আনবে। [১১] তুমি
নিজের যেসব কাজের জন্য আমার কাছে অপরাধিনী হয়েছ, তার জন্য সেদিন লজ্জিত হবে
না; কেননা সেই সময়ে আমি তোমার অহংকারযুক্ত উল্লাসকারী লোকদের তোমার কাছ
থেকে হরণ করবো; তাতে তুমি আমার পবিত্র পর্বতে আর অহঙ্কার করবে না। [১২] আর আমি
তোমার মধ্যে দীনদুঃখী একটি জাতিকে অবশিষ্ট রাখবো; তারা সদাপ্রভুর নামের আশ্রয়
নেবে। [১৩] ইস্রায়েলের অবশিষ্ট লোক অন্যায় করবে না, মিথ্যা কথা বলবে না এবং তাদের
মুখে প্রতারক জিহ্বা থাকবে না; বস্তুতঃ তারা নির্ভয়ে বিচরণ ও শয়ন করবে, তাদেরকে ভয়
দেখাবার কেউ থাকবে না।

সিয়োন-কন্যার আনন্দগান

[১৪] হে সিয়োন-কন্যা, আনন্দগান কর; হে ইস্রায়েল, জয়ধ্বনি কর; হে যিরূশালেম-

---

[৩:৯] দেখুন সফ ২:১১; [৩:৯] দেখুন আদি ৪:২৬; [৩:৯] দেখুন যিশা ১৯:১৮; [৩:১০] দেখুন আদি ১০:৬; দেখুন গীত ৬৮:৩১; [৩:১০] দেখুন ২ বংশা ৩২:২৩; দেখুন যিশা ৬০:৭; [৩:১১] দেখুন যিশা ২৯:২২; দেখুন যোয়েল ২:২৬-২৭; [৩:১১] দেখুন আদি ৫০:১৫; [৩:১১] দেখুন গীত ৫৯:১২; [৩:১১] দেখুন যাত্রা ১৫:১৭; দেখুন লেবীয় ২৬:১৯; [৩:১২] যিশা ১৪:৩২; [৩:১২] দেখুন যিরি ২৯:১২; নহূম ১:৭; [৩:১৩] দেখুন যিশা ১০:২১; [৩:১৩] গীত ১১৯:৩; দেখুন যিশা ৪:৩; [৩:১৩] দেখুন যিরি ৩৩:১৬; প্রকা ১৪:৫; [৩:১৩] দেখুন ইয়োব ১৬:১৭; [৩:১৩] যিহি ৩৪:১৫; সফ ২:৭; [৩:১৩] দেখুন লেবীয় ২৬:৬; দেখুন যিহি ৩৪:২৫-২৮; [৩:১৪] দেখুন গীত ৯:১৪; সখ ২:১০; [৩:১৪] দেখুন গীত ৯৫:১; যিশা ১২:৬; সখ ২:১০; [৩:১৪] দেখুন গীত ৯:২; দেখুন যিশা ৫১:১১;

৩:৯-২০ তিন স্তর বিশিষ্ট একটি ভবিষ্যদ্বাণী (দেখুন পদ ৯-১৩, ১৪-১৭, ১৮-২০), যেখানে ঈশ্বরের মুক্তির পরিকল্পনা এবং এর পরে তাঁর বিচারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

৩:৯-১৩ সদাপ্রভু ঈশ্বর এই নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে, জাতিগণকে পরিশুদ্ধ করা হবে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া লোকদের একত্রিত করা হবে এবং যিরূশালেমকে আগুনে পুড়িয়ে খাঁটি করা হবে।

৩:৯ জাতিগণের উপরে ঈশ্বরের ভয়ঙ্কর বিচার তাদেরকে পবিত্র হতে উৎসাহিত করবে, যেন তারা তাঁর নাম ধরে প্রার্থনা করতে পারে এবং নিজেদেরকে তাঁর কাছে উপস্থাপন করতে পারে। ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে জাতিগণ স্বীকৃতি জানাবে এবং ঈশ্বরের লোকেরা তাদের কাছে সম্মানের পাত্র বলে পরিগণিত হবে (তুলনা করুন ১৯-২০ পদ)।

৩:১০ ইথিওপিয়া। সম্ভাব্য সবচেয়ে দূরবর্তী অঞ্চলটি এখানে কল্পনা করা হয়েছে (২:১২; যিশা ১৮:১ পদের নোট দেখুন)। সবচেয়ে বেশি দূর পর্যন্ত যারা ছড়িয়ে পড়েছে তাদেরকেও ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে। আমার জন্য নৈবেদ্য আনবে। বাল ও মিল্‌কম দেবতার বদলে সদাপ্রভু ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গ করা হবে (তুলনা করুন ১:৪-৫ পদ)।

৩:১২ অবশিষ্ট। দেখুন পদ ২:৭; যিশা ১:৯ ও নোট।

৩:১৩ তাদেরকে ভয় দেখাবার কেউ থাকবে না। এই কথাটি মীখা ৪:৪ পদ থেকে হুবুহু উদ্ধৃত করা হয়েছে (উক্ত পদের নোট দেখুন)।

৩:১৪-১৭ উদ্ধার প্রাপ্ত যিরূশালেম নগরী আনন্দ প্রকাশ করছে (দুটি ভাগে: পদ ১৪-১৫ এবং পদ ১৬-১৭)– ভাববাদী সফনিয়ের আশ্বাস বাণী (এর সাথে তুলনা করুন ১:১০-১৩ পদ)।

৩:১৪ সিয়োন-কন্যা ... যিরূশালেম-কন্যা। যিরূশালেম নগরীকে এখানে ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে। (২ রাজা ১৯:২১ পদের নোট

কন্যা, আনন্দ কর, মনে প্রাণে উল্লাস কর। ১৫ সদাপ্রভু তোমার দণ্ডগুলো দূর করে দিয়েছেন,
তোমার শত্রুকে সরিয়ে দিয়েছেন; ইস্রায়েলের রাজা সদাপ্রভু তোমার মধ্যবর্তী; তুমি আর
অমঙ্গলের ভয় করবে না। ১৬ সেদিন যিরূশালেমকে এই কথা বলা যাবে, ভয় করো না; হে
সিয়োন, তোমার হাত শিথিল না হোক। ১৭ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্যবর্তী; সেই
বীর পরিত্রাণ করবেন, তিনি তোমার বিষয়ে পরম আনন্দ করবেন; তিনি প্রেমে তোমাকে
নতুন করে তুলবেন, আনন্দগান দ্বারা তোমার বিষয়ে উল্লাস করবেন। ১৮ যারা নির্দিষ্ট
পর্বদিন পালন করতে না পেরে খেদ করে, তাদেরকে আমি একত্র করবো; তারা তোমা
থেকে উৎপন্ন, তারা ধিক্কারে ভারগ্রস্ত। ১৯ দেখ, যেসব লোক তোমাকে দুঃখ দেয়, সেই
সময়ে আমি তাদের প্রতি যা করার, তা করবো; আর আমি খঞ্জকে পরিত্রাণ করবো ও
বিতাড়িতকে সংগ্রহ করবো; এবং যাদের লজ্জা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে, আমি
তাদেরকে প্রশংসার ও কীর্তির পাত্র করবো। ২০ সেই সময়ে আমি তোমাদের আনবো, সেই
সময়ে তোমাদেরকে সংগ্রহ করবো; কারণ আমি পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে তোমাদেরকে
কীর্তি ও প্রশংসার পাত্র করবো; কেননা তখন আমি তোমাদের সম্মুখেই তোমাদেরকে
বন্দীদশা থেকে ফিরিয়ে আনবো, সদাপ্রভু এই কথা বলেন।

[৩:১৫] যিহি ৩৭:২৬-২৮; [৩:১৫] দেখুন যিশা ৫৪:১৪; [৩:১৫] সখ ৯:৯; [৩:১৬] দেখুন ২ রাজা ১৯:২৬; দেখুন ইয়োব ৪:৩; যিশা ৩৫:৩-৪; ইব ১২:১২; [৩:১৭] দেখুন যিশা ৬৩:১; দেখুন যোয়েল ২:২১; [৩:১৭] দেখুন দ্বি:বি ২৮:৬৩; দেখুন যিশা ৬২:৪; [৩:১৭] দেখুন হোশেয় ১৪:৪; [৩:১৭] দেখুন যিশা ৪০:১; [৩:১৯] দেখুন যিশা ১৪:২; [৩:১৯] দেখুন যিহি ৩৪:১৬; দেখুন মীখা ৪:৬; [৩:১৯] যিশা ৬০:১৮; [৩:২০] দেখুন যিরি ২৯:১৪; দেখুন যিহি ৩৭:১২; [৩:২০] যিশা ৫৬:৫; ৬৬:২২; [৩:২০] দেখুন দ্বি:বি ২৬:১৯; দেখুন যিশা ৬০:১৮; [৩:২০] দেখুন যোয়েল ৩:১।

দেখুন)।

৩:১৫ তোমার শত্রু। যারা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের প্রত্যেকে। *ইস্রায়েলের রাজা সদাপ্রভু।* দেখুন যিশা ৪৪:৬ পদ; এর সাথে গীতসংহিতার ভূমিকা: ধর্মতত্ত্ব: প্রধান বিষয়বস্তু দেখুন।

৩:১৬ তোমার হাত শিথিল না হোক। অর্থাৎ নিরুৎসাহিত হয়ো না (যির ৪৭:৩ পদ ও নোট দেখুন)।

৩:১৮-২০ সদাপ্রভুর উদ্ধারের পরিকল্পনার সার-সংক্ষেপ– সদাপ্রভু ঈশ্বরের সর্বশেষ আশ্বাস বাণী।

৩:১৮ খেদ করে। ইস্রায়েল জাতি তাদের প্রধান প্রধান ধর্মীয় পর্বীয় উৎসব পালন করতে না পেরে আক্ষেপ করেছিল। *নির্দিষ্ট পর্ব।* দেখুন লেবীয় ২৩ অধ্যায়।

৩:১৯-২০ বিতাড়িতকে সংগ্রহ করবো ... কীর্তির পাত্র করবো ... তোমাদেরকে সংগ্রহ করবো ... প্রশংসার পাত্র করবো। সদাপ্রভু ঈশ্বর যতই তাঁর আশ্বাসবাণীর শেষ দিকে উপনীত হচ্ছেন ততই তিনি যেন তাঁর লোকদেরকে আরও আপন করে নিচ্ছেন।

৩:২০ তোমাদেরকে কীর্তি ও প্রশংসার পাত্র করবো। দেখুন পদ ১৯; এর সাথে আদি ১২: ২-৩ পদ ও নোট দেখুন।

সফনিয় ৩ অধ্যয়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) যিরূশালেমের যে অত্যাধিক পাপাচারের জন্য তাকে তিরস্কার ও হুমকি দেয়া হয়েছে, সেগুলো নিয়ে অবনতিকর বিভিন্ন দৃষ্টান্তের উপস্থাপন (সফনিয় ৩:১-৭)।

২) ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত দয়া ও অনুগ্রহকে তিনি তাদের জন্য তখনও সংরক্ষিত করে রেখেছিলেন। তাঁর প্রতিশ্রুতির সাধারণ দুইটি দিক হলো:

ক. তিনি তাদের মাঝে সংস্কারমূলক এক গৌরবময় দিকের উন্মোচন করবেন; পাপ থেকে তাদেরকে শুচি করবেন; তাদেরকে নিজেদের দেশে, তাঁর নিজের কাছে নিয়ে আসবেন– তাঁর এই ধরণের আরও অনেক প্রতিজ্ঞার কথা এখানে উল্লেখ রয়েছে (সফনিয় ৩:৮-১৩)।

খ. তিনি তাদের মুক্তির জন্য বিশেষ গৌরবময় একটি কাজ করবেন বলে এভাবে তাদেরকে ঐ মুক্তির জন্য প্রস্তুত করেছেন (সফনিয় ৩:১৪-২০)।

আর এভাবে "সিয়োনে মুক্তিদাতা আসবেন" এবং তাঁর নিজের মত করে "যাকোবের মধ্য থেকে অধার্মিকতা দূর করবেন।" খ্রীষ্ট বিষয়ক সুখবরের সময় ও সুখবরের দয়ার মধ্য দিয়ে এই সব প্রতিজ্ঞা পূর্ণতা পাবে।

সার-সংক্ষেপ:

এই অধ্যায়ে ভাববাদী সফনিয়ের বর্ণিত যিরূশালেম একটি বিদ্রোহী ও কলুষিত শহর, যেখানে সদাপ্রভুই এক মাত্র ধার্মিক চিহ্নিত রয়েছেন। জাতিগুলোর উপর সদাপ্রভু তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধকে ঢেলে দিয়ে তাঁকে উপাসনা করার জন্য এই বিশ্বের সব লোকদের মুখে একটি সাধারণ ভাষা দেবেন। ঈশ্বরের পবিত্র পাহাড়ে ইস্রায়েল আর গর্বভরে ঘুরে বেড়াবে না। হে সিয়োন-কন্যা! গান কর। বিতাড়িত ও গরিব লোকদেরকে আর তুচ্ছনীয় বিষয় হয়ে থাকবে না। আর বন্দীদেরকে ফিরিয়ে আনার পরে বিশ্বের সব লোকদের মধ্যে যিরূশালেম হয়ে উঠবে খ্যাতি ও প্রশংসার বিষয়।

সফনিয় ৩ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. যিরূশালেমের বিপর্যয়ের বিষয়ে ভাববাদী সফনিয় কি বলেছিলেন? (সফনিয় ৩:১-৭)

২. ভাববাদী সফনিয় কোন্ চিরন্তন শাস্তির বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন? (সফনিয় ৩:৮)

৩. কিভাবে জাতিদেরকে আবার নতুন করে তোলা হবে? (সফনিয় ৩:৯-১০)

৪. ঈশ্বরের লোকদের জন্য নির্ধারিত ভবিষ্যতের বিভিন্ন আশীর্বাদসূচক দিককে কিভাবে ভাববাদী সফনিয় বর্ণনা করেছেন? (সফনিয় ৩:১১-২০)

৫. ঈশ্বর কিভাবে তাঁর লোকদের দুঃখ দূর করবেন? (সফনিয় ৩:১৮-২০)

অধ্যয়নের গভীরতায়
হগয় ভাববাদীর পুস্তক

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

হগয় পুস্তকে ভাববাদী হগয়ের দ্বারা ঈশ্বরের বাণী লোকদের কাছে প্রকাশ করার বিষয়টি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর দ্বারা যুক্তি-সঙ্গতভাবে বলা যায় যে, হগয় হলেন এই পুস্তকের লেখক। হগয় নামের অর্থ হল "উৎসব"। আগে থেকে প্রচলিত ইস্রায়েল জাতির প্রধান উৎসবসমূহ সদাপ্রভুর গৃহে পুনঃস্থাপিত হয়েছিল। তাঁর বংশ-তালিকা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নি।

সময়কাল

৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগষ্টের শেষে এবং মধ্য ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী সময়ে হগয়ের কাছে সদাপ্রভুর বাণী প্রকাশিত হয়েছিল। এই তারিখ সম্পর্কে বেশ কিছু মত পার্থক্য রয়েছে, যদিও তাতে পুস্তকটি ক্যাননভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন জটিলতা দেখা দেয় নি। তবে যদি এই ধারণাটিই সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে পুস্তকটি রচনা সম্পাদন করা হয়েছিল ৫১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগে, যখন মন্দির পুনঃনির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছিল। এই তারিখ যিহূদা রাজ্যের লোকদের ব্যবহৃত দিনপঞ্জিতে তাদের উপাসনা ও কৃষিকাজ সম্পর্কিত বিষয়-সমূহের তাৎপর্য বহন করে (১:১; ১:৫–২:১; ২:১০)।

হগয় পুস্তকে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর সময়কাল

(সবগুলো তারিখ ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী সময়কালের।) নীচে যেসব পদের মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে সেই পদ ও তার তারিখ দেওয়া হল:

- প্রথম ১:১ ৬ষ্ঠ মাসের ১ তারিখ (আগস্ট ২৯)
- দ্বিতীয় ১:১৫ ৬ষ্ঠ মাসের ২৪ তারিখ (সেপ্টেম্বর ২১)
- তৃতীয় ২:১ ৭ম মাসের ২১ তারিখ (অক্টোবর ১৭)
- চতুর্থ ২:১০ ৯ম মাসের ২৪ তারিখ (ডিসেম্বর ১৮)
- পঞ্চম ২:২০ ৯ম মাসের ২৪ তারিখ (ডিসেম্বর ১৮)

বিষয়বস্তু

ঈশ্বর লোকদের দ্বারা সদাপ্রভুর গৃহ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ঈশ্বরের উপস্থিতি মধ্যস্থতা করবে।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য ও পটভূমি

ভাববাদী হগয় নেতাদের (সরুব্বাবিল এবং যিহোশূয়) এবং ঈশ্বরের লোকদেরকে তাদের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক এবং আত্মিক অবস্থা বিবেচনা করতে এবং মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ সমাপ্ত করতে তাদের প্রচেষ্টাকে নবায়ন করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন।

পুস্তকের ঐতিহাসিক ঘটনা হল ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে বাবিলের বন্দীত্ব থেকে নির্বাসিতদের প্রত্যাবর্তন। পারস্যের শাসক

মহান কোরস (৫৫৯-৫৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাবিল অধিকার করেন। ৫৩৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাঁর রাজকীয় আদেশ অনুসারে যিরূশালেমে যিহূদীরা ফিরে আসার অনুমতি লাভ করেছিল। এর ফলে তারা মন্দির পুনর্নির্মাণ করতে পেরেছিল (ইষ্রা ১-২ অধ্যায়)। তবুও যখন বিরোধিতা এসেছিল তখন প্রারম্ভিক কাজ থেমে গিয়েছিল (ইষ্রা ৩:১–৪:৫)।

হগয় পুস্তকে বর্ণিত ঘটনাসমূহ ঘটেছিল রাজা প্রথম দারিয়াবসের রাজত্বের সময়ে (৫২২-৪৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। তিনি ছিলেন একজন সেনাপতি, যিনি কোরসের পুত্র ক্যামবিসেসের মৃত্যুর পর ক্ষমতাধর হয়ে উঠেছিলেন (৫৩২-৫২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। এই পুস্তকে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত "দারিয়াবসের দ্বিতীয় বছর" (হগয় ১:১) ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মন্দিরের পুনঃনির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য দারিয়াসের সাহায্য অপরিহার্য ছিল (ইষ্রা ৫-৬ অধ্যায়)।

মূল বিষয়বস্তুসমূহ

- ঈশ্বরের গৃহের পুনর্নির্মাণ। মন্দিরের পুনর্নির্মাণ ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গে আইন-কানুনের সম্পর্ককে নবায়ন করার জন্য সদাপ্রভুর ইচ্ছা সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর উপস্থিতির বৈশিষ্ট্যের ফলে (১:১৩; ২:৪-৫)। মন্দিরের জরাজীর্ণতার অর্থ হল সম্পর্কের অবনতি এবং লোকদের কাছে পবিত্রতার চেয়ে আরও বেশি অপবিত্রতা নিয়ে আসা (২:১৪)।
- ভবিষ্যদ্বাণী বিষয় বাক্য হল ঈশ্বরের বাক্য। হগয় ভাববাদীর দ্বারা সদাপ্রভুর বাক্য দেওয়া হয়েছে (১:১,৩; ২:১-১০), "সদাপ্রভু এই কথা বলেন" কথাটির মধ্য দিয়ে (১:২,৫,৭; ২:৬-১১), "হগয়ের কাছে" এই বাক্য উপস্থিত হয়েছে (২:২০), "সদাপ্রভু বলেন" বৈশিষ্ট্যের দ্বারা (১:৯,১৩; ২:৪-২৩), "তাদের ঈশ্বরের সদাপ্রভুর কথার" দ্বারা (১:১২) এবং "সদাপ্রভুর বাক্য" (১:১৩)।
- সদাপ্রভুই শাসনকর্তা। "বাহিনীগণের সদাপ্রভু" এই শব্দগুচ্ছটি ৩৮টি পদের মধ্যে ১৪ বার উল্লেখ করা হয়েছে (১:২ পদ দেখুন)। সদাপ্রভু স্বর্গীয় বাক্য দিয়েছেন, তাঁর লোকদের (১:৯; ২:১৭,১৯) এবং সমস্ত জাতিদের (২:৬-৮) ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে, প্রকৃতিকে নির্দেশ দিতে (১:১০), তাঁর লোকদের কর্মতৎপরতার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে জাগ্রত করে তুলতে (১:১৪; ২:৪), নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে এবং শয়তানকে রাজ্যচ্যুত করতে (২:২০-২৩)।
- লোকদের কাজ করা আবশ্যক ছিল। মন্দিরের পুনর্নির্মাণ কাজ সদাপ্রভুর মনে আনন্দ বয়ে আনবে এবং তাঁকে সম্মানিত করবে (১:৮)। সেই সাথে তা লোকদের উপরে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহও বর্ষণ করবে (২:১৯), কিন্তু তার জন্য কাজটি অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে। বহু আদেশের মধ্যে (১:৭-৮; ২:৪-৫) যেটির উপরে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে তা হল, দৈহিক পরিশ্রম (১:১৪)। কিন্তু বর্তমানের আলস্যের আলোকে অতীতের অভিজ্ঞতা চিন্তা করার জন্য আহ্বান জানানোর সাক্ষ্যস্বরূপ মন পরিবর্তনের জন্য প্রচার করা হয়েছে (১:৫-৯; ২:১৫-১৯)।
- দায়ূদের বংশ প্রতিষ্ঠা। সন্দেহাতীতভাবে দায়ূদের বংশধর ছিলেন সরুব্বাবিল (১:১ পদের নোট দেখুন)। তিনি ছিলেন

একজন শিক্ষিত এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি (২:২৩)। সদাপ্রভু, যিনি দায়ূদের বংশধরের আংটি খুলে নিয়েছিলেন (যির ২২:২৪-২৭), এখন আর একবার তা পরাবার জন্য তিনি প্রতিজ্ঞা করছেন। পুরাতন নিয়মের মত (২ শমূ ৭ অধ্যায়; গীত ২:৬) নতুন নিয়মের মতের নিষ্পত্তি করা যায় না। এটি কেবল মাত্র মন্দির পুনর্নির্মাণস্বরূপ (মথি ২৬:৬১; ২৭:৪০; যোহন ২:১৮-২২)। দায়ূদের বংশধর যীশু খ্রীষ্ট হলেন অভিষিক্ত রাজা রূপে অধিষ্ঠিত (রোমীয় ১:১-৪)। এই ভাবে সরুব্বাবিলের কছে করা প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা লাভ করেছে (মথি ১:১, ১২-১৩; লূক ৩:২৭)।

পরিত্রাণের ইতিহাসের সার-সংক্ষেপ

বন্দীদশার পরে সদাপ্রভু তাঁর লোকদের কাছে তাঁর প্রতিজ্ঞাসমূহ নতুনীকরণ করেন এবং তাদের মন্দির পুনর্নির্মাণ করার জন্য আহ্বান জানান। এই কারণে তিনি তাদের সঙ্গে থাকবেন এবং তাদের মধ্য দিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে আশীর্বাদ করার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবেন (২:৯), বিশেষ করে দায়ূদের বংশধর থেকে খ্রীষ্টের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে আশীর্বাদ করবেন (২:২৩)।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

যদিও হগয় পুস্তক সাধারণ শ্রেণীর ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে পড়ে, এটি প্রতীকী ভবিষ্যদ্বাণীর পুস্তক নয়। এটি প্রথাগত কাব্যিক ছন্দের বদলে গদ্য আকারে রচিত হয়েছে। যদিও এখানে প্রতিজ্ঞাত আশীর্বাদের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, কিন্তু এখানে প্রচলিত অর্থে বিচারের ভবিষ্যদ্বাণী নেই। এর পরিবর্তে ঈশ্বর অনাড়ম্বরভাবে তাদের মনোযোগী হতে আহ্বান করেছেন যেন বিচার কার্য ইতোপূর্বে ঘটে গেছে। এখানে বিরতি সহ স্বর্ণালী যুগের দর্শন এবং বর্ণনামূলক কাহিনী রয়েছে (১:১২-১৫)। সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্তের জন্য (মন্দির পুনর্নির্মাণ) হগয় ভাববাদীর পুস্তক হল একক জীবনে ঈশ্বরের প্রথম কাজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক এবং অসময়ের পুস্তক। ভাববাদীদের সমাজের জন্য মন্দিরের পুনঃর্নির্মাণ ঈশ্বরের কাছে রাখা মানুষের দৃঢ় সঙ্কল্পের দৃশ্যমান চিহ্ন স্বরূপ হত।

হগয় পুস্তকের সমসাময়িক যিরূশালেম

৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাবিল থেকে ফিরে আসার পর এবং ৫১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মন্দির পুনর্নির্মাণের পূর্বে যিরূশালেমের লোকদের কাছে হগয় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। যিরূশালেম নগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাবিলীয়দের দ্বারা নগরীর দেয়াল এবং মন্দির ধ্বংস হয়েছিল। বাবিল থেকে ফিরে আসার এক বছরের মধ্যে লোকেরা নতুন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেছিল, কিন্তু হগয়ের সময় পর্যন্ত মন্দিরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় নি। হগয় এবং সরুব্বাবিল লোকদেরকে তাদের অর্থনৈতিক মঙ্গল সাধনের কাজ বন্ধ করতে এবং মন্দিরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে আহ্বান জানালেন।

প্রধান পদঃ "এটা কি তোমাদের নিজ নিজ ছাদযুক্ত বাড়িতে বাস করার সময়? এই গৃহ তো উৎসন্ন রয়েছে"(১:৪)।

প্রধান প্রধান লোকঃ হগয়, সরুব্বাবিল, যোশিয়

প্রধান প্রধান স্থানঃ যিরূশালেম

ভূমিকা

পুস্তকটির রূপরেখা:

১) মন্দির আবার তৈরি করবার আদেশ (১ অধ্যায়)

২) যারা মন্দির তৈরি করছিল তাদের উৎসাহ দান (২:১-৯ পদ)

৩) পাপ সম্বন্ধে চেতনা দান (২:১০-১৯ পদ)

৪) ভবিষ্যতের বিচার এবং পুনঃস্থাপন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী (২:২০-২৩ পদ)

হগয়ের পুস্তকটিকে আপনার মত করে বিবেচনা করুন

১) লোকদেরকে জাগিয়ে তুলতে একটি বার্তার উপস্থাপন (ষষ্ঠ মাসের প্রথম দিন), অধ্যায় ১:১-১১

পদ: ১: ভূমিকা

পদ: ২ - ৬: আপনার মত করে বিবেচনা করুন।

পদ: ৭ - ১১: ঈশ্বরের উপাসনা ঘরের কথা ভাবুন।

২) একটি কণ্ঠস্বরের (একটি বার্তা শোনার অনুরোধ) আহ্বানে সাড়া দেয়া (ষষ্ঠ মাসের চব্বিশতম দিন),
অধ্যায় ১:১২-১৫

পদ: ২৩: ঈশ্বরের বার্তার প্রতি লোকদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া।

পদ: ১৩-১৫: লোকেরা ঈশ্বরের বাক্যের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল।

৩) উৎসাহের জন্য বার্তা (সপ্তম মাসের একুশতম দিন), অধ্যায় ২:১-৯

পদ: ১-৫: সাহসী হও ও কাজ কর।

পদ: ৬-৯: আগের মন্দিরের জাঁকজমকের চেয়ে বর্তমান মন্দিরের আরও বেশি জাঁকজমক।

৪) সুনিশ্চিত করার জন্য বার্তা (নবম মাসের চব্বিশতম দিন), অধ্যায় ২:১০-১৯

পদ: ১০-১৪: লোকদের পূর্বের পাপ।

পদ: ১৫-১৯: বিশ্বস্তদের জন্য বর্তমান আশীর্বাদ।

৫) নিশ্চিত করার জন্য বার্তা (নবম মাসের চব্বিশতম দিন), অধ্যায় ২:২০-২৩

পদ: ২০-২২: ভবিষ্যতে ইস্রায়েলের শত্রুদের বিচার।

পদ: ২৩: ভবিষ্যতে ইস্রায়েলের সন্তানদের জন্য আশীর্বাদ।

ভাববাদী হগয়ের পুস্তকের চার্ট ১

হগয় প্রায় ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বন্দি-দশা থেকে ফেরার পর যিহূদাতে ভাববাদী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

সেই সময়কার অবস্থা	৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যিহূদার লোকদের বাবিলে নির্বাসন করা হয়েছিল এবং যিরূশালেম এবং মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল। পারস্যের রাজা সাইরাসের অধীনে যিহূদীদের যিহূদাতে ফিরে আসতে এবং মন্দিরটি পুনঃনির্মাণ করতে দেওয়া হয়েছিল।
মূল বার্তা	মন্দির পুনঃনির্মাণ করার জন্য লোকেরা যিরূশালেমে ফিরে আসতে শুরু করেছিল, কিন্তু তারা তা শেষ করতে পারে নি। হগয়ের সংবাদ লোকদেরকে মন্দিরটি পুনঃনির্মাণ শেষ করতে উৎসাহ যুগিয়েছিল।
বার্তার গুরুত্ব	যখন লোকেরা সুন্দর ঘর-বাড়িতে থাকছিল তখন মন্দির নির্মাণ অর্ধেক বাকি রেখেছিল। ঈশ্বরের আগে তাদের সম্পদ এবং কাজকে স্থান দেওয়ার বিষয়ে হগয় তাদেরকে সাবধান করেছিল। আমাদের জীবনে অবশ্যই ঈশ্বরকে প্রথম স্থান দিতে হবে।
সমসাময়িক ভাববাদীগণ	সখরিয় (৫২০-৪৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

ভাববাদী হগয়ের পুস্তকের চার্ট ২

মূল বিষয়	"এই গৃহ নির্মাণ কর, তাতে আমি এই গৃহের প্রতি খুশি হব এবং গৌরবান্বিত হব, সদাপ্রভু এই কথা বলেন" (হগয় ১:৮)			
পুস্তকটির অধ্যায় ভিত্তিক অংশগুলো	অন্যায় অগ্রাধিকার ১ - ১	ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ২:১ - ২:৯	অসম্পূর্ণ নির্দোষিতা ২:১০-২:১৯	উৎসাহব্যঞ্জক প্রতিজ্ঞা ২:২০-২:২৯
বিষয়বস্তু	মন্দির পুনঃনির্মাণ কর	মন্দির পুনঃনির্মিত		
	অধ্যায় ১	অধ্যায় ২		
জায়গা	ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ			
সময়কাল	২৯শে আগষ্ট - ১৮ই ডিসেম্বর, খ্রীষ্টপূর্ব ৫২০ সাল			
লেখক	ভাববাদী হগয়			

ভাববাদী হগয় পুস্তকের চার্ট ৩

	প্রথম বার্তা				দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বার্তা		
	মন্দির পুনঃনির্মাণ				উৎসাহ ও প্রত্যাশা		
	"ষষ্ঠ মাসের প্রথম দিন" (হগয় ১:১)	♦ তিরস্কার ♦ চিন্তা-ভাবনা ♦ ঈশ্বরের শাস্তি ♦ অনুতপ্ত প্রতিক্রিয়া ♦ "আমি তোমাদের সাথে আছি" অধ্যায়: ১	"ষষ্ঠ মাসের চব্বিশতম দিন" (হগয় ১:১৫)	প্রায় এক মাস নিশ্চুপ থাকা	"সপ্তম মাসের একুশতম দিন" (হগয় ২:১)	♦ "সাহস কর" ♦ "আমি তোমাদের আশীর্বাদ করব" ♦ "আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি" অধ্যায়: ২	"নবম মাসের চব্বিশতম দিন" (হগয় ১:১৫)
সময়	তেইশ দিন				দুই মাসের বেশি সময়		
গুরুত্ব	বাস্তবসম্মত, নেতিবাচক, মুখোমুখি				আত্মিক, ইতিবাচক, সান্ত্বনাদায়ক		
পরিসর	যিরূশালেমের মন্দিরের বর্তমান অবস্থা				ঈশ্বরের মন্দিরের গৌরবময় ভবিষ্যৎ		
মূল বিষয়বস্তু	ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভের জন্য আমরা প্রথমে ঈশ্বরকে প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন।						
মূল পদগুলো	হগয় ১:৪-৫; ২:৭-৯						
হগয়ের পুস্তকে খ্রীষ্ট	খ্রীষ্টের উপস্থিতি যে মন্দিরে, সেটি রাজা হেরোদের দ্বারা আরও সম্প্রসারিত ও সুবিন্যস্ত হয়েছিল এই উক্তির আলোকে– "আগেকার মন্দিরের জাঁকজমকের চেয়ে. . . . . এখনকার মন্দিরের জাঁকজমক আরও অনেক বেশি হবে" (হগয় ২:৯)। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের "শান্তি" (ইফষীয় ২:১৪)। ক্রুশে তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এখন ঈশ্বরের সাথে আমাদের শান্তির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং তাঁর গৌরবময় রাজ্যের ভবিষ্যৎ শাসন পুরো বিশ্বজুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে (হগয় ২:৯)। ধর্মীয় নেতা সরূবাব্বিল খ্রীষ্টের মত এক জন এবং প্রভু যীশুর বংশের একটি অংশ।						

হগয় পুস্তকের বার্তাসমূহ

- নির্বাসন পরবর্তী ভাববাদীদের অথবা বন্দীত্বের পরে যেসব ভাববাদীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তাদের মধ্যে হগয় ছিলেন প্রথম।
- এদের মধ্যে অন্য দুই জন ছিলেন সখরিয় ও মালাখি।
- তারা যে সময়কার ভাববাদী ছিলেন, সেই সময়ের কথা ইষ্রা, নহিমিয় ও ইষ্টেরের পুস্তকে উল্লেখ রয়েছে।
- হগয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর ঐতিহাসিক পটভূমির উল্লেখ রয়েছে ইষ্রা পুস্তকটির ৫ ও ৬ অধ্যায়ে।

১ম বার্তা	**২য় বার্তা**	**৩য় বার্তা**	**৪র্থ বার্তা**
১:১-১৫	২:১-৯	২:১০-১৯	২:২০-২৩
দোষী সাব্যস্তকরণ	**সাহস**	**শুচিতা**	**পরিসমাপ্তি**
তিরস্কার মনে করানো প্রতিক্রিয়া	ঈশ্বরের উপস্থিতি ঈশ্বরের শান্তি	ভ্রষ্টতা নির্ভরতা	সার্বভৌম রাজা সীলমোহর সমৃদ্ধ রাজা

হগয়ের কাল নির্ঘন্ট

খ্রীষ্টপূর্ব ৬০৬ সাল: বাবিল রাজ নবূখদ্‌নিৎসরের প্রথম আক্রমণ। বন্দীত্বের শুরু, যা ৭০ বছর ধরে চলতে থাকে (যিরমিয় ২৫:১১-১২; ২৭:৮)।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৯-৭ সাল: দুই বছর অবরোধ থাকার পর, রাজা হিষ্কিয়ের রাজত্বকালের ৯ম বছরে, রাজা নবূখদ্‌নিৎসর চূড়ান্তভাবে আক্রমণ করেন (২ রাজাবলি ২৫:১-২; ২ বংশাবলি ৩৬:২১)।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৬ সাল: পারস্যের রাজা কোরসের আদেশ জারী। সরূবাব্বিলের নেতৃত্বে প্রথম বার নির্বাসন থেকে যিরূশালেমে ফিরে আসা, সপ্তম মাসে মন্দিরের বেদি নির্মাণ করা। উৎসর্গ পুনরায় শুরু হয়, ফসল কাটবার ও মজুদ করবার পর্ব পালন করা হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৬ সাল: ২য় মাস। মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হয় (ইষ্রা ৩:৮)।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫২০-৫৩৫ সাল: শমরিয়দের বিরোধীতা– মন্দিরের কাজ থেমে যাওয়া (ইষ্রা ৪)।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫২৯ সাল: পারসিক রাজ কোরসের মৃত্যু– ছেলে ক্যাম্বিসেস তাঁর জায়গায় রাজত্ব করেন। তারপর স্মারডিস ৭ মাস রাজত্ব করেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫২২ সাল: কোরসের আত্মীয় দারিয়াবস ৩৫ বছর রাজত্ব করেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫২০ সাল: রাজা দারিয়াবসের রাজত্বকালের দ্বিতীয় বছরের ষষ্ঠ মাসে ভাববাদী হগয় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তারপর অষ্টম মাসে ভাববাদী সখরিয় ভবিষ্যদ্বাণী করেন। দারিয়াবস রাজার নতুন আদেশ জারী হয় (ইষ্রা ৪:২৪)।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫১৬ সাল: মন্দির পুনঃনির্মাণ শেষ হয় এবং উদ্‌যাপন করা হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫১৫ সাল: ভাববাদী ইষ্রার নেতৃত্বে দ্বিতীয় বার নির্বাসন থেকে ফিরে আসা।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫০২ সাল: ভাববাদী নহিমিয়ের ভাববাদীয় কাজের শুরু।

ভাববাদী হগয় পুস্তকের বিষয়ে মজার তথ্য

হগয় নামের অর্থ: "উৎসব" অথবা "আনন্দময়তা"

লেখক: হগয়

লেখার সময়কাল: হগয় ১:১ পদ অনুসারে, খ্রীষ্টপূর্ব ৫২০ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে "ঈশ্বরের বাক্য ভাববাদী হগয়ের কাছে আসে, যা তিনি যিহূদার শাসনকর্তা সরূবাব্বিলের কাছে তুলে ধরনে"।

পবিত্র বাইবেলে পুস্তকটির অবস্থান:

- এটি পবিত্র বাইবেলের ৩৭তম পুস্তক
- পুস্তকটি পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের ৩৭তম
- ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক ১৭টি পুস্তকের ১৫তম পুস্তক এটি (যিশাইয় - মালাখি)
- হগয় অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ১২ জন ভাববাদীদের মধ্যে ১০ম (হোশেয়- মালাখি)
- এর পর পবিত্র বাইবেলের আরও ২৯টি পুস্তক রয়েছে

পুস্তকটির মোট অধ্যায় সংখ্যা: ২টি

পুস্তকটির মোট পদ সংখ্যা: ৩৮টি

পুস্তকটির মোট শব্দ সংখ্যা: ১১৩১টি

হগয় পুস্তকটির বিষয়ে পর্যবেক্ষণ:

- পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোর মধ্যে হগয় ছিল ওবদিয়ের কাছে দ্বিতীয়তম পুস্তক।
- হগয়ের নাম পুস্তকটিতে নয় বার উল্লেখ করা হয়েছে।
- হগয় কেবল এই পুস্তকটি এবং ইষ্রার পুস্তকে দুইটি উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে পরিচিত:
  - * ইষ্রা ৫:১
  - * ইষ্রা ৬:১৪
- ভাববাদী হগয় সরূব্বিলের নেতৃত্বে অবশিষ্টদের সাথে বাবিলের নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছিলেন।
- আর বাবিলের নির্বাসন থেকে ফিরে আসার পর তিনি যিরূশালেমে বসবাস করতেন।
- মন্দির পুনঃনির্মাণ সম্পূর্ণ করার জন্য লোকদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে ঈশ্বর দুই জন ভাববাদীকে ব্যবহার করেছিলেন:
  - * হগয়
  - * সখরিয়
- ঈশ্বরের ভাববাদী হিসেবে হগয় ও সখরিয় যখন কাজ করতেন, তখন দারিয়াবস (খ্রীষ্টপূর্ব ৫২১-৪৮৬ সাল) পারস্যের রাজা ছিলেন।
- হগয়ের পুস্তকটি লেখার ১৬ বছর পরে মন্দির পুনঃনির্মাণের প্রারম্ভিক কাজ শুরু হয়েছিল।

মন্দির পুনঃনির্মাণ বিষয়ক কাল নির্ঘন্ট:

* খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৬ সাল– কাজ শুরু হয়েছিল
* খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৪ সাল– দুই বছর পর (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৪ সাল) ১৪ বছর যাবৎ কাজটি বন্ধ থাকে।
* খ্রীষ্টপূর্ব ৫২০ সাল– এই সময়ে কাজ পুনরায় শুরু হয় এবং চার বছর পরে শেষ হয়।
* খ্রীষ্টপূর্ব ৫১৬ সাল– এই সময়ে মন্দিরের কাজ শেষ হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এখানে উল্লেখ্য যে, কাজটির জন্য দরকার ছিল ছয় বছর, কিন্তু তা শেষ করতে বিশ বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল। হগয় ২:২৩ পদ, সরুব্বাবিল হয়ে উঠেন মশীহের লাইলেন কেন্দ্রবিন্দু, তা সীলমোহরের মত করে দুইটি ধারাকে এক সঙ্গে যুক্ত করেন।

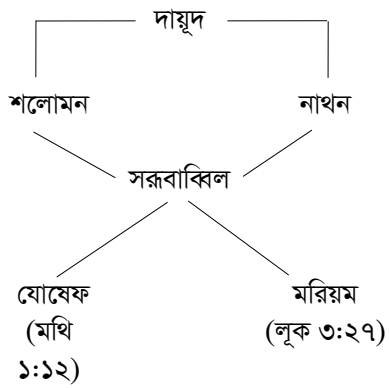

ভাববাদী হগয়ের পুস্তক ও এই যুগের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক

ভাববাদী হগয় বাবিলের নির্বাসন থেকে ফিরে আসার আঠারো বছর পরে (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৮) ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যিরূশালেমের যিহূদীদের কাছে তার চারটি বার্তা প্রচার করেছিলেন। হগয় ২:৩ মনে হয় যে, ভাববাদী ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মন্দির ধ্বংস এবং নির্বাসনের আগে যিরূশালেম শহরটি দেখেছিলেন, অর্থাৎ তিনি যখন তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো প্রকাশ করছিলেন তখন তাঁর বয়স সত্তর বছরেরও বেশি ছিল। তিনি একজন বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন যিনি তাঁর জাতির গৌরবের দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলেন। তিনি এমন একজন ভাববাদী যিনি তাঁর লোকদের নির্বাসনের ছাই থেকে উঠে আসতে এবং জাতিগুলোর কাছে ঈশ্বরের আলো হিসাবে প্রকাশিত হওয়ার জন্য তাদের ন্যায্য স্থান পুনঃস্থাপিত হবার প্রত্যাশায় আবেগপূর্ণ আকাঙ্ক্ষায় আচ্ছন্ন ছিলেন।

হগয়ের ভবিষ্যদ্বাণী এমন এক সময়ে এসেছিল যখন যিহূদার লোকেরা অত্যন্ত দুর্বল ছিল। তারা বাবিলে তাদের নির্বাসনের কারণে নম্র হয়েছিল, তাদের প্রতিজ্ঞাত দেশে ফিরে আসার ব্যাপারে আশাবাদী ছিল এবং তারপর মন্দির পুনর্নির্মাণে বাধা আসায় এতটাই নিরুৎসাহিত হয়েছিল যে, তারা নির্মাণের আশা ছেড়ে দিয়েছিল (ইষ্রা ৪:২৪)। এখন, ষোল বছর পরে, হগয় তাদের খাবার, পোশাক এবং আশ্রয়ের যে অভাব ঘটেছিল তার জন্য তিনি মন্দির পুনর্নির্মাণে তাদের ব্যর্থতাকে দায়ী করেছিলেন। কিন্তু যিহূদীরা প্রভুর মন্দির পুনর্নির্মাণে অংশগ্রহণ করার জন্য তাঁর বার্তা গ্রহণ করেছিল।

তিনি চারটি পৃথক বার্তা দিয়েছিলেন, প্রথমটি ২৯ আগস্ট, ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (হগয় ১:১); দ্বিতীয়টি অক্টোবর ১৭, ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (২:১); এবং এর পরের দুইটি ডিসেম্বর ১৮, ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (২:১০, ২০)। এই বার্তাগুলো যিহূদার লোকেদেরকে মন্দির নির্মাণ শেষ করতে এবং ভবিষ্যতের জন্য ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপন ও আশা রাখতে উৎসাহিত করেছিল।

হগয় পুস্তক এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

হাজার হাজার বছর পর, হগয় পুস্তকটি পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের পুস্তগুলোর মধ্যে একটি বিশেষ কারণে অনেকাংশে অনন্য হয়ে রয়েছে। যিহূদার লোকেরা তাঁর বার্তা মন দিয়ে শুনেছিল! তাদের কাছে মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য হগয়ের বার্তা ছিল আবেগপ্রবণ, সরল এবং সহজ (হগয় ১:৮)। তাঁর বার্তা লোকেরা গ্রহণ করেছিল কি না তা লোকদের কাজের মধ্য দিয়েই বুঝতে পারা যায়। এর ফলাফল সমস্ত মানুষ স্পষ্টভাবেই দেখতে পেয়েছিল। মন্দির পুনর্নির্মাণের সার্বিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে লোকেরা তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতে শুরু করেছিল। তারা তাদের আত্মভক্তি থেকে বের হয়ে এসে তা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে রূপান্তরিত করেছিল।

এই পুস্তকের বড় ধারণাটি কি?

সম্প্রতি নির্বাসন থেকে ফিরে আসা যিহূদীদের জন্য হগয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছিলেন। তারা তাদের ঈশ্বরকে ভুলে গিয়েছিল, এবং তারা তাদের নিজেদের স্বার্থের দিকে মনোনিবেশ করেছিল। তাই তিনি তাদের বলেছিলেন, "তোমরা নিজ নিজ পথ আলোচনা কর" (হগয় ১:৫, ৭)। যিহূদীদের এটা দেখিয়ে দেওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, সদাপ্রভু তাদের চিন্তা-ভাবনা ও কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা প্রয়োজন। তাই হগয় তাদের ঈশ্বরের মন্দির পুনর্নির্মাণ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কিন্তু, তাদেরকে পুনর্নির্মাণের কাজে উৎসাহিত করে, হগয় যিহূদীদের কাছে প্রচার করতে থাকেন যে, মন্দিরকে ঘিরে তাদের ভবিষ্যতের জন্য গৌরবের আশা রয়েছে এবং দিন আসছে যখন তারা শত্রুদের উপর জয় লাভ করবে (২:৭-৯, ২১-২২)। হগয়ের বার্তা অনুসারে, লোকেরা যদি ঈশ্বরকে তাদের জীবনের কেন্দ্রে রাখে, তাহলে তারা বুঝতে পারবে যে, ঈশ্বরের কাছে তাঁর লোকেদের জন্য প্রচুর আশীর্বাদ রয়েছে।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করবো?

যে যিহূদীরা বাবিল থেকে যিহূদার মূল জন্মভূমিতে ফিরে এসেছিল, তারা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রেই তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। ইষ্রা ৪:১-৫ পদে মন্দির পুনর্নির্মাণের প্রকল্পের বিরুদ্ধে বাহ্যিক প্রতিরোধের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। যিহূদার শত্রুরা প্রথমে যারা নির্মাণের কাজ করছিল তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিল এবং যখন তা কার্যকর হয়নি, তখন তারা ভয় দেখানোর কৌশল অবলম্বন করেছিল। অন্যদিকে, হগয় তাদের নিজেদের মধ্য থেকে অভ্যন্তরীণ যে বিরোধিতা, তার দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। যিহূদীরা অবিবেচকের মতো প্রভুর স্বার্থ না দেখে নিজেদের স্বার্থ দেখছিল, প্রভুর মন্দিরের মর্যাদার কথা বিবেচনা না করে তাদের নিজেদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য কাজ করছিল।

যিহূদীদের অবহেলার মুখে মন্দির পুনর্নির্মাণে হগয় যে উৎসাহ দিয়েছিলেন, তা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের যীশু খ্রীষ্টের ভিত্তির ওপর আমাদের জীবন গড়ে তোলার জন্য প্রেরিত পৌলের উপদেশকে মনে করিয়ে দেয় (১ করিন্থীয় ৩:১০-১৭)। আপনি কি এমন একটি জীবন তৈরি করছেন যা পবিত্র আত্মার মন্দির হিসাবে আপনার মর্যাদাকে প্রতিফলিত করে, এবং এমন একটি উত্তরাধিকার রেখে যাবেন যারা সময়ের পরীক্ষার সামনে দাঁড়াবে? এই পুরাতন নিয়মের ভাববাদীর চারটি আবেগপূর্ণ উপদেশের মধ্যে পবিত্র আত্মার শক্তিতে আপনি ঈশ্বরের মন্দির হয়ে গড়ে উঠবার জন্য উৎসাহ খুঁজে নিতে পারেন।

হগয় : ১ অধ্যায়

মন্দিরের পুনঃনির্মাণ বিষয়ে হগয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

১ [১] রাজা দারিয়াবসের দ্বিতীয় বছরের ষষ্ঠ মাসের প্রথম দিনে সদাপ্রভুর বাক্য ভাববাদী
হগয় দ্বারা শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল নামক যিহূদার নেতা এবং যিহোষাদকের পুত্র
মহাপুরোহিত যিহোশূয়ের কাছে উপস্থিত হল।

[২] তিনি বললেন, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, লোকেরা বলছে, সময়,
সদাপ্রভুর গৃহ নির্মাণের সময় উপস্থিত হয় নি। [৩] তখন হগয় ভাববাদীর দ্বারা সদাপ্রভুর এই
বাক্য উপস্থিত হল; [৪] এটা কি তোমাদের নিজ নিজ ছাদযুক্ত বাড়িতে বাস করার সময়? এই

[১:১] দেখুন ইষ্রা ৪:২৪; [১:১] দেখুন ইষ্রা ৫:১; [১:১] দেখুন ১ বংশা ৩:১৯; মথি ১:১২-১৩; [১:১] ইষ্রা ৫:৩; দেখুন যিহি ৫:১৪; [১:১] দেখুন ইষ্রা ২:২; [১:১] দেখুন ১ বংশা ৬:১৫; দেখুন ইষ্রা ৩:২; [১:১] সখ ৩:৮; [১:২] যিশা ১৩:৪; [১:২] দেখুন যিশা ২৯:১৩; [১:২] ইষ্রা ১:২; [১:৩] দেখুন ইষ্রা ৫:১; [১:৪] দেখুন ২ শমূ ৭:২; [১:৪] পদ ৯; যিরি ৩৩:১২;

১:১ দ্বিতীয় বছরের ষষ্ঠ মাসের প্রথম দিন। ২৯শে আগষ্ট, ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। *রাজা দারিয়াবস।* দারিয়াবস হিস্ট্যাস্পাস ৫২২ থেকে ৪৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত পারস্য শাসন করেন। তিনিই বহিষ্টুন চূড়ার প্রাচীরে তিনটি ভাষায় খোদাই করা লিপি ফলক তৈরি করিয়েছিলেন, যার অবস্থান এখন আধুনিক ইরানে। এর মধ্য দিয়ে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আধুনিক যুগে আরও গভীর গবেষণা কাজ করা সম্ভব হয়েছে। *প্রথম দিনে।* অনেক ক্ষেত্রেই নতুন চাঁদের দিনে, অর্থাৎ অমাবস্যার পরের দিনে ভাববাদীদেরকে দর্শন দেওয়া হয়েছে (দেখুন ২ রাজা ৪:২২-২৩ পদ এবং ৪:২৩ পদের নোট; এর সাথে দেখুন যিশা ১:১৪ পদের নোট)। *সদাপ্রভুর বাক্য।* দেখুন পদ ৩; ২:২; হোশেয় ১:১ পদ ও নোট। *সরুব্বাবিল।* ইষ্রা ১:৮ পদের নোট দেখুন। *শল্টীয়েলের পুত্র।* ১ বংশা ৩:১-১৯ পদ দেখুন এবং ৩:১৯ পদের নোট দেখুন। যিহূদার নেতা ... *মহাপুরোহিত।* সংস্কারকৃত যিহূদী সমাজের রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতা। *যিহোশূয়।* ইষ্রা ২:২ পদের নোট দেখুন; সরুব্বাবিলের নামের সাথে পদ ১২, ১৪; ২:২, ৪ পদের দেখা যায়। *যিহোষাদক।* তাকে রাজা নবুখদ্‌নিৎসর বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলেন (১ বংশা ৬:১৫ পদ দেখুন)।

১:২ বাহিনীগণের সদাপ্রভু। হগয়, সখরিয় ও মালাখি পুস্তকে এই নামটি ৯০ বারের বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। ১ শমূ ১:৩; যিশা ১৩:৪ পদের নোট দেখুন। *লোকেরা।* ২:১৪ পদ দেখুন। তাদের পাপের কারণে ইস্রায়েল জাতিকে "আমার লোক" বলা হয় নি (যিশা ৬:৯-১০; ৮:৬, ১১-১২; যিরমিয় ১৪:১০-১১ পদ দেখুন; এর সাথে যাত্রা ১৭:৪; হোশেয় ১:৯ পদ দেখুন)। *সময় উপস্থিত হয় নি।* ৫৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের পর (ইষ্রা ৩:৮-১০) লোকেরা লোকেরা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছিল এবং ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সমস্ত কার্যক্রম স্থগিত ছিল (ইষ্রা ৪:১-৫, ২৪)।

১:৪ ছাদযুক্ত বাড়ি। সাধারণত রাজকীয় বাসভবনে এ ধরনের ব্যবস্থা থাকতে, যেখানে সিডার বা এরস কাঠের পাটাতন দেওয়া থাকত (দেখুন ১ রাজা ৭:৩, ৭; যিরমিয় ২২:১৪-১৫ পদ ও ২২:১৪ পদের নোট দেখুন)।

গৃহ তো উৎসন্ন রয়েছে। [৫] এজন্য এখন বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, তোমরা নিজ নিজ পথ আলোচনা কর। [৬] তোমরা অনেক বীজ বপন করেও অল্প সঞ্চয় করছো, আহার করেও তৃপ্ত হচ্ছ না, পান করেও তৃপ্ত হচ্ছ না, কাপড়-চোপড় পরেও উষ্ণ হচ্ছ না এবং বেতনজীবী লোক ছেঁড়া থলিতে বেতন রাখে।

[৭] বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, তোমরা নিজ নিজ পথ আলোচনা কর। [৮] পর্বতে উঠে গিয়ে কাঠ আন, এই গৃহ নির্মাণ কর, তাতে আমি এই গৃহের প্রতি খুশি হব এবং গৌরবান্বিত হব, সদাপ্রভু এই কথা বলেন। [৯] তোমরা অনেক ফসল পাবার অপেক্ষা করেছিলে, আর দেখ, অল্প পেলে; এবং যা বাড়িতে এনেছিলে, তার উপরে আমি ফুঁ দিলাম। বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, এর কারণ কি? কারণ এই যে, আমার গৃহ উৎসন্ন রয়েছে, তবুও তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়িতে দৌড়ে যাচ্ছ। [১০] এজন্য তোমাদেরই কারণে আকাশ রুদ্ধ হয়েছে, শিশির পড়ে না ও ভূমি রুদ্ধ হয়েছে, ফল দেয় না। [১১] আর আমি দেশের ও পর্বতমালার উপরে, শস্য, আঙ্গুর-রস ও তেল প্রভৃতি ভূমিতে উৎপন্ন বস্তুর উপরে

[১:৫] পদ ৭; বিলাপ ৩:৪০; হগয় ২:১৫, ১৮; [১:৬] দেখুন লেবীয় ২৬:২০; দেখুন যিশা ৫:১০; [১:৬] দেখুন যিশা ৯:২০; দেখুন ৫৫:২; [১:৬] আমোষ ৪:৮; [১:৬] হগয় ২:১৬; সখ ৮:১০; [১:৭] দেখুন পদ ৫; [১:৮] দেখুন ১ বংশা ১৪:১; [১:৮] দেখুন ইয়োব ২২:৩; গীত ১৩২:১৩-১৪; [১:৮] দেখুন যাত্রা ২৯:৪৩; যিরি ১৩:১১; [১:৯] দেখুন দ্বি:বি ২৮:৩৮; দেখুন যিশা ৫:১০; [১:৯] দেখুন গীত ১০৩:১৬; দেখুন যিহি ২২:২১; [১:৯] দেখুন পদ ৪; দেখুন যিহি ১৩:১১; [১:১০] দেখুন দ্বি:বি ২৮:২৪; [১:১০] দেখুন আদি ২৭:২৮; ১ রাজা ১৭:১; [১:১০] লেবীয় ২৬:১৯; দ্বি:বি ২৮:২৩; [১:১১] দেখুন দ্বি:বি ১১:২৬; দেখুন ২৮:২২; দেখুন রূত ১:১; দেখুন ১ রাজা ১৭:১; দেখুন যিশা ৫:৬; [১:১১] যিশা

১:৫ তোমরা নিজ নিজ পথ আলোচনা কর। এই কথাটি ৭ পদে এবং ২:১৫, ১৮ পদে আবারও পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

১:৬ অনেক বীজ বপন করেও অল্প সঞ্চয় করছো। অবাধ্যতার অভিশাপ (দ্বি.বি. ২৮:৩৮-৩৯ পদ দেখুন)। লেবীয় ২৯:২০ পদে ঈশ্বর কর্তৃক বিচারকৃত নিষ্ফলা জমির কথাও পাওয়া যায়। *পান করেও তৃপ্ত হচ্ছ না।* তুলনা করুন যিশা ৫৫:১-২ পদ। লোকেরা তাদের ন্যায্য ও অন্যায্য সমস্ত কাজেই ব্যর্থ হচ্ছে (তুলনা করুন হোশেয় ৪:১০-১১; মীখা ৬:১৩-১৫)। *ছেঁড়া থলিতে বেতন রাখে।* দুর্ভিক্ষের কারণে দ্রব্যমূল্য প্রচণ্ড বেড়ে গিয়েছিল।

১:৮ পর্বতে উঠে গিয়ে কাঠ আন। সম্ভবত কাছাকাছি পাহাড় থেকে কাঠ কেটে আনতে হচ্ছিল, কারণ লেবানন থেকে ইতোমধ্যে যে কাঠ কিনে আনা হয়েছিল তা শেষ হয়ে গিয়েছিল (ইষ্রা ৩:৭ পদ দেখুন)। *আমি এই গৃহের প্রতি খুশি হব।* সেই সাথে এই মন্দিরে যে সব উৎসর্গ করা হবে তাও তিনি গ্রহণ করবেন (যিশা ১:১১ পদের তুলনা করুন)। *গৌরবান্বিত হব।* একটি বাধ্য জাতি ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসা ও সম্মান বয়ে আনে (যির ১৩:১১ পদ দেখুন)।

১:৯ দৌড়ে যাচ্ছ। আক্ষরিক অর্থে "ব্যস্ত থাকা" বোঝায়।

১:১০ শিশির। সাধারণত শস্য যে মৌসুমে বড় হয় তখন তা পড়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা মৌসুমী বৃষ্টির মতই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (২ শমূ ১:২১; ১ রাজা ১৭:১ পদ দেখুন)।

১:১১ পর্বতমালার উপরে। পাহাড়ের গায়ে কৃষিকাজ করা হত, বিশেষ করে পাহাড়ের ঢালে ধাপ কেটে, অনেকটা জুম পদ্ধতিতে এই চাষাবাদ করা হত (দেখুন গীত ১০৪:১৩-১৫; যিশা ৭:২৫; যোয়েল ৩:১৮

এবং মানুষ, পশু ও তোমাদের হাতের সমস্ত শ্রমের উপরে অনাবৃষ্টিকে আহ্বান করলাম।

[১২] তখন শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল, যিহোষাদকের পুত্র মহাপুরোহিত যিহোশূয় এবং লোকদের সমস্ত অবশিষ্টাংশ তাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কথার বাধ্য হলেন এবং তাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু কর্তৃক প্রেরিত ভাববাদী হগয়ের সকল কথায় মনোযোগ দিলেন; লোকেরাও সদাপ্রভুকে ভয় করতে লাগল। [১৩] তখন সদাপ্রভুর দূত হগয় সদাপ্রভুর সংবাদবাহক হিসেবে লোকদের বললেন, সদাপ্রভু বলেন, আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি। [১৪] পরে সদাপ্রভু শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল নামক যিহূদার শাসনকর্তার আত্মাকে ও যিহোষাদকের পুত্র মহাপুরোহিত যিহোশূয়ের আত্মাকে এবং লোকদের সমস্ত অবশিষ্টাংশের আত্মাকে উত্তেজিত করলেন; তাঁরা এসে নিজেদের ঈশ্বর বাহিনীগণের সদাপ্রভুর গৃহে কাজ করতে লাগল।

[১৫] এই কাজ রাজা দারিয়াবসের দ্বিতীয় বছরের ষষ্ঠ মাসের চব্বিশ দিনের দিন শুরু হল।

৭:২৫; [১:১১] দেখুন দ্বি:বি ২৮:৫১; গীত ৪:৭; [১:১১] দেখুন গণনা ১৮:১২; [১:১১] হগয় ২:১৭; [১:১২] পদ ১; [১:১২] পদ ১৪; যিশা ১:৯; হগয় ২:২; [১:১২] দেখুন ইয়োব ৩৬:১১; দেখুন যিশা ৫০:১০; মথি ২৮:২০; [১:১২] দেখুন দ্বি:বি ৩১:১২; দেখুন যিশা ১:২; [১:১৩] পদ ১; [১:১৩] দেখুন গণনা ২৭:২১; দেখুন ২ বংশা ৩৬:১৫; [১:১৩] দেখুন আদি ২৬:৩; দেখুন গণনা ১৪:৯; দেখুন মথি ২৮:২০; রোমীয় ৮:৩১; [১:১৪] দেখুন ইষ্রা ১:৫; [১:১৪] দেখুন ইষ্রা ৫:২; [১:১৪] দেখুন ১ বংশা ৬:১৫; [১:১৪] দেখুন পদ ১২; [১:১৫] পদ ১; হগয় ২:১০, ২০; [১:১৫] দেখুন ইষ্রা ৪:২৪।

পদ)। *শস্য, আঙ্গুর-রস ও তেল।* ইস্রায়েল দেশে উৎপাদিত সবচেয়ে প্রচলিত তিনটি ফসল, যা অনেক সময় আশীর্বাদ ও অভিশাপের সাথে সম্পর্কিত করে উল্লেখ করা হয়ে থাকে (দ্বি.বি. ৭:১৩; যোয়েল ১:১০ পদ ও নোট দেখুন)। জলপাইয়ের তেল খাবার, ওষুধ ও মলম হিসেবে ব্যবহার করা হত। *মানুষ ও পশু।* এই অনাবৃষ্টির কারণে মানুষ ও পশু উভয়েই আক্রান্ত হয়েছিল।

১:১২ অবশিষ্টাংশ। যিশা ১:৯ পদের নোট দেখুন। *লোকেরাও সদাপ্রভুকে ভয় করতে লাগল।* তারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও বাধ্যতা দেখাল (আদি ২০:১১ পদ ও নোট; দ্বি.বি. ৩১:১২-১৩; মালাখি ১:৬; ৩:৫, ১৬ পদ দেখুন)।

১:১৩ সংবাদবাহক। অনেক সময় ভাববাদীদেরকে এই নামে সম্বোধন করা হয়ে থাকে (২ বংশা ৩৬:১৫১৬; যিশা ৪২:১৯ পদ ও নোট দেখুন) কিংবা অনেক ক্ষেত্রে পুরোহিতদেরকেও এই নামে ডাকা হয়ে থাকে (মালাখি ২:৭ পদ ও নোট দেখুন)। *আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।* এখানে নিশ্চিত সাফল্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে (দেখুন পদ ২:৪; আদি ২৬:৩; গণনা ১৪:৯ পদ ও নোট)।

১:১৪ আত্মাকে উত্তেজিত করলেন। এই অংশের হিব্রু সংস্করণের অর্থ হচ্ছে "যার অন্তর ঈশ্বর স্পর্শ করলেন", যেমনটা ইষ্রা ১:৫ পদে দেখা যায়। সেখানে সদাপ্রভু ঈশ্বর এই লোকদের অনেকের হৃদয় স্পর্শ করেছিলেন এবং তাদের বাড়িতে ফিরে গিয়ে মন্দির পুনর্নির্মাণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

১:১৫ দ্বিতীয় বছরের ষষ্ঠ মাসের চব্বিশ দিনের দিন। ১লা সেপ্টেম্বর ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

হগয় ১ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) মন্দির নির্মাণে যিহূদীদের উদাসীনতা ও মন্থরতার জন্য ঈশ্বরের তিরস্কার লক্ষ্য করা যায়। আর সেজন্যে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে তাদেরকে দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনাটন জনিত শাস্তি দেন এবং একই সাথে তিনি তাদেরকে এই উত্তম কাজটি পুনরায় শুরু করে সেটিকে খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে চালিয়ে যাওয়ার জন্য উপদেশ দেন (হগয় ১:১-১১)।

২) এভাবে ভাববাদী হগয়ের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা এই বার্তা বিশেষভাবে সফল হয় এবং সব লোকেরা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি মনযোগ দেয় ও খুবই আন্তরিকতা নিয়ে সেই কাজ করতে শুরু করে। আর ভাববাদী হগয় ঈশ্বরের নামে লোকদেরকে এই কথা বলে উৎসাহিত করতে থাকেন যে, ঈশ্বর তাদের সাথে আছেন (হগয় ১:১২-১৫)।

সার-সংক্ষেপঃ

রাজা দারিয়াবসের রাজত্বকালের দ্বিতীয় বছরে, ভাববাদী হগয়ের মাধ্যমে সদাপ্রভুর বাক্য যিরূশালেমের শাসনকর্তা সরুবাব্বিল ও মহাপুরোহিত যিহোশূয়ের কাছে উপস্থিত হয়। সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর বার্তায় অভিযোগ তুলে বলেন যে, লোকেরা বলছে মন্দির নির্মাণের সময় এখনও হয় নি। তিনি মন্থর নির্মাণ প্রক্রিয়া ও অপর্যাপ্ত অগ্রগতির অভাবের সমালোচনা করেন। লোকেরা প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ সুবিন্যস্ত বাড়িতে থাকছে, কিন্তু সদাপ্রভুর গৃহ তেমনটি নয়। আর তাই ভাববাদী হগয়ের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে, মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু করে।

হগয় ১ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. ভূমিকায় ভাববাদী হগয় কোন বিষয়গুলোকে তুলে ধরেছিলেন? (হগয় ১:১)

২. লোকেরা কিভাবে মন্দির পুনঃনির্মাণের বিষয়ে অজুহাত দেখাত? (হগয় ১:২)

৩. কিভাবে সদাপ্রভু যিহূদার লোকদেরকে তিরস্কার করেছিলেন? (হগয় ১:৩-৬)

৪. সদাপ্রভু লোকদেরকে কি করার জন্য অভিযোগ করেছিলেন? (হগয় ১:৭-৮)

৫. কোন কারণে লোকেরা নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল? (হগয় ১:৯-১১)

৬. ভাববাদী হগয়ের তুলে ধরা বার্তার প্রতি লোকেরা কেমন প্রতিক্রিয়া করেছিল? (হগয় ১:১২-১৫)

হগয় : ২ অধ্যায়

মন্দিরের ভবিষ্যতের মহিমা

২ ১ সপ্তম মাসের একবিংশ দিনে সদাপ্রভুর এই বাক্য ভাববাদী হগয়ের মধ্য দিয়ে
উপস্থিত হল, ২ তুমি এখন শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল নামক যিহূদার শাসনকর্তাকে,
যিহোষাদকের পুত্র মহাপুরোহিত যিহোশূয়কে ও লোকদের অবশিষ্টাংশকে এই কথা বল,
৩ তোমাদের মধ্যে অবশিষ্ট এমন কে আছে যে, পূর্বপ্রতাপের অবস্থায় এই গৃহ দেখেছিল?
আর এখন তোমরা এটা কি অবস্থায় দেখতে পাচ্ছ? এটা কি তোমাদের দৃষ্টিতে অবস্তুবৎ
নয়? ৪ কিন্তু এখন, হে সরুব্বাবিল, তুমি বলবান হও, এই কথা সদাপ্রভু বলেন, আর হে
যিহোষাদকের পুত্র মহাপুরোহিত যিহোশূয়, তুমি বলবান হও; এবং দেশের সমস্ত লোক,
তোমরা বলবান হও, এই কথা সদাপ্রভু বলেন; আর কাজ কর, কেননা আমি তোমাদের
সঙ্গে সঙ্গে আছি, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। ৫ তোমরা যখন মিসর থেকে বের
হয়ে এসেছিলে, তখন আমি তোমাদের সঙ্গে বাক্য দ্বারা নিয়ম স্থির করেছিলাম; এবং আমার

[২:১] পদ ১০, ২০; দেখুন লেবীয় ২৩:৩৪; যোহন ৭:৩৭; [২:১] দেখুন ইষ্রা ৫:১; [২:২] হগয় ১:১; [২:২] দেখুন ১ বংশা ৬:১৫; [২:২] দেখুন হগয় ১:১২; [২:৩] দেখুন ইষ্রা ৩:১২; দেখুন যিশা ৬০:৭; [২:৩] সখ ৪:১০; [২:৪] দেখুন ১ বংশা ২৮:২০; সখ ৮:৯; দেখুন ইফি ৬:১০; [২:৪] দেখুন ১ বংশা ৬:১৫; [২:৪] দেখুন যাত্রা ৩৩:১৪; দেখুন গণনা ১৪:৯; দেখুন ২ শমূ ৫:১০; প্রেরিত ৭:৯; [২:৫] দেখুন আদি ৬:১৮; [২:৫] দেখুন যাত্রা ২৯:৪৬; [২:৫] দেখুন যিহি ৯:২০; [২:৫] দেখুন আদি ১৫:১; ১ বংশা ২৮:২০; দেখুন ইষ্রা ৫:২; সখ ৮:১৩;

২:১ সপ্তম মাসের একবিংশ দিন। ১৭ই অক্টোবর ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, কুটির উৎসবের শেষ দিন। এ সময় গ্রীষ্মকালীন ফসল উত্তোলনের উৎসব পালন করা হত (লেবীয় ২৩:৩৪-৪৩ পদ দেখুন), যদিও ফসলের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয় (১:১১ পদ দেখুন; তুলনা করুন যোহন ৭:৩৭ পদ)। রাজা শলোমন তাঁর নির্মিত মন্দির এই উৎসবের সময়েই উৎসর্গ করেছিলেন (দেখুন ১ রাজা ৮:২ পদ ও নোট দেখুন)।

২:৩ অবশিষ্ট এমন কে আছে। বন্দীদশায় যাওয়া প্রবীণদের মধ্যে কেউ কেউ সম্ভবত ভাববাদী হগয় নিজেও রাজা শলোমনের গৌরব মণ্ডিত মন্দির দেখেছিলেন, যা ৬৬ বছর আগে বাবিলীয়রা ধ্বংস করে দিয়েছিল। *পূর্বপ্রতাপের অবস্থায় এই গৃহ দেখেছিল।* দেখুন পদ ৭, ৯। সরুব্বাবিলের নির্মিত মন্দির অনেকে রাজা শলোমনের মন্দিরের আদলে নির্মিত মন্দির বলে মনে করেন। *এটা কি তোমাদের দৃষ্টিতে অবস্তুবৎ নয়?* তুলনা করুন যখন মন্দিরের নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়েছিল তখনকার প্রতিক্রিয়া (ইষ্রা ৩:১২)।

২:৪ তোমরা বলবান হও ... কাজ কর। ১ বংশা ২৮:২০ পদে রাজা দায়ূদ এই কথাটি বলেছিলেন, যখন তিনি রাজা শলোমনকে মন্দির নির্মাণ করার জন্য উৎসাহ দিচ্ছিলেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর নূনের পুত্র যিহোশূয়কেও প্রায় একই ধরনের কথা বলে উৎসাহিত করেছিলেন (যিহোশূয় ১:৬-৭, ৯, ১৮)। *তুমি বলবান হও ... তুমি বলবান হও ... তুমি বলবান হও। যিরমিয়* ৭:৪ পদ ও নোট দেখুন। *আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।* ১:১৩ পদ ও নোট; ১ বংশা ২৮:২০ পদ দেখুন। যে ঈশ্বর এক সময় রাজা শলোমনকে সাহায্য করেছিলেন তিনিই এখন সরুব্বাবিল ও তাঁর লোকদেরকে সাহায্য করবেন।

আত্মা তোমাদের মধ্যে অধিষ্ঠান করেন; তোমরা ভয় করো না। ৬ কেননা বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, আর একবার, অল্পকালের মধ্যে, আমি আকাশ ও পৃথিবীকে এবং সমুদ্র ও শুকনো ভূমিকে কাঁপিয়ে তুলব। ৭ আর আমি সর্বজাতিকে কাঁপিয়ে তুলব; এবং সর্বজাতির মনোরঞ্জন বস্তু সকল আসবে; আর আমি এই গৃহ প্রতাপে পরিপূর্ণ করবো, এই

[২:৬] দেখুন যিশা ১০:২৫; [২:৬] দেখুন যাত্রা ১৯:১৮; দেখুন ইয়োব ৯:৬; দেখুন যিশা ১৪:১৬; দেখুন যিহি ৩৮:১৯; ইব ১২:২৬; [২:৭] দেখুন ১ শমূ ৯:২০; [২:৭] দেখুন যিশা ৬০:৭; [২:৭] দেখুন যাত্রা ১৬:৭; দেখুন ২৯:৪৩; লূক ২:৩২;

২:৫ আমার আত্মা। মোশি ও ৭০ জন প্রাচীন যখন মিশর থেকে লোকদেরকে বের করে নিয়ে এসে মরু প্রান্তরের মধ্য দিয়ে পরিচালনা করছিলেন, তখন ঈশ্বরের আত্মা তাঁদের সাথে সাথে ছিলেন (গণনা ১১:১৬-১৭, ২৫; যিশা ৬৩:১১ পদ দেখুন)। এর সাথে গীত ৫১:১১; সখ ৪:৬ পদ ও নোট দেখুন। *তোমরা ভয় করো না।* দেখুন পদ ৪ ও নোট; যিহোশূয় ১:১৮; যিশা ৪১:১০ পদ।

২:৬ জাতিগণের উপরে ঈশ্বরের বিচারের আসন্ন দিনের ঘোষণা– যা পারস্যের সম্রাট আলেকজান্ডার দি গ্রেট এর পতনের পূর্বাভাস দিয়েছিল (৩৩৩-৩৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। ইব্রীয় ১২:২৬-২৭ পদে এই পদটি দিয়ে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সময় জাতিগণের বিচারের কথা বলা হয়েছে। জাতিগণকে এখানে এবং ২১-২২ পদে কাঁপিয়ে তোলার বিষয়টি লোহিত সাগরে মিশরের বিচারের ব্যাপারে বলা হয়েছে। তুলনা করুন যিশা ১৪:১৬-১৭ পদ।

২:৭ মনোরঞ্জন বস্তু সকল আসবে। এখানে মনোরঞ্জন বস্তু বলতে মানুষও বোঝানো হতে পারে, যেমনটা দানিয়েল ৯:২৩ পদে বলা হয়েছে (যেখানে একই হিব্রু শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে "অত্যন্ত আকাঙ্খিত"); তুলনা করুন ১ শমূ ৯:২০ পদ। এভাবে সম্ভবত এটি দিয়ে খ্রীষ্টের তাৎপর্য বোঝানো হতে পারে (দানি ১১:৩৭ পদ ও নোট; মালাখি ৩:১ পদ দেখুন)। একই হিব্রু শব্দ দিয়ে মূল্যবান বস্তু বোঝানো হতে পারে, তবে (দেখুন ২ বংশা ২০:২৫; ৩২:২৭) এক্ষেত্রে মন্দিরে রাজা দারিয়াবসের দান লক্ষ্য করা যেতে পারে (ইষ্রা ৬:৮ পদ দেখুন)। যদি এখানে সেই উদ্দেশ্যেই কথাটি বলা হয়ে থাকে, তাহলে যিশা ৬০:৫ পদে সিয়োনে জাতিগণের ধনসমূহ নিয়ে আসার যে কথাটি বলা হয়েছে তার সাথে এই পদের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র আছে (উক্ত পদের নোট দেখুন)। *প্রতাপে পরিপূর্ণ করবো।* এখানে "প্রতাপ" বলতে বস্তুগত ধন সম্পদ বোঝানো হতে পারে (যিশা ৬০:৭, ১৩ পদ ও নোট দেখুন) কিংবা ঈশ্বরের উপস্থিতিও বোঝানো হতে পারে (যাত্রা ৪০:৩৪-৩৫; ১ রাজা ৮:১০-১১; যিহি ১০:৪ পদ দেখুন)। দ্বিতীয় যুক্তিটি সদাপ্রভু ঈশ্বরের সাথে পবিত্র স্থানে অবস্থিতিকারী সেই পবিত্র মেঘের সংযোগ সাধন করে। যখন খ্রীষ্ট যিরূশালেমের পার্থিব মন্দিরে আসলেন তখন ঈশ্বরের উপস্থিতি এতটা প্রবলভাবে অনুভূত হয়েছিল যা এর আগে কখনো হয় নি (দেখুন লূক ২:২৭, ৩২ পদ)। তুলনা করুন যিহি ১:২৮; ৪৩:২ পদের নোট।

কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। [৮] রূপা আমারই, সোনাও আমারই, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। [৯] এই গৃহের আগের প্রতাপের চেয়ে এর পরের প্রতাপ অনেক বেশি হবে, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন; আর এই স্থানে আমি শান্তি নিয়ে আসব, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।

ভর্ৎসনা ও প্রতিজ্ঞা

[১০] দারিয়াবসের দ্বিতীয় বছরের নবম মাসের চতুর্বিংশ দিনে সদাপ্রভুর এই বাক্য ভাববাদী হগয়ের মধ্য দিয়ে উপস্থিত হল; [১১] বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, তুমি একবার পুরোহিতদেরকে ব্যবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা কর, [১২] বল, কেউ যদি তার পোশাকের ভাঁজে পবিত্র মাংস বহন করে, আর সেই অঞ্চলে রুটি বা সিদ্ধ সব্জি বা আংগুর-রস বা তেল বা অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করা হয়, তবে সেই দ্রব্য কি পবিত্র হবে? পুরোহিতেরা উত্তরে বললেন, না। [১৩] তখন হগয় বলিলেন, লাশের স্পর্শে অশুচি হওয়া কোন লোক যদি এর মধ্যে কোন দ্রব্য স্পর্শ করে, তবে তা কি অশুচি হবে? পুরোহিতেরা উত্তরে বললেন, তা

[২:৮] দেখুন ১ বংশা ২৯:২; [২:৯] দেখুন গীত ৮৫:৯; দেখুন যিশা ১১:১০; [২:৯] দেখুন ইষ্রা ৩:১২; দেখুন যিশা ৬০:৭; [২:৯] দেখুন লেবীয় ২৬:৬; দেখুন যিশা ৬০:১৭; [২:১০] দেখুন পদ ১; দেখুন হগয় ১:১৫; [২:১১] দেখুন লেবীয় ১০:১০ -১১; দ্বি:বি ১৭:৮-১১; ৩৩:৮; দেখুন যিরি ১৮:১৮; [২:১২] যিরি ১১:১৫; [২:১২] দেখুন আদি ৭:২; দেখুন লেবীয় ৬:২৭; মথি ২৩:১৯; [২:১৩] লেবীয় ২২:৪-৬; গণনা ১৯:১৩;

২:৮ রূপা ... সোনা। যা রাজা শলোমনের মন্দিরের জন্য দেওয়া হয়েছিল (১ বংশা ২৯:২, ৭ পদ দেখুন) এবং সরুব্বাবিল নির্মিত মন্দিরের জন্যও দেওয়া হয়েছিল (ইষ্রা ৬:৫ পদ)।

২:৯ পরের প্রতাপ অনেক বেশি হবে। কারণ সেখানে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট অবস্থান করবেন (পদ ৭ ও নোট দেখুন)। *এই গৃহের আগের প্রতাপ।* রাজা শলোমনের মন্দির। *এই স্থানে।* সম্ভবত যিরূশালেম নগরীর কথা বোঝানো হয়েছে (সফ ১:৪ পদ ও নোট দেখুন)। *আমি শান্তি নিয়ে আসব।* সম্ভবত এখানে পুরোহিতীয় আশীর্বচন উচ্চারণ করা হয়েছে (গণনা ৬:২৬ পদ ও নোট দেখুন)।

২:১০ দ্বিতীয় বছরের নবম মাসের চতুর্বিংশ দিন। ১৮ই ডিসেম্বর ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ– যখন শীতকালীন শস্য রোপণ করা হত।

২:১১ পুরোহিতদেরকে। তাদের সাথে আইন-কানুনের সূক্ষ্ম বিভিন্ন বিষয়ের অর্থ নিয়ে আলোচনা করা হত (দ্বি.বি. ৩১:১১; যিরমিয় ১৮:১৮; মালাখি ২:৭-৯ পদ ও নোট দেখুন)।

২:১২ পবিত্র মাংস। প্রাণীর দেহ থেকে যে মাংস উৎসর্গের জন্য আলাদা করে রাখা হত। *তবে সেই দ্রব্য কি পবিত্র হবে?* পবিত্রতার স্থানান্তরের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছে। পবিত্র করা মাংসের কারণে সেই পোশাক পবিত্র হয়ে যাবে, কারণ মাংসটি পোশাকের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছে (লেবীয় ৬:২৭ পদ দেখুন), কিন্তু পোশাকটি অন্য কোন তৃতীয় বস্তুকে পবিত্র করে তুলতে পারবে না।

২:১৩ তবে তা কি অশুচি হবে? পবিত্রতা যত না স্পর্শের মধ্য দিয়ে ছড়ায়, আইন-কানুন অনুসারে অশুচিতা তার চেয়ে আরও

অশুচি হবে। [১৪] তখন হগয় উত্তরে বললেন, সদাপ্রভু বলেন, আমার সম্মুখে এই বংশ তদ্রূপ ও এই জাতিও তদ্রূপ; তাদের হাতের সমস্ত কাজও তদ্রূপ; এবং ঐ স্থানে তারা যা উৎসর্গ করে তা অশুচি।

[১৫] এখন, বিনতি করি, আজকের আগে যত দিন সদাপ্রভুর মন্দিরে প্রস্তরের উপরে প্রস্তর স্থাপিত ছিল না, সেই সকল দিন নিয়ে আলোচনা কর। [১৬] সেই সকল দিনে তোমাদের মধ্যে কেউ বিশ কাঠা শস্যরাশির কাছে আসলে কেবল দশ কাঠা পেত এবং আঙ্গুরের কুণ্ড থেকে পঞ্চাশ পাত্র পরিমাণ আঙ্গুর-রস নিতে আসলে কেবল বিশ পাত্র পেত। [১৭] আমি শস্যের শোষ, ম্লানি ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা তোমাদের হাতের সমস্ত কাজে তোমাদেরকে আঘাত করতাম, তবুও তোমরা আমার প্রতি ফিরতে না, এই কথা সদাপ্রভু বলেন। [১৮] বিনতি করি,

---

[২:১৪] দেখুন যিশা ২৯:১৩; [২:১৪] দেখুন গীত ৫১:১৭; দেখুন যিশা ১:১৩; [২:১৫] দেখুন হগয় ১:৫; [২:১৫] দেখুন ইষ্রা ৩:১০; [২:১৫] ইষ্রা ৪:২৪; [২:১৬] দেখুন রূত ৩:৭; [২:১৬] দেখুন ইয়োব ২৪:১১; দেখুন যিশা ৫:২; [২:১৬] দেখুন দ্বি:বি ২৮:৩৮; দেখুন যিশা ৫:১০; দেখুন হগয় ১:৬; [২:১৭] হগয় ১:১১; [২:১৭] দেখুন দ্বি:বি ২৮:২২; [২:১৭] দেখুন যাত্রা ৯:১৮; গীত ৭৮:৪৮; [২:১৭] দেখুন যিশা ৯:১৩; দেখুন যিরি ৩:১০; [২:১৭] দেখুন আমোষ ৪:৬;

বেশি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। একজন অশুচি ব্যক্তি যা কিছুই স্পর্শ করুক না কেন তা অশুচি হয়ে যাবে (গণনা ১৯:১১-১৩, ২২ পদ দেখুন)।

২:১৪ এই বংশ। পদ ১:২ ও নোট দেখুন। তাদের হাতের সমস্ত কাজও তদ্রূপ। অর্থাৎ তাদের সমস্ত কাজই অশুচি হবে। যদিও তাদেরকে পবিত্র দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে, কিন্তু তাতে করেই তারা পবিত্র হয়ে যাবে না। তাদেরকে সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হতে হবে, বিশেষ করে মন্দির পুনর্নির্মাণের বিষয়ে। ১২-১৩ পদের নোট দেখুন।

২:১৫ প্রস্তরের উপরে প্রস্তর স্থাপিত ছিল না। ষষ্ঠ মাসের ২৪ তারিখের আগ পর্যন্ত (১:১৪-১৫ পদ দেখুন)।

২:১৬ শস্যরাশি। যিরমিয় ৫০:২৬ পদ দেখুন। *কেবল দশ কাঠা পেত ... কেবল বিশ পাত্র পেত।* লোকদের পাপের কারণে এই কম ফসল প্রাপ্তি (পদ ১:১১; যিশা ৫:১০ পদ ও নোট দেখুন)। *আঙ্গুরের কুণ্ড।* সাধারণত এটি দিয়ে বোঝানো হয় কোন সরু নলের মত বস্তু, যার মধ্য দিয়ে আঙ্গুর ঢুকিয়ে কোন বস্তু দিয়ে চাপ সৃষ্টি করা হত এবং এতে করে নলের অপর পাশ দিয়ে রস বের হয়ে আসত। পরবর্তীতে আরও অনেকবার ছাঁকার পরে এই রস অবশেষে বড় পাত্রে বা চামড়ার থলের মধ্যে রাখা হত।

২:১৭ শস্যের শোষ, ম্লানি। দ্বি.বি. ২৮:২২ পদে এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে মানুষের অবাধ্যতা (১ রাজা ৮:৩৭; আমোষ ৪:৯ পদ দেখুন)। শোষ রোগ সাধারণ পূর্বীয় গরম বাতাসের কারণে হত (আদি ৪১:৬ পদ ও নোট দেখুন)। *শিলাবৃষ্টি।* মিশরের সমস্ত ফসলের মাঠ ও গবাদিপশু বিনষ্ট করার জন্য শিলাবৃষ্টি পাঠানো হয়েছিল (যাত্রা ৯:২৫; গীত ৭৮:৪৭-৪৮ পদ দেখুন)। *তবুও তোমরা আমার প্রতি ফিরতে না।* দেখুন আমোষ ৪:৬, ৮-১১ পদ।

আজকের দিন থেকে এবং এর পরেও আলোচনা কর, নবম মাসের চব্বিশ দিনের দিন থেকে, সদাপ্রভুর মন্দিরের ভিত্তিমূল স্থাপনের দিন থেকে, আলোচনা কর। [১৯] গোলায় কি কিছু বীজ অবশিষ্ট আছে? আর আঙ্গুর, ডুমুর, ডালিম এবং জলপাইগাছও ফলে নি। কিন্তু আজ থেকে আমি আশীর্বাদ করবো।

সরুব্বাবিলের কাছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা

[২০] পরে মাসের চব্বিশ দিনের দিন সদাপ্রভুর এই বাক্য দ্বিতীয় বার হগয়ের নিকটে উপস্থিত হল; [২১] তুমি যিহূদার শাসনকর্তা সরুব্বাবিলকে এই কথা বল, আমি আকাশ ও পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলব; [২২] আর রাজাদের সিংহাসন উল্টে ফেলবো, জাতিদের সকল রাজ্যের পরাক্রম নষ্ট করবো, রথ ও তার আরোহীদেরকে উল্টে ফেলব এবং ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারেরা আপন আপন ভাইয়ের খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে। [২৩] বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, সেই দিন হে শল্টীয়েলের পুত্র, আমার দাস, সরুব্বাবিল, আমি তোমাকে

[২:১৮] দেখুন হগয় ১:৫; [২:১৮] দেখুন ইষ্রা ৩:১১; [২:১৯] দেখুন যাত্রা ২৮:৩৩; [২:১৯] দেখুন যোয়েল ১:১২; [২:১৯] দেখুন আদি ১২:২; দেখুন লেবীয় ২৫:২১; গীত ১২৮:১-৬; দেখুন যোয়েল ২:১৪; [২:২০] দেখুন ইষ্রা ৫:১; [২:২০] দেখুন পদ ১; দেখুন হগয় ১:১৫; [২:২১] দেখুন ইষ্রা ৫:২; [২:২১] দেখুন যিশা ১৪:১৬; যিহি ৩৮:১৯-২০; [২:২২] দেখুন আদি ১৯:২৫; দেখুন ইয়োব ২:১৩; [২:২২] দেখুন দানি ২:৪৪; [২:২২] দেখুন মীখা ৫:১০; [২:২২] দেখুন যাত্রা ১৫:২১; [২:২২] দেখুন বিচার ৭:২২; দেখুন যিহি ৩৮:২১; [২:২৩] যিশা ২:১১; ১০:২০; সখ ৪:১০; [২:২৩] দেখুন যিশা ২০:৩;

২:১৮ মন্দিরের ভিত্তিমূল স্থাপনের দিন থেকে। ৫৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যখন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল তখনও এই একই আশীর্বাদ লাভের প্রয়োজন ছিল (ইষ্রা ৩:১১ পদ দেখুন)। আবারও যেন ব্যর্থ না হয় সেজন্য সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে।

২:১৯ আঙ্গুর, ডুমুর, ডালিম এবং জলপাই গাছ। আঙ্গুর, ডুমুর ও ডালিম সাধারণত আগষ্ট থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এবং জলপাই সাধারণত সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে পাকতো। এই ফলগুলোও সাধারণ শস্যের মতই খুব কম ফলন দিয়েছিল (১:১১ পদ ও নোট দেখুন)। *আমি আশীর্বাদ করবো।* হগয়ের বার্তার প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়ার কারণে ভবিষ্যতের ফলবন্ততার বিষয়ে নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে। তুলনা করুন মালাখি ৩:১০ পদ।

২:২০ পদ ১০ ও নোট দেখুন।

২:২১ আকাশ ও পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলব। পদ ৬ ও নোট দেখুন।

২:২২ সিংহাসন উল্টে ফেলবো ... রথারোহীদেরকে উল্টে ফেলব। এই শব্দগুলোর জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দ দিয়ে সাধারণত সদোম ও ঘমোরার ঘটনা দৃষ্টান্ত হিসেবে বলার জন্য ব্যবহার করা হয় (দেখুন আদি ১৯:২৫; আমোষ ৪:১১ পদ দেখুন)। *রথ ও রথারোহী ... ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারেরা।* তুলনা করুন লোহিত সাগরে মিশরীয় ফরৌণের সৈন্য বাহিনীর বিনাশ (যাত্রা ১৫:১, ৪, ৯, ২১ পদ দেখুন)। *আপন আপন ভাইয়ের খড়্গে।* মিদিয়নীয় সৈন্যবাহিনী (বিচার ৭:২২ পদ ও নোট দেখুন), গোগ (যিহি ৩৮:২১ পদ ও নোট দেখুন) এবং শেষ কালে যিরূশালেমের বিপক্ষে যে সমস্ত জাতি লড়াই করবে (সখ ১৪:১৩)।

২:২৩ সেই দিন। অর্থাৎ সদাপ্রভুর দিন (দেখুন যিশা ২:১১, ১৭, ২০; ১০:২০,

গ্রহণ করবো, এই কথা সদাপ্রভু বলেন; আমি তোমাকে সীলমোর করার আংটির মত রাখব; কেননা আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।

দেখুন দানি ৯:২৪-২৬; [২:২৩] মথি ১:১২; [২:২৩] দেখুন আদি ৩৮:১৮; দেখুন যাত্রা ২৮:৯; ২করি ১:২২।

২৭; যোয়েল ১:১৫; সখ ২:১১ পদ ও নোট)। *আমার দাস।* সাধারণত এই সম্বোধনটি ভাববাদীদের ক্ষেত্রে (যিশা ২০:৩ পদের নোট দেখুন), রাজনৈতিক নেতৃবর্গ তথা রাজা বা শাসক (যিশা ২২:২০) এবং খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে (যিশা ৪১:৮-৯; ৪২:১ পদ ও নোট দেখুন)। *সীলমোহর করার অঙ্গুরীয়স্বরূপ।* এক ধরনের সীলমোহর যা স্বাক্ষর হিসেবে ব্যবহার করা হত (ইষ্টের ৮:৮ পদ দেখুন) এবং একজন ব্যক্তি তার সীলমোহর করার এই আংটি সাধারণত আঙ্গুলে পরে থাকত (ইষ্টের ৩:১০ পদ দেখুন)। অন্যান্য সীলমোহরের মতই (আদি ৩৮:১৮ পদ ও নোট দেখুন) এটি নিয়ে পূর্ণ মূল্য প্রদানের অঙ্গীকার নামা স্বাক্ষর করা যেত। এখানে এর উল্লেখ থাকার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে, যিরমিয় ২২:২৪ পদে রাজা যিহোয়াখীনের উপরে যে অভিশাপ আরোপ করা হয়েছিল তা তুলে নেওয়া হয়েছে (বিচার ১৭:২ পদ ও নোট দেখুন)। সরুব্বাবিল সে কারণে নিশ্চয়ই এ বিষয়ে নিশ্চয়তা লাভ করেছিলেন যে, মন্দিরের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হয়েছে (পদ ৬-৭, ৯; সখ ৪:৬-৭ পদ ও নোট দেখুন)। *তোমাকে মনোনীত করেছি।* দেখুন যিশা ৪১:৮-৯; ৪২:১ পদ ও নোট।

হগয় ২ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

মন্দির পুনঃনির্মাণে এগিয়ে আসা লোকদের উৎসাহ দেয়ার জন্য তিন বার ভাববাদী হগয়ের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের উৎসাহব্যঞ্জক বাক্যের উপস্থাপন দেখতে পাই। আর ধারাবাহিকভাবে তিন বারে উপস্থাপিত ঈশ্বরের এই বার্তাগুলোর প্রথমটিতে, তিনি বলেন যে, তারা ঈশ্বরের যে মন্দির এখন নির্মাণ করছে, সেটির গৌরবময় আত্মিক দিক থাকতে হবে যেন তা রাজা শলোমনের নির্মিত মন্দিরের বাহ্যিক গৌরবকে ছাড়িয়ে যায় কারণ সেখান থেকে তিনি খ্রীষ্টের আগমনকে লক্ষ্য করেছেন (হগয় ২:১-৯)।

দ্বিতীয় অনুপ্রেরণামূলক বার্তায় তিনি তাদেরকে নিশ্চিত করেন যে, যদিও মন্দির পুনঃনির্মাণ কাজে দেড়ি করায় তাদের পাপ তাদের জীবনের সব ধরণের সমৃদ্ধির অগ্রগতিকে প্রতিহত করেছিল, কিন্তু এখন তারা খুব আন্তরিকতা সহকারে সেই কাজে নিয়োজিত রয়েছে বলে ঈশ্বর তাদেরকে আশীর্বাদ ও সফলতা দান করবেন (হগয় ২: ১০-১৯)।

তৃতীয় বার্তাটির দ্বারা তিনি সরুবাব্বিলকে আশ্বস্ত করেন যে, মন্দির পুনঃনির্মাণকে কেন্দ্র করে

তাঁর ধর্মীয় উদ্দীপনা ও কর্মকান্ডের উপহার হিসেবে তিনি ঈশ্বরের কাছে বিশেষ আশীর্বাদের পাত্র হয়ে উঠবেন এবং তিনি হবেন অধ্যক্ষ মশীহের বংশধর, যাঁর রাজ্য পৃথিবীর সব বিরোধী শক্তিগুলোর ধ্বংসস্তুপের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে (হগয় ২:২০-২৩)।

সার-সংক্ষেপঃ

সদাপ্রভু উদ্বিগ্ন রয়েছেন কারণ বর্তমান মন্দিরের যে অবস্থা, তা রাজা শলোমনের নির্মিত মন্দিরের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম হৃদয়গ্রাহী। তাই ঈশ্বর মন্দির পুনঃনির্মাণের জন্য ভাববাদী হগয়ের মাধ্যমে সবাইকে সাহস করার জন্য আহ্বান জানান। তিনি ভাববাদীকে দিয়ে পুরোহিতদের কাছে প্রশ্ন তোলেন– পোশাকের ভাঁজে রাখা পবিত্র মাংসের স্পর্শে কোন খাবার কি অনুরূপভাবে পবিত্র হয়ে উঠবে? তারা উত্তর দেন– 'না'। আবার তিনি ঈশ্বরের পক্ষ হয়ে তাদের কাছে আবারও জানতে চান, মৃতদেহের স্পর্শে অশুচি কোন লোক যদি কোন খাবারকে স্পর্শ করে, তবে কি সেটি অশুচি হয়ে উঠবে? তারা উত্তর দেন– 'হ্যাঁ'। কারণ পবিত্রতা সংক্রামক বিষয় নয়, তবে অশুচিতা সংক্রামক। আর একইভাবে, ইস্রায়েলের পবিত্র ভূমিতে বসবাস করে উৎসর্গের মধ্য দিয়ে কেউ পবিত্র হয়ে ওঠে না, যত দিন পর্যন্ত তারা সদাপ্রভুকে অবহেলা করে নিজেদেরকে অশুচি রাখে। সম্প্রতি লক্ষ্যণীয় অনাবৃষ্টি ঈশ্বরের মন্দির পুনঃনির্মাণে লোকদের অস্বীকারের একটি পরিণতি। তবে ঈশ্বর তাদের হৃদয়ের পরিবর্তনকে দেখতে পান এবং তাদেরকে আশীর্বাদের ফসল উপহার দেয়ার কথা প্রতিজ্ঞা করেন। সদাপ্রভু ভাববাদী হগয়ের মাধ্যমে সরুবাব্বিলের সাথে কথা বলে জানিয়ে দেন– সব অযিহূদী জাতিরা পরাজিত হবে এবং সরুবাব্বিল হয়ে উঠবেন সদাপ্রভুর সীলমোহর করা আংটির মত একটি বিষয়।

হগয় ২ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. হগয় দ্বিতীয়বার বার্তা ঘোষণার সময় কি বলেছিলেন? (হগয় ২:১-২)
২. ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে সাহায্য করার জন্য কি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন? (হগয় ২:৩-৫)
৩. মন্দির পুনঃনির্মাণের ক্ষেত্রে ঈশ্বর কোন্ বিষয় নিশ্চিতকরণের কথা বলেছিলেন? (হগয় ২:৬-৯)
৪. ভাববাদী হগয়ের তৃতীয় বার্তাকে কিভাবে তুলে ধরা হয়েছে? (হগয় ২:১০)
৫. মন্দির পুনঃনির্মাণে লোকদের অবহেলা করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে হেয়জ্ঞান করার পরিণতির শাস্তি এবং তাদের বাধ্যতার জন্য তাঁর ভবিষ্যৎ আশীর্বাদের মাঝে কি পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে? (হগয় ২:১১-১৯)
৬. কিভাবে ভাববাদী হগয় তাঁর সর্বশেষ বার্তাটি তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন? (হগয় ২:২০)
৭. যিহূদার শাসনকর্তা সরুবাব্বিলকে বলার জন্য ঈশ্বর ভাববাদী হগয়কে কি আদেশ করেছেন? (হগয় ২:২১-২২)
৮. ঈশ্বর কি চূড়ান্ত প্রতিজ্ঞা করেছেন? (হগয় ২:২৩)

অধ্যয়নের গভীরতায়
সখরিয় ভাববাদীর পুস্তক

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

ভাববাদী সখরিয় ছিলেন একজন পুরোহিত। তিনি ছিলেন বেরিখিয়ের পুত্র এবং ইদ্দোর নাতি। তিনি ছিলেন বিখ্যাত পুরোহিত বংশের সদস্য, যারা ৫৩৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সরুব্বাবিলের সঙ্গে বাবিল থেকে ফিরে এসেছিলেন (নহিমিয় ১২:৪)। হগয়ের ভবিষ্যদ্বাণী বলার কাজ শুরু করার অল্পকাল পরেই ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সখরিয় তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী বলার কাজ শুরু করেন এবং হগয় ও সখরিয় ১-৮ অধ্যায়ের মধ্যে অনেক বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। উভয়ে তাদের ভবিষ্যদ্বাণীর সময়ের জন্য একই ধারা অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং মন্দিরের পুনর্নির্মাণের আবশ্যকতা সম্পর্কে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরা একত্রে এই আশ্বাস প্রদান করেন যে, ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে তাদের বিশ্বস্ততার জন্য আশীর্বাদ করবেন। সখরিয় ৯-১৪ অধ্যায় ভিন্ন পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে এবং পূর্বের অধ্যায়ের বিষয়বস্তু থেকেও ভিন্ন এবং পরবর্তী মালাখি পুস্তকের সঙ্গে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এই কারণে কিছু সংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তি দাবী করেছেন যে, এই পুস্তক ভিন্ন সময়ে ভিন্ন লেখক কর্তৃক লিখিত হয়েছে। কিন্তু এই পুস্তকে যে সকল প্রমাণ ও সাক্ষ্য রয়েছে তাতে সুদৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, স্বয়ং সখরিয় এই সব অধ্যায় লিখেছেন, বিশেষ করে শেষের অধ্যায়গুলো। সম্ভবত এই পুস্তকটি লেখা হয় খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে, যখন ঈশ্বরের লোকদের সমাজের মধ্যে ভিন্ন অবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছিল।

বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য এবং উপলক্ষ্য

কোরসের (৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) রাজত্বের সময়ে বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার পর প্রায় ২০ বছর অতিবাহিত হলে পর ঈশ্বরের অনুগ্রহে একগুঁয়ে লোকদের হতাশায় তাদের সেই আগেকার গভীর আগ্রহ স্থান করে নিয়েছিল। ৫৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্রথম পর্যায়ে বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার পরেই মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বাধার ফলে মন্দিরের পুনর্নির্মাণের কাজ আর এগিয়ে পেতে পারে নি। যদিও পারস্যের বৈদেশিক নীতি স্থানীয় ঐতিহ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল, পূর্ববর্তী শাসকদের আচরণ ছিল বৈষম্যমূলক, বাবিলীয়দের (৫৩৮ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের পূর্ববর্তী) জীবন যিহূদার অঞ্চলগুলোতে খুব কষ্টকর ছিল (এই সময়টিকে প্রায়ই ইয়েহুদ নামে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ সময় জনগণের উপরে আরোপিত করের পরিমাণ ছিল খুব বেশি। বিশেষ করে পারস্যের রাজার মত দারিয়াবস হাইসটাসপেস মিশরের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিয়েছিল। এখানে ঘটনার অবস্থার পরিবর্তনের সামান্যতম প্রমাণ রয়েছে, যা পূর্ববর্তী ভাববাদীরা পূর্ব থেকে অনুমান করতে পেরেছিলেন, হয় বাহ্যিকভাবে যিহূদী

সার্বভৌম রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অথবা তাঁর লোকদের আভ্যন্তরীণ নৈতিক সংস্কার সাধন। বিশেষত যিরূশালেম শহর ঐ সময় আংশিকভাবে পুনর্নির্মিত হয়েছিল এবং পৃথিবীর কাছে গুরুত্ব কিছুটা হারিয়েছিল। এই অবস্থায় লোকদের এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়েছিল যে, "তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দিন" (৪:১০) যার মধ্যে ঈশ্বর তাঁর লোকদের কাছ থেকে অনুপস্থিত ছিলেন, সে সময় তারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে না কি নিজেদের মত করে জীবন যাপন করবে। সখরিয় এই রকম হতাশা তাঁর শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দেবার মধ্য দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, যদিও গুপ্ত রয়েছে, তথাপি ঈশ্বরের দূত সব কিছু অবলোকন করছেন এবং যখন উপযুক্ত সময় হবে তখন তিনি পৃথিবীকে পুনরায় কাজ করার জন্য আদেশ দেবেন (১:৮-১১)। তাদের পূর্বপুরুষেরা এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিল যে, ঈশ্বরের লোকেরা যদি তাঁর ভাববাদীদের কথায় মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের বিচার করার ক্ষেত্রে ঈশ্বর অবশ্যই বিশ্বস্ত থাকবেন (১:৪-৬)। যদি লোকেরা ভাববাদীদের কথায় মনোযোগ দেয় এবং সদাপ্রভুর কাছে ফিরে আসে তাহলে সদাপ্রভুও যে তাদের দিকে ফিরে আসবেন তা তারা উপলব্ধি করেছিল। যারা তাঁর দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের উপর আরও দুর্দশা নিয়ে আসে তিনি তাদের উপর দুর্দশা নিয়ে আসবেন এবং তিনি যিরূশালেমকে পুনরায় পৃথিবীর কেন্দ্র করে তুলবেন। তিনি যিরূশালেম নগরীকে সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য বিশেষ তীর্থ স্থান করে তুলবেন (১:১৪-১৭)। মন্দির পুনর্নির্মিত হওয়ার পর পুরোহিতেরা ঈশ্বরের লোকদের প্রতি তাঁর কৃত অঙ্গীকার স্বরূপ মন্দিরের পরিচর্যা কাজ করবেন। দেশ থেকে তাদের সমস্ত পাপ সম্পূর্ণরূপে দূর করার মাধ্যমে তাঁর কৃত অঙ্গীকারের বাস্তবতা প্রকাশ পাবে (৩:৮-১০)। রাজা দায়ূদের বংশধর যখন আসবেন তখন এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে (৩:৮)। সদাপ্রভু পুনর্বার তাদের মধ্যে বাস করার কারণে দেশের সকল অধিবাসীদের জন্য বয়ে আসবে শান্তি, একতা এবং সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি।

সখরিয়ের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে দেখা যায় যে, রাজা দায়ূদের বংশের এই রাজার আগমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিহীন হবে না। একজন নতুন রাজা যিরূশালেমে আসবেন। তিনি আগের রাজাদের মত হবেন না, কিন্তু তিনি হবেন ধার্মিক এবং নম্র, যিনি পরিত্রাণ আনয়ন করবেন (৯:৯-১১)। যে সমস্ত মেষপালক মেষপালের ক্ষতি সাধন করে আর নিজেদের লালন পালন ও তুষ্ট করে তাদের সঙ্গে সেই সমস্ত মেষপালকদের বৈপরীত্য রয়েছে। মেষপালকেরা মেষ পালের তত্ত্বাবধান করে এবং তাদের জন্য সব কিছু বন্দোবস্ত করে (৯:১৬)। তিনি তাদের সমস্ত অশুচিতা ধুয়ে দেবেন (১৩:১)। তথাপি মেষপাল তাদের এই উত্তম মেষপালককে অগ্রাহ্য করবে এবং সদাপ্রভুর নিজের খড়্গ তাদের বিরুদ্ধে উঠবে (১১:৪-১৬; ১৩:৭)। পালের মেষেরা ছড়িয়ে পড়বে এবং পরীক্ষা ও প্রলোভনের সময় তারা তাদের অত্যাচারীদের কাছ থেকে চলে যাবে। কিন্তু এর পরেও ঈশ্বর তাঁর মেষ পালকে উদ্ধার করবেন এবং তাঁর নিজ নগরীকে অবমুক্ত করবেন। চূড়ান্ত শাস্তি সব জাতির উপরে নেমে আসবে, যা ঈশ্বরের লোকদের আঘাত করবে এবং চূড়ান্ত ফলাফল হবে যিরূশালেমের পরিপূর্ণ পবিত্রতা। ঈশ্বরের মনোনীত নগর হিসেবে যিরূশালেম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, যে নগরে সমস্ত জাতিগণ তীর্থযাত্রা করে আসবে

(অধ্যায় ১৪)।

সখরিয় পুস্তকটি নতুন নিয়মের উদ্ধৃতির জন্য একটি বড় ভাণ্ডার। এর লেখক খ্রীষ্টের আগমন সম্পর্কে বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী এতে সন্নিবেশিত করেছেন। সুস্পষ্ট উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় সখরিয় ৮:১৬ (ইফি ৪:২৫ পদে), সখরিয় ৯:৯ (মথি ২১:৫ পদে ও যোহন ১২:১৫ পদে), সখরিয় ১১:১২-১৩ (মথি ২৭:৯-১০ পদে), সখরিয় ১২:১০ (যোহন ১৯:৩৭ পদে), সখরিয় ১৩:৭ (মথি ২৬:৩১ পদে ও মার্ক ১৪:২৭ পদে)। তাছাড়াও পরোক্ষভাবে অনেক উল্লেখ রয়েছে যা সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করা খুব কঠিন। তথাপি একটি সামগ্রিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী সখরিয় পুস্তকের ৫৪টি অংশ থেকে নতুন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৬৭ বার উদ্ধৃতি দেখতে পাওয়া যায়। এই পুস্তকের সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃতি দেখা যায় প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে।

প্রধান বিষয়বস্তুসমূহ

- মন পরিবর্তন করার এবং সদাপ্রভুর কাছে ফিরে আসার আবশ্যকতা (১:১-৬)।
- সদাপ্রভুর সেবা করার জন্য আন্তরিকতার আবশ্যকতা (৭ অধ্যায়)।
- তাঁর লোকদের অবস্থার জন্য ঈশ্বরের উদ্বিগ্নতা এবং তত্ত্বাবধান (১:৮-১৭; ৪:১৪)।
- যিরূশালেমের ভবিষ্যৎ প্রসার এবং আশীর্বাদ (২:৪,১২; ৮:১-৮; ১৪:১৬)।
- সম্পূর্ণভাবে এবং স্থায়ীভাবে লোকদের পাপের অপসারণ (৩ অধ্যায়; ৫ অধ্যায়)।
- দেশ থেকে ভণ্ড ভাববাদী এবং পৌত্তলিকতা দূর করা (১৩:২-৬)।
- ঈশ্বরের আশীর্বাদের উৎস স্বরূপ মন্দিরকে কেন্দ্রবিন্দু করা (৪ অধ্যায়)।
- জাতিগণের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ নেমে আসবে, বিশেষ করে যারা যিহূদা ও যিরূশালেমকে ছিন্নভিন্ন করেছিল (১:১৮-২১; ১৪:৩-৫)।
- ইস্রায়েলের শত্রুদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে ঈশ্বরের যোদ্ধার আগমন (৯:১-৮)।
- তরুশাখার আগমন: দায়ূদের বংশের একজন রাজা, যিনি তাঁর লোকদেরকে উদ্ধার করবেন, তাদের পাপ ধৌত করবেন এবং শান্তি স্থাপন করবেন (৩:৮; ৬:৯-১৫; ৯:৯-১০)।
- ঈশ্বরের আত্মা সেচিত হবে, মানুষ অনুতপ্ত হবে এবং পাপ ও অশুচিতা ধোয়ার জন্য একটি ফোয়ারা খোলা হবে (১২:১০–১৩:১)।
- ঈশ্বর লোকদের অযোগ্য মেষপালকদের শাস্তি দেবেন এবং তাদের স্থানে আসবেন একজন উত্তম মেষপালক (১১:১-১৭)।
- উত্তম মেষপালককে আঘাত করা হবে এবং মেষপাল চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে (১৩:৭-৯)।
- সমস্ত জাতির উপর ঈশ্বরের শেষ তূরী ধ্বনি বাজবে (১৪ অধ্যায়)।

পরিত্রাণের ইতিহাসের সার-সংক্ষেপ

বন্দীদশার ভয়াবহ অবস্থার পর ঈশ্বর তাঁর মূল্যবান সন্তান হিসেবে যিহূদার মানুষের প্রতি তাঁর প্রতিজ্ঞার নবায়ন করলেন। তারা আরও অনেক বেশি কষ্ট ভোগ করবে, কিন্তু শেষে অত্যাচারী অযিহূদীদের তিনি শাস্তি দেবেন এবং যিহূদা থেকে খ্রীষ্ট জন্ম

নেবেন। এই খ্রীষ্ট সারা পৃথিবীর উপরে রাজত্ব করবেন এবং সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য চালিত করবেন।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

সখরিয় পুস্তকের ধরন হল ভবিষ্যত বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী। যদিও পুস্তকে অর্ধাংশ কিছু বিচারের গতানুগতিক দৈববাণী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কিন্তু প্রথমার্ধের উপস্থাপিত মাধ্যম হল দর্শন, যা ঈশ্বর কী করবেন সেই পরি-কল্পনা প্রতীকী রূপে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পুস্তকের এই অংশ নতুন নিয়মের সঙ্গে অনেক বেশি তুলনীয় হওয়া আবশ্যক। উপমা এবং প্রতীক প্রথমে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে কল্পনা শক্তি সক্রিয় হয় এবং অনুসন্ধানের দ্বারা ঐ সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতীক সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। পরিত্রাণের দর্শন এবং দৈববাণী দণ্ডের উপমার উপরে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। সখরিয় ১-৬ অধ্যায়ে দোভাষী স্বর্গদূত দলের হৃদয়গ্রাহী পরলৌকিক দর্শনের মাধ্যমে পরবর্তী প্রত্যাদেশ মূলক সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রদূত গঠিত হয়েছে।

অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত পুস্তকের মত সখরিয় পুস্তক হল স্বতন্ত্র সংগ্রহের সমষ্টি। এর ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নের চিত্রের আকার ও গঠন মিল রেখেছে যা পরস্পর দ্রুত ও আংশিক অসংলগ্নভাবে অনুগমন করেছে। এতে ঘটনার ধারাবাহিকতা খুব কমই দৃশ্যমান হয়েছে। নয়টি দর্শন উন্মুক্ত এই পুস্তককে দৃশ্যমান ঘটনার সমারোহে ধারাবাহিকভাবে সংগঠিত করেছে। দৈববাণীগুলো পুস্তকের দ্বিতীয় অংশে যুক্ত হয়ে এই দুই আয়োজনকে সমানভাবে দৃশ্যমান করে তুলেছে। অবশ্য এই বিষয়গুলো তাঁর লোকদের প্রতি ঈশ্বরের দয়া ও অনুগ্রহের প্রসঙ্গ দ্বারা একীভূত হয়েছে।

সখরিয় পুস্তকের সমসাময়িক মধ্যপ্রাচ্য

৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

বাবিল থেকে ফিরে আসার অল্প কিছু দিন পরেই সখরিয় যিহূদার লোকদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কয়েক বছর পূর্বে ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মহান কোরস যখন পারস্য ও মিদিয় সাম্রাজ্য তাঁর শাসনের অধীনে এনেছিলেন, তখন তিনি অধিকৃত বাবিল এবং তার সমস্ত রাজ্য তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এর এক বছর পর তিনি যিহূদার লোকদেরকে তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে আসার এবং উপাসনা গৃহ পুনর্নির্মাণ করার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি এবং তাঁর পুত্র ক্যামবিসেস মিশর এবং লূদিয়া থেকে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করে পারস্যের সাম্রাজ্য বর্ধিত করার কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন।

সখরিয় পুস্তকের সমসাময়িক পলেষ্টীয় দেশ

৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

সখরিয় সমসাময়িক ইস্রায়েল এবং যিহূদা দেশের সীমানা, যা পরবর্তীকালে প্যালেষ্টাইন নাম ধারণ করে। পারস্যের অধীনে এসে এটি একটি ছোট্ট প্রদেশে পরিণত হয়, যেখানে যিহূদার বন্দীদশায় নীত লোকেরা বাবিল থেকে ফিরে এসে বসবাস করেছিল। পরবর্তীতে এই স্থানের নামকরণ করা হয় যিহূদিয়া এবং এটি যিহূদা রাজ্যের এক সময়কার অধিভুক্ত অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র অংশ বেষ্টন করে রেখেছিল। ইদোমীয়রা তাদের ঐতিহ্যগত মাতৃভূমি, মোয়াবের ঠিক দক্ষিণে বর্তমানের যিহূদিয়া অঞ্চলের মধ্য থেকে উত্তর পশ্চিম দিকে এসে বসবাস করতে শুরু করে এবং বর্তমানে এই দেশটির নাম হল ইদোমিয়া। এক সময় ইস্রায়েলের উত্তর রাজ্যের অধিভুক্ত রাজ্যটি পরবর্তীতে বিভিন্ন ছোট

রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়, এর মধ্যে শমরিয়াও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রধান পদঃ "সিয়োন-কন্যা অতিশয় উল্লাস কর; হে যিরূশালেম-কন্যা, জয়ধ্বনি কর। দেখ, তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন; তিনি ধর্মময় ও তাঁর কাছে উদ্ধার আছে, তিনি নম্র ও গাধার উপর উপবিষ্ট, গাধার বাচ্চার উপর উপবিষ্ট। আর আমি ইফ্রয়িম থেকে রথ ও যিরূশালেম থেকে ঘোড়া মুছে ফেলব, আর যুদ্ধ-ধনু উচ্ছিন্ন হবে; এবং তিনি জাতিদের কাছে শান্তির কথা বলবেন; আর তাঁর কর্তৃত্ব এক সমুদ্র থেকে অপর সমুদ্র পর্যন্ত ও নদী থেকে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত হবে" (৯:৯, ১০)।

প্রধান প্রধান লোকঃ সরুব্বাবিল, যিহোশূয়

প্রধান প্রধান স্থানঃ যিরূশালেম

পুস্তকটির রূপরেখাঃ

১) মন পরিবর্তন করবার জন্য উপদেশ (১:১-৬ পদ)

২) আটটি দর্শন (১:৭–৬:৮ পদ)

৩) মহাপুরোহিত হিসাবে যিহোশূয়কে মুকুট পরিয়ে দেওয়া (৬:৯-১৫ পদ)

৪) উপবাস চালিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে বৈথেলের যিহূদীদের প্রশ্ন (৭ ও ৮ অধ্যায়)

৫) প্রভু খ্রীষ্টের প্রথম আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী (৯–১১ অধ্যায়)

৬) প্রভু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী (১২–১৪ অধ্যায়)

ভাববাদী সখরিয় পুস্তকের চার্ট ১

সখরিয় প্রায় ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বন্দিত্ব থেকে ফেরার পর যিহূদাতে ভাববাদী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

সেই সময়কার অবস্থা	মন্দির পুনঃনির্মাণের জন্য যিহূদীরা নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছিল। কিন্তু মন্দিরের কাজ থেমে গিয়েছিল এবং লোকেরা ঈশ্বরের কাজ না করে এড়িয়ে চলছিল।
মূল বার্তা	ভাববাদী হগয়ের মত ভাববাদী সখরিয়ের মন্দির পুনঃনির্মাণের জন্য লোকদের উৎসাহ দিয়েছিল। তাঁর দর্শন লোকদেরকে আশা যুগিয়েছিল। তিনি লোকদের বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে একদিন এক রাজা অনন্ত সাম্রাজ্য স্থাপন করবেন।
বার্তার গুরুত্ব	অনুৎসাহ এবং হতাশার সময়েও ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনার ছক করেন। ঈশ্বর আমাদের নিরাপত্তা দেন এবং পরিচালনা করেন; আমাদের অবশ্যই তাঁকে বিশ্বাস এবং অনুসরণ করতে হবে।
সমসাময়িক ভাববাদীগণ	হগয় (প্রায় ৫২০ খ্রীষ্টপূর্ব)

অধ্যায় ভিত্তিক ভাববাদী সখরিয়ের পুস্তক					
মূল বিষয়	**সংশোধন**			**নির্দেশনা**	
পুস্তকটির অধ্যায় ভিত্তিক অংশ	ঘোড়া ও শিংয়ের দর্শন ১ - ২	গুটানো পুস্তক ও রথের দর্শন ৩ - ৬	উপবাস রাখা, অথবা না রাখা ৭ - ৮	ইস্রায়েলের রাজা ও রাখাল ৯ - ১১	ইস্রায়েলের আসন্ন সান্ত্বনা ১২ - ১৪
বিষয়বস্তু সমূহ	আটটি দর্শন		চারটি ধর্মীয় বক্তব্য		দুইটি মুখ্য বিষয়
	বর্তমান সমস্যা			ভবিষ্যৎ বিষয়ক প্রতিজ্ঞা	
স্থান	যিরূশালেম				
সময়কাল	মন্দির পুনঃনির্মাণের সময় (খ্রীষ্টপূর্ব ৫১৮ - ৫২০ সাল)				
লেখক	ভাববাদী সখরিয়				

সখরিয় ভাববাদীর দর্শনগুলো		
আটটি রাত্রীকালীন দর্শন	**চারটি বার্তা**	**দুইটি ভাববাণী**
⇒ এক দল ঘোড়ার ঘুরে বেড়ানো ⇒ ৪টা শিং ও ৪ জন মিস্ত্রী ⇒ পরিমাপকারী ⇒ তার মাপার দড়ি যিহোশূয়কে নতুন পোশাক পরানো ⇒ প্রদীপ ও জলপাই গাছ ⇒ উড়ন্ত গুটানো পুস্তক ⇒ স্ত্রীলোক ও ঐফা ⇒ রথের ঘুরে বেড়ানো	♦ তিরস্কার ♦ মনে করিয়ে দেয়া ♦ পুনরুদ্ধার ♦ ফিরে আসা	♦ জাতিদের বিরুদ্ধে বিবৃতি ♦ ইস্রায়েলের পক্ষে বিবৃতি
রহস্য উন্মোচনমূলক	নৈতিকতা বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী	ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কথন
সখরিয় অধ্যায়: ১-৬	সখরিয় অধ্যায়: ৭-৮	সখরিয় অধ্যায়: ৯-১৪

সখরিয় ভাববাদী পুস্তকের সার্বিক চিত্র

মন পরিবর্তনের আহ্বান	উৎসাহমূলক ও অনুপ্রেরণামূলক দর্শন	প্রশ্ন	উৎসাহ ও প্রত্যাশা
	♦ ঘোড়া ও অশ্বারোহী ♦ শিং ও মিস্ত্রী ♦ জরিপকারী ও মাপের দড়ি ♦ যিহোশূয় (মহাপুরোহিত) ও শয়তান ♦ প্রদীপ ও জলপাই গাছ ♦ স্ত্রীলোক ও ঝুড়ি ♦ রথ ও বিচার ♦ সাতটি প্রদীপ ♦ উড়ন্ত গুটানো বই	♦ উপবাস ♦ ব্যর্থতা ♦ সিয়োনের ভবিষ্যৎ	**ভবিষ্যদ্বাণী** **প্রথম "ভাববাণী":** ♦ মশীহের প্রত্যাখান ♦ ইস্রায়েলের সুরক্ষা ♦ ভন্ড ভাববাদীদের প্রতারণা **দ্বিতীয় "ভাববাণী":** ♦ ইস্রায়েলের চূড়ান্ত বিজয় ♦ মশীহের সর্বশেষ বিজয়
অধ্যায় ১:১-৬	অধ্যায়: ১:৭-৬:১৫	অধ্যায়: ৭-৮	অধ্যায়: ৯-১৪
সময়কাল	মন্দির নির্মাণের সময়		মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়া
উদ্দেশ্য	নিজেদের ফসল বিফল ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও যারা নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ছিল, তারা যেন তাদের কাজ চালিয়ে যান, সেজন্যে তাদেরকে প্রেরণা যোগান হয়েছে। তিরস্কার কিংবা অভিযোগের পরিবর্তে ভাববাদী সখরিয় লোকদেরকে কাজ করতে উৎসাহিত করেছিলেন।		একটি উত্তম দিন, আরও একটি গৌরবময় দিনের কথা বলে মন্দির নির্মাণে যারা কাজ করছিল, তাদেরকে আশা যোগানো হয়েছিল। এক্ষেত্রে মশীহ বিষয়ে অনেক প্রাণবন্ত দৃশ্যাবলীকে যোগ করা হয়েছে। তাঁকে তুলে ধরা হয়েছে এভাবে যে, তিনি আসছেন, প্রত্যাখিত হচ্ছেন, ফিরে যাচ্ছেন ও জয় করছেন।
বিষয়বস্তু	মন্দির নির্মাণ কর, তোমাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ কর।		
মূল পদগুলো	সখরিয় ৪:৬; ৮:৩; ৯:৯-১০		
সখরিয়ের পুস্তকে খ্রীষ্ট	খ্রীষ্ট বিষয়ক লেখনীর বিষয়ে সখরিয় ছিলেন দ্বিতীয়– কারণ এক্ষেত্রে ভাববাদী যিশাইয়ের পর তাঁর স্থান ছিল। খ্রীষ্ট বিষয়ক সখরিয়ের স্বচ্ছ উদ্ধৃতিগুলোর মধ্যে রয়েছে: সদাপ্রভুর স্বর্গদূত (সখরিয় ৩:১-২); পল্লব (সখরিয় ৬:১২-১৩); রাজা -পুরোহিত (সখরিয় ৬:১৩); কোণের পাথর, তাঁবুর গোঁজ, যুদ্ধের ধনুক (সখরিয় ১০:৪); এক জন উত্তম রাখাল, যাঁকে ত্রিশটি রূপার টুকরোর বিনিময়ে মেষপাল দেখাশোনার কাজে লাগানো হয়েছিল (সখরিয় ১১:৪-১৩); যাঁকে বিদ্ধ করা হয়েছিল (সখরিয় ১২:১০) এবং যে বিচারক ও রাজা আসছেন (সখরিয় ১৪ অধ্যায়)।		

নতুন নিয়মে সখরিয় থেকে উদ্ধৃতি ও পরোক্ষ উল্লেখ				
	মথি	মার্ক	লূক	যোহন
সখরিয় ৯:৯	২১:৫	১১:১-১০	১৯:২৯-৪০	১২:১৫
সখরিয় ৯:১১	২৬:২৮	১৪:২৪		
সখরিয় ১১:১২-১৩	২৭:৯-১০			
	২৬:১৫			
সখরিয় ১২:৩			২১:২৪	
সখরিয় ১২: ১০-১৪	২৪:৩০		২৩:২৭	১৯:৩৭
সখরিয় ১৩:১; ১৪:৮				১৯:৩৪
সখরিয় ১৩:৭-৯	২৬:৩১-৩২	১৪:২৭-২৮		১৬:৩২-৩৩
	২৬:৫৬			১০:১১,১৫,১৭
সখরিয় ১৪:৩-৫, ৯	২৫:৩১	১১:২৩		
	২৬:৩০	১৩:১-১৩		
	২৭:১-৩	১৪:২৫		
সখরিয় ১৪:৭	২৪:৩৬			
সখরিয় ১৪:২১	২১:১২-১৩	১১:১৫-১৭		২:১৬

ভাববাদী সখরিয়ের বিষয়ে মজার তথ্যাবলী

সখরিয় নামের অর্থ: "সদাপ্রভু মনে করেন" অথবা "যিহোবা মনে করেছেন"
লেখক: সখরিয়।
পুস্তকটি লেখার সময়: সম্ভবত: খ্রীষ্টপূর্ব ৪৭০-৪৮০ সালের মাঝামাঝি সময়।

পবিত্র বাইবেলে পুস্তকটির অবস্থান:
- ♦ পবিত্র বাইবেলের ৩৮তম পুস্তক।
- ♦ পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের ৩৮তম পুস্তক।
- ♦ ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক ১৭টি পুস্তকের ১৬তম পুস্তক এটি (যিশাইয়-মালাখি)।
- ♦ অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ১২ জন ভাববাদীদের ১১তম ভাববাদী (হোশেয়-মালাখি)।
- ♦ ধারাবাহিকতার দিক থেকে পুস্তকটির পেছনে আরও ২৮টি পুস্তক রয়েছে।

পুস্তকটির অধ্যায়: ১৪টি।
পুস্তকটির পদ: ২১১টি।
পুস্তকটির শব্দ: ৬৪৪৪টি।

সখরিয় পুস্তকটির বিষয়ে পর্যবেক্ষণ:
- ♦ পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের প্রায় ২৯ জন বিশেষ ব্যক্তিত্ব এই "সখরিয়" নামটি ব্যবহারের প্রয়াস পেয়েছিলেন।
- ♦ সখরিয় ছিলেন:

⇒ পুরোহিতের বংশধর।
⇒ বেরিখিয়ের ছেলে।
⇒ ইদ্দোর নাতী।
⇒ তিনি বাবিলে জন্মগ্রহণ করেন এবং নির্বাসন জীবন শেষে শাসনকর্তা সরুব্বাবিলের রাজত্বকালে তাঁকে তাঁর বাবা যিরূশালেমে নিয়ে আসেন।
⇒ খ্রীষ্টপূর্ব ৫২০ সালে যুবক বয়সে তাঁকে ভাববাদী হিসেবে কথা বলার জন্য আহ্বান জানানো হয়।
⇒ তিনি যিরূশালেমের বিখ্যাত সমাজ-ঘরের সদস্য।
⇒ মথি ২৩:৩৫ পদ অনুসারে, তাঁকে মন্দির ও বেদির মধ্যবর্তী জায়গাতে খুন করা হয়।
⇒ যেভাবে ভাববাদী হগয়ের ক্ষেত্রে ঘটেছিল, তেমনি সখরিয়কে ঈশ্বর আহ্বান জানান যেন তিনি লোকদেরকে তাঁর পক্ষ হয়ে যারা মন্দির কাজে নিয়োজিত ছিল, তাদেরকে তা সম্পূর্ণ করার জন্য অনুরোধ করেন।

ভাববাদী সখরিয়ের সমসাময়িকরা ছিলেন:
- ভাববাদী হগয়।
- শাসনকর্তা সরুব্বাবিল।
- মহাপুরোহিত যিহোশূয়।

- ♦ **ঈশ্বরের লোকদের জন্য তাঁর পরিকল্পনার বিবরণ তুলে ধরতে ভাববাদী ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন বিষয়কে তুলে ধরেন:**

* ৮টি দর্শন,
* ৪টি বার্তা ও
* ২টি বিবৃতি

- ♦ **মন্দির পুনঃনির্মাণে নিয়োজিতদেরকে উৎসাহিত করতে পুস্তকটির প্রথম ৮টি অধ্যায় লেখা হয়েছিল।**

- ♦ **আর মন্দির পুনঃনির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার পরে, বাকী ৬টি অধ্যায় লেখা হয় এবং মশীহের আসার প্রত্যাশাকে ব্যক্ত করা হয়।**

ভাববাদী সখরিয়ের পুস্তক ও এই যুগের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক

যিহূদীরা বাবিলের নির্বাসন থেকে ফিরে আসার পর পুরোহিত ইদ্দোর নাতি সখরিয় যিহূদার লোকদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, (সখরিয় ১:১; নহিমিয় ১২:১, ৪, ১৬)। সখরিয়ের পিতামহ ও তাঁর তরুণ নাতি বাবিল থেকে ফিরে আসেন। ৫৩৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইস্রায়েলীয়দের প্রথম দলটিকে পারস্যের রাজা কোরসের আদেশে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সখরিয়ের বংশগত কারণে তিনি একজন ভাববাদী ছাড়াও একজন পুরোহিত ছিলেন। তাই, তিনি কখনও মন্দিরে কাজ না করলেও যিহূদীদের উপাসনা পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচিতি ছিল। একজন 'যুবক' হিসেবে তার প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীর সময় ছিল (সখরিয় ২:৪) সম্ভবত অর্তক্ষস্ত ১ যখন (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮৫-৪৬৫) রাজত্ব করছিল, যিনি ইষ্টেরকে পারস্যের রাণী করেছিলেন (ইষ্টার ১:১)।

বিশেষ করে তাঁর সমসাময়িক হগয়ের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, বাবিল থেকে সম্প্রতি ফিরে আসা অবশিষ্টাংশ যিহূদীদের কাছে সদাপ্রভুর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সখরিয় নামে একজন যুবক এসেছিলেন। যদিও হগয়ের সামগ্রিক বার্তাতে আরও সতর্কতামূলক সুর ছিল কিন্তু সখরিয় তাদের মন্দির পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করা সংগ্রামী ইস্রায়েলীয়দের উৎসাহের উপর জোর দিয়েছিলেন।

সখরিয়ের দর্শন ও বার্তাগুলো ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে দিতে শুরু করেছিলেন। তিনি যিহূদার লোকদের অনুতপ্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন (সখরিয় ১:১)। এরপর তিনি ৫১৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের (১:৭) এক রাতে আটটি দর্শন লাভ করেন, তারপর ৫১৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (৭:১) চারটি বার্তা প্রচার করেন। এরপরের চূড়ান্ত বার্তাগুলো অনেক পরে এসেছিল। তা সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮০-এর দশকের কোন এক সময়, ইষ্রা (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫৮) এবং নহমিয় (৪৪৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) যিহূদীদেরকে আবার পুনরুজ্জীবিত করতে আসার আগে প্রচারিত হয়েছিল।

সখরিয় পুস্তকটি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

সখরিয় পুস্তকে অ-প্রধান ভাববাদীদের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট এবং সর্বাধিক সংখ্যক মশীহ সম্পর্কীত অনুচ্ছেদ রয়েছে। সেই দিক থেকে, সখরিয়ের পুস্তকটিকে যিশাইয়ের এক ধরনের ক্ষুদ্র পুস্তক হিসাবে ভাবা সম্ভব। সখরিয় খ্রীষ্টকে তাঁর প্রথম আগমন (সখরিয় ৯:৯) এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমনের (৯:১০-১০:১২) উভয় চিত্রই ফুটিয়ে তুলেছেন। পরিত্রাতা, বিচারক এবং ধার্মিক রাজা হিসাবে তিনি যিরূশালেম থেকে তাঁর লোকদের উপর রাজত্ব করবেন (১৪:৮-৯)।

পুস্তকটির মধ্যে বড় ধারণাটি কি?

সখরিয়ের নামের অর্থ হল "সদাপ্রভু মনে রাখেন", তাই তাঁর নাম ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্যের

জন্য উপযুক্ত ছিল। তাঁর পুস্তকটি মানুষের মধ্যে এই আশা যোগায় যে, ঈশ্বর তাঁর লোকদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তা স্মরণ করবেন। ভাববাদী আটটি দর্শনের একটি সহজ কাঠামো (সখরিয় ১:১-৬:১৫), চারটি বার্তা (৭:১-৮:২৩), এবং দুটি ভারবাণী (৯:১-১৪:২১) ব্যবহার করে মন্দিরের সমাপ্তি এবং শেষ পর্যন্ত যিরূশালেম থেকে মশীহের ভবিষ্যৎ রাজত্বের কথা প্রকাশ করেছিলেন। অনেক ভাববাদীর মত, সখরিয়ও দর্শনে তাঁর ভবিষ্যতের বিভিন্ন সময়ের ছবি এঁকেছিলেন। তাই, সখরিয়ের ভবিষ্যদ্বাণীতে একের পর এক ঘটনা ঘটে বলে মনে হয়, আসলে তাদের মধ্যে অনেক প্রজন্ম বা এমনকি সহস্রাব্দও রয়েছে।

নতুন করে নির্বাসন থেকে ফিরে আসা লোকেদের জন্য, সখরিয় তাদের তাৎক্ষণিক ও দূরবর্তী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন– সন্দেহ নেই যে, তা খুব উৎসাহব্যঞ্জক ছিল। কিন্তু তাদের জাতিকে এখনও (৫:১-১১) তাদের পাপের জন্য বিচার করা হবে, কিন্তু তাদের পরিষ্কৃত করা হবে এবং পুনঃস্থাপন করা হবে (৩:১-১০), এবং ঈশ্বর তাঁর লোকদের পুনর্গঠন করবেন (১:৭-১৭)। সখরিয় তাঁর পুস্তক শেষ করেন সুদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে, প্রথমে ইস্রায়েলের (৯:১-১১:১৭) মশীহকে প্রত্যাখ্যান করার পর এবং তারপর তাঁর শেষ রাজত্বেও সময় যখন ইস্রায়েলকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করা হবে (১২:১-১৪:২১)।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করবো?

আপনি কি নিরুৎসাহিত হওয়ার সাথে লড়াই করেছেন? সখরিয় পুস্তকটি পড়ুন। যদিও পুস্তকটিতে যিহূদা ও তার অন্যান্য জাতির লোকেদের উপর ঈশ্বরের বিচারের অংশ রয়েছে, কিন্তু তাঁর লোকদের উপর প্রভুর ভবিষ্যৎ রাজত্বের বিষয়ে পুস্তকটির মধ্যে আশা উপচে পড়ছে। দৈনন্দিন জীবনের প্রায়শই হতাশাজনক ঘটনাগুলোতে ধরা পড়া, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হারিয়ে ফেলা এবং আশাহীন মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকা সহজ। কিন্তু সখরিয়ের পুস্তকটি আমাদের জীবনের সেই প্রবণতার সংশোধক হিসেবে কাজ করে। আমাদের একটি আশা আছে যা নিশ্চিত, এবং তা খুবই সতেজ!

সখরিয় : ১ অধ্যায়

ইস্রায়েল-সন্তানদেরকে অনুতাপ করার আহ্বান

১ [১] দারিয়াবসের দ্বিতীয় বছরের অষ্টম মাসে সদাপ্রভুর এই বাক্য ইদ্দোর পৌত্র
বেরিখিয়ের পুত্র সখরিয় ভাববাদীর কাছে উপস্থিত হল। [২] সদাপ্রভু তোমাদের
পূর্বপুরুষদের প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। [৩] অতএব তুমি এই লোকদেরকে বল,
বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন; তোমরা আমার প্রতি ফের, এই কথা বাহিনীগণের
সদাপ্রভু বলেন, আমিও তোমাদের প্রতি ফিরব, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।
[৪] তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের মত হয়ো না, তাদেরকে পূর্বকালীন ভাববাদীরা
উচ্চৈঃস্বরে বলতো, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, তোমরা নিজ নিজ কুপথ ও নিজ
নিজ কুকর্ম থেকে ফিরে এসো; কিন্তু তারা শুনত না, আমার কথায় কান দিত না, সদাপ্রভু
এই কথা বলেন। [৫] তোমাদের পূর্বপুরুষেরা কোথায়? এবং ভাববাদীরা কি চিরকাল বেঁচে

[১:১] দেখুন ইষ্রা ৪:২৪; দেখুন ৬:১৫; [১:১] দেখুন ইষ্রা ৫:১; [১:১] মথি ২৩:৩৫; লূক ১১:৫১; [১:১] পদ ৭; দেখুন যিহি ১২:৪; [১:২] দেখুন ২ বংশা ৩৬:১৬; [১:৩] দেখুন ইয়োব ২২:২৩; [১:৩] মালা ৩:৭; যাকোব ৪:৮; [১:৪] দেখুন ২ বংশা ৩৬:১৫; [১:৪] সখ ৭:৭; [১:৪] দেখুন ২ রাজা ১৭:১৩; দেখুন ২ বংশা ৭:১৪; গীত ১০৬:৬; দেখুন যিরি ২৩:২২; [১:৪] দেখুন ২ বংশা ২৪:১৯; গীত ৭৮:৮; দেখুন যিরি ৬:১৭; ১৭:২৩; [১:৪] দেখুন যিহি ২০:১৮; দেখুন ৩৩:৪; [১:৬] দেখুন যিশা ৪৪:২৬;

১:১ দ্বিতীয় বছরের অষ্টম মাসে। অক্টোবর - নভেম্বর ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। ভাববাদী হগয়ও রাজা দারিয়াবসের শাসনামলের দ্বিতীয় বছরে তাঁর পরিচর্যা কাজ শুরু করেছিলেন (দেখুন ভূমিকা: সময়কাল), এবং সময়টি ছিল ষষ্ঠ মাসের প্রথম দিন, অর্থাৎ ২৯শে আগষ্ট ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (হগয় ১:১)। *সদাপ্রভুর এই বাক্য।* একটি বিশেষ শব্দগুচ্ছ যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বাক্য বা ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশের বিষয়ে বলা হয় (দেখুন পদ ৭; ৯:১; ১২:১; আরও দেখুন ৪:৮; হোশেয় ১:১ পদ ও নোট)। *ভাববাদী।* যাকে ঈশ্বর কর্তৃক আহ্বান জানানো হয় তাঁর প্রতিনিধি হয়ে কথা বলার জন্য (যাত্রা ৭:১-২ পদ ও নোট দেখুন)। *ইদ্দো।* দেখুন পদ ৭; ইষ্রা ৫:১; ৬:১৪; যিহি ১২:৪, ১৬; আরও দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা ও ঐক্য।

১:২ তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। সদাপ্রভু খুব বেশি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন কারণ যিহূদীদের বন্দীদশার পূর্ববর্তী পূর্ব-পুরুষেরা আইন-কানুনের নিয়ম ভঙ্গ করেছিল, যার ফলে ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যিরূশালেম নগরী ও মন্দিরের উপরে ধ্বংস নেমে এসেছিল এবং এর পরই বাবিলে বন্দীদশায় যেতে হয়েছিল (২ বংশা ৩৬:১৫-২১ পদ দেখুন)।

১:৩ বাহিনীগণের সদাপ্রভু। ১ শমূ ১:৩ পদের নোট দেখুন। *তোমরা আমার প্রতি ফের ... আমিও তোমাদের প্রতি ফিরব।* তুলনা করুন ৭:১৩; ৮:৩; মালাখি ৩:৭ পদ। যদি সখরিয়ের সময়কার লোকেরা তাদের জীবন যাপন পরিবর্তন করে এবং তাদের পূর্বপুরুষদের বিপরীত দিকে চলতে শুরু করে (পদ ৪), তাহলে সদাপ্রভু ঈশ্বরের তাদের দিকে ফিরবেন এবং তাদের কাছ থেকে যে আশীর্বাদ তুলে নিয়েছিলেন তা আবারও দান করবেন।

১:৪ পূর্বকালীন ভাববাদীরা। যেমন ভাববাদী যিশাইয় (যিশা ৪৫:২২ পদ ও নোট দেখুন), ভাববাদী যিরমিয় (যির ১৮:১১ পদ ও নোট দেখুন) এবং ভাববাদী যিহিস্কেল (যিহি ৩৩:১১ পদ ও নোট দেখুন)। এর সাথে দেখুন পদ ৭:৭, ১২; যিরমিয় ২৫:৪-৫; ৩৫:১৫ পদ।

১:৫ ভাববাদীরা কি চিরকাল বেঁচে থাকে? না, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল টিকে থাকে এবং তা নিরূপিত সময়ে পরিপূর্ণতা লাভ করবে (পদ ৬)।

থাকে? ৬ কিন্তু আমি আমার দাস ভাববাদীদেরকে যা যা আদেশ করেছিলাম, আমার সেসব
বাক্য ও বিধি কি তোমাদের পূর্বপুরুষদের নিকট পৌঁছায় নি? তখন তারা ফিরে এসে
বললো, বাহিনীগণের সদাপ্রভু আমাদের আচার ও কাজ অনুসারে আমাদের প্রতি যেমন
ব্যবহার করতে মনস্থ করেছিলেন, আমাদের প্রতি তেমনি ব্যবহার করেছেন।

প্রথম দর্শন: ঘোড়ায় আরোহী এক জন পুরুষ

৭ দারিয়াবসের দ্বিতীয় বছরের একাদশ মাসের, অর্থাৎ শবাট মাসের, চব্বিশতম দিনে
সদাপ্রভুর বাক্য ইদ্দোর পৌত্র বেরিখিয়ের পুত্র ভাববাদী সখরিয়ের কাছে উপস্থিত হল।
৮ তিনি বললেন, আমি রাতের বেলায় দর্শন পেলাম, আর দেখ, লাল রংয়ের ঘোড়ায়
আরোহী এক জন পুরুষ, তিনি নিম্নভূমিস্থ গুলমেদি গাছগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং
তাঁর পিছন লাল রংয়ের, মেটে ও সাদা রংয়ের কয়েকটি ঘোড়া ছিল। ৯ তখন আমি বললাম,
হে আমার প্রভু, এরা কে? তাতে আমার সঙ্গে আলাপকারী স্বর্গদূত আমাকে বললেন, এরা
কে, তা আমি তোমাকে জানাবো। ১০ আর যে পুরুষ গুলমেদি গাছগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে
ছিলেন তিনি বললেন, সদাপ্রভু এদেরকে পৃথিবীতে ইতস্তত ভ্রমণ করতে পাঠিয়েছেন।
১১ তখন তারা উত্তরে, যিনি গুলমেদি গাছগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সদাপ্রভুর সেই
স্বর্গদূতকে বললো, আমরা পৃথিবীতে ইতস্তত ভ্রমণ করেছি, আর দেখ, সমস্ত পৃথিবী সুস্থির
ও শান্তিপূর্ণ।

[১:৬] দেখুন দ্বি:বি ২৮:২; দেখুন দানি ৯:১২; দেখুন হোশেয় ৫:৯; [১:৬] যিরি ১২:১৪-১৭; বিলাপ ২:১৭; [১:৬] যিরি ২৩:২০; ৩৯:১৬; দেখুন ৪৪:১৭; [১:৭] দেখুন পদ ১; [১:৮] প্রকা ৬:৪; [১:৮] সখ ৬:২-৭; [১:৯] সখ ৪:১, ৪-৫; ৫:৫; [১:৯] দেখুন দানি ৭:১৬; [১:১০] সখ ৬:৫-৮; [১:১১] আদি ১৬:৭; [১:১১] দেখুন যিশা ১৪:৭;

১:৬ আমার সেসব বাক্য ... পৌঁছায় নি? তুলনা করুন যিশা ৪০:৬-৮; ৫৫:১০-১১ পদ। *আমার দাস ভাববাদীদেরকে।* দেখুন ২ রাজা ৯:৭; ১৭:১৩, ২৩; ২১:১০; ২৪:২; ইষ্রা ৯:১১; যিরমিয় ৭:২৫ পদ ও নোট; ২৫:৪; ইষ্রা ৩৮:১৭; দানি ৯:৬, ১০; আমোষ ৩:৭ পদ ও নোট।

১:৭-১৭ প্রথম দর্শন। যদিও ঈশ্বরের নিয়মের অধীন লোকেরা যত সমস্যাগ্রস্ত হয় অন্যান্য অত্যাচারী জাতিরা তত বেশি স্বাচ্ছন্দে থাকে, তথাপি তাতে ঈশ্বরের ক্রোধান্বিত হন (যাত্রা ২০:৫ পদের নোট দেখুন) এবং তিনি চান যেন তাঁর লোকেরা ও তাঁর মন্দির আবার আগের অবস্থানে ফিরে আসে।

১:৭ শবাট মাসের, চব্বিশতম দিনে। ১৫ই ফেব্রুয়ারি ৫১৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, যা ১ পদের ঘটনার প্রায় ৩ মাস পরের কথা।

১:৮ রাতের বেলায়। ভাববাদী সখরিয় আটটি দর্শনই এক রাতের মধ্যে পেয়েছিলেন। *দর্শন।* কোন স্বপ্ন নয় (দেখুন পদ ৪:১; এর সাথে হিতোপদেশ ২৯:১৮; যিশা ১:১; ওবদিয় ১ পদ ও নোট দেখুন)। ভাববাদী সখরিয় যখন সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন সে সময় তাঁর কাছে দর্শন দেওয়া হয়েছিল। *ঘোড়ায় আরোহী এক জন পুরুষ।* পরবর্তীতে তাকে সদাপ্রভু ঈশ্বরের দূত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পদ ৮, ১১ ও নোট দেখুন।

১:১১ সদাপ্রভুর দূত। দেখুন পদ ৩:১; এর সাথে আদি ১৬:৭ পদের নোট দেখুন। *সুস্থির।* তুলনা করুন ৬:৮ পদ। পারস্য সাম্রাজ্য এই সময়ে অত্যন্ত সুরক্ষিত অবস্থানে ছিল এবং তাদের আর তেমন কোন সামরিক তৎপরতা ছিল না (পদ ১৫), কিন্তু যিহূদার যিহূদীরা

[১২] তখন সদাপ্রভুর দূত বললেন, হে বাহিনীগণের সদাপ্রভু, তুমি এই সত্তর বছর যাদের
উপরে ক্রুদ্ধ হয়ে রয়েছ, সেই যিরূশালেম ও যিহূদার নগরগুলোর প্রতি করুণা করতে
কতকাল বিলম্ব করবে? [১৩] তখন যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে আলাপ করছিলেন, সদাপ্রভু তাঁকে
উত্তরে নানা মঙ্গলকথা, নানা সান্ত্বনাদায়ক কথা বললেন। [১৪] আর যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে
আলাপ করছিলেন, তিনি আমাকে বললেন, তুমি ঘোষণা কর, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই
কথা বলেন, যিরূশালেম ও সিয়োনের উপর আমি অসম্ভব ক্রুদ্ধ হয়েছি। [১৫] আর নিশ্চিন্ত
জাতিদের প্রতি আমার ক্রোধ জন্মেছে; কেননা আমি সামান্য ক্রুদ্ধ হলে তারা আরও বেশি
অমঙ্গল যোগ করলো। [১৬] এজন্য সদাপ্রভু এই কথা বলেন, আমি করুণা করে যিরূশালেমে
ফিরে এলাম; তার মধ্যে আমার গৃহ নির্মিত হবে, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন;
এবং যিরূশালেমে মাপের দড়ি ধরা হবে। [১৭] তুমি আরও ঘোষণা কর, বাহিনীগণের সদাপ্রভু
এই কথা বলেন, আমার নগরগুলো পুনর্বার মঙ্গলে পরিপূর্ণ হবে এবং সদাপ্রভু সিয়োনকে
পুনরায় সান্ত্বনা দেবেন ও যিরূশালেমকে পুনর্বার মনোনীত করবেন।

[১:১২] দেখুন গীত ৬:৩; [১:১২] গীত ৪০:১১; [১:১২] দেখুন যিরি ৪০:৫; [১:১২] দেখুন ২ বংশা ৩৬:২১; দেখুন দানি ৯:২; [১:১৩] দেখুন যিশা ৩৫:৪; [১:১৩] দেখুন ইয়োব ১৫:১১; [১:১৩] সখ ৪:১; [১:১৪] দেখুন যিশা ২৬:১১; দেখুন যোয়েল ২:১৮; [১:১৫] যিরি ৪৮:১১; [১:১৫] দেখুন ২ বংশা ২৮:৯; [১:১৫] দেখুন গীত ৬৯:২৬; ১২৩:৩-৪; দেখুন আমোষ ১:১১; [১:১৬] সখ ৮:৩; [১:১৬] দেখুন ইয়োব ৩৮:৫; সখ ২:১-২; [১:১৬] দেখুন ইষ্রা ১:১; [১:১৭] দেখুন যিশা ৪০:১; [১:১৭] দেখুন যিশা ১৪:১; [১:১৭] দেখুন ইষ্রা ৯:৯; দেখুন গীত ৫১:১৮; যিশা ৫৪:৮-১০; দেখুন ৬১:৪;

নির্যাতিত হচ্ছিল এবং তখনও তারা বিদেশী কর্তৃত্বের অধীনে ছিল (পদ ১২ দেখুন)।

১:১২ করুণা। স্নেহ ও দয়া (১৬ পদ দেখুন)। *সত্তর বছর।* দেখুন পদ ৭:৫; ইষ্রা ১:১; যিরমিয় ২৫:১১-১২ পদ ও নোট।

১:১৩ নানা সান্ত্বনাদায়ক কথা। যে কথাগুলো ১৪-১৭ পদে পাওয়া যায়।

১:১৪ অসম্ভব ক্রুদ্ধ হয়েছি। ৮:২ পদ দেখুন। অবশ্য এ ধরনের ভাষার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যিহূদার প্রতি সদাপ্রভু ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে (দেখুন যাত্রা ২০:৫ পদের নোট; এর সাথে তুলনা করুন যাকোব ৪:৪ পদ। মূল ধারণাটি হচ্ছে, সদাপ্রভু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যিহূদা বিপথগামী হওয়ায় ঈশ্বর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন (পদ ১৫; আরও দেখুন দ্বি.বি. ৩২:৩৫, ৪১; যিরমিয় ৫০:১৫; ৫১:৬, ১১ পদ)।

১:১৫ নিশ্চিন্ত জাতি। এই নিশ্চয়তা পুরোপুরি তুলে নেওয়া হবে (যিশা ৩২:৯-১৩; হগয় ২:৬-৭ পদ ও নোট দেখুন। *সামান্য ক্রুদ্ধ হলে ... বেশি অমঙ্গল যোগ করলো।* ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির উপরে রাগ করেছিলেন এবং তিনি আসিরিয় জাতিকে ব্যবহার করলেন (যিশা ১০:৫ পদ ও নোট দেখুন) এবং বাবিলীয়দেরও ব্যবহার করলেন (যিশা ৪৭:৬; যিরমিয় ২৫:৯ পদ ও নোট দেখুন) তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য, কিন্তু তারা ইস্রায়েল জাতিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে চেয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল (তুলনা করুন ২ রাজা ১০:১১ পদ ও নোট)।

১:১৬ আমি ... ফিরে এলাম। ৩ পদের নোট দেখুন। *করুণা। পদ* ১২ ও নোট দেখুন। আমার গৃহ নির্মিত হবে। দেখুন ইষ্রা ৬:১৪-১৬; হগয় ১:৮; এর সাথে হগয় পুস্তকের ভূমিকা: পটভূমি দেখুন। *মাপের দড়ি।* এটি পুনরায় উদ্ধারের চিহ্ন (যির ৩১:৩৮-৪০ পদ দেখুন এবং ৩১:৩৯ পদের নোট দেখুন)।

১:১৭ সান্ত্বনা দেবেন। পদ ১৩ ও নোট দেখুন। *যিরূশালেমকে পুনর্বার মনোনীত করবেন।* দেখুন পদ ২:১২; ৩:২।

১:১৮-২১ দ্বিতীয় দর্শন। ইস্রায়েল জাতিকে যারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে (পদ ১৯) তারা

দ্বিতীয় দর্শন: শিং ও চর্মকার

১৮ পরে আমি চোখ তুলে দেখলাম, আর দেখ, চারটি শিং। ১৯ তখন আমার সঙ্গে
আলাপকারী স্বর্গদূতকে জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলো কি? তিনি আমাকে বললেন, এ সেই সব
শিং যা যিহূদা, ইস্রায়েল এবং যিরূশালেমকে ছিন্নভিন্ন করেছে। ২০ পরে সদাপ্রভু আমাকে
চার জন কর্মকার দেখালেন। ২১ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কি করতে আসছে? তিনি
বললেন, ঐ শিংগুলো যিহূদাকে এমন ছিন্নভিন্ন করেছে যে, কেউই মাথা তুলতে পারে নি;
কিন্তু যেসব জাতিরা যিহূদা দেশকে ছিন্নভিন্ন করার জন্য শিং উঠিয়েছে, তাদের ভয় দেখাবার
জন্য ও তাদের শিংগুলো নিচে ফেলে দেবার জন্য এরা আসছে।

[১:১৯] আমোষ ৬:১৩; [১:২১] দেখুন ১ রাজা ২২:১১; গীত ৭৫:৪; [১:২১] দেখুন গীত ৭৫:১০; দেখুন যিশা ৫৪:১৬-১৭; সখ ১২:৯।

সকলে অন্য কোন জাতির দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

১:১৮ চার। যদি এই সংখ্যাটি আক্ষরিকভাবে বিবেচনা করতে হয়, তাহলে এখানে সম্ভবত আসিরিয়া, মিশর, বাবিল ও পারস্যের কথা বলা হয়েছে। *শিং।* সম্ভবত ধাতব, হতে পারে ব্রোঞ্জের বা লোহার।

১:২০ চার। যদি এই সংখ্যাটি আক্ষরিকভাবে বিবেচনা করতে হয় তাহলে এখানে মিশর, বাবিল, পারস্য ও গ্রীসের কথা বোঝানো হয়েছে। তবে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, ইস্রায়েলের সকল শত্রুই কোন না কোন সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে (পদ ২১)। *কর্মকার।* সম্ভবত ধাতুর শিল্পী (১ রাজা ২২:১১ পদ দেখুন)।

১:২১ তাদের ভয় দেখাবার জন্য। এর সাথে তুলনা করুন ১১ পদ এবং ১৫ পদ (উক্ত পদের নোট দেখুন)।

সখরিয় ১ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) মন পরিবর্তন করে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার জন্য পাপী লোকদের কাছে জাগরণের এক আহ্বান (সখরিয় ১:২-৬)।

২) যে সব বিষয়গুলোর দ্বারা যিহূদা ও যিরূশালেমকে প্রত্যাশিত দয়ার বিষয়ে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়:
- ভাববাদী সখরিয় ঘোড়ার বিষয়ে যে দর্শন পান, তার মাধ্যমে (সখরিয় ১:৭-১১)।
- যিরূশালেমের জন্য স্বর্গদূতের অনুরোধ ও তার জবাবের মাধ্যমে (সখরিয় ১:১২-১৭)।
- চার জন মিস্ত্রীর বিষয়ে তুলে ধরা দর্শনের মাধ্যমে, যেখানে যিহূদা ও যিরূশালেমের লোকদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া চারটি শিংকে (বিভিন্ন জাতি) ধ্বংস করে দেয়ার জন্য ঐ মিস্ত্রিদেরকে নিয়োগ করা হয়েছিল (সখরিয় ১:১৮-২১)।

সখরিয় : ১ অধ্যায়

সার-সংক্ষেপঃ

দারিয়াবস রাজার রাজত্বকালের দ্বিতীয় বছরে ঈশ্বরের বাক্য ভাববাদী সখরিয়ের (এক জন ভাববাদীর ছেলে) কাছে উপস্থিত হয়েছিল। আর এই বাক্য অনুসারে, সদাপ্রভু চান যেন তাঁর লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষদের মত না হয়ে তাঁর কাছে ফিরে আসে। সখরিয় তাঁর দর্শনে একটি খাদে থাকা গুলমেঁদি গাছগুলোর মধ্যে একটি লাল রঙের ঘোড়ার পিঠে চড়া এক জন লোককে দেখতে পান। তাঁর পিছনে ছিল লাল, মেটে ও সাদা রঙের ঘোড়া। তারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ানোর সময় পৃথিবীর শান্তিময় দেখতে পান। যাহোক তাদের এই এই শান্তিতে ঈশ্বর খুশী হতে পারেন নি কারণ পৃথিবীর এই জাতিগুলোর কারণে যিহূদা ও যিরূশালেমকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। তবে সদাপ্রভু বলেছেন যে, যিরূশালেমে তাঁর মন্দির নির্মাণ করা হবে এবং সিয়োনকে সান্ত্বনা দেয়া হবে। তারপর ভাববাদী সখরিয় চারটি শিংয়ের বিষয়ে একটি দর্শন দেখতে পান। আর এই চারটি শিং দিয়ে চারটি জাতিকে বোঝানো হয়েছে, যারা ঈশ্বরের লোকদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। আর তাই তাদেরকে আতঙ্কিত করতে ও তাড়িয়ে দেয়ার জন্য মিস্ত্রীরা এসেছে।

সখরিয় ১ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. কখন ভাববাদী সখরিয়ের সাথে সদাপ্রভু কথা বলেছিলেন? (সখরিয় ১:১)

২. সদাপ্রভুর কোন্ কথাকে ভাববাদী সখরিয় ইস্রায়লের কাছে তাদের মন পরিবর্তন করার আহ্বান হিসেবে তুলে ধরেছেন? (সখরিয় ১:১-৬)

৩. প্রথম দর্শনে উল্লেখিত অশ্বারোহীরা কি বিবৃতি তুলে ধরেছিলেন? (সখরিয় ১:৭-১১)

৪. প্রথম দর্শনে সদাপ্রভু কি উত্তর দিয়েছিলেন? (সখরিয় ১:১৪-১৭)

৫. আঠার থেকে একুশ পদের মধ্যে সদাপ্রভু কিভাবে প্রথম দর্শনে প্রকাশিত চারটি শিং ও চার জন মিস্ত্রীর বিষয়ে দর্শনের ব্যাখ্যা করেছিলেন? (সখরিয় ১:১৮-২১)

সখরিয় : ২ অধ্যায়

তৃতীয় দর্শন: পরিমাপের দড়ি হাতে এক জন পুরুষ

২ [১] পরে আমি চোখ তুলে লক্ষ্য করলাম, আর দেখ, পরিমাপের দড়ি হাতে এক জন
পুরুষ। [২] তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি আমাকে
বললেন, যিরূশালেম মাপতে, তার চওড়া ও তার লম্বা কত তা দেখতে যাচ্ছি। [৩] আর দেখ,
যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে আলাপ করছিলেন, তিনি অগ্রসর হলেন; আর এক জন স্বর্গদূত তাঁর
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। [৪] তিনি তাঁকে বললেন, তুমি দৌড়ে গিয়ে যুবককে বল,
যিরূশালেমের মধ্যবর্তী মানুষ ও পশুদের জন্য প্রাচীর-বিহীন গ্রামগুলোর মত তার বসতি
হবে; [৫] কারণ সদাপ্রভু বলেন, আমিই তার চারদিকে আগুনের প্রাচীরস্বরূপ হব এবং আমি
তার মধ্যবর্তী মহিমাস্বরূপ হবো।

নির্বাসিতদের কাছে আহ্বান

[৬] অহো! অহো! উত্তর দেশ থেকে পালিয়ে যাও, সদাপ্রভু এই কথা বলেন; কেননা
আমি তোমাদের আকাশের চার বায়ুর মত ছড়িয়ে দিয়েছি, সদাপ্রভু এই কথা বলেন।
[৭] অহো সিয়োন, বাবিল-কন্যার সহনিবাসীনী! জীবন রক্ষার্থে পালিয়ে যাও। [৮] কারণ
বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন; মহিমার পরে তিনি আমাকে সেই জাতিদের কাছে
পাঠালেন, যারা তোমাদের লুট করেছে; কেননা যে ব্যক্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করে, সে তাঁর

[২:২] দেখুন যিহি ৪০:৩; দেখুন সখ ১:১৬; প্রকা ২১:১৫; [২:৪] দেখুন যিহি ৩৮:১১; [২:৪] দেখুন যিশা ৪৯:২০; দেখুন যিরি ৩০:১৯; দেখুন ৩৩:২২; [২:৪] সখ ১৪:১১; [২:৫] দেখুন যিশা ২৬:১; যিহি ৪২:২০; [২:৫] দেখুন যিশা ১০:১৭; [২:৫] দেখুন গীত ৮৫:৯; দেখুন যিশা ১১:১০; দেখুন ২৪:২৩; প্রকা ২১:২৩; [২:৫] দেখুন গীত ৪৬:৫; দেখুন গীত ১২৫:২; দেখুন যিহি ৩৮:১৪; [২:৬] দেখুন গীত ৪৪:১১; [২:৬] দেখুন যিহি ১৭:২১; দেখুন ৩৭:৯; [২:৬] মথি ২৪:৩১; মার্ক ১৩:২৭; [২:৭] দেখুন যিশা ৪২:৭; [২:৭] দেখুন যিশা ৪৮:২০; যিরি ৩:১৮; [২:৮] দেখুন দ্বি:বি ৩২:১০;

২:১-১৩ তৃতীয় দর্শন। ঈশ্বরের লোকেরা আবার তাদের আগের অবস্থায় ফিরে যাবে এবং তাদের নগরী ও মন্দিরের আবার আগের অবস্থা ফিরে পাবে।

২:১ পরিমাপের দড়ি। ১:১৬ পদের নোট দেখুন।

২:৪ যুবক। সম্ভবত ভাববাদী সখরিয়কে বোঝানো হয়েছে। *প্রাচীর বিহীন।* নগরীর জনসংখ্যা এতটাই বেশি হবে যে, এক সময় মনে হবে বুঝি এই নগরীর কোন প্রাচীর নেই (দেখুন ১০:৮, ১০ পদ; এর সাথে দেখুন যিশা ৪৯:৯-২০ পদ ও নোট)।

২:৫ আগুনের প্রাচীর। এখানে প্রতীকী অর্থে স্বর্গীয় নিরাপত্তা বোঝানো হয়েছে (৯:৮; এর সাথে যাত্রা ১৩:২১; যিশা ৪:৫-৬ পদ ও নোট দেখুন)।

২:৬ উত্তর দেশ। বাবিলীয়রা যিহূদাকে উত্তর দিক থেকে আক্রমণ করেছিল (দেখুন যিশা ৪১:২৫ পদ ও নোট; যিরমিয় ১:১৪; ৪:৬; ৬:১, ২২; ১০:২২)। *চার বায়ুর মত।* অর্থাৎ চার দিকে। বন্দীদশায় থাকা ব্যক্তিরা উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে ফিরে আসবে (যিশা ৪৩:৫-৬; ৪৯:১২)।

২:৭ সিয়োন। বাবিলে যিরূশালেমের বন্দীত্ব। *বাবিল-কন্যার সহনিবাসীনী ... পালিয়ে যাও।* তুলনা করুন প্রকা ১৮:২-৪ পদ। *বাবিল-কন্যা।* এখানে বাবিলকে ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে (২ রাজা ১৯:২১ পদের নোট দেখুন)।

২:৮ আমাকে। দেখুন পদ ৯; সম্ভবত সদাপ্রভুর দূত (দেখুন পদ ১:৮ ও নোট)। *তাঁর চোখের মণি।* দ্বি.বি. ৩২:১০ পদের নোট দেখুন।

চোখের মণি স্পর্শ করে। [৯] কারণ দেখ, আমি তাদের উপরে আমার হাত উঠাব, তাতে তারা তাদের দাসদের লুটবস্তু হবে, আর তোমরা জানবে যে, বাহিনীগণের সদাপ্রভুই আমাকে পাঠিয়েছেন।

[১০] সিয়োন-কন্যে, আনন্দগান কর, আহ্লাদ কর, কেননা দেখ, আমি আসছি, আর আমি তোমার মধ্যে বাস করবো, সদাপ্রভু এই কথা বলেন। [১১] সেই দিনে অনেক জাতি সদাপ্রভুর প্রতি আসক্ত হবে, আমার লোক হবে; এবং আমি তোমার মধ্যে বাস করবো, তাতে তুমি জানবে যে, বাহিনীগণের সদাপ্রভুই আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। [১২] আর সদাপ্রভু পবিত্র দেশে নিজের অংশ বলে যিহূদাকে অধিকার করবেন ও যিরূশালেমকে আবার মনোনীত করবেন।

[১৩] সদাপ্রভুর সাক্ষাতে প্রাণীমাত্র নীরব হও, কেননা তিনি তাঁর পবিত্র আবাস-তাঁবুর মধ্য থেকে জেগে উঠেছেন।

[২:৯] দেখুন যিশা ১৪:২; দেখুন যিরি ১২:১৪; দেখুন হবক ২:৮; [২:৯] দেখুন যিশা ৪৮:১৬; সখ ৪:৯; ৬:১৫; [২:১০] দেখুন সফ ৩:১৪; [২:১০] দেখুন যিশা ২৩:১২; দেখুন সফ ৩:১৪; [২:১০] সখ ৯:৯; [২:১০] দেখুন যাত্রা ২৫:৮; লেবীয় ২৬:১২; দেখুন গণনা ২৩:২১; সখ ৮:৩; [২:১০] দেখুন প্রকা ২১:৩; [২:১১] দেখুন যিরি ২৪:৭; দেখুন মীখা ৪:২; সখ ৮:৮, ২০-২২; [২:১১] সখ ৪:৯; ৬:১৫; [২:১২] দেখুন যাত্রা ৩৪:৯; গীত ৩৩:১২; যিরি ১০:১৬; [২:১২] যিরি ৪০:৫; [২:১২] দেখুন দ্বি:বি ১২:৫; দেখুন যিশা ১৪:১; [২:১৩] দেখুন যাত্রা ১৪:১৪; দেখুন যিশা ৪১:১; [২:১৩] দেখুন দ্বি:বি ২৬:১৫।

২:১০ দেখুন পদ ৯:৯ ও নোট। *সিয়োন-কন্যে।* যিরূশালেম নগরীকে ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে (পদ ৭ ও নোট দেখুন)। *আমি তোমার মধ্যে বাস করবো।* দেখুন পদ ১১; ৮:৩; লেবীয় ২৬:১১-১২; যিহি ৩৭:২৭; যোহন ১:১৪; ২ করি ৬:১৬; প্রকাশিত ২১:৩।

২:১১ অনেক জাতি। অব্রাহামের কাছে করা শপথ অনুসারে (আদি ১২:৩; তুলনা করুন সখ ৮:২০-২৩; ১৪:১৬; আদি ১৮:১৮; ২২:১৮; যিশা ২:২-৪ পদ ও নোট; ১৯:২৪-২৫)। *সেই দিনে।* অর্থাৎ সদাপ্রভুর দিনে (৩:১০ পদ দেখুন; এর সাথে আরও দেখুন ১২:৩; যিশা ২:১১, ১৭, ২০; যোয়েল ১:১৫; আমোষ ৫:১৮ পদ ও নোট)।

২:১২ পবিত্র দেশ। দেখুন গীত ৭৮:৫৪। দেশটিকে মূলত পবিত্র বলে বিবেচনা করা হয়েছিল কারণ এখানে পবিত্র রাজার পার্থিব সিংহাসন ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, যিনি সেখানে তাঁর নিয়মের লোকদের সাথে বসবাস করেন (যাত্রা ৩:৫ পদ ও নোট দেখুন)। যিরূশালেমকে *আবার মনোনীত করবেন।* দেখুন ১:১৭; ৩:২ পদ।

২:১৩ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে প্রাণীমাত্র নীরব হও। দেখুন হব্‌ক ২:২০ পদ ও নোট। *জেগে উঠেছেন।* বিচার করার জন্য (পদ ৯ দেখুন)।

সখরিয় ২ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) ভাববাদী সখরিয় আরও একটি দর্শন দেখতে পান, যা তাঁর নিজের বিনোদনের জন্য নয়। তবে তাঁর সন্তুষ্টি ও যাদের কাছে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল, তাদের নৈতিক উন্নতির

জন্য (সখরিয় ২:১-২)।

২) আর এই দর্শনের উপর তুলে ধরা ধর্মীয় বক্তৃতা বিস্তৃত রয়েছে নির্ধারিত অধ্যায়টির বাকী অংশ জুড়ে।

৩) দর্শনটি ব্যাখ্যার মাধ্যমে যিরূশালেমকে পুনরায় জনপূর্ণ করা, এর নিরাপত্তা ও সম্মানের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে (সখরিয় ২:৩-৫)।

৪) যে সব যিহূদীরা তখনও বাবিলে ছিল, ঈশ্বরের পক্ষ থেকে তাদেরকে পরামর্শ দেয়া হয় যেন তারা দ্রুত তাদের নিজের দেশে ফিরে আসে (সখরিয় ২:৬-৯)।

৫) অনেক সমস্যার মোকাবেলা করে নির্বাসিতদেরকে টিকে থাকতে হয়েছিল বলে, যারা নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছিল, তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছিল (সখরিয় ২:১০-১২)।

৬) সবাইকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যেন কেউ তাঁকে পরামর্শ দেয়া, কিংবা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা না করে, বরং ধৈর্য সহকারে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে (সখরিয় ২:১৩)।

সার-সংক্ষেপঃ

ভাববাদী সখরিয় মাপের দড়ি হাতে এক জন লোককে নিয়ে একটি দর্শন পান, যিনি আয়তন অনুসারে যিরূশালেমকে পরিমাপ করতে যাচ্ছেন। সদাপ্রভু নিজেই যিরূশালেমের চারদিকে আগুনের দেয়াল হয়ে যিরূশালেমের সুরক্ষা বেষ্টনী নিশ্চিত করবেন এবং তিনি তার মধ্যে গৌরবের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হবেন। নির্বাসিতদেরকে উত্তর দিক থেকে ফিরে আসার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন যে, যে কেউ তোমাদেরকে স্পর্শ করে, সে আমার চোখের মনিকে স্পর্শ করে। হে সিয়োন কন্যা গান গাও ও আনন্দ কর! আর যখন সদাপ্রভু যিরূশালেমের মধ্যস্থলে বাস করবেন, বিচারের জন্য অনেক জাতির লোকদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হবে।

সখরিয় ২ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. পরিমাপরেখা সম্পন্ন লোকটি কি পরিমাপ করতে যাচ্ছে? (সখরিয় ২:১-২)

২. সদাপ্রভু যিরূশালেমের মধ্যবর্তী হয়ে থাকার বিষয়ে কি বলেছিলেন? (সখরিয় ২:৫)

৩. দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই পদগুলোতে ব্যক্ত জরিপকারীকে নিয়ে ভাববাদী সখরিয়ের রাত্রীকালীন দর্শনের মধ্য দিয়ে কিভাবে সদাপ্রভু তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন? (সখরিয় ২:১-১৩)

সখরিয় : ৩ অধ্যায়

চতুর্থ দর্শন: মহাপুরোহিত যিহোশূয় ও শয়তান

৩ [১] পরে তিনি আমাকে মহাপুরোহিত যিহোশূয়কে দেখালেন; ইনি সদাপ্রভুর দূতের
সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আর তাঁর বিরুদ্ধতা করার জন্য শয়তান তাঁর ডান পাশে
দাঁড়িয়েছিল। [২] তখন সদাপ্রভু শয়তানকে বললেন, শয়তান, সদাপ্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা
করুন; হ্যাঁ, যিনি যিরূশালেমকে মনোনীত করেছেন, সেই সদাপ্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা করুন;
এই ব্যক্তি কি আগুন থেকে তুলে নেওয়া জ্বলন্ত কাঠের টুকরার মত নয়? [৩] তখন যিহোশূয়
মলিন কাপড় পরিহিত হয়েই স্বর্গদূতের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। [৪] তাতে সেই স্বর্গদূত
নিজের সম্মুখে দণ্ডায়মান ব্যক্তিদেরকে বললেন, এঁর দেহ থেকে ঐ মলিন কাপড়গুলো খুলে
ফেল। পরে তিনি তাঁকে বললেন, দেখ, আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছি ও
তোমাকে শুভ্র পোশাক পরাব। [৫] তখন আমি বললাম, এঁর মাথায় পরিষ্কার উষ্ণীষ দিতে
আদেশ দেওয়া হোক। তখন তাঁর মাথায় পরিষ্কার উষ্ণীষ দেওয়া হল এবং তাঁকে পোশাক

[৩:১] দেখুন ইষ্রা ২:২; সখ ৬:১১; [৩:১] দেখুন ২ শমূ ২৪:১; দেখুন ২ বংশা ১৮:২১; দেখুন গীত ১০৯:৬; দেখুন মথি ৪:১০; [৩:২] বিচার ১:৯; [৩:২] দেখুন যিশা ১৪:১; [৩:২] দেখুন যিশা ৭:৪; [৩:২] বিচার ১:২৩; [৩:৪] দেখুন ২ শমূ ১২:১৩; দেখুন যিহি ৩৬:২৫; দেখুন মীখা ৭:১৮; [৩:৪] দেখুন আদি ৪১:৪২; দেখুন গীত ১৩২:৯; দেখুন যিশা ৫২:১; প্রকা ১৯:৮; [৩:৫] দেখুন যাত্রা ২৯:৬;

৩:১-১০ চতুর্থ দর্শন। ইস্রায়েল জাতিকে এক পবিত্র জাতি হিসেবে পরিষ্কার করা হবে এবং আবার আগের মর্যাদায় ফিরিয়ে আনা হবে (যাত্রা ১৯:৬ পদ ও নোট দেখুন)।

৩:১ যিহোশূয়। এই নামের অন্যান্য অরামীয় প্রতিশব্দ হল ইয়েহ্শূয়া। এখানে তিনি পাপপূর্ণ ইস্রায়েল জাতিকে উপস্থাপন করছেন (পদ ৮-৯ দেখুন)। যিহোশূয় এবং ইয়েহ্শূয়া নামগুলো প্রাচীনকালে খুবই প্রচলিত ছিল। গ্রীক ভাষায় এর সমার্থক নাম হচ্ছে "যীশু" এবং এই তিনটি নামেরই অর্থ হচ্ছে "সদাপ্রভু রক্ষা করেন" (মথি ১:২১ পদের নোট দেখুন)। *সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন।* একজন পুরোহিতের মত সামনে দাঁড়িয়ে পরিচর্যা করছিলেন (দ্বি.বি. ১০:৮; ২ বংশা ২৯:১১; যিহি ৪৪:১৫ পদ দেখুন)। *সদাপ্রভুর দূত।* দেখুন পদ ১:১১; এর সাথে আদি ১৬:৭ পদও দেখুন। *শয়তান।* ইয়োব ১:৬-১২ পদ ও নোট দেখুন; ২:১-৭; প্রকা ১২:১০ পদ ও নোট দেখুন। *ডান পাশে।* দেখুন গীত ১০৯:৬ পদ। *ভর্ৎসনা করুন।* কিংবা বলা যায় "অভিযোগ করুন"। এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ এবং শয়তান নামটির বুৎপত্তিগত অর্থ একই।

৩:২ যিরূশালেমকে মনোনীত করেছেন। ১:১৭; ২:১২ পদ দেখুন। *আগুন থেকে তুলে নেওয়া জ্বলন্ত কাঠের টুকরা।* *যিহূদী*দেরকে আগুন থেকে জ্বলন্ত কাঠের মত করে তুলে নেওয়া হয়েছিল যেন তারা বন্দীদশা থেকে ফিরে এসে তাদের জন্য ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পাদন করতে সক্ষম হয় (দেখুন আমোষ ৪:১১ পদ ও নোট; এর সাথে দেখুন সখ ১৩:৮-৯; দ্বি.বি. ৪:২০ পদ ও নোট; ৭:৭-৮; যিরমিয় ৩০:৭; প্রকা ১২:১৩-১৬; তুলনা করুন ১ করি ৩:১৫; যিহূদা ২৩ পদ ও নোট)।

৩:৪ নিজের সম্মুখে দণ্ডায়মান ব্যক্তি। সম্ভবত অন্যান্য স্বর্গদূতগণ (৭ পদ ও নোট দেখুন)। *এঁর দেহ থেকে ঐ মলিন কাপড়গুলো খুলে ফেল।* এর অর্থ হচ্ছে তাকে পৌরহিত্যের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে। এই কাজের মধ্য দিয়ে প্রতীকী অর্থে তার পাপ তুলে নেওয়াও বোঝানো হয়েছে (দেখুন পদ ৯ ও নোট; তুলনা করুন যিশা ৬৪:৬ পদ)।

৩:৫ এঁর মাথায় পরিষ্কার পাগড়ী দিতে আদেশ দেওয়া হোক। এভাবে তাঁকে আবারও

পরানো হল; আর সদাপ্রভুর দূত কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন।

৬ পরে সদাপ্রভুর দূত যিহোশূয়কে দৃঢ়ভাবে বললেন, ৭ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা
বলেন, তুমি যদি আমার পথে চল ও আমার রক্ষণীয়-দ্রব্য রক্ষা কর, তবে তুমিও আমার
গৃহের বিচার করবে এবং আমার প্রাঙ্গণের রক্ষকও হবে, আর এখানে যারা দাঁড়িয়ে আছে,
আমি তোমাকে এদের মধ্যে গমনাগমন করার অধিকার দেব। ৮ হে মহাপুরোহিত যিহোশূয়,
তুমি শোন এবং তোমার সম্মুখে উপবিষ্ট তোমার সখারাও শুনুক, কেননা তারা অদ্ভুত
প্রকৃতির লোক; কারণ দেখ, আমি আমার দাস তরুশাখাকে আনয়ন করবো। ৯ দেখ,
যিহোশূয়ের সম্মুখে আমি এই পাথর স্থাপন করেছি; সেই পাথরের উপরে সাতটি চোখ
আছে; দেখ, আমি তার লেখাটা ক্ষোদাই করে লিখব, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু
বলেন; এবং আমি এক দিনে সেই দেশের অপরাধ দূর করবো। ১০ বাহিনীগণের সদাপ্রভু
বলেন, সেদিন তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিবেশীকে আঙ্গুরলতা ও ডুমুর গাছের তলে
নিমন্ত্রণ করবে।

[৩:৭] দেখুন লেবীয় ৮:৩৫; [৩:৭] দ্বি:বি ১৭:৮-১১; দেখুন যিহি ৪৪:১৫-১৬; [৩:৭] ২ বংশা ২৩:৬; [৩:৭] যিরি ১৫:১৯; সখ ৬:১৫; [৩:৮] হগয় ১:১; [৩:৮] দেখুন দ্বি:বি ২৮:৪৬; দেখুন যিহি ১২:১১; [৩:৮] দেখুন যিশা ৪:২; দেখুন ৪৯:৩; দেখুন যিহি ১৭:২২; [৩:৯] দেখুন ইষ্রা ২:২; [৩:৯] দেখুন ২ বংশা ১৬:৯; [৩:৯] যিশা ২৮:১৬; [৩:৯] দেখুন ২ শমূ ১২:১৩; দেখুন যিরি ৫০:২০; [৩:১০] দেখুন ইয়োব ১১:১৮; [৩:১০] দেখুন গণনা ১৬:১৪; দেখুন ১ রাজা ৪:২৫; মীখা ৪:৪।

মহাপুরোহিত পদে অভিষিক্ত করা হল যেন তিনি ইস্রায়েলের জন্য স্বর্গীয় অভিষেক প্রাপ্ত একজন পুরোহিত ও মধ্যস্থতাকারী হয়ে উঠতে পারেন। পাগড়ীর সামনে লেখা ছিল "সদাপ্রভুর জন্য পবিত্রীকৃত" (যাত্রা ২৮:৩৬-৩৭; ৩৯:৩০-৩১; দেখুন সখ ১৪:২০ পদ ও নোট)।

৩:৭ যদি যিহোশূয় ও তাঁর সহযোগী পুরোহিতেরা বিশ্বস্ত থাকেন তাহলে তারা স্বর্গদূতদের সাথে সিয়োন ও ইস্রায়েলের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা সাধনে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন (যির ৩১:২২ পদ ও নোট দেখুন)। *এখানে যারা দাঁড়িয়ে আছে।* পদ ৪ ও নোট দেখুন।

৩:৮ তোমার সখারা। অর্থাৎ সহকারী পুরোহিতেরা। *আমার দাস।* দেখুন যাত্রা ১৪:৩১; গীত ১৮ অধ্যায়ের শিরোনাম; যিশা ৪১:৮-৯; ৪২:১-৪; ৪২:১; রোমীয় ১:১ পদ। *তরুশাখা।* *খ্রীষ্টের* একটি উপাধি (দেখুন ৬:১২; যিশা ৪:২ পদ ও নোট; ১১:১; যিরমিয় ২৩:৫ পদ ও নোট; ৩৩:১৫ পদ)।

৩:৯ পাথর। সম্ভবত খ্রীষ্টের আরেকটি প্রতিরূপ (দেখুন গীত ১১৮:২২; যিশা ৮:১৪; ২৮:১৬ পদ ও নোট)। *সাতটি চোখ।* সম্ভবত এর মধ্য দিয়ে অসীম দৃষ্টি বোঝানো হয়েছে। ৪:১০ পদের নোট দেখুন। আমি এক দিনে সেই দেশের অপরাধ দূর করবো। ৪ পদের প্রতীকী কাজটি এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৩:১০ সেদিন। ২:১১ পদ ও নোট দেখুন। *আঙ্গুরলতা ও ডুমুর গাছের তলে নিমন্ত্রণ করবে।* এখানে শান্তি, সুরক্ষা ও পরিতৃপ্তির একটি প্রতীকী দৃশ্যের অবতারণা ঘটানো হয়েছে (মীখা ৪:৪ পদ ও নোট দেখুন; তুলনা করুন ২ রাজা ১৮:৩১)।

সখরিয় ৩ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) মহাযাজক যিহোশূয় তাঁর সময়কার সমাজ-মণ্ডলীর প্রতিনিধি ছিলেন বলে তাঁর উপর একটি দর্শন উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে ঐ অবস্থায় তিনি মণ্ডলীর যেসব সমস্যা নিয়ে পরিশ্রম করেছিলেন এবং তাঁর অধীনে থাকা লোকদের অসন্তোষের প্রতিকার করেছিলেন– সেই বিষয়গুলোকে এখানে তুলে ধরা হয়েছেঃ শয়তান তাঁকে অভিযুক্ত করে, কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁকে উদ্ধার করেন (সখরিয় ৩:১-২)। তিনি নোংরা পোশাকে উপস্থিত হন, কিন্তু তাঁর পোশাক পাল্টানো হয় (সখরিয় ৩:৩-৫)। যদি যিহোশূয় সদাপ্রভু ইচ্ছা অনুসারে চলে ও তাঁর সেবা করেন, তবে তাঁর জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব তাঁকে দেয়া হবে (সখরিয় ৩:৬-৭)।

২) এখানে "পল্লব" হিসেবে সম্বোধিত খ্রীষ্টের বিষয়ে বিবৃতি তুলে ধরা হয়েছে কারণ ক্ষমতা প্রদানের জন্য তাঁকে সব উৎকর্ষতায় সমৃদ্ধ করা হবে যেন তিনি সফলতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে বিজয়ী হতে পারেন এবং আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে পাপের ক্ষমা ও শান্তি পেতে পারি (সখরিয় ৩:৮-১০)।

সার-সংক্ষেপঃ

তৃতীয় অধ্যায়ের এই দর্শনে মহাপুরোহিত যিহোশূয়কে তুলে ধরা হয়েছে, যিনি সদাপ্রভুর সামনে নোংরা পোশাক পরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। আর যিহোশূয়ের বিরোধিতা করতে শয়তান সদাপ্রভুর সামনে উপস্থিত হয়েছে। তাই সদাপ্রভু শয়তানকে তিরস্কার করেন। যিহোশূয়ের নোংরা পোশাক সরিয়ে তাঁকে পরিস্কার পোশাক দেয়া হয়। যিহোশূয়কে বলা হয় যে, যদি তিনি সদাপ্রভুর পথে চলেন, তবে তাঁকে তাঁর (সদাপ্রভুর) গৃহের বিচার করার ক্ষমতা দেয়া হবে। বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করে, তিনি বলেন যে, তিনি তাঁর দাস পল্লবকে নিয়ে আসবেন। তারপর মহাপুরোহিত যিহোশূয়ের সামনে সাতটি চোখযুক্ত একটি পাথর রাখা হয়। দেশের সব পাপ দূর করা হবে যেন যে কেউ তার প্রতিবেশীকে নিজের আংগুর-লতা ও ডুমুর গাছের তলায় বসার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

সখরিয় ৩ অধ্যায়ের উপর প্রশ্নাবলী

১. যিহোশূয়ের বিরোধিতা করার জন্য প্রভুর দূতের ডান পাশে কে দাঁড়িয়ে ছিল? (সখরিয় ৩:১)

২. যিহোশূয় কি ধরনের পোশাক পরেছিলেন? (সখরিয় ৩:৩)

৩. সদাপ্রভুর দূত যিহোশূয়কে কি বলেছিলেন যে, তিনি কি আনয়ন করবেন? (সখরিয় ৩:৮)

৪. মহাপুরোহিত যিহোশূয়কে নিয়ে দর্শনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ভাববাদী সখরিয়কে কি দেখিয়েছিলেন? (সখরিয় ৩:১-১০)

সখরিয় : ৪ অধ্যায়

পঞ্চম দর্শন: প্রদীপ-আসন ও জলপাই গাছ

৪ [১] পরে যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে আলাপ করছিলেন, তিনি পুনরায় এসে আমাকে ঘুম
থেকে জাগালেন। [২] আর তিনি আমাকে বললেন, কি দেখতে পাচ্ছ? আমি বললাম,
আমি দেখলাম, আর দেখ, একটি প্রদীপ-আসন, সমস্তটাই সোনার; তার মাথার উপরে
তেলের আধার ও তার উপরে সাতটি প্রদীপ এবং তার মাথার উপরে স্থিত প্রত্যেকটি
প্রদীপের জন্য সাতটি নল; [৩] তার কাছে দু'টি জলপাই গাছ, একটি তেলের আধারের ডানে
ও একটি তার বামে। [৪] তখন যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে আলাপ করছিলেন, আমি তাঁকে
জিজ্ঞাসা করলাম, হে আমার প্রভু, এগুলো কি? [৫] তাতে যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে আলাপ
করছিলেন, তিনি উত্তরে আমাকে বললেন, এসব কি তা কি জান না? আমি বললাম, হে
আমার প্রভু জানি না। [৬] তখন তিনি উত্তরে আমাকে বললেন, এ সরুব্বাবিলের প্রতি
সদাপ্রভুর বাক্য, 'পরাক্রম দ্বারা নয়, বল দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা,' এই কথা
বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। [৭] হে বিশাল পর্বত, তুমি কে? সরুব্বাবিলের সম্মুখে তুমি
সমভূমি হবে এবং 'প্রীতি, প্রীতি, এর প্রতি,' এই হর্ষধ্বনির সঙ্গে সে মস্তকস্বরূপ পাথরখানি

[৪:১] দেখুন দানি ৮:১৮; [৪:১] যিরি ৩১:২৬; [৪:২] দেখুন যিরি ১:১৩; [৪:২] দেখুন যাত্রা ২৫:৩১; প্রকা ১:১২; [৪:২] প্রকা ৪:৫; [৪:৩] পদ ১১; দেখুন গীত ১:৩; দেখুন প্রকা ১১:৪; [৪:৫] দেখুন সখ ১:৯; [৪:৬] দেখুন ১ বংশা ৩:১৯; দেখুন ইষ্রা ৫:২; [৪:৬] দেখুন ১ শমূ ১৩:২২; দেখুন ১ রাজা ১৯:১২; [৪:৬] দেখুন ১ শমূ ২:৯; [৪:৬] দেখুন যিহি ৯:২০; যিশা ১১:২-৪; দেখুন দানি ২:৩৪; হোশেয় ১:৭; [৪:৭] দেখুন গীত ২৬:১২; যিরি ৫১:২৫; [৪:৭] দেখুন গীত ১১৮:২২; [৪:৭] দেখুন ১ বংশা ১৫:২৮;

৪:১-১৪ পঞ্চম দর্শন। যিহূদীদেরকে উৎসাহ দান করা হয়েছে যেন তারা তাদের স্বর্গীয় পিতার কথা স্মরণ করে মন্দির পুনর্নির্মাণ করে (যাত্রা ২৫:৩৭ পদের নোট দেখুন)– যা শুধুমাত্র ঈশ্বরের আত্মার শক্তিতে সম্ভব (পদ ৬ দেখুন)।

৪:১ আমাকে ঘুম থেকে জাগালেন। একই রাতে (১:৮ পদের নোট দেখুন)।

৪:২ কি দেখতে পাচ্ছ? দেখুন পদ ৫:২; এর সাথে যিরমিয় **১:১১** পদ ও নোট দেখুন। এখানে যে দর্শনটির কথা বলা হচ্ছে সম্ভবত তাতে একটি বড় পাত্রের চার পাশে সাতটি প্রদীপ সাজানো ছিল এবং সেই বড় পাত্র থেকে সাতটি প্রদীপে অনবরত তেল যোগান দেওয়া হচ্ছিল (যাত্রা ২৫:৩৭ পদ দেখুন)।

৪:৩ দুটি জলপাই গাছ। তুলনা করুন প্রকা **১১:৪** পদ ও নোট। দুটি জলপাই গাছের মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে পুরোহিত ও রাজার দায়িত্ব এবং এটি অনবরত তেলে যোগান দানের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

৪:৬ পরাক্রম দ্বারা নয়, বল দ্বারাও নয়। দায়ূদ ও শলোমন যে রাজকীয় ক্ষমতা ভোগ করেছেন তা সরুব্বাবিলের ছিল না এবং যে কোন ক্ষেত্রেই পার্থিব শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে সদাপ্রভুর মন্দির নির্মাণ করা সম্ভব নয়।

৪:৭ পর্বত ... সমভূমি। ঈশ্বরের আত্মার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করলে (পদ ৬) পাহাড়ের সমান যে কোন বাধাও অতিক্রম করা যাবে। সম্ভবত এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে বিরোধিতা (ইষ্রা ৪:১-৫, ২৪ পদ) এবং লোকদের কঠিনতা (তুলনা করুন হগয় **১:১৪**; ২:১-৫)। *মস্তকস্বরূপ পাথরখানি।* শেষ যে পাথরটি জায়গামত স্থাপন করা প্রয়োজন (গীত **১১৮:২২** পদ ও নোট দেখুন), যা সরুব্বাবিল নির্মিত নতুন মন্দিরের নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি নির্দেশ করে।

বের করে আনবে।

৮ পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কাছে উপস্থিত হল, ৯ সরুব্বাবিলের হাত এই
গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপন করেছে, আবার তারই হাত তা সমাপ্ত করবে; তাতে তুমি জানবে যে
বাহিনীগণের সদাপ্রভুই তোমাদের কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন। ১০ কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের
দিনকে কে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে? সরুব্বাবিলের হাতে ওলোন দেখে তারা তো আনন্দ করবে;
এই সাতটি তো সদাপ্রভুর চোখ, এরা সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করে।

১১ পরে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, প্রদীপ-আসনটির ডানে ও বামে দুই দিকে
অবস্থিত এই দু'টি জলপাই গাছের তাৎপর্য কি? ১২ দ্বিতীয়বার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম,
সোনার যে দুই নল নিজে থেকেই সোনালী রংয়ের তেল বের করে, তার পাশে জলপাই
ফলের এই যে দু'টি শাখা আছে তার তাৎপর্য কি? ১৩ তিনি আমাকে উত্তরে বললেন, এসব
কি, তা কি জান না? আমি বললাম, হে আমার প্রভু, জানি না। ১৪ তখন তিনি বললেন, ওঁরা
সেই দুই অভিষিক্ত জন, যাঁরা সমস্ত পৃথিবীর প্রভুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন।

[৪:৯] দেখুন ইষ্রা ৩:১১; [৪:৯] ইষ্রা ৩:৮; দেখুন ৬:১৫; সখ ৬:১২; [৪:৯] দেখুন সখ ২:৯; [৪:১০] দেখুন হগয় ২:২৩; [৪:১০] হগয় ২:৩; [৪:১০] দেখুন ২ বংশা ১৬:৯; প্রকা ৫:৬; [৪:১০] দেখুন ইষ্রা ৫:১; দেখুন যিহি ১২:১; দেখুন ইয়োব ৩৮:৫; [৪:১১] দেখুন পদ ৩; দেখুন প্রকা ১১:৪; [৪:১৪] যাত্রা ২৯:৭; ৪০:১৫; দেখুন গীত ৪৫:৭; দেখুন যিশা ২০:৩; দেখুন দানি ৯:২৪-২৬।

৪:৮ এখানে একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বার্তা রয়েছে (৬:৯; ৭:৪, ৮; ৮:১, ১৮; এর সাথে হোশেয় ১:১ পদের নোট দেখুন)।

৪:৯ ভিত্তিমূল স্থাপন করেছে। ৫৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (ইষ্রা ৩:৮-১১; ৫:১৬)। *সমাপ্ত করবে।* ৫১৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (ইষ্রা ৬:১৫ পদ ও নোট দেখুন)।

৪:১০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের দিন। অনেকে মনে করেছেন মন্দির নির্মাণের কাজটি তাৎপর্যপূর্ণ (ইষ্রা ৩:১২; হগয় ২:৩ পদ ও নোট দেখুন), কিন্তু ঈশ্বর এই পুনর্নির্মাণ কাজে ছিলেন এবং তাঁর আত্মা দ্বারা (পদ ৬) তিনি সরুব্বাবিলকে দিয়ে এই কাজটি করিয়েছেন। *এই সাতটি তো সদাপ্রভুর চোখ।* ৩:৯ পদের নোট দেখুন।

৪:১৪ দর্শনটির অর্থ এখন ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। দুই অভিষিক্ত জন। সরুব্বাবিল, যিনি দায়ূদের বংশ থেকে এসেছেন এবং মহাপুরোহিত যিহোশূয়। যে তেল (পদ ১২) ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে পবিত্র আত্মাকে বোঝানো হয়েছে (পদ ৬)। শাসনকর্তা ও পুরোহিতের এই সমন্বয়ে গঠিত হবে চূড়ান্ত খ্রীষ্টিয় পুরোহিত -রাজা (তুলনা করুন ৬:১৩; গীত ১১০; ইব্রীয় ৭ অধ্যায়)। *সমস্ত পৃথিবীর প্রভু।* দেখুন ৬:৫ পদ।

সখরিয় ৪ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) দর্শন দেখার জন্য ভাববাদী সখরিয়কে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা (সখরিয় ৪:১)।

২) দর্শনটি ছিল সাতটি প্রদীপ যুক্ত একটি বাতিদান নিয়ে– প্রদীপগুলোতে যে তেল দিয়ে জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিল, তা বাতিদানের খুব কাছাকাছি এর দুই পাশে থাকা দুইটি

জলপাই গাছ (উভয় পাশে একটি করে) থেকে সরবরাহ হতো (সখরিয় ৪:২-৩)।

৩) মন্দির নির্মাতারা যেন ঐ ভাল কাজটি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে সেজন্যে তাদেরকে সাধারণভাবে উৎসাহিত করার মাধ্যমে এই নিশ্চয়তা দেয়া হয় যে, অবশেষে এই মন্দির উৎকৃষ্টতায় পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করবে (সখরিয় ৪:৪-১০)।

৪) এই সব নিশ্চয়তার বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণার জন্য দর্শনটির বিশেষ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে (সখরিয় ৪:১১-১৪)।

সার-সংক্ষেপ:

ভাববাদী সখরিয় বাতিদানের বিষয়ে একটি দর্শন পান। আর এই দর্শনে প্রদর্শিত বাতিদানটির খুব কাছাকাছি দুই পাশে একটি করে মোট দুইটি জলপাই গাছ দেখা যায়, যেগুলো থেকে বাতিদানের সাথে যুক্ত সাতটি প্রদীপে নলের মধ্য দিয়ে তেল সরবরাহ হয়। যিহূদার শাসনকর্তা সরুব্বাবিল সদাপ্রভুর আত্মায় মন্দির পুনঃনির্মাণ কাজ শেষ করবেন। আর এই উপলক্ষে উৎসাহ প্রদান করা হয়। দুইটি জলপাই গাছ দিয়ে অভিষিক্ত দুই জনকে বোঝানো হয়েছে, যারা পুরো বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রভুর দুই পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

সখরিয় ৪ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. কার হাত মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেছে? (সখরিয় ৪:৮-৯)
২. জলপাইয়ের দুটি শাখা কি প্রতিনিধিত্ব করে? (সখরিয় ৪:১৪)
৩. স্বর্ণের বাতিদান ও দুইটি জলপাই গাছের বিষয়ে কি ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছিল? (সখরিয় ৪:১-১৪)

ষষ্ঠ দর্শন: গুটিয়ে রাখা পুস্তক

৫ [১] পরে আমি আবার চোখ তুলে দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, একখানি গুটিয়ে রাখা
[২] পুস্তক উড়ছে। তখন তিনি আমাকে বললেন, কি দেখতে পাচ্ছ? আমি উত্তরে
বললাম, একখানি গুটিয়ে রাখা পুস্তক উড়তে দেখছি; তা বিশ হাত লম্বা ও দশ হাত চওড়া।

[৫:১] দেখুন গীত ৪০:৭; দেখুন যিরি ৩৬:৪; প্রকা ৫:১; [৫:২] দেখুন যিরি ১:১৩;

৫:১-৪ ষষ্ঠ দর্শন। আইন-কানুন ভঙ্গ করার কারণে যারা তা ভঙ্গ করেছে তাদেরকে তিরস্কার করা হচ্ছে; পাপীদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে।

৫:১ উড়ছে। তা খুলে রাখা হয়েছে এবং বাতাসে উড়ছে যেন সকলে তা পড়তে পারে। *গুটিয়ে রাখা পুস্তক।* যাত্রা ১৭:১৪ পদের নোট দেখুন।

৫:২ তিনি। ব্যাখ্যা দানকারী স্বর্গদূত (পদ ৫; ৪:১১ দেখুন)। *কি দেখতে পাচ্ছ? পদ* ৪:২ ও নোট দেখুন। *বিশ হাত লম্বা ও দশ হাত চওড়া।* স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি বড় আকৃতির, বিশেষ করে চওড়ার দিকে। পাপের বিচার সংক্রান্ত এমন বিরাট আকারের সতর্ক বার্তা নিশ্চয়ই মানুষের মনে অনুশোচনা ও মন পরিবর্তনের চিন্তা জাগিয়ে তুলবে।

৩ তিনি আমাকে বললেন, সেটি সমস্ত দেশের উপরে বের হওয়া অভিশাপ; বস্তুতঃ যে কেউ
চুরি করে, সে ওর এক দিকের বিধান অনুসারে উচ্ছিন্ন হবে এবং যে কেউ শপথ করে, সে ওর
অন্য দিকের বিধান অনুসারে উচ্ছিন্ন হবে। ৪ বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, আমি ওকে বের
করে আনবো, সে চোরের বাড়িতে ও আমার নামে মিথ্যা শপথকারীর বাড়িতে প্রবেশ করবে
এবং তার বাড়ির মধ্যে অবস্থান করে কাঠ ও পাথরসুদ্ধ বাড়ি বিনাশ করবে।

ষষ্ঠ দর্শন: ঐফাপাত্রের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক

৫ পরে যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে আলাপ করছিলেন, তিনি বাইরে এসে আমাকে
বললেন, তুমি চোখ তুলে দেখ, ওটা কি বের হচ্ছে? ৬ তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম ওটা
কি? তিনি বললেন, ওটি ঐফাপাত্র; আরও বললেন, ওটা সমস্ত দেশে তাদের অধর্ম। ৭ আর
দেখ, সেই ঐফাপাত্রের সীসার ঢাকনিটা তোলা হল, আর তার মধ্যে এক জন স্ত্রীলোক বসে
আছে। ৮ তিনি বললেন, এ দুষ্টতা। পরে তিনি ঐ স্ত্রীলোককে ঐফার মধ্যে ফেলে দিয়ে তার

[৫:৩] যিশা ২৪:৬; ৩৪:২; ৪৩:২৮; মালা ৩:৯; ৪:৬; [৫:৩] যাত্রা ২০:১৫; মালা ৩:৮; [৫:৩] যাত্রা ২০:৭; যিশা ৪৮:১; [৫:৪] সখ ৮:১৭; [৫:৪] লেবীয় ১৪:৩৪-৪৫; দেখুন উপদে ৩:৩৩; দেখুন হবক ২:৯-১১; মালা ৩:৫; [৫:৬] মীখা ৬:১০; [৫:৮] মীখা ৬:১১;

৫:৩ অভিশাপ। দেখুন দ্বি.বি. ২৭:২৬ পদ ও নোট। *এক দিকের ... অন্য দিকের।* আইন-কানুনের দশ আজ্ঞার দুটি প্রস্তর ফলকের মত (যাত্রা ৩২:১৫ পদ ও নোট দেখুন) গুটিয়ে রাখা পুস্তকের দুই পাশেই লেখা ছিল (যাত্রা ২:১০ পদ ও নোট দেখুন)। *চুরি করে।* যে ব্যক্তি অষ্টম আদেশ লঙ্ঘন করে (যাত্রা ২০:১৫ পদ ও নোট দেখুন)। *যে কেউ শপথ করে।* অর্থাৎ মিথ্যা শপথ করে। ৮:১৭ পদ দেখুন। *যে ব্যক্তি তৃতীয় আজ্ঞা লঙ্ঘন করে* (৪ পদের সাথে তুলনা করুন যাত্রা ২০:৭ পদ ও নোট)। যদিও চুরি ও মিথ্যা কথা বলা সেই সময় খুবই সাধারণ বিষয় ছিল কিন্তু এগুলো সব সময়ই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুতর পাপ। যিহূদার লোকেরা প্রত্যেকেই আইন-কানুনের কোন না কোন বিধান অমান্য করার দায়ে অভিযুক্ত ছিল (যাকোব ২:১০ পদ ও নোট দেখুন)।

৫:৪ বাহিনীগণের সদাপ্রভু। ১ শমূ ১:৩ পদের নোট দেখুন। *প্রবেশ করবে ... বিনাশ করবে।* এখানে "সে" বলতে অভিশাপের কথা বোঝানো হয়েছে (পদ ৩)। ঈশ্বরের বাক্য শপথ হিসেবে দেওয়া হোক (অধ্যায় ৪) বা সতর্কবাণী হিসেবে দেওয়া হোক (এখানে) তা সম্পন্ন হবেই (তুলনা করুন গীত ১৪৭:১৫; যিশা ৫৫:১০-১১; আরও দেখুন ইব্রীয় ৪:১২-১৩ পদ ও নোট)।

৫:৫-১১ সপ্তম দর্শন। এখানে বলা হয়েছে সমস্ত পাপ বিনাশ করা হবে (বাবিল; পদ ১১)।

৫:৬ ঐফাপাত্র। হিব্রু শব্দ "ঐফা" দিয়ে সাধারণত বড় আকৃতির পাত্র বা ঝুড়ি বোঝানো হয়ে থাকে যাতে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষের জায়গা না হলেও তা বেশ বড় আকৃতির। তবে এখানে যে ঐফাপাত্রের কথা বলা হচ্ছে তা আকারে স্বাভাবিকের তুলনায় আকারে অনেক বড় (১-২ পদের গুটানো পুস্তকের মত)।

৫:৭ স্ত্রীলোক। সম্ভবত যিহূদার লোকদের পাপকে এখানে ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং একজন নারীর আকারে রূপ দেওয়া হয়েছে (প্রকা ১৭:১-৬ পদের সাথে তুলনা করুন)।

৫:৮ এ দুষ্টতা। এই শব্দটির মধ্য দিয়ে সাধারণত নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক মন্দতাকে বোঝানো হয়ে থাকে– যা ধার্মিকতা বা ন্যায্যতা শব্দের বিপরীত (তুলনা করুন হিতোপদেশ ১৩:৬; যিহি ৩৩:১২)। এই পুরো দুষ্টতার

মুখে সেই সীসার ঢাকনিটা চেপে দিলেন। [৯] তখন আমি চোখ তুলে দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, দুই জন স্ত্রীলোক বের হয়ে এল; তাদের পাখায় বায়ু ছিল; আর হাড়গিলার পাখার মত তাদের পাখা ছিল, তারা পৃথিবী ও আকাশের মধ্যপথে সেই ঐফা উঠিয়ে নিয়ে গেল। [১০] তখন যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে আলাপ করছিলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওরা ঐফাটি কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? [১১] তিনি আমাকে বললেন, এরা শিনিয়র দেশে ওর জন্য একটি বাড়ি তৈরি করবে; তা প্রস্তুত হলে সেখানে ওকে তার স্থানে স্থাপন করা যাবে।

[৫:৯] লেবীয় ১১:১৯; [৫:১১] দেখুন আদি ১০:১০; [৫:১১] যিরি ২৯:৫, ২৮; [৫:১১] দেখুন দানি ১:২।

ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ফেলার প্রয়োজন ছিল (তুলনা করুন ২ থিষ ২:৬-৮)।

৫:৯ দুই জন স্ত্রীলোক। ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত দুই প্রতিনিধি। *বায়ু।* যা ঈশ্বরের কাজের একটি মাধ্যম (গীত ১০৪:৩-৪ পদ ও নোট দেখুন)। মন্দতা অপসারণ একান্তভাবেই ঈশ্বরের কাজ।

৫:১১ শিনিয়র দেশ। বাবিল; দেখুন আদি ১০:১০ পদ; ১১:২ পদ; প্রকাশিত ১৭-১৮ অধ্যায়। বাবিল ছিল প্রতিমাপূজায় পরিপূর্ণ একটি দেশ যা মন্দতার উৎপত্তিস্থল হিসেবে যথার্থ ছিল। কিন্তু এটি ইস্রায়েল নয়, কারণ ইস্রায়েল ছিল ঈশ্বরের মনোনীত জাতির লোকদের আবাসস্থল।

সখরিয় ৫ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) ঈশ্বর লোকদের মধ্যে বিশেষত ঐ সব লোকদের সাথে খুবই কঠিন বোঝাপড়া করবেন, যারা দুষ্ট ও কলুষিত, যারা নৈতিক উন্নতিসাধনের দ্বারা সংশোধিত হতে ঘৃণা করে এবং পুরো জাতির প্রতি ঈশ্বরের দয়া প্রদর্শন ও তাঁর অপর্যাপ্ত আশীর্বাদ থাকা সত্ত্বেও যারা তাদের পরিবার নিয়ে অভিশপ্ত জীবন কাটায়– তাদের বিবরণ ভাবাবাদী সখরিয় একটি উড়ন্ত গুটানো পুস্তকে দেখতে পান (সখরিয় ৫:১-৪)।

২) এরপরেও যদি গোটা জাতির নৈতিক অবনতি ঘটে ও তাদের মধ্যে দুষ্টতা থাকে, তবে তাদেরকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে ও ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধের দ্বারা তারা খুবই দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাবে– যা সীসার ঢাকনি যুক্ত মাপার পাত্রে আবদ্ধ স্ত্রীলোকের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে, যাকে দুই জন ডানা যুক্ত স্ত্রীলোক উড়ে এসে তাদের ডানায় করে তুলে নিয়ে যায় অজানার পথে, ভাববাদী সখরিয় এই দৃশ্য শুধু প্রত্যক্ষ করেন, কিন্তু তিনি জানেন না কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে (সখরিয় ৫:৫-১১)।

সার-সংক্ষেপ:

ভাববাদী সখরিয় উড়ন্ত গুটানো পুস্তক নিয়ে একটি দর্শন দেখতে পান, যা দৈর্ঘ্যে বিশ হাত ও প্রস্থে দশ হাত। এটিতে চোর ও যাদুকরদের উপর আরোপিত অভিশাপ লেখা রয়েছে। দুষ্টতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে একটি স্ত্রীলোককে দিয়ে, যিনি একটি ঝুড়ির মধ্যে বসে রয়েছেন। আর এক জন স্বর্গদূত তাকে ঝুড়ির মধ্যে ঠেলে দিয়ে সেটির মুখ সীসার ঢাকনি

দিয়ে বন্ধ করে দেন। ডানা যুক্ত দুই জন স্ত্রীলোক ঝুড়িটি তাদের পাখায় করে বাবিলে নিয়ে যায়।

সখরিয় ৫ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. উড়ন্ত স্ক্রলের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ কত ছিল? (সখরিয় ৫:২)

২. ঈশ্বর কিভাবে উড়ন্ত গুটানো পুস্তকটির ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন? (সখরিয় ৫:১-৪)

৩. ঝুড়ির ভেতরে বসে থাকা স্ত্রীলোকে কি বলা হয়েছিল? (সখরিয় ৫:৭-৯)

৪. কে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী ঝুড়ি উত্তোলন করেছে? (সখরিয় ৫:৯)

অষ্টম দর্শন: চারটি রথ

৬ [১] পরে আমি পুনর্বার চোখ তুলে দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, দু'টি পর্বতের মধ্য
থেকে চারটি রথ বের হল; সেই দু'টি পর্বত ছিল ব্রোঞ্জের। [২] প্রথম রথে লাল রংয়ের
ঘোড়াগুলো, দ্বিতীয় রথে কালো রংয়ের ঘোড়াগুলো, [৩] তৃতীয় রথে সাদা রংয়ের ঘোড়াগুলো
ও চতুর্থ রথে বিন্দুচিত্রিত বলবান ঘোড়াগুলো ছিল। [৪] তখন যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে আলাপ
করছিলেন, আমি তাঁকে বললাম, হে আমার প্রভু, এসব কি? [৫] সেই স্বর্গদূত উত্তরে আমাকে
বললেন, এঁরা স্বর্গের চারটি বায়ু, সমস্ত পৃথিবীর প্রভুর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে থাকবার পরে বের
হয়ে আসছেন। [৬] যে রথে কালো রংয়ের ঘোড়াগুলো আছে, তা উত্তর দেশে যাচ্ছে; ও সাদা
রংয়ের ঘোড়াগুলো তাদের পিছনে পিছনে চললো এবং বিন্দুচিত্রিত ঘোড়াগুলো দক্ষিণ দেশে
চললো। [৭] আর বলবান ঘোড়াগুলো চললো এবং পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করার অনুমতি প্রার্থনা
করলো; তাতে তিনি বললেন, চলে যাও, পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ কর; তাতে তারা পৃথিবীর
সর্বত্র ভ্রমণ করলো। [৮] তখন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, দেখ, যারা উত্তর দেশে যাচ্ছে,
তারা উত্তর দেশে আমার আত্মাকে সুস্থির করেছে।

তরুশাখা

[৯] পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কাছে উপস্থিত হল, [১০] তুমি নির্বাসিত লোকদের

[৬:১] পদ ৫; দেখুন ২ রাজা ২:১১; [৬:২] প্রকা ৬:৫; [৬:৩] প্রকা ৬:২; [৬:৫] দেখুন যিহি ৩৭:৯; মথি ২৪:৩১; প্রকা ৭:১; [৬:৫] দেখুন যিহো ৩:১১; [৬:৭] যিশা ৪৩:৬; সখ ১:৮; [৬:৮] দেখুন যিহি ৫:১৩; দেখুন ২৪:১৩; [৬:৮] দেখুন সখ ১:১০;

৬:১ চারটি রথ। স্বর্গীয় আত্মা যারা ঈশ্বরের বিচার সাধনের জন্য নিযুক্ত (পদ ৫)। *দুটি পর্বত।* সম্ভবত সিয়োন পর্বত এবং জৈতুন পর্বত, যার মধ্যে রয়েছে কিদ্রোণ উপত্যকা।

৬:৪ এসব। অর্থাৎ ঘোড়া সহ রথ।

৬:৫ চারটি বায়ু। দেখুন পদ ১। *সমস্ত পৃথিবীর প্রভু।* ৪:১৪ পদের নোট দেখুন।

৬:৮ উত্তর দেশ। সাধারণত এর মধ্য দিয়ে বাবিলকে বোঝানো হয়ে থাকে, কিন্তু এছাড়া ইস্রায়েলের শত্রুদের আক্রমণের দিককেও চিহ্নিত করা হয় এর মধ্য দিয়ে।

কাছে, অর্থাৎ হিল্‌দয়, টোবিয় ও যিদায়ের কাছ থেকে রূপা ও সোনা গ্রহণ কর; সেদিন যাও, সফনিয়ের পুত্র যোশিয়ের বাড়িতে গমন কর, বাবিল থেকে তারা সেখানে এসেছে; [১১] তুমি রূপা ও সোনা গ্রহণ করে মুকুট তৈরি কর এবং যিহোষাদকের পুত্র মহাপুরোহিত যিহোশূয়ের মাথায় পরিয়ে দাও। [১২] আর তাকে বল, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, দেখ, সেই পুরুষ, যাঁর নাম 'তরুশাখা', তিনি তাঁর স্থানে তরুশাখার মত বৃদ্ধি পাবেন এবং সদাপ্রভুর মন্দির গাঁথবেন; [১৩] হ্যাঁ, তিনিই সদাপ্রভুর মন্দির গাঁথবেন, তিনিই রাজকীয় সম্মান ধারণ করবেন, তাঁর সিংহাসনে বসে কর্তৃত্ব করবেন এবং তাঁর সিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট পুরোহিত হবেন, তাতে এই দুইয়ের মধ্যে শান্তির মন্ত্রণা থাকবে। [১৪] পরন্তু হেলেম, টোবিয় ও যিদায়ের জন্য এবং সফনিয়ের পুত্রের সৌজন্যে এই মুকুট স্মরণার্থে সদাপ্রভুর মন্দিরে থাকবে।

[১৫] আর দূরবর্তী লোকেরা এসে সদাপ্রভুর মন্দির নির্মাণে সাহায্য করবে; আর তোমরা জানবে যে, বাহিনীগণের সদাপ্রভুই তোমাদের কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন। তোমরা যদি যত্নপূর্বক নিজেদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কথায় মনোযোগ দাও, তবে তা সিদ্ধ হবে।

[৬:১০] ইষ্রা ৭:১৪-১৬; যিরি ২৮:৬; [৬:১১] গীত ২১:৩; [৬:১১] দেখুন ইষ্রা ২:২; দেখুন সখ ৩:১; [৬:১১] দেখুন ১ বংশা ৬:১৫; দেখুন ইষ্রা ৩:২; [৬:১২] দেখুন যিশা ৪:২; দেখুন যিহি ১৭:২২; [৬:১২] ইষ্রা ৩:৮-১০; সখ ৪:৬-৯; [৬:১৩] দেখুন গীত ১১০:৪; [৬:১৪] দেখুন যাত্রা ২৮:১২; [৬:১৫] যিশা ৬০:১০; [৬:১৫] সখ ২:৯-১১; [৬:১৫] যিশা ৫৮:১২; যিরি ৭:২৩; দেখুন সখ ৩:৭।

৬:১০ রূপা ও সোনা। মন্দিরের জন্য উপহার (ইষ্রা ৬:৫; হগয় ২:৮ পদ দেখুন)।

৬:১১ মুকুট। এই শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়ে থাকে পুরোহিতের মাথার পাগড়ি।

৬:১২ দেখ, সেই পুরুষ। এর সাথে তুলনা করুন যোহন ১৯:৫ পদে পীলাত যেভাবে যীশু খ্রীষ্টকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। *তরুশাখা।* ৩:৮ পদের নোট দেখুন।

৬:১৩ রাজকীয় সম্মান ধারণ করবেন। গীত ১০৯:২৯ পদের নোট দেখুন। *তাঁর সিংহাসন।* দেখুন ২ শমূ ৭:১১, ১৬; যিশা ৯:৭; লূক ১:৩২ পদ ও নোট। *সিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট পুরোহিত হবেন।* আসন্ন রাজা খ্রীষ্ট একই সাথে একজন পুরোহিতও হবেন।

সখরিয় ৬ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) চারটি রথকে নিয়ে যে দর্শন, তাতে ঈশ্বরকে জাতিগুলোর এক জন রাজা হিসবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যিনি স্বর্গদূতদের মণ্ডলী নিয়ে এই বিশ্বকে শাসন করেন (সখরিয় ৬:১-৮)।

২) খ্রীষ্টের মধ্যস্থতায় পবিত্র জনদের রাজা হিসেবে ঈশ্বরকে মণ্ডলী শাসন করতে দেখা যায়। মহাপুরোহিত যিহোশূয়ের মাথায় মুকুট আনুষ্ঠানিকভাবে মুকুট পরানোর পরে খ্রীষ্টের বিষয়ে ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয় (সখরিয় ৬:৯-১৫)।

সখরিয় : ৭ অধ্যায়

সার-সংক্ষেপ:
যারা উত্তর দেশের দিকে যাচ্ছে তারা সেখানে সদাপ্রভুর আত্মাকে বিশ্রাম দিয়েছে। মহাপুরোহিত যিহোশূয়কে সোনা ও রূপায় তৈরি মুকুট পরানো হয়। খ্রীষ্টকে যে পল্লব নামে এখানে তুলে ধরা হয়েছে তিনি সদাপ্রভুর মন্দির নির্মাণ করবে। আর এই মুকুট সেই মন্দিরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সখরিয় ৬ অধ্যায়ের উপর প্রশ্নাবলী

১. ভাববাদী সখরিয় কিভাবে চারটি রথ বিষয়ক দর্শনটি বর্ণনা করেছিলেন? (সখরিয় ৬:১-৮)

২. প্রতীকী মুকুট পরানো পর্বে মহাপুরোহিত যিহোশূয়ের কি ভূমিকা ছিল? (সখরিয় ৬:৯-১৩)

৩. ১৪-১৫ পদের বার্তায় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছিল? (সখরিয় ৬:১৪-১৫)

উপবাস বিষয়ক প্রশ্ন ও তার উত্তর

৭ [১] আর দারিয়াবস রাজার চতুর্থ বছরে কিষ্‌লেব নামক নবম মাসের চতুর্থ দিনে
সদাপ্রভুর বাক্য সখরিয়ের কাছে উপস্থিত হল। [২] সেই সময় বৈথেলের লোকেরা
শরেৎসর, রেগম্মেলক ও তাদের লোকদেরকে সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করতে প্রেরণ করলো,
[৩] বাহিনীগণের সদাপ্রভুর গৃহের পুরোহিতদের এবং ভাববাদীদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পাঠাল
যে, আমি এত বছর যেমন করছি, তেমনি পঞ্চম মাসে নিজেকে পৃথক করে কি শোক প্রকাশ
ও উপবাস রাখব? [৪] তখন বাহিনীগণের সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কাছে উপস্থিত হল,
তুমি দেশের সকল লোক ও পুরোহিতদেরকে এই কথা বল, [৫] তোমরা এই সত্তর বছর কাল
পঞ্চম ও সপ্তম মাসে যখন উপবাস রেখেছ ও শোক করেছ, তখন তা কি আমার, আমারই
উদ্দেশে করেছ? [৬] আর যখন ভোজন কর ও পান কর, তখন কি তোমরাই ভোজন ও
তোমরাই পান কর না? [৭] যিরূশালেম ও তার চারদিকের সমস্ত নগর যখন বসতি ও

[৭:১] দেখুন ইষ্রা ৫:১; [৭:১] যিহি ১:১; [৭:২] যিরি ২৬:১৯; সখ ৮:২১; [৭:২] হগয় ২:১০-১৪; [৭:৩] সখ ১২:১২-১৪; [৭:৩] ২ রাজা :৯; যিরি ৫২:১২-১৪; [৭:৫] যিশা ৫৮:৫; [৭:৫] ২ রাজা :২৫; [৭:৫] দেখুন দানি ৯:২; [৭:৬] দেখুন যিশা

৭:১ চতুর্থ বছরে ... নবম মাসের চতুর্থ দিনে। ডিসেম্বর ৭, ৫১৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (১:৭ পদের নোট দেখুন)।

৭:৩ ভাববাদীদেরকে। এর মধ্যে রয়েছে ভাববাদী সখরিয়। *আমি।* এখানে সামষ্টিকভাবে বাবিলের সমস্ত লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে। ৮:১৯ পদের নোট দেখুন।

কুশলবিশিষ্ট ছিল এবং দক্ষিণ দেশ ও নিম্নভূমি যখন বসতিবিশিষ্ট ছিল, সেই সময় সদাপ্রভু আগেকার ভাববাদীদের দ্বারা যেসব কথা ঘোষণা করেছিলেন, তা কি তোমরা শুনবে না?

ঈশ্বরের দাবী না মানার শাস্তি

৮ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য সখরিয়ের কাছে উপস্থিত হল, ৯ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই
কথা বলেছেন, তোমরা যথার্থ বিচার কর এবং প্রত্যেকে আপন আপন ভাইয়ের সঙ্গে দয়া ও
করুণাযুক্ত ব্যবহার কর; ১০ এবং বিধবা, অনাথ, বিদেশী ও দুঃখী লোকদের উপর দৌরাত্ম্য
করো না এবং তোমরা কেউ মনে মনে আপন ভাইয়ের অনিষ্ট চিন্তা করো না। ১১ কিন্তু তারা
কান দিতে অসম্মত হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে রাখত এবং যেন শুনতে না পায়, সেজন্য নিজ নিজ
কান ভারী করতো। ১২ হ্যাঁ, তারা নিজ নিজ অন্তঃকরণ হীরার মত কঠিন করতো, যেন
ব্যবস্থার কথার শুনতে না হয় এবং বাহিনীগণের সদাপ্রভু নিজের আত্মা দ্বারা আগের
ভাববাদীদের হাতে যেসব বাক্য প্রেরণ করতেন, তাও শুনতে না হয়; এজন্য বাহিনীগণের
সদাপ্রভু মহা ক্রুদ্ধ হলেন। ১৩ তখন তিনি ডাকলে তারা যেমন শুনতো না, তেমনি
বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বললেন, তারা ডাকলে আমিও শুনব না; ১৪ আর আমি
ঘূর্ণিবাতাস দ্বারা তাদেরকে অপরিচিত সর্বজাতির মধ্যে ছিন্নভিন্ন করবো। এভাবে তাদের
পরে দেশ এমন ধ্বংস হয়েছে যে, তা দিয়ে কেউ যাতায়াত করে নি। এভাবে তারা মনোরম
দেশকে ধ্বংসস্থান করেছিল।

৪৩:২৩; [৭:৭] যিশা ১:১১-২০; সখ ১:৪; [৭:৭] যিরি ২২:২১; [৭:৭] দেখুন যিরি ১৭:২৬; [৭:৭] যিরি ৪৪:৪-৫; [৭:৯] দেখুন যিরি ২২:৩; ৪২:৫; সখ ৮:১৬; [৭:৯] দেখুন দ্বি:বি ২২:১; [৭:১০] যিরি ৪৯:১১; [৭:১০] দেখুন যাত্রা ২২:২১; [৭:১০] দেখুন লেবীয় ২৫:১৭; যিশা ১:২৩; [৭:১০] দেখুন যাত্রা ২২:২২; দেখুন ইয়োব ৩৫:৮; দেখুন যিশা ১:১৭; দেখুন যিহি ৪৫:৯; দেখুন মীখা ৬:৮; [৭:১১] দেখুন যিশা ৯:৯; [৭:১১] দেখুন যিরি ৩২:৩৩; [৭:১১] দেখুন যিরি ৫:৩; ৮:৫; ১১:১০; দেখুন ১৭:২৩; দেখুন যিহি ৫:৬; [৭:১২] দেখুন যিরি ৫:৩; ১৭:১; দেখুন যিহি ১১:১৯; [৭:১২] দেখুন যিহি ৯:২৯; [৭:১২] দেখুন যিরি ৪২:২১; দেখুন দানি ৯:১২; [৭:১৩] দেখুন যিরি ৭:২৭; [৭:১৩] যিশা ১:১৫; দেখুন যিরি ১১:১১; ১৪:১২; দেখুন মীখা ৩:৪; [৭:১৩] দেখুন উপদে ১:২৮; দেখুন বিলাপ ৩:৪৪; দেখুন যিহি ২০:৩১; [৭:১৪] দেখুন লেবীয় ২৬:৩৩; দ্বি:বি ৪:২৭; ২৮:৬৪-৬৭; দেখুন গীত ৪৪:১১; [৭:১৪] যিরি ২৩:১৯; [৭:১৪] দেখুন যিশা ৩৩:৮; [৭:১৪] দেখুন যিরি ৭:৩৪; দেখুন ৪৪:৬; দেখুন যিহি ১২:১৯।

৭:৭ আগেকার ভাববাদী। ১:৪ পদের নোট দেখুন। *দক্ষিণ দেশ।* এর অন্য নাম নেগেভ। আদি ১২:৯ পদের নোট দেখুন।

৭:৯ যথার্থ বিচার। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা (৮:১৬-১৭ পদ দেখুন এবং ৮:১৬ পদের নোট দেখুন; যিশা ৪২:১, ৪; মীখা ৬:৮ পদ ও নোট দেখুন)।

৭:১০ অত্যাচার। পুরাতন নিয়মের সব সময়ই অসহায়ের প্রতি অত্যাচার করাকে তিরস্কার করা হয়েছে (উদাহরণ হিসেবে দেখুন আমোষ ২:৬-৮ পদ ও নোট; ৪:১; ৫:১১-১২, ২১-২৪; ৮:৪-৬)।

৭:১১ তারা। বন্দীদশার আগে ইস্রায়েলের পূর্বপুরুষেরা; যেমনটা ১২ পদে আগেকার ভাববাদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৭:১২ হীরার মত কঠিন। দেখুন যিহি ৩:৮-৯ পদ। *নিজের আত্মা দ্বারা ... বাক্য প্রেরণ করতেন।* ভাববাদীদের সমস্ত কথাই ছিল সদাপ্রভু ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত।

৭:১৩ দেখুন পদ ১:৩ ও নোট।

৭:১৪ ছিন্নভিন্ন করবো। আইন-কানুন অমান্য করার অন্যতম একটি শাস্তি (দ্বি.বি. ২৮:৩৬-৩৭, ৬৪-৬৮ পদ দেখুন এবং ২৮:৬৪ পদের নোট দেখুন)। *ঘূর্ণিবাতাস।* হিতোপদেশ ১:২৭ পদ ও নোট দেখুন; যিশা ৪০:২৪।

সখরিয় ৭ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) বন্দীত্ব থেকে ফিরে আসা ইস্রায়েলরা উপবাসের বিষয়ে ভাববাদী সখরিয়ের কাছে একটি বিবেক তাড়িত প্রশ্ন তুলে ধরে জানতে চায় যে, সত্তর বছর বন্দী জীবনে তারা যেভাবে ধর্মনিষ্ঠভাবে উপবাস প্রথা পালন করেছিল, বন্দিত্ব থেকে ফিরে আসার পরও কি তারা সেভাবে উপবাস পালন করবে কিনা (সখরিয় ৭:১-৩)।

২) লোকদের প্রশ্নের উত্তর নির্ধারিত ও পরবর্তী অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে। এখানে চারটি পৃথক বক্তব্য রয়েছে, যাদের সবগুলোই আলোচিত বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট।

৩) ভাববাদী সখরিয় খুবই কঠোরভাবে উপবাস বিষয়ক অব্যবস্থার জন্য তাদেরকে তিরস্কার করেন (সখরিয় ৭:৪-৭)।

৪) তাদের জীবন সংশোধনের জন্য তিনি তাদেরকে উপদেশ দেন কারণ সেটিই হবে তাদের জন্য সব চেয়ে সঠিকভাবে উপবাস পালনের উপায়। আর তিনি তাদেরকে ঐ সব পাপের বিষয়ে সাবধান হতে বলেন, যেগুলো তারা এক সময় উপবাস-পর্ব পালনের মধ্য দিয়ে করেছিল বলে ঈশ্বর তাদের উপর শাস্তি নিয়ে এসেছিলেন (সখরিয় ৭:৮-১৪)।

সার-সংক্ষেপঃ

রাজা দারিয়াবসের রাজত্বকালের চতুর্থ বছরে, লোকেরা মন্দিরের পুরোহিত ও ভাববাদীদের কাছে জানতে চায়, প্রথম মন্দির ধ্বংসের স্মৃতিকে মনে রাখতে তাদের কাঁদা ও উপবাস পালন করা উচিৎ কিনা। অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের উপবাস পালনের রীতিকে সদাপ্রভু তিরস্কার করেন। কারণ সত্যিকারের উপবাসের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার, দয়া ও মমত্ববোধর অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এই কারণেই লোকেরা এক সময় তাদের দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

সখরিয় ৭ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. প্রথম তিনটি পদে ব্যক্ত বৈথেলের লোকেরা কি প্রশ্ন তুলেছিল? (সখরিয় ৭:১-৩)

২. উপবাস বিষয়ক প্রশ্নের জবাবে কি তিরস্কারমূলক বার্তা তুলে ধরা হয়েছিল? (সখরিয় ৭:৪-৭)

৩. সদাপ্রভুর কাছ থেকে আসা দ্বিতীয় বার্তা কেমন ছিল? (সখরিয় ৭:৮-১৪)

সখরিয় : ৮ অধ্যায়

সিয়োনের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা

৮ [১] পরে বাহিনীগণের সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হল, [২] বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই
কথা বলেন, আমি মহৎ অন্তর্জ্বালায় সিয়োনের জন্য জ্বলেছি, আর আমি তার জন্য
মহাক্রোধে জ্বলছি। [৩] সদাপ্রভু এই কথা বলেন, আমি সিয়োনে ফিরে এসেছি, আমি
যিরূশালেমে বাস করবো; আর যিরূশালেম সত্যপুরী নামে এবং বাহিনীগণের সদাপ্রভুর
পর্বত পবিত্র পর্বত নামে আখ্যাত হবে। [৪] বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, যারা বেশি
বয়সের কারণে লাঠিতে ভর করে চলে, এমন প্রাচীন ও প্রাচীনারা পুনর্বার যিরূশালেমের
চকে বসবে। [৫] আর চকে খেলাধুলা করে এমন বালক বালিকাতে নগরের চকগুলো পরিপূর্ণ
হবে। [৬] বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, এই লোকদের অবশিষ্টাংশের দৃষ্টিতে যদি
সেই সময়ে তা অসম্ভব মনে হয়, তবে কি আমার দৃষ্টিতেও অসম্ভব মনে হবে? এই কথা
বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। [৭] বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, দেখ, আমি পূর্ব দেশ
ও পশ্চিম দেশ থেকে আমার লোকদের নিস্তার করবো; [৮] আর আমি তাদেরকে আনবো,
তাতে তারা যিরূশালেমে বাস করবে; এবং বিশ্বস্ততায় ও ধার্মিকতায় তারা আমার লোক
হবে ও আমি তাদের ঈশ্বর হবো।

[৯] বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, বাহিনীগণের সদাপ্রভুর গৃহের ভিত্তি
স্থাপনকালীন ভাববাদীদের মুখে বর্তমান কালে এসব কথা শুনতে পাচ্ছ যে তোমরা,
তোমাদের হাত সবল হোক; মন্দির নির্মিত হবে। [১০] বস্তুতঃ সেই দিনের আগে মানুষের

[৮:২] দেখুন যোয়েল ২:১৮; [৮:৩] সখ ১:১৬; [৮:৩] দেখুন যিশা ৫২:৮; দেখুন যোয়েল ৩:২১; [৮:৩] দেখুন সখ ২:১০; [৮:৩] দেখুন গীত ১৫:২; দেখুন যিশা ১:২৬; দেখুন ৪৮:১; দেখুন যিরি ৩৩:১৬; [৮:৩] দেখুন যিরি ২৬:১৮; [৮:৩] দেখুন যিশা ১:২৬; দেখুন মীখা ৪:১; [৮:৪] দেখুন যিশা ৬৫:২০; [৮:৫] দেখুন যিরি ৩০:২০; ৩১:১৩; [৮:৬] গীত ১১৮:২৩; ১২৬:১-৩; [৮:৬] যিরি ৩২:১৭, ২৭; [৮:৭] গীত ১০৭:৩; দেখুন যিশা ১১:১১; দেখুন ৪৩:৫; [৮:৮] দেখুন যিহি ৩৭:১২; সখ ১০:১০; [৮:৮] দেখুন যিরি ৩১:২৪; [৮:৮] দেখুন যিশা ৫১:১৬; দেখুন যিহি ১১:১৯-২০; দেখুন ৩৬:২৮; দেখুন সখ ২:১১; ইব ৮:১০; [৮:৮] যিরি ১১:৪; সখ ১০:৬; [৮:৯] দেখুন হগয় ২:৪; [৮:৯] দেখুন ইষ্রা ৫:১; [৮:৯] দেখুন ইষ্রা ৩:১১; [৮:১০] দেখুন যিশা ৫:১০; দেখুন হগয় ১:৬; [৮:১০] দেখুন ২ বংশা ১৫:৫;

৮:২ অন্তর্জ্বালা। ১:১৪ পদ ও নোট দেখুন।

৮:৩ আমি সিয়োনে ফিরে এসেছি। দেখুন পদ ১:৩ ও নোট। *বাস করবো।* ২:১০ পদ দেখুন। *সত্যপুরী। যিশা* ১:২৬ ও নোট দেখুন।

৮:৬ অবশিষ্টাংশ। যিশা ১:৯; ১০:২০-২২ পদের নোট দেখুন।

৮:৭ আমার লোকদের উদ্ধার করবো। নির্বাসন, বন্দীত্ব ও নির্যাতন থেকে মুক্তির কথা বলা হয়েছে। তুলনা করুন যিশা ১১:১১-১২; ৪৩:৫-৭; যিরমিয় ৩০:৭-১১; ৩১:৭-৮)।

৮:৮ তারা আমার লোক হবে ও আমি তাদের ঈশ্বর হবো। এটিই ঈশ্বরের নিয়মের ভাষা, যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর প্রতিজ্ঞার নিশ্চয়তা দিচ্ছেন।

৮:৯ তোমাদের হাত সবল হোক। ১৩ পদ দেখুন। বিচার ৭:১১ পদে এই অংশটির হিব্রু করা হয়েছে "সাহস কর"। *ভাববাদীদের মুখে।* এখানে বলা হচ্ছে ভাববাদী হগয় (১:১) এবং ভাববাদী সখরিয়ের কথা (১:১; ইষ্রা ৫:১-২ পদ দেখুন)।

৮:১০ সেই দিনের আগে। যখন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হয় নি (পদ ৯)।

বেতন ছিল না, পশুর ভাড়াও ছিল না; এবং যে কেউ ভিতরে আসত কিম্বা বাইরে যেত, বিপক্ষ লোকের জন্য তার কিছুই শান্তি হত না; আর আমি প্রত্যেক জনকে নিজ নিজ প্রতিবেশীর বিপক্ষে প্রেরণ করতাম। [১১] কিন্তু এখন আমি এই লোকদের অবশিষ্টাংশের প্রতি আগের দিনগুলোর মত ব্যবহার করবো না, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। [১২] কেননা শান্তিযুক্ত বীজ হবে, আঙ্গুরলতা ফলবতী হবে, ভূমি তার শস্য উৎপন্ন করবে ও আকাশ তার শিশির দান করবে; আর আমি এই লোকদের অবশিষ্টাংশকে এই সকলের অধিকারী করবো। [১৩] আর হে যিহূদা-কুল ও ইস্রায়েল-কুল, জাতিদের মধ্যে তোমরা যেমন অভিশাপস্বরূপ ছিলে, তেমনি আমি তোমাদেরকে নিস্তার করবো, আর তোমরা আশীর্বাদস্বরূপ হবে; ভয় করো না; তোমাদের হাত সবল হোক।

[১৪] কেননা বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, তোমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাকে ক্রুদ্ধ করাতে আমি যেমন তোমাদের অমঙ্গল সাধনের সঙ্কল্প করলাম, অনুশোচনা করলাম না, [১৫] বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, তেমনি আবার এই সময়ে যিরূশালেম ও যিহূদা-কুলের মঙ্গল সাধনের সঙ্কল্প করলাম; তোমরা ভয় করো না। [১৬] তোমরা এসব কাজ করো, নিজ নিজ প্রতিবেশীর কাছে সত্যি কথা বলো, তোমাদের নগর-দ্বারে সত্য ও শান্তিজনক বিচার করো। [১৭] আর মনে মনে নিজ নিজ প্রতিবেশীর অনিষ্ট চিন্তা করো না এবং মিথ্যা শপথ ভালবেসো না; কেননা এসব আমি ঘৃণা করি, সদাপ্রভু এই কথা বলেন।

আনন্দপূর্ণ উপবাস

[১৮] পরে বাহিনীগণের সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কাছে উপস্থিত হল, [১৯] বাহিনীগণের

[৮:১১] যিশা ১২:১; [৮:১২] দেখুন গীত ৮৫:১২; দেখুন যোয়েল ২:২২; [৮:১২] দেখুন গীত ৬৭:৬; [৮:১২] দেখুন আদি ২৭:২৮; [৮:১২] দেখুন গীত ৬৫:১৩; দেখুন যিশা ৬০:২১; ওব ১:১৭; [৮:১২] দেখুন হোশেয় ২:২১; [৮:১৩] দেখুন গণনা ৫:২৭; দেখুন দ্বি:বি ১৩:১৫; দেখুন গীত ১০২:৮; যিরি ৪২:১৮; [৮:১৩] দেখুন গীত ৪৮:৮; [৮:১৩] দেখুন আদি ১২:২; দেখুন যোয়েল ২:১৪; [৮:১৩] দেখুন হগয় ২:৫; [৮:১৩] পদ ৯; [৮:১৪] দেখুন যিহি ২৪:১৪; [৮:১৫] পদ ১৩; দেখুন যিরি ২৯:১১; মীখা ৭:১৮-২০; [৮:১৫] যিরি ৩১:২৮; ৩২:৪২; [৮:১৬] দেখুন গীত ১৫:২; দেখুন যিরি ৩৩:১৬; দেখুন ইফি ৪:২৫; [৮:১৬] দেখুন যিহি ১৮:৮; [৮:১৬] দেখুন যিহি ৪৫:৯; দেখুন আমোষ ৫:১৫; দেখুন সখ ৭:৯; [৮:১৭] উপদে ৩:২৯; [৮:১৭] দেখুন উপদে ৬:১৬-১৯; দেখুন যিরি ৭:৯; সখ ৫:৪;

৮:১১ কিন্তু এখন। মানুষের হতাশায় নিমজ্জিত থাকার দিন শেষ; এখন ঈশ্বর তাদেরকে সাহস যোগাবেন।

৮:১২ এর সাথে তুলনা করুন হগয় ১:১০-১১ পদ।

৮:১৩ যিহূদা-কুল ও ইস্রায়েল-কুল। পুরো জাতি এই উদ্ধার কাজের সুফল পাবে ও দয়া ভোগ করবে (ইষ্রা ৩১:১-৩১; যিহি ৩৭:১৫-২৮ পদ তুলনা করুন)।

৮:১৪ তোমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাকে ক্রুদ্ধ করাতে। দেখুন পদ ১:২ ও নোট।

৮:১৫ মঙ্গল সাধনের সঙ্কল্প করলাম। পদ ১২-১৩ দেখুন।

৮:১৬ নিজ নিজ প্রতিবেশীর কাছে সত্যি কথা বলো। দেখুন ইফি ৪:২৫ পদ ও নোট। *সত্য ও শান্তিজনক বিচার করো।* কারণ সদাপ্রভু ঈশ্বর ন্যায় বিচার কামনা করেন।

৮:১৭ মিথ্যা শপথ ভালবেসো না। ৫:৩ পদ দেখুন। *এসব আমি ঘৃণা করি।* হিতোপদেশ ৬:১৬-১৯ পদে সদাপ্রভু যে সাতটি বস্তু ঘৃণা করেন তার নাম বলা হয়েছে, যার মধ্যে তিনটি সরাসরি এখানে এসেছে।

সদাপ্রভু এই কথা বলেন, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম ও দশম মাসের যেসব উপবাস, তা যিহূদা-কুলের জন্য আনন্দ, আমোদ ও মঙ্গলোৎসব হয়ে উঠবে; অতএব তোমরা সত্য ও শান্তি ভালবেসো।

নানা জাতির লোকেরা যিরূশালেমে আসবে

[২০] বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, এর পরে নানা জাতি এবং অনেক নগরের নিবাসীরা আসবে। [২১] এক নগরের নিবাসীরা অন্য নগরে গিয়ে এই কথা বলবে, চল, আমরা সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করতে ও বাহিনীগণের সদাপ্রভুর খোঁজ করতে শীঘ্র যাই; আমিও যাব। [২২] আর অনেক দেশের লোক ও বলবান জাতিরা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর খোঁজ করতে ও সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করতে যিরূশালেমে আসবে। [২৩] বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, তখন জাতিদের সর্ব ভাষাবাদী দশ জন পুরুষ এক জন যিহূদী পুরুষের পোশাকের কিনারা ধরে এই কথা বলবে, আমরা তোমাদের সঙ্গে যাব, কেননা আমরা শুনলাম, ঈশ্বর তোমাদের সহবর্তী।

[৮:১৯] দেখুন ২ রাজা :৭; যিরি ৩৯:২; [৮:১৯] দেখুন যিরি ৫২:১২; [৮:১৯] ২ রাজা :২৫; [৮:১৯] যিরি ৫২:৪; [৮:১৯] গীত ৩০:১১; [৮:১৯] পদ ১৬; [৮:২১] দেখুন সখ ৭:২; [৮:২১] যিরি ২৬:১৯; [৮:২২] দেখুন গীত ৮৬:৯; ১১৭:১; যিশা ২:২-৩; দেখুন ৪৪:৫; দেখুন ৪৫:১৪; ৪৯:৬; দেখুন সখ ২:১১; [৮:২৩] দেখুন গীত ১০২:২২; দেখুন যিশা ১৪:১; দেখুন ৪৫:১৪; দেখুন ৫৬:৩; ১করি ১৪:২৫।

৮:১৯ দেখুন পদ ৭:২-৬। *চতুর্থ।* যে উপবাসের মধ্য দিয়ে রাজা নবুখদ্‌নিৎসর কর্তৃক যিরূশালেমের প্রাচীর ভাঙ্গার কথা স্মরণ করা (২ রাজা ২৫:৩-৪; যিরমিয় ৩৯:২)। *পঞ্চম।* এর মাধ্যমে স্মরণ করা হয় মন্দির পুড়িয়ে দেবার ঘটনা (২ রাজা ২৫:৮-১০)। *সপ্তম।* গদলিয়ের হত্যাকাণ্ডের স্মরণে (২ রাজা ২৫:২২-২৫; যিরমিয় ৪১:১-৩)। *দশম। যিরূশালেম* নগরী রাজা নবুখদ্‌নিৎসর কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ার স্মরণে শোক হিসেবে পালন করা হয় (২ রাজা ২৫:১; যিরমিয় ৩৯:১; যিহি ২৪:১-২)। *আমোদ ও মঙ্গলোৎসব।* তুলনা করুন যিশা ৬৫:১৮-১৯; যিরমিয় ৩১:১০-১৪ পদ।

৮:২২ বলবান। কিংবা বলা যায় "অসংখ্য" (যাত্রা ১:৯ পদ দেখুন; এর সাথে যিশা ৫৩:১২ পদের নোট দেখুন)। এখানে অব্রামের সাথে ঈশ্বরের সাধিত চুক্তি অনুসারে অযিহূদীদের প্রতি করা প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা ব্যক্ত করা হচ্ছে (আদি ১২:৩; গালা ৩:৮, ২৬-২৯; দেখুন যিশা ৫৫:৫; ৫৬:৬-৭; মার্ক ১১:১৭ পদ ও নোট)।

৮:২৩ দশ জন। সাধারণত হিব্রু ভাষায় এ ধরনের শব্দ দিয়ে অসংখ্য বোঝানো হয়ে থাকে (দেখুন আদি ৩১:৭ পদ ও নোট; লেবীয় ২৬:২৬; গণনা ১৪:২২ ও নোট; ১ শমূ ১:৮; যিহি ৪:১২)। *যিহূদী।* এর মধ্য দিয়ে যিহূদার অধিবাসীদের কথা বোঝানো হয়েছে।

সখরিয় ৮ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) সত্যের বাক্যকে বিভাজন করে তার অংশ সবাইকে দেয়া হলো পরিচর্যাকারীদের কাজ। তাই ভাববাদীকে এখানে সেটি করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

২) উপবাস পর্ব পালনকে কেন্দ্র করে সাধারণ লোকদের বিবেক তাড়না থেকে উদ্ভূত প্রশ্নের তিনি আরও উত্তর দেন। আগের অধ্যায়ে দেয়া উত্তরের সাথে যোগ করে তাঁর বক্তব্যে তিনি তাদেরকে তিরস্কার করেন, যারা অবাধ্য ও সত্যকে মেনে চলে না। কিন্তু এখানে সখরিয়কে ভিন্ন ভাবে কথা বলার জন্য আদেশ দেয়া হয়। যারা সদাপ্রভুর বিষয়ে আগ্রহী ও বিশ্বস্ত তাদেরকে উৎসাহিত করতে বলা হয়। বাহিনীগণের সদাপ্রভুর দুইটি ঘোষণা রয়েছে এবং দুইটি ঘোষণার বিষয়ই মঙ্গলজনক ও স্বস্তিদায়ক। তাঁর ঘোষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বার্তা দুইটির প্রথমটিতে (সখরিয় ৮:১) ঈশ্বর যিরূশালেমকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, সংস্কৃত ও জনপূর্ণ করার ও প্রতিজ্ঞা করেন (সখরিয় ৮:২-৮) যেন দেশটি সমৃদ্ধ হয়, অন্যান জাতিদের সাথে সম্পর্কের উন্নতি হয়, তাদের খ্যাতি পুনরুদ্ধার হয়, অনেক বছর ধরে তাদের যে অবস্থা ছিল, সব দিক থেকে সেই অবস্থার উন্নয়ন ঘটে (সখরিয় ৮:৯-১৫)। তারপর তিনি তাদেরকে পরামর্শ দেন যেন তারা তাদের মধ্যে যে সব ভুল-ত্রুটি ছিল, সেগুলোর সংশোধন করে তাদের জন্য পরিকল্পিত আশীর্বাদ লাভ করতে তারা সক্ষম হতে পারে (সখরিয় ৮:১৬-১৭)। পরবর্তী বার্তায় (সখরিয় ৮:১৮) তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাদের উপবাস প্রক্রিয়া দয়ার ফিরে আসার মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হবে (সখরিয় ৮:১৯)। আর এভাবে বিদেশীদের প্রবেশাধিকারের মধ্য দিয়ে তারা পুনর্বাসিত, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে (সখরিয় ৮:২০-২৩)।

সার-সংক্ষেপ:

সদাপ্রভু বলেন যে, তিনি সিয়োনের জন্য বিশেষভাবে আনন্দিত। তিনি সিয়োনে ফিরবেন এবং যিরূশালেমের মধ্যস্থলে বাস করবেন। যিরূশালেম হবে সমৃদ্ধশালী ও নিরাপদ একটি জায়গা। পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে আরও অনেক লোক ফিরে আসবে। মন্দির নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য লোকদেরকে উৎসাহ দেয়া হবে। যিহূদা ছিল একটি অভিশাপের মত একটি বিষয়। কিন্তু এটি আশীর্বাদের বিষয় হয়ে উঠবে। সদাপ্রভু এখন আশীর্বাদ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কারণ অতীতে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাদেরকে একে অন্যের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। নির্ধারিত উপবাসের চেয়ে এখন ভোজেরই উপযুক্ত সময়।

সখরিয় ৮ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. ঈশ্বরের পুনরুদ্ধার বিষয়ক বার্তায় তিনি কিভাবে যিরূশালেমের বর্ণনা দিয়েছিলেন? (সখরিয় ৮:১-৮)

২. ঈশ্বর ঐ সব লোকদেরকে কি বলেছিলেন, যারা তাঁর কথা শুনেছিল? (সখরিয় ৮:৯-১৩)

৩. ঈশ্বর কিভাবে তাঁর আশীর্বাদের প্রতিজ্ঞাকে সুনিশ্চিত করেছিলেন? (সখরিয় ৮:১৪-১৭)

৪. কি আনন্দের বার্তা ভাববাদী সখরিয় ঈশ্বরের লোকদের কাছে বয়ে নিয়ে এসেছিলেন? (সখরিয় ৮:১৮-২৩)

সখরিয় : ৯ অধ্যায়

ইস্রায়েলের শত্রুদের শাস্তি

৯ [১] হদ্রক দেশের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর বাক্যের দৈববাণী এবং দামেস্ক তার অবস্থিতি-স্থান;
কেননা মানুষের এবং সমস্ত ইস্রায়েলের চোখ সদাপ্রভুর প্রতি রয়েছে। [২] আর তার
পাশে অবস্থিত হমাৎ এবং প্রচুর জ্ঞানবিশিষ্ট সোর ও সীদোনও তার ভাগী হবে। [৩] সোর
নিজের জন্য দৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেছে এবং ধুলার মত রূপা ও পথের কাদার মত উত্তম সোনা
সঞ্চয় করেছে। [৪] দেখ, প্রভু তাকে অধিকারচ্যুত করবেন ও সমুদ্রগর্ভে তার সম্পদ নিক্ষেপ
করবেন এবং সে আগুনে পুড়ে যাবে। [৫] তা দেখে অস্কিলোন ভয় পাবে, গাজাও দেখে ভীষণ
ব্যথিত হবে এবং ইক্রোণও তেমনি হবে, কেননা তার প্রত্যাশিত ভূমি লজ্জিত হবে, গাজা
থেকে রাজা উচ্ছিন্ন হবে ও অস্কিলোনে বসতি থাকবে না। [৬] আর অস্‌দোদে জারজ বংশ
বাস করবে এবং আমি পলেষ্টীয়দের অহংকার চূর্ণ করবো। [৭] আর আমি তার মুখ থেকে
তার পেয় রক্ত ও দাঁতের মধ্য থেকে তার জঘন্য বস্তুগুলো অপসারণ করবো; আর সে
অবশিষ্ট থেকে নিজেও আমাদের ঈশ্বরের লোক হবে; সে যিহূদার একটি বংশের মত হবে;
এবং ইক্রোণ যিবূষীয়ের মত হবে। [৮] আর আমি সৈন্যসামন্তের বিরুদ্ধে আমার কুলের
চারদিকে শিবির স্থাপন করবো, যেন কেউ যাতায়াত না করে; তাতে কোন প্রজাপীড়নকারী
আর তাদের কাছ দিয়ে যাবে না, কারণ এখন আমি স্বচক্ষে দেখলাম।

ঈশ্বরের লোকদের রাজার আগমন

[৯] হে সিয়োন-কন্যা অতিশয় উল্লাস কর;
হে যিরূশালেম-কন্যা, জয়ধ্বনি কর।

[৯:১] দেখুন যিশা ১৩:১; যিরি ২৩:৩৩; [৯:১] যিশা ১৭:১; দেখুন আমোষ ১:৫; [৯:২] দেখুন যিরি ৪৯:২৩; [৯:২] যিহি ২৮:১-১৯; [৯:২] দেখুন আদি ১০:১৫; [৯:৩] ইয়োব ২৭:১৬; দেখুন যিহি ২৮:৪; [৯:৪] দেখুন যিশা ২৩:১১; [৯:৪] দেখুন যিশা ২৩:১; যিরি ২৫:২২; যিহি ২৬:৩-৫; ২৭:৩২-৩৬; ২৮:১৮; [৯:৫] যিরি ৪৭:৫; [৯:৬] দেখুন যিশা ১৪:৩০; [৯:৭] দেখুন ইয়োব ২৫:২; [৯:৭] দেখুন যিরি ৪৭:১; দেখুন যোয়েল ৩:৪; দেখুন সফ ২:৪; [৯:৮] দেখুন যিশা ২৬:১; [৯:৮] সখ ১৪:২১; [৯:৮] দেখুন যিশা ৫২:১; দেখুন ৫৪:১৪; দেখুন যোয়েল ৩:১৭;

৯:১ সদাপ্রভুর বাক্যের দৈববাণী। পুরাতন নিয়মে এই অংশটি এখানে ছাড়া মাত্র দুই বার দেখা যায় (১২:১; মালাখি ১:১), সে কারণে মনে হতে পারে ভাববাদী সখরিয় ও ভাববাদী মালাখি একই সময়ে পরিচর্যা কাজ করেছেন; নিদেনপক্ষে সখ ৯-১৪ অধ্যায় এবং মালাখি পুস্তকটি একই সময়ে লেখা হয়েছে। *দৈববাণী।* দেখুন হব্‌ক ১:১ পদ ও নোট দেখুন।

৯:২ হমাৎ তার ভাগী হবে। হদ্রক ও দামেস্কের মত হমাতের উপরেও ঈশ্বরের বিচার নেমে আসবে। হমাৎ হচ্ছে বর্তমান হামা (যিশা ১০:৯ পদ ও নোট দেখুন)। *তার পাশে।* অর্থাৎ দামেস্কের পাশে। *সোর ও সীদোন।* ফৈণীকীয় (বর্তমান লেবানন) উপকূলীয় নগরী (যিশা ২৩:১; ২৩:২, ৪, ১২ পদের নোট দেখুন)।

৯:৩ দুর্গ। এই শব্দের মধ্য দিয়ে সোর নামটিকে কটাক্ষ করা হয়েছে, কারণ হিব্রু ভাষায় সোর নামের অর্থ "পাথর"।

৯:৪ সমুদ্রগর্ভে তার সম্পদ। সোরের সমস্ত সম্পদ ও প্রতিপত্তির উৎস ছিল সামুদ্রিক বাণিজ্য।

৯:৫ অস্কিলোন ... গাজা ... ইক্রোণ। পলেষ্টীয়দের প্রধান পাঁচটি নগরের মধ্যে তিনটি।

৯:৬ জারজ বংশ। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে জন্মপ্রাপ্ত লোকদের জাতি; এদের দিয়ে বন্দীদশার পরবর্তী সময়কাল বোঝানো হয়েছে (যিহি ১৩:২৩-২৪)। *অসদোদ।* পলেষ্টীয় চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ নগরী (পদ ৫ দেখুন; আমোষ ১:৮ পদ দেখুন)। *আমি।* অর্থাৎ ঈশ্বর।

দেখ, তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন;
তিনি ধর্মময় ও তাঁর কাছে পরিত্রাণ আছে,
তিনি নম্র ও গাধার উপর উপবিষ্ট, গাধার বাচ্চার উপর উপবিষ্ট।
[১০] আর আমি ইফ্রয়িম থেকে রথ ও যিরূশালেম থেকে ঘোড়া মুছে ফেলব, আর যুদ্ধ-
ধনু উচ্ছিন্ন হবে; এবং তিনি জাতিদের কাছে শান্তির কথা বলবেন; আর তাঁর কর্তৃত্ব এক
সমুদ্র থেকে অপর সমুদ্র পর্যন্ত ও নদী থেকে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত হবে। [১১] আর
তোমার বিষয়ে বলছি, তোমার নিয়মের রক্তের জন্য আমি তোমার বন্দীদেরকে সেই নির্জল
কূপের মধ্য থেকে মুক্ত করেছি। [১২] হে আশার বন্দীরা, তোমরা ফিরে দৃঢ় দুর্গে এসো, আমি
আজই অঙ্গীকার করছি, আমি তোমাকে দ্বিগুণ অংশ দেব। [১৩] কারণ আমি নিজের জন্য
যিহূদাকে ধনুক হিসেবে আকর্ষণ করেছি, তীর হিসেবে ইফ্রয়িমকে সন্ধান করেছি; আর হে
সিয়োন, আমি তোমার সন্তানদের, হে গ্রীস তোমার সন্তানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবো ও
তোমাকে বীরের খড়্গস্বরূপ করবো। [১৪] আর সদাপ্রভু তাদের উপরে দর্শন দেবেন ও তাঁর
তীর বিদ্যুতের মত বের হবে; এবং প্রভু সদাপ্রভু তূরী বাজাবেন, আর দক্ষিণের ঘূর্ণিবাতাস
সহকারে গমন করবেন। [১৫] বাহিনীগণের সদাপ্রভু তাদেরকে রক্ষা করবেন, তাতে তারা গ্রাস
করবে ও ফিঙ্গার পাথরগুলো পদতলে দলিত করবে; আর তারা পান করবে এবং আঙ্গুর-
রসে মাতাল লোকের মত শব্দ করবে; আর তারা বড় পানপাত্রের মত পূর্ণ হবে, বেদির
কোণের মত হবে। [১৬] আর সেদিন তাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাদেরকে তাঁর লোক হিসেবে
মেষের পালের মত নিস্তার করবেন, বস্তুতঃ তারা মুকুটস্থ মণির মত তাঁর দেশে
চাক্‌চিক্যবিশিষ্ট হবে। [১৭] আঃ! তাদের কেমন মঙ্গল ও কেমন শোভা! শস্য যুবকদেরকে ও
নতুন আঙ্গুর-রস যুবতীদেরকে সতেজ করবে।

[৯:৯] দেখুন যিশা ৬২:১১; [৯:৯] দেখুন ১ রাজা ১:৩৯; [৯:৯] দেখুন গীত ২৪:৭; দেখুন ১৪৯:২; মীখা ৪:৮; [৯:৯] যিশা ৯:৬-৭; ৪৩:৩-১১; যিরি ২৩:৫-৬; সফ ৩:১৪-১৫; সখ ২:১০; [৯:৯] দেখুন আদি ৪৯:১১; দেখুন ১ রাজা ১:৩৩; [৯:৯] মথি ২১:৫; যোহন ১২:১৫; [৯:১০] হোশেয় ১:৭; ২:১৮; মীখা ৪:৩; ৫:১০; সখ ১০:৪; [৯:১০] দেখুন যিশা ২:৪; [৯:১০] গীত ৭২:৮; [৯:১১] দেখুন যাত্রা ২৪:৮; দেখুন মথি ২৬:২৮; দেখুন লূক ২২:২০; [৯:১১] দেখুন যিশা ১০:৪; দেখুন ৪২:৭; [৯:১১] যিরি ৩৮:৬; [৯:১২] দেখুন যোয়েল ৩:১৬; [৯:১২] দেখুন দ্বি:বি ২১:১৭; দেখুন যিশা ৪০:২; [৯:১৩] দেখুন ২ শমূ ২২:৩৫; [৯:১৩] দেখুন যিশা ৪৯:২; [৯:১৩] দেখুন যোয়েল ৩:৬; [৯:১৩] দেখুন যিরি ৫১:২০; [৯:১৪] যিশা ৩১:৫; [৯:১৪] গীত ১৮:১৪; দেখুন হবক ৩:১১; [৯:১৪] দেখুন লেবীয় ২৫:৯; দেখুন মথি ২৪:৩১; [৯:১৪] যিশা ২১:১; ৬৬:১৫; [৯:১৫] যিশা ৩১:৫; ৩৭:৩৫; সখ ১২:৮; [৯:১৫] সখ ১৪:৩; [৯:১৫] সখ ১০:৭; [৯:১৫] সখ ১৪:২০; [৯:১৫] দেখুন যাত্রা ২৭:২; [৯:১৬] দেখুন যিশা ১০:২০; [৯:১৬] দেখুন যিরি ৩১:১১।

৯:৯ এই পদটি নতুন নিয়মে রাজা হিসেবে যিরূশালেমে খ্রীষ্টের প্রবেশ সম্পর্কে উদ্ধৃত করা হয়েছে (মথি ২১:৫; যোহন ১২:১৫ পদ দেখুন)।

৯:১১ তোমার নিয়মের রক্তের জন্য। সম্ভবত এখানে সিনাই পর্বতে স্থাপিত চুক্তির কথা বলা হয়েছে (যাত্রা ২৪:৩-৮ পদ দেখুন)। *বন্দী।* সম্ভবত যারা তখনও বাবিলে ছিল, বন্দীদের দেশে। *জলহীন কূপ।* তুলনা করুন আদি ৩৭:২৪; যিরমিয় ৩৮:৬।

৯:১২ দৃঢ় দুর্গ। হতে পারে (১) যিরূশালেম তথা সিয়োন, কিংবা (২) স্বয়ং ঈশ্বর (পদ ২:৫)। *আশা।* ভবিষ্যতের মুক্তি দানকারী রাজার জন্য (পদ ৯-১০)।

৯:১৩ পদ ১০:৪ ও নোট দেখুন। সদাপ্রভু ঈশ্বর নিজেকে একজন যোদ্ধা হিসেবে কল্পনা করছেন, যার ধনুক হল যিহূদা এবং তীর হল ইফ্রয়িম (উত্তরের রাজ্য)।

৯:১৬ সেদিন। ২:১১ পদ দেখুন।

সখরিয় ৯ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) যিহূদীদের দুষ্ট প্রতিবেশী হিসেবে সিরিয়রা, সোরীয়রা, পলেষ্টীয়রা এবং অন্যান্য জাতির লোকদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী (সখরিয় ৯:১-৬)। আর দুষ্টতা থেকে মন পরিবর্তনের কারণে তাদের কারও কারও প্রতি ঈশ্বরের অনুরূপ দয়া প্রর্দশিত হবে (সখরিয় ৯:৭) এবং সুরক্ষার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের লোকদের প্রতি দয়া করার প্রতিশ্রুতি (সখরিয় ৯:৮)।

২) ধর্মপরায়ণ রাজা খ্রীষ্ট ও তাঁর আগমন বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী সহকারে তাঁর ও তাঁর রাজ্যের বর্ণনা– সেই রাজ্যের বৈশিষ্ট্য ও বিস্তৃতি (সখরিয় ৯:১০)।

৩) বাবিলের বন্দীত্ব থেকে মুক্তির জন্য (প্রতিদানের দৃষ্টিভঙ্গীতে) খ্রীষ্টের কাছে যিহূদীদের যে দায়বদ্ধতা রয়েছে, তার বিবরণ (সখরিয় ৯:১১-১২)।

৪) খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে উপস্থাপিত বিশেষ মুক্তির আদর্শনীয় বিষয় হিসেবে বিজয়ী ও সফলকাম ঈশ্বরকে নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী, যিনি যিহূদীদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হওয়ার অনুমোদন দেবেন বলা হয়েছে (সখরিয় ৯:১৩-১৫)।

৫) ঈশ্বর তাঁর লোকদের জন্য যে সীমাহীন প্রাচুর্য, আনন্দ ও সম্মান রেখেছেন, তা দেয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন (সখরিয় ৯:১৬-১৭)।

সার-সংক্ষেপঃ

লেবানন ও পলেষ্টীয়দের শহরগুলোর (গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের জয়ের মাধ্যমে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে) বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর বাক্য নির্ভর ভবিষ্যদ্বাণী। আর এক জন বিনয়ী রাজা গাধার পিঠে চড়ে যিরূশালেমে আসবেন। তিনি জাতিগুলোর কাছে শান্তির কথা তুলে ধরবেন। তাঁর রাজ্যসীমা এক সমুদ্র থেকে আরেক সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। ব্যবস্থার রক্ত বন্দীদেরকে জলশূণ্য গহ্বর থেকে মুক্তি প্রদান করবে। ধনুক ও তীর হিসেবে যিহূদা ও ইফ্রয়িমকে গ্রীস দেশের বিরুদ্ধে নিয়ে আাসা হবে। আর শস্যের সম্ভার যুবকদেরকে ও নতুন আংগুর-রস যুবতীদেরকে সতেজ করবে।

সখরিয় ৯ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. ইস্রায়েলের আশেপাশের জাতিগুলোর উপর কি কি বিচার আরোপ করা হয়েছিল? (সখরিয় ৯:১-৮)

২. প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে আরও কি ভবিষ্যদ্বাণী তুলে ধরা হয়েছিল? (সখরিয় ৯:৯)

৩. কিভাবে ভাববাদী সখরিয় খ্রীষ্টের আগমন ও ভূমিকার বিষয়ে আলোকপাত করেছিলেন? (সখরিয় ৯:৯-১৩)

৪. ইস্রায়েলকে কিভাবে তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা প্রদান করা হবে বলা হয়েছিল? (সখরিয় ৯:১৪-১৭)

যিহূদা ও ইস্রায়েলের পুনঃস্থাপন

১০ [১] তোমরা শেষ বর্ষার সময়ে সদাপ্রভুর কাছে বৃষ্টি যাচঞা কর; সদাপ্রভু বিদ্যুতের
উৎপাদক। তিনি লোকদের প্রচুর বৃষ্টি দেবেন, প্রত্যেক জনের ক্ষেতে ঘাস
দেবেন। [২] কেননা মূর্তিগুলো অসারতার কথা বলেছে, গণকেরা মিথ্যা দর্শন পেয়েছে ও
মিথ্যা স্বপ্নের কথা বলেছে; তারা বৃথাই সান্ত্বনা দেয়; এই কারণে লোকেরা পালকহীন
মেষের পালের মত চলে যায় ও দুঃখ পায়। [৩] পালকদের প্রতি আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হচ্ছে,
আর আমি ছাগলগুলোকে প্রতিফল দেব; কারণ বাহিনীগণের সদাপ্রভু আপন পাল যিহূদা-
কুলের তত্ত্বাবধান করেছেন এবং তাকে তাঁর যুদ্ধের সতেজ ঘোড়ার মত করবেন। [৪] যিহূদা
থেকে কোণের পাথর, গোঁজ, যুদ্ধ-ধনু এবং সমস্ত শাসনকর্তা উৎপন্ন হবে। [৫] বীরদের মত
তারা যুদ্ধে শত্রুদের পথের কাদায় দলিত করবে; তারা যুদ্ধ করবে, কেননা সদাপ্রভু তাদের
সহবর্তী; আর ঘোড়সওয়ারেরা লজ্জিত হবে। [৬] আর আমি যিহূদা-কুলকে বিক্রমশালী
করবো, যোষেফ-কুলকে পরিত্রাণ করবো এবং তাদেরকে ফিরিয়ে আনবো, কেননা তাদের
প্রতি আমার করুণা আছে এবং তারা এমন হবে, যেন আমি তাদেরকে পরিত্যাগ করি নি;
কারণ আমিই তাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আর আমি তাদেরকে প্রার্থনার উত্তর দেব। [৭] আর
ইফ্রয়িম বীরের মত হবে এবং আঙ্গুর-রস দ্বারা যেমন আনন্দ হয়, তাদের অন্তঃকরণ তেমনি
আনন্দ করবে; তাদের সন্তানরা দেখবে ও আহ্লাদিত হবে, তাদের অন্তঃকরণ সদাপ্রভুতে
উল্লাস করবে। [৮] আমি মৃদু ধ্বনি সহকারে তাদের ডাকব এবং একত্র করবো, কারণ আমি
তাদের মুক্ত করেছি এবং তারা যেমন বহুবংশ ছিল, তেমনি বহুবংশ হবে। [৯] আর আমি
জাতিদের মধ্যে তাদের বপন করবো; তারা নানা দূর দেশে আমাকে স্মরণ করবে; আর

[১০:১] দেখুন লেবীয় ২৬:৪; দেখুন ১ রাজা ৮:৩৬; দেখুন গীত ১০৪:১৩; দেখুন ১৩৫:৭; [১০:১] দেখুন ইয়োব ১৪:৯; [১০:২] যিহি ২১:২১; [১০:২] দেখুন যিশা ৪৪:২৫; [১০:২] যিরি ২৩:১৬; [১০:২] দেখুন যিশা ৪০:১৯; [১০:২] দেখুন গণনা ২৭:১৭; দেখুন যিরি ২৩:১; দেখুন হোশেয় ৩:৪; দেখুন মথি ৯:৩৬; [১০:৩] যিশা ১৪:৯; দেখুন যিরি ২৫:৩৪; [১০:৩] দেখুন যিহি ৩৪:৮-১০; [১০:৪] দেখুন গীত ১১৮:২২; দেখুন প্রেরিত ৪:১১; [১০:৪] দেখুন যিশা ২২:২৩; [১০:৪] দেখুন সখ ৯:১০; [১০:৫] দেখুন ২ শমূ ২২:৪৩; দেখুন মীখা ৭:১০; [১০:৫] দেখুন আমোষ ২:১৫; দেখুন মীখা ৫:৮; হগয় ২:২২; সখ ১২:৪; [১০:৬] দেখুন যিহি ৩০:২৪; [১০:৬] দেখুন গীত ১০২:১৩; দেখুন যিশা ১৪:১; [১০:৬] দেখুন যিহি ৩৬:৩৭; ৩৭:১৯; দেখুন সখ ৮:৭-৮; [১০:৬] গীত ৩৪:১৭; যিশা ৫৮:৯; ৬৫:২৪; সখ ১৩:৯; [১০:৭] সখ ৯:১৫; [১০:৭] দেখুন ১ শমূ ২:১; দেখুন যিশা ৬০:৫; দেখুন যোয়েল ২:২৩; [১০:৮] যিশা ৫:২৬; [১০:৮] দেখুন যিরি ৩৩:২২; দেখুন যিহি ৩৬:১১; [১০:৯] দেখুন যিশা ৪৪:২১; দেখুন যিহি ৬:৯;

১০:১ সদাপ্রভু বিদ্যুতের উৎপাদক ... বৃষ্টি দেবেন ... ঘাস দেবেন। কনানীদের বাল-দেবতা নয়, বরং সদাপ্রভু ঈশ্বরই আবহাওয়া ও বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করেন, জীবন ও উর্বরতা দেন (যির ১৪:২২; হোশেয় ২:৮ ও নোট দেখুন)।

১০:৪ সম্ভবত খ্রীষ্টের কথা বলা হচ্ছে (যা অরামীয় টার্গুমে নির্দেশ করা হয়েছে)। *যিহূদা থেকে।* *আদি* ৪৯:১০; যিরমিয় ৩০:২১ পদ ও নোট; মীখা ৫:২ পদ দেখুন। *কোণের পাথর।* ৩:৯; ইফি ২:২০ পদ ও নোট দেখুন। *গোঁজ।* একজন শাসনকর্তা একটি জাতির সমস্ত ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করেন।

১০:৬ যিহূদা-কুলকে ... যোষেফ-কুলকে। উত্তরের ও দক্ষিণের সমস্ত লোকেরা আবার একত্রিত হবে (৮:১৩ পদ দেখুন)।

১০:৯ আমাকে স্মরণ করবে। ভাববাদী সখরিয়ের নামের অর্থ অনুসারে "সদাপ্রভু স্মরণ করেন" (তাঁর শপথ ও তাঁর মনোনীত লোকদেরকে)।

তারা নিজ নিজ সন্তানসহ জীবিত থাকবে ও ফিরে আসবে। [১০] আমি তাদের মিসর দেশ থেকে ফিরিয়ে আনবো, আসিরিয়া থেকে সংগ্রহ করবো; আমি তাদেরকে গিলিয়দ দেশে ও লেবাননে আনবো, আর তাদের স্থানের অকুলান হবে। [১১] আর তিনি সঙ্কট-সাগর দিয়ে যাবেন, তরঙ্গময় সমুদ্রকে প্রহার করবেন, তাতে নীল নদের সকল গভীর স্থান শুকিয়ে যাবে, আসিরিয়া দেশের গর্ব খর্ব হবে ও মিসরের রাজদণ্ড দূর হবে। [১২] আর আমি তাদেরকে সদাপ্রভুতে বিক্রমশালী করবো এবং তারা তাঁর নামে চলাচল করবে, সদাপ্রভু এই কথা বলেন।

[১০:১০] দেখুন যিশা ১১:১১; দেখুন সখ ৮:৮; [১০:১০] দেখুন যিরি ৫০:১৯; [১০:১০] দেখুন যিশা ৪৯:১৯; [১০:১১] যিশা ১৯:৫-৭; দেখুন ৫১:১০; [১০:১১] সফ ২:১৩; [১০:১১] যিহি ৩০:১৩; [১০:১১] যিহি ২৯:১৫; [১০:১২] দেখুন যিহি ৩০:২৪; [১০:১২] দেখুন মীখা ৪:৫।

১০:১০ মিশর ... আসিরিয়া। দেখুন পদ ১১; হোশেয় ৭:১৬ পদ ও নোট। সম্ভবত যে সমস্ত দেশে ইস্রায়েল জাতি নির্যাতন ভোগ করেছে তাদের সবগুলোর কথাই এখানে বোঝানো হয়েছে।

সখরিয় ১০ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) এখানে তাদেরকে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে যেন তারা তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট সব ঘটনায় মহান ঈশ্বরকে লক্ষ্য করতে সক্ষম হয় এবং যে অমঙ্গলের মধ্যে তাদেরকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল ও যে দুঃসময়ে তারা স্বস্তির আকাঙ্খা করেছিল– ঐ উভয় পরিস্থিতিতে যে তাঁর হাতই ছিল, তারা যেন সেই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে (সখরিয় ১০:১-৪)।

২) সদাপ্রভুর পক্ষ থেকে তাদের সমাজ ও দেশের শত্রুদের সাথে সব লড়াইয়ে তাঁর কাছ থেকে শক্তি ও সফলতার প্রত্যাশা করতে তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং তাদেরকে আশান্বিত থাকতে বলা হয়েছে কারণ যতই সমস্যা তাদের জীবনে আসুক না কেন, সব কিছুরই সর্বশেষ পরিণতি হবে চমৎকার (সখরিয় ১০:৫-১২)।

সার-সংক্ষেপঃ

সদাপ্রভু মৌসুমী বৃষ্টিপাতের অনুমোদন দেবেন। ঈশ্বরের লোকেরা বিজয়ী হবে এবং মূর্তিপূজারীরা বিপথগামী হয়ে পড়বে। যিহূদা ও যিরূশালের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া সব পরিবারগুলোকে ফিরিয়ে আনা হবে। সারা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা ইস্রায়েল সন্তানদেরকে তাদের নিজেদের দেশে একত্র করা হবে।

সখরিয় ১০ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. বিপদে থাকা লোকদের জন্য ঈশ্বর কি কারণ দেখিয়েছেন? (সখরিয় ১০:২)

২. ঈশ্বরের ক্রোধ কার উপর ছিল? (সখরিয় ১০:১১)

৩. ঈশ্বর কোথায় বলেছিলেন যে, তিনি যিহূদা ও যোষেফকে ফিরিয়ে আনবেন? (সখরিয় ১০:৬)

৪. মশীহ কিভাবে তাঁর লোকদেরকে আশীর্বাদ করবেন? (সখরিয় ১০:১-১২)

১১ [১] হে লেবানন, তোমার দ্বারগুলো খুলে দাও, আগুন তোমার এরস গাছগুলো গ্রাস
করুক। [২] হে দেবদারু, হাহাকার কর, কেননা এরস গাছ পড়ে গেল, সেরা
গাছগুলো নষ্ট হল; হে বাশনের অলোন গাছগুলো হাহাকার কর, কেননা দুর্গম বন ভূমিসাৎ
হল। [৩] মেষপালকদের হাহাকার-ধ্বনি! কারণ তাদের গৌরব নষ্ট হল; যুবা সিংহদের গর্জন-
ধ্বনি! কেননা যর্দনের শোভাস্থান নষ্ট হল।

অযোগ্য মেষের রাখাল ও উত্তম মেষের রাখাল

[৪] আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা বললেন, তুমি জবাই হবার জন্য যে মেষপাল ঠিক
হয়ে আছে তাদের চরাও; [৫] তাদের অধিকারীরা তাদেরকে হত্যা করে, তবুও নিজেদের
দোষী মনে করে না; এবং তাদের বিক্রয়কারীরা প্রত্যেকে বলে, সদাপ্রভু ধন্য হোন, আমি
ধনী হলাম; এবং তাদের পালকেরা তাদের প্রতি দয়া করে না। [৬] কারণ, সদাপ্রভু বলেন,
আমি দেশ-নিবাসীদের প্রতি আর দয়া করবো না, কিন্তু দেখ, আমি মানুষের মধ্যে
প্রত্যেককে তার প্রতিবেশী ও তার রাজার হাতে তুলে দেব; তারা দেশকে চূর্ণ করবে, আর
আমি তাদের হাত থেকে কাউকেও উদ্ধার করবো না।

[৭] তখন আমি সেই জবাই হওয়ার জন্য ঠিক হওয়া মেষপালকে, সত্য, সেই দুঃখী
মেষগুলোকে চরাতে লাগলাম। আর আমি নিজের জন্য দু'টি পাঁচনী নিলাম; তার একটির
নাম প্রসন্নতা, অন্যটির নাম ঐক্যবন্ধন রাখলাম; আর আমি সেই মেষপাল চরালাম। [৮] আর
আমি এক মাসের মধ্যে তার তিন জন পালককে উচ্ছিন্ন করলাম; কারণ আমার প্রাণ তাদের
প্রতি অসহিষ্ণু হল তাদের প্রাণও আমাকে ঘৃণা করলো। [৯] তখন আমি বললাম, আমি

[১১:১] দেখুন যিহি ৩১:৩; [১১:১] দেখুন ২ বংশা ৩৬:১৯; সখ ১২:৬; [১১:২] দেখুন যিশা ২:১৩; [১১:২] যিশা ৩২:১৯; [১১:২] দেখুন যিশা ১০:৩৪; [১১:৩] দেখুন যিশা ৫:২৯; [১১:৩] যিরি ২:১৫; ৫০:৪৪; যিহি ১৯:৯; [১১:৪] দেখুন যিরি ২৫:৩৪; [১১:৫] যিরি ৫০:৭; দেখুন যিহি ৩৪:২-৩; [১১:৬] সখ ১৪:১৩; [১১:৬] যিশা ৯:১৯-২১; দেখুন যিরি ১৩:১৪; দেখুন বিলাপ ২:২১; ৫:৮; দেখুন মীখা ৫:৮; ৭:২-৬; [১১:৭] দেখুন যিরি ২৫:৩৪; [১১:৮] দেখুন যিহি ১৪:৫; [১১:৯]

১১:৩ যদি এখানে রূপক অর্থে বলা হয়ে থাকে তাহলে ভেড়ার রাখাল ও যুবা সিংহ বলতে যিহূদার লোকদের শাসক ও নেতৃবর্গকে বোঝানো হয়েছে (পদ ৫; ১০:৩ দেখুন; তুলনা করুন যিরমিয় ২৫:৩৪-৩৬ পদ ও নোট)।

১১:৪ এই কথা বললেন। ভাববাদী সখরিয়ের কাছে। *যে ভেড়ার পাল।* ইস্রায়েল জাতি।

১১:৫ বিক্রয়কারী। ভেড়াগুলোকে (যিহূদীরা) দাস হিসেবে বাইরের লোকেরা কিনে নিয়েছিল। এই ভবিষ্যদ্বাণীর অংশবিশেষ ৭০ খ্রীষ্টাব্দে এবং তারপ পরবর্তী বছরগুলোতে সত্য বলে প্রমাণিত হয়।

১১:৭ আমি। ভাববাদী সখরিয়। এখানে তিনি খ্রীষ্টের প্রতীকী রূপ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছেন। যিহি ৩৭:১৫-২৮ পদ দেখুন।

তোমাদের চরাব না; যে মরে সে মরুক ও যে উচ্ছিন্ন হয় সে উচ্ছিন্ন হোক এবং অবশিষ্ট লোকেরা এক জন অন্যের মাংস গ্রাস করুক। [১০] পরে আমি প্রসন্নতা নামক আমার পাঁচনী নিলাম, তা খণ্ড খণ্ড করলাম, যেন সর্বজাতির সঙ্গে কৃত আমার নিয়ম ভঙ্গ করি। [১১] আর সেদিন তা ভেঙ্গে ফেলা হল, তাই পালের মধ্যে যেসব দুঃখী আমাতে মনোযোগ করতো, তারা জানতে পারল যে, এ সদাপ্রভুর বাক্য। [১২] তখন আমি তাদের বললাম, যদি তোমাদের ভাল মনে হয়, তবে আমার বেতন দাও, নতুবা ক্ষান্ত হও। অতএব তারা আমার বেতন বলে ত্রিশটি রূপার মুদ্রা ওজন করে দিল। [১৩] তখন সদাপ্রভু আমাকে বললেন, সেটি কুম্ভকারের কাছে ফেলে দাও, বিলক্ষণ মূল্য, ওদের বিচারে আমি এরকম মূল্যবান; আর আমি সেই ত্রিশটি রূপার মুদ্রা নিয়ে সদাপ্রভুর গৃহে কুম্ভকারের কাছে ফেলে দিলাম। [১৪] পরে ঐক্যবন্ধন নামক আমার অন্য পাঁচনী খণ্ড খণ্ড করলাম, যেন যিহূদা ও ইস্রায়েলের ভ্রাতৃভাব নষ্ট করি।

[১৫] পরে সদাপ্রভু আমাকে বললেন, এবার তুমি এক জন নির্বোধ মেষপালকের দ্রব্য গ্রহণ কর। [১৬] কেননা দেখ, আমি দেশে এমন এক জন মেষের রাখালকে উঠাবো, যে উচ্ছিন্ন লোকদের তত্ত্বাবধান করবে না, ছিন্নভিন্ন লোকদের খোঁজ করবে না, ভগ্নাঙ্গ লোককে সুস্থ করবে না, সুস্থিরেরও ভরণপোষণ করবে না, কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট মেষগুলোর মাংস খাবে এবং তাদের খুর ছিঁড়বে। [১৭] ধিক্ সেই অকর্মণ্য পালককে, যে পাল ত্যাগ করে! তার বাহু ও ডান চোখে খড়্গ আঘাত করবে; তার বাহু নিতান্তই শুকিয়ে যাবে ও তার ডান চোখ সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যাবে।

দেখুন যিরি ৪৩:১১; [১১:৯] দেখুন যিশা ৯:২০; [১১:১০] পদ ৭; [১১:১০] দেখুন গীত ৮৯:৩৯; যিরি ১৪:২১; [১১:১২] দেখুন আদি ২৩:১৬; মথি ২৬:১৫; [১১:১৩] দেখুন যাত্রা ২১:৩২; [১১:১৩] মথি ২৭:৯-১০; প্রেরিত ১:১৮-১৯; [১১:১৭] যিরি ২৩:১; [১১:১৭] দেখুন যিহি ৩০:২১-২২; [১১:১৭] দেখুন যিরি ২৩:১।

১১:১১ পালের মধ্যে যেসব দুঃখী। সম্ভবত অল্প যে কয়জন বিশ্বাসী ছিল তাদের কথা বলা হয়েছে, যারা সদাপ্রভুর বাক্যের কর্তৃত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে নি (পদ ৭ দেখুন)।

১১:১৩ বিলক্ষণ মূল্য। এখানে উপহাস করার ভঙ্গিতে বলা হয়েছে। *সদাপ্রভুর গৃহে কুম্ভকারের কাছে ফেলে দিলাম।* এই অংশটি নতুন নিয়মে ব্যবহৃত হয়েছে; দেখুন মথি ২৬:১৪-১৫; ২৭:৩-১০ পদ এবং এর সাথে দেখুন ২৭:৯ পদের নোট।

১১:১৪ ঐক্যবন্ধন নামক আমার অন্য পাঁচনী খণ্ড খণ্ড করলাম। এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে ঈশ্বরের নিয়মের অধীন জাতিকে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণের রাজ্যের বিভক্তি।

১১:১৫ এবার। পদ ৭ দেখুন। *নির্বোধ ভেড়ার রাখাল।* ঈশ্বরের মনোনীত রাখালকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর এখন এক মূর্খ ও অযোগ্য রাখালের আগমন ঘটেছে।

সখরিয় ১১ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) যিহূদী জাতির উপর আসন্ন ধ্বংসের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী (সখরিয় ১১:১-৩)।

২) ইস্রায়েল সন্তানদেরকে হতভাগ্য মেষদের মত করে মশীহের হাতে তুলে দেয়া হয়। হতভাগ্য মেষপালকে মেষদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয় (সখরিয় ১১:৪-৬)। তিনি এই দায়িত্বভার নেন ও তাঁর এই রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন (সখরিখ ১১:৭-৮)। তবে তাঁর এই দায়িত্বকে বিপথগামীতায় পর্যবসিত হতে দেখে, তিনি এই কাজ ছেড়ে দেন (সখরিয় ১১:৯)। তাঁর প্রতি করা অবিচার ও প্রদর্শিত ঘৃণার (সখরিয় ১১:১২-১৩) কারণে তিনি ক্ষুদ্ধ হয়ে রাখালের দুইটি লাঠির একটিকে ভেঙ্গে ফেলেন (সখরিয় ১১:১০-১১)। তারপর তিনি তাঁর অবশিষ্ট লাঠিটিকেও ভেঙ্গে ফেলেন (সখরিয় ১১:১৪)।

৩) তারপর তিনি ঐ সব হতভাগ্য মেষদেরকে বোকা রাখালদের হাতে তুলে দেন, যারা তাদের ধ্বংসকে প্রতিহত করার পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ করে তুলবে। আর এভাবে জাতির অন্ধ নেতারা ও অন্ধ অনুসারীরা উভয়েই এক সাথে গিয়ে গভীর খাতে পড়বে (সখরিয় ১১:১৫-১৭)।

সার-সংক্ষেপঃ

পুরো সৃষ্টির আসন্ন ধ্বংসের কারণে বিলাপ করছে। যারা মেষপাল কেনা-বেচা করে, তাদের পক্ষ থেকে ভাববাদী সখরিয়কে বধ করার জন্য নির্ধারিত মেষপালকে চরাতে বলা হয়, যেভাবে সদাপ্রভু তাঁর লোকদের, বিশেষত: যারা ধনী ও আত্মসন্তুষ্ট, তাদের প্রতি করে থাকেন। আর সখরিয়ের উপর যে মেষপাল চরানোর দায়িত্বভার দেয়া হয়, তা পালন করতে তাঁর হাতে 'দয়া' ও 'মিলন' নামে দুইটি লাঠি রাখেন। এক্ষেত্রে ভাববাদী সখরিয় অল্প দিনের মধ্যে তিন জন রাখালকে (ভাববাদী, পুরোহিত ও রাজা?) তাদের কাজ থেকে তাড়িয়ে দেন এবং 'দয়া' নামে লাঠিটি ভাঙ্গেন। মেষপালের রাখাল হিসেবে কাজ করার জন্য যে ত্রিশটি রূপার টুকরো তাঁকে দেয়া হয়, যা দেয়া হয়, তাকে তিনি "রাজকীয় অঙ্কের অর্থ" হিসেবে উল্লেখ করেন এবং কুমারকে দেন। তারপর তিনি যিহূদা ও ইস্রায়েলের প্রতীকী বিভাজন বোঝাতে 'মিলন' নামের লাঠিটি ভাঙ্গেন। এবার সখরিয়কে এক জন বোকা রাখালের আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র নিতে বলা হয় যেন সদাপ্রভু এক জন রাখালকে দেশের মধ্যে অনেক উচুঁতে তুলতে পারেন। আর এই রাখাল এমন এক জন হবেন, যে তার কতগুলো মেষকে বধ করা হয়, সেই বিষয়ে তার কোন খেয়াল থাকবে না। ধিক সেই অপদার্থ রাখালের প্রতি, যে দুঃসময়ে তার মেষপাল ছেড়ে চলে যায়!

সখরিয় ১১ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. কেন সারা দেশ জুড়ে এই ধরণের শোক ছড়িয়ে পড়েছিল? (সখরিয় ১১:১-৩)

২. ইস্রায়েলের জাতীয় জীবনে ভাববাদী সখরিয় কি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন? (সখরিয় ১১:৪-১৪)

৩. ইস্রায়েল কেন রাখাল-মশীহকে প্রত্যাখান করেছিল? (সখরিয় ১১:৪-১৪)

৪. সত্যিকারের রাখালকে প্রত্যাখান করার পরিণতি কি ছিল? (সখরিয় ১১:১৫-১৭)

যিরূশালেমের বিজয়

১২ [১] ইস্রায়েলের বিষয়ে সদাপ্রভুর বাক্যরূপ দৈববাণী: যিনি আকাশ মেলে দিয়েছেন,
পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করেছেন এবং মানুষের অন্তরস্থ আত্মার নির্মাণ করেছেন
সেই সদাপ্রভু বলেন, [২] দেখ, আমি চারদিকের সর্বজাতির পক্ষে যিরূশালেমকে সুরার
পানপাত্রস্বরূপ করবো এবং যিরূশালেমের অবরোধকালে এটা যিহূদাতেও সফল হবে।
[৩] সেদিন আমি যিরূশালেমকে সর্বজাতিরই বোঝাস্বরূপ পাথর করবো; যত লোক সেই
বোঝা নেবে, তারা ক্ষতবিক্ষত হবে; আর তার বিরুদ্ধে পৃথিবীর সমস্ত জাতি একত্রিত হবে।
[৪] সদাপ্রভু বলেন, সেদিন আমি সমস্ত ঘোড়াকে স্তব্ধতায় ও ঘোড়সওয়ারকে উন্মাদনায়
আহত করবো এবং যিহূদা-কুলের প্রতি আমার চোখ খোলা থাকবে, আর জাতিদের সমস্ত
ঘোড়াকে অন্ধতায় আহত করবো। [৫] আর যিহূদার নেতৃবর্গ মনে মনে বলবে, যিরূশালেম-
নিবাসীরা তোমাদের ঈশ্বর বাহিনীগণের সদাপ্রভুতে আমার বল।

[৬] সেদিন আমি যিহূদার নেতৃবর্গকে কাঠের রাশির মধ্যস্থিত জ্বলন্ত অঙ্গারের মত ও
আঁটির মধ্যস্থিত প্রজ্বলিত আগুন শিখার মত করবো; তারা ডান দিকে ও বাম দিকে
চারপাশের সকল জাতিকে গ্রাস করবে এবং যিরূশালেম, পুনরায় আপন স্থানে, যিরূশালেমে,
বসতি করবে।

[১২:১] দেখুন যিশা ১৩:১; [১২:১] দেখুন আদি ১:৮; দেখুন গীত ১০৪:২; দেখুন যিরি ৫১:১৫; [১২:১] গীত ১০২:২৫; ইব ১:১০; [১২:১] দেখুন যিশা ৫৭:১৬; [১২:২] দেখুন গীত ৭৫:৮; [১২:২] দেখুন গীত ৬০:৩; দেখুন যিশা ৫১:২৩; [১২:২] সখ ১৪:১৪; [১২:৩] যিশা ৬৬:১৮; সখ ১৪:২; [১২:৩] দেখুন যিশা ২৮:১৬; দানি ২:৩৪-৩৫; [১২:৩] দেখুন যিশা ২৯:৮; [১২:৪] গীত ৭৬:৬; দেখুন সখ ১০:৫; [১২:৫] দেখুন যিহি ৩০:২৪; [১২:৬] যিশা ১০:১৭-১৮; দেখুন সখ ১১:১; [১২:৬] ওব ১:১৮; [১২:৬] সখ ১৪:১০;

১২:১ সদাপ্রভুর বাক্যরূপ দৈববাণী। ৯:১ পদের নোট দেখুন। *ইস্রায়েল।* ঈশ্বরের সমগ্র জাতি, শুধুমাত্র উত্তরের রাজ্য নয়। অবশ্য এখানে যিহূদা এবং যিরূশালেমকেই মুখ্য প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে (পদ ২ দেখুন)।

১২:২ যিরূশালেমকে সুরার পানপাত্রস্বরূপ করবো। গীত ১৬:৫; যিশা ৫১:১৭; যিরমিয় ২৫:১৫ পদের নোট দেখুন।

১২:৪ স্তব্ধতায় ... উন্মাদনায় ... অন্ধতায় আহত করবো। আইন-কানুন ভঙ্গ করার দায়ে ইস্রায়েল যে সমস্ত শাস্তি ভোগ করবে বলে দ্বি.বি. ২৮:২৮ পদে উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে এই বিষয়গুলোও রয়েছে।

১২:৬ যেভাবে আগুন কাঠের রাশি এবং তুষের গাদা গ্রাস করে, সেভাবে যিহূদার নেতারাও (পদ ৫) তাদের শত্রুদেরকে গ্রাস করবে (তুলনা করুন বিচার ১৫:৩-৫; মীখা ৫:৫-৬; এর সাথে দেখুন যিশা ১:৩১ পদের নোট)।

[৭] আর সদাপ্রভু প্রথমে যিহূদার তাঁবুগুলোকে বিজয় দান করবেন, যেন দায়ূদ-কুলের
শোভা ও যিরূশালেম-নিবাসীদের শোভা যিহূদার চেয়ে বেশি না হয়। [৮] সেদিন সদাপ্রভু
যিরূশালেম-নিবাসীদেরকে রক্ষা করবেন; আর সেদিন তাদের মধ্যে যে হোঁচট খেল, সেও
দায়ূদের মত হবে এবং দায়ূদের কুল ঈশ্বরের মত, সদাপ্রভুর যে দূত তাদের অগ্রগামী, তাঁর
মত হবে। [৯] আর সেদিন আমি যিরূশালেমের বিরুদ্ধে আগত সমস্ত জাতিকে ধ্বংস করতে
উদ্যোগী হবো।

যাঁকে বিদ্ধ করা হয়েছে তাঁর জন্য বিলাপ

[১০] আর দায়ূদ-কুলের ও যিরূশালেম-নিবাসীদের উপরে আমি অনুগ্রহ ও বিনতির আত্মা
সেচন করবো; তাতে তারা যাঁকে বিদ্ধ করেছে, সেই আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে এবং তাঁর
জন্য বিলাপ করবে, যেমন একমাত্র পুত্রের জন্য বিলাপ করা হয় এবং তাঁর জন্য শোকাকুল
হবে, যেমন প্রথমজাত পুত্রের জন্য লোকে শোকাকুল হয়। [১১] সেদিন যিরূশালেমে অতিশয়
বিলাপ হবে, যেমন বিলাপ মগিদ্দোন সমস্থলিতে হদদ্-রিম্মোণে হয়েছিল। [১২] দেশীয়
প্রত্যেক গোষ্ঠী পৃথক পৃথক ভাবে বিলাপ করবে; দায়ূদ-কুলের গোষ্ঠী পৃথক ও তাদের স্ত্রীরা
পৃথক; নাথনকুলের গোষ্ঠী পৃথক ও তাদের স্ত্রীরা পৃথক; [১৩] লেবি-কুলের গোষ্ঠী পৃথক ও
তাদের স্ত্রীরা পৃথক; শিমিয়ির গোষ্ঠী পৃথক ও তাদের স্ত্রীরা পৃথক; [১৪] অবশিষ্ট সমস্ত গোষ্ঠীর
মধ্যে এক এক গোষ্ঠী পৃথক ও তাদের স্ত্রীরা পৃথক পৃথক বিলাপ করবে।

[১২:৭] যিরি ৩০:১৮; দেখুন আমোষ ৯:১১; [১২:৮] দেখুন গীত ৯১:৪; দেখুন যোয়েল ৩:১৬; দেখুন সখ ৯:১৫; [১২:৮] যোয়েল ৩:১০; [১২:৮] গীত ৮২:৬; [১২:৮] মীখা ৭:৮; [১২:৯] দেখুন যিশা ২৯:৭; [১২:৯] দেখুন সখ ১:২১; ১৪:২-৩; [১২:১০] দেখুন যিহি ৩৭:৯; [১২:১০] যিশা ৪৪:৩; দেখুন যিহি ৩৯:২৯; যোয়েল ২:২৮-২৯; [১২:১০] দেখুন গীত ২২:১৬; যোহন ১৯:৩৪, ৩৭; [১২:১০] বিচার ১১:৩৪; [১২:১০] দেখুন আদি ২১:১৬; যিরি ৩১:১৯; [১২:১১] যিরি ৫০:৪; [১২:১১] ২ রাজা ২৩:২৯; [১২:১২] মথি ২৪:৩০; প্রকা ১:৭; [১২:১৪] সখ ৭:৩।

১২:৮ দায়ূদের মত। অর্থাৎ একজন বীর যোদ্ধা। *ঈশ্বরের মত।* তুলনা করুন যাত্রা ৪:১৬; ৭:১। *সদাপ্রভুর যে দূত ... তাঁর মত হবে।* *আদি* ৪৮:১৬ পদ ও নোট দেখুন।

১২:১১ হদদ্-রিম্মোণ। হতে পারে (১) মগিদ্দোর নিকটবর্তী কোন স্থান, যেখানে মানুষ রাজা যোশিয়ের মৃত্যুর জন্য বিলাপ ও শোক করেছিল (২ বংশা ৩৫:২০-২৭); কিংবা (২) সেমিটিক সংস্কৃতির ঝড়ের দেবতা (২ রাজা ৫:১৮ পদ ও নোট দেখুন)।

১২:১২ নাথন। দায়ূদের সন্তান (২ শমূ ৫:১৪; লূক ৩:৩১ পদ দেখুন)।

১২:১৩ শিমিয়ি। গের্শোনের পুত্র, লেবির প্রপৌত্র (গণনা ৩:১৭-১৮, ২১ পদ দেখুন)।

সখরিয় ১২ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) আমাদের রয়েছে শেষোক্ত সময়ের আশীর্বাদ কারণ সদাপ্রভু সুখবরকালীন যিরূশালেমের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞা করেছেন (সখরিয় ১২:১)। আর প্রতিশ্রুত বিষয় হিসেবে তাদের মঙ্গল করার জন্য তিনি তাঁর ক্ষমতার বিষয়ে ঘোষণা করেন।

২) ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে শত্রুদের প্রচেষ্টা তাদের নিজেদের ধ্বংস বয়ে নিয়ে আসবে এবং এক সময় তারা লক্ষ্য করবে যে, যদি তারা তার কোন ক্ষতি করে, তবে তাদেরই বিপদ ঘটে (সখরিয় ১২:২-৪, ৬)।
৩) মঙ্গলের জন্য ইস্রায়েলের বন্ধুজনদের ও পৃষ্ঠপোষকদের উদ্যোগ স্বীকৃত, সৎ ও সফল বলে বিবেচিত হবে (সখরিয় ১২:৫)।
৪) ঈশ্বর তাঁর লোকদের সাথে সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে নগণ্য ও দুর্বলদেরকে শক্তি যোগাবেন ও তাদের পরিত্রাণের জন্য কাজ করবেন (সখরিয় ১২:৭-৮)।
৫) এই সব দয়ার প্রস্তুতিমূলক দিক ও অঙ্গীকারের চিহ্ন হিসেবে তিনি তাদের উপর প্রার্থনা ও অনুতাপের আত্মা পাঠাবেন এবং এর প্রভাব হবে সার্বজনীন ও উল্লেখযোগ্য (সখরিয় ১২:৯-১৪)।

সার-সংক্ষেপঃ

যিরূশালেমকে সদাপ্রভুর আক্রমন থেকে রক্ষা করা হবে। সে আশাপাশের লোকদের কাছে হয়ে ওঠবে উন্মত্ত হওয়ার পানীয়ের পেয়ালা এবং এক ভারী পাথর। দুর্বলরা দায়ূদের মত হবে এবং দায়ূদের পরিবার হবে ঈশ্বরের পরিবারের মত। দয়া ও প্রার্থনার আত্মাকে দায়ূদের পরিবার ও যিরূশালেমের লোকদের উপর ঢেলে দেয়া হবে। 'যে আমাকে তারা এক সময় বিদ্ধ করেছিল, সেই আমার দিকে তারা তাকাবে।' পুরো যিরূশালেম বিনম্রভাবে অনুতাপ করবে।

সখরিয় ১২ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. সদাপ্রভুর তিনটি কাজ কি কি ছিল? (সখরিয় ১২:১)
২. ভাববাদী সখরিয় ইস্রায়েলের দৈহিক মুক্তিকে কিভাবে বর্ণনা করেছেন? (সখরিয় ১২:১-৯)
৩. কিভাবে ইস্রায়েলের আত্মিক মুক্তি সম্পন্ন হবে বলা হয়েছে? (সখরিয় ১২:১০)

মূর্তিপূজা দূর করা হবে

১৩ [১] সেদিন দায়ূদ-কূল ও যিরূশালেম-নিবাসীদের জন্য পাপ ও অশুচিতা ধোবার জন্য
একটি ফোয়ারা খোলা হবে। [২] আর বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, সেদিন আমি
দেশ থেকে মূর্তিগুলোর নাম মুছে ফেলবো, তাদের বিষয় আর কারো স্মরণে থাকবে না;
আবার আমি ভাববাদীদের ও অশুচিতার আত্মাকে দেশ থেকে দূর করবো। [৩] যদি তখনও
কেউ ভবিষ্যদ্বাণী বলে, তবে তার জন্মদাতা পিতা-মাতা তাকে বলবে, তুমি বাঁচবে না,
কেননা তুমি সদাপ্রভুর নাম করে মিথ্যা বলছো; এবং সে ভবিষ্যদ্বাণী বললে তার জন্মদাতা
পিতা-মাতা তাকে অস্ত্রবিদ্ধ করবে। [৪] আর সেদিন ভাববাদীরা প্রত্যেকে ভবিষ্যদ্বাণী বলবার
সময়ে নিজ নিজ দর্শনের বিষয়ে লজ্জিত হবে এবং প্রতারণা করার জন্য লোমশ কাপড় আর
পরবে না। [৫] কিন্তু প্রত্যেকে বলবে, আমি ভাববাদী নই, আমি এক জন কৃষক, বাল্যকাল
থেকে এক জন দাস। [৬] আর যখন কেউ তাকে বলবে, তোমার দুই হাতের মধ্যে এসব
ক্ষতের দাগ কি? তখন সে উত্তরে বলবে, আমার আত্মীয়দের বাড়িতে যেসব আঘাত
পেয়েছি, এ সেই সকল আঘাত।

পালককে আঘাত করা ও মেষপাল ছড়িয়ে পড়া

[৭] হে খড়্গ, তুমি আমার পালকের, আমার স্বজাতীয় পুরুষের বিরুদ্ধে জাগ্রত হও, এই
কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন; পালককে আঘাত কর, তাতে পালের মেষেরা ছড়িয়ে
পড়বে; আর আমি ক্ষুদ্রদের বিরুদ্ধেও আমার হাত উঠাব। [৮] সদাপ্রভু বলেন, সমস্ত দেশে
দুই অংশ লোক উচ্ছিন্ন হয়ে প্রাণত্যাগ করবে; কিন্তু তৃতীয় অংশ তার মধ্যে অবশিষ্ট
থাকবে। [৯] সেই তৃতীয় অংশকে আমি আগুনে প্রবেশ করাব, যেমন রূপা খাঁটি করা যায়,
তেমনি খাঁটি করবো ও যেমন সোনা পরীক্ষিত হয়, তেমনি তাদের পরীক্ষা করবো; তারা

[১৩:১] যিরি ১৭:১৩; [১৩:১] দেখুন লেবীয় ১৬:৩০; দেখুন গীত ৫১:২; ইব ৯:১৪; [১৩:২] দেখুন যিরি ৪৩:১২; দেখুন যিহি ৬:৬; দেখুন ৩৬:২৫; দেখুন হোশেয় ২:১৭; [১৩:২] দেখুন মীখা ৫:১৩; [১৩:২] ১ রাজা ২২:২২; যিরি ২৩:১৪-১৫; [১৩:৩] দেখুন যিরি ২৮:১৬; [১৩:৩] দ্বি:বি ১৩:৬-১১; ১৮:২০; দেখুন যিহি ৬:১৪; যিরি ২৩:৩৪; দেখুন যিহি ১৪:৯; [১৩:৪] দেখুন যিরি ৬:১৫; [১৩:৪] মথি ৩:৪; [১৩:৪] দেখুন ১ রাজা ১৮:৭; দেখুন যিশা ২০:২; [১৩:৪] দেখুন যিহি ১২:২৪; [১৩:৫] দেখুন আমোষ ৭:১৪; [১৩:৭] দেখুন যিশা ৩৪:৫; যিরি ৪৭:৬; [১৩:৭] যিশা ৪০:১১; দেখুন ৫৩:৪; যিহি ৩৭:২৪; [১৩:৭] দেখুন ২ শমূ ১৭:২; মথি ২৬:৩১; মার্ক ১৪:২৭; [১৩:৮] দেখুন যিহি ৫:২-৪, ১২; সখ ১৪:২; [১৩:৯] দেখুন যিশা ৪:৪; ৩৩:১৪; মালা ৩:২; [১৩:৯] দেখুন গীত ১২:৬; দেখুন দানি ১১:৩৫; ১পিতর ১:৬-৭; [১৩:৯] দেখুন ইয়োব ৬:২৯; দেখুন যিরি ৬:২৭; [১৩:৯] দেখুন গীত ৫০:১৫; [১৩:৯] গীত ১০৫:১; [১৩:৯] দেখুন গীত ৮৬:৭;

১৩:১ অশুচিতা ধোবার জন্য। দেখুন পদ ৩:৪-৯।

১৩:২ মূর্তিগুলোর নাম। অর্থাৎ পৌত্তলিক মূর্তিগুলোর প্রভাব ও জনপ্রিয়তা, এমনকি তাদের মূর্তিগুলোর সমস্ত অস্তিত্ব।

১৩:৭ তুমি আমার পালকের। রাজকীয় (খ্রীষ্টিয়) উত্তম মেষপালক (তুলনা করুন ১১:৪-১৪ পদের প্রকৃত রাখাল বা পালক)। *পালককে আঘাত কর।* ১১:১৭ পদে অযোগ্য পালককে আঘাত করা উচিত ছিল, কিন্তু এখানে উত্তম পালককে আঘাত করা হচ্ছে (এর সাথে ১২:১০ পদও দেখুন)।

১৩:৯ তাদের পরীক্ষা করবো। দেখুন গীত ১২:৬ পদ ও নোট। *এ আমার লোক ... সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর।* দেখুন পদ ৮:৮। তাদেরকে আবারও চুক্তির ও নিয়মের অধীন এক জাতি করে তোলা হবে।

আমার নামে ডাকবে এবং আমি তাদের উত্তর দেব; আমি বলবো, এ আমার লোক; আর তারা বলবে, সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর।

দেখুন যিশা ৩০:১৯; দেখুন সখ ১০:৬; [১৩:৯] দেখুন লেবীয় ২৬:১২; দেখুন যিরি ৩০:২২; [১৩:৯] দেখুন যিশা ৪৪:৫; দেখুন যিরি ২৯:১২; দেখুন যিহি ২০:৩৮।

সখরিয় ১৩ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) সুখবরের সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আরও বেশ কিছু প্রতিজ্ঞা। এখানে পাপের ক্ষমা (সখরিয় ১৩:১), নৈতিক আচরণগত সংশোধন (সখরিয় ১৩:২) এবং বিশেষত ভন্ড ভাববাদীদেরকে দোষী সাব্যস্তকরণ ও নির্বাক করে দেয়ার বিষয়ে একটি প্রতিজ্ঞার কথা তুলে ধরা হয়েছে (সখরিয় ১৩:২-৬)।

২) খ্রীষ্টের কষ্টভোগ, তাঁর শিষ্যদের বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়া (সখরিয় ১৩:৭), এর কিছু পরে যিহূদী জাতির বৃহত্তর একটি অংশের ধ্বংস হয়ে যাওয়া (সখরিয় ১৩:৮) এবং ঈশ্বরের বিশেষ লোক হিসেবে তাদের অবশিষ্টদের শুচিকরণের বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী (সখরিয় ১৩:৯)।

সার-সংক্ষেপঃ

একটি ঝর্ণা সব পাপকে পরিস্কৃত করবে। প্রতিমাপূজা ও ভন্ড ভাববাদীদেরকে আর সহ্য করা হবে না। যে ব্যক্তি ভন্ড ভাববাদীর দায়ে অভিযুক্ত, সে জোর দিয়ে বলছে যে, প্রায়ই ভন্ড ভাববাদীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় হিসেবে তার শরীরে যে ক্ষতচিহ্নের দাগ রয়েছে, তা সে নিজে তৈরি করে নি; বরং, এটি তার বন্ধুর বাড়িতে ঘটে যাওয়া তুমুল ঝগড়ার চিহ্ন হিসাবে তা করছে। সদাপ্রভু তাঁর সঙ্গী রাখালের বিরুদ্ধে আঘাত হানার জন্য তলোয়ারকে আহ্বান জানান। ইস্রায়েল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, আঘাত পাবে, পরিস্কৃত হবে ও রক্ষা পাবে।

সখরিয় ১৩ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. ইস্রায়েলের আত্মিক মুক্তি কিভাবে সম্পন্ন হবে বলা হয়েছে? (সখরিয় ১৩:৬)

২. ঈশ্বরের লোকদের অবস্থা কি হবে বলা হয়েছে? (সখরিয় ১৩:৭-৯)

সখরিয় : ১৪ অধ্যায়

সদাপ্রভুর দিন

১৪ [১] দেখ, সদাপ্রভুর একটি দিন আসছে; সেদিন তোমার মধ্যে তোমার সম্পত্তি লুট
হয়ে ভাগ হবে। [২] কারণ আমি সমস্ত জাতিকে যিরূশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য
সংগ্রহ করবো; তাতে নগর শত্রুহস্তগত, সকল বাড়ির দ্রব্য লুণ্ঠিত ও স্ত্রীলোকেরা ধর্ষিতা হবে
এবং নগরের অর্ধেক লোক নির্বাসনে যাবে, আর অবশিষ্ট লোকেরা নগর থেকে উচ্ছিন্ন হবে
না। [৩] তখন সদাপ্রভু বের হবেন এবং সংগ্রামের দিনে যেমন যুদ্ধ করেছিলেন, তেমনি ঐ
জাতিদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। [৪] আর সেদিন তাঁর চরণ সেই জৈতুন পর্বতের উপরে দাঁড়াবে,
যা যিরূশালেমের সম্মুখে পূর্ব দিকে অবস্থিত; তাতে জৈতুন পর্বতের মধ্যদেশ পূর্ব দিকে ও
পশ্চিম দিকে বিদীর্ণ হয়ে বিরাট বড় উপত্যকা হয়ে যাবে, পর্বতের অর্ধেক উত্তর দিকে ও
অর্ধেক দক্ষিণ দিকে সরে যাবে। [৫] তখন তোমরা আমার পর্বতমালার উপত্যকা দিয়ে
পালিয়ে যাবে; কেননা পর্বতমালার সেই উপত্যকা আৎসল পর্যন্ত যাবে; হ্যাঁ, তোমরা
পালিয়ে যাবে, যেমন যিহূদার রাজা উষিয়ের সময়ে ভূমিকম্পের সম্মুখ থেকে পালিয়ে
গিয়েছিলে; আর আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আসবেন, তোমার সঙ্গে পবিত্র ব্যক্তিরা সকলেই
আসবেন।

[৬] আর সেদিন আলো হবে না, জ্যোতির্গণ সঙ্কুচিত হবে। [৭] সে অদ্বিতীয় দিন হবে,
সদাপ্রভুই তার তত্ত্ব জানেন; তা দিনও হবে না, রাতও হবে না, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় আলো
হবে।

[১৪:১] যিশা ১৩:৬; দেখুন যোয়েল ১:১৫; মালা ৪:১; [১৪:১] দেখুন যিশা ২৩:১৮; [১৪:২] দেখুন যিশা ২:৩; দেখুন সখ ১২:৩; [১৪:২] দেখুন যিহি ৫:৮; [১৪:২] দেখুন আদি ৩৪:২৯; দেখুন বিলাপ ৫:১১; [১৪:২] যিশা ১৩:৬; দেখুন সখ ১৩:৮; [১৪:৩] সখ ৯:১৪-১৫; [১৪:৩] দেখুন যিশা ৮:৯; দেখুন সখ ১২:৯; [১৪:৪] যিহি ১১:২৩; [১৪:৪] দেখুন গণনা ১৬:৩১; [১৪:৫] আমোষ ১:১; [১৪:৫] যিশা ২৯:৬; ৬৬:১৫-১৬; [১৪:৫] দেখুন দ্বি:বি ৩৩:২; মথি ১৬:২৭; ২৫:৩১; বিচার ১৪; [১৪:৬] দেখুন যিশা ১৩:১০; দেখুন যিরি ৪:২৩; [১৪:৭] যিরি ৩০:৭; [১৪:৭] প্রকা ২১:২৩-২৫; ২২:৫; [১৪:৭] দেখুন যিশা ১৩:১০; দেখুন ৩০:২৬;

১৪:১ সদাপ্রভুর একটি দিন আসছে। তুলনা করুন যিশা ২:১২; যিহি ৩০:৩; যোয়েল ১:১৫ পদ ও নোট। *তোমার ... তোমার।* যিরূশালেম নগরীকে লুট করার কথা বলা হচ্ছে।

১৪:৩ সংগ্রামের দিন। যখন ঈশ্বর অলৌকিকভাবে তাঁর লোকদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যেমন লোহিত সাগরে মিশরীয় বাহিনীকে হত্যা করা (যাত্রা ১৪:১৪ পদ ও নোট)।

১৪:৫ আৎসল। যিরূশালেমের উত্তর দিকে অবস্থিত একটি স্থান, যার মধ্য দিয়ে নতুন তৈরি উপত্যকাটির পূর্ব প্রান্ত নির্দেশ করা হয়েছে। যিহূদার *রাজা উষিয়ের সময়ে ভূমিকম্প।* ভাববাদী আমোষ এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (আমোষ ১:১ পদ ও নোট দেখুন)। *পবিত্র ব্যক্তিরা।* অনেকে মনে করেন এখানে বিশ্বাসী ও দূত উভয়ের কথাই বোঝানো হয়েছে।

১৪:৭ সে অদ্বিতীয় দিন হবে। কারণ সেই দিন সারা পৃথিবী ও মহাবিশ্বে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হবে। যিশা ৬০:১৯-২০ পদ ও নোট দেখুন।

৮ আর সেদিন যিরূশালেম থেকে জীবন্ত জল বের হবে, তার অর্ধেক পূর্বসমুদ্রের ও
অর্ধেক পশ্চিমসমুদ্রের দিকে যাবে; তা গ্রীষ্ম ও শীতকালে থাকবে।
৯ আর সদাপ্রভু সমস্ত দেশের উপরে রাজা হবেন; সেদিন সদাপ্রভু অদ্বিতীয় হবেন এবং
তাঁর নামও অদ্বিতীয় হবে।
১০ গেবা থেকে যিরূশালেমের দক্ষিণস্থ রিম্মোণ পর্যন্ত সমস্ত দেশ রূপান্তরিত হয়ে
অরাবা সমভূমির মত হবে এবং নগরটি উন্নত হয়ে আপন স্থানে বসতিবিশিষ্ট হবে;
বিন্যামীনের দ্বার থেকে প্রথম দ্বারের স্থান, কোণের দ্বার এবং হননেলের উচ্চগৃহ থেকে
রাজার আঙ্গুর মাড়াই করার স্থান পর্যন্ত সেরকম হবে। ১১ আর লোকেরা তার মধ্যে বাস
করবে; আর কখনও অভিশাপগ্রস্ত হবে না, কিন্তু যিরূশালেম নির্ভয়ে বসতি করবে।
১২ আর যেসব জাতি যিরূশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবে সদাপ্রভু এরকম আঘাতে
তাদেরকে আহত করবেন; পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার সময়ে তাদের মাংস ক্ষয় পাবে, কোটরে
চোখ দু'টি ক্ষয় পাবে ও মুখে জিহ্বা ক্ষয় পাবে। ১৩ আর সেদিন তাদের মধ্যে সদাপ্রভুর
কাছ থেকে মহাকোলাহল হবে; তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিবেশীর হাত ধরবে এবং
প্রত্যেকের হাত নিজ নিজ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে উত্তোলিত হবে। ১৪ যিহূদাও যিরূশালেমের
পক্ষে যুদ্ধ করবে এবং চারদিকের সমস্ত জাতির ধন, সোনা, রূপা ও কাপড়-চোপড় বিপুল
পরিমাণে সঞ্চয় করা যাবে। ১৫ আর সেসব শিবিরে উপস্থিত ঘোড়া, খচ্চর, উট, গাধা
প্রভৃতি সকল পশুর প্রতি আঘাত ঐ আঘাতের মত হবে।
১৬ আর যিরূশালেমের বিরুদ্ধে আগত সমস্ত জাতির মধ্যে যারা অবশিষ্ট থাকবে, তারা
প্রতি বছর বাহিনীগণের সদাপ্রভু রাজার কাছে প্রণিপাত করতে ও কুটীরোৎসব পালন করতে

[১৪:৮] যিহি ৪৭:১-১২; যোহন ৭:৩৮; প্রকা ২২:১-২; [১৪:৮] দেখুন যিশা ৩০:২৫; [১৪:৮] যোয়েল ২:২০; [১৪:৮] দেখুন আদি ৮:২২; [১৪:৯] দেখুন গীত ২২:২৮; দেখুন ওব ১:২১; [১৪:৯] দেখুন দ্বি:বি ৬:৪; গীত ৪৭:৭; যিশা ৪৫:২৪; প্রকা ১১:১৫; [১৪:৯] হবক ২:১৪; ইফি ৪:৫-৬; [১৪:১০] ১ রাজা ১৫:২২; [১৪:১০] দেখুন যিহো ১৫:৩২; [১৪:১০] যিশা ২:২; যিরি ৩০:১৮; দেখুন আমোষ ৯:১১; [১৪:১০] দেখুন যিরি ২০:২; [১৪:১০] দেখুন ২ রাজা ১৪:১৩; [১৪:১০] দেখুন যিহি ৩:১; [১৪:১০] সখ ১২:৬; [১৪:১১] সখ ২:৪; [১৪:১১] দেখুন গীত ৪৮:৮; দেখুন যিহি ৩৪:২৫-২৮; [১৪:১২] দেখুন যিশা ১১:৪; [১৪:১২] পদ ১৮; দেখুন লেবীয় ২৬:১৬; দেখুন দ্বি:বি ২৮:২২; ইয়োব ১৮:১৩; [১৪:১৩] দেখুন আদি ৩৫:৫; [১৪:১৩] দেখুন বিচার ৭:২২; দেখুন সখ ১১:৬; [১৪:১৪] সখ ১২:২; [১৪:১৪] দেখুন যিশা ২৩:১৮; [১৪:১৫] পদ ১২; [১৪:১৬] দেখুন ২ রাজা ১৯:৩১; [১৪:১৬] দেখুন গীত ২২:২৯; দেখুন ৮৬:৯; দেখুন যিশা ১৯:২১; [১৪:১৬] দেখুন ওব ১:২১।

১৪:৮ জীবন্ত জল বের হবে। সম্ভবত আক্ষরিক ও প্রতীকী উভয় অর্থে বোঝানো হয়েছে (যিশা ৮:৬; যোয়েল ৩:১৮ পদ ও নোট দেখুন)।
১৪:১০ গেবা। যিরূশালেম থেকে ছয় মাইল উত্তর-উত্তর পূর্ব দিকে যিহূদার উত্তর সীমান্তে অবস্থিত একটি গ্রাম (২ রাজা ২৩:৮ পদ ও নোট দেখুন)। *রিম্মোণ।* একে ঐন-রিম্মোণও বলা হয় (যিহি ১১:২৯ পদ ও নোট দেখুন), যা যিরূশালেম থেকে ৩৫ মাইল দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত, যেখানে যিহূদার গ্রামাঞ্চল নেগেভ অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছে। *অরাবা।* দ্বি.বি. ১:১ পদের নোট দেখুন। যিরূশালেমের পার্শ্ববর্তী সমস্ত স্থান সমান হবে।
১৪:১৬ দেখুন যিশা ২:২-৪ পদ ও নোট। *কুটীরোৎসব।* সাক্ষ্য-তাম্বুর পর্ব; যাত্রা ২৩:১৬; গীত ৮১:৩ পদের নোট দেখুন।

আসবে। [১৭] আর পৃথিবীর যেসব গোষ্ঠী বাহিনীগণের সদাপ্রভু রাজার কাছে প্রণিপাত করতে যিরূশালেমে আসবে না, তাদের উপরে বৃষ্টি হবে না। [১৮] মিসরের গোষ্ঠী যদি না আসে, উপস্থিত না হয়, তবে তাদের উপরে বৃষ্টি হবে না; যেসব জাতি কুটীরোৎসব পালন করতে না আসবে, তাদেরকে সদাপ্রভু যে আঘাতে আহত করবেন, সেই আঘাত ওদের প্রতিও ঘটবে। [১৯] এই আঘাত মিসরের দণ্ড হবে এবং যেসব জাতি কুটীরোৎসব পালন করতে না আসবে, তাদের সকলের সেই দণ্ড হবে।

[২০] সেদিন 'সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র' এই কথা ঘোড়াগুলোর ঘণ্টিতে লেখা থাকবে এবং সদাপ্রভুর গৃহের রান্না করার পাত্রগুলো বেদির সম্মুখস্থ পাত্রগুলোর মত হবে। [২১] আর যিরূশালেম ও যিহূদার সমস্ত রান্না করার পাত্র বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হবে; এবং যারা উৎসর্গ করে, তারা সকলে এসে তার মধ্যে কোন কোন পাত্র নিয়ে তাতে রান্না করবে; আর সেদিন বাহিনীগণের সদাপ্রভুর গৃহে কোন ব্যবসায়ী আর থাকবে না।

[১৪:১৬] দেখুন যাত্রা ২৩:১৬; যিশা ৬০:৬-৯; দেখুন মীখা ৪:২; [১৪:১৭] দেখুন ২ বংশা ৩২:২৩; [১৪:১৭] দেখুন যিরি ১৪:৪; দেখুন আমোষ ৪:৭; [১৪:১৮] দেখুন আদি ২৭:২৯; [১৪:১৮] দেখুন পদ ১২; [১৪:১৯] দেখুন ইষ্রা ৩:৪; [১৪:২০] দেখুন যাত্রা ৩৯:৩০; [১৪:২০] দেখুন যিহি ৪৬:২০; [১৪:২০] সখ ৯:১৫; [১৪:২১] দেখুন যিরি ৩১:৪০; রোমীয় ১৪:৬-৭; ১করি ১০:৩১; [১৪:২১] যিহি ৮:১০; [১৪:২১] সখ ৯:৮; [১৪:২১] দেখুন যিহি ১১:১; [১৪:২১] দেখুন যিহি ৪৪:৯।

১৪:২০ সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র। মহা পুরোহিতের বুকে স্বর্ণের তৈরি যে বুকপাটা থাকতো সেখানে এই কথাটি খোদাই করে লেখা থাকতো (যাত্রা ২৮:৩৬-৩৮) যেন তা সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাঁর পরিচর্যা কাজের স্মরণার্থক হয় (৩:৫ পদের নোট দেখুন)।

১৪:২১ যিরূশালেম ... সমস্ত রান্না করার পাত্র ... পবিত্র হবে। যোয়েল ৩:১ পদ ও নোট দেখুন। যখন ঈশ্বরের উদ্দেশে ব্যবহৃত হয় তখন খুব সাধারণ বস্তুও পবিত্র হয়ে ওঠে।

সখরিয় ১৪ অধ্যায়ের মূল বিষয় ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) নরকের দরজাগুলো এখানে যিহূদী জাতিকে ভয় দেখাচ্ছে (সখরিয় ১৪:১-২), কিন্তু এখনো সফল হতে পারে নি।

২) স্বর্গের ক্ষমতা এখানে যিহূদী জাতির জন্য এবং এর শত্রুদের বিরুদ্ধে উপস্থিত হয়েছে (সখরিয় ১৪:৩,৫)।

৩) ইস্রায়েল জাতি সম্পর্কিত ঘটনাবলীকে এখানে মিশ্র বিষয় (সখরিয় ১৪:৬-৭) হিসেবে তুলে ধরা হলেও সর্বশেষ পরিণতি মঙ্গলজনক হবে।

৪) এখানে জ্ঞানের বিস্তৃতির উপায় ও সুখবরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা

হয়েছে কারণ এর মধ্য দিয়েই অন্য এক যিরূশালেম বিস্তৃতি ঘটবে ও প্রতিষ্ঠা করবে (সখরিয় ১৪:১০-১১)।

৫) যারা যিরূশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাদের সাথে বোঝাপড়া হবে (সখরিয় ১৪:১২-১৫) এবং তারা সেখানে ঈশ্বরের উপাসনাকে অবজ্ঞা করেছে (সখরিয় ১৪:১৭ -১৯)।

৬) এটি প্রতিশ্রুত যে, মণ্ডলী হয়ে উঠবে এক বিশাল আশ্রয়স্থল এবং সেখানে সর্বোচ্চ পবিত্রতা ও ধার্মিকতা প্রাধান্য পাবে (সখরিয় ১৪:১৬, ২০-২১)।

সার-সংক্ষেপঃ

সদাপ্রভুর দিন আসছে– যখন যিরূশালেমকে আক্রমন করা হবে। শহরের অর্ধেক সংখ্যক লোককে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু অবশিষ্টরা ধ্বংস হবে না। যারা যিরূশালেমকে আক্রমন করছে, সদাপ্রভু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। জাতিদের পালানোর জন্য জলপাই পর্বত দুইটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়বে। যিরূশালেম থেকে জীবন্ত জলের ধারা প্রবাহিত হবে এবং সেখানে নিরাপদ জনবসতি গড়ে উঠবে। যিরূশালেমের শত্রুদের ও তাদের পশুপালকে মহামারীর দ্বারা আঘাত করা হবে। সারা বিশ্ব থেকে সব জাতির লোকেরা কুটীর-পর্বের ভোজে অংশগ্রহণ করতে যিরূশালেমে আসবে। যে সব জাতিরা কুটীর-পর্বে অংশগ্রহণ না করবে, শাস্তি হিসেবে তাদের উপর মহমারী ও অনাবৃষ্টি নিয়ে আসা হবে। 'সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র' – এই কথা ঘোড়ার গলায় ঝুলে থাকা ঘন্টার উপর খোদাই করে লেখা থাকবে এবং যিরূশালেমের প্রতিটি পাত্রই হবে মন্দিরের বেদিতে রাখা পাত্রের মত। আর এভাবে সব অপবিত্রতা পবিত্র হয়ে উঠবে।

সখরিয় ১৪ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. সদাপ্রভুর দিনে কি হবে? (সখরিয় ১৪:১)

২. যিরূশালেমের ভবিষ্যৎ অবস্থা কেমন হবে? (সখরিয় ১৪:১-৩)

৩. সদাপ্রভুর আগমন ও রাজত্বের ধরণ কেমন হবে? (সখরিয় ১৪:৪-২১)

৪. যিরূশালেম থেকে কি প্রবাহিত হবে বলে সদাপ্রভু বলেছেন? (সখরিয় ১৪:৮)

৫. 'সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র' এই কথা এই কথা কোথায় লেখা থাকবে? (সখরিয় ১৪: ২০)

অধ্যয়নের গভীরতায়
মালাখি ভাববাদীর পুস্তক

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

হিব্রু 'মালাখি' নামের অর্থ হল "আমার বার্তাবাহক" বা "আমার দূত"। মালাখি নামটি যদি 'মালাখিয়া' নামের সংক্ষিপ্ত রূপ হয়, তাহলে সম্ভবত এই নামের মূল অর্থ হচ্ছে "সদাপ্রভুর দূত"। সেপ্টুয়াজিন্ট অনুবাদ এবং যোনাথনের টার্গুম অনুসারে এবং সেই সাথে আরও কিছু সংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তির অভিমত অনুসারে মালাখি ১:১ পদে "আমার দূত" শিরোনামটি ব্যক্তিগত নামের চেয়ে আরও বেশি বোধগম্য। তবে কিছু প্রাচীন অনুবাদ, বিশেষ করে সিরীয় অনুবাদ অনুসারে "মালাখি" মূলত কোন সাধারণ সম্বোধন নয়, বরং তা একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে মালাখি পুস্তকটি হিব্রু বাইবেলের অন্যান্য ১৪টি ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত পুস্তকের মধ্যে একটি (অন্যান্য কিছু ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত পুস্তক হচ্ছে যিশাইয়, যিরমিয়, যিহিস্কেল এবং অন্যান্য ছোট ভাববাদীদের পুস্তক-গুলো)। এই পুস্তকগুলোতেও লেখকেরা প্রারম্ভিক পদে নিজেদের নাম উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে শুরু করেছেন। ৩:১ পদ অনুযায়ী ভাববাদীর নামের উপর গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুচ্ছ প্রকাশ পেয়েছে: "দেখ, আমি আমার দূতকে প্রেরণ করবো, সে আমার আগে পথ প্রস্তুত করবে।" এই শব্দগুচ্ছ ইঙ্গিত দেয় যে, মালাখির নিজের প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল সেই বিশেষ দূতের আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা, যাকে নতুন নিয়মে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে (৩:১ এবং ৪:৪-৬ পদের নোট দেখুন)।

সময়কাল

মালাখি পুস্তকের রচনাকাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা পাওয়া যায় না। তথাপি অধিকাংশ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে একমত যে, সম্ভবত ভাববাদী মালাখি খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভাববাদী ইষ্রা এবং নহিমিয়ের সমসাময়িক ছিলেন। মন্দিরের অবস্থানের উল্লেখের দ্বারা এর পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায় (মালাখি ১:১০; ৩:১৮)। ৫১৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মন্দিরের পুনর্নির্মাণের পর এই পুস্তক লেখা হয়েছে বলে দাবী করা হয়। "শাসনকর্তা" (১:৮) কথাটি উল্লেখের দ্বারা এটি আরও সমর্থন লাভ করেছে। পারস্যদের শাসনকালে (৫৩৯-৩৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) প্রাদেশিক সরকারি কর্মকর্তাদের শাসনকর্তা বলা হত। মালাখি পুস্তকের রচনা কালের সবচেয়ে জোরালো ইঙ্গিত পাওয়া যায় মালাখি ভাববাদী কর্তৃক পাপ সম্পর্কে তিরস্কার জ্ঞাপন এবং একই রকম পাপ সম্পর্কে ইষ্রা এবং নহিমিয় কর্তৃক তিরস্কার জ্ঞাপনের মাধ্যমে। এই সকল তিরস্কারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল পুরোহিতদের কাজের বিষয়ে দোষ (যিহি ১৩:৪-৯, ২৯-৩১; মালাখি ১:৬–২:৯), পৌত্তলিকদের বিবাহ করা (ইষ্রা ৯-১০ অধ্যায়; নহিমিয় ১০:৩০; ১৩:১-৩, ২৩-

২৭; মালাখি ২:১০-১২), ক্ষমতার অপব্যবহার (নহিমিয় ৫:১-১৩; মালাখি ৩:৫) এবং দশমাংশ প্রদানে অনীহা (যিহি ১০:৩২-৩৯; ১৩:১০-১৩; মালাখি ৩:৮-১০)।

বিষয়বস্তু

মালাখির সময়কার লোকেরা দেবতাদের পূজো করা থেকে বিরত ছিল (তথাপি ২:১১ পদ দেখুন) এবং তুলনামূলকভাবে তারা তাদের বিশ্বাস রক্ষায় বেশ মৌলবাদী ভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু তাদের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ছিল মৃত অবস্থায়। তারা সকলেই নীতিগত আপোস করতে এবং প্রকৃত উপাসনার কঠোর দাবীগুলো নমনীয় করতে উৎসুক ছিল। বৈরাগ্য ধর্মীয় মতবাদ এবং ধর্মের প্রতি অবজ্ঞায় সাড়া দেওয়ার ফলে মালাখির ভবিষ্যদ্বাণী আইন-কানুনের প্রতি আনুগত্য নবায়ন করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল (মূল বিষয়বস্তু দেখুন)।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য ও পটভূমি

৫৩৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কোরসের আদেশ প্রদানের প্রায় একশো বছর পর মালাখি প্রচার কাজ করেছিলেন, যা বাবিলীয় বন্দীদশা শেষ হওয়ার পর এবং যিহূদীদের নিজ মাতৃ ভূমিতে ফিরে আসা এবং মন্দির পুনর্নির্মাণ করা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল (২ বংশাবলি ৩৬:২৩)। মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজ জাতি হিসেবে পুনর্গঠিত হওয়া, উন্নতি, বৃদ্ধি, শান্তি এবং ঈশ্বরের নিজ গৌরবময় উপস্থিতির কাছে ফিরে আসার জন্য হগয় এবং সখরিয়ের উৎসাহ দানের ৮০ বছরের কিছু পরে মালাখি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (হগয় ২; সখরিয় ১:১৬-১৭; ২:১-১৩; ৮:১–৯:১৭)। মালাখির সমসাময়িক লোকদের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করার জন্য সখরিয়ের উক্তিগুলো যন্ত্রণাদায়ক তিরস্কার হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছিল। অর্থনৈতিক মন্দা, অব্যাহত অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ, শস্যহানি ও মহামারী (মালাখি ৩:১০) ছিল কঠিন বাস্তবতা, যা আশাপ্রদ প্রতিজ্ঞাসমূহের বিপরীত অবস্থা ছিল।

বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার পর যিহূদার প্রায় ২০ মাইল প্রস্থ ও ৩০ মাইল প্রস্থ (৩২ কি.মি. প্রস্থ ও ৪৮ কি.মি. দীর্ঘ) সামান্য অঞ্চল অধিকারে ছিল। যদিও তারা পারস্যদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং সীমিত স্বায়ত্বশাসনের উল্লেখযোগ্য নীতির সুবিধা ভোগ করেছিল, তথাপি যিহূদীরা বিদেশী ক্ষমতার অধীনে বশীভূত থাকার বিষয়টি তীব্রভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল (যিহি ১:৩; ৯:৩৬) এবং তারা তাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে অব্যাহতভাবে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল (ইষ্রা ৪:২৩; দানি ৯:২৫)। যিহূদা দীর্ঘকাল স্বাধীন জাতি হিসেবে নিজ অধিকার ভোগ করতে পারে নি এবং দায়ূদের বংশ দীর্ঘকাল রাজত্ব করতে পারে নি।

খ্রীষ্টের আগমনের প্রতিজ্ঞা এবং ঈশ্বরের নিজ মহিমাময় উপস্থিতির প্রতিজ্ঞা (উদাহরণস্বরূপ সখরিয় ১:১৬; ২:৪, ১০-১৩; ৮:৩-১৭, ২৩; ৯:৯-১৩), ইস্রায়েলের আত্মিক দৈন্যতাকে প্রকাশ করেছিল। বন্দীদশার পরবর্তী সময়ে ইষ্রা, নহিমিয় এবং ইষ্টের পুস্তকে তাদের বর্ণনায় যিহূদায় ঈশ্বরের উপস্থিতির জোরালো প্রমাণের সচরাচর অভাব হিসেবে যা উল্লেখ করেছে, তা বন্দীদশার পূর্ববর্তী পুস্তকগুলোর মত ছিল না। রাজা শলোমনের মন্দির এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠিত মন্দির সম্পর্কে ভাববাদীদের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে পার্থক্য ছিল (যিহিষ্কেল ৪০-৪৩)। বন্দীদশার পরবর্তী সময়ে স্থাপিত মন্দিরটি বাহ্যিক এবং আত্মিক

উভয় দিক থেকে নিম্নতর ছিল। মালাখি ৩:১ পদে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় মন্দিরটির মধ্যে মহা পবিত্র স্থানে ঈশ্বরের মহিমার দৃশ্যমান কোন প্রকাশ ছিল না। যদিও ঈশ্বর হলেন নিশ্চিতভাবে জীবন্ত এবং খাঁটি (উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইষ্টের পুস্তকে ঈশ্বরের উল্লেখযোগ্য যত্নশীলতার দ্বারা এটি প্রকাশ পেয়েছে), এটি ছিল সেই সময় যখন ঈশ্বরের লোকেরা দর্শনের চেয়ে বিশ্বাসের দ্বারা আরও উত্তম জীবন যাপন করেছিল।

পরিত্রাণের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ

যদিও ঈশ্বর বন্দীদশার মাধ্যমে তাঁর লোকদের শাসন করেছিলেন, কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন যেন অবিশ্বাসীদের মধ্যে তাঁর মহিমা প্রকাশ পায় (১:১১,১৪)। অযিহূদীদের কাছে তাঁর নাম বহন করার জন্য ঈশ্বরের মনোনীত মাধ্যম ছিল তাঁর লোকেরা, যারা তাঁকে বিশ্বস্তভাবে ভালবাসে। এই কারণে এটি ছিল ইস্রায়েলের জন্য আইন-কানুনের প্রতি এর প্রতিজ্ঞার নবায়ন করার সময়।

মূল বিষয়বস্তু: মূল বিষয়ের চার্টটি দেখুন।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

মালাখি পুস্তকের অংশগুলো ভবিষ্যদ্বাণী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই নমুনা যার মধ্যে এই অংশগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে তা পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য আদর্শস্বরূপ। এই পুস্তকটি সম্পূর্ণভাবে গদ্যে লিখিত। অধিকন্তু, এর মধ্যকার বিষয়বস্তু বিচার এবং পরিত্রাণের আইন-কানুন ধাঁচের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই পুস্তকটির প্রধান রচনাশৈলীর ধরন হচ্ছে প্রহসন বা বিদ্রূপ। দৃশ্যমান সাহিত্য বিষয় রীতিতে করা দোষগুলোর সমালোচনা করা হয়েছে এবং বিদ্রূপাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যার মাধ্যমে তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। সমালোচনার বিষয় হল– ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রতি উদাসীনতা এবং অবহেলা, যা ভাববাদীদের সময় বিভিন্ন ভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে (যেমন: অনুপযুক্ত উপহার ও উৎসর্গ, পুরোহিতদের দ্বারা মিথ্যা মর্যাদা বৃদ্ধি এবং স্ত্রীত্যাগের সাধারণ প্রচলন)। বিদ্রূপাত্মক আদর্শ হল ঈশ্বরের আইন-কানুন। প্রধান মাধ্যম, যার মধ্যে বিদ্রূপ অন্তর্ভুক্ত ছিল তা হল প্রশ্ন ও উত্তর সংক্রান্ত বাগ্মিতা; যেমন: যিহূদার লোকেরা ধারাবাহিকভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল এবং ঈশ্বর অভিযোগসূচক এবং নিন্দাসূচক ভাবে তাদের উত্তর দিয়েছিলেন। তৎকালীন আরেকটি অন্যতম প্রতিষ্ঠিত আদর্শ ছিল অতীব সংখ্যক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন, যা ঈশ্বরের গৌরব না করে বরং তাঁকে অসম্মানিত করছিল। পুস্তকের অপর বিষয়বস্তুটি হল খ্রীষ্টের আগমন এবং অনুগ্রহের বিস্তৃত বর্ণনা, যা তিনি বহন করে নিয়ে আসবেন।

সর্বশেষে, পুনঃনবায়নকৃত প্রচলিত আদর্শ হচ্ছে: ১) মন্দ আচরণের জন্য তাঁর লোকদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের অভিযোগের উক্তি; ২) ঈশ্বর যেভাবে দোষারোপ করেছেন তা যে সত্য, সেই অনুযায়ী লোকদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে; ৩) যে দোষ তিনি ব্যক্ত করেছেন সেই প্রক্রিয়ার প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়েছেন। ঈশ্বরের অভিযোগগুলো কখনো কখনো বাগ্মিতা বিষয়ক প্রশ্নের শব্দগুচ্ছের মত হয় (যেমন ১:৬ ও ৮; ২:১০ ও ১৫)।

মালাখি পুস্তকের বিন্যাস

৪৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

ভূমিকা

মালাখি সম্ভবত প্রথম বন্দীদশার পরে কয়েক দশক ভাববাদী হিসেবে পরিচর্যা কাজ করেছিলেন। এর কিছু পরে পারস্যদের শাসনের অধীনে যিহূদার অধিভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বাস করার জন্য এবং মন্দিরের পুনর্নির্মাণ করার জন্য ইস্রায়েলীয়রা বাবিল থেকে ফিরে এসেছিল। ইদোমীয়রা তাদের ঐতিহ্যগত জন্মভূমি থেকে উত্তর পশ্চিমে যিহূদার কাছাকাছি দক্ষিণ অঞ্চলে, মোয়াবের ঠিক দক্ষিণে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। বর্তমানে এই দেশটির নাম হল ইদোমিয়া। এই দেশটি এক সময় ইস্রায়েলের উত্তর রাজ্যের অধিকার ভুক্ত ছিল, যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে যায়। এর মধ্যে শমরিয়াও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রধান পদঃ "কারণ দেখ, সেদিন আসছে, তা হাপরের মত জ্বলবে এবং দাম্ভিক ও দুর্বৃত্তরা সকলে খড়ের মত হবে; আর সেই যেদিন আসছে, তা তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলবে, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন; সে দিন তাদের মূল বা শাখা কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না। কিন্তু তোমরা যে আমার নাম ভয় করে থাক, তোমাদের প্রতি ধার্মিকতা-সূর্য উদিত হবেন, তাঁর রশ্মিতে থাকবে সুস্থতা; এবং তোমরা বের হয়ে পালের বাছুরগুলোর মত নাচবে" (৪:১,২)।

প্রধান প্রধান লোকঃ মালাখি, পুরোহিতগণ

প্রধান প্রধান স্থানঃ যিরূশালেম, মন্দির

পুস্তকটির রূপরেখাঃ

১) ইস্রায়েলের প্রতি সদাপ্রভুর ভালবাসা (১:১-৫ পদ)

২) পুরোহিতদের দোষ দেওয়া (১:৬–২:৯ পদ)

৩) সাধারণ যিহূদীদের দোষ দেওয়া (২:১০–৪:৩ পদ)

৪) শেষ সাবধানবাণী (৪:৪-৬ পদ)

মালাখি পুস্তকের চার্ট ১

	ভালবাসা	তিরস্কার		আশা
	- শর্তহীন - সর্বশক্তিমান - সার্বভৌম অধ্যায়: ১:১-৫	ভাববাদীদের বিরুদ্ধে - অশ্রদ্ধা - অবাধ্যতা - ভন্ডামি - আক্রমন - অপরাধ অধ্যায়: ১:৬-২:৯	ইস্রায়েলীদের বিরুদ্ধে - অযিহূদীদের সাথে বিয়ের সম্পর্ক - ঈশ্বরের পাওনা হরণ/ কোন দশমাংশ নেই - ঈশ্বরনিন্দা অধ্যায় ২:১০-৩:১৫	- আগুন - আরোগ্য - "এলিয়" - পরিবার অধ্যায়: ৩:১৬-৪:৬
উপকরণ	তাত্ত্বিক	ঐতিহাসিক		ভাববাদীয়
দিকনির্দেশনা	উপরে দেখা	মধ্যে দেখা		সামনে দেখ
বিষয়বস্তু	ঈশ্বর তাঁর ব্যবস্থা পালনে ব্যর্থ হয়ে যাওয়া পুরেহিত ও মানুষদের কথা উল্লেখ করেন; তবে তিনি খ্রীষ্টের প্রত্যাশাকে তুলে ধরেন, যিনি ব্যবস্থার বার্তাবাহক হিসেবে ন্যায়বিচার ও পরিত্রাণ নিয়ে আসবেন।			
মূল পদ	মালাখি ৩:১			
মালাখির পুস্তকে খ্রীষ্ট	মালাখি খ্রীষ্টের প্রথম ও দ্বিতীয় আগমনের কথা আগেই অনুমান করেন, কারণ তিনিই ঈশ্বরের সাথে যিহূদীদের ব্যবস্থার পূর্ণতা দান করবেন (মালাখি ৩:১), পাপীদের বিচার করবেন (মালাখি ৩:২-৫) এবং যারা তাঁকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে, তাদের কাছে আরোগ্য নিয়ে আসবেন (মালাখি ৪:২)।			

মালাখি পুস্তকের চার্ট ২				
মূল বচন	"ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণ কর. . . তিনি গৌরবান্বিত হবেন" (মালাখি ১:৮)			
পুস্তকটির অধ্যায়ভিত্তিক শ্রেণীগুলো	পুরোহিতদের পাপ ১ ১	লোকদের পাপ ২ ২	লোকদেরকে দেয়ার দিন ৩ ৩	সদাপ্রভুর আসার দিন ৪ ৪
বিষয়বস্তু	ব্যবস্থা লঙ্ঘন	ব্যবস্থার যথার্থতা প্রতিপাদন	আমরা কিভাবে পাই	সদাপ্রভুর দিন
	প্রশ্ন ও উত্তর			আমন্ত্রণ ও সতর্কতা
জায়গা	যিহূদা			
সময়কাল	খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮৩- ৫৮৬ সালের কোন সময়			
লেখক	ভাববাদী মালাখি			

পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের যে সব নাম প্রকাশিত হয়েছে

১. এল-শাদদাই (সর্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর) আদিপুস্তক ১৭:১; গীতসংহিতা ৯১:১
২. এল-এলিয়ন (সর্বশক্তিমান ঈশ্বর) আদিপুস্তক ১৪:১৭-২০; যিশাইয় ১৪:১৩,১৪
৩. আদোনাই (প্রভু) মালাখি ১:৬
৪. যিহোবা (সদাপ্রভু, ইয়াহওয়েহ্) আদিপুস্তক ২:৪
৫. যিহোবা-নিসি (সদাপ্রভু আমার পতাকা) যাত্রাপুস্তক ১৭:১৫
৬. যিহোবা-রাহি (সদাপ্রভু আমার পালক) গীতসংহিতা ২৩:১
৭. যিহোবা-রাফা (সদাপ্রভু সুস্থ করেন) যাত্রাপুস্তক ১৫:২৬
৮. যিহোবা-শাম্মাহ্ (প্রভু আছেন) যিহিষ্কেল ৪৮:৩৫
৯. যিহোবা-সিদ্‌কেনু (সদাপ্রভু আমাদের ধার্মিক উদ্ধারকর্তা) যিরিমিয় ২৩:৬
১০. যিহোবা-মেকোদিশকেম (সদাপ্রভু পবিত্রকারী) যাত্রাপুস্তক ৩১:১৩
১১. এল-ওলাম (চিরস্থায়ী ঈশ্বর) যিশাইয় ৪০:২৮-৩১
১২. এলোহিম (ঈশ্বর) আদিপুস্তক ১:১; গীতসংহিতা ১৯:১
১৩. যিহোবা-যিরি (সদাপ্রভু যোগাবেন) আদিপুস্তক ২২:১৩, ১৪
১৪. যিহোবা-শালোম (সদাপ্রভু শান্তি) বিচারকর্তৃকগণ ৬:২৪
১৫. যিহোবা-সাবাওথ (শক্তিমান সদাপ্রভু) যিশাইয় ৬:১-৩
১৬. এল রই (ঈশ্বর, যিনি দেখেন) আদিপুস্তক ১৬:৩

দশমাংশ দেওয়ার রীতি

আদিকালে অনেক লোক এই দংমাংশের রীতি মানত– অর্থাৎ তাদের আয়ের (অথবা উৎপাদন, ফসল ইত্যাদি) দশ ভাগের এক ভাগ একজন নেতাকে অথবা একজন দেবতাকে দিত। মালাখি লোকদেরকে দশমাংশ দেওয়ার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের নিয়ম স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম উদাহরণ হচ্ছে অব্রাহাম মল্কিষেদককে দশমাংশ দিয়েছিলেন।

ইস্রায়েলদেরকে তাদের শস্য, ফল এবং পশুপালের দশমাংশ দেওয়ার নিয়ম ছিল।	লেবীয় ২৭:৩০-৩২
লেবীয়রা এই দশমাংশ গ্রহণ করতেন তাদের সাহায্যের জন্য।	গণনা ১৮:২১, ২৪
লেবীয়রা এর পরিবর্তে পুরোহিতদের সাহায্য করার জন্য তাদেরকে "দশমাংশের দশমাংশ" দিতেন।	গণনা ১৮:২৬-২৯; নহি ১০:৩৯
ইস্রায়েলীয়দেরকে তাদের দশমাংশ যিরূশালেমে আনতে হত, এবং তাদেরকে একটি রীতিমূলক খাবারের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তা উৎসর্গ করতে হত যেখানে লেবীয়দেরকে খাবার শেয়ার করার জন্য আমন্ত্রন জানানো হত। যদি যিরূশালেম শহরটি দশমাংশ বহন করে নিয়ে যাবার জন্য বেশি দূরের হত, তাহলে তারা টাকার মূল্যে দশমাংশ নিয়ে যেত। প্রত্যেক তৃতীয় বছর দংমাংশকে স্থানীয় এলাকায় উৎসর্গ করতে হত, কিন্তু লোকদেরকে তারপরেও উপাসনার জন্য যিরূশালেমে যেতে হত।	দ্বিঃবিঃ ১২:৫-৭, ১১-১৯, ১৪:২২-২৯; ২৬:১২-১৫
যারা বিশ্বস্তভাবে দশমাংশ দেয় ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করার প্রতিজ্ঞা করেন, এবং তিনি বলেন যে দশমাংশ দিতে অস্বীকার করা হচ্ছে তাঁর কাছ থেকে চুরি করার মত।	মালাখি ৩:৮-১২
ভালবাসা এবং ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা ছাড়া দশমাংশ দেওয়া অর্থহীন রীতিনীতি ছাড়া আর কিছুই না।	মথি ২৩:২৩; লূক ১১:৪২

ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য নবায়নের জন্য অনুপ্রাণিত হতে মালাখির আহ্বানের ছয়টি দিক			
যুক্তি	**পদ**	**সার-সংক্ষেপ**	**কেন্দ্রবিন্দু**
যুক্তি ১	১:২-৫	ইস্রায়েলের জন্য ঈশ্বরের মনোনীত ভালবাসার বাস্তবতা সমর্থন করার দ্বারা মালাখি শুরু করেছিলেন, আইন-কানুনের প্রতি বাধ্যতা এবং সরল ও আন্তরিক উপাসনার প্রতি যথার্থভাবে সাড়া দেওয়ার জন্য এই ভালবাসা আহ্বান করা হয়েছে। এর পরিবর্তে লোকেরা তাদের মূল্যহীন উৎসর্গের দ্বারা এবং তাদের উপাসনার কপট ধর্মীয় বাহ্যিক অনুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরকে অসম্মানিত করেছিল।	
যুক্তি ২	১:৬–২:৯	মালাখি এই সকল দোষ প্রকাশ করেছেন এবং এই সব দোষ উপেক্ষা করার জন্য পুরোহিতদের তিরস্কার করেছেন। আর এর দ্বারা ঈশ্বরের ব্যবস্থায় লেবীয়দের প্রতি নিয়ম তারা ভঙ্গ করেছেন।	ইস্রায়েলের প্রতি প্রদত্ত মোশির আইন-কানুনকে স্মরণ করা
যুক্তি ৩	২:১-১৬	ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে আইন-কানুন নিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাস্বরূপ প্রতিমাপূজাকারীদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে মালাখি দোষারোপ করেন এবং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিবাহের নিয়মের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা, ও অবৈধভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ করার বিষয়ে দোষারোপ করেন, যা ঈশ্বরের দয়ায় নবায়ন করা হবে।	
যুক্তি ৪	২:১৭–৩:৫	তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, সদাপ্রভু তাঁর বিচার সমর্থন করবেন, এভাবে মালাখি তাঁর অভিযোগগুলোকে বিধৃত করেছেন। এটি তখন পূর্ণ হবে যখন "ব্যবস্থা কাজে পরিণতকারী দূত" দুষ্টদের বিচার করতে আসবেন (যখন সদাপ্রভু সাক্ষী হিসেবে ২:১০-১৬ পদ অনুসারে কেবল ব্যভিচারকারীদের বিচার করবেন না, কিন্তু তিনি অন্য দোষীদেরকেও বিচার করবেন) এবং এই কারণে অবশেষে তারা গ্রহণযোগ্য উপহার দেবে।	ইস্রায়েলকে এলিয়ের প্রতিজ্ঞা এবং সদাপ্রভুর আগমনের দিনের প্রতিজ্ঞাকে স্মরণ করতে হবে

যুক্তি ৫	৩:৬-১২	মালাখি ইস্রায়েলের উপহার সংক্রান্ত বিষয়ের কাছে ফিরে আসলেন। লোকেরা প্রতিকূল পার্থিব অবস্থা এবং অভিশাপের মধ্যে বাস করার বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল– তথাপি তাদের আচরণে নয়, কিন্তু এসব ঘটেছিল যথাযথ উপহার না দেবার কারণে। এই জন্য মালাখি তাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন যেন তারা দশমাংশ সম্পর্কে সচেতন হয়, যাতে থাকবে স্বর্গীয় অনুগ্রহের দ্বারা পরিপূর্ণ পুরস্কার।	
যুক্তি ৬	৩:১৬–৪:৩	মালাখি তাঁর সমসাময়িক সেই দুষ্ট লোকদেরকে তাঁর অসন্তোষের কথা ব্যক্ত করেছেন, যারা মনে করতো যে তাদের সৌভাগ্য ও উন্নতির জন্য তারা ঈশ্বরের বিচার থেকে রেহাই পেয়েছে, তথাপি তারা বিচারিত হবে, আর যারা তাঁকে ভয় করে, সদাপ্রভু তাদের বিচার থেকে রেহাই দেবেন।	
সার-সংক্ষেপ	৪:৪-৬	মালাখি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রধান বিষয়গুলোর সার-সংক্ষেপ করেছেন: মোশির আইন-কানুন স্মরণ করা (১-৩ যুক্তির কেন্দ্রবিন্দু এবং এলিয়ের প্রতিজ্ঞা এবং সদাপ্রভুর আগমনের দিনের প্রতিজ্ঞাকে স্মরণ করা (৪-৬ পদ, যুক্তি কেন্দ্রবিন্দু)।	

মালাখি পুস্তকের চার্ট ৩

মালাখি প্রায় ৫৩০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে যিহূদাতে ভাববাদী হিসেবে কাজ করেছিলেন। তিনি পুরাতন নিয়মের শেষ ভাববাদী ছিলেন।

সেই সময়কার অবস্থা	প্রায় শত বছর ধরে যিরূশালেম শহর এবং মন্দির পুনঃনির্মাণ করা হয়, কিন্তু লোকেরা ঈশ্বরের উপাসনার ক্ষেত্রে প্রসন্ন হয়ে পড়েছিল।
মূল বার্তা	লোকেদের পাপের জন্য ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক ভেঙ্গে গিয়েছিল, তাদেরকে তাড়াতাড়ি শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু কিছু লোক যারা অনুতাপ করেছিল তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করবে। এই আশীর্বাদ লক্ষ্যণীয় হবে যখন খ্রীষ্টকে পাঠানোর প্রতিজ্ঞা পূর্ণতা লাভ করবে।
বার্তার গুরুত্ব	ভণ্ডামী, ঈশ্বরকে অবহেলা করা, অসাবধান জীবন-যাপনের ধ্বংসাত্মক পরিণতি রয়েছে। ঈশ্বরের সেবা এবং উপাসনা করা অবশ্যই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে– এখন এবং অনন্তকাল উভয় সময়েই।
সমসাময়িক ভাববাদীগণ	কেউ না।

অধ্যায় অনুসারে মালাখি পুস্তকের চিত্র			
১ অধ্যায়	**২ অধ্যায়**	**৩ অধ্যায়**	**৪ অধ্যায়**
মালাখি ১:১: লেখক পরিচিতি। মালাখি ১:২-৫: এষৌ/ ইদোমের প্রতি ঈশ্বরের ঘৃণা/ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে ইস্রায়ের জন্য তাঁর ভালবাসা প্রদর্শন। মালাখি ১:৬-৮: ঈশ্বরের পুরোহিতরা অপবিত্র উৎসর্গের দ্বারা তাঁকে অসম্মান করেন। মালাখি ১:৯-১৩: সদাপ্রভু নিষ্ফল উৎসর্গে ক্লান্ত, যেভাবে পুরোহিতরা ঐ ধরণের উৎসর্গ করে ক্লান্ত। মালাখি ১:১৩-১৪: রাজা তাঁর নিজের নামের জন্য সঠিকভাবে উৎসর্গ করার জন্য আদেশ দেন (ঈশ্বরের বার্তা উপর বক্তৃতা দেয়ার মাঝামাঝি সময়)।	মালাখি ২:১-৩: সদাপ্রভু পুরোহিতদের অসম্মানজনক উৎসর্গকে অভিশাপ দেন। মালাখি ২:৪-৭: লেবীয় সন্তানদের জন্য তৈরি ব্যবস্থার কথা মনে করা। যথার্থ পুরোহিত "লেবির" কথা মনে করা। মালাখি ২:৮-৯: লেবীয়দের পাপের জন্য তাদের অধঃপতন ঘটেছে। মালাখি ২:১০-১২: মালাখি স্বীকার করেন এবং ইস্রায়েলের আত্মিক স্বামী ঈশ্বরের প্রত তাদের বিশ্বস্ততাকে প্রচার করেন। মালাখি ২:১৩-১৬: ইস্রায়েলীয়রা তার স্ত্রীদের প্রতি অবিশ্বস্ত। মালাখি ২:১৭: ইস্রায়েল তার মন্দ তাত্ত্বিকতা দিয়ে সদাপ্রভুকে ক্লান্ত করে তুলেছে।	মালাখি ৩:১-৪: ব্যবস্থার বার্তাবাহক আসছেন। তিনি লেবীয়দেরকে বিশুদ্ধ করবেন। মালাখি ৩:৫: সদাপ্রভু পাপীদের বিচার করবেন। মালাখি ৩:৬-১০: আমার পাওনা থেকে আমাকে আর বঞ্চিত না করে, আমার কাছে ফিরে এসো। মালাখি ৩:১০-১২: আমার কাছে ফিরে এসে আমাকে পরীক্ষা করে দেখ। মালাখি ৩:১৩-১৫: ইস্রায়েল ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় অবিশ্বাস করতে থাকে। মালাখি ৩:১৬-১৮: ইস্রায়েলের অবশিষ্ট একটি অংশ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে। তারা সদাপ্রভুর ও ধার্মিক বলে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা হবে।	মালাখি ৪:১: সেই দিন আসছে, যখন অধার্মিকতা / অধার্মিকদের বিচার করা হবে। মালাখি ৪:২-৩: ধার্মিকরা ঐ দিন বেঁচে থাকবে এবং দুষ্টদেরকে পদদলিত করবে। মালাখি ৪:৪: মোশির সাথে করা ব্যবস্থার কথা মনে করা। মালাখি ৪:৫-৬: সদাপ্রভুর দিনের আগে একটি চিহ্ন দেখা যাবে।

মালাখি পুস্তকের ঐতিহাসিক ঘটনার চার্ট				
রাজা / শাসক	**রাজত্বকাল**	**মালাখির ভবিষ্যদ্বাণী**		**ঐতিহাসিক ঘটনাবলী**
দারিয়াবস	খ্রীষ্টপূর্ব ৪০৪-৪২৩ সাল	বাইবেল	নিরবতা	পেলোপনেশিয়ান যুদ্ধ (খ্রীষ্টপূর্ব ৪০৪- ৪২৩ সাল), এথেন্সের পতন (খ্রীষ্টপূর্ব ৪০৪ সাল), স্পার্টার শাসন।
২য় অর্তক্ষস্ত	খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫৯-৪০৪ সাল			সক্রেটিস (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৯৯-৪৭০ সাল), প্লেটো (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৪৮-৪২৮ সাল), এরিস্টটল (খ্রীষ্টপূর্ব ৩২২-৩৮৪ সাল)।
৩য় অর্তক্ষস্ত	খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩৮-৩৫৯ সাল			মাকিদনিয়ার ২য় ফিলিপ খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩৮ সালে গ্রীকদেরকে চেরোনিয়াতে পরাজিত করেন।
অ্যার্সেস	খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩৫-৩৩৮ সাল			
৩য় দারিয়াবস	খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩১-৩৩৫ সাল			মহান গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার পারস্য সাম্রাজ্যকে উৎখাত করে।
আলেক্জাণ্ডার	খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৩-৩৩৬ সাল			গ্রীক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

ভাববাদী মালাখি পুস্তকের বিষয়ে কিছু মজার তথ্য

মালাখি নামের অর্থ: "আমার বার্তাবাহক"।
লেখক: মালাখি।
পুস্তকটি লেখার সময়: খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৫ থেকে ৪৩২ সালের মাঝামাঝি।

পবিত্র বাইবেলে পুস্তকটির অবস্থান:

- পবিত্র বাইবেলের ৩৯তম পুস্তক।
- পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের ৩৯তম ও সর্বশেষ পুস্তক।
- ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক ১৭টি পুস্তকের ১৭তম ও সর্বশেষ পুস্তক এটি (যিশাইয়-মালাখি)।
- অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ১২ জন ভাববাদীদের ১২তম ও সর্বশেষ ভাবাদী (হোশেয়-মালাখি)।
- এই পুস্তকটির পরে আরও ২৭টি পুস্তক রয়েছে।

পুস্তকটির অধ্যায়: ৪টি।
পুস্তকটির পদ: ৫৫টি।
পুস্তকটির শব্দ: ১৭৮২টি।

মালাখি পুস্তকটির বিষয়ে পর্যবেক্ষণ:

- পুরাতন নিয়মের মালাখি নামের উল্লেখ রয়েছে কেবল মালাখি ১:১ পদে।
- মালাখি ছিলেন ভাববাদী নহিমিয়ের সময়ের এক জন ভাববাদী।
- মালাখি যে লোকদের কাছে তাঁর বার্তা তুলে ধরেছিলেন, তারা:
  - বিরক্ত হয়ে উঠেছিল অসৎ পুরোহিতদের নিয়ে
  - বিরক্ত হয়ে উঠেছিল অসৎ বিকৃত অনাচার নিয়ে
- ঈশ্বরের সাথে বিশেষ সম্পর্কের বিষয়ে তাদের মিথ্যা নিশ্চয়তার অনুভূতি নিয়ে প্রশ্ন ও উত্তর দেয়ার পদ্ধতি মালাখি ব্যবহার করেন

নিম্নল্লিখিত বিষয়গুলোর গভীর অনুসন্ধানের জন্য:

- ◊ ভন্ডামি
- ◊ নাস্তিকতা
- ◊ মিশ্র বিবাহ
- ◊ বিয়ে-বিচ্ছেদ
- ◊ মিথ্যা উপাসনা
- ◊ অহমিকা

⇒ লোকেরা পাপে এতটাই পূর্ণ হয়েছিল যে, ঈশ্বরের পাঠানো বার্তার দ্বারা আর প্রভাবিত হতো না।

⇒ মালাখির পুস্তকটি হলো ৪০০ বছর ধরে ভাবাদীদের নিরবতার প্রস্তাবনামূলক একটি অধ্যায়, যা অবশেষে পরবর্তী ভাববাদী বাপ্তিস্মদাতা যোহনের দ্বারা ভঙ্গ হয়েছিল।

- মালাখি ৩:১- "দেখ, আমি আমার বার্তাবাহককে পাঠাচ্ছি এবং সে আমার আগে গিয়ে পথ প্রস্তুত করবে। তারপর যে প্রভুর জন্য তোমরা অপেক্ষা করছো; তিনি হঠাৎ তাঁর মন্দিরে আসবেন। ব্যবস্থা বাস্তবায়নকারী সেই দূত, যাঁকে তোমরা চাইছ, তিনি আসছেন।"

- মথি ৩:৩- "তোমরা প্রভুর পথ ঠিক কর, তাঁর রাস্তা সোজা কর।"

- যোহন ১:২৯- "ঐ দেখ ঈশ্বরের সেই মেষ শিশু, যিনি মানুষের সব পাপ দূর করেন।"

- মালাখি পুস্তকটি শেষ হয় খুবই তিক্ত একটি শব্দ নিয়ে "অভিশাপ" (মালাখি ৩:১৪)।

ভাববাদী মালাখির পুস্তক ও এই যুগের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক

পুরাতন নিয়মের শেষ পুস্তকের লেখকের কাছ থেকেই মালাখি নামটি পাওয়া যায় (মালাখি ১:১)। হিব্রু ভাষায়, নামটি "বার্তাবাহক" এর হিব্রু শব্দ থেকে এসেছে, যা মালাখিকে প্রভুর ভাববাদী হিসেবে প্রকাশ করে এবং ঈশ্বরের লোকেদের কাছে ঈশ্বরের বার্তাবাহক হিসাবে পরিচিত করে। মালাখি তাঁর নিজের সম্বন্ধে কোন রকম সনাক্তকরণ তথ্য প্রদান করেন নি। এর ফলে তাঁর পিতার নাম বা ইস্রায়েলের তখনকার নেতার নাম পাওয়া যায় না যা অন্যান্য ভাববাদীদের বেলায় সাধারণত পেয়ে থাকি।

কিন্তু পুস্তটির বিষয়বস্তু থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মালাখি যিরূশালেমের মন্দিরে উপাসনা করার সাথে পরিচিত এমন যিহূদী শ্রোতাদের কাছে তাঁর বিচারের বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন (২:১১)। যিহূদার লোকেরা প্রভুর প্রকৃত উপাসনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, তাই তাদের উপর বিচার নেমে আসা প্রয়োজন ছিল এবং সেখান থেকে পরিত্রাণেরও প্রয়োজন ছিল।

মালাখি অবশ্যই যিহূদার লোকদের কাছে লিখেছিলেন (মালাখি ১:১; ২:১১), কিন্তু মালাখি ১:৮ পদ অনুসারে এর ঐতিহাসিক বিন্যাস আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে ভাববাদী শাসনকর্তার জন্য ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, যা খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৮-৩৩৩ সালের একটি সময়কাল নির্দেশ করে, যখন পারস্য সাম্রাজ্য প্রতিজ্ঞা করা দেশ শাসন করেছিল। মালাখি মন্দিরের উপাসনা ও বলিদানের দুর্নীতি সম্পর্কেও লিখেছিলেন, যার অর্থ সম্ভবত ৫১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, ইস্রায়েলীয়রা মন্দিরটি পুনর্নির্মাণের অনেক বছর পরে, তিনি তাঁর বার্তা প্রচার করেছিলেন। ভাববাদীর উদ্বেগ নহিমিয়ের উদ্বেগের প্রতিফলন, যা ইঙ্গিত করে যে, মালাখি লোকদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যখন নহিমিয় বেশ কয়েক বছর ধরে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন (নহিমিয় ১৩:৬)।

মালাখি পুস্তকটি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

পুরাতন নিয়মের শেষ পুস্তক হিসেবে মালাখির অনন্য অবস্থান ইস্রায়েলীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের হৃদয়ে একটি আলোর ঝলক তুলে ধরে। তারা এমন একটি জাতির লোক যাদের ঈশ্বর বিশেষভাবে বেছে নিয়েছিলেন, অব্রাহামের বংশধর এবং যিহূদীদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে। তাদের ইতিহাসে ছিল মিশর থেকে বের হয়ে আসবার কথা এবং রাজা দায়ূদের প্রতি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার মতো গৌরবের কথা। কিন্তু তাদের ইতিহাসে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানোর শাস্তি এবং প্রতিজ্ঞাত দেশ থেকে নির্বাসনে চলে যাবার লজ্জার কথাও লেখা ছিল।

অব্রাহামের যুগের এক হাজার বছরেরও বেশি সময় পরে, মালাখির সময়, ইস্রায়েলীয়রা ইতিহাসের অনেক সুবিধা পেয়েছিল। তারা বিশ্বস্ততার পুরস্কার কি এবং অবাধ্যতার বিচারের

সাথে সম্পর্কিত শাস্তিগুলো দেখতে পেয়েছিল, এমনকি, তাদের দেশ থেকে উৎখাত হওয়ার কারণ কি তা-ও দেখতে পেত। কিন্তু তারপরও, সেই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে, মালাখির পুস্তকটি আমাদের শেখায় যে, তারা এখনও প্রভুর পথ থেকে বিচ্যুত রয়েছে। তাদের জন্য ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ আগের মতোই প্রয়োজন ছিল, তাই এই পুস্তকটি পুরাতন নিয়মের বিচারের চূড়ান্ত বিবৃতি হিসাবে মশীহ, অর্থাৎ খ্রীষ্ট যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বরের পরিত্রাণের কাজের বিষয়টি প্রকাশ করে।

এই পুস্তকে বড় ধারণাটি কি?

যিহূদার লোকেরা ৬০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্রতিজ্ঞাত দেশ থেকে নির্বাসিত হতে শুরু করে, এবং সত্তর বছর পরে আবার বাবিল থেকে ফিরে আসে। মালাখির সময় পর্যন্ত, তারা একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে দেশে ফিরে এসেছিল এবং ফিরে আসার পরে তারা যে আশীর্বাদগুলো পাবে বলে আশা করেছিল তার খোঁজ করছিল। যদিও মন্দিরটি পুনর্নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু সেই প্রথম দিকে ফিরে আসা ইস্রায়েলীয়দের উৎসাহে তখন ভাটা পড়েছিল এবং তারা ঈশ্বরের বিষয়গুলোর প্রতি পুরোপুরি উদাসীন হয়ে পড়েছিল। এর ফলে পুরোহিতদের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি শুরু হয়েছিল এবং মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক ধস নেমে এসেছিল।

মালাখি এমন এক সময়ে এসেছিলেন যখন লোকেরা বিশ্বাস করতে হিমশিম খাচ্ছিল যে, ঈশ্বর তাদের ভালবাসেন (মালাখি ১:২)। লোকেরা তাদের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এবং তাদের নিজেদের পাপ-কাজের হিসাব দিতে অস্বীকার করেছিল। তাই ঈশ্বর তাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে মালাখির মাধ্যমে লোকদের বলেছিলেন যে, তারা তাঁর সঙ্গে তাদের যে চুক্তি আছে তার থেকে তারা পিছিয়ে পড়েছে। যদি তারা পরিবর্তন দেখার আশা করে, তবে তাদের নিজেদের কাজের দায়িত্ব নিতে হবে এবং তাদের পূর্বপুরুষেরা সিনাই পর্বতে ঈশ্বরের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই অনুযায়ী বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের সেবা করা দরকার হবে।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করবো?

ইস্রায়েলের ইতিহাস জুড়ে এই জাতি ব্যর্থ হয়েছিল এবং ঈশ্বর তাঁর লোকদের নিজের কাছে ফিরিয়ে এনেছিলেন। প্রতিবারই যেন ইস্রায়েল আবার ব্যর্থ হবে, এবং ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহে আবার তাদের ফিরিয়ে আনবেন– এমন একটি চক্র এখানে দেখা যায়। ঈশ্বরের পুরাতন নিয়মের শেষ কথাটি পাপীদের বিচারের কথা প্রকাশ করে এবং তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া তাঁকে ভালবাসতে আমাদের অক্ষমতার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়।

আপনি কি ধারাবাহিকভাবে ঈশ্বরকে অনুসরণ করার জন্য সংগ্রাম করেন? মালাখির আহ্বান আমাদেরকে ঈশ্বরের সামনে বিশ্বস্তভাবে বাস করতে প্ররোচিত করে এবং এই আশা দেয় যে, ঈশ্বর এখনও তাঁর লোকদের প্রতি করুণা সরিয়ে নেন নি (মালাখি ৩:১; ৪:২, ৫-৬)।

মালাখি : ১ অধ্যায়

ইস্রায়েলের প্রতি সদাপ্রভুর প্রেম

১ [১] মালাখির দ্বারা ইস্রায়েলের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্যরূপ দৈববাণী।
[২] আমি তোমাদেরকে প্রেম করেছি, সদাপ্রভু এই কথা বলেন। কিন্তু তোমরা বলছো, কিসে তুমি আমাদেরকে প্রেম করেছ? সদাপ্রভু বলেন, এষৌ কি যাকোবের ভাই নয়? তবুও আমি যাকোবকে প্রেম করেছি; [৩] কিন্তু এষৌকে অপ্রেম করেছি, তার পর্বতমালাকে ধ্বংসস্থান ও তার অধিকার মরুভূমিস্থ শিয়ালদের বাসস্থান করেছি। [৪] ইদোম বলে, আমরা চূর্ণ হয়েছি বটে, কিন্তু ফিরে উৎসন্ন স্থানগুলো গাঁথব; বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, তারা গাঁথবে, কিন্তু আমি ভেঙ্গে ফেলবো এবং তাদেরকে এই নাম দেওয়া যাবে, 'দুষ্টতার অঞ্চল' ও 'সেই জাতি, যার প্রতি সদাপ্রভু নিয়ত ক্রোধ করেন'। [৫] আর তোমাদের চোখ তা দেখবে এবং তোমরা বলবে, ইস্রায়েলের সীমানার বাইরেও সদাপ্রভু মহীয়ান হোন।

পুরোহিতদের ভ্রষ্টতা

[৬] পুত্র পিতাকে এবং দাস প্রভুকে সমাদর করে; ভাল, আমি যদি পিতা হই, তবে আমার সমাদর কোথায়? আর আমি যদি প্রভু হই, তবে আমার প্রতি ভয় কোথায়? হে পুরোহিতেরা, তোমরা যে আমার নাম অবজ্ঞা করছো, তোমাদেরকেই বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন। কিন্তু তোমরা বলছো, কিসে তোমার নাম অবজ্ঞা করেছি? [৭] তোমরা আমার বেদির উপরে অশুচি খাদ্য নিবেদন করেছ। তবুও বলছো, কিসে তোমাকে অশুচি করেছি? সদাপ্রভুর মেঝ তুচ্ছ, এই কথা বলাতেই তা করেছ। [৮] আর যখন তোমরা উৎসর্গের জন্য

[১:১] দেখুন নহূম ১:১; [১:১] প্রেরিত ৭:৩৮; রোমীয় ৩:১-২; ১পিতর ৪:১১; [১:২] দেখুন দ্বি:বি ৪:৩৭; [১:২] পদ ৬, ৭; মালা ২:১৪, ১৭; ৩:৭, ১৩; [১:২] দেখুন যিরি ৪৬:২৭; রোমীয় ৯:১৩*; [১:৩] লূক ১৪:২৬; [১:৩] দেখুন যিশা ৩৪:১০; [১:৩] দেখুন যিশা ১৩:২২; [১:৪] দেখুন যিশা ১১:১৪; দেখুন ৩৪:১১; [১:৪] যিশা ৯:১০; [১:৪] দেখুন যিশা ৩৪:৫; [১:৪] দেখুন বিলাপ ৪:২২; দেখুন যিহি ২৫:১২-১৪; দেখুন ২৬:১৪; [১:৫] গীত ৩৫:২৭; ৪৮:১; মীখা ৫:৪; [১:৫] যিশা ৪৫:২২; ৫২:১০; দেখুন আমোষ ১:১১-১২; [১:৬] দেখুন লেবীয় ২০:৯; মথি ১৫:৪; ২৩:৯; [১:৬] লূক ৬:৪৬; [১:৬] দেখুন দ্বি:বি ৩১:১২; দেখুন যিশা ১:২; [১:৬] ইয়োব ৫:১৭; [১:৬] দেখুন পদ ২; [১:৭] পদ ১২; লেবীয়

১:১ সদাপ্রভুর বাক্যরূপ দৈববাণী। দেখুন সখ ৯:১; ১২:১; এর সাথে হবক ১:১ পদ ও নোটও দেখুন।

১:২ আমি তোমাদেরকে প্রেম করেছি। সদাপ্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ত জাতির লোকদের প্রতি তাঁর আশ্বাসবাণী।

১:৩ এষৌকে অপ্রেম করেছি। ঈশ্বরের লোকেরা যদি সদাপ্রভু ঈশ্বরের ভালবাসাকে সন্দেহ করে, তাহলে তাদের উচিত যাকোবের সাথে ঈশ্বর যে আচরণ করেছেন, তার সাথে যাকোবের (ইস্রায়েলের) ভাই ভাই এষৌর (ইদোম) প্রতি ঈশ্বরের আচরণের তুলনা করা। প্রেরিত পৌল যাকোবের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা এবং এষৌর প্রতি ঘৃণার বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন (রোমীয় ৯:১০-১৩ পদ দেখুন এবং ৯:১৩ পদের নোট দেখুন)।

১:৪ ইদোম বলে। ইদোমের আত্ম গরিমা তাকে নিরাপত্তা দিতে পারে নি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না (তুলনা করুন যিরমিয় ৪৯:১৬)।

১:৫ ইস্রায়েলের সীমানার বাইরেও সদাপ্রভু মহীয়ান হোন। অবিশ্বাসী ইস্রায়েল যখন ইদোমের চূড়ান্ত পরিণতি দেখলো, তখন সে স্বীকার করলো যে সদাপ্রভু ঈশ্বরই সকল জাতির উপরে মহান শাসক (দেখুন গীত ৪৭:২; ৯৬:১০; ৯৭:১, ৯ পদ)।

১:৬ পুত্র পিতাকে ... সমাদর করে। তুলনা করুন যিশা ১:২-৩। *হে পুরোহিতেরা ... আমার নাম অবজ্ঞা করছো।* তুলনা করুন ২:৫; আরও দেখুন যিশা ১:৪ পদ।

অন্ধ পশু উৎসর্গ কর, সেটি কি মন্দ নয়? এবং যখন খঞ্জ ও রুগ্ন পশু উৎসর্গ কর, সেটি কি মন্দ নয়? তোমার দেশের শাসনকর্তার কাছে তা উৎসর্গ কর দেখি; সে কি তোমার প্রতি খুশি হবে? সে কি তোমাকে গ্রাহ্য করবে? এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। [৯] এখন বলি, শোন, ঈশ্বরের কাছে বিনতি কর, যেন তিনি আমাদের প্রতি সদয় হন; তোমাদের হাত দিয়ে ঐ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, তোমাদের মধ্যে কি তিনি কাউকেও গ্রাহ্য করবেন? এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। [১০] হায়! তোমাদেরই মধ্যে এক জন যদি কবাট বন্ধ করতো, যেন তোমরা আমার বেদির উপরে বৃথা আগুন জ্বালাতে না পার! তোমাদের উপর আমি সন্তুষ্ট নই, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন; এবং তোমাদের হাত থেকে আমি নৈবেদ্য গ্রাহ্য করবো না। [১১] কারণ সূর্যের উদয়স্থান থেকে তার অস্তগমনের স্থান পর্যন্ত জাতিদের মধ্যে আমার নাম মহৎ এবং প্রত্যেক স্থানে আমার নামের উদ্দেশে ধূপ জ্বালায় ও পবিত্র নৈবেদ্য উৎসৃষ্ট হচ্ছে; কেননা জাতিদের মধ্যে আমার নাম মহৎ, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। [১২] কিন্তু তোমরা তা অশুচি করছো; কেননা তোমরা বলছো, সদাপ্রভুর টেবিল অশুচি, সেই টেবিলের ফল, তাঁর খাদ্য তুচ্ছ। [১৩] আরও বলছো, দেখ, কেমন বিড়ম্বনা! আর তোমরা তার উপরে ফুঁ দিয়েছ, এই বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। আর তোমরা লুণ্ঠিত, খঞ্জ ও রুগ্ন পশুকে উপস্থিত করেছ, এমনভাবে নৈবেদ্য উপস্থিত করছো; আমি কি তোমাদের হাত থেকে তা গ্রাহ্য করবো? সদাপ্রভু এই কথা বলেন। [১৪] আর পালের মধ্যে পুরুষ পশু থাকলেও যে প্রতারক মানত করে প্রভুর উদ্দেশে খুঁতযুক্ত পশু উৎসর্গ করে, সে অভিশাপগ্রস্ত; কেননা আমি মহান রাজা, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন; এবং জাতিদের মধ্যে আমার নাম ভয়াবহ।

২১:৬; [১:৭] দেখুন পদ ২; [১:৭] দেখুন যিহি ২৩:৪১; [১:৮] দেখুন লেবীয় ১:৩; দেখুন দ্বি:বি ১৫:২১; [১:৮] দেখুন আদি ৩২:২০; [১:৮] দেখুন যিশা ৪৩:২৩; [১:৯] লেবীয় ২৩:৩৩-৪৪; গীত ৫১:১৭; মীখা ৬:৬-৮; রোমীয় ১২:১; ইব ১৩:১৬; [১:৯] দেখুন যিরি ৬:২০; [১:১০] ২ বংশা ২৮:২৪; [১:১০] দেখুন হোশেয় ৫:৬; [১:১০] লেবীয় ২২:২০; [১:১০] পদ ১৩; যিশা ১:১১-১৪; যিরি ১৪:১২; মালা ২:১২; [১:১১] দেখুন যিশা ২৪:১৫; ৫৬:৬; [১:১১] দেখুন যিশা ৬:৩; দেখুন ১২:৪; [১:১১] দেখুন গীত ১১৩:৩; দেখুন মথি ৮:১১; [১:১১] যিশা ৬০:৬-৭; প্রকা ৫:৮; ৮:৩; [১:১১] দেখুন যিশা ১৯:২১; ইব ১৩:১৫; [১:১২] দেখুন যিহি ৪১:২২; [১:১২] দেখুন পদ ৭; [১:১৩] যিশা ৪৩:২২-২৪; [১:১৩] দেখুন গণনা ১৪:১১; [১:১৩] দেখুন পদ ১০; [১:১৩] দেখুন দ্বি:বি ১৫:২১; [১:১৪] যাত্রা ১২:৫; দেখুন লেবীয় ২২:১৮-২১; [১:১৪] গীত ৯৫:৩; দেখুন ওব ১:২১; ১তীম ৬:১৫; [১:১৪] যিরি ৪৬:১৮; [১:১৪] দেখুন দ্বি:বি ২৮:৫৮; [১:১৪] গীত ৭২:৮-১১।

১:৮ অন্ধ ... খঞ্জ ও রুগ্ন। কোন প্রকার ত্রুটি থাকলে সেই পশুটি উৎসর্গের জন্য উপযুক্ত বলে গ্রাহ্য হত না (লেবীয় ১:৩ পদ ও নোট দেখুন)।

১:১০ যদি কবাট বন্ধ করতো। খুঁত সহ উৎসর্গ দেওয়ার বদলে আদৌ কোন উৎসর্গ না দেওয়া আরও ভাল (যিশা ১:১১-১৫ পদ ও নোট দেখুন)।

১:১১ জাতিদের মধ্যে আমার নাম মহৎ। এর সাথে তুলনা করুন ইদোমের প্রতি ঈশ্বরের বিচার (পদ ৫)।

১:১৩ তোমরা তার উপরে ফুঁ দিয়েছ। তুলনা করুন ১ শমূ ২:১৫-১৭ পদের পুরোহিত এলির ছেলেদের আচরণ।

মালাখি ১ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) ইস্রায়েলের লোকদের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ দয়া থাকা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি তাদের আদৌ কোন কৃতজ্ঞতা ছিল না এবং যে উপকার তারা তাঁর কাছ থেকে এক সময় পেয়েছিল, এমনকি তার কৃতজ্ঞতার প্রতিদান দিতেও তারা আগ্রহী ছিল না (মালাখি ১:১-৫)।

২) ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালনে তারা ছিল খুবই উদাসীন ও অমনোযোগী– বিশেষতঃ সমাজের পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে এই ধরণের প্রবণতা খুব বেশি ছিল এবং সেজন্যে তাদেরকে ঐ সব বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল (মালাখি ১:৬-১৪)।

৩) তারা ঈশ্বরের ব্যবস্থা না পালন করে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে না এবং তারা প্রকাশ্যে ঐ সব বিষয়গুলো নিয়ে ঈশ্বরকে অপমান করে। আসলে সেগুলো নিয়ে তাদের সদাপ্রভুকে সম্মান করা উচিৎ ছিল।

সার-সংক্ষেপঃ

'আমি তোমাদেরকে ভালবেসেছি', সদাপ্রভু ইস্রায়েলকে বলেন। আমি যাকবকে ভালবেসেছি এবং এষৌকে ঘৃণা করেছি। আর এই কারণে ইদোমকে ধ্বংস করা হয়েছে। ইদোমের লোকদের ফিরে আসার সিদ্ধান্ত ও দেশটিকে আবার গড়ে তোলা হলেও ইদোম দুষ্ট দেশ হিসেবে পরিচিত হবে। অপবিত্র ও বিতর্কিত খাবারের (এর মধ্যে রয়েছে– অন্ধ, খোঁড়া ও চুরি করা পশু) উৎসর্গকে অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হবে। আর অযিহূদীদের মধ্যে সদাপ্রভুর নামের গৌরব হবে।

মালাখি ১ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. সদাপ্রভুর বাক্য কাকে ইস্রায়েলের লোকদের কাছে তুলে ধরার জন্য দেয়া হয়েছিল? (মালাখি ১:১)

২. ঈশ্বর তাদেরকে কি করেছেন বলে দাবী করেছেন? (মালাখি ১:২)

৩. ইদোমের কি বিচার হয়েছিল? (মালাখি ১:৩-৫)

৪. ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের অভিযোগ কি ছিল? (মালাখি ১:৬-১৪)

৫. পুরোহিতরা কিভাবে উপাসনার ঘৃণ্য আচার-অনুষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতো? (মালাখি ১:৮-১০)

৬. কোন ধরণের উপাসনার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে পরম করুণাময় সদাপ্রভুকে সম্মানিত করা সম্ভব বলা হয়েছিল? (মালাখি ১:১১)

৭. মালাখির সময়ের পুরোহিতদের মনোভাব কেমন ছিল? (মালাখি ১:১২-১৩)

৮. কিভাবে লোকেরা সদাপ্রভুর সাথে প্রতারণা করছিল? (মালাখি ১:১৪)

মালাখি : ২ অধ্যায়

২ [১] এখন, হে পুরোহিতেরা, তোমাদের প্রতি এই আদেশ। [২] বাহিনীগণের সদাপ্রভু
বলেন, যদি আমার নামের মহিমা স্বীকার করার জন্য তোমরা কথা না শোন ও
মনোযোগ না কর, তবে আমি তোমাদের উপরে অভিশাপ প্রেরণ করবো ও তোমাদের আ-
শীর্বাদের পাত্র সকলকে অভিশাপ দেব; বাস্তবিক আমি সেসব লোককে অভিশাপ দিয়েছি,
কেননা তোমরা মনোযোগ দাও না। [৩] দেখ, আমি তোমাদের জন্য বংশধরকে ভৎর্সনা
করবো ও তোমাদের মুখে বিষ্ঠা ছড়িয়ে দেব এবং লোকেরা তার সঙ্গে তোমাদের নিয়ে
যাবে।

[৪] আর তোমরা জানবে, লেবির সঙ্গে যেন আমার নিয়ম থাকে, সেজন্য আমি তোমাদের
কাছে এই আদেশ পাঠালাম, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। [৫] তার সঙ্গে আমার যে
নিয়ম ছিল, তা জীবন ও শান্তির নিয়ম, আর আমি তাকে উভয়ই দিতাম, যেন সে ভয় করে,
আর সে আমাকে ভয় করতো এবং আমার নামে ভয় পেত। [৬] তার মুখে সত্যের ব্যবস্থা ছিল
ও তার কথায় কোন অন্যায় পাওয়া যেত না; সে শান্তিতে ও সরলতায় আমার সঙ্গে
চলাফেরা করতো এবং অনেককে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখত। [৭] বস্তুতঃ পুরোহিতের মুখ
জ্ঞান রক্ষা করে ও তার মুখে লোকেরা ব্যবস্থার খোঁজ করে; কেননা সে বাহিনীগণের
সদাপ্রভুর দূত। [৮] কিন্তু তোমরা পথ থেকে সরে পড়েছ, ব্যবস্থার বিষয়ে অনেককে হোঁচট
খাইয়েছ; তোমরা লেবির নিয়ম নষ্ট করেছ; এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। [৯] এজন্য
আমিও সকল লোকের সাক্ষাতে তোমাদেকে তুচ্ছতার পাত্র ও নিচ করলাম, কারণ তোমরা
আমার পথ রক্ষা করছো না, ব্যবস্থার বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব করে থাক।

[২:১] পদ ৭; [২:২] যিরি ১৩:১৭; [২:২] মথি ১৫:৭-৯; যোহন ৫:২৩; ১তীম ৬:১৬; প্রকা ৫:১২-১৩; [২:২] দেখুন দ্বি:বি ১১:২৬; দেখুন ২৮:২০; [২:২] গণনা ৬:২৩-২৭; [২:৩] দেখুন যাত্রা ২৯:১৪; দেখুন লেবীয় ৪:১১; দেখুন ইয়োব ৯:৩১; [২:৩] ১ রাজা ১৪:১০; [২:৪] দেখুন গণনা ৩:১২; [২:৫] দ্বি:বি ৩৩:৯; গীত ২৫:১০; ১০৩:১৮; দেখুন মথি ২৬:২৮; দেখুন লূক ২২:২০; ইব ৭:২২; [২:৫] দেখুন গণনা ২৫:১২; [২:৫] দেখুন দ্বি:বি ১৪:২৩; দেখুন ২৮:৫৮; গীত ১১৯:১৬১; ইব ১২:২৮; [২:৬] দেখুন দ্বি:বি ৩৩:১০; [২:৬] দেখুন আদি ৫:২২; [২:৬] লূক ২:১৪; দেখুন যোহন ১৪:২৭; গালা ৫:২২; [২:৬] দেখুন গীত ২৫:২১; [২:৬] দেখুন রোমীয় ১১:১৪; যাকোব ৫:১৯-২০; [২:৭] দেখুন যিরি ১৮:১৮; [২:৭] দেখুন গণনা ২৭:২১; দেখুন ২ বংশা ৩৬:১৫; মথি ১১:১০; মার্ক ১:২; [২:৭] দেখুন লেবীয় ১০:১১; দেখুন ২ বংশা ১৭:৭; [২:৮] দেখুন যাত্রা ৩২:৮; যিরি ২:৮; [২:৮] দেখুন যিরি ১৮:১৫; [২:৮] যিরি ৩৩:২১; দেখুন যিহি ২২:২৬; [২:৮] দেখুন হোশেয় ৪:৬; [২:৯] দেখুন ১ শমূ ২:৩০; দেখুন গীত ২২:৬; দেখুন যিরি ৫১:৩৭; [২:৯] দেখুন গীত ৩৫:৪; যিরি

২:২ তোমাদের আশীর্বাদের পাত্র সকলকে অভিশাপ দেব। পুরোহিতেরাই লোকদের উপরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বা অভিশাপ ঘোষণা করতেন (গণনা ৬:২৩-২৭ পদ দেখুন), কিন্তু তাদের এই আচরণ অনেক সময় উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে পড়তো।

২:৩ তোমাদের জন্য। তোমরা যা করেছ সেজন্য। *তোমাদের মুখে বিষ্ঠা ছড়াব।* অর্থাৎ তোমাদেরকে অপমান করবো (নহূম ৩:৬)।

২:৪ লেবির সঙ্গে। পুরোহিতদেরকে লেবীয় বংশ থেকে বেছে নেওয়া হয়েছিল (দ্বি.বি. ২১:৫ পদ ও নোট দেখুন)।

২:৬ শান্তিতে ও সরলতায়। গীত ৩৭:৩৭ পদের এ কথা বলা হয়েছে, তবে সেখানে আইন -কানুনের প্রতি বাধ্যতা অর্থে কথাটি বলা হয়েছে।

২:৮ লেবির নিয়ম নষ্ট করেছ। ভুল শিক্ষা দেওয়ার মধ্য দিয়ে, তবে সম্ভবত পৌত্তলিক জাতির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়েও (ইস্রা ৯:১; ১০:১৮-২২; যিহি ১৩:২৭-২৯ পদ দেখুন)।

নিয়ম রক্ষা না করে যিহূদার অবিশ্বস্তী

[১০] আমাদের সকলের কি এক জন পিতা নন? এই ঈশ্বরই কি আমাদের সৃষ্টি করেন
নি? তবে আমরা কেন প্রত্যেকে আপন আপন ভাইয়ের প্রতি অবিশ্বস্তী করি, নিজেদের
পৈতৃক নিয়ম অশুচি করি? [১১] যিহূদা অবিশ্বস্ত হয়েছে এবং ইস্রায়েল ও যিরূশালেমে জঘন্য
কাজ করেছে; কেননা যিহূদা সদাপ্রভুর সেই পবিত্র-স্থান অশুচি করেছে, যা তিনি প্রেম করেন
ও এক বিজাতীয় দেবতার কন্যাকে বিয়ে করেছে। [১২] যে ব্যক্তি এই কাজ করে, সদাপ্রভু
তার প্রতি এরকম করবেন, যাকোবের তাঁবুগুলো থেকে যে জাগায় ও যে উত্তর দেয় এবং যে
বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উদ্দেশে নৈবেদ্য আনয়ন করে, তাকে উচ্ছিন্ন করবেন।

[১৩] আর তোমাদের দ্বিতীয় অপকর্ম এই, তোমরা অশ্রুপাতে, কান্নাকাটিতে ও আর্তস্বরে
সদাপ্রভুর বেদি আচ্ছন্ন করে থাক, কারণ তিনি আর উৎসর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না ও
তোমাদের হাত থেকে তুষ্টিজনক বলে কিছু গ্রাহ্য করেন না। [১৪] তবুও তোমরা বলছো, এর
কারণ কি? কারণ এই, সদাপ্রভু তোমার যৌবনকালীন স্ত্রীর ও তোমার মধ্যে সাক্ষী হয়েছেন;
ফলত তুমি তার প্রতি অবিশ্বস্তী করেছ, যদিও সে তোমার সখী ও তোমার নিয়মের স্ত্রী।
[১৫] সদাপ্রভু কি স্বামী ও স্ত্রীকে এক করে সৃষ্টি করেন নি? আত্মায় ও মাংসে তারা তাঁরই।
তারা কেন এক? কারণ তিনি তাদের মধ্য দিয়ে একটি ঈশ্বরভক্ত বংশ রক্ষা করতে
চেয়েছিলেন। অতএব তোমার নিজ নিজ আত্মার বিষয়ে সাবধান হও এবং কেউ তার
যৌবনকালীন স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বস্ততা না করুক। [১৬] কেননা আমি স্ত্রীত্যাগ ঘৃণা করি, এই কথা
ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু বলেন, আর যে তার পোশাক দৌরাত্ম্য দিয়ে ঢাকে, তাকে ঘৃণা
করি, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। অতএব তোমরা নিজ নিজ আত্মার বিষয়ে
সাবধান হও, অবিশ্বস্তী করো না।

[১৭] তোমরা নিজ নিজ কথা দ্বারা সদাপ্রভুকে ক্লান্ত করেছ। তবুও বলে থাক, কিসে
তাঁকে ক্লান্ত করেছি? এই কথায় করছো, তোমরা বলছো, যে কেউ দুষ্কর্ম করে, সে সদাপ্রভুর
দৃষ্টিতে উত্তম; তিনি তাদের প্রতি প্রীত; অথবা, বিচারকর্তা ঈশ্বর কোথায়?

৩:২৫; প্রেরিত ৮:৩২-৩৩; [২:৯] যাত্রা ১৮:১৬; দেখুন লেবীয় ১৯:১৫; প্রেরিত ১০:৩৪; রোমীয় ২:১১; [২:৯] দেখুন ১ শমূ ২:১৭; [২:১০] যাত্রা ৪:২২; মথি ৫:১৬; ৬:৪, ১৮; লূক ১১:২; ১করি ৮:৬; [২:১০] ইয়োব ৪:১৭; যিশা ৪৩:১; [২:১০] যাত্রা ১৯:৫; দেখুন ২ রাজা ১৭:১৫; যিরি ৩১:৩২; [২:১০] সফ ৩:৩-৪; [২:১১] দেখুন যিশা ১:১৩; দেখুন ৪৮:৮; [২:১১] দেখুন দ্বি:বি ৪:৩৭; [২:১১] দেখুন যিহি ১৩:২৩; [২:১১] দেখুন যাত্রা ৩৪:১৬; যিরি ৩:৭-৯; [২:১২] দেখুন ১ শমূ ২:৩০-৩৩; দেখুন যিহি ২৪:২১; [২:১২] দেখুন গণনা ২৪:৫; ২ শমূ ২০:১; [২:১২] দেখুন মালা ১:১০; [২:১৩] দেখুন যিরি ১১:১১; [২:১৩] গীত ৩৯:১২; [২:১৩] গীত ৬৬:১৮; যিরি ১৪:১২; [২:১৩] যিশা ৫৮:২; [২:১৪] দেখুন আদি ২১:৩০; দেখুন যিহো ২৪:২২; [২:১৪] দেখুন উপদে ৫:১৮; [২:১৪] দেখুন যিহি ১৬:৮; ইব ১৩:৪; [২:১৫] দেখুন আদি ২:২৪; মথি ১৯:৪-৬; [২:১৫] দেখুন দ্বি:বি ১৪:২; ১করি ৭:১৪; [২:১৫] দেখুন দ্বি:বি ৪:১৫; [২:১৫] দেখুন যিশা ৫৪:৬; ১করি ৭:১০; ইব ১৩:৪; [২:১৬] দেখুন দ্বি:বি ২৪:১; মথি ৫:৩১-৩২; ১৯:৪-৯; মার্ক ১০:৪-৫; [২:১৬] দেখুন আদি ৬:১১; ৩৪:২৫; দেখুন উপদে ৪:১৭; দেখুন যিশা ৫৮:৪; [২:১৬] গীত ৫১:১০; [২:১৭] দেখুন যিশা ১:১৪; [২:১৭] গীত ৫:৪; [২:১৭] দেখুন আদি ১৮:২৫; দেখুন ইয়োব ৮:৩; দেখুন যিহি ১৮:২৫।

২:১১ বিজাতীয় দেবতার কন্যা। অর্থাৎ পৌত্তলিক জাতির কোন নারী। এ ধরনের বিয়ে ব্যবস্থায় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল, যেন তা জাতিকে ধর্মত্যাগের দিকে নিয়ে না যায়।

২:১৩ অশ্রুপাতে, কান্নাকাটিতে ও আর্তস্বরে। কারণ ঈশ্বর তাদের উৎসর্গ গ্রাহ্য করেন এবং তাদের প্রার্থনার কোন উত্তরও দেন না।

২:১৭ নিজ নিজ কথা দ্বারা সদাপ্রভুকে ক্লান্ত করেছ। যিশা ৪৩:২৪ পদে ইস্রায়েল জাতির পাপ সদাপ্রভু ঈশ্বরকে ক্লান্ত করেছিল। *যে কেউ দুষ্কর্ম করে, সে সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে উত্তম।* এমনই ছিল সে সময়কার লোকদের বিকৃত চিন্তা।

মালাখি ২ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) ঈশ্বরের জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দুইটি গুরুত্বপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠান, যেগুলো অপব্যবহারের মাধ্যমে চরমভাবে কলুষিত হয়েছিল বলে এই অধ্যায়ে কলুষতা নিয়ে খুবই তীব্রভাবে অভিযোগ ও দোষারোপ করা হয়। কিন্তু এই আচার-অনুষ্ঠান মূলতঃ তাদের দ্বারাই কলুষিত হয়েছিল, যারা নিজেরা এর সম্মানের দ্বারা সম্মানিত হতেন এবং যাদেরকে এই কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। আর দায়িত্বে নিয়োজিত পুরোহিত শ্রেণীর লোকেরা ঈশ্বরের জিনিসকে অপবিত্র করে তুলতো এবং এই কারণে তাদেরকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। তাদের পাপ মারাত্মক রূপ লাভ করেছিল বলে তাদেরকে খুবই কঠোরভাবে সাবধান করা হয়েছিল (মালাখি ১:১-৯)।

২) আর দ্বিতীয়টি হলো বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান, যা মানুষের পৃথিবীতে খুবই সাধারণ একটি বিষয় এবং বিয়ের সম্পর্কের রক্ষণাবেক্ষণ ও অক্ষুন্ন রাখতে এটিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। আর বিয়ের এই বিষয়টিও পুরোহিত এবং লোকদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, যেমন– অন্য জাতির মেয়েদেরকে বিয়ে করা (মালাখি ২:১১-১২), স্ত্রীদের সাথে নির্দয় ব্যবহার করা (মালাখি ২:১৩), তাদের সাথে বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটানো (মালাখি ২:১৬), তারপর তাদের প্রতারণামূলক ব্যবহার (মালাখি ২:১০,১৪,১৫), ইত্যাদির মাধ্যমে কলুষিত হয়েছিল। ঈশ্বরকে সব মিলিয়ে নিজেদের মত এমনই এক জন ভাবা হয়েছিল, যা থেকে কার্যত বলতে হয় যে, কোন ঈশ্বর নেই (মালাখি ২:১৭)। আর তাদেরকে জানানো এই নিন্দনীয় বিষয়গুলো আমাদের জন্য সতর্কবাণী।

সার-সংক্ষেপঃ

ঈশ্বর দুষ্ট পুরোহিতদেরকে অভিশাপ দেবেন। পুরোহিতদের বিষয়ে সব চেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত হলো লেবির বংশ, যাকে নিয়ে একটি ব্যবস্থাও তৈরি হয়েছিল বলে উদ্ধৃতি রয়েছে। আর লেবির উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত অনুযায়ী জীবন-যাপন নিয়ে একটি দুঃখজনক ব্যর্থতার ঘটনা রয়েছে। বিদেশী স্ত্রীলোকদেরকে বিয়ে করে পুরোহিতরা খুবই অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। অবহেলিত ও পরিত্যাক্ত স্ত্রীরা কোন উপায়ন্তর না পেয়ে, ঈশ্বরের মন্দিরের বেদিতে এসে কান্নাকাটি করতো। আর যখন তাদের পুরোহিত স্বামীরা একই বেদিতে উৎসর্গ করতে আসতো, তখন বিষয়টি ঈশ্বরকে রাগিয়ে তুলতো। আর তা নিয়ে সৃষ্টি হয় অস্ফুট অসন্তোষ যে, ধার্মিকদের চেয়ে দুষ্টরাই বেশি সুখী।

মালাখি ২ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. পুরোহিতদের কাছে তুলে ধরা সতর্কবাণী কি ছিল? (মালাখি ২:১-৪)

২. পুরোহিতরা কোন ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করবেন বলে আশা করা হয়েছিল? (মালাখি ২:৫-৯)

৩. কিভাবে পুরোহিতরা মোশির আইন-কানুন পালন ও প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছিল? (মালাখি ২:৫-৯)

৪. কিভাবে ঈশ্বরের লোকেরা তাঁর সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিল? (মালাখি ২:১০-১২)

৫. ইস্রায়েলের পাপের পরিণতি কি ছিল? (মালাখি ২:১২)

৬. ব্যবস্থা ভঙ্গের জন্য বাড়তি লক্ষ্যণীয় দিক কোনটি ছিল? (মালাখি ২:১৩-১৬)

৭. বিয়ে-বিচ্ছেদের বিষয়ে ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল? (মালাখি ২:১৬)

৮. কি দায়িত্ব ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে দিয়েছিলেন? (মালাখি ২:১৬)

৯. কিভাবে ইস্রায়েল ঈশ্বরকে ক্লান্ত করে তুলেছিল? (মালাখি ২:১৭)

১০. পাপের বিষয়ে কিভাবে সুনিশ্চিত ছিল? (মালাখি ২:১৭)

যিহূদীদের প্রতি অনুযোগ ও ধার্মিকতারূপ সূর্যের আগমন

৩ [১] দেখ, আমি আমার দূতকে প্রেরণ করবো, সে আমার আগে পথ প্রস্তুত করবে; এবং
তোমরা যে প্রভুর খোঁজ করছো, তিনি অকস্মাৎ তাঁর মন্দিরে আসবেন; নিয়মের সেই
দূত, যাঁতে তোমাদের প্রীতি, দেখ, তিনি আসছেন, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।
[২] কিন্তু তাঁর আগমনের দিন কে সহ্য করতে পারবে; আর তিনি দর্শন দিলে কে দাঁড়াতে
পারবে; কেননা তিনি রূপা পরিষ্কার করা আগুনের মত ও ধোপার সাবানের মত। [৩] তিনি
রূপা-পরিষ্কারক ও শুদ্ধিকারক হয়ে বসবেন, তিনি লেবির সন্তানদের পবিত্র করবেন, সোনার
ও রূপার মত তাদের বিশুদ্ধ করবেন; তাতে তারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে ধার্মিকতায় নৈবেদ্য
উৎসর্গ করবে। [৪] তখন যিহূদা ও যিরূশালেমের নৈবেদ্য সদাপ্রভুর তুষ্টিজনক হবে, যেমন

[৩:১] দেখুন গণনা ২৭:২১; দেখুন ২ বংশা ৩৬:১৫; [৩:১] দেখুন যিশা ৪০:৩; দেখুন মথি ৩:৩; ১১:১০; মার্ক ১:২; লূক ৭:২৭; [৩:১] মীখা ৫:২; [৩:১] দেখুন যিশা ৪২:৬; [৩:১] দেখুন ১ শমূ ৯:২০; [৩:২] দেখুন যিহি ২২:১৪; প্রকা ৬:১৭; [৩:২] দেখুন যিহি ৭:৭; দেখুন দানি ৭:১৩; দেখুন যোয়েল ২:৩১; দেখুন মথি ১৬:২৭; যাকোব ৫:৮; ২পিতর ৩:৪; দেখুন প্রকা ১:৭; [৩:২] দেখুন ১ শমূ ৬:২০; [৩:২] দেখুন যিশা ১:৩১; দেখুন ৩০:৩০; দেখুন সখ ১৩:৯; মথি ৩:১০-১২; [৩:২] দেখুন ইয়োব ৯:৩০; [৩:৩] দেখুন দানি ১২:১০; দেখুন ১করি ৩:১৩; [৩:৩] দেখুন ১ বংশা ২৩:২৮; দেখুন যিশা ১:২৫; [৩:৩] দেখুন ইয়োব ২৮:১; দেখুন গীত ১২:৬; ১পিতর ১:৭; প্রকা ৩:১৮; [৩:৩] দেখুন গীত ১৩২:৯; [৩:৪] ২ বংশা ৭:১২; গীত ৫১:১৯; মালা ১:১১; [৩:৪] দেখুন ২ বংশা ৭:৩; দেখুন যিহি ২০:৪০;

৩:১ আমার দূত। এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ হচ্ছে "মাল'য়াখি" (১:১ পদের নোট দেখুন)। সাধারণত এই শব্দটি পুরোহিত বা ভাববাদীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে (হগয় ১:১৩ পদ ও নোট দেখুন)।

৩:৩ রূপা-পরিষ্কারক ও শুদ্ধিকারক হয়ে বসবেন। দেখুন গীত ১২:৬ পদ ও নোট। *লেবির সন্তানদের শুচি করবেন।* যাদের সদাপ্রভুর দূত হওয়ার কথা ছিল এবং যাদের মন্দিরে সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার কথা তাদেরকেই নিজ নিজ পাপের জন্য ও অবিশ্বস্ততার জন্য পরিষ্কৃত হতে হবে, যাদেরকে ১:৬–২:৯ পদে সদাপ্রভু ঈশ্বর তিরস্কার করেছেন।

আগেকার দিনে, আদিকালের বছরগুলোতে হয়েছিল।

৫ আর আমি বিচার করতে তোমাদের কাছে আসব; এবং মায়াবী, পতিতাগামী ও
মিথ্যা শপথকারীদের বিরুদ্ধে ও যারা বেতনের বিষয়ে বেতনজীবীর প্রতি এবং বিধবা ও
অনাথ লোকের প্রতি দৌরাত্ম্য করে, বিদেশীর প্রতি অন্যায় করে ও আমাকে ভয় করে না,
তাদের বিরুদ্ধে আমি সাক্ষী দিতে দেরি করবো না, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।
৬ কারণ আমি সদাপ্রভু, আমার পরিবর্তন নেই; তাই তোমরা, হে যাকোবের সন্তানেরা,
বিনষ্ট হচ্ছ না। ৭ তোমাদের পূর্বপুরুষদের সময় থেকে তোমরা আমার বিধিকলাপ থেকে
সরে পড়েছ, সেসব পালন কর নি। আমার কাছে ফিরে এসো, আমিও তোমাদের কাছে
ফিরে আসবো, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। কিন্তু তোমরা বলছো, আমরা কিসে
ফিরব?

ঈশ্বরকে ঠকিয়ো না

৮ মানুষ কি ঈশ্বরকে ঠকাবে? তোমরা তো আমাকে ঠকিয়ে থাক। কিন্তু তোমরা
বলছো, কিসে তোমাকে ঠকিয়েছি? দশমাংশে ও উপহারে। ৯ তোমরা অভিশাপে অ-
ভশাপগ্রস্ত; হ্যাঁ, তোমরা, এ সব জাতি, আমাকেই ঠকাচ্ছ। ১০ তোমরা সমস্ত দশ ভাগের
এক ভাগ ভাণ্ডারে আন, যেন আমার গৃহে খাদ্য থাকে; আর তোমরা এতে আমার পরীক্ষা
কর, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, আমি আকাশের দরজাগুলো মুক্ত করে
তোমাদের প্রতি অপরিমেয় আশীর্বাদ বর্ষণ করি কি না। ১১ আর আমি তোমাদের জন্য
গ্রাসকারীকে ভর্ৎসনা করবো, সে তোমাদের ভূমির ফল বিনষ্ট করবে না এবং ক্ষেতে

[৩:৫] দেখুন যাত্রা ৭:১১; দেখুন যিশা ৪৭:৯; [৩:৫] যাত্রা ২০:১৪; যাকোব ২:১১; ২পিতর :১২-১৪; [৩:৫] লেবীয় ১৯:১১-১২; দেখুন যিরি ৭:৯; [৩:৫] দেখুন লেবীয় ১৯:১৩; যাকোব ৫:৪; [৩:৫] দেখুন যাত্রা ২২:২২; [৩:৫] দেখুন যাত্রা ২২:২১; দেখুন দ্বি:বি ২৪:১৯; দেখুন যিহি ২২:৭; [৩:৫] দেখুন দ্বি:বি ৩১:১২; দেখুন যিশা ১:২; [৩:৬] দেখুন গণনা ২৩:১৯; দেখুন ইব ৭:২১; যাকোব ১:১৭; [৩:৬] দেখুন ইয়োব ৩৪:১৫; দেখুন হোশেয় ১১:৯; [৩:৭] দেখুন যাত্রা ৩২:৮; দেখুন যিরি ৭:২৬; প্রেরিত ৭:৫১; [৩:৭] দেখুন যিশা ৪৪:২২; দেখুন যিহি ১৮:৩২; [৩:৭] দেখুন সখ ১:৩; যাকোব ৪:৮; [৩:৭] দেখুন মালা ১:২; [৩:৮] দেখুন সখ ৫:৩; [৩:৮] দেখুন লেবীয় ২৭:৩০; গণনা ১৮:২১; দেখুন যিহি ১৩:১০-১২; লূক ১৮:১২; [৩:৯] দেখুন দ্বি:বি ১১:২৬; ২৮:১৫-৬৮; দেখুন সখ ৫:৩; [৩:১০] দেখুন যাত্রা ২২:২৯; [৩:১০] দেখুন যিহি ১৩:১২; [৩:১০] দেখুন ২ রাজা ৭:২; [৩:১০] যিশা ৪৪:৩; [৩:১০] দেখুন লেবীয় ২৫:২১; দেখুন যোয়েল ২:১৪; ২করি ৯:৮-১১; [৩:১০] দেখুন যোয়েল ২:২৪; [৩:১১] দেখুন যাত্রা ১০:১৫; দেখুন দ্বি:বি ২৮:৩৯; [৩:১১] দেখুন যাত্রা

৩:৬ আমার পরিবর্তন নেই। যাকোব ১:১৭ পদ ও নোট দেখুন। এর সাথে তুলনা করুন ইদোম (১:৩-৫) এবং ইস্রায়েলের অবিশ্বস্ততার ইতিহাস।

৩:৭ ফিরে এসো ... ফিরে আসবো। যদি সদাপ্রভু ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির উদ্ধারের জন্য ফিরে আসেন, তাহলে তাকে অবশ্যই মন পরিবর্তন করতে হবে।

৩:১০ ভাণ্ডার। মন্দিরের ভাণ্ডার বা মজুদ ঘর। ১ রাজা ৭:৫১; ২ বংশা ৩১:১১-১২; যিহি ১৩:১২ পদ দেখুন। *আকাশের দরজাগুলো।* অন্যান্য স্থানে এর মধ্য দিয়ে মহা বন্যার কথা বলা হয়েছে (দেখুন ২ রাজা ৭:২, ১৯; গীত ৭৮:২৩-২৪ পদ এবং ৭৮:২৩ পদের নোট)। *অপরিমেয় আশীর্বাদ বর্ষণ করি কি না।* ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত নিয়মের আশীর্বাদ (দ্বি.বি. ২৮:১২ পদ দেখুন; তুলনা করুন যিশা ৪:৩)।

৩:১১ গ্রাসকারী ... ভূমির ফল বিনষ্ট করবে না। যা আইন-কানুনের একটি অন্যতম অভিশাপ ছিল (দ্বি.বি. ২৮:৩৯-৪০ পদ দেখুন)।

তোমাদের আঙ্গুরলতার ফল অকালে ঝরাবে না, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। ১২ আর সর্ব জাতি তোমাদেরকে সুখী বলবে, কেননা তোমরা প্রীতিজনক দেশ হবে, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।

১৩ তোমরা আমার বিরুদ্ধে শক্ত শক্ত কথা বলেছ, সদাপ্রভু এই কথা বলেন। কিন্তু তোমরা বলছো, আমরা কিসে তোমার বিরুদ্ধে কথা বলেছি? তোমরা বলেছ, ঈশ্বরের সেবা করা অনর্থক; ১৪ এবং তাঁর রক্ষণীয়-দ্রব্য রক্ষা ও বাহিনীগণের সদাপ্রভুর সাক্ষাতে শোকবেশে চলাফেরা করায় আমাদের লাভ কি হল? ১৫ আমরা এখন গর্বিত লোকদেরকে সুখী বলি; হ্যাঁ, দুর্বৃত্তরা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঈশ্বরের পরীক্ষা করেও রক্ষা পায়।

ধার্মিকতার পুরস্কার

১৬ তখন, যারা সদাপ্রভুকে ভয় করতো, তারা পরস্পর আলাপ করলো এবং সদাপ্রভু মনোযোগ দিয়ে শুনলেন; আর যারা সদাপ্রভুকে ভয় করতো ও তাঁর নাম ধ্যান করতো, তাদের জন্য তাঁর সম্মুখে একটি স্মরণ করার পুস্তক লেখা হল। ১৭ আর তারা আমারই হবে, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন; আমার কাজ করার দিনে তারা আমার নিজস্ব হবে; এবং কোন মানুষ যেমন আপন সেবাকারী পুত্রের প্রতি মমতা করে, আমি তাদের প্রতি তেমনি মমতা করবো। ১৮ তখন তোমরা ফিরে আসবে এবং ধার্মিক ও দুষ্টের মধ্যে, যে

২৩:২৬; [৩:১২] দেখুন দ্বি:বি ২৮:৩-১২; যিশা ৬১:৯; [৩:১২] দেখুন যিশা ৬২:৪; দেখুন যিহি ২০:৬; [৩:১২] দেখুন ২ বংশা ৩১:১০; [৩:১৩] মালা ২:১৭; [৩:১৩] দেখুন মালা ১:২; [৩:১৪] গীত ৭৩:১৩; দেখুন যিশা ৫৭:১০; [৩:১৪] গীত ১০০:২; যোহন ১২:২৬; রোমীয় ১২:১১; [৩:১৪] দেখুন যিহো ২২:৫; দেখুন যিশা ১:১৪; [৩:১৪] যিশা ৫৮:৩; [৩:১৫] দেখুন গীত ১১৯:২১; [৩:১৫] গীত ১৪:১; ৩৬:১-২; যিরি ৭:১০; [৩:১৫] দেখুন ইয়োব ২১:৭; [৩:১৬] দেখুন গীত ৩৪:১৫; [৩:১৬] দেখুন যাত্রা ৩২:৩২; দেখুন গীত ৫৬:৮; দেখুন ৮৭:৬; দেখুন লূক ১০:২০; [৩:১৬] দেখুন দ্বি:বি ২৮:৫৮; দেখুন ৩১:১২; গীত ৩৩:১৮; দেখুন উপদে ১:৭; প্রকা ১১:১৮; [৩:১৭] যিশা ৪৩:২১; [৩:১৭] দেখুন যাত্রা ৮:২২; দেখুন দ্বি:বি ৭:৬; দেখুন রোমীয় ৮:১৪; দেখুন তীত ২:১৪; [৩:১৭] যিহি ১৩:২২; গীত ১০৩:১৩; যিশা

৩:১২ তোমাদেরকে সুখী বলবে। অব্রাহামের প্রতি কৃত প্রতিজ্ঞার পরিপূর্ণতা হিসেবে (আদি ১২:২-৩; যিশা ৬১:৯ পদ ও নোট দেখুন)।

৩:১৪ ঈশ্বরের সেবা করা অনর্থক। কারণ তারা যে উদ্ধার ও প্রতিশোধের জন্য অপেক্ষা করছিল তা তখনও পর্যন্ত কার্যকর হয় নি। *শোকবেশে।* অর্থাৎ চট পরে ও ছাই মেখে চলাফেরা করার কথা বলা হয়েছে।

৩:১৫ গর্বিত লোক। দুষ্ট লোকেরা, যারা ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করে (গীত ১০:১১ পদ দেখুন)। *দুর্বৃত্তরা প্রতিষ্ঠিত হয় ... রক্ষা পায়।* গীত রচয়িতা এই একই কারণে গীত ৭৩:৩, ৯-১২ পদে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন।

৩:১৬ যারা সদাপ্রভুকে ভয় করতো। যারা তখনও সদাপ্রভুর প্রতি কোন সন্দেহ পোষণ করে নি এবং সমালোচনা করে নি। *তারা পরস্পর আলাপ করলো।* ঈশ্বরের বিপক্ষে যখন অধিকাংশ মানুষ সোচ্চার (পদ ১৪-১৫ দেখুন), তখন তারা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে নিজেদেরকে বিশ্বাসে স্থির রেখেছিল। *স্মরণ করার পুস্তক।* পৃথিবীতে যে সমস্ত রাজারা উল্লেখযোগ্য কীর্তি রেখে যেতেন তা স্মরণ করার জন্য পুস্তক রচনা করা হত (দেখুন যিশা ৪:৩; দানি ৭:১০; ১২:১)।

৩:১৭ তারা আমার নিজস্ব হবে। দেখুন যাত্রা ১৯:৫ পদ ও নোট। *তাদের প্রতি তেমনি মমতা করবো।* শেষ বিচারের দিনের কথা বোঝানো হয়েছে (৪:১-২ পদ দেখুন)। *যে ঈশ্বরের সেবা করে।* তুলনা করুন পদ ১৬।

৩:১৮ তখন তোমরা ফিরে আসবে ... প্রভেদ

মালাখি : ৩ অধ্যায়

ঈশ্বরের সেবা করে ও যে তাঁর সেবা না করে, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখবে।

২৬:২০; লূক ১৫:১-৩২; [৩:১৭] রোমীয় ৮:৩২; [৩:১৮] দেখুন আদি ১৮:২৫; [৩:১৮] দ্বি:বি ৩২:৪; মথি ২৫:৩২-৩৩, ৪১;

দেখবে। এখন তারা তা দেখতে না পেলেও *দুষ্ট। ২:১৭* পদ দেখুন।
সেই সময় তারা তা দেখতে পাবে। *ধার্মিক* ও

মালাখি ৩ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) মশীহ ও তাঁর অগ্রদূতের আসার বিষয়ে প্রতিজ্ঞা এবং তাঁর আসার বার্তা এখানে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি ধার্মিক মানুষের জন্য স্বস্তি এবং দুষ্টদের জন্য আতঙ্ক নিয়ে আসবে (মালাখি ৩:১-৬)।

২) ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থাকে কলুষিত করা এবং অপবিত্রভাবে তাঁর প্রাপ্য থেকে তাঁকে বঞ্চিত করার কারণে যিহূদীদের জন্য তিরস্কার (মালাখি ৩:৭-১২)।

৩) লোকদের কাছে ঈশ্বরের মহামূল্যবান প্রতিজ্ঞা (মালাখি ৩:১৬-১৮) সহকারে তাঁর বিপক্ষে কথা বলা (মালাখি ৩:১৩-১৫) দুষ্টদের দুষ্টতা এবং তাঁর পক্ষে কথা ধার্মিকদের ধার্মিকতার একটি বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ:

পথপ্রস্তুতকারী হিসেবে এক জন অগ্রদূত আসবেন, তারপর তাঁর মন্দিরে আরেক জন দূত আসবেন। তাঁর আসার দিন কেউ সহ্য করতে পারে? তিনি লেবির সন্তানদেরকে বিশুদ্ধ করবেন। যিহূদা ও যিরূশালেমের উৎসর্গ আরও একটি বার সদাপ্রভুর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠবে। যাদুকর, মিথ্যা শপথকারী এবং অন্যান পাপীদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়া হবে। তাই সদাপ্রভুর কাছে ফিরে এসো। ঈশ্বরের পাওনা দশমাংশ ও উৎসর্গ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। লোকেরা অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেছে যে, অহঙ্কারী ও দুষ্টরা উন্নতি করছে– তাই আমরা ঈশ্বরকে যে সেবা করছি, তা অর্থহীন হয়ে পড়েছে। যারা সদাপ্রভুকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে তাদের স্মরণ করার জন্য একটি পুস্তক লেখা হয়েছে– তারা হলেন সদাপ্রভুর রত্ন। ধার্মিক ও দুষ্টদের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

মালাখি ৩ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. ঈশ্বর কি সতর্কবাণী তুলে ধরেছিলেন? (মালাখি ৩:১-৫)

২. ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাসের ভিত্তি কি ছিল? (মালাখি ৩:৬)

মালাখি : ৩ অধ্যায়

৩. ঈশ্বর ইস্রায়েলের কাছে কি চেয়েছিলেন? (মালাখি ৩:৭-১২)

৪. অতীতে ইস্রায়েল কিভাবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছিল? (মালাখি ৩:৭)

৫. অভিশাপের বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল? (মালাখি ৩:৯)

৬. ঈশ্বর কি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন? (মালাখি ৩:১০-১২)

৭. ইস্রায়েল কিভাবে ঈশ্বরকে অভিযুক্ত করেছিল? (মালাখি ৩:১৩-১৫)

৮. যে লোকেরা সদাপ্রভুকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করতেন, তাদেরকে তিনি কি প্রতিফল দিয়েছিলেন? (মালাখি ৩:১৬)

৯. যারা সদাপ্রভুর বিশ্বস্ত তাদেরকে কোন্ নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে? (মালাখি ৩:১৬)

১০. ভাববাদী মালাখির সময়ের লোকদের কেন মন পরিবর্তন করা প্রয়োজন ছিল? (মালাখি ৩:১৬; ৪:৬)

১১. ঈশ্বর তাঁর লোকদের কাছে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন? (মালাখি ৩:১৭)

১২. ঈশ্বর কি পার্থক্য তৈরি করেছিলেন? (মালাখি ৩:১৮)

মালাখি : ৪ অধ্যায়

সদাপ্রভুর মহান দিন

৪ [১] কারণ দেখ, সেদিন আসছে, তা হাপরের মত জ্বলবে এবং দাম্ভিক ও দুর্বৃত্তরা সকলে
খড়ের মত হবে; আর সেই যেদিন আসছে, তা তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলবে, এই কথা
বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন; সে দিন তাদের মূল বা শাখা কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না।
[২] কিন্তু তোমরা যে আমার নাম ভয় করে থাক, তোমাদের প্রতি ধার্মিকতা-সূর্য উদিত হবেন,
তাঁর রশ্মিতে থাকবে সুস্থতা; এবং তোমরা বের হয়ে পালের বাছুরগুলোর মত নাচবে।
[৩] আর তোমরা দুষ্ট লোকদেরকে মাড়াই করবে; কেননা আমার কাজ করার দিনে তারা
তোমাদের পদতলে ছাইয়ের মত হবে, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।

[৪] তোমরা আমার দাস মোশির ব্যবস্থা স্মরণ কর; তাকে আমি হোরেবে সমস্ত
ইস্রায়েলের জন্য সেই বিধি ও অনুশাসন আদেশ করেছিলাম। [৫] দেখ, সদাপ্রভুর সেই মহৎ

[৪:১] দেখুন দানি ৭:১৩; দেখুন যোয়েল ২:৩১; মথি ১১:১৪; প্রেরিত ২:২০; [৪:১] দেখুন যিশা ৩১:৯; [৪:১] দেখুন যিশা ২:১২; [৪:১] দেখুন যিশা ৫:২৪; দেখুন নহূম ১:১০; [৪:১] দেখুন যিশা ১:৩১; [৪:১] দেখুন ২ রাজা ১০:১১; দেখুন যিহি ১৭:৮; দেখুন মথি ৩:১০; [৪:২] দেখুন দ্বি:বি ২৮:৫৮; গীত ৬১:৫; ১১১:৯; প্রকা ১৪:১; [৪:২] দেখুন গীত ১১৮:২৭; দেখুন যিশা ৯:২; দেখুন ৪৫:৮; লূক ১:৭৮; ইফি ৫:১৪; [৪:২] দেখুন ২ বংশা ৭:১৪; দেখুন যিশা ৩০:২৬; দেখুন মথি ৪:২৩; প্রকা ২২:২; [৪:২] দেখুন যিশা ৩৫:৬; [৪:৩] দেখুন ইয়োব ৪০:১২; গীত ১৮:৪০-৪২; [৪:৩] যিহি ২৮:১৮; [৪:৪] দেখুন দ্বি:বি ২৮:৬১; দেখুন গীত ১৪৭:১৯; মথি ৫:১৭; ৭:১২; রোমীয় ২:১৩; ৪:১৫; গালা ৩:২৪;

৪:১ সেদিন। সদাপ্রভুর দিন (পদ ৫; ৩:২ পদ ও নোট দেখুন)। *তা হাপরের মত জ্বলবে।* দেখুন পদ ৩:২-৩; যিশা ১:৩১; ৬:১৫-১৬ পদ ও নোট। *দাম্ভিক।* ৩:১৫ পদ ও নোট দেখুন। *খড়ের মত ... পুড়িয়ে ফেলবে।* দেখুন যিশা ৪৭:১৪ পদ ও নোট; আরও দেখুন মথি ৩:১২ পদে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাজ সম্পর্কে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের ভবিষ্যদ্বাণী। *মূল বা শাখা।* অর্থাৎ সামান্যতম অংশও অবশিষ্ট থাকবে না (যিহি ১৭:৮-৯ পদ দেখুন)।

৪:২ তোমরা যে আমার নাম ভয় করে থাক। কিংবা বলা যায়, "তোমরা যারা আমার নামের সম্মান কর"। এই কথাটির ভাবার্থ হচ্ছে, যারা সদাপ্রভুর প্রতি বিশ্বাস ও সম্মান প্রকাশ করে তাদের কাছে তাঁর বাক্যের অর্থ প্রকাশিত হবে (আদি ২০:১১; গীত ৩৪:৮-১৪; হিতোপদেশ ১:৭ পদ ও নোট দেখুন)। *ধার্মিকতা-সূর্য।* ঈশ্বর এবং তাঁর মহিমাকে যিশা ৬০:১৯ পদে সূর্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে (উক্ত পদের নোট দেখুন)। খ্রীষ্ট হলেন আকাশের "উদিত সূর্য" (লূক ১:৭৮-৭৯ পদ দেখুন এবং ১:৭৮ পদের নোট দেখুন; যিশা ৯:২ পদের নোট দেখুন)। *ধার্মিকতা ... সুস্থতা।* এখানে পরিত্রাণ ও মানবাত্মার মুক্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে (যিশা ৪৫:৮; ৪৬:১৩; ৫৩:৫; যিরমিয় ৩০:১৭ পদ ও নোট দেখুন)। *তাঁর রশ্মি।* তুলনা করুন গীত ১৩৯:৯ পদ। *পালের বাছুরগুলোর মত নাচবে।* খোঁয়াড় থেকে ছাড়া হলে বাছুরেরা অনেক সময় পাগলের মত লাফালাফি শুরু করে দেয়।

৪:৩ দুষ্ট লোকদেরকে মাড়াই করবে। যেভাবে আঙ্গুর পেষণ যন্ত্রে মাড়াই করা হয় (যিশা ৬৩:২-৩ পদ ও নোট দেখুন)।

৪:৪ আইন-কানুন স্মরণ কর। যারা সদাপ্রভুর আগমনের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে না তাদের জন্য আরেকবার আহ্বান জানানো হচ্ছে। *আমার দাস মোশি।* দেখুন যাত্রা ১৪:৩১; দ্বি.বি. ৩৪:৫ পদ ও নোট। *হোরেব।* সীনয় পর্বত (দেখুন যাত্রা ৩:১ পদ ও নোট)।

ও ভয়ঙ্কর দিন আসার আগে আমি তোমাদের কাছে ভাববাদী এলিয়কে প্রেরণ করবো। ৬ সে সন্তানদের প্রতি পিতাদের হৃদয় ও পিতাদের প্রতি সন্তানদের হৃদয় ফিরাবে; পাছে আমি এসে দেশকে অভিশাপে আঘাত করি।

[৪:৪] দেখুন যাত্রা ৩:১; [৪:৪] দেখুন যাত্রা ২০:১; [৪:৫] দেখুন ১ রাজা ১৭:১; দেখুন মথি ১১:১৪; ১৬:১৪; [৪:৫] দেখুন যোয়েল ২:৩১; [৪:৬] লূক ১:১৭; [৪:৬] দেখুন যিশা ১১:৪; প্রকা ১৯:১৫; [৪:৬] দেখুন দ্বি:বি ১১:২৬; দেখুন ১৩:১৫; দেখুন যিহো ৬:১৭; দেখুন ২৩:১৫; দেখুন সখ ৫:৩।

৪:৫ দেখুন পদ ৩:১ ও নোট। *ভাববাদী এলিয়।* যেভাবে ভাববাদী এলিয় এসেছিলেন ভাববাদী ইলিশায়ের আগে (যাঁর পরিচর্যা ছিল বিচার ও উদ্ধারের), সেভাবে "এলিয়কে" প্রেরণ করা হবে ঈশ্বরের লোকদেরকে প্রভুর আগমনের জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে। বাপ্তিস্মদাতা যোহন ভাববাদী এলিয়ের আত্মায় ও ক্ষমতায় পূর্ণ হয়ে পরিচর্যা কাজ করেছেন (লূক ১:১৭ পদ ও নোট দেখুন; এর সাথে মথি ১১:১৩-১৪; ১৭:১২-১৩; মথি ৯:১১-১৩ পদ দেখুন ও ৯:১৩ পদের নোট দেখুন)। অনেকে মনে করেন যে, ভাববাদী এলিয়ও প্রকাশিতা বাক্য ১১:৩ পদের দুই জন সাক্ষীর মধ্যে একজন (উক্ত পদের নোট দেখুন)। *মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিন।* দেখুন পদ ১; এর সাথে ৩:২; যোয়েল ২:১১ পদ ও নোট দেখুন।

৪:৬ হৃদয় ফিরাবে। তুলনা করুন আদি ১৮:১৯ পদ। লূক ১:১৭ পদ অনুসারে বাপ্তিস্মদাতা যোহন এই কাজ সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। *পৃথিবীকে অভিশাপে আঘাত করি।* যদি ইস্রায়েল জাতি মন পরিবর্তন না করে, তাহলে ইদোমকে ঈশ্বর যেমন শাস্তি দিয়েছেন তাকেও তেমন শাস্তি পেতে হবে (পদ ১:৩-৪; যিশা ৩৪:৫ দেখুন)।

মালাখি ৪ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই–

১) আমাদের সামনে পুরস্কার ও শাস্তি বিষয়ক যে অবস্থার কথা বলা হয়েছে সেটি হলো– দুষ্টদের দুঃখ-দুর্দশা এবং ধার্মিকদের সুখভোগ (মালাখি ৪:১-৩)। যিরূশালেম ও অবিশ্বাসী যিহূদীদের ধ্বংস এবং যারা সুখবর গ্রহণ করেছে, এমন লোকদের স্বস্তি ও বিজয়ের উপর একটি ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য দিয়ে এটি আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়েছে।

২) আমরা বিচার ও তার প্রস্তুতি বিষয়ক একটি অবস্থার মধ্যে রয়েছি, যেখানে আমাদেরকে ঈশ্বরের প্রকাশের উপর দৃষ্টি রাখতে ও সেটিকে অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা ব্যবস্থা হিসেবে ঈশ্বর তাঁর দাস মোশির মধ্য দিয়ে প্রবর্তন করেছিলেন যেন ইস্রায়েলীয়রা অবশ্যই তা পালন করে (মালাখি ৪:৪)। আর আমাদেরকে বলা হয়েছে যেন আমরা ভাবাবাদী এলিয় তথা মশীহের অগ্রদূত হিসেবে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাধ্যমে ঈশ্বরের আরও একটি ইচ্ছাকে আবিস্কারের বিষয়ে প্রত্যাশা করি (মালাখি ৪:৫,৬)। পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মের শেষের অধ্যায়টির সারমর্মও এক, যা

আমাদের সামনে অন্য এক জগতের স্বর্গ ও নরকের চিত্রকে উপস্থাপন করে এবং আমাদেরকে এই জগতের ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি অনুগত থাকতে বাধ্য করে।

সার-সংক্ষেপঃ

সেই দিনটি আসছে, যা একটি চুল্লীর মত করে জ্বলতে থাকবে। আরোগ্যদায়ক পাখা নিয়ে ধার্মিকতার সূর্য উঠবে। আর দুষ্টদেরকে পদদলিত করা হবে। মোশির আইন-কানুনকে মনে কর। ভাববাদী এলিয়কে সদাপ্রভুর দিনের আগে পাঠান হবে। আর তিনি বাবাদের মনকে ছেলেমেয়েদের দিকে এবং ছেলেমেয়েদের মনকে বাবাদের দিকে ফিরাবেন যেন আমাকে এসে অভিশাপের দ্বারা পৃথিবীকে আঘাত করতে না হয়।

মালাখি ৪ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. সদাপ্রভুর আসার দিন দুষ্টদের প্রতি কি ঘটবে? (মালাখি ৪:১)

২. সদাপ্রভুর আসার দিন দুষ্টদের বাদে বাকীদের প্রতি কি ঘটবে? (মালাখি ৪:২)

৩. ধার্মিকরা দুষ্টদেরকে কি করবে? (মালাখি ৪:৩)

৪. কেন ভাববাদী মালাখি লোকদেরকে মোশির আইন-কানুনকে স্মরণ করতে বলেছিলেন? (মালাখি ৪:৪)

৫. ভাববাদী মালাখির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর কি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন? (মালাখি ৪:৫-৬)

৬. ভাববাদীদের কোন্ প্রধান বিষয়বস্তুকে তাঁর শেষ বাক্য প্রতিফলিত করেছে? (মালাখি ৪:৬)

ভাববাদী মালাখির পরবর্তী চারশো বছরের নীরব সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ঘটনাবলী

মালাখি পুস্তকটি ৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে লেখা হয়েছিল আর সেটাই ছিল পুরাতন নিয়মের শেষ ভবিষ্যদ্বাণীর পুস্তক। সেই সময় থেকে যীশু খ্রীষ্টের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত ঈশ্বর মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন নি, কোন বার্তাও পাঠান নি। তাই তখন কোন পুস্তকও লেখ হয় নি। হিব্রু ক্যানন অর্থাৎ যে সমস্ত পুস্তককে পবিত্র শাস্ত্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল তা এই সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছিল। যিহূদী ঐতিহাসিক যোসিফাস যিনি প্রথম শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন তিনিও আমাদের জানিয়েছেন যে, ১ অর্তখস্ত লংগিমনাসের রাজত্বকালে যিহূদীদের শাস্ত্রীয় ক্যানন সমাপ্ত হয়েছিল। ১ম অর্তখস্ত লংগিমনাস ৪৬৫-৪৩৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

নীরব সময়ের গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রীয় কাজ

নীরব সময়ের গুরুত্বপূর্ণ অনেক ঘটনার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল এই সময়ের মধ্যে পুরাতন নিয়ম গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। এই অনুবাদটি ২৮০-১৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছিল। এই অনুবাদটিকে বলা সেপ্টুয়াজিন্ট। পুরাতন নিয়মের মহান সত্যকে সেই সময়কার গ্রীক-রোমীয় লোকদের কাছে সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছিল। সেই সময়ের পূর্ব পর্যন্ত পবিত্র শাস্ত্র অর্থাৎ পঞ্চপুস্তক, গীতসংহিতা ভাববাদীদের পুস্তকগুলো শুধুমাত্র হিব্রু ভাষায় পাওয়া যেত।

এপোক্রিফা

পুরাতন নিয়মের ক্যানন সমাপ্ত হওয়ার পর পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যবর্তী সময়ে ১৪টি পুস্তক লেখা হয়েছিল যাদের এপোক্রিফা বলা হয়ে থাকে। এপোক্রিফা নামক পুস্তকগুলো কখনও হিব্রু শাস্ত্রের অংশ ছিল না। এই পুস্তকগুলো সেপ্টুয়াজিন্ট ও ল্যাটিন অনুবাদের অংশ ছিল। ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমান ক্যাথলিক চার্চের কাউন্সিল অফ ট্রেন্ট এই ১৪টি পুস্তক থেকে ১১টি পুস্তককে পবিত্র শাস্ত্রের মর্যাদা দিয়ে একটি ঘোষণা দেয়। এই পুস্তকগুলোর নাম দেওয়া হয় 'ডিউটেরোক্যাননিক্যাল বুকস্'। প্রোটেষ্টান্ট সম্প্রদায় এই পুস্তকগুলোর ভিতরের ও বাইরের সাক্ষ্যের দরুন এই পুস্তকগুলোকে পবিত্র শাস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেন নি। এই পুস্তকগুলোকে যিহূদীরা, এমন কি যীশু খ্রীষ্টও পবিত্র শাস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেন নি। খ্রীষ্টের পরে প্রেরিতেরা এবং খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পিতারাও এই পুস্তকগুলোকে পবিত্র শাস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেন নি। এপোক্রিফার পুস্তকগুলোর তালিকা ও তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে দেওয়া হল:

১ এসড্রেস।

এই পুস্তকটির মধ্যে একই রকম ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু পাওয়া যায়, যা আমরা ইষ্রা, নহিমিয় এবং ২ রাজাবলিতে পেয়ে থাকি। কিন্তু এই পুস্তকটির একটি অংশ (৩:১-৫:৯) আমরা হিব্রু

শাস্ত্রে দেখতে পাই না। ১ এসড্রেস এর অংশগুলো রাজা দারিয়াবসের রাজদরবারের এমন তিনজন লোকের বিষয় বলে যারা সত্যিকারের জ্ঞানের অর্থ খুঁজে বের করার প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। এতে সরুব্বাবিল জয়ী হয়েছিলেন এবং এর পুরস্কারস্বরূপ রাজা যিহূদীদের যিরূশালেমে ফিরে যাবার ও যিরূশালেমেরর মন্দির পুনঃনির্মাণ করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। প্রায় ১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এই পুস্তকটি লেখা শেষ হয়েছিল।

২ এসড্রেস।

এই পুস্তকটি পৃথিবী শেষ হয়ে যাবার বিষয়ে লেখা এবং কয়েকজন ভিন্ন ভিন্ন লেখক এই পুস্তকটি লিখেছেন। এটির লেখা প্রায় ১০০ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়েছিল। এটির প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে যিহূদীদের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে। পুস্তকটিকে যিহূদী ইষ্রার ৩-৪ অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ইষ্রার এই এপোকালিপ্স নামের মধ্যে আছে: (১) স্যালাথিয়েল এপোকালিপ্স– ৩-১০ অঃ পর্যন্ত: যার মধ্যে মন্দতার সমস্যা ও পরবর্তী জীবনে তার সমাধানের কথা লেখা আছে। (২) ঈগলের বিষয়ে দর্শন– ১১ ও ১২ অঃ যেখানে রোমীয় সাম্রাজ্য ও অনাগত খ্রীষ্টের বিষয়ে লেখা আছে। (৩) সাগর থেকে খ্রীষ্টের উঠে আসবার বিষয়ে দর্শন– ১৩ অধ্যায়, আর কিভাবে ইষ্রার আবার পবিত্র সাহিত্য লিখেছেন সেই সম্বন্ধে একটি গল্প আছে ১৪ অধ্যায়ে। ১৫ ও ১৬ অধ্যায় হল পুস্তকটির শেষ দু'টি অধ্যায় যেখানে নতুন নিয়মের বিষয়ে লেখা আছে। এই অধ্যায় দু'টি অনেক পরে লেখা হয়েছিল, খুব সম্ভবতঃ ২৭০ খ্রীষ্টাব্দে।

তোবিত।

১৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এই ধর্মীয় গল্পটি লেখা হয়েছিল। এটি একটি রোমাঞ্চকর গল্প যার মধ্যে অনেক শিক্ষা নিহিত আছে। আসিরিয়া দেশের লোকেরা যখন যিহূদীদের বন্দী করে তাদের দেশে নিয়ে যাচ্ছিল সেই সময়কার একজন ধার্মিক যিহূদী লোকের বিষয় নিয়ে এই গল্প লেখা হয়েছে। এই লোকের নাম তোবিত। আসিরিয়ার রাজা কর্তৃক নিহত তার এক দেশীয় ভাইকে কবর দেবার সময় দুর্ঘটনায় তার দুটো চোখ অন্ধ হয়ে যায়। তোবিত তখন ঈশ্বরের সাহায্য কামনা করেন এবং তাঁর ছেলে তোবিয়াসকে টাকা আনবার জন্য এক আত্মীয়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। সেই আত্মীয়ের নাম রগুয়েল। তাঁর কাছে তোবিত অনেক টাকা রেখে এসেছিলেন। স্বর্গদূত রফায়েল ছদ্মবেশে একজন বিশ্বস্ত আত্মীয় হিসাবে তোবিয়াসের সঙ্গে গেলেন। তিনি অন্ধ তোবিতের প্রার্থনার উত্তর হিসাবে গেলেন এবং রগুয়েলের মেয়ে সারা ও ইক্‌বাটানার ইডনাকে সাহায্য করতে গেলেন। সারার সাতজন স্বামী প্রত্যেকজনকে হিংসুটে মন্দ আত্মা এসমোডিয়াস বিয়ের রাতে মেরে ফেলেছিল।

তারা যখন টাইগ্রীস নদীর তীরে দাঁড়িয়েছিল তখন তোবিয়াস একটি মাছ ধরেছিল। রফায়েলের কথা অনুসারে সেই মাছটির হৃদপিন্ড ও কলিজা পুড়িয়ে সেই মন্দ আত্মা তাড়িয়ে দেন এবং সারাকে বিয়ে করেন। সেই একই সময়ে রফায়েল রগুয়েলের কাছে যান এবং তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসেন। তোবিয়াসও তাঁর নতুন স্ত্রীকে নিয়ে নীনবীতে তোবিত ও তাঁর স্ত্রীর হান্নার কাছে ফিরে আসেন। এদিকে তোবিয়াসের পিতা মাতার অনেক চিন্তা

ছিল কারণ অনেক দিন হয় তোবিয়াস বাড়ি থেকে বের হয়েছে। রফায়েলের নির্দেশ মত তোবিয়াস মাছের পিত্ত তাঁর বাবার চোখে লাগিয়ে দেবার পর তার বাবা আবার দেখতে পেলেন। এর পর স্বর্গদূত রফায়েল নিজেকে তাঁদের কাছে প্রকাশ করেন এবং এরপরই অদৃশ্য হয়ে যান।

জুডিথ।

এটাও একটা শিক্ষামূলক গল্প যা ২০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে লেখা হয়েছে। জুডিথ ছিলেন বেথুলিয়ার (শিখিমের) একজন সুন্দরী ধার্মিকা যিহূদী বিধবা। তিনি হলুফারনিসের নেতৃত্বাধীন রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের আক্রমণকারী সৈন্য-বাহিনীর হাত থেকে তাঁর শহর রক্ষা করেছিলেন। হেলুফারনিসের নাম সেই সময়কার কোন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। শহরের নেতারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, পাঁচ দিনের মধ্যে যদি তারা কোন সাহায্য না পায় তবে তারা আত্মসমর্পণ করবেন। সাহসী জুডিথ শহর থেকে বেরিয়ে এসে হেলুফারনিসের ছাউনিতে যান এবং তার সৌন্দর্য ও প্রতিজ্ঞা দিয়ে সেনাপতিকে ভুলান। এরপর তিনি সেনাপতির মাথা কেটে থলিতে করে নিয়ে বেথুলিয়ায় ফিরে আসেন। এর ফলে শহরের প্রতিরক্ষা বাহিনী বের হয়ে গিয়ে হলুফারনিসের বড় বাহিনীকে পরাজিত করে। এর পর মহাপুরোহিত যোয়াকীম এবং যিরূশালেমের নেতারা বেথুলিয়ায় এসে বীরাঙ্গনা জুডিথকে সম্মান জানান।

ইষ্টের পুস্তকের বাকী অংশ।

এই অংশগুলো গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছে। সেপ্টুয়াজিন্ট অনুবাদে এই অংশগুলো ইষ্টেরের পুস্তকের মধ্যে যোগ করা হয়েছে যেন ঈশ্বর শব্দটি যোগ করে এই ঘটনাতে ঈশ্বরের কাজ দেখানো যায়। যা যা যোগ করা হয়েছ তা হল: (১) মর্দখয়ের স্বপ্ন এবং রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নাশের গল্প– এখানে ১৭টি পদ রয়েছে, যা প্রথম অধ্যায়ের আগে রাখা হয়েছে। (২) রাজার একটা চিঠি যাতে যিহূদীদের সব লোকদের মেরে ফেলবার আদেশ রয়েছে। এই অংশটি ৩:১৩ পদের পরে যোগ করা হয়েছে। (৩) মর্দখয় ও ইষ্টেরের প্রার্থনা যা ৪ অধ্যায়ের পরে যোগ করা হয়েছে। (৪) রাজা অহশ্বেরশের কাছে ইষ্টেরের গমন, এখানে ১৪টি পদ রয়েছে যা ৫ অধ্যায়ে যোগ করা হয়েছে। (৫) একটি রাজকীয় চিঠি যাতে হামনের মৃত্যু, যিহূদীদের প্রশংসা এবং তাদের নিজেদের রক্ষা করবার অনুমতি রয়েছে; ৮:১২ পদের পরে তা যোগ করা হয়েছে। (৬) মর্দখয়ের স্বপ্নের ব্যাখ্যা এবং পূরীম পর্বের শেষ ব্যাখ্যা– এই বিষয়টি ইষ্টের পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে পরে যোগ করা হয়েছে।

শলোমনের প্রজ্ঞাপুস্তক।

এপোক্রিফার পুস্তকগুলোর মধ্যে এটাই সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও কৌতুহলোদ্দীপক। এটা প্রায় ৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে লেখা হয়েছে। ১:১-৬:৬ পদের প্রথম অংশটিকে বলা হয় "ভবিষ্যত বিষয়ক পুস্তক"। এই অংশটি ধার্মিক ও অধার্মিক লোকদের শেষ গন্তব্যস্থলের কথা তুলনা করে অনন্ত জীবনের সত্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে। ৬:৯-১১:১ পদে দ্বিতীয় অংশটি হল শলোমনের সুন্দর সুন্দর জ্ঞানের কথা। ১১:২-১৯:২২ পদের এই তৃতীয় অংশটি প্রথম দু'টি

অংশের চেয়ে নিম্নমানের। এই অংশে মিসরে এবং মরুভূমিতে ইস্রায়েলের ইতিহাস আর প্রতিমাপূজার উৎপত্তি ও মন্দতা বিষয়ক আলোচনা (১৩-১৫) রয়েছে। এই পুস্তকের লেখক অনেক জন বলে ধারণা করা হয় এবং কারা এই পুস্তকের লেখক তা জানা যায় নি।

এক্লেসিয়াসষ্টিকাস।

এই পুস্তকটির মধে ৫১টি অধ্যায় রয়েছে। এই পুস্তকটি ইব্রীয়দের জ্ঞান-সাহিত্যের অন্তর্গত। হিব্রু ভাষায় এই রকম সাহিত্যকে বলা হয় হোকমা। এপোক্রিফা জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে এটা একমাত্র পুস্তক যার লেখক সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি। এর লেখক ছিলেন সিরাকের পুত্র ইয়েশুয়া নামে যিরূশালেমের একজন লোক (৫০:২৭)। তিনি প্রায় ১৫৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এই পুস্তকটি লিখেছিলেন। তাঁর নাতি এই পুস্তকের মূল পাণ্ডুলিপি ১২৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দে গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেন। পুস্তকটির ভূমিকা থেকে আমরা এই তথ্য জানতে পারি। 'এক্লেসিয়াষ্টিকাস' এই শিরোনাম হল ঐতিহ্যগত ল্যাটিন নাম এবং এতে দেখা যায় যে, এপোক্রিফার পুস্তকগুলোর মধ্যে এটা ছিল "বিশ্বাসীদের সমাবেশ সংক্রান্ত" গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক। এই পুস্তকের জ্ঞানপূর্ণ কথাগুলো ছিল খুবই নৈতিক ও আত্মিক। খ্রীষ্টিয় যুগের প্রথম থেকেই এই পুস্তকটি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে সমাদৃত ছিল।

১ ম্যাক্কাবিস।

এই পুস্তকটি ঐতিহাসিক ও এর সাহিত্য খুবই উঁচু মানের। এটা মদিনে (১৭৫-১৬০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) ম্যাক্কাবিসের বিদ্রোহের শুরু থেকে শিমোন ম্যাক্কাবিসের খুন হওয়ার সময় পর্যন্ত (১৩৪ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) তাঁর জীবনের দুঃখ-কষ্টের ইতিহাস। মদিনে বসবাস রত ম্যাথিয়াসের পুত্র জুডাস, যোনাথন, জন, এলিজার এবং শিমোনের দেশের প্রতি ভালবাসার দরুন এন্টিয়কাস এপিফেনিসের বিরুদ্ধে ও যারা তাকে নেতা হিসাবে মানে তাদের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করে তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

২ ম্যাক্কাবিস।

এই পুস্তকটির মধ্যেও ১ ম্যাক্কাবিসের সময়ের (১৭৫-১৬০ খ্রীঃপূঃ) বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে এই পুস্তকটি তত মূল্যবান নয়, কারণ প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে যিহূদীদের বিদ্রোহের কিছু অসত্য ঘটনা এই পুস্তকটিতে বিধৃত হয়েছে। এই কথা দাবি করা হয়ে থাকে যে, এটাই হল কুরীণীয় (Cyrene) জেসন কর্তৃক লিখিত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ পুস্তক। এই পুস্তকের লেখক সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

বারূখ।

দাবি করা হয়ে থাকে যে, এই পুস্তকটির লেখক হলেন নবী যিরমিয়ের সেক্রেটারী বারূখ এবং তিনি বাবিলে বসে এটা লিখেছিলেন। পুস্তকটির প্রথম অংশ (১:১-৩:৮) গদ্য ভাষায় রচিত এবং দ্বিতীয় অংশ (৩:৯-৫:৯ পর্যন্ত) পদ্য ভাষায় রচিত। এই পুস্তকের লেখা যিশাইয়, যিরমিয়, দানিয়েল ও অন্যান্য ভাববাদীদের লেখার মতই। এই পুস্তকের বিষয়বস্তু

হল বন্দীদশায় থাকা যিহূদীদের প্রার্থনা ও পাপ-স্বীকার এবং তাদের নিজেদের দেশে পুনঃস্থাপনের প্রতিজ্ঞা।

তিনজন ছেলেমেয়ের গান।
এপোক্রিফার এই পুস্তকটি হল দানিয়েল পুস্তকের তিন বন্ধুকে আগুনে ফেলে দেবার পরের ঘটনা (দানি ৩:২৩)। এতে আছে অসরিয়ের প্রার্থনা, কি আশ্চর্যভাবে তারা উদ্ধার পেয়েছে তার গল্প ও প্রশংসা-গান।

শুশান্নার গল্প।
এটা দানিয়েল পুস্তকের সঙ্গে যুক্ত আরেকটি এপোক্রিফা জাতীয় পুস্তক। এই পুস্তকের মধ্যে শুশান্না নামক একজন বাবিলীয় স্ত্রীলোক কিভাবে ব্যভিচারের ঘটনা থেকে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে তার ঘটনা রয়েছে। যুবক দানিয়েল তাঁর জ্ঞান দিয়ে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেছেন। এই গল্পটি থিওডোশন গ্রীক অনুবাদের দানিয়েলের এক অধ্যায়ের পূর্বে এবং সেপ্টুয়াজিন্টের ও ল্যাটিন ভলগেট অনুবাদের ১৩ অধ্যায় হিসেবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

বাল ও ড্রাগন।
এই কাল্পনিক গল্পগুলোর মধ্যে মূর্তিপূজার বোকামীর কথা বলা হয়েছে। এপোক্রিফার এই পুস্তকটিও দানিয়েল পুস্তকের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। লোকেরা দাবি করতো যে, বালের মূর্তি ছিল জীবন্ত দেবতা, কারণ তার সামনে যে খাবার রাখা হত প্রত্যেক রাতেই সেই দেবতা অনেক পরিমাণে খাবার খেয়ে ফেলত। কিন্তু দানিয়েল মন্দিরের মেঝেতে ছাই ফেলে রেখে রাজার কাছে প্রমাণ করেছিলেন যে, বালের পুরোহিতেরাই গিয়ে সেই খাবার খেয়ে ফেলত। ফলে রাজা বালের মূর্তি ও পুরোহিতদের ধ্বংস করেছিলেন।
যে ড্রাগনকে বাবিলের লোকেরা পূজা করতো সেই ড্রাগন নিয়ে আরেকটি গল্প আছে। দানিয়েলকে সেই ড্রাগনের পূজা করবার জন্য ডাকা হয়েছিল। সুতরাং তিনি আলকাতরা, চুল ও চর্বি মিশিয়ে সেই ড্রাগনকে খাইয়েছিলেন। এর ফলে সেই ড্রাগনটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিস্ফোরিত হয়ে গিয়েছিল। এতে লোকেরা ক্ষেপে গিয়ে রাজাকে বাধ্য করেছিল যেন তিনি দানিয়েলকে সিংহের গুহায় ফেলে দেন। সিংহের গুহায় দানিয়েলের ছয় দিনের দিন কয়েকজন স্বর্গদূত ভাববাদী হবক্কুককে মাথার চুল ধরে বাবিলে নিয়ে আসেন। হবক্কুক খাবার ও পানীয় যিহূদার শস্য ছেদকদের কাছে নিয়ে আসছিলেন, আর তিনি তা দানিয়েলকে খাইয়েছিলেন। সপ্তম দিনে রাজা দানিয়েলকে উদ্ধার করেন এবং যারা তাঁকে অভিযুক্ত করেছিল তাদেরই ক্ষুধার্ত সিংহের গুহায় ফেলে দিয়েছিলেন।

মনঃশির প্রার্থনা।
আসিরিয়ার লোকেরা যখন মনঃশিকে ধরে বাবিলে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তিনি দুঃখার্ত হৃদয়ে পাপ স্বীকার করে যে প্রার্থনা করেছিলেন, দাবি করা হয়ে থাকে যে, এটাই সেই প্রার্থনা। মনঃশি ছিল যিহূদার একজন দুষ্ট রাজা। এই প্রার্থনাটি ২ বংশাবলি ৩৩:১৯ পদের পর যোগ

করা হয়েছে এবং খুব সম্ভব খ্রীষ্টপূর্ব ১০০ সালে এটি লেখা হয়েছে।

অসত্য লেখাগুলো (The Pseudepigrapha)

এছাড়াও অনেক লেখা আছে যাদের বলা হয় Pseudepigrapha, মানে "যে সব লেখা সত্য নয়"। ধর্ম বিষয়ক এই সব লেখা ২০০ খ্রীষ্টপূর্ব হতে শুরু করে ২০০ খ্রীষ্টাব্দ সময়ের মধ্যে লেখা হয়েছে। ভিত্তিহীনভাবেই এই পুস্তকগুলো লেখা হয়েছে, যেমন– আদম, নোহ, হনোক, মোশি, সফনিয়, বারুখ, ইত্যাদি। এই Pseudepigrapha-র অন্তর্গত পুস্তকগুলো এপোক্রিফার মত নয়। ১৪টি এপোক্রিফার পুস্তকের মধ্যে ১১টি পুস্তক রোমান ক্যথলিক চার্চ পবিত্র শাস্ত্রের অংশ হিসাবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই পুস্তকগুলোকে কখনো পবিত্র শাস্ত্রেও অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হয় নি। এই পুস্তকগুলোর মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক, শিক্ষামূলক ও কাল্পনিক বিষয় রয়েছে। এই পুস্তকগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পুস্তকের সার-সংক্ষেপ নিচে দেওয়া হল:

মোশির স্বর্গারোহণ।

এটা দাবি করা হয় যে, মোশির মৃত্যুর পূর্বে যিহোশূয়ের কাছে মোশির করা কতগুলো ভবিষ্যদ্বাণী এর মধ্যে আছে। ১৫ খ্রীষ্টপূর্ব একজন ফরীশী তার সময়কার ফরীশীদের মধ্যে জাগতিক ভোগ-বিলাস বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এই পুস্তক লিখেছিলেন।

যিশাইয়ের স্বর্গারোহণ।

এই পুস্তকটির মধ্যে তিনটি অংশ রয়েছে– যিশাইয়ের সাক্ষ্যমর হওয়া, যিশাইয়ের দর্শন এবং হিষ্কিয়ের নিয়ম (২:১৩-৪:১৮)। এই পুস্তকটির মধ্যে প্রেরিতিক যুগের শেষে খ্রীষ্ট মণ্ডলীগুলোর আত্মিক অবস্থান সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা আছে। যিশাইয়র দর্শনের (৬:১-৯:৪০) মধ্যে প্রথম শতাব্দীতে ত্রিত্ব সম্বন্ধে খ্রীষ্টের মানুষ হিসাবে আগমন, তাঁর পুনরুত্থান ও স্বর্গ সম্বন্ধে লোকদের বিশ্বাসের বিষয়ে বলা হয়েছে। বিভিন্ন অংশে যিশাইয়ের সাক্ষ্যমরের হওয়ার কথা লেখা আছে (১:১-২, ৬-১৩, ২:১-৮, ১০; ৩:১২; ৫:১-১৪)। এর মধ্যে যিশাইয়ের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। রাজা মনঃশি কিভাবে করাত দিয়ে যিশাইয়কে টুকরা টুকরা করে কেটে ফেলেছিলেন সেই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

হনোক।

খণ্ড খণ্ড লেখা নিয়ে এই পুস্তকটি রচিত হয়েছে। এটা দাবি করা হয় যে, এর মধ্যে নোহ ও হনোকের কাছে ঈশ্বর কর্তৃক প্রকাশিত খ্রীষ্টের আগমন বার্তা ও ভবিষ্যত বিচারের কথা লেখা আছে। এই পুস্তকটির লেখক কে তা জানা যায় নি। খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে প্রথম দুই শতাব্দীতে এই পুস্তকটি লেখা হয়েছে।

জুবিলি।
এই পুস্তকটিতে পৃথিবীর ইতিহাসকে জুবিলির সময়ে অনুসারে অর্থাৎ ৫০ বছর করে অনেকগুলো যুগের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে (লেবীয় ২৫:৮-১২)। এই পুস্তকটির লেখক ছিলেন একজন ফরীশী যিনি ১৫৩-১০৫ খ্রীষ্টপূর্বে এটা লিখেছিলেন। গ্রীকদের মন্দ প্রভাব থেকে যিহূদী মতবাদ রক্ষার জন্য লেখক এই পুস্তকটি লিখেছিলেন। পুস্তকটিতে আইন-কানুন অর্থাৎ মোশির ব্যবস্থার প্রশংসা করা হয়েছে এবং যিহূদীদের ত্রুটিহীন আদিপিতাদের কথা বলা হয়েছে।

সিবিলিনের ভবিষ্যদ্বাণী।
ম্যাক্কাবিয়দের সময়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়বস্তু হল সাম্রাজ্যের পতন ও খ্রীষ্টের যুগের আগমন। গ্রীক সিবিল্‌সের ভবিষ্যদ্বাণীর মতই এগুলো লেখা হয়েছে। ইফিষের হেরাক্লিটাস (৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব) কুমের (Cumea) সিবিলের নাম প্রথম উল্লেখ করেন।

শলোমনের গীত।
খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ১৮টি গীত লেখা হয়েছে। এগুলো একজন ফরীশী লিখেছিলেন এবং সেখানে খ্রীষ্টের আগমনের কথা বলা হয়েছে।

বারোজন আদিপুরুষের কথা।
এই পুস্তকের ১২টি অংশ ইয়াকুবের ১২ জন ছেলের মৃত্যুর সময়কার কথা বলে দাবি করা হয়ে থাকে। এর বিষয়বস্তু আদিপুস্তকের ৪৯ অধ্যায়ের মত। এর কোন কোন লেখা খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে লেখা হয়েছে, কিন্তু ২৫০ খ্রীষ্টাব্দের আগে এই পুস্তকটির লেখা সম্পূর্ণ হয় নি।

টারগুমস্

টারগুমস্ হল অরামীয় ভাষায় হিব্রু ভাষার পবিত্র শাস্ত্রের একটি স্বাধীন অনুবাদ। ইস্রায়েলীদের বন্দীদশার পর প্যালেষ্টাইনে তখন অরামীয় ভাষা সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। এগুলো প্রথমে হিব্রু পবিত্র শাস্ত্র পড়বার সঙ্গে সঙ্গে মৌখিকভাবে অনুবাদ করা হত (ইষ্রার ৮:৪-৮)। সবচেয়ে প্রাচীন লিখিত টারগুমস্ যেমন– পঞ্চপুস্তক বিভাগের মধ্যেকার অনাকেলস এবং ভাববাদীদের পুস্তকের বিভাগের মধ্যকার যোনাথন, পুস্তক দু'টি খ্রীষ্টিয় সময়ের শুরু থেকেই লেখা হয়েছিল।

তালমুদ

এই পুস্তকটি মোশির পঞ্চপুস্তকের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা ইব্রীয়দের সাধারণ আইন-কানুন ও ধর্মীয় আইন-কানুনের সংগ্রহ। ৩০০ খ্রীষ্টপূর্ব হতে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্ম-শিক্ষকের চিন্তাধারা এই পুস্তকটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। মোশির ব্যবস্থা থেকে গড়ে উঠা

প্রথাগত আইনের ব্যাখ্যা অর্থাৎ গেমারা নিয়ে এই তালমুদ গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। এই গেমারা অরামীয় ভাষায় রচিত। মিদ্‌রাস গ্রন্থটি সিনাগগে প্রচারিত হিব্রু ও অরামীয় ভাষায় ধর্মোপদেশের সংকলন, যা পুরাতন নিয়মের পুস্তক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ১০০ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই মিদরাস গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

মিদ্‌রাসের মধ্যে যিহূদীদের ব্যাখ্যা

প্রায়ই মিদ্‌রাসের অস্পষ্ট ব্যাখ্যা করা হত যাতে তখনকার দিনে শিক্ষাটা কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় তার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত, কিন্তু সমস্ত পুস্তকটির বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষাটার সম্পর্কের উপর কম গুরুত্ব দেওয়া হত। সমালোচকেরা প্রায়ই নতুন নিয়মের লেখকদের, বিশেষ করে মথি ও ইব্রীয় পুস্তকের লেখককে সমালোচনা করে এই কথা বলতো যে, তাঁরা তাঁদের লেখায় মিদ্‌রাসের ভঙ্গিতে পুরাতন নিয়ম ব্যবহার করেছেন। কিন্তু নতুন নিয়মের লেখকেরা যে ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তা গ্রহণযোগ্য, কারণ তাঁরা পবিত্র আত্মার পরিচালনায় লিখেছেন।

সিনাগগ

সিনাগগ এই শব্দটি গ্রীক শব্দ *Synagoge* শব্দ থেকে এসেছে, যার মানে হল একত্রিত হওয়া বা সমবেত হওয়া। প্রথম সিনাগগ ছিল বাবিল দেশে বিভিন্ন বাড়িতে (যিহি ৮:১; ২০:১-৩)। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের প্রথম দিকের মণ্ডলীর মত সিনাগগের সভা বাড়িতে বাড়িতেই হত, কিন্তু বন্দীদশার পরে তা ধীরে ধীরে লোকদের নির্দেশনার, উপাসনার ও প্রার্থনার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। যেসব যিহূদীরা প্যালেষ্টাইন থেকে অনেক দূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল তারা যিরূশালেমের মন্দিরে উপাসনা করতো। ৩০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রীক-রোমীয় জগতে প্রত্যেকটি শহরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যিহূদী ছিল যারা মোশির ব্যবস্থা ও ভাববাদী লেখা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবার ও উপাসনা করবার জন্য সিনাগগে যেত (লূক ৪:১৬-৩০)। ইব্রীয়দের পবিত্র শাস্ত্র সিনাগগে রাখা হত। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সুখবর প্রথমে সিনাগগে প্রচার করা হয়েছে (প্রেরিত ১৩:৫; ১৪:১)। যেহেতু যিহূদীরা অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল তাই সিনাগগ রোমীয় সাম্রাজ্যের অনেক জায়গায়ই গড়ে উঠেছিল।

মহাসভা

যাদের হাতে বিচারের ক্ষমতা ছিল এমন উচ্চ শ্রেণীর লোকদের নিয়ে মহাসভা গঠিত। রাজা যিহোশাফটের সময় থেকে এই দলের ধারণা জন্ম নেয় (২ বংশাবলি ১৯:৫-১১)। যীশু খ্রীষ্টের সময়ের মধ্যে এই দল উচ্চ আদালতের ক্ষমতা অর্জন করে এবং ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যিরূশালেমের পতন পর্যন্ত ধর্মীয় ও অধর্মীয় এমন সব বিষয়ের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারত। ইষ্রা ও নহিমিয়ের সময় (৪৫০-৪০০ খ্রীষ্টপূর্ব) একটি দল ছিল যা মহান সিনাগগ নামে পরিচিত ছিল। এটা ধারণ করা হয়ে থাকে যে, সেই সিনাগগ যা ২৫০ খ্রীষ্টপূর্ব ৭০ সদস্য বিশিষ্ট মহাসভায় রূপান্তরিত হয়। মহাসভা শব্দটি গ্রীক শব্দ *Synedrion*-এর অরামীয় রূপ যার অর্থ হল 'একত্রে বসা বা সমবেত হওয়া'। মহাপুরোহিত মহাসভা

পরিচালনা করতেন।

ফরীশী

ম্যাক্কাবীয়দের সময়ে অর্থাৎ জন রিকানার-এর রাজত্বের সময়ে (১৩৪-১০৪ খ্রীষ্টপূর্ব) যিহূদীদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী দল ফরীশী, সদ্দূকী ও এসেন্স গঠিত হয়। হাসিডিম অর্থাৎ 'ধার্মিকগণ' বা 'ধর্মের প্রতি ভক্তগণ', সেই পুরানো যিহূদী দল থেকে ফরীশী দল এসেছে। ১৬৮ খ্রীষ্টপূর্বে এন্টিয়াকাস এপিফেনিস যখন যিহূদী ধর্মকে বেআইনী ঘোষণা করেন তখন হাসিডিমের যে লোকেরা আইন-কানুনের বা ব্যবস্থার প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেছে তাদের নিয়ে ফরীশী দল গঠিত হয়। যারা তাদের মত করে মোশির ব্যবস্থা অনুসারে জীবন-যাপন করে না তাদের থেকে তারা নিজেদের সর্বদাই পৃথক রাখত এবং প্রার্থনা, পাপ-স্বীকার, দয়া করবার উপর জোর দিত। যদিও ফরীশীদের আরম্ভ ভাল ছিল এবং ম্যাক্কাবিয়দের সময় অনেক অত্যাচার ভোগ করেছিল, তথাপি ধীরে ধীরে তারা পরিবর্তিত হতে থাকে, আর যীশু খ্রীষ্টের সময় কোন নীতি ছাড়াই অসার ধর্মের অনুসারী হয়ে পড়ে।

সদ্দূকী

খুব সম্ভবত তারা সাদোকীয় ছিল। এরা রাজা শলোমনের পুরোহিত সাদোকের অনুসরণ করতো (১ রাজা ২:৩৫)। সদ্দূকীরা উচ্চ শ্রেণীর জাগতিক-মনা পুরোহিত ছিল। তারা ব্যবস্থা পালন করতো কিন্তু পুনরুত্থান, শেষ বিচার, ও শাস্তির বিষয়ে বিশ্বাস করতো না। তারা গ্রীক সভ্যতা গ্রহণ করেছিল এবং সামরিক শক্তি ও কূটনৈতিক চাতুর্যতা দিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষপাতি ছিল। যীশু খ্রীষ্টের সময় পর্যন্ত তাদের সঙ্গে ফরীশীদের একটা গভীর মত-পার্থক্য ছিল। তাদের মধ্যেকার এই পার্থক্য হাসমোনিয়ান রাজ্যের পতন ঘটায়।

অধ্যাপক ও এসেন্স বা এসেনিস

অধ্যাপকেরা পবিত্র শাস্ত্রের নকল করতো বা কপি করতো এবং তারা মোশির ব্যবস্থা খুব ভাল জানত। সেজন্য তাদের আইন-কানুনাজ্ঞ বলা হত। পঞ্চপুস্তক, গীতসংহিতা ও ভাববাদীদেও পুস্তক অর্থাৎ পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মে মধ্যবর্তী সময়ে তারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং যীশু খ্রীষ্টের সময়ে এরা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এসেন্সরা ছিল একটি দল, যারা ফরীশী ও সদ্দূকীদের মত ধর্মীয় রাজনৈতিক দল ছিল না। এরা তাদের মতবাদের লোকদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করতো ও জগতের সব কিছু থেকে পৃথক থাকত। ১৯৪৭ সালে মরু-সাগরে-পাওয়া গুটানো পুস্তক আবিষ্কার হওয়ার আগে এই স্বনির্ভর সামাজিক দল সম্বন্ধে কেবলমাত্র ঐতিহাসিক ফিলো, যোসিফাস ও প্লিনির কাছ থেকে তথ্য পাওয়া যেত। একই রকম একটি দল আজ সুপরিচিত। তাদের প্রধান কার্যালয় মরু-সাগরের উত্তর-পশ্চিম তীরের কুমরানে। যখন খননকার্য চালানো হয় তখন তাদের সম্বন্ধে জানা যায়। সেখানে তাদের শাসনকার্য প্রণালী ও আদেশনামা পাওয়া গেছে। প্রাচীন সূত্রগুলোর সঙ্গে এগুলোর মিল আছে এবং এগুলো ২০০ খ্রীষ্টপূর্ব হতে ৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যিহূদীদের মধ্যে বিভিন্ন দল সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান দান করে।

গ্রীক ভাষায় নতুন নিয়মের প্রস্তুতি

পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যবর্তী সময়ে মহান আলেকজাণ্ডারের বিজয়ের মধ্য দিয়ে গ্রীক সাম্রাজ্যের নানা উপভাষা নিয়ে গঠিত চলতি গ্রীক ভাষা বিস্তার লাভ করে। এই চলতি ভাষা ছড়িয়ে পড়া যিহূদীদের মধ্যে খুব প্রভাব বিস্তার করে এবং সেই কারণে পুরাতন নিয়ম গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। নতুন নিয়মের ভিত্তির জন্য এই অনুবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেপ্টুয়াজিন্ট (পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ) এবং নতুন নিয়ম দু'টোই একসঙ্গে প্রথম খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের পবিত্র শাস্ত্র হয়ে উঠে।

গ্রীকের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি, রোমীয়দের আইন-কানুন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, যিহূদীদের এক ঈশ্বরের উপাসনা, ছড়িয়ে পড়ার দরুন বিভিন্ন জায়গায় সিনাগগ গড়ে উঠা এবং অনাগত খ্রীষ্টের উপর যিহূদীদের আশা– এসব কিছুই খ্রীষ্টের এই জগতে আসা ও খ্রীষ্টীয়-বিশ্বাস প্রচার করার জন্য এই পৃথিবীকে প্রস্তুত করেছিল। পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যবর্তী দীর্ঘ সময়ে আমরা পরিষ্কারভাবেই ঈশ্বরের পরিকল্পনা দেখতে পাই। পুরাতন নিয়মে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত খ্রীষ্টের ও এই পৃথিবীর ত্রাণকর্তা মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করবার বিষয়ে অনেকবার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তার পূর্বে পৃথিবীতে যে সমস্ত বড় বড় ঘটনা ঘটে গেছে বিশেষ করে যিহূদীদের ইতিহাসের সব ঘটনা এই মহান ঘটনার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে (গালা ৪:৪)।

পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যবর্তী সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

যিহূদীদের ইতিহাস	**সমসাময়িক ঘটনা** সব তারিখ খ্রীষ্টপূর্ব
৪২৪-৩৩১ মালাখি, পুরাতন নিয়মের শেষ ভাববাদীর সময়ে প্যালেষ্টাইন পারস্য শাসনকর্তাদের অধীনে একটা ছোট প্রদেশ। প্যালেষ্টাইন, পারস্যের পঞ্চম প্রদেশের সীমানার মধ্যে পড়েছে, যার রাজধানী দামেস্ক বা শমরিয়া।	**পারস্য সাম্রাজ্য** ২য় জারেক্সস্ (৪২৪-২৩) ২য় দারিয়াবস (৪২৩-৪০৪) ২য় অর্তখস্ত (৪০৪-৩৫৮) ৩য় অর্তখস্ত (৩৫৮-৩৮) আরসিস (৩৩৮-৩৬) ৩য় দারিয়াবস (৩৩৬-৩১)
৩৫৯-৩২ যিহূদীরা তাদের পারস্য প্রভুদের অধীনে তুলনামূলকভাবে অধিক শান্তি ও সমৃদ্ধি ভোগ করেছিল।	**ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্য** ফিলিপ (৩৫৯-৩৬) গ্রীক প্রদেশগুলোর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে।
৩৩৮-২৩ পারস্য প্রভুদের আনুগত্য প্রকাশ এবং মহান বিজেতা আলেক্জাণ্ডারের দেখানো ভয় এই দুইয়ের মধ্যে পড়ে যিহূদীরা দোটানায় পড়ে।	সেরোনিয়া বিজয় (৩৩৮) গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা ভেঙ্গে যায়।
আলেক্জাণ্ডার প্যালেষ্টাইন, সোর (৩৩২) গাজা প্রভৃতি অধিকারের মাধ্যমে দ্রুত সিরিয়ায় প্রবেশ করে। যিহূদীরা আলেক্জাণ্ডারের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা হয়। আলেক্জাণ্ডার মিসর জয় করেন (৩৩২)। আলেক্জাণ্ড্রিয়া স্থাপিত হয়।	মহান আলেক্জাণ্ডার (৩৩৬-২৩) তিনটি চূড়ান্ত যুদ্ধের মাধ্যমে পারস্য সাম্রাজ্য জয় করেন; গ্র্যানকাস (৩৩৪), ইসুস (৩৩৩), গাউগামেলা (৩৩১), ভারতে পৌঁছেন (৩২৭), বাবিলে মৃত্যুবরণ করেন (৩২৩)।
৩২৩-২২৭ আলেক্জাণ্ডারের বিজয়ের দ্বারা গ্রীক ভাষা, সংস্কৃতি এবং দর্শন ছড়িয়ে পড়ে।	আলেক্জাণ্ডারের সেনাপতি ক্ষমতার জন্য লড়াইয়ে লিপ্ত হন।

পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যবর্তী সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

টলেমীয়ের অধীনে প্যালেষ্টাইন (৩২৩-১৯৮)	টলেমীর এবং সেলুসিডস সাম্রাজ্য
১ম টলেমী যিহূদীদের পছন্দ করতেন এবং অনেক যিহূদীকে আলেকজাণ্ড্রিয়ায় বসতি করতে দেন, যা তিনি অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়েছিলেন।	১ম টলেমী (৩২৩-২৮২) ২য় টলেমী (২৮৪-৪৬) ৩য় টলেমী (২৪৬-২২) ৪র্থ টলেমী (২২২-২০৫) ৫ম টলেমী (২০৪-১৮০)
২য় টলেমী যিহূদীদের পছন্দ করতেন। তিনি পুরাতন নিয়ম গ্রীক ভাষায় (সেপ্টুয়াজিন্ট) অনুবাদ করতে শুরু করেন।	
আরিস্টিয়াসের চিঠি	রোমীয়দের অধীনে শাসন পর্যন্ত টলেমীর ধারা চলছিল যতদিন না মিসরকে প্রদেশ হিসাবে রোমীয় সাম্রাজ্যের সাথে একীভূত করা হয় (৩০)
আলেকজাণ্ড্রিয়ার যিহূদীদের গ্রীককরণের কাজ অব্যাহত। প্যালেষ্টাইনের যিহুদীরা নিজেদের সংস্কৃতিতে অটল।	১ম সেলুকাস (৩১২-২৮০) ১ম এণ্টিয়কাস (২৮০-৬২) ২য় এণ্টিয়কাস (২৬১-৪৬) ২য় সেলুকাস (২৪৬-২৬) ৩য় সেলুকাস (২২৬-২৩) ৩য় এণ্টিয়কাস (২২৩-১৮৭) ৪র্থ সেলুকাস (১৮৭-৭৫) ৪র্থ এণ্টিয়কাস এপিফেনিস (১৭৫-৬৩)
মারিসার রঙ্গিন কবরগুলো	

পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যবর্তী সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

সেলুসিড্‌দের অধীনে প্যালেষ্টাইন (১৯৮-৬৫)	
১৯৮ ৩য় এণ্টিয়কাস, প্যালেষ্টাইন থেকে মিসরীয়দের বিতাড়িত করেন এবং এটা সেলুসিড্ সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করেন। এক্লেসিয়াসটিকাস পুস্তকটি লেখা হয় (প্রায় ১৮০), সেপ্টুয়াজিন্ট সম্পূর্ণ হয় (প্রায় ১৫০)।	
১৬৭-৬৫ যিহূদীদের গ্রীককরণকে প্ররোচিত করে। **৪র্থ এন্টিয়কাস** যিরূশালেম লুট করেন, মন্দির অপবিত্র করেন এবং পোড়ানো-উৎসর্গের বেদিতে অলিম্পিয়ান জেউসের উদ্দেশ্যে পশু-উৎসর্গ করেন। ম্যাক্কাবীয়দের বিদ্রোহ বৃদ্ধ পুরোহিত মত্তথিয় এবং তার পাঁচ পুত্রের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।	**৫ম এণ্টিয়কাস** (১৬৩-৬২) **১ম দীমীত্রিয়** (১৬২-৫০)
১৬৬-১৩৪ **হাসমোনীয়দের অধীনে প্যালেষ্টাইন (১৬৬-৬৩)** যিহূদা (১৬৬-৬০) সিরীয় সৈন্যদের পরাজিত করেন। মন্দির পরিষ্কার করেন এবং আবার উৎসর্গ শুরু করেন (১৬৬-৬৫)।	২য় দীমীত্রিয় এবং আলেক্‌জাণ্ডার বালাসের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে যুদ্ধ। **আলেক্‌জাণ্ডার বালাস** (১৫০-৪৫)
যোনাথন (১৬০-৪৩) কূটনৈতিকভাবে এবং সামরিকভাবে যিহূদীদের স্বাধীনতার দিকে আগানো।	**২য় দীমীত্রিয়** (১৪৫-৩৯) শিমোনকে মহাপুরোহিত হিসেবে গ্রহণ করে এবং যিহূদীদেরকে প্রায় স্বাধীন বলে অনুমোদন দান করেন।

পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যবর্তী সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

শিমোন (১৪৩-৩৫) যিহূদীদের স্বাধীন সময় আরম্ভ করেন (১৪৩-৩৬)। সিরীয় সৈন্য-বাহিনীকে তিনি যিরূশালেম থেকে বিতাড়িত করেন, গেষর এবং যাফো জয় করেন ১ ম্যাক্কাবিস, তোবিত, জুডিথ পুস্তক।	
১৩৪-১৪০ জন হিরকানাস (১৩৫-১০৪), শিমোনের পুত্র, ট্রান্স যর্দন, শমরিয়া (গরিষীমের প্রতিদ্বন্দ্বী মন্দির ধ্বংস করে) এবং ইদোম জয় করেন। তিনি গালীলের সতমল ভূমি থেকে নেগেভ পর্যন্ত এবং ভূমধ্য সাগর নবোতিয়া পর্যন্ত শাসন করতেন। যিহূদী ধর্মে দু'টি প্রধান দলের উত্থান ফরীশী ও সদ্দূকী, এছাড়া এসেন্সদেরও উত্থান ফিলো, যোসিফাস, প্লিনি এবং মরু সাগরে পাওয়া স্ক্রোলের সারাংশ অনুসারে।	**৭ম এন্টিয়াকাস** (১৩৯-২৯) যিহূদিয়া আক্রমণ করেন, যিরূশালেম দখল করেন, অধীনতার নিদর্শনস্বরূপ প্রচুর কর আরোপ করেন, কিন্তু তার মৃত্যুতে প্যালেষ্টাইনের উপর সেলুসিডের ক্ষমতার সমাপ্তি হয়। পম্পে কর্তৃক দখল এবং রোমীয় প্রদেশের অর্ন্তভুক্ত না করা পর্যন্ত দুর্বল প্রভাবমুক্ত সিরিয়া সাম্রাজ্য অব্যাহত ছিল (৬৪)।
১০৪-৬৯ ১ম এসিষ্টোবুলাস (১০৪-৩), জন হিরকানাসের পুত্র, নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে মৃত্যু। **আলেক্জাণ্ডার জেন্নিয়াস** (১০৩-৭৬), নিষ্ঠুর বিজেতা, ফরীশীদের শত্রুতা করার মাধ্যমে হাসমোনীয় রাজবংশের ভবিষ্যতে কি হবে তা পরিষ্কার হয়ে যায়।	**খিরবেট কুমরান,** উত্তর-পশ্চিম তীরে এসেনদের সদর দপ্তর প্রায় ১১০ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রায় ৩৭ পর্যন্ত খ্যাতির সঙ্গে বর্তমান ছিল। মরুসাগরে পাওয়া অনেক স্ক্রোলের তারিখ এই সময়ের এবং এর পরের সময়ের (প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ১০০-৭০ খ্রীষ্টাব্দ)।
আলেকজাণ্ড্রা (৭৬-৭৭), আলেক্জাণ্ডার জেন্নিয়াসের স্ত্রী। ফরীশীদের স্বর্ণযুগ। শলোমনের প্রজ্ঞা, সিবিলিনের ভবিষ্যদ্বাণী, হনোকের পুস্তক, জুবিলী পুস্তক, ২ ম্যাক্কাবিস্ প্রভৃতি পুস্তক লেখার সম্ভাব্য তারিখ।	আলেকজাণ্ড্রার জ্যেষ্ঠপুত্র হিরকানাস মহাপুরোহিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে ইদুমিয়ার শাসনকর্তা এন্টিপেটার হিরকানাসকে পেট্রায় পালাতে বাধ্য করে এবং নবোতিয়ার রাজপুত্র আরিতাস তার উত্তরাধিকারী ভাই এরিষ্টোবুলাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যিহূদিয়ার সিংহাসন নিজের জন্য জয় করতে তাকে প্ররোচিত করে। আসন্ন লড়াইয়ে রোম অবরোধ করা হয় এবং দখল করা হয়। এভাবে হাসমোনীয় রাজতন্ত্রের পরিসমাপ্তি ঘটে। ক্যাথিলিনের ষড়যন্ত্র, সিসারোর ভবিষ্যত, ক্যাথিলিনের হত্যা (৬২)।

পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যবর্তী সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

২য় এরিষ্টোবুলাস (৬৭-৩) ২য় এরিষ্টোবুলাস সিংহাসনচ্যুত হন এবং পম্পের বিজয়কে গৌরবান্বিত করার জন্য রোমে নিয়ে যাওয়া হয়।	
৬৩-৪১ পম্পে প্যালেষ্টাইনকে রোমীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনেন এবং যিহূদিয়ার ক্ষমতা সমতা আনার জন্য দিকাপলির রাষ্ট্রগুলোকে ট্রান্স যর্দনে একত্রিত করেন। যিহূদিয়ার আয়তন পূর্বের চেয়েও ছোট হয়ে গিয়েছিল।	**পম্পে, কৈসর এবং ক্রাসাস** ট্রিয়ামভাইরেট গঠন করেন (৬০) কৈসরের গাল্লিক যুদ্ধ (৫৮-১)। গৃহযুদ্ধ (কৈসর বনাম পম্পে) কৈসরকে গুপ্তহত্যার মধ্য দিয়ে শেষ হয় (৪৪)।
৪০-৪ **রোমীয়দের অধীনে প্যালেষ্টাইন (খ্রীষ্টপূর্ব ৬৩-১৩০ খ্রীষ্টাব্দ)** ইদুমীয় এন্টিপেটার রোমীয়দের নিয়ে প্যালেষ্টাইন শাসন করেন (৫৫-৪৩) হেরোদ এবং পাসায়েল, এন্টিপেটারের শাসনকর্তা ছিলেন (৪১)।	দ্বিতীয় ট্রিয়ামভাইরেট: এন্টোনিও, অক্টোভিয়ান, লেপিডাস (৪৩)। ফিলিপীতে (৪২) এবং অক্টিয়ামে (৩১) যুদ্ধ। অক্টোভিয়ানকে (আগষ্টাস) একমাত্র শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে।
এন্টিগোনাস, এরিষ্টোবুলাসের পুত্র, পার্থীয়দের সাহায্যে মহাপুরোহিত এবং রাজা হয়েছিলেন (৪০-৩৭)।	**আগস্তের সাম্রাজ্য** (খ্রীষ্টপূর্ব ২৭-১৪ খ্রীঃ) মরুসাগরের কাছে এসেনিক সদর দপ্তর, খিরবেট কুমরানের পুনর্জীবন, যা বাপ্তিস্মদাতা যোহন, যীশু খ্রীষ্ট এবং পৌলের সময় পর্যন্ত টিকেছিল।
মহান হেরোদ, রোমীয়দের সভাসদদের অনুমতি নিয়ে যিহূদিয়ায় রাজা হয়েছিলেন (৩৭-৪)।	
বাপ্তিস্মদাতা যোহন এবং যীশু খ্রীষ্টের জন্ম (প্রায় ৬ অথবা ৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)	